শামায়েলে তিরমিযী

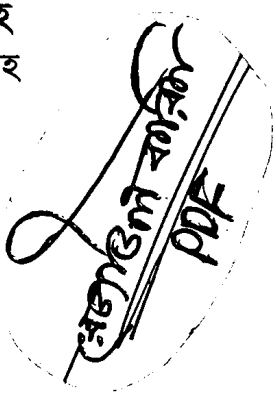
(পূর্ণাঙ্গ বাংলা শরাহ)

মাওলানা আবূ সাবের আব্দুল্লাহ

اَلْمَوَاهِبُ الْإِلٰهِيَّةُ
عَلَى
الشَّمَائِلِ النَّبَوِيَّةِ

শামায়েলে তিরমিযীর
পূর্ণাঙ্গ সুবিস্তৃত বাংলা শরাহ

মাওলানা আবূ সাবের আব্দুল্লাহ
উস্তাযুল হাদীস, জামিয়া শারইয়্যাহ
মালিবাগ, ঢাকা :: ১২১৭



মাকতাবাতুল আযহার
□ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা ✆ 01924 076365
□ দোকান নং-১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা ✆ 01715 023118

https://t.me/islaMic_fdf

শামায়েলে তিরমিযীর
পূর্ণাঙ্গ সুবিস্তৃত বাংলা শরাহ

মূল
মাওলানা আবূ সাবের আবদুল্লাহ

প্রকাশকাল
প্রথম সংস্করাণ :: সেপ্টেম্বর ২০১২ ঈ.
তৃতীয় সংস্করণ :: নভেম্বর ২০১৭ ঈ.

সর্বসত্ব
প্রকাশক, মাকতাবাতুল আযহার

বর্ণবিন্যাস
আবদুল্লাহ আল ফারূক, ০১৯১১ ৫২৫০৭০

প্রচ্ছদ
নাজমুল হায়দার, সাজ প্রকাশনী

মূদ্রণ ::
প্রগতি প্রিন্টিং প্যালেস, ০১৮১৯ ২৩১৭৩১

একমাত্র পরিবেশক
মাকতাবাতুল আযহার
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা
ফোন:: ০২-৯৮৮১৫৩২, মোবাইল :: ০১৯২৪০৭৬৩৬২

মূল্য : ৮০০ টাকা মাত্র।

SHAMAELE TIRMIJI bangla shorah
Writer :: Maolana Abu Saber Abdullah.
Published by:: Maktabatul Azhar. Dhaka, Bangladesh

ISBN:: 978-984-93087-3-7
E-mail :: maktabatulazhar@yahoo.com

আলেমে রব্বানী, শায়খুল হাদীস
আল্লামা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ রহ.-এর
দুআ ও বাণী

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী—
(মাসিক আত-তাহরীক)
সাক্ষাৎকার: মাওঃ আবূ সাঈদ মোঃ আবদুল্লাহ্
উসতাযুল হাদীছ, দারুল হাদীছ হামীদিয়া, ঢাকা-১২১৭

এপ্রান্তে তুলনাবে কাযুলের আকবারাম [illegible] এর চৈতিক সহন নৈসর্গিক প্রশাবলী, খাওয়া-দাওয়া, চলা-বলা, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ ইত্যাদির বর্ণনা সম্বলিত গ্রন্থটি সমুহের সাক্ষিবেশ করা হয়েছে, আকাবের রাহনুমায় সর্বাধুনিক শ্রেণী-সেকুলার হারাধারে গ্রন্থটি আমি পাঠে- মুগ্ধীর অর্ণুভূত, গ্রন্থকারের নেগায় যে সুদূর আল্লাহ আলাইহি ওয়া আল্লাহের চাহিদা-সার্বভৌম ঈশ্বরের জীবন পথের পাথেয়, আর চৈতিক সৌন্দর্যের অনুপম প্রতিমা মুগ্ধকর একজন আদর্শকের চিত্ত হৃদয়ের সাড়া না,"

তুলনাবে কাযুলের আকবারাম [illegible] এর প্রতি সাধারণ বিরাগ(লাই) আধ্যাত্ম সর্গেরও প্রেমের যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, যার বেতি হয়ে এর সারাংশতম ঈশ্বরের বিরহ সর্বমুখে সকলই মুখে এর গেছে যে প্রেমোপাখ্যান রচিত হয়েছে, এ প্রেমকাহিনীর মুকাবেলায় সেসব ক্লান্ত, তাই এ প্রেমিক-পাগলেরা তাঁদের সাধনার— প্রেমাস্পদের বর্ণনায় যেউচ্ছ্বাস, গেছের সমর্পণ, উপমা- উৎপ্রেক্ষা তা অনুকরণীয়।

আল্লাহ তা'আলা হারাধারে মাঝে দান করুন আকাবের গ্রন্থকারকে— বর্তমান উচ্চাসনের সাহিত্য হয়ে তো গেছে মূল্যবান এনুযায়ী কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন, তাই সহ কঠিন শব্দ সমুহের বিশ্লেষনীয় প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যার ব্যবস্থা হয়েছে। তবে কতক আকর্ষণীয় তাতে তুলে ধরেছেন। যে সব পুরান কোরান প্রশ্ন বা ত্রুটি লেখা হয়েছে, সে সব প্রশ্নের সমুহের ও ত্রুটির সমুহের সমাধান প্রদান করেছেন। কতিপয় হাদীছে সমূহ যুক্তিসহ দৃষ্টান্তের অবতারণা দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন, হাদীছের মান নির্ণয় ও প্রত্যেকের রাবী-দের বর্ণনা কারীদের সম্বন্ধে মুহাদ্দিছীন বিরাগের মতামত উল্লেখ করেছেন, কতিপয় হাদীছের [illegible] বর্ণনা করেছেন, তার সন্তোষ প্রদান করেছেন, এক কথায় আলোচ্য গ্রন্থ খানি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বশ্রেণীর পাঠকের কুল খুলে যার গ্রন্থ রচনা ও বিন্যাস হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

তাং- ১৮.৩.২০০৫ ইং

আবূ সাঈদ
কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ
(কাজী মুতাসিম বিল্লাহ)
মুহাদ্দিছ মাদরাসা হামীদিয়া
ঢাকা-১২১৭

লে খ কে র আ র জ

শামায়েলে তিরমিযী রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্রমাধুরী এবং দৈহিক গঠন-সৌন্দর্যের অনুপম বর্ণনা সম্বলিত হাদীসমালার সংকলন। এটি ইমাম তিরিমিযীর এক অতীব বরকতময় অনবদ্য গ্রন্থনা।

শায়খ আব্দুর রহমান মোবারকপুরী مقدمة تحفة الأحوذى তে লিখেছেন,

وهو أحسن الكتب المؤلفة فى هذا الباب، كثير الميامن والبركات.

أشعّة اللمعات কিতাবে আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী লিখেছেন-

خواندن آں برائے مہمات مجرب اکابرست۔

'বিশেষ সমস্যায় কিতাবখানী পাঠ করে দুআ করলে দুআ কবুল হয় বলে বুযুর্গানে দ্বীনের অভিজ্ঞতা রয়েছে।'

প্রাচীনকাল থেকে নবীপ্রেমে মাতোয়ারা মুহাদ্দিসীনে কিরাম এই কিতাবের বহু শরাহ লিখেছেন। যেমন :

١.أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل. للشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر المكى الهيثمى : م :٩٧٣هـ

٢.شرح الشمائل، للشيخ مصلح الدين محمد بن صلاح بن جلال، م :٩٧٩هـ

٣.شرح الشمائل، للشيخ عصام الدين إبراهيم بن محمد الاسفرائينى، م :٩٤٣هـ

٤.شرح الشمائل، للشيخ عبد الرؤف المناوى، م :١٠٠٣هـ.

٥.جمع الوسائل، للشيخ نور الدين على بن سلطان محمد القارى، م :١٠١٦هـ.

٦.المواهب اللدنية، للشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجورى، شيخ الجامع الأزهر، م :١٢٧٧هـ.

উর্দূ ভাষায় রচিত শায়খ যাকারিয়া রহ. এর خصائل نبوى একটি প্রসিদ্ধ শরাহ। বাংলাতেও রয়েছে অনেকগুলো। তার মাঝে বাংলা ভাষায় বক্ষমান শরাহটিও সংযোজিত হলো। পাঠ শেষে এমন একটি শরাহ

অপ্রয়োজনীয় ছিলো কি ছিলো না -আশা করি পাঠকই তা উপলব্ধি করবেন। বড় কথা হলো, এর মাধ্যমে যদি আশেকে নবীর শেষ কাতারে অধম লেখকের স্থান হয়ে যায়, তাহলে সেটাই হবে সবচে বড় পাওয়া।

কিতাবের প্রুফ দেখার কাজে স্নেহের পুত্র মাহমুদ হাসান মাসরূর-এর সর্বোত সহযোগিতা ছিল। আল্লাহ তাআলা তাকে দ্বীনের খেদমতের জন্য কবুল করুন। মহৎপ্রাণ জনাব মাওলানা উবায়দুল্লাহ সাহেব শরাহটি নিজ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাপার উদ্যোগ নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলেন। মুহতারাম মুরুব্বী হযরত কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ দা.বা. (বিগত ৫ই রমজান ১৪৩৪ হিজরিতে ইফতারের পূর্বমুহূর্তে আল্লাহ পাক এই মুরুব্বীর ছায়া আমাদের উপর থেকে তুলে নিয়েছেন। فإنا لله وإنا إليه راجعون، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأخلف لنا خيرا منه.-) এর নেক তাওয়াজ্জুহের বরকতে আজ শরাহটি পাঠকের সামনে উপস্থিত।

আল্লাহ তাআলা কিতাবের লেখক, পাঠক এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে নবীজীর মুহাব্বতের স্বাদ নসীব করুন। যেয়ারতে মানামী দ্বারা সকলের দিলকে প্রশান্ত করুন। নবীজীর হাতে হাউজে কাউসারের পানি পানের তাওফীক দান করুন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين.

১৬.৮.১৪৩২ হি.
১৯.৭.১১ ঈ.

https://t.me/islaMic_fdf

সূচীপত্র

আলেমে রব্বানী, শায়খুল হাদীস, আল্লামা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ দা.বা.-এর দুআ ও বাণী ৫
লেখকের আরজ ৬

(١) بَابُ : مَا جَاءَ فِي خَلْقِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ১ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুলিয়া মুবারক বা আকার-আকৃতি সম্পর্কে.....২৩

(٢) بَابُ : مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ النبوَّة.
অনুচ্ছেদ : ২ : মুহ্‌রে নবুয়াত ৪৯
◈ الهدايا مشتركة এর তাহকীক ৫৮
◈ সালমান ফারসীর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ৬০

(٣) بَابُ : مَا جَاءَ فِي شَعْرِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ৩ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুলের বর্ণনা..৬৬
◈ মাথা হলক করার হুকুম.....৬৬

(٤) بَابُ : مَا جَاءَ فِي تَرَجُّلِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ৪ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুল আঁচড়ানো সম্পর্কে ৭৭
◈ চুল বিন্যাসের পিছনে পড়া ৮১

(٥) بَابُ : مَا جَاءَ فِي شَيْبِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ৫ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুল সাদা হওয়া সম্পর্কে ৮৪
◈ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোট কয়টি চুল পাকা ছিল?.....৮৬

(٦) بَابُ : مَا جَاءَ فِي خِضَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ : ৬ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেযাব ব্যবহার সম্পর্কে ৯৫

◈ রাসূল (সা.) খেযাব ব্যবহার করছেন কি না? ৯৬
◈ কালো কলপ লাগানোর হুকুম ৯৮
◈ কালো কলপ ব্যবহারের বিভিন্ন উদ্দেশ্য হতে পারে. ১০০
◈ যারা কালো কলপ মাকরূহ তাহরিমী বলেন, তাঁদের দলীল ১০১

(٧) بَابُ : مَا جَاءَ فِي كُحْلِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ : ৭ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুরমা ব্যবহার ... ১০৮

◈ সুরমা লাগানোর হুকুম ও তরীকা ১০৯

(٨) بَابُ : مَا جَاءَ فِي لِبَاسِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ : ৮ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পোশাক ১১৬

◈ পোশাকের প্রকারভেদ ও হুকুম ১১৬
◈ কামীস প্রিয় পোশাক কেন? ১১৭
◈ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন প্রকারের কামীস পরতেন ১১৯
◈ টাখনুর নিচে পোশাক পরা মাকরূহ তাহরিমী ১২১
◈ গোল জামা পরা উত্তম ১২৪
◈ জামার হাতা কব্জি পর্যন্ত হওয়া উত্তম ১২৭
◈ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামার বোতাম ১৩০
◈ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামার নিচে লুঙ্গি পরতেন . ১৩৩
◈ নতুন পোশাক পরিধানকারীর শুভ কামনা করে দুআ করা ১৩৮
◈ পুরুষের জন্য লাল পোশাক পরিধানের হুকুম ১৪২
◈ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় রং ১৪৮
◈ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পোশাকের মূল্যমান ১৪৯
◈ দামী ও কমদামী পোশাকের কোন্‌টি উত্তম? ১৫০
◈ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা পোশাক পরেছেন ১৫৩
◈ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পোশাকের রং ১৫৪

◈ সহজে যে পোশাক পাওয়া যায় সেটা পরা সুন্নত ১৫৬

(٩) بَابُ : مَا جَاءَ فِي عَيْشِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ : ৯ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনযাত্রা সম্পর্কে ১৬১

◈ পেট ভরে আহার করার অর্থ ১৬৬

(١٠) بَابُ : مَا جَاءَ فِي خُفِّ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ : ১০ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চামড়ার মোজা.. ১৬৭

◈ মোজা পরার একটি আদব ১৬৮

◈ কাফিরদের কাছ থেকে হাদিয়া গ্রহণের হুকুম ১৬৮

(١١) بَابُ : مَا جَاءَ فِيْ نَعْلِ رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ : ১১ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জুতার (সেণ্ডেলের) বর্ণনা ১৭২

(١٢) بَابُ : مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ خَاتَمِ رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ : ১২ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটির বর্ণনা ১৮৫

◈ আংটি পরার হুকুম ১৮৮

◈ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আংটি তৈরীর সময়কাল . ১৯৩

◈ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আংটিতে কী লেখা ছিল? ১৯৬

◈ আংটিতে শিক্ষামূলক উক্তি অংকিত করা ১৯৬

◈ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকল বাদশাহদের নামে চিঠি পাঠিয়েছেন ১৯৮

(١٣) بَابُ : مَا جَاءَ فِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ

অনুচ্ছেদ : ১৩ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডান হাতে আংটি পরিধান সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ২০৫

◈ কোন্ হাতে আংটি পরা উত্তম ২০৬

◈ আংটির নগীনা কোন দিকে রাখা উত্তম ২১৪

◈ কোন্ আঙ্গুলে আংটি পরা উত্তম? ২২০

(١٤) بَابُ : مَا جَاءَ فِي صِفَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ১৪ : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরবারির বিবরণ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ২২২
◈ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়টি তরবারি ছিল? ২২২

(١٥) بَابُ : مَا جَاءَ فِي صِفَةِ دِرْعِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ১৫ : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লৌহবর্মের বিবরণ সম্বলিত হাদীসসমূহ ২২৯
◈ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়টি বর্ম ছিল ২২৯

(١٦) بَابُ : مَا جَاءَ فِي صِفَةِ مِغْفَرِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
অনুচ্ছেদ : ১৬ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লৌহশিরস্ত্রাণের বিবরণ সম্বলিত হাদীসসমূহ ২৩৩
◈ ইবনু খাতালকে হত্যার কারণ ২৩৪
◈ ইবনু খাতালের হত্যাকারী কে ছিলেন? ২৩৫

(١٧) بَابُ : مَا جَاءَ فِي عِمَامَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ১৭ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাগড়ি সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ২৩৮
◈ পাগড়ি পরিধান করা দায়েমী সুন্নত ২৩৮
◈ পাগড়ি পরিধানে উৎসাহ প্রদান ২৪২
◈ নামায আদায়ের জন্য পাগড়ি পরিধান করা ২৪৭
◈ পাগড়ির রং ২৫০
◈ হলুদ পাগড়ি ২৫০
◈ সবুজ পাগড়ি ২৫২
◈ সাদা পাগড়ি ২৫২
◈ লাল পাগড়ি ২৫৪
◈ নামায আদায়ের জন্য পাগড়ি পরিধান সুন্নত কি না? ২৫৫
◈ পাগড়ির দৈর্ঘ্য ২৫৭
◈ পাগড়ির ব্যবহার পদ্ধতি ২৬১
◈ পাগড়ির প্রান্ত বা প্রান্তদ্বয় ঝুলানো ২৬৪

◈ টুপি ২৭৫
◈ নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের টুপি ২৭৫
◈ তাবিয়ীগণের টুপি ২৮০
◈ বুরনুস বা জামার সাথে সংযুক্ত টুপি ২৮২
◈ সাহাবায়ে কিরামের টুপির আকৃতি ২৮৩
◈ টুপির ফযীলত ২৮৫

(١٨)- بَابُ : مَا جَاءَ فِي صِفَةِ إِزَارِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ : ১৮ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লুঙ্গির বিবরণ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ২৮৭
◈ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইযার বা লুঙ্গি ২৮৭
◈ ইযারের আয়তন ২৮৭
◈ ইযার পরিধান পদ্ধতি ২৮৮
◈ ইযার বা লুঙ্গির রং ২৮৯
◈ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিদা বা চাদর ২৮৯
◈ আরবদের মাঝে পাজামার ব্যবহার ২৯০
◈ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক পাজামা ক্রয় ২৯১
◈ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক পাজামা পরিধান ২৯১
◈ পাজামার ফযীলত ২৯৩

١٩- بَابُ : مَا جَاءَ فِي مِشْيَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ : ১৯ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চলনভঙ্গি সম্পর্কিত হাদীসসমূহ.....৩০১

٢٠- بَابُ : مَا جَاءَ فِي تَقَنُّعِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ : ২০ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথায় কাপড়ের টুকরা (মস্তকাবরণ) ব্যবহার সম্পর্কিত হাদীস ৩০৬
◈ মাথায় রুমাল ব্যবহার করা ৩০৭
◈ শৌচাগারে গমনের সময় মাথা আবৃত করা ৩০৯

٢١- بَابُ : مَا جَاءَ فِي جِلْسَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ : ২১ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বসার ধরন সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৩১১

٢٢- بَابُ : مَا جَاءَ فِي تُكَاءَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ : ২২ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেলান দেওয়ার বস্তু (বালিশ) সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৩১৭

◈ কবীরাহ গুনাহ-এর সংজ্ঞা ৩২০

◈ কবীরাহ গুনাহের তালিকা ৩২১

◈ খেতে বসার সুন্নত তরীকা ৩২৫

٢٣- بَابُ : مَا جَاءَ فِي صِفَةِ اتِّكَاءِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ : ২৩ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বালিশ ছাড়া অন্য কিছুতে হেলান দেয়া সম্পর্কে ২২৯

٢٤- بَابُ : مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَكْلِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ : ২৪ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহারের বিবরণ সম্বলিত হাদীসসমূহ ৩৩৫

◈ আঙ্গুল চেটে খাওয়ার তরীকা ৩৩৭

◈ আঙ্গুল চেটে খাওয়া মুস্তাহাব ৩৩৮

◈ তিন আঙ্গুলের সাহায্যে আহার করা মুস্তাহাব ৩৪০

٢٥- بَابُ : مَا جَاءَ فِي صِفَةِ خُبْزِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ : ২৫ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রুটির বিবরণ সম্বলিত হাদীসসমূহ ৩৪৫

◈ চেয়ার- টেবিলে আহারের হুকুম ৩৫২

◈ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অর্ধাহারে ও অনাহারে জীবন যাপন ছিল স্বেচ্ছাকৃত.....৩৫৬

٢٦- بَابُ : مَا جَاءَ فِي إِدَامِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ : ২৬ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছালনের বিবরণ সম্বলিত হাদীসসমূহ ৩৫৮

◈ সিরকার ফযীলত ৩৬২
◈ একটি বিরোধের নিরসন ৩৭৮
◈ মোচ খাট করার বিধান ৩৮৬
◈ গোঁফ কাটার সময়সীমা ৩৯২
◈ সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কে?. ৪০৬
◈ একটি বিরোধের নিরসন ৪১৬
◈ একটি বিরোধের নিরসন ৪১৯

(٢٧) بَابُ : مَا جَاءَ فِي صِفَةِ وَضُوْءِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الطَّعَامِ
অনুচ্ছেদ : ২৭ : আহার গ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অজুর বর্ণনা ৪২৬

(٢٨) بَابُ : مَا جَاءَ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنْهُ
অনুচ্ছেদ : ২৮ : খাওয়ার আগে ও পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি সম্পর্কিত হাদীসসমূহ অর্থাৎ তিনি যে সকল দুআ পড়তেন ৪৩১

(٢٩) بَابُ : مَا جَاءَ فِي قَدَحِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ২৯ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেয়ালা সম্বন্ধে হাদীসসমূহ ৪৪২
◈ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেয়ালার সংখ্যা ৪৪৫

(٣٠) بَابُ : مَا جَاءَ فِي فَاكِهَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ৩০ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফলের বিবরণ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৪৪৬

(٣١) بَابُ : مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَرَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ৩১ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পানীয় দ্রব্যের বিবরণ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৪৫৫
◈ মিষ্ট শীতল পানির প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া ৪৫৬

(٣٢) بَابُ : مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شُرْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ৩২ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পানপদ্ধতি সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৪৬১
◈ যমযমের পানি পান করার নিয়ম ৪৬১
◈ বসে পান করা উত্তম ৪৬৩

(٣٣) بَابُ : مَا جَاءَ فِي تَعَطُّرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ৩৩ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুগন্ধি ব্যবহার সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৪৭৫

(٣٤) بَابُ : كَيْفَ كَانَ كَلَامُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ৩৪ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাক্যালাপের ধরন সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৪৮৫

(٣٥) بَابُ : مَا جَاءَ فِي ضَحِكِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ৩৫ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাসি সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৪৯২

(٣٦) بَابُ : مَا جَاءَ فِي صِفَةِ مِزَاحِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ৩৬ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রসিকতা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৫০৭
◈ হাস্য-রসিকতার আহকাম ৫০৮
◈ রসিকতার হেকমত ৫০৮

(٣٧) بَابُ : مَا جَاءَ فِي صِفَةِ كَلَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشِّعْرِ
অনুচ্ছেদ : ৩৭ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবিতামালা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৫১৮

(٣٨) بَابُ : مَا جَاءَ فِي كَلَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّمَرِ
অনুচ্ছেদ : ৩৮ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈশ-আলাপ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৫৩৬

◈ হাদীসে উম্মে যারআ مرفوع না موقوف ৫৫৮

(٤٠) بَابُ : مَا جَاءَ فِي صِفَةِ نَوْمِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ : ৩৯/৪০ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিদ্রা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৫৬০

(٤١) بَابُ : مَا جَاءَ فِي عِبَادَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ : ৪১ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৫৬৯

◈ অধিক ইবাদত-বন্দেগী বিদআত নয় ৫৭১

(٤٢) بَابُ : صَلاةِ الضُّحَى

অনুচ্ছেদ : ৪২ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাশতের নামায সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৬০২

◈ চাশত ও ইশরাকের নামাযের পরিচয় ৬০২

◈ চাশত ও ইশরাক দুই নামায ৬০৩

◈ চাশতের নামাযের হুকুম ৬০৫

◈ চাশতের নামাযের রাকআত সংখ্যা ৬০৭

◈ একটি বিরোধের নিরসন ৬১২

(٤٣) بَابُ : صَلاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ : ৪৩ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে নফল নামায পড়া সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৬১৯

(٤٤) بَابُ : مَا جَاءَ فِي صَوْمِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ : ৪৪ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোযা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৬২১

◈ মুহাররম মাস এবং আশূরা বিষয়ক কিছু ভিত্তিহীন কথাবার্তা ..৬৩৫

◈ আশূরার অতীত ও ভবিষ্যত ঘটনাবলীর বানোয়াট ফিরিস্তি ৬৩৫

◈ আশূরা সম্পর্কিত কিছু যয়ীফ বর্ণনা ৬৩৭

◈ অধিক ইবাদত বিদআত নয় ৬৪২

(٤٥) بَابُ : مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ৪৫ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরাআত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৬৪৪

(٤٦) بَابُ : مَا جَاءَ فِي بُكَاءِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ৪৬ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্রন্দন সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৬৫২
◈ এ কন্যা সন্তান কে ছিলেন? ৬৫৮

(٤٧) بَابُ : مَا جَاءَ فِي فِرَاشِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ৪৭ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৬৬৩

(٤٨) بَابُ : مَا جَاءَ فِي تَوَاضُعِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ৪৮ : নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিনয়-নম্রতা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৬৬৭
◈ আগন্তুকের সম্মানে দাঁড়ানোর মাসআলা ৬৭২
◈ যারা জায়েয বলেন, তাঁদের দলীল হল ৬৭৪

(٤٩) بَابُ : مَا جَاءَ فِي خُلُقِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ৪৯ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম চরিত্র সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৬৮৬

(٥٠) بَابُ : مَا جَاءَ فِي حَيَاءِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ৫০ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লজ্জাশীলতা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৭১১

(٥١) بَابُ : مَا جَاءَ فِي حِجَامَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ৫১ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিঙ্গা লাগানো সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৭১৪

(٥٢) بَابُ : مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ৫২ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামসমূহ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৭১৯

(٥٣) بَابُ : مَا جَاءَ فِي عَيْشِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ৫৩ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন-জীবিকা.. ৭২৩

(٥٤) بَابُ : مَا جَاءَ فِي سِنِّ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ৫৪ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৭৪২

(٥٥) بَابُ : مَا جَاءَ فِي وَفَاةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ৫৫ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকাল সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৭৪৬

(٥٦) بَابُ : مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ৫৬ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীরাস সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৭৬৮

(٥٧) بَابُ : مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ : ৫৭ : স্বপ্নযোগে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত লাভ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৭৭৬

https://t.me/islaMic_fdf

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. قَالَ الشَّيْخُ الْحَافِظُ أَبُوْ عِيْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى بْنِ سَوْرَةَ التِّرْمِذِيُّ رح

তরজমা : প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ তাআলার জন্য এবং আল্লাহ তাআলার মনোনীত বান্দাদের প্রতি বর্ষিত হোক সালাম। আশ-শায়খ আল-হাফেয ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরাহ আত-তিরমিযী (র.) বলেন,

শব্দবিশ্লেষণ :

• الشيخ ধর্মশাস্ত্রের সুপণ্ডিত বা অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বকে الشيخ বলে। তিনি যুবকই হন বা বয়স্ক হন।

• الحافظ : সনদ ও মতনসহ যাঁর এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ থাকে-তাঁকে পরিভাষায় الحافظ বলে। তবে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী এর জন্য বিশেষ কোন সংখ্যা নেই। মুহাদ্দিসদের পাঁচটি স্তর রয়েছে। ১. الطالب ২. المحدث ৩. الحافظ ৪. الحجة ৫. الحاكم। এর মধ্যে الحافظ হলেন তৃতীয় স্তরে উন্নীত মহান মুহাদ্দিস।

• الترمذى : আমু দরিয়ার পূর্ব তীরোবর্তী বর্তমান উজবেকিস্তানে অবস্থিত একটি শহরের নাম 'তিরমিয'। এই শহরে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে ইমাম আবূ ঈসাকে 'তিরমিযী' বলা হয়।

তাশরীহ : سلام على عباده الذين اصطفى-এখানে سلام দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার রহমত। আর মনোনীত বান্দা বলে আম্বিয়া আ. উদ্দেশ্য। صلوة এবং سلام দুটিকে একত্রিত করে উল্লেখ করা উত্তম। শুধু যে কোন একটি উল্লেখ করা জায়েয।

• قال الشيخ الحافظ الخ-এই বাক্যটি ইমাম তিরমিযীর কোন শাগরিদের পক্ষ থেকে সংযোজিত।

দ্রষ্টব্য : মোল্লা আলী কারী ও মুনাবী লিখেছেন,

الشمايل بالياء جمع شمال بالكسر بمعنى الطبيعة. قاله القارى. وقال المناوى : الشمايل بالياء ومن جعله بالهمزة فقد خلط.

অর্থাৎ شمايل শব্দটি ياء যোগে। شمال এর বহুবচন। অর্থ : তবিয়ত, স্বভাব।

তবে কারো কারো মতে همزة যোগে। شميلة এর বহুবচন। অর্থ : স্বভাব, চরিত্র, অভ্যাস।

এ কিতাবে নবীজীর জাহেরী সৌন্দর্যের সাথে সাথে বাতেনী সৌন্দর্য তথা আখলাকে হাসানারও আলোচনা করা হয়েছে। এই হিসাবে تسمية الكل باسم الجزء হলো। কিতাবের পুরো নাম الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية। আর যেহেতু الظاهر عنوان الباطن- সেই হিসাবে خُلُق এর আলোচনার পূর্বে خَلْق এর আলোচনা আনা হয়েছে। (كشف الظنون على أسامى الكتب والفنون)



https://t.me/islaMic_fdf

(١) بَابُ مَا جَاءَ فِي خَلْقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ (١٥) حَدِيثًا

অনুচ্ছেদ :: ১
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুলিয়া মুবারক বা আকার-আকৃতি

শব্দবিশ্লেষণ : خَلْقٌ = الخلق بفتح الخاء وسكون اللام সৃষ্টি, সৃষ্ট, গঠন, আকৃতি। এখানে শেষ অর্থটি উদ্দেশ্য। خُلُقٌ = بضم الخاء واللام স্বভাব, চরিত্র, নৈতিকতা।

তাশরীহ : হযরত ইমাম তিরমিযী (র.) এ অনুচ্ছেদে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকার-আকৃতি সম্পর্কিত পনেরটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে যেমন উত্তম গুণাবলীর সর্বোচ্চ সমাবেশ ঘটেছিল, তেমনি তাঁর দৈহিক সৌন্দর্যও ছিল অতুলনীয়। এই সৌন্দর্য যদিও আঁকা যায় না, তথাপি নবী প্রেমে মাতোয়ারা সাহাবায়ে কেরাম নিজ নিজ উপলব্ধি অনুযায়ী মনের মাধুরি মিশিয়ে আঁকার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁরা মাহবূব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈতিক গুণসুষমার সাথে সাথে দৈহিক সৌন্দর্যের মনোরম ছবিটাও পরবর্তী উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রমাধুরী উম্মতের জীবন পথের পাথেয়। আর দৈহিক সৌন্দর্যের অনুপম হুলিয়ামুবারক একজন আশিকের দগ্ধ হৃদয়ের সান্ত্বনা।

হযরত ইমাম তিরমিযী এই পুস্তকে মোট চারশত হাদীস সংকলন করেছেন। এবং সেগুলোকে ছাপ্পান্নটি অনুচ্ছেদে সাজিয়েছেন।

* * *

حديث : ١ – أخبرنا أَبُو رَجَاءٍ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ، وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَا بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ، وَلَا بِالآدَمِ، وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ، وَلَا بِالسَّبْطِ، بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ "

হাদীস : ১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতি লম্বা ছিলেন না, আবার বেঁটেও ছিলেন না (মাঝারি গঠনের চেয়ে ঈষৎ লম্বা ছিলেন)। তিনি ধবধবে সাদা ছিলেন না, আবার সম্পূর্ণ তামাটে (গোধুলী) বর্ণেরও ছিলেন না (পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে উজ্জ্বল লাবণ্যময় ছিলেন)। তাঁর মাথার চুল একেবারে কুঞ্চিত ছিল না এবং একেবারে সোজাও ছিল না (বরং ঈষৎ কোঁকড়ানো ঢেউ খেলানো ছিল)। চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ তাঁকে নবুওয়ত দান করেন। অতঃপর তিনি মক্কায় দশ বছর ও মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেন। আল্লাহ তাঁকে ষাট বছর বয়সে ওফাত দান করেন। তখন তাঁর মাথা ও দাঁড়ির বিশটি চুলও সাদা হয়নি।

শব্দবিশ্লেষণ :

البائن : শব্দটি بان يبين بيانا প্রকাশ হওয়া, স্পষ্ট হওয়া থেকে সংগৃহীত। الطويل البائن এর অর্থ হবে : الظاهر طوله-সুস্পষ্ট লম্বা অর্থাৎ অতি লম্বা অথবা শব্দটি بان يبون بونا দূরে হওয়া থেকে সংগৃহীত। এ হিসেবে الطويل البائن এর অর্থ হবে البعيد عن حد الإعتدال অর্থাৎ সীমাতীত লম্বা, বেঢপ লম্বা। আবার কারো মতে, بان يبين بينا পৃথক হওয়া, আলাদা হওয়া থেকে সংগৃহীত। সুতরাং الطويل البائن অর্থ হবে, অতিলম্বা। কেননা, অতি লম্বা ব্যক্তির প্রতিটি অঙ্গ অপর অঙ্গ থেকে আলাদা ও ছাড়া ছাড়া মনে হয়।

الأمهق : شديد البياض-অতিশয় শুভ্র, সাদা। مهق من سمع مَهَقاً ধবধবে শুভ্র বর্ণের হওয়া, ফ্যাকাশ সাদা, লালিমাশূন্য শুভ্র। الآدم -شديد الأُدْمة- অতিশয় গোধূমবর্ণ, من باب سمع।

الجَعْد : কোঁকড়ান চুলবিশিষ্ট, باب كرم، جمعه جعاد।

القَطَط : جمعه قطون وقطاط، والفعل من سمع، شديد الجعودة অতিশয় কুঞ্চিত।

السَّبْط- সোজাচুল, والفعل من سمع ।

তাশরীহ

এক : এ হাদীস থেকে বুঝা যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতি দীর্ঘকায় ছিলেন না। হিন্দ বিন আবূ হালার বর্ণিত (৮নং) হাদীস থেকে বুঝা যায়, মাঝারি গড়নের চেয়ে একটু দীর্ঘ ছিলেন। বায়হাকী এবং ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে যে, হাঁটার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবার চেয়ে উঁচু মনে হতো।

হাদীসগুলোর মাঝে বাহ্যত বিরোধ দেখা যাচ্ছে। এর নিরসন কল্পে মুহাদ্দিসগণ বলেন, বস্তুত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝারি গড়নের চেয়ে একটু লম্বা ছিলেন। যারা মাঝারি গড়নের কথা বলেছেন, তারাও মোটামুটি ধারণা দিয়েছেন- সুনির্দিষ্ট করে বলেননি। আর চলার সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবার চেয়ে উঁচু মনে হওয়া মু'জিযা ছিল।

দুই. এ হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়ত লাভের পর মক্কায় দশ বছর অবস্থান করেছেন এবং ষাট বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। অথচ অধিকাংশ বর্ণনা অনুযায়ী তিনি মক্কায় তের বছর অবস্থান করেছেন এবং তেষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। কোন কোন বর্ণনায় পঁয়ষট্টি বছর এসেছে। মুহাদ্দিসগণ দুইভাবে এর সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়ত লাভ করেছেন এবং এর তিন বছর পর রিসালাত তথা দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পেয়েছেন। যাঁরা দশ বছর অবস্থানের কথা বলেছেন, তাঁরা নবুওয়ত ও রিসালতের মাঝখানের এ তিন বছর বাদ দিয়ে হিসাব করেছেন। বা কোন কোন সময় দশক কিংবা শতকের ভগ্নসংখ্যাকে হিসাবে ধরা হয় না। এখানেও অনুরূপভাবে তের থেকে তিন বাদ দিয়ে দশ বছর এবং তেষট্টি থেকে তিন বাদ দিয়ে ষাট বছর বলা হয়েছে। আর যে বর্ণনায় পঁয়ষট্টি বছর উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে জন্ম ও ইন্তেকালের বছরকে স্বতন্ত্র বছর ধরা হয়েছে। ফলে দু'বছর বেড়ে গেছে। মোটকথা, বিশুদ্ধ মতানুযায়ী যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনকাল তেষট্টি বছর ছিল, তাই অন্যান্য বর্ণনাগুলোর সঙ্গত ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه رقم ٣٥٤٧، ٣٥٤٨ فى كتاب المناقب باب فى صفة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفى اللباس باب الجعد ومسلم فى كتاب الفضائل باب فى صفة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومبعثه وسنه.

* * *

حديث : ٢. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبْعَةً، وَلَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، حَسَنَ الْجِسْمِ، وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ، وَلَا سَبْطٍ، أَسْمَرَ اللَّوْنِ، إِذَا مَشَى يَتَكَفَّأُ"

হাদীস : ২. হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্যম গড়নের ছিলেন। না দীর্ঘকায় এবং না খর্বকায়। তিনি ছিলেন সুন্দর সুঠামদেহের অধিকারী। তাঁর মাথার চুল খুব কোঁকড়ানো ছিল না, একদম সোজাও ছিল না। তাঁর গায়ের রং ছিল গোধূমী (বাদামী)। তিনি চলাকালে সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে হাঁটতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

ربعة ঃ المتوسط بين الطويل والقصير অর্থাৎ, দীর্ঘকায় ও খর্বকায়ের মাঝামাঝি। মধ্যম গড়ন। মধ্যম- উচ্চ ব্যক্তি। جمعه رَبْعات وربَعَات।

حَسَنُ الجسم ঃ মোটাও নন, চিকনও নন। সুন্দর সুঠাম সুগঠিত।

يتكفأ ঃ দ্রুত চলা, সামনের দিকে ঝুঁকে চলা, সজোরে পা উঠিয়ে চলা, দৃঢ় পদে চলা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাঁটার সময় দৃঢ়পদে দ্রুত এবং সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটতেন। অহংকারীর ন্যায় বুক উঁচু করে চলতেন না। আবার দুর্বলের ন্যায় পা হেঁচড়িয়েও চলতেন না।

اسمر ঃ باب سمع وكرم سمرة- বাদামী বর্ণের হওয়া, গোধুম বর্ণের হওয়া, শুভ্রতা মিশ্রিত লালিম বর্ণ, পিঙ্গল বর্ণ।

তাশরীহ : এ হাদীসে হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গায়ের রং ছিল গোধূমী। আর তাঁরই বর্ণিত ১নং হাদীসে বলা হয়েছে, গায়ের রং গোধূমী ছিল না। এর নিরসন হল, প্রথম হাদীসে বলা হয়েছে গায়ের রং একেবারে গোধূমী ছিল না, আভিধানিক অর্থও একে সমর্থন করে। আর এ হাদীসে বলা হয়েছে, গোধূমী মিশ্রিত ছিল। এ দু'কথার মাঝে কোন বিরোধ নেই। সুতরাং অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে- তিনি ছিলেন সাদা-লাল মিশ্রিত গৌরবর্ণের।

درجة الحديث : صحيح

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه رقم ١٧٥٤ فى كتاب اللباس باب ما جاء فى الجمة وإتخاذ الشعر، وأخرجه أبو داود فى كتاب الأدب باب فى هدى الرجل.

* * *

حديث : ٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مَرْبُوعًا، بَعِيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ، عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ"

হাদীস : ৩. হযরত বারা ইবনে আযেব বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মধ্যম গড়নের। তাঁর উভয় বাহুমূলের মধ্যবর্তী স্থান অন্যদের তুলনায় কিছুটা প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার ঘন কেশরাশি (বাবরি) উভয় কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। তাঁর পরনে ছিল লাল (ডোরা কাটা) চাদর ও লুঙ্গি। আমি তাঁর চেয়ে অধিক সুন্দর কিছু দেখিনি।

শব্দবিশ্লেষণ :

رُجُلا ঃ এ শব্দটির জীম ضمة যুক্ত হলে অর্থ হবে ব্যক্তি। আর كسرة যুক্ত হলে অর্থ হবে, ঈষৎ কোঁকড়ান চুল বিশিষ্ট। رَجِل يَرجل رجَلا বহুবচন أرجال।

مربوعا ঃ মধ্যম আকৃতির।

الجمة ঃ কাঁধ পর্যন্ত প্রলম্বিত চুল। এখানে উদ্দেশ্য কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত বাবরি চুল।

بُعيد ঃ এটি بَعيدٌ এর تصغير। প্রশস্ত চওড়া বক্ষ বিশিষ্ট হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত।

তাশরীহ : এ হাদীসে লাল চাদর ও লুঙ্গি পরার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষের জন্যে লাল রংয়ের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। এই বিরোধ নিরসনকল্পে কেউ কেউ বলেন, নিরেট লাল পরতে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে যে জোড়ার কথা বলা হয়েছে, সেটা লাল ডোরাকাটা ছিল, নিরেট লাল ছিল না। আবার কেউ কেউ বলেন, নিষেধের হাদীস দ্বারা মাকরূহে তানযিহী বা অনুত্তম উদ্দেশ্য। নাজায়েয বা হারাম উদ্দেশ্য নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লাল জোড়া পরা থেকে তাই বুঝা গেল।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى بسنده فى كتاب المناقب، باب صفة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رقم : ٣٥٥١، وفى اللباس : باب الثوب الأحمر وباب الجعد ومسلم فى الفضائل باب صفة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنه كان أحسن الناس وجها وأبو داود فى الترجل باب ما جاء فى الشعر والنسائى فى الزينة باب اتخاذ الجمة.

حديث : ٤. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ : "مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بُعَيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيرِ، وَلاَ بِالطَّوِيلِ "

হাদীস : ৪. হযরত বারা ইবনে আযেব বলেন, লাল রঙের চাদর ও লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক সুদর্শন আমি আর কোন বাবরি চুল বিশিষ্ট লোক দেখিনি। তাঁর বাবরি চুল স্কন্ধ ছুঁই ছুঁই করতো। তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান কিছুটা প্রশস্ত ছিল। তিনি না খর্বাকৃতির ছিলেন আর না দীর্ঘাকৃতির।

শব্দবিশ্লেষণ :

لِمَّة ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাবরি চুল তিন ধরণের ছিল। ১. وفرة-কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত চুল। ২. لمة-কানের লতির নিচ

পর্যন্ত প্রলম্বিত চুল। ৩. جمة- স্কন্ধদেশ পর্যন্ত প্রলম্বিত চুল। এখানে ذى لمة দ্বারা উদ্দেশ্য বাবরিধারী। কর্ণলতা বিলম্বিত ঘনকেশের অধিকারী। وفرة, لة ও جمة এই তিন প্রকার চুলের বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে মনে রাখার জন্য وَجْ শব্দটি শংকেতরূপে ব্যবহার করা হয়।

তাশরীহ : ৩ নং হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাবরি কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। আর এ হাদীসে বলা হয়েছে, কাঁধ পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।
উভয়টিই ঠিক। কেননা, চুল সর্বদা এক অবস্থায় থাকে না। কখনো কম হয়, কখনো বেশি হয়। আবার ইচ্ছাকৃতভাবেও বড় ছোট রাখা হয়।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرج المصنف فى جامعه فى كتاب المناقب باب ما جاء فى صفة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رقم : ٣٦٣٥، هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه مسلم فى الفضائل، باب صفة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنه كان أحسن الناس وجها، وأبو داود فى الترجل : باب ما جاء فى الشعر والنسائى فى كتاب الزينة : باب إتخاذ الجمة.

* * *

حديث : ٥-٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ : "لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيلِ، وَلا بِالْقَصِيرِ، شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، ضَخْمُ الرَّأْسِ، ضَخْمُ الْكَرَادِيسِ، طَوِيلُ الْمَسْرُبَةِ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ، كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ مِثْلَهُ ﷺ ".

হাদীস : ৫-৬. হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না অতিকায় লম্বা ছিলেন, না বেঁটে ছিলেন। তাঁর উভয় হাত ও উভয় পা ছিল মাংসল। (এটা পুরুষের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয়। কারণ, এমন হওয়া শক্তি ও সাহসিকতার আলামত। অবশ্য মহিলার ক্ষেত্রে দোষণীয়।) মাথা মোবারক মানানসই বড় ছিল। হাড়ের জোড়াগুলো মোটা এবং

মজবুত ছিল। তাঁর বুক থেকে নাভি পর্যন্ত পশমের সরু একটি রেখা ছিল। চলার সময় তিনি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটতেন- যেন তিনি উপর থেকে নীচের দিকে অবতরণ করছেন। আমি তাঁর আগে কিংবা পরে আর কাউকে তাঁর মতো দেখিনি।

শব্দবিশ্লেষণ :

شَثْن ঃ মাংসল তালু ও আঙ্গুল। من باب سمع شثنا

ضخم الرأس ঃ বড়, মজবুত, বড় মাথা হওয়া মেধাবী হওয়ার আলামত।

الكراديس ঃ كُردوس এর বহুবচন। হাড়ের মাথা, হাড়ের জোড়া।

المسرُبة ঃ বুক থেকে নাভি পর্যন্ত প্রলম্বিত পশমের সরু রেখা।

ينحط ঃ উপর থেকে নিচে অবতরণ করা।

من صبب ঃ নিচুভূমি। এখানে من অর্থ فى, বহুবচন أصباب।

তাশরীহ : হযরত আলী (রা.)-এর কথা, 'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগে ও পরে তাঁর মত সুন্দর কাউকে দেখিনি।' এ কথা নিছক আবেগের আতিশয্যে বলেননি; বরং বাস্তবও ছিল তাই। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর চেয়েও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সৌন্দর্যের মাঝে আকর্ষণ বেশি ছিল।

درجة الحديث : صحيح.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه رقم : ٣٦٣٧ فى كتاب المناقب باب ماجاء فى صفة النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

* * *

حديث : ٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَلِيمَةَ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى غُفْرَةَ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إِذَا وَصَفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيلِ الْمُمَّغِطِ، وَلا بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ، وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ

الْقَوْمِ، لَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ، وَلا بِالسَّبْطِ، كَانَ جَعْدًا رَجِلا، وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ، وَلا بِالْمُكَلْثَمِ، وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ، أَبْيَضُ مُشْرَبٌ، أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ، أَهْدَبُ الأَشْفَارِ، جَلِيلُ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدِ، أَجْرَدُ، ذُو مَسْرُبَةٍ، شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ، وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، أَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً، وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً، مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، يَقُولُ نَاعِتُهُ : لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ مِثْلَهُ ﷺ ".

হাদীস : ৭. হযরত আলীর পৌত্র ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৈহিক গঠনাকৃতির বিবরণ দিতে গিয়ে বলতেন, তিনি অধিক লম্বা ছিলেন না এবং অত্যন্ত বেঁটেও ছিলেন না; বরং লোকদের মাঝে মধ্যম আকৃতির ছিলেন। তাঁর মাথার কেশ অত্যধিক কোঁকড়ানোও ছিল না, আবার একেবারে সোজাও ছিল না। ঈষৎ কোঁকড়ানো ঢেউ খেলানো ছিল। তিনি স্থূলকায় ছিলেন না। তাঁর মুখাবয়ব একেবারে গোলাকার ছিল না, কিছুটা গোলাকার ছিল। তিনি ছিলেন সাদা-লাল মিশ্রিত গৌরবর্ণের। চোখ জোড়া গাঢ় কালো, দীর্ঘ পলক (নেত্রলোম) বিশিষ্ট এবং জোড়ার হাড়গুলো ছিল মোটা। স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানও মোটা এবং মাংসল ছিল। দেহে স্বাভাবিকের অতিরিক্ত লোম ছিল না (অর্থাৎ, সাধারণত যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে লোম থাকে, যেমন বাহু গোছা ইত্যাদি এসব স্থান ছাড়া অন্যান্য স্থানে লোম ছিল না)। তবে বুক থেকে নাভি পর্যন্ত হালকা লোমের একটি রেখা ছিল। তাঁর হাতের তালু ও পায়ের পাতা ছিল গোশতে পুরু। তিনি যখন চলতেন দৃঢ় পদক্ষেপে চলতেন। যেন উপর থেকে নীচে অবতরণ করছেন। তিনি কারো দিকে ফিরে তাকালে গোটা দেহ ঘুরিয়ে তাকাতেন (শুধু ঘাড় ফিরিয়ে কথা বলতেন না। কারণ, এতে অন্যের প্রতি অবহেলার ভাব প্রকাশ পায়)। তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল মোহরে নবুওয়ত। তিনি ছিলেন খাতামুন নাবিয়্যীন (নবীগণের মোহর বা তাঁদের আগমনধারার পরিসমাপ্তকারী, দুনিয়াতে সর্বশেষে নবুওয়াত লাভকারী)। তিনি ছিলেন সবচেয়ে দরাজ দিল, স্বতঃস্ফূর্ত দাতা। বাক্যালাপে সত্যবাদী। কোমল স্বভাবের অধিকারী, সবচে কুলীন বংশের। যে কেউ তাঁকে হঠাৎ (প্রথম প্রথম) দেখত, (তাঁর গাম্ভীর্য

ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে) ভয় পেয়ে যেত। যে ব্যক্তি তাঁর সাথে মিশত, সে তাঁকে ভালবেসে ফেলত (তাঁর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে যেত)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবয়ব বর্ণনাকারী পরিশেষে এটাই বলতে বাধ্য হতো, আমি তাঁর পূর্বে ও পরে তাঁর ন্যায় গুণধর ও সুন্দর আর কাউকে দেখিনি।

শব্দবিশ্লেষণ :

المَمْغط ঃ কেউ কেউ المَمْغَط পড়েছেন। অর্থ طولا الذاهب -البائن অতিলম্বা। অত্যন্ত দীর্ঘকায় ব্যক্তি। امغط النهار إذا امتد وطال من الانفعال ।

المتردد ঃ المتناهى فى القصر -অতিবেঁটে। ...المتردد المجتمع الخلق পরস্পর প্রবিষ্ট মাংসপেশি যুক্ত, খর্বকায় ব্যক্তি।

المطهَّم ঃ অতি মোটা, মেদস্ফীত, ফোলা গাল, বৃহদাকায়। সব কয়টি অর্থ এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে। নাদুস-নুদুস! طهَّم الشئ اى ضخَّمَ

الكلثم ঃ গোলগাল, গোল চেহারা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা একেবারে গোল ছিল না। ইহা দুর্বল বুদ্ধির আলামত।

مُشْرَبٌ ঃ কেউ কেউ مُشَرَّبٌ পড়েছেন। মিশ্রিত রং। এখানে উদ্দেশ্য লাল-সাদা মিশ্রিত। শুভ্র লহিতাভ বর্ণ বিশিষ্ট। লালিমা মিশ্রিত বর্ণ।

أدعج العينين ঃ গাঢ় কালো মণি বিশিষ্ট চোখ। ডাগর চোখ। পটলচেরা চক্ষু। بابه سمع ।

اهدب الأشفار ঃ লম্বা ও ঘন পলক বিশিষ্ট। أشفار এটি شفر এর বহুবচন। পলক। নেত্রলোম। চোখের পাপড়ি।

المشاش ঃ مشاشة এর বহুবচন। দেহের জোড়ার হাড়। অস্থিগ্রন্থি।

الكتد ঃ স্কন্ধদ্বয়ের মাঝখান। গ্রীবামূল।

أجرد ঃ লোমমুক্ত। এখানে উদ্দেশ্য স্বাভাবিকভাবে যে সকল স্থানে লোম থাকে, সে সব স্থান ছাড়া অন্যান্য স্থান লোমমুক্ত ছিল। بابه سمع।

مَسْرُبَةٌ ঃ বুক থেকে নিয়ে নাভি পর্যন্ত প্রলম্বিত হালকা লোমের রেখা।

تقلع ঃ জোর কদমে হাঁটা। সজোরে পা উঠিয়ে চলা। স্থিতিস্থাপক পদবিক্ষেপ।

لهجة ঃ কথা, ভাষা।

ألين ঃ কোমল।

عريكة ঃ স্বভাব, মেজাজ।

أكرمهم عِشْرَة ঃ عشرة মেলামেশা, বন্ধুত্ব। অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহচরদের সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রে উদার ও মহানুভব ছিলেন। কোন কোন নুসখায় عشيرة শব্দ এসেছে। অর্থ গোত্র। অর্থাৎ, তিনি সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত গোত্রের লোক ছিলেন। কুলিন ও বনেদি পরিবারের সন্তান ছিলেন।

هيبة ঃ আল্লাহর ভীতি ও আযমতে পরিপূর্ণ হৃদয়ের কোন মহান ব্যক্তিকে দেখলে মনে ভক্তি মিশ্রিত যে ভয় জাগরুক হয় সেটিকে هيبة বলে।

أحوال الرواة

أحمد بن عبدة الضبي : لما كان أحمد بن عبدة مشتركا بين الضبي والأيلي ميزه المصنف بقوله الضبي نسبة لبني ضبة قبيلة عرب البصرة ولذلك قال البصري وهو ثقة حجة مات سنة خمس وأربعين ومائتين.

علي بن حُجْرٍ : بمهملة مضمومة فجيم ساكنة، وهو مامون ثقة حافظ خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مات سنة أربع وأربعين ومأتين.

أبو جعفر محمد بن الحسين : هو مقبول لكن لم يخرج له إلاّ المصنف وهو ابن أبي حليمة : وفي نسخ بلا واو والضمير لمحمد لا للحسين خلافا لما وقع لبعض الشراح وإنما بينه بذلك لعدم شهرته.

عيسى بن يونس : كان علما في العلم والعمل كان يحج سنة ويغزو سنة قيل حج خمسا وأربيعن حجة وغزا خمسا وأربعين غزوة وهو ثقة مامون أخرج حديثه الأئمة الستة وروى عن مالك بن أنس والأوزاعي وغيرهما وعنه أبوه يونس وإسحاق بن راهوية وجماعة مات سنة أربع وستين ومأتين.

عمر بن عبد الله : مدني خرج له أبو داود والمصنف مات سنة خمس وأربعين ومائة قوله

مولى غفره بمعجمة مضمومة وفاء ساكنة وراء مفتوحة وهى بنت رباح أخت بلال المؤذن.

إبراهيم بن محمد : أى ابن الحنفية وهى أمة لعلى رضى الله عنه من سبى بنى حنيفة واسمها خولة وهى بنت جعفر بن قيس الحنفية وقيل إنها كانت أمة لبنى حنيفة.

وَلَدُ على بن أبى طالب : صفة لإبراهيم إهتماما بحال الراوى لكن يلزم عليه ان المراد بالولد بواسطة وبعضهم جعله صفة لمحمد لأن المتبادر من الولد ما كانت بغير واسطة وولد بفتحتين اسم جنس أو بضم فسكون اسم جمع لكن الأول هو الرواية كما قاله القسطلانى.

قال كان على : فى هذا السند انقطاع لأن ابرهيم هذا لم يسمع من على ولذا قال المؤلف فى جامعه بعد ايراد هذا الحديث بهذا الأسناد ليس إسناده بمتصل.

درجة الحديث : إسناده ضعيف لما مر.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه رقم : ٣٦٣٨ فى كتاب المناقب باب ما جاء فى صفة النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

* * *

حديث : ٨ – حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِجْلِيُّ، إِمْلاءً عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، مِنْ وَلَدِ أَبِي هَالَةَ زَوْجِ خَدِيجَةَ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنٍ لأَبِي هَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ، وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَشْتَهِي أَنْ يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا أَتَعَلَّقُ بِهِ، فَقَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخْمًا مُفَخَّمًا، يَتَلأْلأُ وَجْهُهُ تَلأْلُؤَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، أَطْوَلَ مِنَ الْمَرْبُوعِ، وَأَقْصَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ، عَظِيمَ الْهَامَةِ، رَجِلَ الشَّعْرِ، إِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيقَتُهُ فَرَّقَهﷺ، وَإِلا فَلا. يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ إِذَا هُوَ وَفَّرَهُ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ، وَاسِعَ الْجَبِينِ، أَزَجَّ الْحَوَاجِبِ، سَوَابِغَ مِنْ غَيْرِ قَرَنٍ، بَيْنَهُمَا عِرْقٌ، يُدِرُّهُ الْغَضَبُ، أَقْنَى الْعِرْنَيْنِ، لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ، يَحْسَبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلْهُ أَشَمَّ، كَثَّ

اللِّحْيَةِ، سَهْلَ الْخَدَّيْنِ، ضَلِيعَ الْفَمِ، مُفَلَّجَ الأَسْنَانِ، دَقِيقَ الْمَسْرُبَةِ، كَأَنَّ عُنُقَهُ جِيدُ دُمْيَةٍ فِي صَفَاءِ الْفِضَّةِ، مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ، بَادِنٌ مُتَمَاسِكٌ، سَوَاءُ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ، عَرِيضُ الصَّدْرِ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، ضَخْمُ الْكَرَادِيسِ، أَلْوَرُ الْمُتَجَرَّدِ، مَوْصُولُ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَالسُّرَّةِ بِشَعْرٍ يَجْرِي كَالْخَطِّ، عَارِي الثَّدْيَيْنِ وَالْبَطْنِ مَا سِوَى ذَلِكَ، أَشْعَرُ الذِّرَاعَيْنِ وَالْمَنْكِبَيْنِ، وَأَعَالِي الصَّدْرِ، طَوِيلُ الزَّنْدَيْنِ، رَحْبُ الرَّاحَةِ، شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، سَائِلُ الأَطْرَافِ أَوْ قَالَ : شَائِلُ الأَطْرَافِ خَمْصَانُ الأَخْمَصَيْنِ، مَسِيحُ الْقَدَمَيْنِ، يَنْبُو عَنْهُمَا الْمَاءُ، إِذَا زَالَ زَالَ قَلْعًا، يَخْطُو تَكَفِّيًا، وَيَمْشِي هَوْنًا، ذَرِيعُ الْمِشْيَةِ، إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ، وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا، خَافِضُ الطَّرْفِ، نَظَرُهُ إِلَى الأَرْضِ أَطْوَلُ مِنْ نَظَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، جُلُّ نَظَرِهِ الْمُلاحَظَةُ، يَسُوقُ أَصْحَابَهُ، وَيَبْدَأُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلامِ "

হাদীস : ৮. হযরত হাসান ইবনে আলী বলেন, আমি আমার মামা হিন্দ ইবনে আবূ হালা (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহাবয়ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি প্রায়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহাবয়ব বর্ণনা করতেন এবং সুন্দরভাবে বর্ণনা করতেন। আমার ঐকান্তিক আগ্রহ ছিলো যে, তিনি আমার নিকট এ সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করবেন, আমি তা স্মৃতিপটে অংকিত করে রাখব। (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের সময় হযরত হাসানের বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। তাই হুলিয়া মুবারক ভালভাবে স্মৃতিবদ্ধ করতে পারেননি।) সুতরাং তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন গুণধর সত্ত্বার দিক থেকে মহান ছিলেন এবং মানুষের দৃষ্টিতেও বিশেষ মর্যাদাবান ছিলেন। তাঁর চেহারা মোবারক ছিল পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল। তিনি মধ্যমাকৃতির লোকের চেয়ে কিছুটা দীর্ঘাকৃতির এবং দীর্ঘকায় লোকের চেয়ে কিছুটা কম লম্বা ছিলেন। তাঁর মাথা মোবারক মানানসই রকম বড় আর চুল ঈষৎ বেঁ..ড়ানো ছিল। স্বাভাবিকভাবে চুলে সিঁথি প্রকাশ পেলে রেখে দিতেন। অন্যথায় কষ্টকল্প করে সিঁথি কাটতেন না। চুল বড় হয়ে গেলে তা কানের লতি অতিক্রম করে যেত। গায়ের রং অতিশয় উজ্জ্বল, প্রশস্ত ললাট ও ভ্রুযুগল কিঞ্চিত বক্র, সরু ও ঘন সন্নিবিষ্ট ছিল। ভ্রুদুটি সম্মিলিত ছিল না, পৃথক পৃথক ছিল। দুই ভ্রুর মাঝখানে একটি রগ ছিল যা রাগের সময় স্ফীত হত। তাঁর

নাক মোবারক উন্নত ছিল এবং তাতে নূর চমকাত। হঠাৎ দেখলে তাঁকে বড় নাক বিশিষ্ট মনে হত। ভালোরূপে তাকালে অবশ্য বুঝা যেত যে, মানানসই উঁচু। নূরের চাকচিক্যের দরুন বেশি উঁচু মনে হচ্ছে। তাঁর দাড়ি মোবারক ছিল ঘন ও ভরপুর। কপোল যুগল স্বল্প মাংসল ও মসৃণ, মুখবিবর পরিমিত প্রশস্ত। দন্তরাজি চিকন ও উজ্জ্বল, সামনের দাঁত দুটির মাঝখানে কিঞ্চিত ফাঁক ছিল। তাঁর বুক থেকে নাভি পর্যন্ত লোমের একটি সরু রেখা ছিল। গর্দান ও কণ্ঠদেশ এত সুন্দরও মসৃন ছিল, ঠিক যেন মূর্তির (নির্মল ও পরিচ্ছন্ন) গ্রীবা, গর্দানের রং ছিল রূপার ন্যায় ঝকঝকে, চকচকে। তাঁর প্রত্যেকটি অঙ্গ ছিল সুষম সুগঠিত, দেহ ছিল মাংসল, সুদৃঢ়। পেট এবং বক্ষদেশ ছিল সমান। কিন্তু বক্ষ ছিল প্রশস্ত। উভয় স্কন্ধের মাঝখানে কিছুটা দূরত্ব ছিল। অঙ্গ প্রত্যংগের অস্থিগুলো স্থূল ও দৃঢ় (এটা শক্তিশালী হওয়ার আলামত)। অনাবৃত হলে তাঁর দেহ উজ্জ্বল ও চমৎকার দেখা যেত (বা দেহের যে অংশ খোলা থাকে তাও চকচকে দেখা যেত। সুতরাং যে অংশ পোশাকে ঢাকা থাকে- তা কতই না সমুজ্জ্বল হত তা সহজেই অনুমেয়)।

বক্ষদেশ থেকে নাভি পর্যন্ত লোমের একটি সারি রেখার ন্যায় লম্বা ছিল। এ ছাড়া বুকের দুই পাশ ও পেট লোম শূন্য ছিল। তবে উভয় বাহু কাঁধ ও বুকের উপরিভাগে লোম ছিল। কনুই থেকে কব্জি ছিলো মানানসই দীর্ঘ, হাতের তালু দু'টি প্রশস্ত এবং তালুদ্বয় ও পায়ের পাতাদ্বয় ছিল মাংসল। হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ ছিল পরিমিত দীর্ঘ। পায়ের তালু কিঞ্চিত গভীর ও পায়ের পাতাদ্বয় ছিল মসৃন। ফলে তাতে পানি জমত না; বরং গড়িয়ে পড়ে যেত। তিনি যখন পথ চলতেন সজোরে পা তুলে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে হাঁটতেন। মাটিতে পা ফেলতেন মৃদুভাবে, হাঁটতেন একটু লম্বা কদমে দ্রুত গতিতে। হাঁটার সময় মনে হত, যেন তিনি কোন নিচু ভূমির দিকে অবতরণ করছেন। যখন কারো প্রতি তাকাতেন সর্ব শরীর ফিরিয়ে তাকাতেন। প্রায়ই আনতদৃষ্টি থাকতেন। আসমানের চাইতে যমিনের দিকেই তাঁর দৃষ্টি বেশি নিবদ্ধ থাকত। সাধারণত তিনি লাজুকতার দরুন কারো প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেন না। পথ চলার সময় সাহাবীদের আগে দিতেন (এবং নিজে পেছনে থাকতেন)। কারো সাথে সাক্ষাত হলে তিনি আগে সালাম দিতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

المشذّب ঃ কাটা-ছাঁটা খেজুর গাছ, অতিলম্বা।

انفرقت ঃ সিঁথি প্রকাশ পাওয়া।

عقيقة ঃ নবজাতকের মাথার চুল। এখানে উদ্দেশ্য মাথার চুল।

وفّر ঃ বৃদ্ধি করা।

أزج الحواجب ঃ কিঞ্চিত বক্র ভ্রুযুগল বিশিষ্ট। সরু ভ্রু বিশিষ্ট।

الحواجب ঃ حاجب এর বহুবচন, ভ্রু।

سوابغ ঃ سابغ এর বহুবচন। পরিপূর্ণ, ঘন।

يدره الغضب ঃ রাগে রক্ত ভরে যাওয়া, স্ফীত হওয়া।

أقنى ঃ লম্বা তীক্ষ্ণ ও মাঝখানে একটু উঁচু নাককে أقنى বলে। بابه سمع।

العرنين ঃ নাক। বহুবচন عرانين।

أشم ঃ উন্নত নাক বিশিষ্ট।

سهل الخدين ঃ স্বল্প মাংসল গাল; ফোলা গাল নয়।

ضليع الفم ঃ প্রশস্ত মুখগহ্বর বিশিষ্ট।

مُفَلَّجُ الأسنان ঃ ঈষৎ ফাঁকা দাঁত বিশিষ্ট।

جيد ঃ গর্দান।

دمية ঃ মূর্তি, এখানে সোজা মসৃন ও সুন্দর হওয়ার দিক থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গ্রীবাদেশকে মূর্তির গ্রীবার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আবার উজ্জ্বল ও চকচকে হওয়ার দিক থেকে রূপার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

معتدل الخلق ঃ যার প্রত্যেকটি অঙ্গ যথাযথ ও সুষম হয়, তাকে معتدل الخلق বলে। সুসামঞ্জস্যপূর্ণ দেহকাঠামোর অধিকারী।

بادن ঃ মোটা, মাংসল। যে বর্ণনায় এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোটা ছিলেন না, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মেদস্ফীত ছিলেন না। অতি মোটা ছিলেন না।

متماسك ঃ সুদৃঢ়। অর্থাৎ, গোশত ঝুলে পড়েনি। টাইট ছিল। আঁটসাঁট স্বাস্থ্য।

سواء البطن والصدر ঃ পেট ও বক্ষ সমান ছিল। পেট বড় ছিল না।

المتجرد بصيغة اسم فاعل ঃ অনাবৃত অবস্থা। কেউ কেউ المتجرّد পড়েছেন। তখন ظرف مكان এর অর্থ হবে। খোলা অঙ্গসমূহ, সাধারণত যেগুলো অনাবৃত থাকে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খোলা অঙ্গসমূহও উজ্জ্বল চকচকে ছিল। অতএব, আবৃত অঙ্গগুলো কেমন উজ্জ্বল ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

اللَّبَّة ঃ গলার নিচের গর্ত। এখানে উদ্দেশ্য বক্ষ। موضع القلادة من الصدر।

زند ঃ কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত বিলম্বিত হাত। বহুবচন, أزند، زناد।

سائل أو شائل ঃ লম্বা, দীর্ঘ, প্রশস্ত।

الأطراف ঃ এখানে উদ্দেশ্য হাত ও পায়ের আঙ্গুল।

خمصان ঃ পায়ের তালুর গভীরতা। যার মধ্যপা গভীর।

الأخمص ঃ যার পা যমিনে রাখার সময় মাঝখানে উঁচু থাকে, যমিনে লাগে না।

مسيح ঃ মসৃণ।

ذريع المشية ঃ দ্রুত হাঁটা, লম্বা কদমে হাঁটা।

তাশরীহ : ১. হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.)-এর প্রথম বিবাহ হয়েছিল আতীক নামক জনৈক ব্যক্তির সাথে। এই সংসারে আব্দুল্লাহ নামের এক ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয় বিবাহ হয় আবূ হালার সাথে। এই সংসারে হিন্দ ও হালা নামক দুই সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। এই দু'জন হযরত ফাতেমা (রা.)-এর মা শরীক ভাই ছিলেন। তাই হযরত হাসান (রা.) হিন্দকে মামা বলেছেন। এই হিন্দ ইবনে আবূ হালাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লালন-পালন করেছেন এবং তিনি একজন সাহাবী ছিলেন।

২. إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا- এখান থেকে বুঝা যায়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বাভাবিকভাবে চুলে সিঁথি প্রকাশ পেলে রেখে দিতেন, ইচ্ছা করে সিঁথি কাটতেন না। অথচ তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে সিঁথি কেটেছেন বলে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। এর নিরসনে আলেমগণ বলেন, এটা ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের অবস্থা। তখন নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিঁথি কাটার প্রতি তত গুরুত্ব আরোপ করতেন না। হযরত শায়খুল হাদীস জাকারিয়া (রহ.) বলেন, এই জবাব দেওয়াটা মুশকিল। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমত মুশরিকদের বিরোধিতা এবং আহলে কিতাবদের অনুকরণার্থে সিঁথি কাটা থেকে বিরত থাকতেন। তারপর সিঁথি কাটা আরম্ভ করেন। তাই উত্তম তরজমা হল, যদি সহজে সিঁথি প্রকাশ পেত, তাহলে সিঁথি কেটে নিতেন। অন্যথা চিরুনী ইত্যাদির প্রয়োজন হলে চিরুনী অন্বেষণের পিছনে পড়তেন না, তখন আর সিঁথি কাটতেন না। অন্য সময় চিরুনী বিদ্যমান থাকলে সিঁথি কেটে নিতেন। আরও দেখুন, অনুচ্ছেদ : ৩, হাদীস নং : ৩০।

৩. نظـره إلى الأرض أكثـر ঃ আসমানের চাইতে যমিনের দিকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি বেশি নিবদ্ধ থাকত। অথচ আবূ দাউদ শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসমানের দিকে বেশি তাকাতেন। এর সমাধান এরূপ যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি সাধারণত যমিনের দিকেই থাকতো। তবে যখন ওহীর অপেক্ষায় থাকতেন, তখন বার বার আসমানের দিকেও তাকাতেন।

৪. يسـوق أصـحابه ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের পিছনে চলতেন। এর কারণ বিনয়ও হতে পারে, আবার সফর অবস্থায় পিছনে পড়া এবং দুর্বল লোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখার উদ্দেশ্যেও হতে পারে।

أحوال الرواة

جُميع بن عُمير : بالتصغير فيهما وفى نسخ عمرو وهو تحريف وثقه ابن حبان وضـعفه غيره، قال القارى ووقع فى نسخ الشمائل عمر مكبرا وكذا أورده المِـزِّى فى تهذيبـه، والذهبى فى ميزانه اهـ، وكذا فى شفاء قاضى عياض على ما فى بعض الحواشى وكتبه فى تهذيب التهذيب لفظه عمر بلا واو وكذا فى أكثر نسخ الشمائل، قال القارى فى مواضع من شرحه صوابه : عُمير، قوله ابن عبد الرحمن العِجْلى نسبته لعجل قبيلة كبيرة.

إملاء علينا : بصيغة المصدر وفى بعض النسخ أملاه علينا بصيغة الماضـى والإمـلاء فى الأصل الإلقاء على من يكتب وفى اصطلاح المحدثين ان يلقى المحدث حديثا على أصحابه

فيتكلم فيه على مبلغ علمه من عربية وفقه ولغة واسناد ونوادر ونكت والأول هو الأليق هنا.

قوله : من كتابه : أى من كتاب جُميع وإيثار الإملاء من الكتاب دون الحفظ لنسيان بعض المروى أو لزيادة الإحتياط إذ الإملاء من الحفظ مظنة الذهول عن شيء من المروى أو تغييره.

رجل من بنى تميم : اسمه يزيد بن عمرو وقيل اسمه عمر وقيل عُمير وهو مجهول الحال فالحديث معلول وقوله من ولد أبى هالة أى من أولاد بناته فهو من أسباطه واختلف فى اسم أبى هالة فقيل : اسمه النباش، وقيل : مالك، وقيل زُرارة، وقيل : هند، وقوله : زوج خديجة صفة لأبى هالة، لأنه تزوجها فى الجاهلية، فولدت له ذكرين هندا وهالة، وتزوجها أيضا عتيق بن خالد المخزومى، فولدت له عبد الله وبنتا، ثم تزوجها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجميع أولاده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منها إلاّ إبراهيم، فمن مارية القبطية، وكانت خديجة تدعى فى الجاهلية بالطاهرة وهى أول من آمن، قيل مطلقا، وقيل : من النساء. وقوله : يكنى أبا عبد الله أى يكنى ذلك الرجل الذى هو من بنى تميم أبا عبد الله ويكنى بصيغة المجهول مخففا ومشددا.

عن ابن لأبى هالة : أى بواسطة فذلك الابن حفيد لأبى هالة واسْمه هند وكذلك أبوه اسمه هند بل وإسم جده أيضا هند على بعض الأقوال وعليه فهذا الابن وافق اسمه اسم أبيه وإسم جده.

قال سألت خالى هند بن أبى هالة : أى لصلبه بخلاف ابن أبى هالة السابق فإنه بواسطة كما علمت وإنما كان هند هذا خالا للحسن لأنه أخو أمه من أمها فإنه ابن خديجة التى هى أم فاطمة التى هى أمه، قتل هند هذا مع على يوم الجمل وقيل : مات فى طاعون عمواس. – (جمع الوسائل، المواهب اللدنية، خصائل نبوى)

درجة الحديث : إسناده ضعيف جدا لما مر.

ومن أخرج هذا الحديث : إنفرد به المصنف.

* * *

حديث : ٩ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ : "كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلِيعَ الْفَمِ، أَشْكَلَ الْعَيْنِ، مَنْهُوسَ الْعَقِبِ ".قَالَ شُعْبَةُ : قُلْتُ لِسِمَاكٍ : مَا ضَلِيعُ الْفَمِ؟ قَالَ : عَظِيمُ الْفَمِ، قُلْتُ : مَا أَشْكَلُ الْعَيْنِ؟ قَالَ : طَوِيلُ شَقِّ الْعَيْنِ، قُلْتُ : مَا مَنْهُوسُ الْعَقِبِ؟ قَالَ : قَلِيلُ لَحْمِ الْعَقِبِ.

হাদীস : ৯. হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখবিবর ছিল কিছুটা প্রশস্ত। চোখের শুভ্রতার মধ্যে রক্তিম রেখা টানা ছিল। পায়ের গোড়ালী হালকা ও কম গোশত বিশিষ্ট ছিল।

শব্দবিশ্লেষণ :

أشكل العين ঃ চোখের শুভ্রতার মাঝে লাল রেখা টানা। ইমাম তিরমিযী (রহ.) এ হাদীসের বর্ণনাকারী سماك থেকে اشكل العين অর্থ ডাগর চোখ উল্লেখ করেছেন। ভাষাবিদদের মতে এ অর্থ শুদ্ধ নয়।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب صفة فم النبي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

* * *

حديث : ١٠– حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَشْعَثَ يَعْنِي ابْنَ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضى الله عنه قَالَ : "رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ، فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ "

হাদীস : ১০. হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) বলেন, এক জোছনাময়ী রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে তাকালাম। তখন তিনি লাল চাদর ও লুঙ্গি পরিহিত ছিলেন। আমি একবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এবং একবার চাঁদের প্রতি তাকাচ্ছিলাম। আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই চাঁদের তুলনায় অধিকতর সুন্দর ও উজ্জ্বল ছিলেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

إضحيان : جোছনাময়ী রাত, পূর্ণিমার রাত بكسر الهمزة وسكون الضاد وكسر الحاء وتخفيف الياء أى ليلة مقمرة من أولها إلى آخرها.

তাশরীহ : উলামায়ে কেরাম বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে গুণ ও সৌন্দর্য تواتر এর মাধ্যমে প্রমাণিত সেটিকে অস্বীকার করা বা তার বিপরীত বলা, যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'কালো-কুশ্রী' ছিলেন, এটি কুফরী। (المواهب اللدنية : صـ٩)

أحوال الرواة

أشعث : روى له البخارى فى تاريخه ومسلم والترمذى والنسائى قال ابو زرعة لين، وقال بعضهم ضعيف.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه كتاب الأدب، باب : ما جاء فى الرخصة فى لبس الحمرة للرجال، وقال هذا حديث حسن غريب، وأخرج النسائى فى كتاب الزينة : باب إتخاذ الجمة : باب : لبس الحلل.

* * *

حديث : ١١ – حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ : أَكَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل السَّيْفِ؟ قَالَ : "لا، بَلْ مثل الْقَمَرِ".

হাদীস : ১১. আবূ ইসহাক বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত বারা ইবনে আযেবকে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মোবারক (মুখমণ্ডল) কি তরবারির ন্যায় (চকচকে) ছিল? তিনি বলেন, না; বরং চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল।

أحوال الرواة

الرؤاسى : بضم الراء وفتح الهمزة وأخره سين مهملة بعدها ياء وهو منسوب لجده رؤاس وهو الحارث بن كلاب بن ربيعة.

زهير : أى بن حديج بالتصغير فيهما وهو ثقة حافظ خرج له الستة، مات سنة ثلاث وسبعين ومأة.

তাশরীহ : তরবারির সাথে তুলনা করা এ জন্যে দোষণীয় ছিল যে, এতে চেহারা মোবারক অধিক লম্বা হবার ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। তা ছাড়া তরবারির চমকে শুভ্রতা প্রবল থাকে। কোমল উজ্জ্বলতা থাকে না। তাই হযরত বারা তরবারির কথা অস্বীকার করে চাঁদের সাথে তুলনা করেছেন। উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, এসব উপমা কেবল বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে। অন্যথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারার লাবণ্য ও আকর্ষণের সাথে কোন কিছুর তুলনা হয় না।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب المناقب : باب : صفة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

* * *

حديث : ١٢- حَدَّثَنَا أَبُو داود الْمَصَاحِفِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ كَأَنَّمَا صِيغَ مِنْ فِضَّةٍ، رَجِلَ الشَّعْرِ "

হাদীস : ১২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত উজ্জ্বল শুভ্র ছিলেন যেন রূপা গলিয়ে গড়া এক দেহকান্তি। তাঁর কেশরাজি ছিল ঈষৎ কোঁকড়ানো ঢেউ খেলানো।

শব্দবিশ্লেষণ :

رَجِلٌ : بكسر الجيم وفتحها وضمها وسكونها من الرجولة وهو الذى فى شعره تكسر قليل.

অর্থাৎ, ঈষৎ কোঁকড়ানো কেশধারী।

তাশরীহ : হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। এই কিতাবের সর্বপ্রথম হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গায়ের

রং একেবারে সাদা ছিল না। তাই আলোচ্য হাদীসে রূপার সাথে তুলনা করা দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে, তিনি একেবারে সাদা ছিলেন। বরং তিনি লালচে সাদা ছিলেন। উজ্জ্বল সুন্দর ছিলেন।

أحوال الرواة

أبو داود المصافحي : بفتح الميم وكسر الحاء، نسبته إلى المصاحف، لعله لكتابته لها أو بيعه لها.

ابن سَلْم : بفتح السين وسكون اللام.

النضر : بسكون الضاد.

ابن شُمَيل : بضم المعجمة وفتح الميم.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف.

* * *

حديث :١٣ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْد عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "عُرِضَ عَلَيَّ الأَنْبِيَاءُ، فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ، ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ، يَعْنِي نَفْسَهُ، وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ "

হাদীস : ১৩. হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, (মি'রাজের রাতে) আমার সামনে নবীগণকে উপস্থিত করা হয়েছিল। আমি মূসা আলাইহিস সালামকে দেখলাম। তিনি হালকা পাতলা দেহের অধিকারী। যেন (ইয়ামনের) শানূআহ গোত্রের লোক। আমি মারয়াম তনয় ঈসা আলাইহিস সালামকে দেখলাম। আমার দেখা লোকদের মধ্যে উরওয়া ইবনে মাসঊদের অবয়বের সাথে তাঁর অবয়বের বেশি মিল আছে। আমি ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে দেখলাম। আমার দেখা লোকদের মধ্যে

তোমাদের এ সঙ্গীর সাথে তাঁর অবয়বের অধিক সাদৃশ্য রয়েছে। আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দেখলাম। আমার দেখা লোকদের মধ্যে দিহ্য়া কালবীর অবয়বের সাথে তার অধিক সামঞ্জস্য রয়েছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

ضَرْب بفتح الضاد وسكون الراء ৪ خفيف اللحم অর্থাৎ, হালকা পাতলা গড়নের অধিকারী।

شنوءة على وزن فعولة ৪ ইয়ামেনের একটি গোত্রের নাম। এই গোত্রের লোকেরা মাঝারি গড়নের হতো।

أحوال الرواة

عروة بن مسعود : أى الثقفى لا الهذلى كما وهم وهو الذى أرسلته قريش للنبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الحديبية فعقد معه الصلح وهو كافر ثم أسلم سنة تسع من الهجرة بعد رجوع المصطفى من الطائف.

دحية : بوزن سِدْرَة وقد يفتح، الكلبى الصحابى المشهور وكان جبرئيل يأتى المصطفى غالبا على صورته. (المواهب اللدنية)

তাশরীহ : আম্বিয়া কেরামের এ দর্শন লাভ হয়তো মি'রাজ রজনীতে হয়েছে বা স্বপ্নযোগে হয়েছে। বুখারী শরীফে উভয় ধরনের হাদীস রয়েছে। হতে পারে মি'রাজের রাতে দর্শন লাভ করেছেন আবার স্বপ্নযোগেও লাভ করেছেন। এই তিন নবীর কথা বিশেষভাবে আলোচনার কারণ এই যে, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা বনী ইসরাঈলের নবী ছিলেন। আর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ব পুরুষ ছিলেন। তা ছাড়া আরবরা সবাই তাঁকে মান্য করত।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى كتابه الإيمان باب الاسراء الخ.

* * *

حديث : ١٤ – حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالا : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ، يَقُولُ : "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بَقِيَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ رَآهُ غَيْرِي "، قُلْتُ : صِفْهُ لِي، قَالَ : "كَانَ أَبْيَضَ، مَلِيحًا، مُقَصَّدًا "

হাদীস : ১৪. সাঈদ আল জুরাইরী বলেন, আমি হযরত আবূত তুফাইল (রা.)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি এবং যারা তাঁকে দেখেছেন, ভূপৃষ্ঠে তাদের মধ্যে কেবল আমিই অবশিষ্ট আছি। সাঈদ বলেন, আমি তাঁকে বললাম, আমাকে তাঁর দেহাবয়বের কিছু বর্ণনা দিন। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা-লাল মিশ্রিত অতিশয় সুন্দর রক্তিমাভ ছিলেন। লাবণ্যময়, সুষম দেহকান্তির অধিকারী ছিলেন।

أحوال الرواة

سعيد الجريرى : بضم الجيم وفتح الراء نسبة لجده جرير مصغرا.

أبو الطفيل : بالتصغير وهو عامر بن واثلة، يقال عمرو الليثى الكنانى كان من شيعة على، ولد عام الهجرة أو عام أحد ومات سنة عشر ومأة على الصحيح وبه ختم الصحب. (المواهب اللدنية)

وما بقى الخ : عطف على رأيت لا حال لفساد المعنى لأنه يقتضى أنه رأه فى حال كونه لم يبق على وجه الأرض أحد من الصحابة وليس كذلك.

শব্দ বিশ্লেষণ :

أبيض ঃ এখানে উদ্দেশ্য সাদা-লাল মিশ্রিত উজ্জ্বল, লাবণ্যময়।

مقصدا بتشديد الصاد المفتوحة ঃ দেহের গড়ন এবং রং-রূপ সব দিক থেকে ভারসাম্যপূর্ণ। সুষম, সুগঠিত।

তাশরীহ : হযরত আবূত তুফাইল (রা.) সাহাবীদের মধ্যে সর্বশেষে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে একশত দশ হিজরীতে। এই হিসেবে তিনি বলেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছে এমন কেউ ভূপৃষ্ঠে এখন বেঁচে নেই। হযরত আবূত তুফাইল মানুষ সম্পর্কে এ কথা বলেছেন; জিন ও ফিরিশতা সম্পর্কে বলেননি। এমনকি হযরত খিযির (আ.)-ও উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তিনি সাধারণ মানুষের সাথে থাকেন না।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى كتاب الفضائل، باب كان النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبيض مليح الوجه، وأبو داود فى الأدب، باب فى هدى الرجل ٤٨٦٤.

(المواهب اللدنية)

* * *

حديث : ١٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اخبرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ أخبرنى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ ثَابِتِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ أَخِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَجَ الثَّنِيَّتَيْنِ، إِذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ "

হাদীস : ১৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রা,) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনের দুই দাঁতের মধ্যে সামান্য ফাঁক ছিল। একেবারে মিলিত ছিল না। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন মনে হত, তাঁর সামনের দাঁতগুলোর মধ্য থেকে নূর বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

أفلج الثنيتين : تثنية ثنية بتشديد الياء وفى نسخ الثنايا بصيغة الجمع، قال الطيبى الفلج هنا الفرق.

رءى : بصيغة المجهول.

أحوال الرواة

عبد الله بن عبد الرحمن : الدارمى التميمى السمرقندى لا الطائفى الثقفى كما وهم فيه بعض الشراح.

إبراهيم بن المنذر الحزامى : بحاء مهملة مكسورة وزاى بعدها ألف فميم نسبة إلى جدة حزام.

عبد العزيز بن ثابت الزهرى : كذا فى كثير من النسخ والصواب ابن أبى ثابت، الزهرى نسبة لبنى زهرة وهو متروك الحديث لكثرة غلطه.

ابن أخى موسى بن عقبة : نعت آخر لإسماعيل أو بدل منه أو عطف بيان له، وليس صفة لإبراهيم فإنه أخو موسى فكيف يوسف بأنه ابن أخى موسى.

درجة الحديث : اسناده ضعيف جدا لما مر.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف.

তাশরীহ : প্রসিদ্ধ মত হল, এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও বাণীকে নূরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু আল্লামা مناوى এর অভিমত হল, এখানে কথাকে নূরের সাথে তুলনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রকৃতপক্ষেই মু'জিযা হিসাবে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দন্ত মুবারক হতে নূর বের হতো।

মোটকথা, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন খাতামুন নাবিয়্যীন। তাঁর মাধ্যমে নবুওয়ত, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতা সাধিত হয়। তিনি যেমনিভাবে সকল সুকুমার গুণাবলীর সুসমন্বিত সর্বোত্তম আদর্শ মানব, তেমনি আল্লাহ তাকে সবচে অভিজাত বংশে প্রেরণ করেন এবং অনুপম দেহকান্তির প্রিয়তম সত্ত্বা রূপে সৃষ্টি করেন। তিনি কুল মাখলুকাতের অফুরন্ত ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দু। কবি কতই না সুন্দর বলেছেন :

حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری
آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

ইউসুফের রূপকান্তি,
মূসার শুভ্র সমুজ্জ্বলকর,
অলৌকিক ফুঁৎকার রূহুল্লার
সর্বরূপ মাধুরীর ভাণ্ডার তুমি,
তুমি চির সুন্দর চির ভাস্বর॥

(٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ النبوَّة
وَفِيه ثَمَانِيَةُ أَحَادِيثَ
অনুচ্ছেদ :: ২ :: মুহূরে নবুয়াত

حديث : ١٦– حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ : سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ : ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّه، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ. فَمَسَحَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، وَتَوَضَّأَ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، "وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ "

হাদীস : ১৬. হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ বলেন, আমার খালা আমাকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এ বোনপুত্র অসুস্থ। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার মাথায় হাত বুলান এবং আমার জন্য বরকত ও কল্যাণের দোয়া করেন। তিনি ওযু করলে আমি তাঁর ওযুর অবশিষ্ট পানিটুকু পান করি। অতঃপর আমি তাঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালে তাঁর উভয় স্কন্ধের মাঝামাঝি স্থানে মুহরে নবুয়াত দেখতে পাই। তা ছিল ছপ্পর খাটের ঘুন্টি সদৃশ (চাদোয়ার ঝালরে লটকানো গোলকের অনুরূপ)।

শব্দবিশ্লেষণ :

خاتم النبوة : بفتح التاء وكسرها والكسر أشعر وأفصح.

خاتم অর্থ আংটি, মোহর, সীল। মোহরে নবুওয়াত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুই কাঁধের মাঝামাঝি অবস্থিত একটি গোশতের টুকরাকে মোহরে নবুওয়াত বলা হয়। যেহেতু এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াতের নিদর্শন ছিল এবং এ নিদর্শনের কথা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহেও উল্লিখিত ছিল। তাই এটিকে নবুওয়াতের দিকে সম্পৃক্ত করে خاتم النبوة বলা হয়।

وجع بفتح الواو وكسر الجيم : ذو وجع ঃ অর্থাৎ, অসুস্থ।

وضوء : بفتح الواو ঃ ওযুর পরে পাত্রের অবশিষ্ট পানি বা ওযুর ব্যবহৃত পানি।

زر بتقديم الزائى المكسورة على الراء المشددة ঃ ঘুন্টি, গোলক, বোতাম। বহুবচন : أزرار। কেউ কেউ এ শব্দটিকে رز بتقديم الراء পড়েছেন। অর্থ : ডিম।

الحجلة بفتحتين ঃ قبة صغيرة تعلق على السرير وهى المعروفة الأن بالناموسية ছপ্পর খাট, খাটের উপর টানানো সুসজ্জিত চাদোয়া। অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোহরে নবুওয়াতটা খাটের চাদোয়ার ঘুন্টি সদৃশ ছিল। কেউ কেউ বলেছেন, حجلة এক প্রকারের পাখি। তখন رز الحجلة অর্থ হবে, পাখির ডিম। অর্থাৎ, মোহরে নবুওয়াতটি পাখির ডিম সদৃশ ছিল।

তাশরীহ : ১. মোহরে নবুওয়াত সম্পর্কিত আলোচনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুলিয়া মুবারকের অন্তর্ভূক্ত হেতু এটি পূর্বের অনুচ্ছেদের অংশ। কিন্তু একটি মু'জিযা এবং নবুয়াতের আলামত হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে আনা হয়েছে। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী মোহরে নবুওয়াত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মলগ্ন থেকে ছিল। ইবনে হিব্বানসহ কতিপয় মুহাদ্দিসদের মতে মোহরে নবুওয়াতে محمد رسول الله লেখা ছিল। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, سِر فأنت المنصور লেখা ছিল। কিন্তু এ দু'টি রেওয়ায়েত ততটা নির্ভরযোগ্য নয়।

ومكتوب فيها محمد رسول الله أو سِر فإنك المنصور لم يثبت منها شيء كما قاله العسقلانى وتصحيح ابن حبان لذلك وهم، وقال الحفاظ من روى أنه كان على خاتم النبوة كتابة محمد رسول الله فقد اشتبه عليه خاتم النبوة بخاتم اليد اذ الكتابة المذكورة أنما كانت على الثانى دون الأول. (المواهب اللدنية)

২. হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ দ্বিতীয় হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের সময় তার বয়স ছিল মাত্র নয় বছর।

৩. إن ابن أختى وجع ঃ বুখারী শরীফের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তাঁর পায়ে ব্যথা ছিল।

৪. فمسح صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راسى ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্নেহার্থে মাথায় হাত বুলিয়েছেন। আর চিকিৎসার জন্য ওযুর পানি পান করতে দিয়েছেন বা অন্য কোন পরামর্শ দিয়েছেন। ইমাম বায়হাকী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতের বরকতে হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদের মাথার চুল শেষ জীবনেও কালো ছিল। অথচ অন্য স্থানের পশম সাদা হয়ে গিয়েছিল। (المواهب اللدنية)

৫. ودعا لى بالبركة – এখানে বরকত দ্বারা উদ্দেশ্য হল দীর্ঘ হায়াত এবং সুস্থতা। সুতরাং তিনি ৯৪ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন এবং বৃদ্ধ বয়সেও সুস্থ সুঠাম ছিলেন।

৬. وتوضا فشربت من وَضوئه – হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়ত নিজ প্রয়োজনে ওযু করেছেন বা ইয়াযীদকে ওযুর পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে ওযু করেছেন। এ ওযুর পানি দ্বারা যদি ওযুর অবশিষ্ট পানি বুঝানো হয়ে থাকে, তবে তো প্রশ্নের কোন কারণই নেই। আর যদি ওযুর সময় অংগ থেকে যে পানি ঝরে পড়ে, সে পানি বুঝান হয়ে থাকে, তাহলেও কোন إشكال নেই। কারণ, ماء مستعمل পাক। বিশেষত যখন কোন কোন আলেমের মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মল-মূত্রও পাক ছিল।

৭. মোহরে নবুওয়াতের পরিমাণ ও রঙের ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। আল্লামা কুরতুবী এগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে বলেছেন, মোহরে নবুওয়াত বড় ছোট হত এবং রংও পরিবর্তন হত। হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (র.) বলেন, প্রত্যেক বর্ণনাকারী নিজ নিজ উপলব্ধি অনুযায়ী শ্রোতার বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বস্তুর সাথে তুলনা করে বুঝিয়েছেন। এ ধরনের ক্ষেত্রে প্রকাশের ভাষা বিভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، وفى كتاب المرضى، باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له وفى المناقب، باب خاتم النبوة، والمصنف فى جامعه فى أبواب المناقب باب فى خاتم النبوة ومسلم فى الفضائل

* * *

حديث : ١٧- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيُّ حدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : "رَأَيْتُ الْخَاتَمَ بَيْنَ كَتِفَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُدَّةً حَمْرَاءَ، مِثل بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ "

হাদীস : ১৭. হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উভয় কাঁধের মাঝখানে মোহরে নবুওয়াত দেখতে পেয়েছি, যা লাল মাংসপিণ্ডের ন্যায় ছিল এবং পরিমাণে কবুতরের ডিমের সমান ছিল।

শব্দবিশ্লেষণ :

رأيت الخاتم الخ : أى الكائن بين الخ أو كائنا بين الخ فهو على الأول صفة للخاتم وعلى الثانى حال.

غدة : بضم الغين المعجمة وتشديد الدال المهملة وهى كما فى المصباح لحم يحدث بين الجلد واللحم يتحرك بالتحريك قوله حمراء وفى رواية أنها سوداء، وفى رواية أنها خضراء، وفى رواية كلون جسده ولا تدافع بين هذه الروايات لأنه كان يتفاوت بإختلاف الأوقات، فكانت كلون جسده تارة وكانت حمراء تارة وهكذا بحسب الأوقات.

শরীরের মাঝে স্ফীত অতিরিক্ত গোশত টুকরাকে غدة বলে।

مثل بيضة الحمامة : هذا التشبيه فى المقدار لا فى اللون. (المواهب اللدنية)

أحوال الرواة

سعيد بن يعقوب الطالقانى : بكسر اللام وقد تفتح نسبته لطالقان، بلدة من بلاد قزوين، ثقة لكن قال ابن حبان : ربما أخطأ، خرج له ابو داود والنسائى والمصنف.

ايوب بن جابر : أى اليمانى ثم الكوفى، خرج له أبو داود والمصنف، لكن قال أبو زرعة وغيره ضعيف.

سماك بن حرب : أى الذهلى أبى المغيرة أدرك ثمانين صحابيا وهو ثقة لكن ساء حفظه فلذلك قال ابن المبارك ضعيف الحديث وكان شعبة يضعفه.

درجة الحديث : إسناده ضعيف.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه، كتاب المناقب، رقم : ٣٦٤٤، باب فى خاتم النبوة.

* * *

حديث : ١٨- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ جَدَّتِهِ رُمَيْثَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أُقَبِّلَ الْخَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِنْ قُرْبِهِ لَفَعَلْتُ، يَقُولُ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ يَوْمَ مَاتَ : "اهْتَزَّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ "

হাদীস : ১৮. হযরত রুমাইছা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আর আমি তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এত নিকটে ছিলাম যে, যদি তাঁর মোহরে নবুওয়াত চুম্বন করার ইচ্ছা করতাম তাহলে চুম্বন করতে পারতাম। (যে বিষয়টি শুনেছি, তা হচ্ছে এই) সা'দ ইবনে মুআযের ইন্তেকালের দিন তিনি সা'দ সম্পর্কে বলেছেন, দয়াময় আল্লাহর আরশও তার রূহের আগমনের আনন্দে দুলে উঠেছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

إهتز ঃ আন্দোলিত হওয়া, নড়ে উঠা।

أحوال الرواة

أبو مصعب المدينى : بفتح العين واسمه مطرف بن عبد الله الهلالى، وقوله المدينى بإثبات الياء وفى نسخ المدنى وعلى كل فهو نسبته للمدينة التى هى طيبة إلاّ أن المدينى بإثبات الياء لمن ولدها وتحول عنها، والمدنى لمن لم يفارقها كما نقل عن البخارى لكن فى الصحاح ما يقتضى ان القياس هنا الثانى ونصه النسبة لطيبة مدنى ولمدينة المنصور وهى بغداد، مدينى ولمدائن كسرى، مدائنى.

يوسف بن الماجشون : بكسر الجيم.

رميثة : بالتصغير صحابية صغيرة، لها حديثان، أحدهما هذا والآخر فى صلاة الضحى روته عن عائشة خرج لها النسائى.

ولو أشأ ان أقبل الخ : جملة معترضة بين الحال وهو جملة يقول وبين صاحبها وهو رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والغرض منه بيان قربها منه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جدا تحقيقا لسماعها وعبرت بالمضارع إشارة إلى ان تلك الحال كالمشاهدة ثم الحديث لا يدل على جواز النظر إلى الأجنبية فلا حاجة إلى الجواب ولو سلّم فيمكن أن يأول بمثل انه كان مخصوصا له عليه السلام.

يوم مات : يحتمل ان يكون من قوله عليه السلام فهو ظرف لقوله : إهتز والظاهر أنه من كلام رميثة فظرف لقولها يقول.

তাশরীহ : আরশ কেন দুলেছে, এ ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন উক্তি করেছেন। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী হযরত সা'দ-এর রূহের আগমনের খুশীতে দুলেছে। কারো কারো মতে আরশ দুলেছে অর্থ, আরশবাসী দুলেছে। হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.) একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। হিজরতের পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুসআব ইবনে উমায়েরকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মদীনায় প্রেরণ করেছিলেন। হযরত সা'দ তারই হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। যেহেতু তিনি নিজ খান্দানের সর্দার ছিলেন, তাই তার ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে ঐ দিনই পুরো খান্দান মুসলমান হয়ে যায়। পঞ্চম হিজরীতে হযরত সা'দ ইন্তেকাল করেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র সাইত্রিশ বছর। সত্তর হাজার ফেরেশতা তাঁর জানাযায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ইমাম তিরমিযীর উদ্দেশ্য হযরত সা'দ এর এ ঘটনা বর্ণনা করা নয়। যেহেতু এই হাদীসে মোহরে নবুওয়াতের আলোচনা এসেছে, তাই তিনি হাদীসটি এখানে উল্লেখ করেছেন।

আর হযরত রুমাইছার উদ্দেশ্য মোহরে নবুওয়াতের ঘটনা বর্ণনা করে এ কথা বুঝান যে, তিনি উক্ত হাদীস শ্রবণকালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অতি নিকটে ছিলেন। হাদীস শ্রবণে তাঁর ভুলের আশংকা নেই।

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف من هذا الوجه.

* * *

حديث : ١٩ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا : أنبأنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلَى غُفْرَةَ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ

مُحَمَّد وَلَد عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إِذَا وَصَفَ رَسُولَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِه، وَقَالَ : "بَيْنَ كَتِفَيْه خَاتَمُ النُّبُوَّة، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ "

হাদীস : ১৯. হযরত আলী (রা.)এর পৌত্র ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ বলেন, হযরত আলী যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহাবয়বের বর্ণনা দিতেন, তখন বিভিন্ন গুণের কথা বলতেন। অতঃপর ইবরাহীম দীর্ঘ হাদীসটা উল্লেখ করলেন। তন্মধ্যে এ কথাও বললেন, তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যস্থলে মোহরে নবুওয়াত ছিল এবং তিনি ছিলেন সর্বশেষ নবী।

তাশরীহ : যেহেতু এ হাদীসটি ১ম অনুচ্ছেদের ৬ নং রেওয়ায়েতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই এখানে সংক্ষেপে সেদিকে ইঙ্গিত করে দেয়া হয়েছে। আর মোহরে নবুয়াতের আলোচনাটুকু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ومن أخرج هذا الحديث : سبق تخريه، رقم : ٧.

* * *

حديث : ٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِي عِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ الْيَشْكُرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو زَيْدٍ عَمْرُو بْنُ أَخْطَبَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : "يَا أَبَا زَيْدٍ، ادْنُ مِنِّي فَامْسَحْ ظَهْرِي"، فَمَسَحْتُ ظَهْرَهُ، فَوَقَعَتْ أَصَابِعِي عَلَى الْخَاتَمِ قُلْتُ : وَمَا الْخَاتَمُ؟ قَالَ : "شَعَرَاتٌ مُجْتَمِعَاتٌ "

হাদীস : ২০. হযরত আমর ইবনে আখতাব বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে আবূ যায়েদ! আমার নিকটে এস এবং আমার পিঠ মলে দাও। আমি তাঁর পিঠ মলতে শুরু করলাম। ঘটনাক্রমে আমার আঙ্গুলগুলো মোহরে নবুওয়াতের উপর পড়ল। অধঃস্তন বর্ণনাকারী ইলবা বলেন, আমি আবূ যায়েদকে জিজ্ঞেস করলাম, মোহরে নবুওয়াত কি? তিনি বলেন, এক গুচ্ছ লোমের সমষ্টি।

أحوال الرواة

عزرة : بفتح العين وسكون الزاء وفتح الراء فى أخره هاء التانيث.

علباء : بكسر العين وسكون اللام وبمد الموحدة، قوله : أحمر بوزن أكرم، وقوله : اليشكرى بفتح المثناه التحتيه وسكون الشين وضم الكاف وكسر الراء وتشديد الياء.

তাশরীহ : এ বর্ণনাটি পূর্বের বর্ণনাগুলোর পরিপন্থী নয়। কারণ, মোহরে নবুওয়াতের চারপাশে লোম ছিল। তিনি তা বর্ণনা করে দিয়েছেন।

درجة الحديث : صحيح.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف.

* * *

حديث : ٢١- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بُرَيْدَةَ يَقُولُ : جَاءَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِمَائِدَةٍ عَلَيْهَا رُطَبٌ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : "يَا سَلْمَانُ مَا هَذَا؟"فَقَالَ : صَدَقَةٌ عَلَيْكَ، وَعَلَى أَصْحَابِكَ، فَقَالَ : "ارْفَعْهَا، فَإِنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ"، قَالَ : فَرَفَعَهَا، فَجَاءَ الْغَدَ بِمِثْلِهِ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :"مَا هَذَا يَا سَلْمَانُ؟ "فَقَالَ : هَدِيَّةٌ لَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَصْحَابِهِ : "ابْسُطُوا "ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْخَاتَمِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ، وَكَانَ لِلْيَهُودِ فَاشْتَرَاهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا عَلَى أَنْ يَغْرِسَ لَهُمْ نَخِيلا، فَيَعْمَلَ سَلْمَانُ فِيهِ، حَتَّى تُطْعِمَ، فَغَرَسَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخلَ إِلاَّ نَخْلَةً وَاحِدَةً، غَرَسَهَا عُمَرُ فَحَمَلَتِ النَّخْلُ مِنْ عَامِهَا، وَلَمْ تَحْمِلْ نَخْلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَا شَأْنُ هَذِهِ النَّخْلَةِ؟ "فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ، أَنَا غَرَسْتُهَا، فَنَزَعَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَرَسَهَا فَحَمَلَتْ مِنْ عَامِهَا

হাদীস : ২১. হযরত আবূ বুরায়দা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনায় পদার্পণ করেন, তখন সালমান ফারসী (রা.) তাজা খেজুরে পূর্ণ একটি খাঞ্চা নিয়ে তাঁর খেদমতে হাযির হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, হে

সালমান! এ সব কিসের খেজুর (সদকা না হাদিয়া)? সালমান (রা.) বলেন, এগুলো আপনার এবং আপনার সাহাবীদের জন্য সদকা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এগুলো তুলে নাও, আমরা সদকা ভক্ষণ করি না। পরদিন আবার তিনি অনুরূপ খাঞ্চা নিয়ে হাজির হন এবং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে রাখেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে সালমান! এগুলো কিসের? সালমান বলেন, আপনার জন্য হাদিয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের বলেন, হাত বাড়াও। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পৃষ্ঠদেশে মোহরে নবুওয়াত দর্শন করেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনেন।

সালমান (রা.) এক ইয়াহুদীর গোলাম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত এত দিরহামের বিনিময়ে তাকে খরিদ করেন এই শর্তে যে, সালমান তার জন্যে (তিনশত) খেজুর গাছ রোপন করে দিবে এবং তা ফলবান হওয়া পর্যন্ত তার যত্ন করতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে গাছগুলো রোপন করেন। একটি মাত্র গাছ রোপন করেছিলেন উমর (রা.)। সে বছরই একটি গাছ ব্যতীত বাগানের সব গাছে ফল ধরে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন, এ গাছটির কি হল? উমার বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ গাছটি আমি রোপন করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাছটি তুলে ফেলে তা আবার নিজ হাতে রোপন করেন। অতএব, সে বছরই গাছটিতে ফল আসে।

শব্দবিশ্লেষণ :

مائدة ঃ খাবার রাখা দস্তরখান, খাঞ্চা।

رطب ঃ তাজা খেজুর।

صدقة ঃ দান, খয়রাত, সদকার দ্বারা প্রধানত আল্লাহর নৈকট্য এবং সওয়াব উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

هدية ঃ হাদিয়া, উপহার। হাদিয়া দ্বারা প্রধানত ভালবাসা প্রকাশ এবং মনোরঞ্জন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, সওয়াবটা মুখ্য থাকে না।

نخل، نخلة، نخيل ঃ খেজুর গাছ, খেজুর।

তাশরীহ : ১. يا سلمان ما هـذا!- প্রথম সাক্ষাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাম জানলেন কিভাবে? হয়ত হযরত সালমান প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর নাম জানিয়ে দিয়েছেন। বা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের কাছ থেকে জেনে নিয়েছেন।

২. ارفعهـا! -এর দ্বারা উদ্দেশ্য ফেরত নেয়া নয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে থেকে তুলে নেয়ার পর হয়ত সাহাবায়ে কেরাম ভক্ষণ করেছেন। হযরত সালমান যে খাঞ্চা নিয়ে এসেছিলেন, তাতে খেজুর ছাড়া অন্যান্য খাদ্যও ছিল। (المواهب اللدنية)

৩. إنا لا نأكل الصدقة- 'আমরা সদকা ভক্ষণ করি না' দ্বারা কাদেরকে বুঝান হয়েছে? কারো মতে 'আমরা' দ্বারা শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝান হয়েছে। সম্মানার্থে বহুবচনের صيغة ব্যবহার করা হয়েছে। আর কেউ বলেন, 'আমরা' দ্বারা আম্বিয়ায়ে কিরামকে বুঝান হয়েছে। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর ঐ সব আত্মীয়-স্বজনকে বুঝানো হয়েছে, যাদের জন্য সদকা খাওয়া জায়েয নয়।

৪. قال هذه هدية لـك- হযরত সালমান ক্রীতদাস ছিলেন। সে ক্ষেত্রে তাঁর হাদিয়া দেওয়া এবং তার থেকে হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ ছিল কি না? সম্ভবত তিনি عبد ماذون মালিকের পক্ষ থেকে কামাই-রোজগারের অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম ছিলেন।

الهدايا مشتركة এর তাহকীক

৫. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأصحابه ابسـطوا- বুঝা গেল, উপস্থিত লোকদের হাদিয়ার মধ্যে শরীক করা মুস্তাহাব। তবে কোনো কোনো আলেম বলেছেন, উপস্থিত লোক দ্বারা সহচর উদ্দেশ্য। যারা নিয়মিত মজলিসে হাযির থাকেন। হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেছেন, হাদিয়া দ্বারা খাদ্য জাতীয় হাদিয়া উদ্দেশ্য। অন্য হাদিয়ার ক্ষেত্রে الهـدايا مشـتركة এর নীতি প্রযোজ্য নয়। উল্লেখ্য যে, الهـدايا مشـتركة হাদীসটি মুহাদ্দিসদের মতে দুর্বল। তবে বিভিন্ন ঘটনার দ্বারা বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়।

قال العجلونى : "الهدية لمن حضر"، وكذا "الهدية مشتركة" لا أصل لهما هكذا لكنهما بمعنى حديث من أهديت له هدية — وعبارة اللآلى من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فجلساؤه شركاؤه فيه، حديث ضعيف، أخرجه الطبرانى فى الكبير عن الحسن بن على، وقال البخارى : فى صحيحه باب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق.

৬. ثم نظر إلى الخاتم - হযরত সালমান ফারসীর এভাবে সদকা ও হাদিয়া নিয়ে আসার উদ্দেশ্য ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা পরীক্ষা করে নেয়া। কারণ, হযরত সালমান ফারসী (রা.) ইসলামের আবির্ভাবপূর্ব কালের একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তিনি আড়াইশত বছর আর কারো মতে সাড়ে তিনশত বছর আয়ুস্কাল পেয়ে ছিলেন। তিনি আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে সব আলামত পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব থেকে জেনেছেন- তন্মধ্যে এ আলামতগুলোও ছিল যে, তিনি সদকা গ্রহণ করবেন না; হাদিয়া গ্রহণ করবেন। তাঁর উভয় কাঁধের মাঝখানে মোহরে নবুওয়াত থাকবে। দুই দিনে প্রথম দু'টি আলামত তিনি পেয়ে গেলেন। তারপর অন্য কোন সময় মোহরে নবুওয়াত দেখে ইসলাম গ্রহণ করেন।

৭. وكان لليهود فاشتراه رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ঃ হযরত সালমান ফারসী তখন বনী কুরায়জার ইয়াহুদীদের ক্রীতদাস ছিলেন। হয়ত তাদের কিছু লোক শরীকে তাঁর মালিক ছিল বা যে কোন একজন মালিক ছিল। তাদের থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে খরিদ করে নিলেন।

এখানে খরিদ শব্দটি রূপক অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইয়াহুদীদের সাথে মুকাতাবাত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। প্রাচীন কালে ক্রীতদাসের সাথে মুনিবের চুক্তি হতো- এত টাকা দিলে তুমি আযাদ হয়ে যাবে। এটাকে মুকাতাবাত চুক্তি বলা হয়। এখানে চুক্তির বিনিময় ছিল চল্লিশ উকিয়া সোনা। সাথে তিনশত খেজুর গাছ লাগিয়ে ফল আসা পর্যন্ত তার পরিচর্যা করার শর্ত।

৮. فحملت النخل من عامها ঃ এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জিযা।

৯. فغرسها ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উমারের লাগান চারাটি তুলে পুনরায় নিজ হাতে রোপন করলেন। এটা তাঁর দ্বিতীয় মু'জিযা যে, বে-মওসূমে লাগানো চারাও ঐ বছরই ফল দিয়েছে।

সালমান ফারসীর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

১০. হযরত সালমান ফারসী রাযিআল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বড়ই ঈমান উদ্দীপক। তিনি ছিলেন বর্তমান ইরানের ইস্পাহানের অধিবাসী। ধর্মীয় দিক থেকে মজূসী, অগ্নিপুজারী ছিলেন। একবার তিনি খৃস্টানদের গীর্জায় গিয়ে তাদেরকে নামাজ পড়তে দেখে খুবই আকৃষ্ট হন এবং খৃস্ট ধর্মের সত্যতা তাঁর অন্তরে স্থান করে নেয়। কিছুদিন পর তিনি একটি বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে পালিয়ে সিরিয়ায় চলে আসেন। তখন সিরিয়া ছিল খৃস্ট ধর্মের প্রাণকেন্দ্র। এখানে এক গীর্জায় গিয়ে খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত হন এবং সে গীর্জার ধর্মযাজকের সান্নিধ্যে অবস্থান করেন। এই ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত দ্বিতীয় ধর্মযাজকের খেদমত করেন। এই দ্বিতীয়জনের মৃত্যুর পর তাঁর ওসিয়ত অনুযায়ী ইরাকের মুসেলে এক পুরোহিতের খেদমতে চলে আসেন। এই ধর্মযাজকের মৃত্যুর পর তাঁর ওসিয়ত অনুযায়ী নসিবীনের এক ধর্মযাজকের খেদমতে আসেন। এই ব্যক্তির মৃত্যুর পর আমুরিয়া নামক স্থানে এক খৃস্টান পাদ্রীর খেদমতে আসেন। এখানে এসে তিনি আয়-রোজগারের চিন্তাও করেন এবং কিছু গরু ও বকরীর মালিক হন। এই পাদ্রির মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে হযরত সালমান ফারসী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার অবর্তমানে আমি কার খেদমতে যাব? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমরা যে পথে আছি সে পথের কোন আলেম ধরার বুকে নেই। তবে শেষ নবীর আবির্ভাবের সময় আসন্ন। তিনি দ্বীনে ইবরাহীমীর অনুসারী হবেন। আরব দেশে জন্ম লাভ করবেন। তিনি এমন জায়গায় হিজরত করবেন, যেখানে খেজুর বেশী হয়। সে জায়গার দু'পাশে কংকরময় ভূমি থাকবে। তিনি হাদিয়া গ্রহণ করবেন, সদকা গ্রহণ করবেন না। তাঁর উভয় কাঁধের মাঝে মোহরে নবুওয়াত থাকবে। অতএব, যদি সম্ভব হয়, সেখানে চলে যাবে। এ পুরোহিতের মৃত্যুর পর তিনি বনূ কালবের কতিপয় বণিকের সাথে মক্কায় চলে আসেন

এবং বিনিময় হিসাবে তাদেরকে দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত সব গরু-ছাগল দিয়ে দিলেন। কিন্তু তারা অন্যায়ভাবে হযরত সালমানকে ক্রীতদাস পরিচয় দিয়ে বনূ কুরায়যার জনৈক ইয়াহুদীর কাছে বিক্রি করে দেয়। ইয়াহুদী তাঁকে মদীনায় নিয়ে আসল।

হযরত সালমান আমুরিয়ার পাদ্রীর বলা নিদর্শনের মাধ্যমে চিনে ফেললেন, এটাই শেষ নবীর হিজরতের জায়গা। ইতিমধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরত করলেন এবং তখনও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোবায় অবস্থান করছিলেন। একদিন সালমান ফারসী সেখানে হাযির হয়ে কিছু সদকা পেশ করলেন। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকে নিজে কিছুই খেলেন না। দরিদ্র সাহাবীদেরকে দিয়ে দিলেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় প্রবেশ করার পর আরেকদিন কিছু খেজুর ও খাবার ইত্যাদি হাদিয়া পেশ করেন। তিনি সেখান থেকে কিছু আহার করেন। এভাবে দুটি আলামত পূর্ণ হল। অতঃপর একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক সাহাবীর জানাযায় শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে বাকী' নামক কবরস্থানে এসেছিলেন। সেখানে সালমান ফারসীও হাযির হন এবং সালাম দিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে ঘুরতে থাকেন। তিনি তার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে পিঠ থেকে চাদর সরিয়ে নিলেন। সালমান ফারসী মোহরে নবুওয়াত দেখে আনন্দের আতিশয্যে কাঁদতে লাগলেন এবং মোহরে নবুওয়াতে চুম্বন করতে লাগলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সামনে আসতে বললেন। তিনি সামনে এসে জীবনের সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালমান ফারসীকে বললেন, তুমি তোমার মালিকের সাথে মুকাতাবাহ চুক্তি কর।

সুতরাং তিনি দু'টি জিনিসের বিনিময়ে মুকাতবা চুক্তি করে নিলেন। একটি হচ্ছে চল্লিশ উকিয়া সোনা নগদ আদায় করা (এক উকিয়া সমান চল্লিশ দিরহাম)। দ্বিতীয়টি হচ্ছে তিনশত খেজুর গাছ রোপন করে ফল ধরা পর্যন্ত সেগুলোর পরিচর্যা করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ

মোবারক হাতে সে বৃক্ষগুলো রোপন করেন। ঘটনাক্রমে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে কিছু সোনা আসল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সালমানকে ডেকে বললেন, এগুলো তোমার মালিককে মুকাতাবা চুক্তির বিনিময় হিসাবে দিয়ে দাও। হযরত সালমান বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুকাতাবার বিনিময় তো অনেক বেশী।
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা এর দ্বারাই উক্ত বিনিময় পূর্ণ করে দিতে পারেন। সুতরাং হযরত সালমান তা নিয়ে গেলেন এবং এখান থেকে চল্লিশ উকিয়া সোনা মেপে দিয়ে দিলেন।

أخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد، جـ٩، كتاب المناقب، باب : مـا جـاء فى سـلمان الفارسى رضى الله تعالى عنه.

১০. উক্ত ঘটনা থেকে জানা গেল যে, এ হাদীসে হযরত সালমান (রা.) কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খরিদ করার যে কথা রয়েছে, তা এ হিসেবে বলা হয়েছে যে, মুকাতাবাত চুক্তির বিনিময়টা স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিশোধ করেছেন এবং নিজ হাতে খেজুর গাছ রোপন করেছেন।

درجة الحديث : إسناده حسن.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف.

* * *

حديث : ٢٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَضَّاحِ أَنْبَأَنَا أَبُو عَقِيلٍ الدَّوْرَقِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَوْفِيِّ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، عَنْ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي خَاتَمَ النُّبُوَّةِ، فَقَالَ : "كَانَ فِي ظَهْرِهِ بِضْعَةٌ نَاشِزَةٌ "

হাদীস : ২২. আবূ নাযরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-কে মোহরে নবুয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, তা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত এক টুকরা স্ফীত মাংস।

أحوال الرواة

أبو عقيل الدورقي : بفتح أوله وكسر ثانيه، وقوله : الدورقى نسبته لدورق بفتح الدال وسكون الواو بلدة بفارس.

أبو نضرة العوفى : بنون وضاد و وهم من ضبطه بموحدة وصاد، وقوله : العوفى بفتح المهملة والواو، نسبة لعَوفة، بطن من عبد القيس، وقيل : بضم المهملة نسبة لعُوفة ككوفة محلة بالبصرة، وقوله : خاتم النبوة أى لا الخاتم الذى كان فى يده الشريفة.

كان فى ظهره بضعة ناشزة : أى كان الخاتم فى أعلى ظهره فكان ناقصة، واسمها ضمير يعود على الخاتم وبضعة ناشزة خبرها.

শব্দবিশ্লেষণ :

البضعة بفتح الموحدة وقد تكسر ঃ মাংসপিণ্ড।

ناشزة ঃ উঁচু, স্ফীত।

درجة الحديث : حسن.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف.

* * *

حديث : ٢٣– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ أَبُو الأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ الْبَصْرِيُّ حدثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَدُرْتُ هَكَذَا مِنْ خَلْفِهِ، فَعَرَفَ الَّذِي أُرِيدُ، فَأَلْقَى الرِّدَاءَ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَأَيْتُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ عَلَى كَتِفَيْهِ، مثل الْجُمْعِ حَوْلَهَا خِيلاَنٌ، كَأَنَّهَا ثَآلِيلُ، فَرَجَعْتُ حَتَّى اسْتَقْبَلْتُهُ، فَقُلْتُ : غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ : "وَلَكَ "فَقَالَ الْقَوْمُ : إِسْتَغْفَرَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : نَعَمْ وَلَكُمْ، ثُمَّ تَلا هَذِه الآيَةَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ(سورة محمد : ١٩)

হাদীস : ২৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজিস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হলাম। তখন তিনি তার কিছু সংখ্যক সাহাবী-পরিবেষ্টিত ছিলেন। আমি তাঁর পেছনে এভাবে ঘুরতে লাগলাম (বর্ণনাকারী সম্ভবত ঘুরে দেখালেন)। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার মনের ইচ্ছা বুঝতে পেরে তাঁর পিঠের চাদর সরিয়ে দিলেন। তখন আমি তাঁর উভয় কাঁধের মাঝখানে হাতের মুঠোর মত মোহরে নবুওয়াত দেখতে পেলাম। যার চার পাশে ছিল ছোট ছোট তিলের সমাহার। ঠিক যেন কতগুলো আঁচিল। অতঃপর আমি তাঁর সামনে ফিরে এসে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন (বা আল্লাহ তাআলা আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, যেমন ইরশাদ হয়েছে, (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাকেও ক্ষমা করুন।

লোকজন বলল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার জন্য মাগফিরাতের দুআ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং তোমাদের জন্যও। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (অনুবাদ)ঃ তুমি তোমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া কর এবং মুমিন নর-নারীর জন্যও। (এখানে আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুনাহ দ্বারা উদ্দেশ্য তাঁর ভুল-ভ্রান্তি ও অনুত্তম আমল।)

শব্দবিশ্লেষণ :

الجمع بضم الجيم ঃ মুষ্ঠি। মুষ্ঠিবদ্ধ আঙ্গুল।

الخيلان بكسر الخاء ঃ خال এর বহুবচন। তিল। তিলক। বহুবচন : خيلان।

ثآليل بمثلثة بالهمزة والمد ঃ ثؤلول এর বহুবচন। جراح صغير مثل الحمصة يظهر على الجسد له نتوء واستدارة অর্থাৎ, আঁচিল।

أحوال الرواة

أحمد بن المقدام العجلى : بكسر الميم، قوله العجلى بكسر المهملة وسكون الجيم نسبة إلى بنى عجل قبيلة معروفة.

عبد الله بن سرجس : بكسر الجيم كنرجس وضبطه العصام كجعفر وفى اللقانى أنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمية، صحابى، خرج له مسلم والأربعة.

তাশরীহ : غفرالله لـك ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজিস হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইহসানের মোকাবেলায় এ দুআ করেন।

فقـال نعـم ولكـم ঃ অর্থাৎ, যেহেতু আল্লাহ তাআলা আপন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করেছেন, তুমি তোমার জন্য এবং মুমিন নর-নারীদের জন্য মাগফিরাতের দুআ কর। সুতরাং তিনি সবার জন্য দুআ করেছেন।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى فضائل، باب إثبات خاتم النبوة الخ، ولم يخرجه غير مسلم من الأئمة الستة.

(٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي شَعْرِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(وفيه ٨ أحاديث)

অনুচ্ছেদ :: ৩

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুলের বর্ণনা

(ইমাম তিরমিযী এ অনুচ্ছেদে ৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন)

حديث : ٢٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ انبأنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : "كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نِصْفِ أُذُنَيْهِ "

হাদীস : ২৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুল তাঁর উভয় কানের অর্ধেক পর্যন্ত দীর্ঘ ছিল।

তাশরীহ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথার চুলের পরিমাণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত এগুলোর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কারণ, চুল বড় ছোট হয়। কেউ কেউ এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, সামনের চুল কানের অর্ধেক পর্যন্ত এসে যেতো, মাথার মাঝখানের চুল কান অতিক্রম করে যেতো, আর শেষাংশের চুল কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে যেতো।

মাথা হলক করার হুকুম

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাবরিচুল রাখতেন। হজ্ব ও উমরা ছাড়া তিনি কখনো মাথা হলক করেননি। সুতরাং আল্লামা বাজুরী বলেন,

وكان ﷺ لا يحلق رأسه إلاّ لأجل النسك وربما قصره. المواهب اللدنية : صـــ٢٣، باب ما جاء فى خلق النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قال ابن العربى والشعر فى الرأس زينة وتركه سنة، وحلقه بدعة وقال فى شرح المصابيح لم يحلق النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأسه فى سنى الهجرة إلاّ فى عام الحديبـــة وعمـــ

القضاء وحجة الوداع ولم يقصر شعره إلاّ مرة واحدة كما فى الصحيحين، المواهب اللدنية : صـ٤٥، باب ما جاء فى شعر رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

হাফেয ইবনুল কায়্যিম (রহ.) লিখেন,

ولم يحفظ عنه حلقه إلاّ فى نسك، زاد المعاد، جـ١، صـ١٦٧.

হজ্জ ও উমরার অংশ হিসাবে মাথা হলক করা ছাড়া অন্য সময়ে মাথা হলক করার বিষয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল উল্লেখ করেছেন যে, প্রথম যুগের সাহাবী ও তাবিয়ীগণ মাথা মুণ্ডন করা মাকরূহ মনে করতেন।

قال ابن عباس الذى يحلق رأسه فى المصر شيطان، قال أحمد : كانوا يكرهون ذلك، المغنى، جـ١، صـ١٠٣، فصل : اختلفت الرواية عن أحمد فى حلق الرأس)

এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) মাথা মুণ্ডন করাকে মাকরূহ মনে করতেন।

إختلفت الرواية عن أحمد فى حلق الرأس فعنه أنه مكروه وروى عنه لا يكره ذلك، لكن تركه أفضل. المغنى، جـ١، صـ١٠٣.

এ মতের সমর্থকগণ দু'ভাবে দলীল পেশ করেন। প্রথমত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে কখনোই হজ্জ ও উমরা ছাড়া মাথা মুণ্ডন করেননি। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন হাদীস থেকে মাথা মুণ্ডন আপত্তিকর বলে বুঝা যায়,

عن جابر عن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : لا توضع النواصى إلاّ فى حج أو عمرة، (المعجم الأوسط للطبرانى : رقم : ٩٤٧٥)

অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হজ্জ অথবা উমরা ছাড়া মাথার চুল ফেলা যাবে না। (তাবারানী)

তবে হাদীসটির সনদ দুর্বল।

قال الهيثمى رواه البزار والطبرانى فى الأوسط، وفيه محمد بن سليمان بن سهول وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره. مجمع الزوائد، جـ٣، صـ٤٣٤، رقم الحديث : ٥٥٩٥.

قال رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخرج ناس من قبل المشرق ويقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، قيل : ما

سيماهم؟ قال : سيماهم التحليق أو قال التسبيد، رواه البخارى، رقم٧٥٦٢، كتاب التوحيد، باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم.

অর্থাৎ, পূর্ব দিক থেকে কিছু মানুষ বের হবে। তারা কুরআন পাঠ করবে। কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। নিক্ষিপ্ত তীর যেমন শিকারের দেহ ভেদ করে বের হয়ে যায়, তারাও তেমনি দীন থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে, আর দীনের মধ্যে ফিরে আসবে না। বলা হলো, তাদের আলামত কি? তিনি বলেন, তাদের চিহ্ন মাথা মুণ্ডন করা।-বুখারী শরীফ

আল্লামা কিরমানী বলেন,

إن السلف كانوا لا يحلقون رؤسهم إلاّ للنسك أو فى الحاجة، والخوارج إتخذوه ديدنا فصار شعارهم.

পূর্বসূরী উলামায়ে কিরাম হজ্জ বা অন্য কোন প্রয়োজন ছাড়া হলক করতেন না। খারিজীগণ হলক করাকে নিয়ম বানিয়ে নেয়। ফলে এটি তাদের প্রতীক হয়ে যায়। حاشية بخارى، جـ٢، صـ١١٢٨

এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, মাথা মুণ্ডন করা অপছন্দনীয় কাজ এবং তা বিভ্রান্ত খারিজীদের চিহ্ন।

صبيغ নামক এক ব্যক্তি কুরআন ও ইসলাম সম্পর্কে আপত্তিকর প্রশ্ন উত্থাপন করত। হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাকে শাস্তি প্রদান করেন এবং বলেন,

لو وجدتك محلوقا لضربت الذى فيه عينك بالسيف. (المغنى، جـ١، صـ١٠٣)

তোমাকে যদি মাথা মুণ্ডিত অবস্থায় পেতাম, তবে আমি যাতে তোমার চক্ষুদ্বয় রয়েছে তা (তোমার মস্তক) তরবারীর আঘাতে কেটে ফেলতাম। (আল-মুগনী)

এ থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবীগণ মাথা মুণ্ডনের অভ্যাসকে আপত্তিকর বলে মনে করতেন। এরূপ কিছু বর্ণনার আলোকে কিছু ফকীহ ও আলিম দাবী করেন যে, মাথা মুণ্ডন করা মাকরূহ।

অধিকাংশ ফকীহ ও ইমাম সর্বাবস্থায় মাথা মুণ্ডন করা মুবাহ গণ্য করেছেন। তাঁদের মতে মাথা মুণ্ডন করার চেয়ে বাবরি রাখা উত্তম। তবে নিয়মিত হলক করাও জায়েয।

قال ابن عبد البر وقد اجمع العلماء على إباحة الحلق، (المغنى : جـ١، صـ١٠٤)

হাফেয ইবনু আবদিল বার (র.) বলেন, আলেমদের সর্বসম্মত মতানুযায়ী মাথা হলক করা মুবাহ।

বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

عن ابن عمر أن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال احلقوا كله أو اتركوا كله، أخرجه ابو داود فى السنن، في كتاب الترجل، باب فى الصبى له ذوائبة، والنسائى رقم : ٥٠٤٨، كتاب الزينة، باب الرخصة فى حلق الرأس.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক শিশুকে দেখেন যে, তার মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করা হয়েছে এবং কিছু অংশ মুণ্ডন করা হয়নি। তিনি এরূপ করতে নিষেধ করে বলেন, তোমরা পুরো মাথা মুণ্ডন করবে অথবা মাথার চুল রেখে দিবে।

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, মাথা মুণ্ডন করা বৈধ, তবে মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করা এবং কিছু অংশ অমুণ্ডিত রাখা নিষিদ্ধ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচাতো ভাই জাফর ইবনে আবী তালিব মুতার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। এ ঘটনার বর্ণনায় হযরত জাফরের পুত্র আব্দুল্লাহকে বলেন,

إن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخى بعد اليوم ثم قال ادعوا لى بنى أخى فجئ بنا كأنا أفراخ فقال أدعوا لى الحلاق فأمره فحلق رؤسنا.

أخرجه أبو داود فى سننه، رقم : ٤١٩٢، والنسائى فى سننه، رقم : ٥٢٢٧، كتاب الزينة، باب حلق رءوس الصبيان.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাফরের পরিবারকে (শোক প্রকাশের জন্য) তিন দিন সময় দেন। এ তিন দিন তিনি তাদের নিকট আসেননি। এরপর তিনি তাদের নিকট এসে বলেন, আমার ভাইয়ের জন্য আজকের পরে 'আর তোমরা কাঁদবে না।' অতঃপর তিনি বলেন, আমার ভাইয়ের ছেলেদেরকে আমার কাছে আন। তখন আমাদেরকে নিয়ে আসা হল। আমাদের অবস্থা ছিল উস্কোখুস্কো অসহায় পাখির ছানার ন্যায়।

তখন তিনি বললেন, আমার জন্য একজন নাপিত ডেকে আন। তিনি নাপিতকে আদেশ দিলে সে আমাদের মাথাগুলো মুণ্ডন করে দেয়। (আবূ দাউদ)

এ হাদীসও প্রমাণ করে যে, হজ্জ ও উমরা ছাড়াও সাধারণভাবে মাথা মুণ্ডন করা বৈধ। এ ছাড়া তারা বলেন, যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অধিকাংশ সাহাবী সর্বদা মাথার চুল রাখতেন এবং হজ্জ ও উমরা ছাড়া মাথা মুণ্ডন করতেন না, তবে সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আলী (রা.) মাথা মুণ্ডন করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, মাথা হলক করা মুবাহ। আর বুখারী শরীফের যে হাদীসে বলা হয়েছে, মাথা মুণ্ডন করা খারিজীদের চিহ্ন। তাতে মাথা হলক করা মাকরূহ প্রমাণিত হয় না। কারণ, চিহ্ন হারাম বস্তুও হতে পারে, মুবাহও হতে পারে। যেমন, খারিজীদের এক সর্দারের চিহ্ন বলা হয়েছে, তার এক বাহু নারীর স্তনের ন্যায় থলথলে হবে। আর এটি হারাম কিছু নয়।

মুল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন,

إن الحلق فى غير الحج والعمرة جائز وإن الرجل مخير بين الحلق وتركه، لكن الأفضل ان لا يحلق إلاّ فى أحد النسكين، كما كان عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع أصحابه رضى الله عنهم، وانفرد منهم على كرم الله وجهه كما سبق فى أول الكتاب. (مرقات المفاتيح، جـ٨، صـ٢٧٨، كتاب اللباس، باب الترجل.

হজ্জ ও উমরা ছাড়াও মাথার চুল হলক করা জায়েয। তবে উত্তম হল হলক না করা। এটিই ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীগণের আমল। কেবলমাত্র হযরত আলী (রা.) তাদের মধ্য থেকে ব্যতিক্রম করেন।

মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) আরো বলেন,

ولا يخفى أن فعله كرم الله وجهه إذا كان مخالفا لسنته عليه الصلاة والسلام وبقية الخلافاء من عدم الحلق إلاّ بعد فراغ النسك يكون رخصة لا سنة- ثم رأيت ابن حجر نظر فى كلام الطيبى (ان المداومة على حلق الرأس سنة لأنه عليه السلام قرر عليا) وذكر نظير كلامى وأطال الكلام فيه، (مرقاة المفاتيح، جـ١، صـ٣٨) باب الغسل الفصل الثانى.

অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অবশিষ্ট তিন খলীফার সুন্নতের বিপরীত একা হযরত আলী (রা.)-এর মাথা হলক করা মুবাহ বলে গণ্য হবে, সুন্নত নয়। হাফেয ইবনু হাজার আসকালানীও এ মত পোষণ করেন।

মোটকথা, বাবরি চুল রাখা সুন্নত। হলক বা মাথা মুণ্ডন করা মুবাহ। এটাকে সুন্নাত বলার কোন দলীল নেই। কাজেই সুন্নাত মনে করা বিদআত।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم، رقم : ٩٦/٢٣٣٨، فى كتاب الفضائل، باب صفة شعر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

* * *

حديث : ٢٥– حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حدثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ : "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ، وَدُونَ الْوَفْرَةِ "

হাদীস : ২৫. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই পাত্রের পানি থেকে গোসল করতাম। তাঁর বাবরি চুল কাঁধ পর্যন্ত প্রলম্বিত চুল থেকে খাটো এবং কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত চুল থেকে দীর্ঘ ছিল। অর্থাৎ, কানের লতির নিম্নভাগ অতিক্রম করে প্রায় কাঁধ ছুঁই ছুঁই ছিল।

أحوال الرواة

هناد بن السرى : بتشديد النون، وقوله ابن السرى بفتح السين المهملة وكسر الـراء وتشديد الياء.

عبد الرحمن بن أبى الزناد : بكسر الزاء

كنت أغتسل انا و رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عُبرت بصيغة المضارع استحضارا للصورة الماضية.

الشعر : بسكون العين وفتحها، الواحدة منه شعرة.

তাশরীহ :

১. كنت أغتسل أنا ورسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -এ হাদীস থেকে এ কথা বুঝা ভুল যে, তাঁরা উভয়ে বিবস্ত্র হয়ে গোসল করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) স্বয়ং বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো আমার লজ্জাস্থান দেখেননি আর আমিও কখনো তাঁর লজ্জাস্থান দেখিনি।

২. এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, স্বামী স্ত্রীর একই পাত্র থেকে একত্রে গোসল করা জায়েয। একই পাত্র থেকে স্বামী আগে গোসল করা, পরে স্ত্রী গোসল করা- এটিও সর্বসম্মতভাবে জায়েয।

তৃতীয় সূরত হল, স্ত্রীর (নারীর) গোসল করার পর অবশিষ্ট পানি দ্বারা স্বামীর (পুরুষের) গোসল করা বৈধ কি না?

ইমাম আবূ হানীফা (র.), শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম মালেকের মতে বৈধ। ইমাম আহমদ এটিকে মাকরূহ বলেন। বস্তুত যে হাদীসে মহিলার অবশিষ্ট পানি পুরুষকে ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে, সে হাদীসের সম্পর্ক পবিত্রতার সাথে নয়; বরং পরিচ্ছন্নতার সাথে। সাধারণত মহিলাদের মাঝে পুরুষের তুলনায় পরিচ্ছন্নতার অভাব থাকে। তাই তাদের ওযু-গোসল করার পর অবশিষ্ট পানির ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

و من أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، رقم : ٢٥٠، فى كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع إمرأته، وأبو داود فى سننه، رقم : ٤١٨٧.

* * *

حديث : ٢٦– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا، بُعَيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، وَكَانَتْ جُمَّتُهُ تَضْرِبُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ

হাদীস : ২৬. হযরত বারাআ ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মধ্যমাকৃতির। তাঁর উভয় বাহুমূলের মধ্যস্থল প্রশস্ত ছিল। তাঁর বাবরি চুল কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

أحوال الرواة

أبو قطن : بقاف وطاء مفتوحتين، واسمه عمرو بن الهيثم الزبيدى.

তাশরীহ : কোন কোন শারেহ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, বাবরির অধিকাংশ চুল কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। আর কিছু লম্বায় কাঁধ ছুঁয়ে যেত।

ومن أخرج هذا الحديث : سبق تخريج، رقم : ٣، وهو صحيح.

حديث : ٢٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قُلْتُ لأَنَسٍ : كَيْفَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ، وَلا بِالسَّبْطِ، كَانَ يَبْلُغُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ "

হাদীস : ২৭. হযরত কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথার চুল কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, বেশি কুঞ্চিত ছিল না, একদম সোজাও ছিল না। তাঁর বাবরি চুল কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

أحوال الرواة

وهب بن جرير : بفتح أوله وسكون ثانيه، وقوله ابن جرير كسرير.

قتادة : بن دعامة بكسر الدال أبي الخطاب البصرى، ثقة ثبت، وُلد أكمه.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، رقم : ٥٩٠٥، ٥٩٠٦، فى كتاب اللباس باب الجعد.

* * *

حديث : ٢٨– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَتْ : "قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَدْمَةً، وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ "

হাদীস : ২৮. হযরত উম্মুহানী বিনতে আবূ তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার মক্কায় আগমন করেন। তখন তাঁর বাবরি চুলগুলো চারটি গুচ্ছে বিভক্ত ছিল।

শব্দবিশ্লেষণ :

قدمة بفتح القاف وسكون الدال ঃ একবার আগমন করা।

الغدائر ঃ غديرة এর বহুবচন। هى خصلة من الشعر إذا كانت مرسلة অর্থাৎ, ঝুঁটি, কেশগুচ্ছ। ছাড়া চুলের গোছা। বেণী।

أحوال الرواة

مجاهد : بن جبر أو جبير بالتصغير، والأول أشهر وأكثر، أحد الأثبات الأعلام اجمعوا على إمامته ولم يلتفتوا إلى ذكر ابن حبان له فى الضعفاء.

أم هانىء : بالهمزة فى أخره، ويسهل. واسْمها فاختة أو عاتكة أو هند. أسلمت يوم الفتح وخطبها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاعتذرت فأعذرها وهى شقيقة على كرم الله وجهه وماتت فى خلافة معاوية.

তাশরীহ : ১. হিজরতের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় মোট চারবার আগমন করেছেন। প্রথমবার সপ্তম হিজরীতে উমরাতুল কাযার সময়। তারপর অষ্টম হিজরীতে মক্কা জয়ের সফরে। তারপর এ সফরেই জিইররানা থেকে উমরার উদ্দেশ্যে। সর্বশেষ দশম হিজরীতে হজ্জের উদ্দেশ্যে। এ হাদীসে যে আগমনের কথা বলা হয়েছে, সেটি ছিল মক্কা বিজয়ের সময়।

২. মহিলাদের ন্যায় পুরুষদের মাথায় ঝুঁটি বাঁধা মাকরূহ। এ হাদীসে যে ঝুঁটির কথা বলা হয়েছে, সেটি মহিলাদের ঝুঁটির সদৃশ নয়। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এরূপ সাদৃশ্য থেকে নিষেধ করেছেন। (خصائل نبوى)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، رقم : ٤١٩١، وهو صحيح فى كتاب الترجل، باب فى الرجل يضفر شعره.

حديث : ٢٩ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ

الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ : "أَنَّ شَعْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ "

হাদীস : ২৯. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথার চুল তাঁর কানের অর্ধেক পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

أحوال الرواة

ثابت البُنانى : نسبة إلى بُنانة، بضم الموحدة وهى أم سعد، وقيل : أمة سعد بن لؤى، وقيل : اسم قبيلة وهو تابعى صحب انس بن مالك اربعين سنة، ثقة بلا مدافعة، وقال الذهبى : ثابت ثابت كإسمه.

إلى أنصاف أذنيه : بإضافة الجمع إلى المثنى كما فى قوله تعالى : فقد صغت قلوبكما، والمراد بالجمع ما فوق الواحد.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه ابو داود فى سننه، رقم : ٤١٨٥، وهو صحيح.

* * *

حديث : ٣٠- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْدِلُ شَعْرَهُ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ رُءُوسَهُمْ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُءُوسَهُمْ، وَكَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ "

হাদীস : ৩০. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (প্রথমে) চুলে (সিঁথি না কেটে) স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিতেন। (এর কারণ ছিল) আরবের মুশরিকরা তাদের মাথায় সিঁথি কাটত। আর আহলে কিতাব (ইয়াহুদী-খৃস্টান) চুল স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিত। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম দিকে যে সব বিষয়ে কোন হুকুম অবতীর্ণ হত না, সেগুলোর ব্যাপারে আহলে কিতাবের অনুসরণ করতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মাথায় সিঁথি কাটেন। (অর্থাৎ, আহলে কিতাব আসমানী শরীআতের অনুসারী বিধায় তাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে

প্রথম দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন হুকুম না আসা পর্যন্ত কিতাবীদের নীতি অনুসরণ পসন্দ করতেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ইসলামের প্রচার প্রসার ও শক্তি সঞ্চয়ের পূর্বে তাদের অনুসরণকে পসন্দ করতেন। মক্কা বিজয়ের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরোধিতা করেন।)

শব্দবিশ্লেষণ :

يسدلون ঃ (ن–ض) ঝুলিয়ে দেওয়া, চুলকে সোজা ছেড়ে দেওয়া।

يفرقون ঃ (ن–ض) পৃথক করা, চুলকে দুই ভাগে আলাদা করা। এখানে উদ্দেশ্য সিঁথি কাটা।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، رقم : ٣٥٥٨، فى كتاب المناقب، باب : صفة النبي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وابو داود فى الترجل، باب ما جاء فى الفرق.

* * *

حديث : ٣١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ : "رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا ضَفَائِرَ أَرْبَعٍ "

হাদীস : ৩১. হযরত উম্মু হানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চার ঝুঁটি বিশিষ্ট দেখেছি।

শব্দবিশ্লেষণ :

ضفائر ঃ ضفيرة এর বহুবচন। কেশগুচ্ছ।

তাশরীহ : হযরত উম্মু হানী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ অবস্থায় মক্কা বিজয়ের সময় দেখেছেন। এটা সম্ভবত সে হাদীস, যা ২৮ নং এ বর্ণিত হয়েছে।

ومن أخرج هذا الحديث : سبق تخريجه، رقم : ٢٨، وهو صحيح.

(٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرَجُّلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[وفيه (٥) أحاديث]

অনুচ্ছেদ :: ৪

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুল আঁচড়ানো সম্পর্কে

حديث : ٣٢- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : "كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ "

হাদীস : ৩২. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথার চুল আঁচড়ে দিতাম।

শব্দবিশ্লেষণ :

أرجل ঃ চুল পরিপাটি করা, কেশ বিন্যাস করা, চুল আঁচড়ানো।

معن : بفتح الميم وسكون العين أحد أئمة الحديث.

أرجل راس رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أى شعره فهو من قبيل إطلاق اسم المحل وإرادة الحال أو على تقدير مضاف.

তাশরীহ : চুল পরিপাটি করে রাখা পরিচ্ছন্নতার অংশ এবং মুস্তাহাব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও চুল আঁচড়িয়ে রাখতেন এবং অন্যকেও উৎসাহ দিতেন।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, ঋতুবতী মহিলার দেহ পাক। তাকে ধরা ছোঁয়া জায়েয। স্ত্রীর উচিৎ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে স্বামীর খেদমত করা। (المواهب اللدنية)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، صـ٢٩٥، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.

* * *

حديث : ٣٣– حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ هُوَ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ دَهْنَ رَأْسِهِ وَتَسْرِيحَ لِحْيَتِهِ، وَيُكْثِرُ الْقِنَاعَ حَتَّى كَأَنَّ ثَوْبَهُ ثَوْبُ زَيَّاتٍ "

হাদীস : ৩৩. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়শ তাঁর মাথায় তেল ব্যবহার করতেন এবং অধিকাংশ সময় দাঁড়ি আঁচড়াতেন। মাথায় একটি কাপড় ব্যবহার করতেন, যা তেল ব্যবহারের দরুন তেলীর কাপড়বৎ মনে হত।

শব্দবিশ্লেষণ :

دهن بفتح الدال ঃ তেল দেওয়া, তেল ব্যবহার করা। دهانة من باب نصر

دهن بضم الدال ঃ তেল। এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

تسريح لحيته ঃ এই বাক্যটি دهن لـه এর উপর عطف হয়েছে। تسريح অর্থ ছেড়ে দেওয়া। এখানে উদ্দেশ্য দাঁড়ি আঁচড়ানো।

القناع بكسر القاف ঃ মুখোশ, কাপড়ের টুকরা। এখানে উদ্দেশ্য মাথায় ব্যবহারের অতিরিক্ত কাপড়ের টুকরা যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগড়ির নিচে রাখতেন। যাতে পাগড়ি ময়লাযুক্ত না হয়।

زيات ঃ তেল ব্যবসায়ী, তেল উৎপাদনকারী, তেলী।

তাশরীহ : ১. كان يكثر القناع ঃ হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বভাবত পরিচ্ছন্নতাপ্রিয় ছিলেন। অধিক তেল ব্যবহারের দরুন যেহেতু কাপড় ময়লাযুক্ত হয়ে যায়, তাই তিনি মাথায় অতিরিক্ত কাপড় টুকরা ব্যবহার করতেন। যাতে টুপি পাগড়ি নষ্ট না হয়।

كأن ثوبه ثوب زيات ঃ এখানে কাপড় দ্বারা পাগড়ির নিচে ব্যবহারের কাপড় টুকরা উদ্দেশ্য। অন্যথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যবহারের কাপড় চোপড় খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকত।

أحوال الرواة

الربيع بن صبيح : بفتح الراء وكسر الباء ثم ساكنه ثم عين مهملة، وقوله ابن صبيح بفتح الصاد وكسر الباء، وهو أول من صنف الكتب، وقال الجزرى الربيع بن صبيح كان عابدا، لكنه ضعيف فى الحديث، وقال ابن حبان كان عابدا ولم يكن الحديث من صناعته، فوقع فى حديثه المناكير، وقيل ومن مناكيره فى هذا الحديث كأن ثوبه ثوب زيات، لكن قال القارى والمناوى له شواهد وذكرا شواهده بعدة طرق.

يزيد بن إبان : بكسر الهمزة وتشديد الباء الموحدة أو بفتح الهمزة وتخفيف الباء كسحاب وهو غير منصرف عند أكثر النحاة والمحدثين، وصرفه بعضهم حتى قال من لم يصرف أبان فهو أتان.

الرقاشى : نسبته لرقاشة- بفتح الراء وتخفيف القاف وبالشين، اسم لبنت قيس بن ثعلبة كان عابدا زاهدا روى عن حماد بن سلمة.

درجة الحديث : ضغيف.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف.

* * *

حديث : ٣٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : "إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ "

হাদীস : ৩৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ওযু গোসল করতেন, মাথা আঁচড়াতেন, জুতা পরিধান করতেন, তখন ডান দিক থেকে শুরু করতে পসন্দ করতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

ان كان ঃ এখানে إن টা مثقلة থেকে مخففة হয়েছে। আসলে হবে إنه كان- আর ضمير شان হল إن এর اسم।-বাক্যটি নিম্নরূপ হবে :

إن الحال والشان كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ

التيمن ঃ শুভমনে করা, ডান দিক থেকে শুরু করা।

طهور بضم الطاء ঃ পবিত্রতা অর্জন করা, যদি এ শব্দটিকে طاء এর উপর যবরের সাথে طَهور পড়া হয়, তাহলে অর্থ হবে পরিষ্কারক, পানি। এখানে প্রথম অর্থ গ্রহণ করা শ্রেয়। দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করলে طهور এর পূর্বে একটি مضاف উহ্য মানতে হবে। অর্থাৎ, فى استعمال طهوره।

তাশরীহ :

১. এ হাদীসে উল্লিখিত শুধু তিনটি বিষয়ই নয়; বরং যে কাজ দ্বারা সৌন্দর্য ও মর্যাদা লাভ হয়, ঐ কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা মুস্তাহাব। যেমন জাম-কাপড় ও মোজা পরিধান করার সময় ডান দিক থেকে শুরু করা পসন্দনীয়। কারণ, এর দ্বারা সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। এমনিভাবে মসজিদে প্রবেশ করার সময় ডান পা আগে দিবে। কারণ, মসজিদে প্রবেশ করা একটা মর্যাদার বিষয়। আর যে কাজ সৌন্দর্য ও মর্যাদার নয়, ঐ কাজ বাম দিক থেকে শুরু করা মুস্তাহাব। যেমন শৌচাগারে প্রবেশ করার সময় বাম পা আগে দেয়া, কাপড়, জুতা খোলার সময় এবং মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে বের করা। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস থেকে এ মূলনীতিটি সংগৃহীত। হাদীসটি হল,

عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كانت يد رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. أخرجه أبو داود فى سننه فى كتاب الطهارة باب كراهية مس الذكر باليمين فى الإستبراء.

أحوال الرواة

أبو الأحوص : بحاء وصاد واسْمه عون بن مالك أو سلام بن سليم بالتخفيف فى الأول والتصغير فى الثانى له أربعة آلاف حديث وثقة الزهرى وابن معين.

اشعث : كأكرم، وقوله ابن أبى الشعثاء بفتح المعجمة والمثلثة وسكون المهملة وبالمد روى عن أبيه والأسود وعنه شعبة ثقة خرج له الستة، وقوله : عن أبيه أى ابى الشعثاء اسمه سليم بالتصغير ابن أسود بفتح فسكون ابن حنظلة روى عن عمرو بن مسعود وأبى ذر ولازمه مليا وهو ثقة ثبت وغلط من قال أدرك النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خرج له الجماعة.

مسروق : اسم مفعول من السرقة سمى بذلك لأنه سرق فى صغره ثم وجد، ثقة إمام همام قدوة من الأعلام الكبار كان أعلم بالفتيا من شريح عالما زاهدا.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه (١٦٨)، فى كتاب الوضوء، باب التيمن فى الوضوء والغسل.

* * *

حديث : ٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ : "نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّرَجُّلِ، إلاّ غِبًّا "

হাদীস : ৩৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন নিয়মিত চুল আঁচড়াতে নিষেধ করেছেন; তবে মাঝে মাঝে।

শব্দবিশ্লেষণ :

غبا ঃ একদিন পর পর, কিছুদিন পর পর।

চুল বিন্যাসের পিছনে পড়া

তাশরীহ :

১. প্রতিদিন নিয়মিত অভিনিবেশের সাথে চুল আঁচড়ানোর অভ্যাস গড়ে তোলা এক ধরনের বিলাসিতা, যা নারীর জন্য শোভা পায়। তাই হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে কেশ বিন্যাসের পিছনে পড়তে নিষেধ করেছেন। কাজী ইয়ায (রহ.) বলেছেন, মাঝে মাঝে অর্থ তৃতীয় দিন। আবূ দাউদ শরীফে সংকলিত এক হাদীসে আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন চুল আঁচড়াতে নিষেধ করেছেন। উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, এ নিষেধাজ্ঞা তখন প্রযোজ্য হবে, যদি চুল আঁচড়ানোর প্রয়োজন না থাকে। প্রয়োজনে দৈনিক চুল আঁচড়ালে অসুবিধার কিছু নেই।

قال ابن العربى موالاته تصنع وتركه تدنس وإغبابه سنة.(المواهب اللدنية، خصائل نبوى)

২. ইতিপূর্বে ৩১ নং হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়শ দাঁড়ি আঁচড়াতেন। আর আলোচ্য হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন চুল আঁচড়াতে নিষেধ করেছেন।
বাহ্যত দু'টোর মাঝে বৈপরিত্য মনে হয়। এর জবাবে বলা হয়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো প্রয়োজনে বারবার চুল আঁচড়াতেন। আবার কখনো মোটেও আঁচড়াতেন না। (المواهب اللدنية)

أحوال الرواة

يحى بن سعيد : كان إمام زمانه حفظا و ورعا وزهدا، وهو الذى رسم لأهل العراق رسم الحديث ورأى فى منامه مكتوبا على قميصه بسم الله الرحمن الرحيم براءة ليحيى بن سعيد و أقام أربعين سنة يختم القرآن فى كل يوم وليلة ولم يفته الزوال فى المسجد أربعين سنة وبشر قبل موته بعشر سنين بأمان من الله يوم القيامة كان يقف بين يديه أحمد وابن معين وابن المدينى يسألونه عن الحديث هيبة وإجلالا خرج له الستة.

هشام بن حسان : كان من أكابر الثقات إماما عظيم الشان قال الذهبى وأخطأ شعبة فى تضعيفه وحسان صيغة مبالغة من الحسن فيصرف لأن نونه حينئذ أصلية فان كان من الحس فلا يصرف للعلمية وزيادة الألف والنون حينئذ ونظيره ما قيل لبعضهم أتصرف عفان قال نعم إن هجوته أى لأنه حينئذ من العفونة لا ان مدحته أى لأنه من العفة.

الحسن : أى البصرى كما فى نسخة كان إذا بكى فى صغره جعلت أم سلمة زوج النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثديها فى فمه فيدرله لبنا فبورك فيه حتى صار إماما علما وعملا وهو من كبار التابعين أدرك مائة وثلاثين من الصحابة، خرج له الجماعة.

درجة الحديث : صحيح

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه ٤١٥٩.

* * *

حديث : ٣٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ الأَوْدِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ : "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَرَجَّلُ غِبًّا "

হাদীস : ৩৬. হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝে মাঝে চুল-দাঁড়ি আঁচড়াতেন।

أحوال الرواة

الحسن بن عرفة : كحسنة، خرج له المصنف والنسائي.

عبد السلام بن حرب : كان من كبار مشايخ الكوفة وثقاتهم ثقة حجة حافظ وضعفه بعضهم خرج له الجماعة.

يزيد بن أبي خالد : كذا وقع في نسخ الشمائل وصوابه يزيد بن خالد باسقاط أبي قال السجزي ما رأيت أخشع لله منه ما حضرناه قط يحدث بحديث فيه وعد أو وعيد فانتفعنا به ذلك اليوم من البكاء وهو ثقة عابد، كان يحفظ أربعة وعشرين ألف حديث، خرج له المصنف وأبو داود والنسائي.

أبو العلاء : اسمه داود بن عبد الله، قال أبو زرعة لا بأس به وقال غيره ثقة، خرج له أبو داود والمصنف وابن ماجة، قوله الأودي بفتح وسكون ثم مهملة منسوب إلى أود بن مصعب.

حميد بن عبد الرحمن : بالتصغير، روى عن أبيه وعمر وعنه إبنه والزهري وقتادة، وقيل لم يرو عن عمر، خرج له الجماعة، وقوله : ابن عبد الرحمن أي بن عوف.

عن رجل : لم يسم وإبهام الصحابي لا يضر لانهم كلهم عدول، واختلف فيه فقيل هو الحكم بن عمرو، وقيل عبد الله بن سرجس، وقيل عبد الله بن مغفل.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف.

(٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي شَيْبِ رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[وفيه (٨) أحاديث]

অনুচ্ছেদ :: ৫

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুল সাদা হওয়া সম্পর্কে

حديث : ٣٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حدثنا أبو داود حدثنا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ، إِنَّمَا كَانَ شَيْئًا فِي صُدْغَيْهِ "وَلَكِنْ أَبُو بَكْرٍ، خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.

হাদীস : ৩৭. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি খিযাব ব্যবহার করেছেন? তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেযাব লাগাবার অবস্থায় পৌঁছেননি। তাঁর উভয় কানের পাশে মাত্র কয়েক গাছি চুল সাদা হয়েছিল। অবশ্য হযরত আবূ বকর (রা.) মেহেদি ও কাতামের খেযাব লাগাতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

خضب (ض) ঃ খেযাব দেওয়া, রং করা, মেহেদি ইত্যাদি দিয়ে মাথার চুল-দাঁড়ির শুভ্রতাকে রঙ্গিন করা। কলপ লাগানো।

الحناء بكسر الحاء وتشديد النون ঃ মেহেদি, হেনা।

الكتم بفتحتين ঃ কাতাম এক প্রকার ঘাস, যার রস লালচে কালো হত এবং যা খেযাবরূপে ব্যবহৃত হত।

شيب بفتح الشين ঃ কালো চুল সাদা হওয়া। শুভ্র কেশ, বার্ধক্য।

صدغ بالضم ঃ চোখ ও কানের মধ্যবর্তীস্থান, চোখ ও কানের মধ্যবর্তী স্থানের কেশগুচ্ছ। এখানে দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য।

شيئا ঃ অর্থাৎ, شيئا قليلا كان شيبه এখানে কোন কোন নুসখায় شيئا এর পরিবর্তে شيبا উল্লেখ রয়েছে।

তাশরীহ :

১. কাতাম এক প্রকার ঘাস। যদ্বারা খেযাব তৈরী করা হয়। কেউ বলেন, শুধু কাতামের খেযাব কালো হয়। আর মেহেদি মিশ্রিত হলে লালবর্ণ ধারণ করে। আর কেউ বলেন, শুধু কাতামের খেযাব সবুজ হয়, আর মেহেদি মিশ্রিত হলে কিছুটা কালো বর্ণ ধারণ করে। হযরত মোল্লা আলী কারী বলেন, কাতাম ও মেহেদির মধ্য হতে যার পরিমাণ বেশি থাকে, খেযাব ঐ রং ধারণ করে। কাতামের পরিমাণ বেশি হলে খেযাব কালো বর্ণ ধারণ করে। আর মেহেদির পরিমাণ বেশি হলে লাল বর্ণ ধারণ করে।

আল্লামা কাসতাল্লানী বলেন, কাতামের রং লালচে কালো হয়। আর মেহেদির রং লাল হয়। আল্লামা আজহারী বলেন, কাতাম ঘাসের রং লাল হয়।

মোটকথা, হযরত আবূ বকর (রা.) কখনো কাতামের খেযাব ব্যবহার করতেন। কখনো মেহেদির খেযাব। আবার কখনো উভয়ের মিশ্রিত খেযাব। তবে তা একেবারে কালো হত না। কারণ, বিভিন্ন হাদীসে কালো খেযাব ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে।

(المواهب اللدنية، جمع الوسائل، خصائل نبوى)

২. এই হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উভয় কানের পাশে কয়েক গাছি চুল সাদা হয়েছিল। বুখারী শরীফ থেকে জানা যায়, তাঁর কয়েকটি নিমদাঁড়ি সাদা ছিল। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, কয়েকটি দাড়ি সাদা ছিল।

কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী মাথার মাঝখানের কয়েকটি চুলও সাদা হয়েছিল। মোটকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অল্প কিছু চুল সাদা হয়েছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি দাড়ি এবং কয়েকটি মাথার চুল ছিল।

৩. ولكن أبو بكر رضى الله عنه خضب -এখানে হযরত আবূ বকরের প্রসঙ্গ উল্লেখ, রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্কের পরিচয় বহন করে।

أحوال الرواة

ابو داود : أى الطيالسى سليمان بن داود بن الجارود ثقة، حافظ فارسى الأصل روى

عن ابن عوف وشعبة وعنه بندار الكريمي واستشهد به البخاري، قال أسرد ثلاثين ألف حديث ولا فخر ومع ثقته أخطأ في ألف حديث، خرج له البخاري في تاريخه ومسلم.

همام : بالتشديد كوهاب وكان ينبغي أن يقول ابن يحيى إحترازا عن همام بن منبه قال أبو حاتم ثقة في حفظه شئ وقال أبو زرعة لا بأس به وربما وهم، خرج له الستة وكان أحد علماء البصرة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه في المناقب باب صفة النبي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفي اللباس باب ما يذكر في الشيب ومسلم في الفضائل باب شيبه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو داود في الترجل، باب الخضاب والنسائي في الزينة، باب الخضاب بالصفر.

* * *

حديث : ٣٨- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ ابن مالك قَالَ : "مَا عَدَدْتُ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِحْيَتِهِ، إِلاَّ أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ "

হাদীস : ৩৮. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথায় ও দাঁড়ি মোবারকে মাত্র চৌদ্দটি সাদা চুল গণনা করেছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোট কয়টি চুল সাদা ছিল?

তাশরীহ :

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাদা চুল অতি স্বল্প ছিল। তবে সংখ্যায় কয়টি ছিল এতে মতভেদ রয়েছে। আলোচ্য হাদীসে চৌদ্দটি বলা হয়েছে। কোন বর্ণনায় সতেরটি, কোন বর্ণনায় আঠারটি, আবার কোন বর্ণনায় বিশটির উল্লেখ পাওয়া যায়। বস্তুত এ সব বর্ণনার মাঝে কোন বিরোধ নেই। কারণ, প্রত্যেকটির সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন সময়ের সাথে। অথবা বিভিন্ন জনের গণনার পার্থক্যের কারণে এ পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাদা চুল স্বল্প ছিল, এটাই

প্রত্যেক রেওয়ায়েতের উদ্দেশ্য।

أحوال الرواة

إسحاق بن منصور : أى ابن بهرام بفتح الموحدة على المشهور وبكسرها عند النسوى، أبو يعقوب خرج له الستة.

يحي بن موسى : ثقة روى عن ابن عيينة ووكيع وعنه الحكيم والترمذى وغيره، خرج له البخارى وابو داود والنسائى.

عبد الرزاق بن همام : بتشديد الميم، خرج له الستة.

معمر : أى ابن راشد كمشعر.

ثابت : أى البنانى.

درجة الحديث : صحيح.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف.

* * *

حديث : ٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا أَبُو داود أنبأنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : "كَانَ إِذَا دَهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ شَيْبٌ، وَإِذَا لَمْ يَدْهُنْ رُئِيَ مِنْهُ شئ.

হাদীস : ৩৯. সিমাক ইবনে হারব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত জাবির ইবনে সামুরাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাদা চুল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথায় তেল ব্যবহার করলে তাঁর সাদা চুল দেখা যেত না, আর তেল ব্যবহার না করলে (কোথাও কোথাও কিছু) সাদা চুল দেখা যেত।

শব্দবিশ্লেষণ :

دهن (ن) ঃ তেল দেওয়া, তৈলাক্ত করা। কোন কোন নুসখায় এখানে শব্দটি ادهن তাশদীদের সাথে বাবে إفتعال থেকে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাশরীহ : তেল ব্যবহার কালে যেহেতু চুল চকচক করে, তাই পাকা চুল চাকচিক্যের সাথে মিশে আর দৃষ্টিগোচর হতো না বা তেল ব্যবহারে চুল জমাট হয়ে যেত, তখন সাদা চুলগুলো স্বল্প হওয়ার কারণে নিচে পড়ে যেত। পক্ষান্তরে তেলবিহীন থাকলে মাথার চুল শুকনা এবং বিক্ষিপ্ত থাকার দরুন অনায়াসে গোচরীভূত হতো।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه٢٣٤٤/١٠٨، فى الفضائل، باب شيبه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وأخرجه النسائى فى الزينة باب الدهن.

* * *

حديث : ٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عمر بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ اخبرنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : "إِنَّمَا كَانَ شَيْبُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ "

হাদীস : ৪০. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাকা চুলের সংখ্যা ছিল কুড়িটির মত।

তাশরীহ : পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, এ রেওয়ায়াত অন্যান্য রেওয়ায়েতের পরিপন্থী নয়।

أحوال الرواة

محمد بن عمر بن الوليد : قوله الكندى بكسر الكاف نسبته لكندة، محلة بالكوفة، ولذلك قيل له الكوفى، لا لقبيلة كما وهم قال أبو حاتم صدوق وقال النسائى : لا بأس به خرج له المصنف والنسائى وابن ماجة.

يحيى بن آدم : ثقة حافظ روى عن مالك ومسعر وعنه أحمد وإسحاق خرج له الستة.

شريك : أى ابن عبد الله بن أبى شريك النخعى لا شريك بن عبد الله بن أبى نمر كما وهم فيه بعض الشراح، صدوق ثقة حافظ، لكن كان يغلط ويخطئ كثيرا، خرج له الجماعة.

عبيد الله بن عمر : ثقة ثبت من أكابر الفقهاء.

نافع : ثقة ثبت أحد الأعلام من أئمة التابعين، أصله من الغرب، وقيل من نيسابور.
عبد الله بن عمر : روى عن رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألف وستمائة وثلاثون حديثا، وكان كثير الصدقة، تصدق فى مجلس بثلاثين ألفا وحج ستين حجة واعتمر ألف عمرة.
ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه ابن ماجة فى سننه ٣٦٣٠، فى كتاب اللباس، باب من ترك الخضاب.

* * *

حديث : ٤١- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاء أخبرنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ، قَدْ شِبْتَ، قَالَ : "شَيَّبَتْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ "

হাদীস : ৪১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো বার্ধক্যে পৌঁছে গেছেন (এর কারণ কি? অথচ আপনার বয়স তো বার্ধক্যের পর্যায়ে পৌঁছেনি)! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সূরা হূদ, আল ওয়াকিয়া, আল মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসাআলূন ও ইযাশ শামসু কুব্বিরাত ইত্যাদি আমাকে বার্ধক্যে পৌঁছে দিয়েছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

شَيَّبَ ঃ চুল পাকানো, শুভ্রকেশী করা, বৃদ্ধ করা।

তাশরীহ : ১. শুধু এ সূরাগুলোই নয়; বরং সূরা আল হাক্কা, আল কারিয়া, গাশিয়া প্রভৃতির কথাও বর্ণিত আছে। প্রকৃতপক্ষে এখানে ঐ সব সূরা উদ্দেশ্য, যেগুলোতে ভীতিপ্রদ বিষয়ের আলোচনা রয়েছে। যথা কিয়ামত, জাহান্নাম, সিংগায় ফুঁৎকার ইত্যাদি। তাই এক হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে, তবে তোমরা খুবই কম হাসতে। অধিকাংশ সময়

কাঁদতে। এমনকি স্ত্রী গমনও ছেড়ে দিতে।

২. শরহুস সুন্নাহ গ্রন্থে বর্ণিত আছে। জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নযোগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে আপনার এ হাদীস পৌঁছেছে, আপনি ইরশাদ করেছেন : সূরা হুদ আমাকে বার্ধক্যে পৌঁছে দিয়েছে। এর কারণ কি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ সূরায় একটি আয়াত আছে, واستقم كما أمرت অর্থাৎ, দ্বীনের উপর এভাবে অটল থাক, যেভাবে আদেশ করা হয়েছে। আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী পূর্ণ অটল থাকা খুবই দুষ্কর। তাই সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন, সর্বাবস্থায় দ্বীনের উপর অটল থাকা হাজার কারামত থেকেও উত্তম। (خصائل نبوى)

أحوال الرواة

أبو كريب : بالتصغير، ثقة، أحد الأعلام المكثرين، ظهر له بالكوفة ثلاثمائة ألف حديث، خرج له الستة.

معاوية بن هشام : قال ابو حاتم صدوق، وقال أبو داود ثقة وخطّأ الذهبى من زعم أنه متروك خرج له البخارى فى الأدب والخمسة.

شيبان : بفتح الشين، وقوله : عن أبي إسحاق أى السبيعى.

عكرمة : أى ابن عبد الله مولى ابن عباس أحد أوعية العلم، لكنه متهم برأى الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، وثقه جمع منهم البخارى.

درجة الحديث : صحيح بشواهده.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه، رقم : ٣٢٩٧، فى كتاب التفسير، باب ومن سورة الواقعة.

* * *

حديث : ٤٢– حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ أخبرنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّٰهِ، نَرَاكَ قَدْ شِبْتَ، قَالَ : "قَدْ شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا"

হাদীস : ৪২. হযরত আবূ যুহাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো দেখছি আপনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হূদ ও এ জাতীয় সূরাগুলোই আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।

তাশরীহ : ১. আল্লামা জামাখশারী বলেন, আমি এক কিতাবে পড়েছি, এক ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলায় কালো চুল বিশিষ্ট ছিল। কিন্তু একই রাতে তার সমস্ত চুল সাদা হয়ে গেল। মানুষে কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, আমি গত রাতে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য দেখেছি। মানুষকে শিকল দ্বারা টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। এর ভয় ও আতংক আমাকে এতই প্রভাবিত করেছে যে, একই রাতে আমার চুল-দাঁড়ি সাদা হয়ে গেছে।(المواهب اللدنية)

২. এই হাদীসে قالوا শব্দ থেকে বুঝা যায়, প্রশ্নকারী একদল সাহাবী ছিলেন। আর পূর্বের হাদীসে প্রশ্নকারী ছিলেন হযরত আবূ বকর। সম্ভবত দু'টি আলাদা ঘটনা।

৩. أخواتها- এ জাতীয় বলতে ঐ সব সূরা উদ্দেশ্য, যে গুলোতে কিয়ামত, জাহান্নাম ইত্যাদি ভীতিপ্রদ বিষয়ের আলোচনা রয়েছে।

أحوال الرواة

محمد بن بشر : بكسر فسكون، أحد الأعلام، ثقة، خرج له الستة.

على بن صالح : وثقه جمع، قال فى الكاشف كان رأسا فى العلم والعمل والقراءة، خرج له الجماعة خلا البخارى، وقوله : عن إبى إسحاق أى السبيعى.

أبو جحيفة : بجيم ومهملة مصغرا وهو وهب السوائى بضم السين وتخفيف الواو مع المد من بنى سواء وهو من مشاهير الصحابة، يحبه على وجعله على بيت المال، وسماه وهب الخير.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف.

* * *

حديث : ٤٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَنْبَأَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ

عُمَيْرٍ، عَنِ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ التَّيْمِيِّ، تَيْمِ الرَّبَابِ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي ابْنٌ لِي، قَالَ : فَأَرَيْتُهُ، فَقُلْتُ لَمَّا رَأَيْتُهُ : "هَذَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ. وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ، وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلاهُ الشَّيْبُ، وَشَيْبُهُ أَحْمَرُ"

হাদীস : ৪৩. আবূ রিমসা আত-তাইমী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এক পুত্রসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হলাম। লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমায় দেখিয়ে দিল (সম্ভবত তিনি ইতিপূর্বে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনতেন না)। আমি তাঁকে দেখে বললাম, ইনি সত্যিই আল্লাহর নবী। তাঁর গায়ে দু'খানা সবুজ রঙ্গের কাপড় ছিল (লুঙ্গি ও চাদর)। তাঁর কয়েকটি চুলে বার্ধক্যের চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছিল। আর তা ছিল লাল বর্ণের।

শব্দবিশ্লেষণ :

شعر ঃ এখানে شعر এর মাঝে تنوين টি تقليل এর জন্য এসেছে।

তাশরীহ : ১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গাম্ভীর্যময়, নূরাণী চেহারা দেখামাত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষের মুখ থেকে বের হয়ে আসত, ইনি আল্লাহর সত্য নবী।

২. এ হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লাল চুলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেযাব ব্যবহার করেছেন কি না? এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মাঝে মত বিরোধ রয়েছে। যাঁরা খেযাব ব্যবহার করেছেন বলে দাবী করেন, তাঁদের মতে এ লালিমা ছিল খেযাবের দরুন। আর যাঁরা বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেযাব ব্যবহার করেননি। তাঁদের মতে এ লালিমা চুল পাকার প্রাথমিক অবস্থা। কারণ, চুল সাদা হবার পূর্বে প্রথমে লাল বর্ণ ধারণ করে। সুতরাং এটা চুলের আসল অবস্থা। খেযাবের রং নয়।

৩. এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, হযরত আবূ রিমসা তাঁর ছেলেসহ এসেছেন। কিন্তু আবূ দাউদের রেওয়ায়েতে এসেছে, তাঁর পিতাসহ এসেছেন।

◈ মোল্লা আলী কারী এটা একাধিক ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন।

أحوال الرواة

شعيب بن صفوان : قال ابن عدى عامة ما يرويه لا يتابع عليه روى له مسلم حديثا واحدا وقال ابن حجر مقبول.

عبد الملك بن عمير : مصغرا فصيح عالم تغير حفظه وثقه جمع، وخرج له الستة لكن قال أحمد مضطرب الحديث، وقال ابن معين مختلط.

إياد : بكسر الهمزة وتخفيف المثناة التحتية ثم دال مهملة بعد الألف، وقوله : ابن لقيط بقاف كبديع، قال الذهبى ثقة، خرج له البخارى فى تاريخه ومسلم فى صحيحه وأبو داؤد، وقوله : العجلى بكسر العين وسكون الجيم.

أبو رمثة : بكسر الراء وسكون الميم وفتح المثلثة صحابى، يقال : اسمه رفاعة، ويقال : حيان، ويقال : جندب، ويقال : خشخاش، وقوله : التيمى نسبة لتيم، وقوله : تيم الرباب : منصوب بتقدير أعنى كما قاله العصام، وقال القارى بالجر فى أصل سماعنا، واحترز بذلك عن تيم قريش قبيلة من بنى بكر والرباب بكسر الراء وتخفيف الموحدتين، وضبطه العسقلانى فى شرح البخارى بفتح الراء وهم كما قاله ابن حجر، خمس قبائل ضبة وثور وعكل وتيم وعدى غمسوا أيديهم فى رُب وتحالفوا عليه فصاروا يدا واحدة والرب ثفل السمن.

درجة الحديث : صحيح.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، رقم : ٤٢٠٦، ٤٢٠٨.

* * *

حديث : ٤٤– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ : قِيلَ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : أَكَانَ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْبٌ؟ قَالَ : "لَمْ يَكُنْ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْبٌ إِلاَّ شَعَرَاتٌ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، إِذَا ادَّهَنَ وَارَاهُنَّ الدُّهْنُ "

হাদীস : ৪৪. সিমাক ইবনে হারব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত জাবির ইবনে সামুরাকে কেউ জিজ্ঞেস করল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথায় সাদা চুল ছিল কি? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিঁথিতে কয়েকটি পাকা চুল ছিল। তেল লাগালে তা দেখা যেত না।

শব্দবিশ্লেষণ :

شعرات ঃ এখানে তানবীন تقليل এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কয়েকটি চুল।

مفرق بفتح الراء وكسرها ঃ মাথার মাঝখান, যেখানে চুল দ্বিধাভক্ত হয়, সিঁথি।

واراهن ঃ مواراة থেকে সংগৃহীত। লুকিয়ে রাখা, ঢেকে ফেলা, আবৃত করা।

তাশরীহ : এ হাদীসটি বাহ্যত এ অধ্যায়ের শুরুতে হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী মনে হয়। বস্তুত কোন বিরোধ নেই। কারণ, দু'চারটি সাদা চুল সিঁথিতে অন্যান্য চুলের আড়ালে পড়ে থাকত। তেল না লাগালে দৃষ্টিগোচর হতো। তাই কোন রেওয়ায়েতে এর উল্লেখ না থাকা ক্ষতির কিছু নয়। (خصائل نبوى)

أحوال الرواة

سريج : مصغرسرج بمهملتين فجيم، وقوله : ابن النعمان بضم النون وسكون العين كغفران، أخذ عن ابن الماجشون وعنه البخارى، ثقة، خرج له البخارى والأربعة.

حماد : بالتشديد كشداد، وقوله : ابن سلمة بمهملات وفتحات وكان عابدا زاهدا مجاب الدعوة، أحد الأعلام، قال عمروبن عاصم كتبت عن حماد بن سلمة بضعة عشر ألفا، وقال ابن حجر : أثبت الناس، لكن تغير آخرا، خرج له مسلم والأربعة والبخارى فى تاريخه.

درجة الحديث : صحيح.

ومن أخرج هذا الحديث : سبق تخريجه هنا رقم : ٣٩.

(٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي خِضَابِ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[وفيه (٤) أحاديث]

অনুচ্ছেদ :: ৬

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেযাব ব্যবহার সম্পর্কে

حديث :٤٥حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو رِمْثَةَ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ابن لِي، فَقَالَ : "ابْنُكَ هَذَا؟ "فَقُلْتُ : نَعَمْ، إِشْهَدْهُ بِهِ، قَالَ : "لا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلا تَجْنِي عَلَيْهِ "، قَالَ : وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ أَحْمَرَ،

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَأَفْسَرُ لأَنَّ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ.وَأَبُو رِمْثَةَ اسْمُهُ : رِفَاعَةُ بْنُ يَثْرِبِيٌّ التَّيْمِيُّ.

হাদীস : ৪৫. হযরত আবূ রিমসা (রা.) বলেন, আমি আমার এক পুত্রসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, একি তোমার ছেলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। আপনি তার সাক্ষী থাকুন। তিনি বলেন, তার অপরাধের জন্য তুমি অভিযুক্ত হবে না এবং তোমার অপরাধের জন্য সে অভিযুক্ত হবে না।

আবূ রিমসা বলেন, আমি তখন (তাঁর) কয়েকটি পাকা চুলকে লাল দেখলাম।

ইমাম তিরমিযী বলেন, খেযাব সম্পর্কিত সবচেয়ে নির্ভুল ও পরিষ্কার হাদীস এটি। কারণ, সহীহ রিওয়ায়েতসমূহ দ্বারা জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূলত বার্ধক্য অবস্থায় উপনীত হননি। আবূ রিমসার নাম রিফাআ ইবনে ইয়াছরাবী আত তাইমী।

শব্দবিশ্লেষণ :

يجنى ঃ অপরাধ করা, অন্যায় করা।

ابنك هذا؟ ঃ এখানে همزة الإستفهام উহ্য আছে। এবং هذا হল مبتدا مؤخر। মূলত এভাবে হবে أهذا ابنك؟ অর্থাৎ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন আবূ রিমসার একজন ছেলে আছে। কিন্তু ছেলেটিকে চিনতেন না। তাই জিজ্ঞাসা করলেন, সে ছেলেটি এই জন কি না?

أشهد ঃ এ শব্দটি দুই ভাবে পড়া যায়। واحد متكلم এর সাথে। অর্থাৎ, আমি স্বীকার করছি। বা أمر এর صيغة এর সাথে অর্থাৎ আপনি সাক্ষী থাকুন।

তাশরীহ :

১. জাহেলী যুগের প্রথা ছিল, পুত্র পিতার অপরাধে অভিযুক্ত হতো এবং এক জনের অপরাধের জন্য তার নিকটাত্মীয়-স্বজনকেও অভিযুক্ত করা হত। হযরত আবূ রিমসা উক্ত প্রথা অনুযায়ী বলেছিলেন, যদি এ ধরনের কোন সমস্যা দেখা দেয়, তবে আপনি সাক্ষী থাকুন, সত্যিই এ আমার ছেলে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ জাহেলী প্রথাকে বাতিল ঘোষণা করে বললেন, ইসলামী আইনে কেবল অপরাধীই অভিযুক্ত হয়। কুরআন করীমে ইরশাদ হয়েছে, لا تزر وازرة وزر أخرى কেউ কারো অপরাধের জিম্মাদার নয়।

রাসূল (সা.) খেযাব ব্যবহার করছেন কি না?

২. হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেযাব ব্যবহার করেছেন কি না?- এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের হাদীস বর্ণিত হয়েছে :

١- عن محمد بن سيرين قال سألت أنسا أخضب النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال لم يبلغ الشيب إلاّ قليلا، رواه البخارى فى كتاب اللباس، باب : ما يذكر فى الشيب وأخرج مسلم فى فضائل النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٢- عن ثابت قال سئل أنس عن خضاب النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال إنه لم يبلغ ما يخضب لو شئت أن أعد شمطاته فى لحيته.

٣- عن ثابت قال سئل أنس عن خضاب رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لم يخضب.

رواه البخارى فى اللباس باب : ما يذكر فى الشيب، ومسلم فى فضائل النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رواه مسلم فى فضائل النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، باب : صفة شعر النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

এই হাদীসসমূহ থেকে স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেযাব ব্যবহার করেননি।

عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مخضوبا. أخرجه البخارى فى اللباس، باب : يذكر فى الشيب.

عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : نعم- رواه الترمذى فى الشمائل، باب : ما جاء فى خضاب رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

এ ধরনের আরো কিছু হাদীস থেকে খেযাব ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। রেওয়ায়াতসমূহের এ বিভিন্নতার দরুন আলেমদের মাঝেও কিছুটা মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

قال القاضى إختلف فى خضابه فمنعه الأكثرون منهم أنس وأثبته بعضهم لحديث أم سلمة وابن عمر.

অর্থাৎ, অধিকাংশ আলেমদের মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেযাব ব্যবহার করেননি।

وفى اللمعات والصحيح عند المحدثين أنه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يخضب، حاشية بخارى، جـ٢، صـ٨٧٥.

অর্থাৎ, মুহাদ্দিসদের নিকট সহীহ মত হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেযাব ব্যবহার করেননি। ইমাম তিরমিযীর ঝোঁকও এ দিকে। সুতরাং তিনি শামায়েলে খেযাব সংক্রান্ত প্রথম হাদীস উল্লেখ করে লিখেছেন : لأن الروايات الصحيحة أن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يبلغ الشيب.

অর্থাৎ, বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বার্ধক্যে উপনীত হননি। হানাফী আলেমগণের অভিমতও তাই।

সুতরাং الدر المختار -এ বলা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেযাব ব্যবহার না করাটাই অধিকতর বিশুদ্ধ। আল্লামা শামী এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যে, বুখারী ও অন্যান্য কিতাবের রেওয়ায়েত অনুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাদা চুল মাত্র সতেরটি ছিল।

والأصح أنه عليه الصلوة والسلام لم يفعله لأنه لم يحتج إليه لأنه توفى ولم يبلغ شيبه عشرين شعرة فى رأسه ولحيته بل كان سبع عشرة، كما فى البخارى وغيره، رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، باب : الإستبراء، جـ٩، صـ٦٠٥.

যে সকল হাদীসে খেযাব ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর জবাবে বলা হয় : (ক) অধিক খুশবু ব্যবহারের কারণে কিছু দাড়ি রঙ্গীন মনে হয়েছে। (খ) চুল সাদা হওয়ার আগে কিছুটা লালচে রং হয়। হয়ত বর্ণনাকারী তাই দেখেছেন। (গ) হযরত উম্মে সালামার কাছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে লাল চুলগুলো ছিল, সেগুলোতে তিনি বেশি বেশি খুশবু মাখানোর কারণে এবং দীর্ঘ দিন থাকার কারণে লাল হয়ে গিয়েছিল। (فتح البارى، عمدة القارى، إرشاد الساري) শামায়েলের ভাষ্যকার আল্লামা নববী ও কিছু আলেমের মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো খেযাব ব্যবহার করেছেন। অধিকাংশ সময় করেন নাই।

أنه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صبغ فى وقت وتركه فى معظم الأوقات فأخبر كل بما رأى. (المواهب اللدنية، صـ٥٨، شرح مسلم : جـ٢، صـ٢٥٩)

কিন্তু আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চুল ও দাড়িতে মাত্র সতেরটি চুল সাদা ছিল। কাজেই তিনি খেযাব লাগানোর অবস্থায় উপনীত হননি।

কালো খেযাব লাগানোর হুকুম

৩. হানাফী আলেমদের মতে মাথার চুল ও দাড়িতে খেযাব ব্যবহার করা মুস্তাহাব এবং কালো খেযাব মাকরূহ।

يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولو فى غير حرب فى الأصح، ويكره بالسواد. (الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، باب : الإستبراء وغيره)

◈ শাফেয়ী আলেমদের মতে খেযাব ব্যবহার করা সুন্নাত। কালো খেযাব হারাম।

قال الباجورى وهو عندنا معاشر الشافعية بغير السواد سنة وبالسواد حرام، قال النبوى : ومذهبنا إستحباب خضاب الشيب. (المواهب اللدنية : صـ٥٨)

للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم خضابه بالسواد على الأصح وقيل : يكره كراهة تنزيهة، والمختار التحريم، لقوله عليه السلام واجتنبوا السواد، شرح مسلم، جـ٢، صـ١٩٩.

সুতরাং হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে :

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، أخرجه مسلم فى اللباس والزينة، باب : فى مخالفة اليهود فى الصبغ.

وأخرج مسلم عن جابر قال : أتى بأبى قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غيروا هذا بشىء، كتاب اللباس والزينة، باب : استحباب خضاب الشيب.

وأخرج مسلم عن أنس قال : وقد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم، كتاب الفضائل، باب : شيبه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

এ সব হাদীস থেকে পুরুষের জন্য খেযাব ব্যবহার করা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়। তবে কিছু হাদীস থেকে সাদা চুল রঙ্গীন করা মাকরূহ বুঝা যায়।

فروى شعبة بسنده عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يكره تغير الشيب.

وروى الطبرانى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال من شاب شيبة فى الإسلام كانت له نورا يوم القيامة إلاّ أن ينتفها أو يخضبها.

وعن ابن مسعود أن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يكره خصالا فذكر منها تغير الشيب. (عمدة القارى، كتاب اللباس، باب : الخضاب)

অর্থাৎ, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা চুল রঙ্গীন করাকে অপসন্দ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, মুমিনের সাদাচুল কিয়ামতের ময়দানে তার জন্য নূর হবে।

◈ আল্লামা الطبرى المحب এ উভয় প্রকার হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে বলেছেন, যার চুল হযরত আবূ কুহাফার চুলের মত সম্পূর্ণ সাদা, তার জন্য খেযাব মুস্তাহাব। আর যার কিছু চুল সাদা কিছু কাঁচা, তার জন্য খেযাব অপসন্দনীয়। ইমাম তাহাভীর মতে খেযাব অপসন্দনীয় হওয়ার হাদীসগুলো রহিত হয়ে গেছে।

(عمدة القارى، كتاب اللباس، باب الخضاب)

◈ অধম লেখকের নাকেস খেয়াল হল, চুল-দাঁড়ি যদি ফেকাসে সাদা হয়, তাহলে খেযাব ব্যবহার করা উত্তম। আর যদি সাদাটা উজ্জল নূরাণী দেখায়, তাহলে খেযাব ব্যবহার না করা উত্তম। والله أعلم بالصواب

কালো খেযাব ব্যবহারের বিভিন্ন উদ্দেশ্য হতে পারে :

(ক) জেহাদের ময়দানে শত্রুর অন্তরে ভয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুজাহিদের জন্য কালো খেযাব ব্যবহার করা জায়েয। এ বিষয়ে সকল আলেমগণ একমত।

قال فى الفتاوى الهندية (٥ :٣٦٩) وأما الخضاب بالسواد فمن فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب فى عين العدو فهو محمود منه إتفق عليه المشايخ رحمهم الله تعالى.

(খ) বয়স গোপন করা, বয়সের ব্যাপারে ধোকা দেওয়া এবং পরিণত বয়সেও নিজেকে যুবক দেখানোর উদ্দেশ্যে কালো খেযাব ব্যবহার করা নিষেধ। এতে সকল আলেমগণ একমত। কারণ, ধোকা প্রতারণা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।

(গ) সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে কালো খেযাব ব্যবহার করা অধিকাংশ আলেমগণের মতে মাকরূহ তাহরিমী। ইমাম আবূ ইউসুফ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি যুবতী স্ত্রীর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে কালো খেযাব ব্যবহার করা জায়েয বলেছেন।

روى عن أبى يوسف أنه قال : كما يعجبنى أن تتزين لى يعجبها أن أتزين لها. (الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء)

যারা কালো খেযাব মাকরূহ তাহরিমী বলেন, তাঁদের দলীল হল :

عن جابر بن عبد الله قال أتى بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. أخرجه مسلم فى كتاب اللباس والزينة، باب : استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد.

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কালো খেযাব থেকে বিরত থাক। (মুসলিম)

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكون قوم فى آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، أخرجه أبو داود فى الترجل، باب : ما جاء فى خضاب السواد والنسائى فى الزينة، باب النهى عن الخضاب بالسواد.

অর্থাৎ, আখেরী জমানায় কিছু লোক কালো খেযাব ব্যবহার করবে। তারা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।-আবূ দাউদ

যারা কালো খেযাব জায়েয মনে করেন, তারা হযরত হাসান ও হুসাইনসহ কতিপয় সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে দলীল পেশ করেন।

قال ابن القيم : فى زاد المعاد (٣ : ١٨٤) فقد صح عن الحسن والحسين رضى الله عنهما أنهما كانا يخضبان بالسواد وذكر ذلك ابن جرير عنهما فى كتاب تهذيب الآثار وذكره عن عثمان بن عفان وعبد الله بن جعفر وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والمغيرة بن شعبة وجرير بن عبد الله وعمرو بن العاص رضى الله عنهم أجمعين.

وحكاه عن جماعة من التابعين منهم عمرو بن عثمان وعلى بن عبد الله بن عباس وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الاسود والزهرى ونافع بن جبير وروى ابن أبي شيبة جوازه عن عدة من الصحابة والتابعين المذكورين، وأخرج عبد الرزاق (١١ : ١٥٤) عن الزهرى قال : أمر النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالأصباغ فاحلكها أحب إلينا يعنى أسودها. تكملة فتح الملهم، جـ٤، كتاب اللباس والزينة، باب : استحباب خضاب الشيب الخ.

وأخرج العينى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يأمر بالخضاب بالسواد ويقول هو تسكين للزوجة، وأهيب للعدو. عمدة القارى، جـ٢٢، كتاب اللبـاس، بـاب : الخضاب : صـ٥١.

এবং তাঁরা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর পূর্ব উল্লেখিত মতও দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন।

◈ জমহুর উলামায়ে কেরাম এর জবাবে বলেন, কালো খেযাবের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সাহাবী ও তাবেয়ীদের আমলের কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা করা হবে। সম্ভবত তাঁদের কাছে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত হাদীসগুলো পৌছেনি। বা তারা একেবারে কালো খেযাব ব্যবহার করতেন না। লাল মিশ্রিত কালো খেযাব ব্যবহার করতেন।

অবশ্য যারা জায়েয বলেন, তাদের পক্ষ থেকে কেউ কেউ বলে থাকেন যে, নিষেধের হাদীসগুলো বয়স নিয়ে ধোকা ও প্রতারণার সূরতের উপর প্রযোজ্য হবে। কিন্তু বাস্তব হল, নিষেধের হাদীসগুলো শর্তহীন সুস্পষ্ট। এগুলোকে ধোকার উদ্দেশ্যে কালো খেযাব ব্যবহারের সাথে খাস করার কোন ইঙ্গিত হাদীসে নেই। তাই অধিকাংশ আলেমের মতে কালো খেযাব মাকরূহ তাহরিমী।

قال فى العالمگيرية (٥ : ٢٥٩) ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء وليحبب نفسه إليهن فذلك مكروه، وعليه عامة المشائخ ومثله فى رد المحتار (٥ :٢٩٩)

আর ইমাম আবূ ইউসুফের মতটি তাঁর থেকে প্রমাণিত হওয়া নিশ্চিত নয়। এবং হানাফী মাযহাবে এ মতের উপর ফতওয়াও দেওয়া হয় না। والله أعلم بالصواب

রোগের কারণে যদি কারো চুল বয়সের আগে সাদা হয়ে যায়, তার জন্য কালো খেযাব ব্যবহার করা জায়েয হবে ইনশাআল্লাহ।

মহিলার জন্যও কালো ছাড়া অন্য খেযাব ব্যবহার করা জায়েয।

أما خضاب المرأة شعرها تتزين لزوجها فقد أجازه قتادة كما أخرج عنه عبد الرزاق فى مصنفه (١١ : ١٥٥) وكذلك أجازه إسحاق فيما حكى عنه ابن قدامة فى المغـنى (١ : ٧٦)

আরবদের মতে সর্ব প্রথম আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম কালো খেযাব লাগিয়েছেন। (عمدة القارى، جـ٢٢، صـ٥١)

أحوال الرواة

هشيم : بالتصغير وهو إمام ثقة، حافظ بغداد.

رفاعة بن يثربى التيمى : قال القارى نسبته إلى يثرب وهو من أسماء الجاهلية للمدينة والتيمى نسبة إلى قبيلة تيم.

قال أبو عيسى هذا أحسن شى روى فى هذا الباب وافسره : كثيرا ما يقول المصنف فى جامعه هذا أصح شيئ فى الباب، ولا يلزم من هذه العبارة كما قاله النووى فى الأذكار.

صحة الحديث : فانهم يقولون هذا أصح ما فى الباب وإن كان ضعيفا ومرادهم أنه أرجح ما فى الباب أو أقله ضعفا، قال الترمذى لأن الروايات الصحيحة الخ : قال ميرك وأشار المصنف بهذا الكلام إلى أن الروايات المصرحة بالخضاب فى طريق أبى رمثة لم تصح عنده أو هى مؤولة.

ومن أخرج هذا الحديث : سبق تخريجه، رقم : ٤٣، وهو صحيح.

* * *

حديث : ٤٦– حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ : هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "نَعَمْ"،

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَرَوَى أَبُو عَوَانَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، فَقَالَ : عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

হাদীস : ৪৬. উসমান ইবনে মাওহিব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি খেযাব ব্যবহার করেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ।

أحوال الرواة

عثمان بن موهب : بفتح الميم والهاء وقد أشار ابن حجر فى شرح البخارى إلى أنه بكسر الهاء والمعروف خلافه والمذكور فى هذا الإسناد نسبة إلى جده لأنه عثمان بن عبد الله بن موهب كما صرح به فيما بعد.

وقال أبو عيسى : وروى أبو عوانة هذا الحديث الخ : يعنى أن ابا عوانة جعل الحديث من مسانيد أم سلمة بدل أبي هريرة والغرض بيان الإختلاف بين شريك وأبي عوانة تلميذى عثمان وحقق القارى أن ما وقع فيه من شريك وهم والصواب رواية أبي عوانة يعنى كونها من مسانيد أم سلمة، فتأمل.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف.

* * *

حديث : ٤٧– حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَنَابٍ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنِ الْجَهْدَمَةِ، امْرَأَةِ بَشِيْرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ، قَالَتْ : "أَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يَنْفُضُ رَأْسَهُ وَقَدِ اغْتَسَلَ، وَبِرَأْسِهِ رَدْغٌ مِنْ حِنَّاءٍ "أَوْ قَالَ : "رَدْغٌ". شَكَّ فِي هَذَا الشَّيْخُ

হাদীস : ৪৭. বাশীর ইবনুল খাসাসিয়ার স্ত্রী জাহযামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম যে, তিনি তাঁর মাথার পানি ঝাড়তে ঝাড়তে ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন। তিনি কেবল গোসল করলেন। তাঁর মাথায় মেহেদির রং ছিল।

শব্দবিশ্লেষণ :

ينفض (ن) ঃ ঝাড়া দেওয়া, ঝেড়ে ফেলা।

ردع بالعين ঃ জাফরান, জাফরানের রং। কেউ কেউ শব্দটিকে ردغ بالغين পড়েছেন। অর্থাৎ মেহেদি ও কাতাম মিশ্রিত রং।

আল্লামা কাসতাল্লানী বলেছেন, মুহাক্কিক আলেমগণের ঐকমত্যে ردغ بالغين পড়া ভুল। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, ردع بـالعين অর্থ রং আর ردغ بالغين অর্থ কাদা মাটি, কাদার দাগ।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, মূল আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ردع ও ردغ এর মাঝে এ পার্থক্য করা হয়। কিন্তু এখানে উভয়টির দ্বারা একটি অর্থই উদ্দেশ্য। তা হল রং ও খুশবুর দাগ। (المواهب اللدنية، جمع الوسائل)

أحوال الرواة

ابراهيم بن هارون : البلخى كان عابدا زاهدا صدوقا ثقة.

النضر بن زرارة : كعجالة أورده الذهبى فى الضعفاء والمتروكين، وقال إنه مجهول وقال ابن حجر مستور خرج له المصنف فى الشمائل فقط.

أبو جناب : بجيم مفتوحة كسحاب، اسمه يحى بن أبى حية الكلبى محدث مشـــهور ربمـــا ضعفوه.

الجهزمة : كدحرجة بجيم وذال معجمة صحابية غير المصطفى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسمها فسماها ليلى، وقوله إمرأ بشير كبديع كان اسمه زحما، فغيره صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسماه بشيرا، وقوله : ابن الخصاصية ككراهية، بخاء معجمة وصادين مهملتين بينـــها ألـــف ثم تحتيته مخففة لأنه هو الرواية كما صرحوا به وفى أخره تاء التانيث نسبته إلى خصاصة بن عمرو بن كعب بن الغطريف الأكبر وهى أم جده الأعلى ضبارى بن سدوس، واسْـــمها كبشة، ووهم من قال إنها أمه وإنما هى جدته.

شك فى هذا الشيخ : يعنى شيخ المذكور أول السند وهو إبراهيم بن هارون يعنى قـــال الترمذى شك شيخى إبراهيم فى هذا اللفظ فى أنه أسمعه من شيخه النضر، بالعين المهملة أو بالغين المعجمة، لكن قال القسطلانى اتفق المحققون على أن الردغ بالمعجمة غلـــط فى هذا الموضع لإطباق أهل اللغة على أنه بالمهملة لطخ من زعفران قال الحافظ فهو بمهملة الصبغ ومعجمة الطين الكثير وقال السيوطى ضبطوه فى كتب اللغة بمهملات.

درجة الحديث : إسناده ضعيف لمامر.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف.

* * *

حديث : ٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : "رَأَيْتُ شَعْرَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبًا "

হাদীস : ৪৮. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুল খেযাব-রঞ্জিত দেখেছি।

তাশরীহ : باب ما جاء فى شيب رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর প্রথম হাদীসে হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেযাব লাগাবার অবস্থায় পৌঁছেননি। আবার তিনিই আলোচ্য হাদীসে বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুল খেযাব রঞ্জিত দেখেছি। এই বৈপরিত্যের জবাবে বলা হয়, হাদীস বিশারদের মতে আলোচ্য হাদীসটি شاذ । বুখারী ও মুসলিম শরীফের সহীহ হাদীসমূহে বলা হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেযাব লাগাননি।

সুতরাং সহীহ হাদীসসমূহের মোকাবেলায় এ شاذ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত কেউ কেউ বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় খেযাব ব্যবহার করেননি। কখনো খেযাব ব্যবহার করেছেন, হযরত আনাস (রা.) তখন দেখেছেন। এই জবাবটি দুর্বল। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, অধিক তেল ও খুশবু ব্যবহারের কারণে কিছু সাদা চুল খেযাব রঞ্জিত মনে হয়েছে মাত্র। والله اعلم

أحوال الرواة

عبد الله بن عبد الرحمن : الحافظ الثبت عالم سمرقند صاحب المسند المشهور قال أبو حاتم هو إمام أهل زمانه، خرج له الجماعة.

عمرو بن عاصم : قال ابن حجر صدوق فى حفظه شى، روى عن خلق كثير، منهم شعبة وعنه البخارى، خرج له الجماعة، وقوله حميد أى الطويل.

ومن أخرج هذا الحديث : لم أجده عند غير المصنف من الأئمة الستة.

* * *

حديث : ٤٩– قَالَ حَمَّادٌ وعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ : "رَأَيْتُ شَعْرَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَخْضُوبًا "

হাদীস : ৪৯. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকীল (র.) বলেন, আমি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)-এর নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেযাবকৃত চুল দেখেছি।

তাশরীহ : সম্ভবত হযরত আনাস (রা.) তাঁর কাছে সংরক্ষিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুলগুলোকে খেযাব করে রেখেছিলেন।

ويدل له ما فى رواية الدارقطنى ان المصطفى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما مات خضب من كان عنده شيئ من شعره ليكون أبقى له. (المواهب اللدنية)

(٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي كُحْلِ رَسُولِ ﷺ

وفيه (٤) أحاديث

অনুচ্ছেদ :: ৭

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুরমা ব্যবহার

حديث : ٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو داود الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "اكْتَحِلُوا بِالإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ "وَزَعَمَ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ، ثَلاثَةً فِي هَذِهِ، وَثَلاثَةً فِي هَذِهِ ".

হাদীস : ৫০. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা চোখে ইছমিদ সুরমা ব্যবহার করবে। কেননা, এর ব্যবহার চক্ষু উজ্জ্বল করে (দৃষ্টি শক্তি প্রখর করে) এবং চোখের পলক উদগত করে। ইবনে আব্বাস (রা.) আরো বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি সুরমাদানি ছিল। তিনি সেটি থেকে প্রতিরাতে তাঁর উভয় চোখে তিনবার করে সুরমা লাগাতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

كحل بالضم ঃ সুরমা, كَحل بالفتح ঃ চোখে সুরমা লাগানো। إكتحل ঃ চোখে সুরমা লাগানো।

إثْمد ঃ بكسر الهمزة وسكون الثاء وكسر الميم ঃ এক প্রকারের পাথর, যদ্বারা সুরমা তৈরী হয়। এক প্রকারের কালো লালচে সুরমা।

يجلو (ن) ঃ উজ্জ্বল করা, পরিষ্কার করা, এখানে উদ্দেশ্য দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করা, ময়লা থেকে চোখ পরিষ্কার করা।

ينبت ঃ উদ্গত করা, উৎপন্ন করা, অংকুরিত করা।

زعم ঃ অর্থাৎ قال-এর فاعل হলেন ইবনে আব্বাস (রা.)।

مكحلة ঃ সুরমাদানী। بضم الأول والثالث وقياسها الكسر لأنها اسم آلة، فهى مـــن النوادر التى جاءت بالضم وهى معروفة.

সুরমা লাগানোর হুকুম ও তরীকা

তাশরীহ : ১. নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য চোখে সুরমা ব্যবহার করা মুস্তাহাব। সওয়াবের নিয়তে সুরমা ব্যবহার করা উচিত। যাতে চোখের উপকারিতার সাথে সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণের সওয়াবও পাওয়া যায়।

আল্লামা ইবনুল আরাবী বলেন, সুরমা ব্যবহারের দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে। ক. كحل الزينـــة তথা সৌন্দর্য লাভ। এটা নিষিদ্ধ বিলাসিতার পর্যায়ে পড়বে না। শরীয়তের পক্ষ থেকে এর জন্য কোন সময়সীমা নির্ধারিত নেই। প্রয়োজন অনুসারে লাগাবে। খ. كحـــل المنفعـــة চোখের উপকারে সুরমা লাগানো। এ উদ্দেশ্যে শয়নকালে ব্যবহার করা উত্তম। কারণ, ঐ সময় সুরমা ব্যবহার করলে চোখে দীর্ঘক্ষণ থাকে। ফলে লোমকূপের ভিতর ভালরূপে প্রবেশ করতে পারে।

প্রত্যেক চোখে কয়বার ব্যবহার করবে? সে ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য হাদীসে প্রত্যেক চোখে তিনবার করে ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। কোন রেওয়ায়েতে ডান চোখে তিনবার আর বাম চোখে দু'বার ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

روى الطبرانى فى الكبير عن ابن عمر قال كان رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ إذا اكتحل يجعل فى اليمنى ثلاثة مراود وفى الأخرى مرودين يجعل ذلك وترا.

আবার কোন রেওয়ায়েতে ডান চোখে দু'বার এবং বাম চোখে দু'বার, আর এক শলা উভয় চোখে ব্যবহারের কথা উল্লেখ আছে।

روى ابن عدى فى الكامل عن أنس أن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يكتحل فى اليمنى ثنتين وفى اليسرى ثنتين وواحدة بينهما.

এর সমাধান হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নিয়মে সুরমা ব্যবহার করেছেন। প্রত্যেক নিয়মই গ্রহণযোগ্য। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী এবং মোল্লা আলী কারী প্রমুখ হাদীস বিশারদগণ প্রথম নিয়মটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

২. সুরমা আগে ডান চোখে লাগানো সুন্নত। অতঃপর বাম চোখে। لأنه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يحب التيمن فى شأنه كله । ডান চোখে তিন শলাকা ব্যবহারের পর বাম চোখে ব্যবহার করবে। এটা উত্তম।

এক শলা ডান চোখে এক শলা বাম চোখে- এই নিয়মে প্রথমবার, দ্বিতীয়বার ও তৃতীয় বার সুরমা লাগালে ডান দিক থেকে শুরু করার সুন্নাত আদায় হবে কি না? সাধারণত মনে হয় সুন্নাত আদায় হবে না। যেমন ওযুতে উভয় হাত এই নিয়মে ধুলে সুন্নাত আদায় হয় না। তবে কুলি এবং নাকে পানি দেওয়ার একটি প্রসিদ্ধ সূরতের উপর কেয়াস করলে এ নিয়মেও সুন্নাত আদায় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয়। والله أعلم

৩. সুরমা বেজোড় লাগানো মুস্তাহাব। ইরশাদ হয়েছে : من اكتحل فليوتر। প্রত্যেক চোখে বেজোড় লাগাবে, না উভয় চোখে মিলে বোজোড় পুরা করবে? এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী প্রথম মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (المواهب اللدنية)

৪. ইছমিদ এক প্রকারের বিশেষ সুরমা, যেটা কালো লালচে হয় এবং পূর্ব অঞ্চলের দেশসমূহে উৎপন্ন হয়। কেউ কেউ বলেন, ইস্পাহানী সুরমাকে ইছমিদ বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, এক প্রকারের পাথর থেকে তৈরী সুরমা। আলেমগণ বলেন, ইছমিদ সুরমা ঐ ব্যক্তির জন্য উপকারী- যার চক্ষু সুস্থ এবং যার জন্য উপযোগী। রুগ্‌ণ চোখের জন্য এটা যন্ত্রণাদায়ক। (خصائل نبوى، المواهب اللدنية)

أحوال الرواة

محمد بن حميد : مصغرا، وقوله : الرازى نسبة إلى الرى وهى مدينة كبيرة مشهورة من بلاد الديلم وزاد الزاء فى النسب إليها. وثقه جمع، وقال البخارى فيه نظر، وقال ابن حجر ضعيف، وخرج له أبو داود والمصنف وابن ماجة.

أبو داود الطيالسى : نسبة إلى الطيالسة، التى تجعل على العمائم.

عباد : كشداد، وقوله : ابن منصور أى الناجى أبى سلمة، صدوق تغير آخرا، وقال فى الكاشف ضعيف، وقال النسائى ليس بالقوى، خرج له البخارى فى التعليق والأربعة.

درجة الحديث : إسناده ضعيف.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه، فى كتاب اللباس، باب : ما جاء فى الإكتحال، وابن ماجة : فى كتاب الطب، باب : الكحل بالإثمد.

* * *

حديث : ٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ.(ح) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ بِالإِثْمِدِ، ثَلاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ "، وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ فِي حَدِيثِهِ : "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا عِنْدَ النَّوْمِ، ثَلاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ "

হাদীস : ৫১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমানোর পূর্বে তাঁর প্রতি চোখে তিনবার করে ইছমিদ সুরমা লাগাতেন। হযরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি সুরমাদানি ছিল। সেটি থেকে তিনি ঘুমানোর সময় প্রতি চোখে তিনবার করে সুরমা লাগাতেন।

أحوال الرواة

عبد الله بن الصباح : بفتح المهملة وتشديد الموحدة كان ثقة، خرج له الشيخان وأبو داود والمصنف والنسائى.

عبيد الله بن موسى : أحد الحفاظ المشاهير، كان عالما بالقرآت ولم يرضاحكا قط، قال الذهبى أحد الأعلام على تشيعه وبدعه، قال ابن حجر ثقة يتشيع.

قوله ح : إشارة إلى التحويل من إسناد لآخر لأن أهل الحديث جرت عادتهم بأنهم يكتبون ح مفردة عند الجمع بين إسنادين روما للإختصار، وهى فى كتب المتأخرين أكثر منها فى كتب المتقدمين، وهى فى صحيح مسلم أكثر منها فى صحيح البخارى وهى

مختصرة من التحويل أو من الحائل أو من صح أو من الحديث، وهل ينطق بها مفـــردة ثم يمر فى قراءته أو ينطق بلفظ ما رمزها له أو لا ينطق بها أصلا، فجزم ابن الصلاح بأنـــه ينطق بها مفردة كما كتبت قال وعليه الجمهور من السلف وتلقاه عنهم الخلف، وقيل : ينطق بالحديث مثلا وقيل : لا ينطق به أصلا وملتقى السندين ههنا عباد بن منصور.

وحدثنا على بن حجر : هكذا فى نسخة وفى نسخة وقال حدثنا وفى نسخة قال وحدثنا وهو الأظهر والضمير فيه راجع إلى المصنف.

حدثنا عباد بن منصور : إلى هنا حصل الإتفاق بين الإسنادين فبين المصـــنف وعبـــاد فى الإسناد الأول ثلاثة مشائخ وفى الإسناد الثانى إثنان فقط فالإسناد الثانى أعلى بمرتبة من الأول.

قال يزيد بن هارون : فى حديثه لا بالإسناد والمتقدم أعنى عن عباد عن عكرمة عن ابـــن عباس وليس بمعلق ولا مرسل كما توهم، والمقصود بيان اختلاف الألفاظ بـــين روايتـــة إسرائيل ورواية يزيد، فالحاصل ان كلا من إسرائيل ويزيد روى عن عباد بلفـــظ غـــير الآخر فاللفظ الأول رواية اسرائيل عن عباد واللفظ الثانى رواية يزيد.

ومن أخرج هذا الحديث : لم أجده عند غير المصنف من الأئمة الستة.

* * *

حديث : ٥٢– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "عَلَيْكُمْ بِالإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ "

হাদীস : ৫২. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঘুমানোর সময় ইছমিদ লাগানো উচিৎ। কারণ, তা চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি করে এবং চোখের পলক উৎপন্ন করে।

أحوال الرواة

محمد بن يزيد : حجة ثقة ثبت عابد، وعد من الأبدال، خرج له أبـو داود والمصـنف والنسائى.

محمد بن إسحاق : أحد الأعلام إمام المغازى والسير، روى عن عطاء وطبقته وعنه شعبة والسفيانان وكان بحرا من بحار العلم، صدوق، لكنه يدلس، له غرائـب واختلـف فى الإحتجاج به، وحديثه فوق الحسن، خرج له البخارى فى التعليق.

محمد بن المنكدر : بضم فسكون، تابعى جليل ثقة متزهد، بكاء، روى عن أبى هريـرة وعائشة، وعنه مالك والسفيانان، خرج له الجماعة.

درجة الحديث : صحيح.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرج ابن ماجة فى الطب، باب : الكحل بالإثمد.

* * *

حديث : ٥٣– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِدُ، يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ "

হাদীস : ৫৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের সর্ব প্রকার সুরমার মধ্যে ইছমিদ সুরমাই সর্বোত্তম। তা চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি করে এবং চোখের পাতার লোম উৎপন্ন করে।

أحوال الرواة

بشر بن المفضل : كان اماما حجة ثقة، روى عن خلق كثير، قال ابن المدينى كان يصلى كل يوم أربعمائة ركعة، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.

عبد الله بن عثمان بن خيثم : بخاء معجمة فمثلثة، مصغرا، القارى المكى، قال أبو حاتم : صالح الحديث، خرج له البخارى فى التعليق والخمسة.

سعيد بن جبير : تابعى جليل، بل قيل هو أفضل التابعين مجمع على جلالته وعلمه وزهده قتله الحجاج، وقصة قتله عجيبة وهى أنه لما أوقفه قدامه قال له ما تقول فىّ يا سعيد، قال

أنت قاسط عادل فاغتم الحجاج، فقال الحاضرون قد مدحك فقال لم تعرفوا يا جهال، إنه قد ذمنى، فإنه نسبنى إلى الجور، بقوله قاسط، قال تعالى : ﴿وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا﴾، ونسبنى للشرك بقوله عادل، قال تعالى : ﴿ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون﴾ ثم أمر بقتله فلما قطعت رأسه صارت تقول لا إله إلاّ الله وعاش بعده خمسة عشر يوما فقط لدعائه عليه، يقول : اللهم لا تسلطه على أحد بعدى. خرج له الستة.

درجة الحديث : صحيح.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه النسائى فى سننه، رقم : ٥١١٣، كتاب الزينة، باب : الكحل، وأخرجه أبو داود فى الطب، وفى اللباس، باب : فى الأمر بالكحل، وأخرجه ابن ماجة فى كتاب الطب، باب : الكحل بالإثمد.

* * *

حديث : ٥٤– حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "عَلَيْكُمْ بِالإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ "

হাদীস : ৫৪. হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইছমিদ সুরমা তোমাদের ব্যবহার করা উচিৎ। কারণ, এর ব্যবহারে চোখের জ্যোতি বাড়ে এবং চোখের পাতার লোম গজায়।

শব্দবিশ্লেষণ :

عليكم ঃ এটি اسم فعل অর্থাৎ, ألزموا বাধ্যতামূলক করে নাও।

তাশরীহ : আলোচ্য হাদীসসমূহে ইছমিদ সুরমা ব্যবহারের প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে। কিন্তু এটা সকল চোখের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। শুধু ঐ সকল চোখের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেগুলোর জন্য এটা উপযোগী বিবেচিত হয়। নতুবা কোন কারণবশত কারোর জন্য ক্ষতিকরও হতে পারে। যেমনটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সকল হাদীসের প্রেক্ষিতে উলামায়ে কেরাম বলেন, সুরমা ব্যবহার করা

সুন্নত।

◈ আল্লামা বাজুরী বলেন,

الاكتحال عندنا معاشر الشافعية سنة للأحاديث الواردة فيه. المواهب اللدنية، صـ٦٢.

◈ আল্লামা শামী লিখেন,

اعلم أن الكحل مطلقا سنة سيد المرسلين. رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة.

বিশেষ করে ইছমিদ সুরমা ব্যবহার করা উত্তম। ইছমিদ ছাড়া অন্য সুরমা ব্যবহার করলেও সুন্নত পালন হয়ে যাবে।

أحوال الرواة

إبراهيم بن المستمر : بصيغة اسم الفاعل من الاستمرار، قال النسائى صدوق.

عثمان بن عبد الملك : مستقيم لين، قال ابو حاتم منكر الحديث، وقال أحمد ليس بذاك.

سالم : أى بن عبد الله بن عمر بن الخطاب تابعى جليل أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، كان رأسا فى العبادة والزهد كان يلبس بدرهمين وقد انتهت نوبة العلم إليه وأقرانه مثل علىّ زين العابدين بن سيدنا الحسين.

درجة الحديث : حسن بشواهده.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه إبن ماجة فى سننه، باب : الكحل بالإثمد، رقم : ٣٤٩٥.

(٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي لِبَاسِ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[وفيه (١٧) حديثا]

অনুচ্ছেদ :: ৮

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পোশাক

حديث : ٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو تُمَيْلَةَ، وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : "كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصُ "

হাদীস : ৫৫. হযরত উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সবচে পসন্দনীয় পোশাক ছিল জামা।

শব্দবিশ্লেষণ :

لباس ঃ ما يُلبس অর্থাৎ, পোশাক, পরিচ্ছদ, পরিধেয় বস্ত্র।

القميص ঃ হাতা, গলা, ইত্যাদিসহ শরীরের মাপে কেটে ও সেলাই করে শরীরের ঊর্ধ্বাংশে পরিধানের জন্য প্রস্তুত সকল পোশাককে আরবীতে 'কামীস' বলা হয়। ব্যাপক অর্থে জুব্বা, পাঞ্জাবী, শার্ট, কামিজ, পিরহান ইত্যাদি সব কিছুই আরবীতে কামীস বলে গণ্য।

(تحفة الأحوذى، جـ٥، صـ٣٧٢، جمع الوسائل : صـ١٣١)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কামীস ছিল বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত আরবীয় জুব্বার মত।

المشهور فى الرواية أن لفظ أحب اسم لكان فيكون مرفوعا والقميص خبره فيكون منصوبا وروى عكس، القميص ماخوذ من التقمص بمعنى التقلب لتقلب الإنسان فيه.

পোশাকের প্রকারভেদ ও হুকুম

তাশরীহ : ১. মানুষের কোনো পোশাক ফরয, কোনোটি মুস্তাহাব, কোনোটি হারাম, কোনোটি মুবাহ হয়। ফরয পোশাক এতটুকু, যদ্বারা

সতর ঢাকা যায়। মুস্তাহাব ঐটি, যার ব্যাপারে শরীআত কর্তৃক উৎসাহ দান করা হয়েছে। যেমন দুই ঈদে উত্তম পোশাক পরিধান করা। মাকরূহ ঐ পোশাক, যা পরিধান না করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন ধনীদের সর্বদা ছিন্ন ও পুরাতন কাপড় পরিধান করা। হারাম ঐ পোশাক যা শরীআতে নিষিদ্ধ। যেমন পুরুষের জন্য ওজর ব্যতীত রেশমী কাপড় পরিধান করা।

কামীস প্রিয় পোশাক কেন?

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন প্রকারের পোশাক পরিধান করতেন। অগণিত হাদীসের আলোকে দেখা যায় যে, ব্যবহারের আধিক্যের দিক থেকে ইযার ও রিদা বা সেলাইবিহীন লুঙ্গি ও চাদরই তিনি সবচে বেশি ব্যবহার করতেন। তাঁর সময়ে তাঁর সমাজে ইযার ও রিদার প্রচলনই ছিল সবচেয়ে বেশি। তবে কামীস বা জামাও পরিচিত ও ব্যবহৃত ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'কামীসকেই' অধিক পসন্দ করতেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। স্বভাবত এখানে প্রশ্ন হয়, চাদর ও লুঙ্গিই তৎকালীন আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত পোশাক ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সর্বাধিক ব্যবহার করতেন চাদর ও লুঙ্গি। তথাপি অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত পোশাক কামীস বা জামা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বেশি প্রিয় পোশাক ছিল কেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, লুঙ্গি, চাদর ইত্যাদি পোশাকের চেয়ে কামীস দেহ আবৃত করার জন্য বেশি সহায়ক ও ব্যবহারের জন্য বেশি সহজ। খোলা লুঙ্গি ও চাদর পরিধান অবস্থায় অসাবধান হলে 'সতর' অনাবৃত হয়ে যেতে পারে। এ জন্য পরিধানকারীকে সদা সতর্ক থাকতে হয়। এ ছাড়া এ ধরনের খোলা পোশাক পরিধান অবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের অঙ্গ সঞ্চালন করতে অসুবিধা হয়। পক্ষান্তরে একটি কামীস 'সতর'সহ শরীরের ঊর্ধ্বাংশ ও নিম্নঅংশ অত্যন্ত সুন্দরভাবে আবৃত করে রাখে। সহজে সতর অনাবৃত হওয়ার ভয় থাকে না। কামীস পরিহিত অবস্থায় চলাফেরা ও কর্ম করা সহজ হয়। তা ছাড়া কামীস দ্বারা সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। লুঙ্গি ও চাদর দ্বারা সৌন্দর্য কম হয়। বাহ্যত এ সব কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কামীস পরিধান করা

অধিক পসন্দ করতেন। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কামীস পরিধানের উল্লেখ রয়েছে। এভাবে হাদীস দ্বারা কামীস পরিধানের ফযীলত প্রমাণিত হয়। লুঙ্গি-চাদরের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন ফযীলত বর্ণিত হয়নি।

أحوال الرواة

الفضل بن موسى : من ثقات صغار التابعين، قال الذهبي ما علمت فيه لينا إلاّ ما روى عن ابن المديني أنه قال : له مناكير روى عن هشام بن عروة وطبقته وعنه ابن راهوية وخلق، خرج له الستة.

ابو تُميلة : بالتصغير كعبيدة ووهم من قال بالمثلثة، هو يحى بن واضح الأنصارى، قال أحمد لا بأس به، وقال ابن معين ثقة، قال الذهبي ووهم ابن الجوزى كأبي حاتم حيث ضعفاه، أخرج حديثه الستة.

زيد بن حباب كتراب : قال الذهبي لا بأس به، وقال ابن حجر صدوق، ويخطئ في حديث الثورى.

عبد المؤمن بن خالد : قال أبو حاتم لا بأس به، وقال الذهبي صدوق، خرج له أبو داود والمصنف.

درجة الحديث : إسناده حسن.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى كتاب اللباس، باب : ما جاء فى القميص، والنسائى فى الزينة، باب : لبس القميص، وابن ماجة فى كتاب اللباس، باب : لبس القميص، والمصنف فى جامعه، باب : ماء فى القميص.

* * *

حديث : ٥٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : "كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصُ "

হাদীস : ৫৬. হযরত উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সর্বাধিক প্রিয় পোশাক ছিল জামা।

أحوال الرواة

عبد المؤمن بن خالد : قال أبو حاتم لا بأس به، وذكره ابن حبان فى الثقات، قال الـزين العراقى وليس له عند المؤلف إلاّ هذا الحديث، قوله : قالت كان أحب الثياب الخ، المتن واحد وإنما أعاده لاختلات الإسناد، فقصد تاكيد الأول.

ومن أخرج هذا الحديث : سبق تخريجه برقم ٥٥

* * *

حديث : ٥٧– حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِد، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّه، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : "كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهُ الْقَمِيصُ "، قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : "هَكَذَا قَالَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ فِي حَدِيثِهِ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّه، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي تُمَيْلَةَ مثل رِوَايَةِ زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ، وَأَبُو تُمَيْلَةَ يَزِيدُ فِي هَذَا الحديث : عَنْ أُمِّه، وَهُوَ أَصَحُّ.

হাদীস : ৫৭. হযরত উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সব পোশাক পরিধান করতেন, তার মধ্যে জামাই ছিল তাঁর অধিক পসন্দনীয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

قوله يلبسه : الجملة حالية أى حال كونه يلبسه لا يفرشه، قوله : القميص خـبر كـان واسْمه أحب الثياب.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন প্রকারের কামীস পরতেন

তাশরীহ : ১. বিভিন্ন হাদীসের আলোকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন প্রকারের কামীস পরিধান করতেন। কোনোটির ঝুল ছিল টাখনু পর্যন্ত। কোনোটি কিছুটা খাট হাঁটুর নিম্নভাগ পর্যন্ত ছিল। কোনোটির হাতা ছিল হাতের আঙ্গুলের প্রান্ত পর্যন্ত। কোনোটির হাতা কিছুটা ছোট এবং কব্জি পর্যন্ত ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেনঃ

أن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبس قميصا وكان فوق الكعبين وكان كُمّاهُ مع الأصابع، أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان، جـ٥، باب : فى الملابس والأوانى، فصل فى التواضع فى اللباس، وأخرجه حاكم فى المستدرك فى كتاب اللباس وقال هذا حديث صحيح الإسناد، وقال الذهبى : قلت مُسلِم تالِف، وابن ماجة فى السنن فى كتاب اللباس، باب كم القميص كم يكون؟

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কামীস পরিধান করেন, যার ঝুল ছিল তাঁর টাখনুদ্বয়ের উপর পর্যন্ত এবং তার হাতা হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত ছিল। হাদীসটির সনদ সামগ্রিক বিচারে গ্রহণযোগ্য।

◈ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ বলেন,

كان كُمُّ يد رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الرسغ، أخرجه الترمذى فى كتاب اللباس، باب : ما جاء فى القميص، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামার হাতা কব্জি পর্যন্ত ছিল।

◈ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) বলেন,

كان على رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الحديبية قميص من قطن وجبة محشوّة ورداء وسيف، رواه الطبرانى فى الاوسط وفيه إسماعيل بن يحى بن عبد الله التيمى وهو ضعيف بإحالة مجمع الزوائد، جـ٦، صـ١٥٤، كتاب المغازى والسير.

হুদায়বিয়ার দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গায়ে একটি সুতির কামীস, একটি মোটা জুব্বা, একটি চাদর ও একটি তরবারি ছিল।

◈ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন,

أن رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان له قميص من قطن قصير الطول قصير الكمين، أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان، باب الملابس والأوانى، فصل فى التواضع فى اللباس، المطالب العالية : جـ٣، صـ١١.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি খাট ঝুল ও খাট হাতা বিশিষ্ট সুতির কামীস ছিল।

মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন যে, এ হাদীসে খাট হাতা বলতে কব্জি পর্যন্ত প্রলম্বিত হাতা বুঝানো হয়েছে। জামার হাতার দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে দুই প্রকার বর্ণনা আছে। আঙ্গুলের প্রান্ত পর্যন্ত ও কব্জি পর্যন্ত। এ হাদীসটিকে তাঁরা দ্বিতীয় বর্ণনার সমার্থক বলে মনে করেছেন। অর্থাৎ, লম্বা হাতা বলতে আঙ্গুল ঢাকা হাতা আর খাট হাতা বলতে কব্জি পর্যন্ত হাতা বুঝানো হয়েছে। আর খাট ঝুল বলতে হাঁটুর কিছুটা নিচে পর্যন্ত ঝুলে থাকা বুঝান হয়েছে। বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, তৎকালীন আরবগণ কামীসের নিচে কোন পাজামা বা লুঙ্গি না পরে শুধু একটি কামীস পরিধান করেই চলাফেরা ও সালাত আদায় করতেন। এতে স্বভাবতই বুঝা যায় যে, কামীসের ঝুল খাট হলে তা সর্বাবস্থায় হাঁটুর কিছুটা নিচে থাকত। তাই মনে হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামার ঝুল কখনো টাখনুর উপর পর্যন্ত থাকত এবং কখনো কিছুটা উপরে হাঁটুর কিছু নিচে পর্যন্ত তার ঝুল থাকত।

তা ছাড়া এ হাদীসটির সনদ দুর্বল। সহীহ হাদীসের মোকাবেলায় এ প্রকারের হাদীসের উপর নির্ভর করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

টাখনুর নিচে পোশাক পরা মাকরূহ তাহরিমী

২. পুরুষের পোশাক পরিধানের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বিশেষ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি পুরুষের পোশাকের নিম্ন প্রান্ত পায়ের গোড়ালী থেকে কিছু উপরে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং গোড়ালীর নিচে পাজামা, লুঙ্গি, জামা বা কোনো পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লুঙ্গি ও জামা সর্বদা 'টাখনুর' উপরে থাকত। সাধারণত তাঁর পোশাকের নিম্নপ্রান্ত হাঁটু ও গোড়ালীর মাঝামাঝি বা 'নিসফে সাক' পর্যন্ত থাকত। বিভিন্ন হাদীসে তিনি মুসলিম উম্মাহর পুরুষগণকে এভাবে পোশাক পরিধান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং পুরুষের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে টাখনু আবৃত করে পোশাক পরিধান করা নাজায়েয। টাখনুর উপরে পরা জায়েয। পায়ের নলার মাঝামাঝি বা 'নিসফে সাক' পর্যন্ত পরা মুস্তাহাব। হযরত আবূ হুরাইরা, আব্দুল্লাহ ইবনে

উমার ও অন্যান্য সাহাবী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء، أخرجه البخارى فى اللباس، باب : من جر ثوبه من الخيلاء وباب قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده وباب جر ثوبه من غير خيلاء وفى فضائل أصحاب النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باب : لوكنت متخذا خليلا، وأخرجه مسلم فى اللباس والزينة، باب : تحريم جر الثوب خيلاء الخ، وابوداود فى اللباس، باب : ما جاء فى إسبال الإزار والنسائى فى الزينة، باب : التغليظ من جر الإزار وابن ماجة فى اللباس، باب : من جر ثوبه خيلاء.

যে ব্যক্তি গর্বভরে নিজের পোশাক ভুলুণ্ঠিত করে পরিধান করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। (উল্লেখ্য যে, ইচ্ছাকৃতভাবে কাপড় ঝুলিয়ে পরাই অহংকার, শুধু অনিচ্ছাকৃতভাবে ঝুলে পড়লে দোষ হবে না।)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

الإسبال فى الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.

أخرجه أبو داود فى اللباس، باب فى قدر موضع الإزار.

লুঙ্গি, জামা ও পাগড়ি কোন কিছুই অহংকার বশত পায়ের গিরার নিচে ঝুলানো যাবে না। যদি কেউ কোন প্রকারের পোশাক ভুলুণ্ঠিত করে পরে, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। এখানে পাগড়ির কথা এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যেন মুমিন বুঝতে পারে যে, সকল প্রকারের পোশাকই এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

◈ হযরত আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الإزار إلى نصف الساق وإلى الكعبين لا خير في أسفل من ذلك، أخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد، باب : الإزار وموضعه، وقال رواه أحمد والطبرانى فى الاوسط، ورجال أحمد رجال صحيح.

(মুমিনের) ইযার তার পায়ের নলার মাংসপেশী পর্যন্ত থাকবে। এর পর

পায়ের গিরা বা টাখনু পর্যন্ত। এর নিচে কোন কল্যাণ নেই।

◈ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার বলেন,

مررت على رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفى إزارى استرخاء فقال يا عبد الله إرفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم إلى أيــن فقــال أنصاف الساقين، أخرجه مسلم فى كتاب اللباس والزينة، باب : تحريم جر الثوب خيلاء الخ.

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দিয়ে গমন করছিলাম। তখন আমার ইযারটি ঝুলে ছিল। তিনি বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তোমার ইযার উঠাও। তখন আমি ইযার উঁচু করে পরলাম। তিনি বললেন, আরো উঁচু কর। তখন আমি আরো উঁচু করলাম। তখন থেকে আমি সর্বদা এরূপ উঁচু করেই ইযার পরিধান করতে সদা সচেষ্ট থাকি। উপস্থিত কেউ বললেন, কোন্ পর্যন্ত? তিনি বললেন, নিসফে সাক পর্যন্ত।

হাদীসের কিতাব অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, এ বিষয়ের অধিকাংশ হাদীসে ইযার বা লুঙ্গির কথা বলা হয়েছে এবং কোন কোন হাদীসে পোশাক বলা হয়েছে। এ সকল হাদীসের নির্দেশনা হল, মুমিনের কোন পোশাকই ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলুণ্ঠিত হবে না। অধিকাংশ হাদীসে ইযারের কথা বলার কারণ, আরবগণ শরীরের নিম্নাংশ আবৃত করার জন্য সাধারণত ইযার বা খোলা লুঙ্গি পরিধান করতেন। পাজামা ইত্যাদির প্রচলন কম ছিল। তা সত্ত্বেও অনেক হাদীসে ইযার শব্দের পরিবর্তে 'ثوب' অর্থাৎ কাপড় বা পোশাক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে বিশেষভাবে বিভিন্ন প্রকারের পোশাকের নাম বলা হয়েছে। যেমন আমরা উপরে কিছু হাদীস উল্লেখ করেছি। কামীস জামা এবং জুব্বার বিধানও একই। সুতরাং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) বলেন,

ما قال رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى الإزار فهو فى القميص، أخرجه أبــو داود فى سننه، كتاب اللباس فى قدر موضع الإزار.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইযার (লুঙ্গির) বিষয়ে যা কিছু বলেছেন, তা সবই কামীস বা জামার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হাদীসটির সনদ সহীহ।

গোল জামা পরা উত্তম

৩. কিছু হাদীসের আলোকে গোল বা শেগাফবন্দ জামা পরা উত্তম মনে হয়। আব্দুর রহমান ইবনু আবূ বকর বলেন,

أمنا جابر بن عبد الله فى قميص ليس عليه رداء فلما انصرف قال إنى رأيت رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلى فى قميص، أخرجه أبو داود فى كتاب الصلوة، باب : الرجل يصلى فى قميص واحد.

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) একটি মাত্র কামীস পরিধান করে আমাদের ইমামতি করেন। তাঁর গায়ে কোন চাদর ছিল না। সালাত শেষে তিনি বলেন, আমি দেখেছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি মাত্র জামা পরিধান করে সালাত আদায় করতেন। (আবূ দাউদ শরীফ)

◈ তাবিয়ী মুজাহিদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণনায় বলেন,

أنه صلى فى قميص ليس عليه شئ غيره، أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه.

তিনি একটি মাত্র কামীস পরিধান করে সালাত আদায় করেন। তাঁর গায়ে সেই কামীসটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

তাবেয়ী মুজাহিদ বলেন, আমি ইবনে উমার (রা.) কে প্রশ্ন করলাম :

أى ثوب واحد أحب إليك ان أصلى فيه، قال القميص، أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى، جـ٢، صـ٢٣٩.

শুধু একটি মাত্র কাপড়ে যদি আমাকে সালাত আদায় করতে হয়, তাহলে কোন্ কাপড় আপনি বেশি পসন্দ করেন? তিনি বলেন, কামীস।

◈ সালামা ইবনুল আকওয়া (রা.) বলেন, আমি বললাম,

يا رسول الله! إنى أكون فى الصيد وليس علىَّ إلاّ قميص أفأصلى فيه، قال وزره عليك ولو بشوكة، أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب الصلوة، باب : الرجل يصلى فى قميص واحد.

হে আল্লাহর রাসূল! আমি শিকারে থাকি এবং আমার গায়ে একটি মাত্র জামা ছাড়া কিছুই থাকে না। আমি কি তা পরিধান করেই সালাত আদায় করব? তিনি বললেন, তোমার জামাটির বোতাম আঁটবে একটি কাঁটা দিয়ে

হলেও। (আবূ দাউদ শরীফ)

অনুরূপভাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবূ উমামাহ, হযরত মুআবিয়া (রা.) ও অন্যান্য অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী একটি মাত্র কামীস পরিধান করে সালাত আদায় করেছেন এবং করার অনুমতি প্রদান করেছেন।

দ্রষ্টব্য :

المصنف لابن أبي شيبة مع التحقيق لمحمد عوامة.

كتاب الصلوة، باب : فى الصلوة فى الثوب الواحد،جـ٤، صـ٣٣٤.

এই হাদীসগুলো থেকে স্পষ্টত প্রমাণিত হয়, সাহাবী ও তাবিয়ীগণ শেগাফবন্দ কামীস পরিধান করতেন। তা ছাড়া হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কামীস অধিক পসন্দনীয় হওয়ার কারণ ছিল, জামা দেহ আবৃত করার জন্য বেশি সহায়ক। আর শেগাফবন্দ হলে পরিপূর্ণ আবৃত হয়। আমাদের দেশে এই প্রকার জামাকে জুব্বা বলে।

তবে শেগাফ খোলা নিসফে সাক কাটা জামাকে ফাসেকের জামা বলা, মাকরূহ বলা বাড়াবাড়ি। পাক-ভারত উপমহাদেশের অধিকাংশ উলামা-মাশায়েখ এ ধরনের জামা বেশি পরে থাকেন। কাজেই এটা لباس الصالحين এর অন্তর্ভুক্ত। والله أعلم

أحوال الرواة

زياد : كعماد، والبغدادى نسبة إلى البلد المشهور وهو مدينة السلام، ثقة حافظ، خرج له الشيخان.

أبو تميلة : كعبيدة، وقوله : عن أمه قال الزين العراقى يحتاج الحال إلى معرفة حالها ولم أر من ترجمها، قال المناوى وهكذا سكت عن حالها غير واحد من شراح الشمائل ولم يذكرها الحافظ فى المبهمات وذكر فى مشايخ ابن بريدة، أباه دون أمه.

قال أبو عيسى : غرض المصنف بهذا الكلام أن عبد المؤمن روى عنه الفضل بن موسى وزيد بن حباب فقالا عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة ولم يذكرا واسطة أم بريدة وروى عنه أبو تميلة أيضا، لكن اختلف عليه فى إسناده فروى عنه ابن حميد بدون ذكر

الواسطة وروى عنه زياد بن أيوب بواسطة الأم وتابع زيادا على هذه الزيادة غير واحد فالراجح وجود الواسطة فى هذه الرواية وحكى المصنف فى جامعه عن البخارى أن حديث ابن بريدة عن أمه أم سلمة أصح كما سياتى، وقوله : أبو تميلة يزيد فى هذا الحديث عن أمه وهو أصح، قال الباجورى : الذى قرره العصام فى هذا المقام أن قوله وهو أصح.

مفعول يزيد، فقوله : عن أمه ليس مفعول يزيد وانما أتى به تعيينا لمحل الزيادة والمعنى على هذا أن أبا تميلة يزيد فى هذا الحديث لفظا وهو أصح ومحل هذه الزيادة بعد قوله عن أمه وقرر بعضهم أن المزيد هو قوله عن أمه وجعل قوله وهو أصح من كلام المصنف لا من كلام أبى تميلة والمعنى على هذا أن أبا تميلة فى هذا الحديث يزيد لفظ عن أمه وهذا الإسناد الذى فيه زيادة عن أمه أصح من الإسناد الذى فيه إسقاطها وهذا التقرير هو المتبادر لكن أورد عليه أن قوله أبو تميلة يزيد الخ،

معلوم مما تقدم فى الإسناد فهو زيادة لا فائدة فيها واعتذر عنه بانه تاكيد لما سبق،

قال الشيخ زكريا رح : قلت واختار القارى والمناوى أيضا ما قرره العصام والظاهر عندى الثانى وما أوردوا عليه من أنه تكرار لا فائدة فيه غير صحيح لأنه لم يعرف مما سبق أن الزيادة من أبى تميلة أو من الرواة عنه ولذا قال المصنف فى الجامع روى بعضهم هذا الحديث عن أبى تميلة عن عبد المؤمن عن عبد الله بن بريدة عن أمه أم سلمة، وسمعت محمد بن إسماعيل قال حديث ابن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصح، وانما يذكر فيه أبو تميلة عن أمه اهـ، فهذا قوله انما يذكر أبو تميلة مثل قوله أبو تميلة يزيد لا فرق بينهما.

ومن أخرج هذا الحديث : سبق تخريجه.

* * *

حديث : ٥٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ بُدَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيَّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ : "كَانَ كُمُّ قَمِيصِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرُّسْغِ".

হাদীস : ৫৮. আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামার হাতা ছিল কব্জি পর্যন্ত।

শব্দ বিশ্লেষণ :

كم ঃ بضم الكاف وتشديد الميم- জামার আস্তিন, হাতা।

الرسغ ঃ بضم الراء وسكون السين- হাতের কব্জি।

তাশরীহ :

জামার হাতা কব্জি পর্যন্ত হওয়া উত্তম

১. জামার হাতা কব্জি পর্যন্ত হওয়া আরামদায়ক। এর চেয়ে লম্বা হলে ঝামেলা সৃষ্টি করে। আর খাট হলে ঠাণ্ডা লাগে, ময়লা লাগে। خير الأمور أوسطها

২. এ হাদীসটি বাহ্যত ঐ হাদীসের পরিপন্থী মনে হয়, যাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামার হাতা আঙ্গুলের প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্নভাবে এর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়,

(ক) প্রত্যেকটিকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। অর্থাৎ কখনো আঙ্গুলের প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা হাতার জামা পরতেন। কখনো কব্জি পর্যন্ত লম্বা হাতার জামা পরতেন।

(খ) আস্তিন যখন সংকুচিত হয়ে থাকতো, তখন কব্জি পর্যন্ত থাকতো, আর যখন ছাড়া থাকতো তখন কব্জি অতিক্রম করে যেত।

(গ) প্রত্যেকে অনুমান করে বলেছেন। হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (র.) بذل المجهود কিতাবে লিখেছেন, কব্জি পর্যন্তের রেওয়ায়েতগুলো উত্তম হওয়ার উপর প্রয়োগ করা হবে। আর যে রেওয়ায়েতে কব্জির নিচের কথা বলা হয়েছে, সেটিকে বৈধতার উপর প্রয়োগ করা হবে। আল্লামা জাযারী লিখেছেন, জামার হাতা কব্জি পর্যন্ত হওয়া সুন্নত। চোগা ইত্যাদির হাতা কব্জির নিচে পর্যন্ত হতে পারে। তবে আঙ্গুল অতিক্রম না করা চাই।

أحوال الرواة

معاذ بن هشام : بضم الميم، قوله حدثنى أبى أى هشام بن عبد الله أبو بكر الدستوائى بفتح الدال وسكون السين وضم التاء وفتح الواو وبعد الألف ياء، النسبة وإنما قيل له الدستوائى لأنه كان يبيع الثياب، الدستوائية فنسب إليها وهى ثياب تجلب من بلدة من بلاد الأهواز، يقال : لها دستواء، وقال فى الكاشف : كان يطلب العلم لله وقال أبو داود الطيالسى كان هشام أمير المؤمنين فى الحديث وقد قصر نظر العصام فى هذا المقام فادعى أنه مجهول.

بديل : بدال مهملة ومصغرا، وقوله ابن ميسرة بفتح الميم وسكون الياء وفتح السين وفى نسخ ابن صليب بالتصغير والصواب الأول، لأنه لم يثبت ابن صليب وقوله : العقيلى بالتصغير وهو نعت لابن ميسرة فهو بالنصب وثقه جماعة.

شهر : كفلس، وقوله ابن حوشب كجعفر، روى عن ابن عباس وابى هريرة وروى عنه ثابت وغيره وثقه أحمد وابن معين وغيرهما وقال ابن حجر صدوق ربما وهم، وقال ابن هارون ضعيف.

أسماء بنت يزيد : بفتح الهمزة والمد، الأنصارى صحابية، لها أحاديث، أنها قتلت يوم اليرموك تسعة بخشبة وقتلت أيضا جماعة من الروم كما فى التقريب.

درجة الحديث : حسن.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب اللباس، باب : ما جاء فى القميص، والمصنف فى جامعه، كتاب اللباس، باب : ما جاء فى القميص.

* * *

حديث : ٥٩- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ لِنُبَايِعَهُ، "وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ، أَوْ قَالَ : زِرُّ قَمِيصِهِ مُطْلَقٌ قَالَ : فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ، فَمَسَسْتُ الْخَاتَمَ "

হাদীস : ৫৯. কুররা ইবনে ইয়াস (রা.) বলেন, আমি মুযাইনা গোত্রের একদল লোকের সাথে বাইআত হওয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হলাম। তখন তাঁর জামার বোতাম খোলা ছিল। আমি (বরকত লাভের উদ্দেশ্যে) তাঁর জামার গলার ভিতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মুহরে নবুওয়াত স্পর্শ করলাম।

শব্দবিশ্লেষণ :

رهط ঃ بفتح الراء وسكون الهاء- এ শব্দটি اسم جمع -এর একবচন আসে না। তিন থেকে দশ, ভিন্ন মতে চল্লিশ পর্যন্তের দল বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। সাধারণত দল, গোষ্ঠি, গোত্র অর্থেও আসে। এখানে مع رهط অর্থ فى رهط - এবং সাধারণ দল উদ্দেশ্য।

مزينة ঃ بالتصغير- মুযারের একটি শাখা গোত্র। এটি একজন মহিলার নাম। তার নামে এ গোত্রের নামকরণ করা হয়েছে।

لنبايعه ঃ এখানে বাইআত দ্বারা উদ্দেশ্য ইসলাম কবুল করা।

مطلق ঃ মুক্ত, বাধাহীন, খোলা।

زر ঃ بكسر الزاء- বোতাম।

جيب ঃ بفتح الجيم- পকেট, গলাবন্দ, জামার গলা, জামার বুক, জামার ঐ অংশ যা মাথা ঢোকানোর জন্য কেটে বানানো হয়।

তাশরীহ :

১. হযরত কুররাহ ইবনে ইয়াস যখন ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়েছিলেন, তখন তাঁর জামার গলা খোলা ছিল। তিনি জানতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহরে নবুওয়াত কোথায় আছে। তাই মোক্ষম সুযোগ মনে করে বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে জামার গলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে তিনি মুহরে নবুওয়াত স্পর্শ করলেন। বাহ্যত এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারের আদবের পরিপন্থী। সম্ভবত হযরত কুররাহ সর্ব প্রথম দরবারে নবুওয়াতে এসেছিলেন বিধায় আদব সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিলেন না। বা মুহরে নবুওয়াত যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের দলীল ছিল, তাই কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণের

উদ্দেশ্যে এই দলীলটি অবলোকনে আগ্রহী হতেন। যেমন হযরত সালমান ফারসী (রা.) তাহকীক করে ছিলেন। হয়ত হযরত কুররাহও এ উদ্দেশ্যে মুহরে নবুওয়াত স্পর্শ করেছিলেন। এমন ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বাধা দিতেন না। (أقرب الوسائل)

এ হাদীসের বর্ণনাকারী উরওয়া বলেন, আমি শীত হোক বা গ্রীস্ম হোক কখনই কুররা (রা.) বা তাঁর পুত্র মুআবিয়াকে জামার বোতামগুলো লাগানো অবস্থায় দেখিনি। সর্বদাই তাঁরা তাঁদের জামার বোতামগুলো খোলা রাখতেন। (আবূ দাউদ শরীফ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫০)

ভালবাসা ও ভক্তি সাহাবীগণকে কিভাবে সর্বাত্মক অনুকরণে উদ্বুদ্ধ করত- তা আমরা এ ঘটনায় দেখতে পাচ্ছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বোতাম লাগানো বর্জন করেছিলেন। কেন করেছিলেন তা সাহাবীর প্রশ্ন নয়। তা বর্জন করা জায়েয না মুস্তাহাব তাও বিবেচ্য নয়। কোনো যুক্তি দিয়ে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা নয়। শুধু অনুকরণ ও অনুসরণ করার আগ্রহ। সাহাবীদের এই নবী প্রেমের বদৌলতেই আজ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি ভাবভঙ্গি পর্যন্ত উম্মতের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। جزا الله عنا أحسن الجزاء

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামার বোতাম

বিভিন্ন হাদীসের আলোকে মনে হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জামার বোতাম ছিল। তবে তিনি সাধারণত বোতাম লাগাতেন না।

◈ তাবিয়ী যাইদ ইবনে আসলাম বলেন,

رأيت ابن عمر يصلى محلول أزراره فسألته عن ذلك، فقال رايت النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعله.

أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه، باب : الرخصة فى الصلاة محلول الأزرار الخ، جـــ١، صـــ٣٨٢، والهيثمى فى مجمع الزوائد فى كتاب العلم، باب اتباعه فى كل شىء، جـــ١، صـــ٢٣٦.

আমি ইবনে উমার (রা.)-কে দেখলাম, জামার বোতাম খুলে সালাত আদায় করছেন। আমি এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন,

আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি। হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।

তাবিয়ী উরওয়া ইবনে আব্দুল্লাহ তাবিয়ী মুয়াবিয়া ইবনে কুররা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর আব্বা সাহাবী কুররা ইবনে ইয়াস (রা.) বলেছেন,

أتيت رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى رهط من مزينة فبايعناه وان قميصه لمطلق الأزرار قال فبايعته ثم أدخلت يدى فى جيب قميصه فمسست الخاتم قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلاّ مطلقى أزرارهما فى شتاء ولا حر ولا يزروان أزرارهما أبدا.

أخرجه أبو داود فى كتاب اللباس باب : فى حل الأزرار.

আমি মুযাইনা গোত্রের একটি প্রতিনিধিদলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করলাম এবং তাঁর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করলাম। এ সময়ে তাঁর জামার বোতামগুলো খোলা ছিল। আমি প্রথমে বাইয়াত গ্রহণ করলাম এবং এরপর জামার গলার ভিতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে (তাঁর পিঠে) মুহরে নবুওয়াত স্পর্শ করলাম। উরওয়া বলেন, আমি শীত হোক বা গ্রীষ্ম হোক কখনই কুররা (রা.) বা তাঁর পুত্র মুআবিয়াকে জামার বোতামগুলো লাগান অবস্থায় দেখিনি। সর্বদাই তাঁরা তাঁদের জামার বোতামগুলি খুলে রাখতেন।

এ সকল হাদীস থেকে মনে হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামার তিন বা ততোধিক বোতাম ছিল। তিনি এ সকল বোতামের কোনো বোতামই লাগাতেন না। ফলে জামার গলার পিঠের দিক থেকে জামার ভেতর হাত প্রবেশ করিয়ে পিঠের মুহরে নবুওয়াত স্পর্শ করা সহজ ছিল।

এ অর্থে আরো কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেগুলো থেকে জানা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামার বোতাম খোলা অবস্থায় ব্যবহার করতেন এবং এভাবেই সালাত আদায় করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

عن ابن عباس قال دخلت على رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يصلى محتبيا محل الأزرار.

رواه الهيثمى فى مجمع الزوائد كتاب الصلوة باب الصلاة فى الثوب الواحد وأكثر منه، جـ٢، صـ١٤٤.

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি জামা পরিহিত অবস্থায় বোতাম খুলে নামাজ আদায় করেছিলেন।

পরবর্তীকালে অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী এভাবে জামার বোতাম খুলে রাখতেন এবং এভাবেই বোতাম খোলা অবস্থায় সালাত আদায় করতেন।

কাসীর ইবনে যায়েদ বলেন,

رأيت سالما وهو يصلى محللة أزراره.

أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه كتاب الصلاة باب فى الرجل يصلى محلولة أزراره.

আমি তাবিয়ী সালেম ইবনে আব্দুল্লাহকে দেখেছি তিনি জামার বোতাম খোলা অবস্থায় নামায আদায় করছেন।

তবে উপরের হাদীসগুলোর ব্যাখ্যায় কোনো কোনো আলেম বলেছেন যে, "বোতামগুলো খোলা ছিল" অর্থ তাঁর জামা বোতামমুক্ত বা বোতাম বিহীন ছিল।

قال القارى قال ميرك وقد أخرج البيهقى فى شعبه هذا الحديث من طريق أبي داود بلفظ وأن قميصه لمطلق ومن طريق أخرى فرأيته مطلق القميص وهذا يؤيد ان تكون روايـة الازرار برائين ولا يلزم ان يكون له زر وعروة بل المراد أن جيب قميصه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان مفتوحا بحيث يمكن ان يدخل فيه اليد من غير كلفة ويؤيد هذا ما ذكره ابن الجوزى فى الوفاء عن ابن عمر أنه قال ما اتخذ رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قميصا له زر، – مرقاة المفاتيح كتاب اللباس، الفصل الثانى، جـ٨، صـ٢٤٦، جمع الوسائل، باب : ما جاء فى لباس رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، صـ١٣٦.

অপর দিকে ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন,

وكان قميصه مشدود الأزرار وربما حلّ الأزرار فى الصلاة وغيرها – احياء علوم الـدين الجزء السابع بيان آدابه وأخلاقه فى اللباس، صـ١٣٢.

তাঁর জামার বোতামগুলো লাগানো থাকত। কখনো কখনো তিনি সালাতে ও সালাতের বাহিরে বোতামগুলি খুলে রাখতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বোতামগুলি খুলে রাখার বিষয়ে একাধিক হাদীস আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু বোতাম লাগিয়ে রাখার বিষয়ে কোন সনদসহ বর্ণনা আমি ক্ষুদ্র তালাশে পাইনি। والله اعلم

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামার নিচে লুঙ্গি পরতেন

৩. উপরের কয়েকটি হাদীসে আমরা দেখেছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামার বোতাম খুলে রাখতেন এবং সেই অবস্থায় সালাত আদায় করতেন। এ থেকে মনে হয় যে, তিনি তাঁর জামার নিচে লুঙ্গি বা পাজামা পরিধান করতেন। কারণ, অন্য একটি সহীহ হাদীসে সালামা ইবনে আকওয়া বলেন, আমি বললাম.

يا رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنى أكون فى الصيد وليس علىّ إلاّ قميص أفأصلى فيه، قال : وزره عليك ولو بشوكة.

أخرجه أبو داود فى كتاب الصلوة، باب : الصلوة فى قميص واحد.

হে আল্লাহর রাসূল! আমি শিকারে থাকি এবং আমার গায়ে একটিমাত্র জামা ছাড়া কিছুই থাকে না, আমি তা পরিধান করেই সালাত আদায় করব? তিনি বললেন, তোমার জামাটির বোতাম আঁটবে একটি কাঁটা দিয়ে হলেও। (আবূ দাউদ শরীফ)

বুঝা গেল, জামার নিচে অন্য কোনো পোশাক না থাকলে জামার বোতাম লাগাতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেকের মতে শুধু একটি মাত্র জামা পরে সালাত আদায় করলে বোতাম বন্ধ করা উত্তম।

(التمهيد لابن عبد البر، جـ٦، صـ٣٧٥)

أحوال الرواة

أبو عمار : بالتشديد، وقوله : ابن حريث بالتصغير وكذلك أبو نعيم وكذلك زهير أيضا وكذلك ابن قشير بقاف ومعجمة ثقة روى عن إبن سيرين وطائفة وعنه سفيان وغيره، خرج له أبو داود وابن ماجة.

معاوية بن قرة : بضم القاف وتشديد الراء، كان عالما عاملا ثقة، خرج له الستة.

عن أبيه : أى قرة بن إياس بن هلال صحابى، خرج له الأربعة، قوله : أو قال زر قميصه لمطلق، قال القسطلانى الشك من شيخ الترمذى أى وهو أبو عمار لا من معاوية وقال بعض الشراح الشك من معاوية لا عن دونه كما وهم.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه كتاب اللباس، باب : حل الأزرار.

* * *

حديث : ٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَلَيْهِ ثَوْبٌ قِطْرِيٌّ "قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ، فَصَلَّى بِهِمْ.وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ : سَأَلَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، أَوَّلَ مَا جَلَسَ إِلَيَّ، فَقُلْتُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فَقَالَ : لَوْ كَانَ مِنْ كِتَابِكَ، فَقُمْتُ لأُخْرِجَ كِتَابِي فَقَبَضَ عَلَيَّ ثَوْبِي ثُمَّ قَالَ : أَمْلِهِ عَلَيَّ ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لا أَلْقَاكَ، قَالَ : فَأَمْلَيْتُهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَخْرَجْتُ كِتَابِي فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ

হাদীস : ৬০. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)-এর উপর ভর করে বাইরে এসে লোকদের নামায পড়ান। তখন তাঁর গায়ে ছিল ইয়ামনী নকশী চাদর। তিনি চাদরটি কাঁধের উপর দিয়ে পরেছিলেন বা সে চাদর দ্বারা তিনি শরীর ঢেকে নিয়েছিলেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

يتكئ ঃ ভর করা, ভর দেওয়া, হেলান দেওয়া।

قطرىّ ঃ قَطَـرَ = بكسر القاف وسكون الطاء এর দিকে সম্বোধিত। তৎকালীন যুগের বাহরাইনের কাতার শহরে তৈরী এক প্রকারের উন্নত কাপড়। কেউ কেউ বলেছেন, ইয়ামনের তৈরী নকশী করা সুতার কাপড়। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, মোটা সুতি কাপড়।

توشح به ঃ পরিধান করা, কাঁধ থেকে জড়িয়ে পরিধান করা। মীরাক (রহ.) বলেছেন, এখানে উদ্দেশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাদরটি ডান হাতের নিচে দিয়ে বের করে মুহরিমের ন্যায় বাম কাঁধের উপর রেখে দিয়েছেন।

এভাবে কাপড় রেখে নামায পড়াকে কেউ কেউ মাকরূহ মনে করেন। অবশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জায়েয হওয়া প্রমাণ করতে এরূপ করেছেন। এতে তিনি ওয়াজিব পালনের সওয়াব পান। বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুজরা থেকে এভাবে বের হয়েছেন। কিন্তু নামাযের সময় তা পরিবর্তন করেছেন। আবার কেউ কেউ এখানে প্রথম

অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। (المواهب اللدنية، جمع الوسائل، خصائل نبوى)

তাশরীহ : এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু শয্যার সময়ের ঘটনা। দারাকুতনীর বর্ণনা থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

ففى رواية الدارقطنى أنه خرج بين أسامة بن زيد والفضل بن عباس إلى الصلوة فى مرضه الذى مات فيه فصلى بأصحابه.

এমনিভাবে বুখারী শরীফের বর্ণনা থেকেও সমর্থন পাওয়া যায়।

عن ابن عباس قال : خرج رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى مرضه الذى مات فيه وعليه ملحفة متغطيا به.

এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উসামার কাঁধে ভর করে এসেছিলেন। আবার কেউ কেউ অন্য কোন রোগের ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন।

উক্ত হাদীসের সনদে ইমাম তিরমিযী (রহ.) এক বিরল ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যদ্বারা হাদীসের প্রতি মুহাদ্দিসীনে কেরামের প্রবল আগ্রহ এবং পার্থিব জীবন তাঁদের কাছে কত তুচ্ছ ছিল- তার পরিচয় পাওয়া যায়। এ হাদীসের বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনুল ফাযল বলেন, হাদীসের বিশিষ্ট ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন আমার মজলিসে বসা মাত্রই এ হাদীসটি আমার নিকট জিজ্ঞেস করলেন। আমি পূর্ণ সনদসহ তা বর্ণনা করতে শুরু করলে তিনি বলেন, আপনার রেওয়ায়েতের কিতাব থেকে দেখে পড়লে আরো নির্ভরযোগ্য হতো। আমি কিতাব লওয়ার জন্য উঠতে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি আমার কাপড় চেপে ধরে বললেন, আগে হাদীসটি মুখস্থ লিখিয়ে যান, পরে কিতাব আনুন। কারণ, আপনার ঘর থেকে ফিরে আসার আগেই যদি মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে হাদীসটি শোনা থেকে আমি বঞ্চিতই থেকে যাব। কাজেই আমি স্মৃতি থেকেই হাদীসটি তাঁকে শুনালাম। তারপর কিতাব এনে তা থেকে পড়ে শুনালাম। আল্লাহু আকবর!

أحوال الرواة

عبد بن حميد : بتصغير الثانى أخرج حديثه مسلم وغيره.

محمد بن الفضل : المراد منه السدوسى الملقب بعارم، لأنه الذى أخرج عنه الترمذى فى الشمائل وروى عنه يحى بن معين ثقة ثبت تغير فى آخر عمره.

حبيب بن الشهيد : تابعي صغير، ثقة ثبت خرج له الستة.

قوله وقال عبد بن حميد : إنما أورد ذلك مع أنه ليس فيه بحث عن اللباس المبوب له تقوية للسند.

يحى بن معين : كمعجين، ذو المناقب الشهيرة الإمام المشهور الذى كتب بيده ألف ألف حديث اتفقوا على إمامته وجلاله فى القديم والحديث وناهيك بمن قال فى حقه أحمد كل حديث لا يعرفه يحي فليس بحديث. وقال السماع من يحى شفاء لما فى الصدور. وتشرف بأن غسل على السرير الذى غسل عليه المصطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحمل عليه.

قول أول ما جلس إلى : أى فى أول جلوسه إلى بتشديد الياء فأول منصوب بنزع الخافض وما مصدرية وكأنه سأله ليستوثق سماعه عنه، قال القارى لكن آخر الحديث يأبى عن هذا المعنى كما لا يخفى.

فقلت حدثنا حماد بن سلمة : أى شرعت فى تحديثه فقلت حدثنا حماد بن سلمة وقوله لو كان من كتابك أى فقال يحى لو كان تحديثك إياى من كتابك، ولو للتمنى فلا جواب لها أو شرطية وجوابها محذوف أى لكان أحسن لما فيه زيادة التوثق والتثبت، وقوله فقمت لأخرج كتابى أى كتاب روايتى من بيتى.

قوله ثم قال أمللهِ على : بلامين وفى بعض النسخ أمله بلام مشددة مفتوحة مع كسر الميم أو بسكون الميم وكسر اللام مخففة والمعنى على الكل اقره على من حفظك.

درجة الحديث : صحيح.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف رح.

* * *

حديث : ٦١- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً، ثُمَّ يَقُولُ : "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ".

হাদীস : ৬১. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো নতুন পোশাক পরিধান করলে তার নাম উল্লেখ করতেন। পাগড়ি, কামীস, চাদর যাই হোক তা উল্লেখ করে বলতেন, হে আল্লাহ! আপনারই সকল প্রশংসা। যেহেতু আপনিই আমাকে এ পোশাকটি পরিধান করিয়েছেন। আমি আপনার কাছে এর কল্যাণ ও মঙ্গল প্রার্থনা করছি। (বাকি থাকা, নষ্ট না হওয়া এবং)-এর উৎপাদনের মধ্যে যত কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে তা প্রার্থনা করছি। আর আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এর অমঙ্গল থেকে, এর উৎপাদনের মধ্যে যা কিছু অমঙ্গলকর রয়েছে তা থেকে।

শব্দবিশ্লেষণ :

استجد الثوب ঃ নতুন কাপড় পরিধান করা।

سماه ঃ নামকরণ করা, অভিহিত করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো নতুন কাপড় পরিধান করতেন, তখন খুশী প্রকাশার্থে তার নাম নিতেন। যেমন বলতেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে এ জামাটি বা পাগড়িটি দান করেছেন। অতঃপর দুআ পাঠ করতেন।

كسوتنيه ঃ (ن) পরানো, পরিধান করানো।

তাশরীহ : ১. কাপড়ের জাগতিক কল্যাণ হল, দীর্ঘকাল ব্যবহার করতে পারা, পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা। আখেরাতের কল্যাণ হল আনুগত্যের কাজে ব্যবহৃত হওয়া। উৎপাদনের কল্যাণ হল, শীত, গ্রীষ্ম থেকে রক্ষা পাওয়া, সৌন্দর্য লাভ করা, আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে ব্যবহৃত হওয়া, আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর আদায় করা। ইবাদতের ব্যাপারে সহায়ক হওয়া ইত্যাদি। আর উৎপাদনের অকল্যাণ হল, আল্লাহর নাফরমানীতে ব্যবহৃত হওয়া, অহংকার, আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি হওয়া।

২. ইসলামী জীবন-পদ্ধতির অন্যতম দিক হলো, সকল কর্মে হৃদয়কে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত রাখা ও তাঁর কাছে কল্যাণ, দয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করা। পোশাক পরিধানের সময়ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করতে শিক্ষা দিয়েছেন। নতুন পোশাক পরিধানের সময়ে আরো বিভিন্ন দুআ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

(١) ما أخرجه ابن ماجة والحاكم وصححه والمؤلف فى جامعه وحسنه من حديث عمر مرفوعا من لبس ثوبا جديدا فقال : الحمد الله الذى كسانى ما أوارى به عورتى وأتجمل به فى حياتى، ثم عمد إلى الثوب الذى أخلق فتصدق به كان فى حفظ الله وفى كنف الله وفى ستر الله حيا وميتا.

(٢) ما أخرجه الإمام أحمد والمؤلف فى جامعه وحسنه وأبوداود والحاكم وصححه وابن ماجة من حديث معاذ بن أنس مرفوعا من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذى كسانى هـذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه زاد أبو داود فى روايته وما تأخر.

(٣) ما أخرجه الحاكم فى المستدرك من حديث عائشة قالت قال رسول الله صَلَّى اللّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما اشترى عبد ثوبا بدينار أو نصف دينار فحمد الله عليه إلاّ لم يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله له.

قال الحاكم هذا حديث لا أعلم فى إسناده أحدا ذكر بجرح، والله أعلم.

(جمع الوسائل، المواهب اللدنية.)

নতুন পোশাক পরিধানকারীর শুভ কামনা করে দুআ করা

৩. কাউকে নতুন পোশাক পরিহিত দেখলে দুআ করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমার (রা.)-কে সাদা জামা পরিহিত অবস্থায় দেখেন। তিনি প্রশ্ন করেন, তোমার জামাটি কি নতুন না ধোয়া? তিনি বললেন, নতুন নয়, ধোয়া কাপড়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

ألبس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا.

أخرجه ابن ماجة فى كتاب اللباس باب مايقول الرجل إذا لبس ثوبا جديدا.

নতুন পোশাক পর, প্রশংসিতভাবে জীবন যাপন কর, শহীদ হয়ে মৃত্যু বরণ কর। (ইবনে মাজা শরীফ)

আবূ নুদরাহ মুনযির ইবনে মালিক নামক তাবিয়ী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে রীতি ছিল যে, তাঁদের মধ্যে কেউ নতুন পোশাক পরিধান করলে তার শুভকামনা করে

বলা হতো, تبلى ويخلف الله تعالى এই পোশাক তোমার দেহেই পুরাতন ও জীর্ণ হয়ে যাক এবং আল্লাহ তাআলা এর পরিবর্তে অন্য পোশাক তোমাকে দান করুন (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাকে দীর্ঘ জীবন দান করুন, যে জীবনে এই পোশাক এবং অনুরূপ আরো অনেক পোশাক জীর্ণ করার সুযোগ তুমি পাও)।

أخرجه أبو داود فى السنن في كتاب اللباس.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মু খালিদ নামক এক কন্যা শিশুকে একটি ডোরাকাটা চাদর পরিধান করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, أبلى وأخلقى এই পোশাক তুমি পুরাতন কর অর্থাৎ তুমি দীর্ঘজীবী হও। (বুখারী, লেবাস অধ্যায়)

أخرجه البخارى فى كتاب اللباس، باب الخميصة السوداء، باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا.

দুআ মু'মিনের জীবনের অন্যতম সম্পদ। দুআই ইবাদত। মু'মিনের উচিৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রের ন্যায় পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রেও মাসনূন দুআগুলি মুখস্থ রাখা এবং পাঠ করা।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه كتاب اللباس والمصنف فى جامعه، باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا.

* * *

حديث : ٦٢-٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أنبأنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : "كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهُ الْحِبَرَةُ "

হাদীস : ৬২-৬৩. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সবচেয়ে প্রিয় কাপড় ছিল ইয়ামানের তৈরী ডোরাকাটা (বুটিদার) 'হিবারা' চাদর।

শব্দবিশ্লেষণ :

بوزن عنبة ؛ الحبرة - তৎকালীন ইয়ামানের তৈরী ডোরা ও কারুকার্য সম্বলিত সূতী বা কাতান জাতীয় চাদরকে 'হিবারা' বলা হতো। কখনো লাল কখনো নীল, আবার কখনো সবুজ ডোরাকাটা হতো। কেউ কেউ এর মূল রং সবুজ বলে উল্লেখ করেছেন। (فتح الباری، جمع الوسائل)

এখানে الحبرة শব্দটি كان এর خبر এবং أحب শব্দটি اسم হয়েছে। শামায়েলের অধিকাংশ নুসখায় এভাবে পঠিত হয়েছে। তবে এর বিপরীতও হতে পারে। (المواهب اللدنية)

তাশরীহ : ১. 'হিবারা' চাদরের সুন্দর বুনন, কোমলত, মসৃণত এবং দেহ মোবারাকে মানানসই হওয়ার কারণে অধিক পসন্দনীয় ছিল। কেউ কেউ বলেছেন, সবুজ রঙের হওয়ার কারণে অধিক পসন্দনীয় ছিল। কেননা, জান্নাতীর পোশাক হবে সবুজ রঙের।

২. এ পরিচ্ছদের প্রথম হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় পোশাক ছিল 'জামা'। প্রকৃতপক্ষে এ সকল হাদীসের মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। আলেমগণ বিভিন্ন উপায়ে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। যেমন পরনের কাপড়ের মধ্যে জামা অধিক পসন্দনীয় ছিল। আর গায়ে দেয়ার কাপড়ের মধ্যে চাদর ছিল পসন্দনীয়।

কেউ বলেন, 'হিবারা' চাদর সবুজ রংয়ের ছিল। আর জান্নাতীদের পোশাক যেহেতু সবুজ রংয়ের হবে তাই উক্ত চাদর অধিক পসন্দনীয় ছিল। কেউ প্রমাণের দিক থেকে আলোচ্য হাদীসকে শক্তিশালী বলেন। সবচেয়ে সুন্দর উত্তর হল, চাদরও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় পোশাক ছিল জামাও প্রিয় পোশাক ছিল। এগুলি তাঁর প্রিয় পোশাকের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، رقم : ٥٨١٣، كتاب اللباس، باب البرود والحبرة والشملة، وأبو داود فى اللباس باب فى لبس الحبرة، ومسلم فى اللباس باب فضل لباس ثياب الحبرة، والترمذى فى اللباس، باب ما جاء فى أحب الثياب إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والنسائى فى الزينة باب لبس الحبرة.

* * *

حديث : ٦٤- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ انبأنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أنبأنا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ ".قَالَ سُفْيَانُ : أُرَاهُ حِبَرَةً

হাদীস : ৬৪. আওন ইবনে আবূ জুহাইফা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লাল বর্ণের লুঙ্গি ও চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু' পায়ের গোছার ঔজ্জ্বল্য যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। হাদীসের বর্ণনাকারী সুফিয়ান বলেন, আমি মনে করি উক্ত কাপড়জোড়া লাল ডোরা কাটা ছিল।

শব্দবিশ্লেষণ :

حلة ঃ পোশাকের সেট, স্যুট। এখানে উদ্দেশ্য সেলাইবিহীন লুঙ্গি ও চাদর। তৎকালীন আরব দেশের সর্বাধিক প্রচলিত পোশাক ছিল এটি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটি সবচে বেশি ব্যবহার করতেন। কেউ কেউ বলেছেন, চাদর ও লুঙ্গি একই প্রকারের একই রংয়ের হলে তাকে حلة বলে।

بريق ঃ চাকচিক্য, ঝলক, দীপ্তি।

ساق ঃ পায়ের গোছা, নলা।

তাশরীহ : ১. এটা বিদায় হজ্জের ঘটনা। বুখারী শরীফসহ হাদীসের অন্যান্য কিতাবে এ কথা স্পভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (جمع الوسائل، المواهب اللدنية)

أخرجه البخارى فى كتاب الصلوة، باب الصلاة فى الثوب الأحمر.

এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী সুফিয়ান লাল জোড়ার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, আমার ধারণা এটি সম্পূর্ণ লাল ছিল না। বরং লাল ডোরাকাটা ছিল। যেমন ইয়ামনী চাদরগুলি হয়ে থাকে। কারণ, তাঁর মতে সম্পূর্ণ লাল পোশাক পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ।

পুরুষের জন্য লাল পোশাক পরিধানের হুকুম

২. লাল রংয়ের পোশাক পরিধান করার বিষয়ে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে বাহ্যত বৈপরিত্য মনে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাল রংয়ের লুঙ্গি ও চাদর বা জোড়া পরিধান করেছেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

বুখারী-মুসলিম সংকলিত হাদীসে হযরত আবূ জুহাইফা (রা.) বলেন,

أتيت النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة وهو بالأبطح، رأيت رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فزكزها وخرج النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس (الظهر) ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدى العنزة.

أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الصلوة، باب : الصلاة فى الثوب الأحمر. وأخرجه مسلم فى كتاب الصلاة باب سترة المصلى والندب إلى الصلوة إلى سترة.

আমি (বিদায় হজ্জের শেষে) মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আগমন করি। তখন তিনি (মিনা থেকে ফিরে) আবতাহ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। একটি লাল চামড়ার তাবুর মধ্যে তাঁকে দেখলাম। দেখলাম যে, বেলাল (রা.) তাঁর ওযুর পরের অবশিষ্ট পানি নিয়ে আসলেন এবং উপস্থিত মানুষেরা সেই ওযুর পানি (বরকতের জন্য) গ্রহণ করতে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিলেন। যার হাতে পানির ছিঁটেফোটা পড়ল তিনি তা দিয়ে নিজের শরীর মুছলেন। আর যিনি কিছুই পেলেন না তিনি অন্যের হাতের আদ্রতা গ্রহণ করলেন। এরপর দেখলাম, বেলাল একটি বল্লম নিয়ে পুঁতে দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাল রংয়ের এক জোড়া কাপড় পরিধান করে বেরিয়ে আসেন। তার লুঙ্গির নিম্ন প্রান্ত উপরে উঠানো ছিল। (পায়ের নলার মাঝামাঝি পর্যন্ত লুঙ্গি পরে ছিলেন) তিনি ঐ বল্লমটি সামনে (সুতরা হিসাবে) রেখে সমবেত মানুষদের নিয়ে যোহরের সালাত দুই রাকআত আদায় করলেন। আমি দেখলাম, বল্লমটির বাইরে দিয়ে মানুষ এবং জীব জানোয়ার চলাফেরা করছিল।

হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) বলেন,

كان النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنه رأيته فى حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه.

أخرجه البخارى فى الأنبياء، باب صفة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفى اللباس باب الثوب الأحمر، ومسلم فى الفضائل باب فى صفة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ. وأبو داود فى الترجل باب ما جاء فى الشعر والنسائى فى الزينة، باب إتخاذ الجمة والترمذى فى المناقب.

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝারি লম্বা ছিলেন। দুই কাঁধ ছিল চওড়া। তাঁর মাথার চুল তাঁর কানের লতি পর্যন্ত ছিল। লাল রংয়ের একজোড়া কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর) পরিহিত অবস্থায় তাঁকে এত সুন্দর দেখাত যে, তাঁর চেয়ে অধিক সুন্দর কিছুই আমি কখনো দেখিনি।

হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা.) বলেন,

رأيت رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فهو عندى أحسن من القمر.

أخرجه الترمذى فى الشمائل باب ما جاء فى خلق رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

আমি এক চন্দ্রালোকিত রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একজোড়া লাল কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর) পরিহিত অবস্থায় দেখলাম। তখন আমি একবার চাঁদের দিকে একবার তাঁর দিকে তাকাতে লাগলাম। সন্দেহাতীতভাবে আমার চোখে তিনি চাঁদের চেয়েও বেশি সুন্দর বলে প্রতিভাত হলেন।

অপর দিকে কিছু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাল রং অপসন্দ করতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন,

مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم يرد النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليه.

أخرجه أبو داود فى سننه كتاب اللباس باب فى الحمرة.

লাল রংয়ের দুটি কাপড় পরিধান করে এক ব্যক্তি পথ চলছিল। চলার পথে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দেয়, কিন্তু তিনি

তার সালামের জবাব দেওয়া থেকে বিরত থাকেন।

একটি যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

إياكم والحمرة فإنها أحب الزينة إلى الشيطان رواه الطبرانى فى المعجم الكبير.

খবরদার! তোমরা লাল রং পরিহার করবে। কারণ, তা শয়তানের নিকট সবচেয়ে পসন্দনীয় সাজ।

উপরের হাদীসগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফকীহগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। শাফেয়ী, মালিকী আলিমগণ এবং একদল হানাফী আলেমদের মতে পুরুষের জন্যে সম্পূর্ণ লাল পোশাক পরা জায়েয আছে। তারা নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপক হাদীসগুলিকে মাকরূহ তানযীহী বা অনুচিত অর্থে গ্রহণ করেন। হানাফী আলিমদের মশহুর মত হল, সম্পূর্ণ লাল পোশাক পরিধান করা মাকরূহ।

তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লাল পোশাক পরিধান সম্পর্কে বলেন, সেগুলি সম্পূর্ণ লাল ছিল না। ডোরাকাটা লাল বা মিশ্রিত লাল ছিল।

হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী (র.) إعلاء السنن গ্রন্থে এ উভয়বিধ হাদীসগুলি উল্লেখ করার পর লেখেন :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লাল পোশাক পরিধান সম্পর্কিত হাদীসগুলি নিষেধের হাদীসের চেয়ে সনদের দিক থেকে বিশুদ্ধ এবং অধিক শক্তিশালী। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, হযরত আলী, তালহা, আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর ও হযরত বারা ইবনে আযিবসহ আরো কতিপয় সাহাবী এবং সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, ইবরাহীম নাখয়ী, শা'বী, আবূ কিলাবা ও আবূ ওয়ায়িলসহ একদল তাবেয়ী লাল পোশাক পরিধান করা জায়েয মনে করেন। এই কারণে একদল বিজ্ঞ হানাফী আলেমও সম্পূর্ণ লাল পোশাক ব্যবহার করা জায়েয বলেছেন।

وبالجملة فالأحاديث فى لبس الأحمر أصح إسنادا من أحاديث النهى عنه إلاّ ما كان عن المعصفر فإنه صحيح أيضا قال الحافظ وجواز الأحمر مطلقا جاء عن على (فإنه زعم أن النهى عن المعصفر خاص به لا يعم غيره) وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة وعن سعيد بن المسيب والنخعى والشعبى وأبى قلابة وأبى وائل وطائفة من التابعين.

ومن أجل هذا ذهبت جماعة من المحققين من الحنفية إلى جواز لبس الأحمر مطلقا، قال فى الدر المختار ولا بأس بسائر الألوان وفى المجتبى والقهستانى وشرح النقاية لأبى المكارم لا بأس بلبس الثوب الأحمر الخ.

ومفاده أن الكراهة تنزيهية لكن صرح فى التحفة بالحرمة فإذا أنها تحريمة وهى المحمل عند الاطلاق، قلت وللشرنبلالى فيه رسالة نقل فيها ثمانية أقوال منها أنه مستحب–الخ

– إعلاء السنن، جـ١٧، صـ ٣٦٠، كتاب الحظر والإباحة باب كراهة لبس الثوب المعصفر للرجل دون النساء.

দীর্ঘ আলোচনার পর হযরত থানবী লেখেন,

ولكن الأحاديث فى لبسه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحلة الحمراء أصح وأقوى وقد ذهب إلى جوازه جماعة من الصحابة والتابعين كما مر فالقول بجوازه أرجح وأصح كما قاله الشرنبلالى لا سيما هو منصوص عن الإمام أيضا والله تعالى أعلم.

অর্থাৎ, বিশুদ্ধ ও অগ্রগণ্য মত হল, লাল পোশাক পরিধান করা জায়েয। হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গংগুহী (র.) বলেন, লাল পোশাক ব্যবহার করা জায়েয। উত্তম এবং তাকওয়া হল ব্যবহার না করা।

تقوی ترک میں ہے، اگر کوئی اس کا استعمال کرے تو جائز ہے۔ فتاوی رشیدیہ، (کتاب جواز و حرمت کے مسائل ص: ۵۸۴.)

احوط مطلقا سرخ کا ترک ہے، اور رخصت جواز، (فتاوی رشیدیہ: ص: ۵۸۲.)

لباس احمر غیر معصفر مرد کو پہننا جائز ہے، علی سبیل الفتوی اور ترک اولی ہے بنا بر تقوی، -(فتاوی رشیدیہ: ص: ۵۸۵.)

أحوال الرواة

سفيان : قيل الثورى وقيل ابن عيينة.

عون : بفتح المهملة وسكون الواو وفى أخره نون وقوله ابن أبى جحيفة روى عنه شعبة وسفيان وعدة وثقوه، خرج له الستة وقوله عن أبيه أى أبى جحيفة الصحابى المشهور.

درجة الحديث : صحيح.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف.

* * *

حديث : ٦٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ : "مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ جُمَّتُهُ لَتَضْرِبُ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ "

হাদীস : ৬৫. হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি লাল জোড়া (লুঙ্গি-চাদর) পরিহিত কোন লোককে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক সুন্দর দেখিনি। যখন তাঁর বাবরি চুলগুলো তার কাঁধের কাছাকাছি ঝুলে থাকত।

শব্দবিশ্লেষণ :

إن كانت ঃ এই إن টি مثقلة থেকে مخففة হয়েছে। ضمير الشان উহ্য আছে। অর্থাৎ انه

তাশরীহ : নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাবস্থায় সকল মানুষের চেয়ে সুন্দর ও লাবণ্যময় ছিলেন। এখানে লাল জোড়ার কথা সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ অবস্থায় দেখেছেন বিধায় উল্লেখ করেছেন।

ومن أخرج هذا الحديث : سبق تخريجه.

* * *

حديث : ٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، أنبأنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ : "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ "

হাদীস : ৬৬. হযরত আবূ রিমছা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একজোড়া সবুজ ডোরাকাটা চাদর (লুঙ্গি ও চাদর) পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।

শব্দবিশ্লেষণ :

بـرد ঃ ডোরা কাটা পোশাক. ডোরা কাটা চাদর। এখানে উদ্দেশ্য সবুজ ডোরা কাটা চাদর।

أخضر ঃ সবুজ, সজীব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় রং

তাশরীহ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর যুগে প্রচলিত বিভিন্ন রংয়ের পোশাক পরিধান করেছেন। সবুজ, সাদা ও মিশ্রিত রং তিনি পসন্দ করতেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন,

كان أحب الألوان إلى رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخضرة.

أخرجه الطبرانى فى الأوسط، رقم : ٥٧٢٩، والهيثمى فى مجمع الزوائد، كتاب اللباس، رقم : ٨٥٦٢، وقال رجال الطبرانى ثقات.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সবচেয়ে পসন্দনীয় রং ছিল সবুজ রং।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. – أخرجه أبو داود فى اللباس باب فى البياض.

তোমরা সাদা রঙের পোশাক পরিধান করবে। কারণ, সাদা পোশাক সর্বোত্তম পোশাকের অন্তর্ভুক্ত। আর তোমরা মৃতদেরকে সাদা কাপড়ের কাফন পরিধান করাবে।

এতে বুঝা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা পোশাক পসন্দ করতেন এবং তা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

হযরত আনাস ইবনে মালিক বলেন,

كان أحب الثياب إلى رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحبرة، رواه مسلم فى اللباس والزينة باب لباس ثياب الحبرة. – أخرجه البخارى فى اللباس باب البرود والحبرة وأبو داود فى اللباس باب فى لبس الحبرة.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সবচেয়ে প্রিয় কাপড় ছিল ইয়ামানের তৈরী ডোরা কাটা 'হিবরা' চাদর।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, মিশ্রিত রং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় রং ছিল। বস্তুত এ সকল হাদীসের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। এ সকল হাদীসের অর্থ, রংগুলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত প্রিয় রং ছিল।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، رقم : ٤٠٦٥، كتاب اللباس باب فى الخضرة.

* * *

حديث : ٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ جَدَّتَيْهِ دُحَيَّةَ، وَعُلَيَّةَ، عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ، قَالَتْ : "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ أَسْمَالُ مُلَيَّتَيْنِ، كَانَتَا بِزَعْفَرَانٍ، وَقَدْ نَفَضَتْهُ ".وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ

হাদীস : ৬৭. হযরত কাইলা বিনতু মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন অবস্থায় দেখলাম যে, তাঁর পরনে জাফরানী রংয়ের দু'টি পুরাতন কাপড় ছিল। কিন্তু জাফরানের কোন আলামত তাতে ছিল না। এ হাদীসে একটি দীর্ঘ ঘটনা রয়েছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

أسمال ঃ ওয়াহিদ سمل - সীন ও মীম উভয়টিতে যবর। পুরানো কাপড়।

مليتان ঃ শব্দটি ملية -এর দ্বিবচন। ملية শব্দটি ملاءة بضم الميم والمد এর تصغير। সেলাইবিহীন চাদর। اسمال مليتين এর মাঝে إضافة بيانية হয়েছে। এখানে أسمال দ্বারা ما فوق الواحد উদ্দেশ্য। যাতে تثنية এর সাথে সামঞ্জস্য হয়।

نفضته ঃ অর্থাৎ نفضت المليتان الزعفران বা نفضت الأسمال الزعفران কাপড় দুটি জাফরান রং ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে।

তাশরীহ :

১. জাফরান রংয়ের কাপড় পরিধান করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

عن أنس بن مالك أن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن التزعفر، رواه مسلم فى صحيحه كتاب اللباس باب نهى الرجل عن التزعفر.

তাই আলোচ্য হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "জাফরানের কোন আলামত তাতে ছিল না।" অধিকাংশ আলেমের মতে গন্ধের কারণে জাফরান নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই ভালভাবে ধোয়ার দ্বারা গন্ধ দূর হয়ে গেলে শুধু জাফরান রং ব্যবহার করা জায়েয হবে।

قال أكثر العلماء إن النهى عن التزعفر لرائحته ولذلك أجازه إذا كان غسيلا بحيث لا يبقى فيه من التزعفر شيئ إلاّ اللون،

(تكملة فتح الملهم، كتاب اللباس باب نهى الرجل عن التزعفر)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পোশাকের মূল্যমান

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত কমদামের পোশাক ব্যবহার করতেন। কখনো কখনো মূল্যবান পোশাকও ব্যবহার করতেন। তাবিয়ী হাসান বসরী (র.) বলেন,

أن رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلى فى مروط نسائه وكانت أكسية من صوف مما يشترى بالستة والسبعة وكن نساؤه يتزرن بها. رواه البيهقى فى شعب الإيمان باب فى الملابس والأوانى فصل فى التواضع فى اللباس.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণের কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করতেন। সেগুলি ছিল ছয় বা সাত দিরহাম মূল্যের পশমি কাপড়, যেগুলিকে তাঁর স্ত্রীগণ ইযার বা সেলাইবিহীন খোলা লুঙ্গি হিসাবে পরিধান করতেন। (শুআবুল ঈমান : ৫ম খণ্ড, ১৫২ পৃ.)

হযরত আনাস (রা.) বলেন,

إن ملك ذى يزن أهدى إلى رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا، أو ثلث ثلثين ناقة، فقبلها.

رواه أبوداود فى سننه كتاب اللباس باب لبس المرتفع.

(ইয়ামনের) যী ইয়াযানের বাদশাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক জোড়া কাপড় উপহার দেন, যা তিনি ৩৩টি উটের বিনিময়ে কিনেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা কবুল করেন। (আবূ দাউদ শরীফ)

সাহাবীগণও সাধারণত স্বল্প মূল্যের পোশাক পরিধান করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ বলেন,

رأيت عثمان بن عفان يوم الجمعة على المنبر عليه ازار عدنى غليظ ثمنه أربعة دراهـــم أو خمسة وريطة كوفية ممشقة.

رواه الهيثمى فى مجمع الزوائد فى كتاب المناقب باب ما جاء فى مناقب عثمان، باب صفته رضى الله عنه.

আমি উসমান ইবনে আফ্ফান (রা.)-কে শুক্রবারে মসজিদের মিম্বরে দেখলাম, তাঁর দেহে ছিল ৪ বা ৫ দিরহামের একটি ইয়ামনী ইযার আর একটি লাল রঙে রঞ্জিত কূফী চাদর। (মাজমাউয যাওয়াইদ)

দামী ও কমদামী পোশাকের কোন্‌টি উত্তম?

মূল্যবান পোশাক যদি আল্লাহর নেআমতের শোকর আদায় বা নিজের দারিদ্র্যকে প্রকাশ না করার উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে দামী পোশাক ব্যবহার করা উত্তম। অহংকার বা রিয়ার উদ্দেশ্যে হলে নাজায়েয। তেমনি স্বল্পমূল্যের পোশাক যদি বিনয়ের নিয়তে হয়, তাহলে স্বল্প দামের পোশাক ব্যবহার উত্তম। রিয়া, বুজুর্গী প্রকাশ, কৃপণতা বা মানুষের কাছে সওয়ালের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে নাজায়েয। কোন কোন আলেম বলেছেন, আল্লাহর নেআমতের শোকর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে দামী পোশাক পরার চেয়ে বিনয় প্রকাশার্থে (কৃপণতার কারণে নয়) স্বল্প মূল্যের পোশাক পরিধান করা উত্তম। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম সাধারণত স্বল্প মূল্যের পোশাক পরিধান করতেন। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤس الخلائق حتى يخيره من أى حلل الإيمان شاء يلبسها.

أخرجه الترمذى فى كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم : ٢٤٨٠.

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ের উদ্দেশ্যে সাধ্য ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দামী পোশাক পরিত্যাগ করে, মহিমাময় আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে সকল সৃষ্টির সামনে ডাকাবেন এবং ঈমানদারদের জান্নাতী পোশাক পরিচ্ছদের মধ্য থেকে যে পোশাক সে চাইবে তা বেছে নিয়ে পরিধান করার এখতিয়ার তাকে প্রদান করবেন। (তিরমিযী শরীফ)

হযরত আবূ বুরদাহ (রা.) বলেন,

دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التى يسمونها المبلد قال فأقسمت بالله أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبض فى هـذين الثـوبين، أخرجه البخارى فى الخمس باب ما ذكر من درع النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفى اللباس فى الأكسية والخمائض ومسلم فى كتاب اللباس والزينة باب التواضع فى اللبـاس الخ. والترمذى فى اللباس باب ما جاء فى لبس الصوف وابن ماجة فى اللباس بـاب لبـاس رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وابو داود فى اللباس باب لباس الغليظ.

আমি হযরত আয়েশার নিকট গমন করি। তিনি আমাদের কাছে মোটা (একেবারেই কমদামী) কাপড়ের একটি ইয়ামনী ইযার এবং একটি বড় তালি দেওয়া চাদর পাঠিয়ে দেন। হযরত আয়েশা শপথ করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। (বুখারী-মুসলিম)

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন,

رأيت عمربن الخطاب وهو يومئذ أمير المدينة (أمير المؤمنين) وقد رقع بين كتفيه برقـاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض.

أخرجه الإمام مالك فى المؤطأ كتاب الجامع باب ما جاء فى لبس الثياب شرح الزرقانى، جـ٤، صـ٣٥١.

হযরত উমার (রা.) যখন খলীফা ছিলেন, সে সময়ে আমি তাঁকে দেখেছি যে, তিনি তাঁর পোশাকটি দু' কাঁধের মাঝে তিনবার তালি দিয়ে নিয়েছেন। একটির উপর আরেকটি তালি দিয়েছেন। (মুয়াত্তা মালিক)

অন্য হাদীসে হযরত আনাস (রা.) বলেন,

فنظرت إلى قميص عمر فرأيت بين كتفيه أربع رقاع ما يشبه بعضها بعضـا. أخرجـه البهقى فى شعب الإيمان باب فى الملابس والأوانى، جـ٥، صـ ١٤٢.

আমি হযরত উমার (রা.)-এর জামার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার দু'কাঁধের মাঝে চারটি তালি রয়েছে। একটি তালির সাথে অন্য তালির মিল নেই। (শুআবুল ঈমান)

৩. وفى الحديث قصة - এ অনুচ্ছেদের সাথে সম্পর্ক না থাকার কারণে ইমাম তিরমিযী ঘটনাটি বর্ণনা করেননি। ইমাম তাবারানী মু'জামে কাবীরে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, ঘটনায় কায়লা বিনতু মাখরামার ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার বর্ণনা রয়েছে। প্রসিদ্ধ বর্ণনাসমূহে একথাও আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরানো পোশাকে দরিদ্র বেশে বসা ছিলেন। হাতে খেজুরের একটি ডাল ছিল। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি হাযির হলো। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন ভাবগাম্ভীর্যময় অবস্থা দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, শান্ত হও, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা বলার সাথে সাথে তার সকল ভয়-ভীতি দূর হয়ে গেল। কোন কোন হাদীস থেকে এ ঘটনা স্বয়ং কায়লার বলে মনে হয়।

ইমাম তিরমিযী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'উপবেশন অনুচ্ছেদে' এ ঘটনার কিছুটা উল্লেখ করেছেন এবং ঘটনাটিকে কায়লার সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন।

خصائل نبوى، ذكرها الحافظ فى الإصابة فى ترجمة قيلة، ج٤، ص٣٨٠.

أحوال الرواة

عن جدتيه : قال القارى أحدهما من قبل الأب والثانية من قبل الأم، وقيلة جدة أبيهما أم أمه وكانت ربتهما وكانت من الصحابيات.

دحية وعلية : دحية بالضم على المشهور، وقيل بالفتح أى دحية وعلية كذا فى النسخ والصواب بدله صفية كما حققه الشراح وهما بنتا علية، وبالصواب أخرجه المصنف فى جامعه ونصه عن عبد الله بن حسان أنه حدثته جدتاه صفية بنت علية ودحية بنت علية حدثتاه عن قيلة بنت مخرمة وكانتا ربيبتيها وقيلة جدة أبيهما أم أمه أنها قالت قدمنا على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحديث وهكذا بالصواب. أخرجه ابو داود ولفظه عم عبد الله بن حسان حدثتنى جدتاى صفية ودحية بنتا علية.

قيلة : بنت مخرمة بفتح الميم وسكون الخاء وفتح الراء والميم صحابية.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، رقم الحديث : ٣٠٧٠.

* * *

حديث : ٦٨– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ، لِيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّهَا مِنْ خِيَارِ ثِيَابِكُمْ "

হাদীস : ৬৮. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা বিশেষভাবে সাদা কাপড় ব্যবহার কর। তোমাদের জীবিতরা যেন তা পরিধান করে এবং তোমাদের মৃতদের তা দিয়ে তোমরা কাফন দিবে। কারণ, তা তোমাদের সর্বোত্তম পোশাকের অন্তর্ভুক্ত।

শব্দবিশ্লেষণ :

البياض ঃ সাদা হওয়া। এখানে البياض শব্দটি الأبيض সাদা, শুভ্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা পোশাক পরেছেন

তাশরীহ : ১. এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা কাপড় পরিধান করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়নি। অথচ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পোশাক নিয়েই এখানে আলোচনা। এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু সাদা কাপড় পরিধানের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তাই তিনি নিজে পরেছেন এ কথাটিও প্রমাণিত হয়।

বুখারী শরীফসহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা কাপড় পরিধান করেছেন বলে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

عن أبى ذر قال : أتيت النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعليه ثوب أبيض وهو نائم الخ.

أخرجه البخارى فى كتاب اللباس، باب الثياب البيض.

তারিক ইবনে আব্দিল্লাহ আল মুহারিবী (রা.) বলেন,

فلما ظهر الإسلام خرجنا فى ذلك حتى نزلنا قريبا من المدينة فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم.

أخرجه ابن حبان فى صحيحه، جـ١٤، صـ٥١٨، والهيثمى فى موارد الظمأن، صـ٢٩٣-٢٩٥.

মদীনায় ইসলামের বিজয়ের পরে আমরা সেখানে গমন করি। আমরা মদীনার নিকটবর্তী একস্থানে অবতরণ করি। আমরা বসে ছিলাম, দুটি সাদা কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট এসে আমাদেরকে সালাম প্রদান করলেন।

অন্য এক সহীহ সনদে বর্ণিত আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন ইসমাঈলকে কুরবানী করতে উদ্যত হন, তখন ইসমাঈলের পরনে একটি সাদা কামীস ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ও পরবর্তী কালে সাহাবীগণের মধ্যেও সাদা লুঙ্গি, চাদর, জামা ইত্যাদি পোশাক ব্যবহারের প্রচলন ছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পোশাকের রং

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর যুগে প্রচলিত বিভিন্ন রংয়ের পোশাক পরিধান করেছেন। বিশেষত কাল, সবুজ, সাদা, লাল, হলুদ ও মিশ্রিত রংয়ের পোশাক তিনি পরিধান করেছেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ সকল রংয়ের মধ্যে সবুজ, সাদা ও মিশ্রিত রং তিনি পসন্দ করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। সাদা রং ব্যবহারের জন্য তিনি উৎসাহ দিয়েছেন। অপর দিকে লাল ও হলুদ ব্যবহারে তিনি আপত্তি করেছেন বলেও বর্ণিত হয়েছে।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، رقم الحديث : ٤٠٥٥، كتاب اللباس باب فى البياض.

* * *

حديث : ٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الْبَسُوا الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ"

হাদীস : ৬৯. হযরত সামুরা ইবনু জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাদা পোশাক পরিধান কর। কারণ, তা পরিচ্ছন্নতর ও উৎকৃষ্টতর এবং এর দ্বারা তোমাদের মৃতদের কাফন দাও।

শব্দবিশ্লেষণ :

أطهر ঃ এখানে أطهر অর্থ أنظف পরিচ্ছন্নতর।

أطيب ঃ এখানে أطيب অর্থ أحسن উৎকৃষ্টতর।

তাশরীহ : 'পরিচ্ছন্নতর' এর অর্থ হচ্ছে সাদা কাপড়ে সামান্য একটু দাগ পড়লেই তা দৃষ্টিগোচর হয় এবং তৎক্ষণাৎ তা দূর করার চেষ্টা করা হয়। পক্ষান্তরে রঙ্গীন কাপড়ে সামান্য দাগ পড়লে তা দৃষ্টিগোচর হয় না। তা ছাড়া সাদা রং বিনয় ও নম্রতার পরিচায়ক এবং এটি আসল রং। এতে অন্য কোন রংয়ের সংমিশ্রণ থাকে না। তাই এটি উৎকৃষ্ট রং।

أحوال الرواة

سفيان : قيل هو ابن عيينة هنا وإن كان إذا أطلق يراد به الثورى.

حبيب : بن أبي ثابت كان ثقة مجتهدا كبير الشان أحد الأعلام الكبار، خرج له الستة.

سمرة : بمهملة مفتوحة وميم مضمومة وقوله : ابن جندب بضم الجيم وسكون النون وضم الدال وفتحها وباء موحدة مصروف، صحابي جليل.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه، رقم : ٢٨١٠، كتاب الأدب، باب ما جاء فى لبس البياض، وابن ماجة فى اللباس، باب البياض من الثياب.

* * *

حديث : ٧٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ

مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : "خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ".

হাদীস : ৭০. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সকাল বেলা বের হলেন। তখন তাঁর পরনে ছিল একটি কালো পশমী চাদর।

শব্দবিশ্লেষণ :

مرط ঃ পশম, রেশম বা কাতানের তৈরী লম্বা চওড়া চাদর। এখানে উদ্দেশ্য পশমী চাদর। কোন কোন নুসখায় مرط شعر। ইযাফতের সাথে ব্যবহৃত হয়েছে। أسود শব্দটি مرفوع হয়েছে। مرط এর সিফাত হিসাবে। কোন কোন নুসখায় أسود যবরের হালতে মানসূব হয়েছে شعر এর সিফাত হিসাবে। এবং পূর্ণ বাক্যটি خرج থেকে حال হয়েছে।

ذات غداة ঃ আরবের নিয়ম আছে তারা ذات يوم বা ذات ليلة ব্যবহার করে এবং শুধু مضاف إليه উদ্দেশ্য নেন। তেমনি এখানেও ذات শব্দটি তাকিদের জন্য অতিরিক্ত ব্যবহৃত হয়েছে।

তাশরীহ :

সহজে যে পোশাক পাওয়া যায় সেটা পরা সুন্নত

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহজে যখন যে পোশাক পেয়েছেন ব্যবহার করেছেন। তিনি সুতি, পশমী ও কাতানের পোশাক ব্যবহার করেছেন। লাল, সবুজ, সাদা, হলুদ, কালো ও মিশ্রিত রংয়ের যখন যে পোশাক পেয়েছেন পরিধান করেছেন। পোশাকের ক্ষেত্রে সুন্নতও তাই।

হাফিয ইবনুল কায়্যিম (রহ.) লিখেন :

والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التى سنها وأمربها ورغب فيها وداوم عليه، وهى أن هديه فى اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف والقطن تارة والكتان تارة ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل والإزار والرداء والخف والنعل وأرخى الزؤابة من خلفه

تارة وتركها تارة، زاد المعاد جـ١، فصل فى ملابسه، السنة لبس ما تيسر، صـ١٣٨.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকা সবচে উত্তম তরীকা। পোশাকের ক্ষেত্রে তাঁর তরীকা ছিল, পশমী, সুতি, কাতান, লাল ডোরাকাটা, সবুজ রং, জুব্বা, কাবা, কামীস, পাজামা, লুঙ্গি, চাদর, মোজা, চপ্পল সহজে যখন যেটা পাওয়া যেত পরিধান করতেন। পাগড়ির শামলা কখনো পিছনে ছাড়তেন কখনো ছাড়তেন না।

হাফিয ইবনুল কায়্যিম (র.) আরও উল্লেখ করেছেন,

دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف فاشمأن منه محمد وقال أظن أن أقواما يلبسون الصوف ويقولون قد لبسه عيسى بن مريم وقد حدثنى من لا أتهم أن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد لبس الكتان والصوف وسنة نبينا أحق أن تتبع ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقواما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره، فيتحرونه ويمنعون أنفسهم من غيره وكذلك نيا واحدا من الملابس ويتحرون رسوما وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرا، ولبس المنكر إلاّ التقييد بها، والمحافظة عليها، وترك الخروج عنها.

زاد المعاد، جـ١، فصل فى ملابسه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غالب لبسه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو وأصحابه.

সাল্‌ত ইবনু রাশেদ নামক একজন তাবে-তাবিয়ী দরবেশ পশমী জুব্বা, পশমী চাদর ও পশমী পাগড়ি পরিধান করে প্রখ্যাত তাবিয়ী ইমাম ইবনে সিরীনের নিকট প্রবেশ করেন। ইবনে সিরীন তাঁর পোশাক দেখে বিরক্ত হন এবং বলেন, কিছু মানুষ (সর্বদা) পশমি পোশাক পরিধান করেন। তাঁরা বলেন যে, ঈসা (আ.) পশমী পোশাক পরিধান করতেন। অথচ যাঁদের বর্ণনা আমি সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণ করি, সে সব মানুষেরা (সাহাবীগণ) আমাকে বলেছেন যে, রাসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাতান, পশীম ও সুতি কাপড় পরিধান করেছেন। আর আমাদের নবীর সুন্নত অনুসরণ করাই আমাদের জন্য অধিক প্রয়োজন ও বেশি উচিৎ। মুহাম্মদ ইবনে সিরীনের কথার অর্থ হল, কিছু মানুষ সর্বদা পশমী পোশাক পরিধান করাকে উত্তম মনে করেন। তারা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সুতির পোশাক বর্জন করেন। এমনিভাবে সর্বদা এক বেশ-ভূষা গ্রহণ করেন এবং এটাকে

তাকওয়া বা বুজুর্গির পথ মনে করেন। অন্য পোশাক বা অন্য বেশ-ভূষাকে গর্হিত মনে করেন। অথচ নিজের পক্ষ থেকে যে কোন একটাকে এভাবে খাস করাই গর্হিত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত ছিল সুযোগ-সুবিধামত সুতি বা পশমী পোশাক ব্যবহার করা।

আল্লামা বাজুরী (রহ.) লেখেন :

وكان يلبس الصوف ولم يقتصر من اللباس على صنف بعينه ولم تطلب نفسه التغالى فيه، بل اقتصر على ما تدعو اليه الضرورة، المواهب اللدنية، باب ما جاء فى لباس رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

أحوال الرواة

يحيى بن زكريا : بالمد والقصر وقوله : ابن أبي زائدة اسمه خالد وقيل هبيرة بالتصغير أحد الفقهاء الكبار والمحدثين الأثبات قيل لم يغلط قط خرج له الستة وقولـــه أبي أى زكريـــا صدوق مشهور حافظ وثقه أحمد وقال أبو حاتم لين.

مصعب : بصيغة المفعول، وقوله ابن شيبة كرحمة خرج له مسلم.

صفية : بنت شيبة لها رواية وحديث جزم فى الفتح بأنها من صغار الصحابة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه.

* * *

حديث : ٧١- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً، ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ"

হাদীস : ৭১. হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি রোমী জুব্বা পরিধান করেন। জুব্বাটির হাতাদ্বয় ছিল সংকীর্ণ।

শব্দবিশ্লেষণ :

جبة ঃ বুকখোলা হাতাওয়ালা প্রশস্ত বহিরাবরণকে (গাউন) আরবীতে জুব্বা বলে। যা সাধারণত মূল পোশাক অর্থাৎ জামা বা চাদরের উপরে পরিধান

করা হয়। কাবাও এক প্রকার জুব্বা যা সাধারণত মূল পোশাকের উপরে পরা হয় এবং সামনে অথবা পিছনে সম্পূর্ণ খোলা থাকে। (النهاية، المعجم الوسيط)

رومية ঃ রোমের তৈরী। বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়াতে شامية শব্দ এসেছে। তবে এ দুটির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। ঐ সময় শাম রোম সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। তা ছাড়া হতে পারে এক জায়গার কাপড় অন্য জায়গার তৈরী।

كمين ঃ كم অর্থ জামার আস্তিন, হাতা।

তাশরীহ : এটা তাবুক যুদ্ধের সফরের ঘটনা। বুখারী মুসলিমের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় জুব্বাটি পশমী ছিল। এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, কাফিরদের তৈরী পোশাক পরিধান করা জায়েয এবং তাদের তৈরী পোশাককে পাক ধরা হবে। হ্যাঁ, যদি নাপাক বলে প্রমাণিত হয়, সেটা ভিন্ন। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোমীদের তৈরী কাপড় পরিধান করেছেন; অথচ তারা কাফির ছিল। কোনো কোনো আলেম এ হাদীস থেকে বলেছেন, সফর অবস্থায় সংকীর্ণ হাতার জামা পরিধান করা মুস্তাহাব। মুকীম অবস্থায় প্রশস্ত হাতার জামা মুস্তাহাব। لأن أكمام الصحابة كانت واسعة। যেহেতু সাহাবীদের জামার হাতা প্রশস্ত ছিল। কিন্তু ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, এ দলীল তখনই সঠিক হবে যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে সংকীর্ণ আস্তিনের ইহতিমাম করে থাকেন, এটা ঘটনাক্রমে বা অন্য কোন কারণে না হয়। আর যে বলা হয়েছে, সাহাবীদের জামার আস্তিন প্রশস্ত ছিল, এখানে মূল শব্দ أكمام টি كمة এর বহুবচন كم এর নয়। كمة অর্থ টুপি। (جمع الوسائل باب ما جاء فى لباس رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

أحوال الرواة

يونس بن أبي اسحاق : قال المناوى يونس بن أبي إسحاق الشيبانى الذى سيصرح به المصنف وقول الشارح السبيعى سهو اهـ، قال الشيخ زكريا والظاهر عندى أنه وهم من العلامة المناوى والصواب قول الشارح أنه سبيعى والذى سيصرح المصنف به فى

باب خفه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل آخر وجزم الشيخ فى البذل أنه سبيعى وقال القارى وفى نسخة ابن إسحاق وهى غير صحيحة.

الشعبى : هو نسبة لشعب كفلس بطن همدان بسكون الميم هو عامر بن شراحيل والشعبى بالضم هو معاوية بن حفص والشعبى بالكسر هو عبد الله بن مظفر وكلهم محدثون وعامر بن شراحيل فقيه مشهور من كبار التابعين وروى عن خمسمائة صحابى.

عروة : ثقة خرج له الستة وقوله عن أبيه أى المغيرة صحابى مشهور وكان من خدمة المصطفى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خرج له الستة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، رقم : ٣٦٣-٢٩١٨، كتاب الصلاة باب الصلاة فى الجبة الشامية كتاب الجهاد والسير باب الجبة فى السفر والحرب، مسلم : رقم : ٧٧-٢٧٤، والترمذى، رقم : ١٧٦٨، كتاب اللباس، باب ما جاء فى لبس الجبة والخفين.

(٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي عَيْشِ رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[وفيه حديثان]

অনুচ্ছেদ :: ৯
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনযাত্রা সম্পর্কে

حديث : ٧٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ فَتَمَخَّطَ فِي أَحَدِهِمَا فَقَالَ : "بَخٍ بَخٍ يَتَمَخَّطُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْكَتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي، وَإِنِّي لأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَلَيَّ فَيَجِيءُ الْجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي، يُرَى أَنَّ بِي جُنُونًا، وَمَا بِي جُنُونٌ، وَمَا هُوَ إِلاَّ الْجُوعُ"

হাদীস : ৭২. তাবিয়ী মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা আবূ হুরায়রা (রা.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর পরনে ছিল গৌরবর্ণের দু'খানা কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর)। তার একটি দ্বারা তিনি নাক পরিষ্কার করেন, তারপর বলেন, বাহ! বাহ! আবূ হুরায়রা আজ কাতান কাপড় দিয়ে নাক পরিষ্কার করছে।

এমন এক সময় গত হয়েছে, যখন আমি (ক্ষুধার জ্বালায়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বর ও আয়েশা (রা.)-এর হুজরার মাঝখানে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতাম। আগন্তুক আমাকে পাগল মনে করে পা দিয়ে আমার ঘাড় দাবাতো। অথচ আমার কোন মস্তিষ্ক বিকৃতি ছিল না। ক্ষুধার জ্বালায় এরূপ অবস্থা হয়েছিল।

শব্দবিশ্লেষণ :

ثوبان ঃ দুটি কাপড়। এখানে উদ্দেশ্য লুঙ্গি ও চাদর। বা যে কোন দুটি কাপড়।

ممشقان ঃ مصبوغان بالمشق بكسر الميم এক প্রকারের লাল মাটি দ্বারা রংকৃত কাপড়। مِشْق অর্থ লালমাটি, যদ্বারা কাপড় রং করা হয়।

كتان ঃ بتشديد التاء - এক ধরনের চারা গাছ। যেগুলো আনুমানিক অর্ধ মিটার লম্বা হয়। এর ফুল হয় সুন্দর নীলবর্ণের। ফল হয় গোলাকার। এর আঁশ দ্বারা কাতান কাপড় তৈরী করা হয়।(المعجم الوسيط) وعليه ثوبان ممشقان

من كتان এ বাক্যটি جملة حالية ।

تمخط ঃ নাক পরিষ্কার করা।

بخ بخ ঃ এ শব্দটি বিভিন্নভাবে পড়া যায়। بَخٍ بَخٍ, بَخٍ بَخٍ, بَخٍ بَخٍ, بُخٍ بُخٍ, আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশের জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখানে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে এবং তাকীদের জন্যে পুনরুক্তি করা হয়।

لقد ঃ لام টি উহ্য কসমের জবাবে এসেছে। আসলে হবে والله لقد ।

رأيتنى ঃ অর্থাৎ علمتنى।

أخرّ ঃ বাবে ضرب থেকে واحد متكلم এর صيغة -خرور অর্থ পতিত হওয়া।

وإنى لأخر বাক্যটি رأيت -এর مفعول থেকে حال হয়েছে।

مغشيا ঃ বেহুঁশ হয়ে, অচেতন হয়ে।

جنونا ঃ উন্মাদনা, পাগলামী, এখানে মৃগীরোগ উদ্দেশ্য। (جمع الوسائل)

তাশরীহ :

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনযাত্রা অনুচ্ছেদটি এ কিতাবের (৯ম ও ৫৩ তম) দু' জায়গায় বিদ্যমান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পোশাক ও মোজার অনুচ্ছেদের মাঝখানে এ অনুচ্ছেদের আলোচনা এবং একই অনুচ্ছেদে দুই বার আলোচনা যুক্তি সঙ্গত মনে হয় না।

সম্ভবত কপি নকলকারীদের থেকে ভুলবশত এমন হয়েছে। যেহেতু অনেক নুসখায় অনুচ্ছেদটি দু' জায়গায় আছে, তাই মোল্লা আলী কারী (র.)-এর তাৎপর্য বর্ণনা করে বলেছেন,

সম্ভবত এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কতিপয় সাহাবীর জীবিকার সংকট সম্পর্কে আলোচনা করা উদ্দেশ্য। আর পরবর্তী স্থানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবারবর্গের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আলোকপাত করা উদ্দেশ্য বা এখানে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাথমিক জীবনের অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। যখন অভাব অনটনের মাঝে জীবন চলছিল। আর পরবর্তী স্থানে শেষ জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তখনও তাঁর জীবন অভাব অনটনের মাঝে

কেটেছে। তিনি নিজের জন্য স্বেচ্ছায় দরিদ্রতাকে গ্রহণ করেছেন। অথচ তখন ইসলামের বিজয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। প্রচুর সম্পদ তাঁর হস্তগত হয়েছিল।

আল্লামা বাজূরী বলেন, ইমাম তিরমিযীর উদ্দেশ্য এ ক্ষেত্রে কেবল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভাব অনটনের কথা বর্ণনা করা। আর পরবর্তী স্থানে অভাব অনটনের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী খেয়েছেন, কী ব্যবহার করেছেন, তা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তাই এখানে শুধু দুটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী স্থানে অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। (جمع الوسائل، المواهب اللدنية)

২. পা দিয়ে ঘাড় দাবানোর কারণ ছিল, সে যুগে মৃগী রোগের চিকিৎসা ছিল পা দিয়ে রোগীর ঘাড় দাবানো। এতে রোগীর হুঁশ ফিরে আসতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনযাত্রার বর্ণনায় আবূ হুরায়রার ঘটনা উল্লেখের কারণ হল, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাস খাদিম ছিলেন। যখন খাস খাদিমের এ অবস্থা ছিল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে অবস্থা সহজে অনুমেয়। তা ছাড়া আবূ হুরায়রা (রা.) ছিলেন আসহাবে সুফ্ফার একজন। তাঁরা ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহমান। মেহমানের অবস্থা থেকে মেযবানের অবস্থা অনুমান করা যায়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এ হাদীসে তাঁর ইসলাম গ্রহণের প্রাথমিক যুগের অবস্থা এবং পরবর্তী অবস্থার চিত্র সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরের ঘটনা। একদিন হযরত আবূ হুরায়রা একজোড়া উত্তম কাপড় পরিধান করে বসে ছিলেন। তাঁর কাছে এই উত্তম পোশাকের তেমন কোন মূল্য ছিল না। তাই তিনি এর দ্বারা নাক মুছতে লাগলেন আর বললেন, বর্তমানে এত সচ্ছলতা এসেছে যে, আবূ হুরায়রা কাতানের কাপড় দিয়ে নাক সাফ করছে। অথচ ইসলামের প্রাথমিক যুগে আমার অবস্থা ছিল যে, ক্ষুধার যন্ত্রণায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতাম, আর লোকেরা এসে মৃগী রোগী মনে করে পা দিয়ে আমার ঘাড় চেপে ধরত।

أحوال الرواة

حماد بن زيد : عالم أهل البصرة، وكان ضريرا، ويحفظ حديثه كالماء، قاله ابن مهدى ما رأيت أفقه ولا أعلم بالسنة منه خرج له الجماعة.

أيوب : السختيانى نسبته إلى بيع السختيان أى الجلود وعملها أحد المشاهير الكبار ثقة ثبت، حجة من وجوه الفقهاء العباد الزهاد، حج أربعين حجة، خرج له الجماعة، مات سنة احدى وثلاثين ومائة عن ثلاث أو خمس وستين.

محمد بن سيرين : كان ثقة مامونا فقيها إماما ورعا، أدرك ثلاثين صحابيا، قال ابن عون لم أر فى الدنيا مثله، قال العصام الظاهر أن سيرين كفسلين، وأنه منصرف لأنه ليس فيه إلاّ العلمية لكن قيد فى بعض الأصول بالفتحة ووجهه غير ظاهر إذا العجمة فيه غير ظاهرة لأنه من بلاد العرب قال القارى قلت بوجه بما قال الجعبرى نقلا عن بعض النحاة ان مطلق المزيدتين كغلبون ونحوه علة لمنع الصرف مع أنه من الموالى لا من العرب فلا بدع ان يكون فيه العجمة مع إحتمال أن سيرين أمه فيكون فيه علتان، التانث والعلمية، ثم هو تابعى جليل مشهور إمام فى علم التعبير وهو من موالى أنس كاتبه على عشرين ألفا فأداها وعتق وكان له أولاد ستة كلهم نجباء محدثون وهو محمد ومعبد وأنيس ويحيى وحفصة وكريمة ومن نوادر الأسانيد روى محمد عن يحيى عن أنيس حيث وقع فى الإسناد ثلاثة إخوة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه رقم الحديث : ٧٣٢٤، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما ذكر النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحض على اتفاق أهل العلم الخ.

* * *

حديث : ٧٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : "مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزٍ قَطُّ، وَلا لَحْمٍ، إلاّ عَلَى ضَفَفٍ"، قَالَ مَالِكٌ : سَأَلْتُ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ : مَا الضَّفَفُ؟ قَالَ : "أَنْ يَتَنَاوَلَ مَعَ النَّاسِ "

হাদীস : ৭৩. মালিক ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো পেটভরে না রুটি খেয়েছেন, না গোশত। কিন্তু 'যাফাফ' এর অবস্থায় পেট ভরে খেতেন। মালিক ইবনে দীনার বলেন, আমি এক বেদুঈনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'যাফাফ' অর্থ কি? সে বলল, লোকদের সাথে একত্রে আহার করা।

তাশরীহ :

১. من خبز قط ولا لحم ঃ قـط অর্থ কোনো সময়, কখনো। বাক্যের দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুটি অথবা গোশত কোনটিই পেটভরে খাননি। দ্বিতীয়ত দু'টি এক সাথে পেট ভরে খাননি। একটি হাদীস থেকে এ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়।
হাদীসটি হল :

عن أنس أن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحـم الاعلى ضفف.

তাশরীহ :

ضـفف ঃ অর্থ একত্রে আহার করা। একত্রে আহার করার অর্থ কি? এ ব্যাপারে আলেমদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ গৃহে পেট ভরে রুটি-গোশত আহার করতেন না। ওলীমা, আকীকা ইত্যাদি দাওয়াতের খানা পেট ভরে আহার করতেন। কিন্তু আল্লামা বাজুরী প্রমুখ আলেমগণ এ ব্যাখ্যাকে জোরদারভাবে খণ্ডন করেছেন। তাঁরা মনে করেন, এ ব্যাখ্যাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে এক প্রকার বেআদবী। نعوذ بـالله রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ ঘরে কৃপণতাবশত পেট ভরে খেতেন না। অন্যের ঘরে দাওয়াতের খানা পেট ভরে খেতেন। এমন কথা যে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বললে তিনি ক্ষিপ্ত হবেন। তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে তা কিভাবে বলা যায়?
হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (র.) বলেন, অধমের মতে উক্ত ব্যাখ্যায় আপত্তির কিছু নেই। কারণ, তখনকার অভাব ও দরিদ্রতা সর্বজন বিদিত। অন্য দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরম দানশীল ছিলেন। তাঁর খেদমতে কিছু হাদিয়া আসলে আসহাবুস সুফ্ফার মাঝে তা বণ্টন করে দিতেন। ফলে তাঁর ঘরে মাসকে মাস চুলায় আগুন জ্বলত না। এমতাবস্থায় পেট ভরে আহার করার সুযোগ কোথায়?
আল্লামা বাজুরীসহ কতিপয় আলেম 'একত্রে আহার করার' ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে যখন মেহমান আসতো তখন মেহমানের সাথে আহার করার সময় পেট ভরে আহার করতেন। যাতে মেহমান ক্ষুধা রেখে তাড়াতাড়ি উঠে না যায়। আর মেহমান আসলে অভাব সত্ত্বেও কিছু না কিছুর ব্যবস্থা করে নিতেন।

হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (র.) বলেন, একত্রে আহার ব্যাপক অর্থেও হতে পারে। অর্থাৎ নিজ গৃহে বা অন্য কোথাও। এমতাবস্থায় পেট ভরে আহার করার কারণ হল, একত্রে আহারের সময় যদি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহার বন্ধ করে দেন তবে সবাই আহার বন্ধ করে দিবে।

এখানে মালিক ইবনে দীনারের একজন বেদুঈনকে ضفف এর অর্থ জিজ্ঞাসা করার কারণ ছিল, যেহেতু তাঁরা দুর্বোধ্য এবং অপরিচিত শব্দের অর্থ সম্পর্কে অধিক অবগত ছিল।

পেট ভরে আহার করার অর্থ

২. মোল্লা আলী কারী (র.) লিখেছেন, পেট ভরে খাওয়ার অর্থ পেটের দুই তৃতীয়াংশ ভরে আহার করা। অন্যথায় সম্পূর্ণ পেট ভরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো আহার করেননি।

أحوال الرواة

جعفر بن سليمان الضبعي : بضم الضاد وفتح الموحدة وكسر العين نسبته لقبيلة بنى ضبعة كشمعة وفى بعض النسخ الضبيعى بزيادة الياء، نسبة لقبيلة بنى ضبيعة، كجهينة، كان من العلماء الزهاد على تشيعه بل رفضه وثقه ابن معين وضعفه ابن القطان، وقال أحمد لا بأس.

مالك بن دينار : كان من علماء البصرة وزهادها وثقه النسائى وابن ماجة. خرج له الأربعة والبخارى فى تاريخه، وهو من التابعين.

درجة الحديث : هذا حديث مرسل، قال القارى فالحديث مرسل، قال ميرك بل معضل لأن مالك بن دينار وإن كان تابعيا لكن روى هذا الحديث عن الحسن البصرى، وهو تابعي أيضا، فقال حدثنا الحسن قال لم يشبع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خبز ولحم الخ. هكذا أخرجه أبو موسى المدينى وأصحاب الغريب وله شاهد من حديث قتادة عن أنس كما سيأتى فى باب العيش الطويل.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف.

(١٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي خُفِّ رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وفيه (٢) حديثان

অনুচ্ছেদ :: ১০
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চামড়ার মোজা

حديث : ٧٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، "أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ خُفَّيْنِ، أَسْوَدَيْنِ، سَاذَجَيْنِ، فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا "

হাদীস : ৭৪. ইবনে বুরায়দা থেকে তাঁর পিতা বুরায়দার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আবিসিনিয়ার বাদশা) নাজাশী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কালো রঙের এক জোড়া চামড়ার মোজা উপহার দেন। যা কারুকার্যবিহীন ছিল। তিনি (পবিত্রাবস্থায়) মোজা জোড়া পরিধান করেন। অতঃপর (ওযু ভাঙ্গার পর) ওযু করেন এবং সেগুলোর উপর মাসাহ করেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

النجاشى ঃ নূনে যবর ও যের দু'ভাবে পড়া যায়। আল্লামা বাজূরী লিখেছেন, যেরের সাথে পড়া أفصح। তেমনিভাবে يـا কে তাখফীফ এবং তাশদীদ উভয়ভাবে পড়া যায়। বাজূরী বলেন, তাখফীফ পড়া أفصح, جيم কে তাশদীদের সাথে পড়া ভুল।

হাবশার (আবিসিনিয়ার) তৎকালীন বাদশার উপাধি ছিল النجاشى। এ বাদশার নাম ছিল اصحمة। মক্কা থেকে হাবশায় মুসলমানদের হিজরত এই اصحمة-এর শাসনামলে হয়েছিল। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েবানা জানাযা পড়েছিলেন। (المواهب اللدنية)

خفين ঃ خف এর تثنية, চামড়ার মোজা।

ساذجين ঃ ساذج এর تثنية । এ শব্দটি سـاده এর معـرب- আরবী রূপান্তর। নকশাবিহীন, কারুকার্যবিহীন বা লোমবিহীন অর্থাৎ লোমমুক্ত চামড়া।

মোজা পরার একটি আদব

তাশরীহ :

১. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েক প্রকারের মোজা ব্যবহার করেছেন। মোজা পরার একটি আদব হল, প্রথমে ডান পায়ে পরা। মোজা পরার পূর্বে মোজা ঝেড়ে নেয়া। মোজা ঝেড়ে নেয়ার কারণ সম্পর্কে তাবরানী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি মোজা পরিধান করেছেন। আরেকটি পরবেন, এমতাবস্থায় একটি কাক এসে মোজাটি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। তারপর উপর থেকে নিচে নিক্ষেপ করল। তাতে একটি সাপ ছিল। উপর থেকে নিক্ষেপ করার কারণে সাপটি বের হয়ে আসল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শোকর আদায় করলেন। এবং ইরশাদ করলেন, প্রত্যেক মু'মিন মোজা পরার সময় মোজা ঝেড়ে নিবে।

(أخرجه الطبرانى فى الأوسط، جمع الوسائل : باب ما جاء فى خف رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

কাফিরদের কাছ থেকে হাদিয়া গ্রহণের হুকুম

২. নাজাশী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিভিন্ন জিনিস হাদিয়া স্বরূপ পাঠিয়ে ছিলেন। একটি কোর্তা, একটি পাজামা এবং একটি রুমাল প্রেরণ করেছিলেন।

أخرج ابن حبان عن طريق الهيثم ابن عدى عن دلهم بهذا الإسناد أن النجاشى كتب إلى رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنّي قد زوجتك امرأة من قومك وهى على دينك أم حبيبة بنت أبي سفيان وأهديتك هدية جامعة قميصا وسراويل وعطفا وخفين ساذجين فتوضأ النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومسح عليها قال سليمان بن داود رواية عن الهيثم قلت للهيثم ما العطاف قال الطيلسان، جمع الوسائل : باب ما جاء فى خف رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، صـ١٥٦.

উলামায়ে কেরাম বলেছেন, এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, কাফিরদের হাদিয়া গ্রহণ করা মূলত জায়েয। কেননা, তখন পর্যন্ত নাজাশী ইসলাম গ্রহণ করেননি। তবে হাদিয়া গ্রহণ করা দ্বারা দীন বা মুসলমানদের কোন ক্ষতির আশংকা থাকলে, তখন কাফেরদের হাদিয়া গ্রহণ করা ভিন্ন কারণে জায়েয নয়। (جمع الوسائل)

أحوال الرواة

دلهم : بفتح مهملة وسكون لام وفتح هاء بن صالح العبدى الكوفى أخرج حديثه أبو داود وابن ماجة والبخارى فى جزء القراءة.

حجير : بضم حاء وفتح جيم أخرج حديثه ابو داود والترمذى وابن ماجة.

ابن بريد : هذا هو الصواب وفى بعض النسخ أبى بريدة وهو غلط فاحش كما قاله القسطلانى واسمه عبد الله.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه رقم الحديث : ٩١٥٥.

* * *

حديث : ٧٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : أَهْدَى دِحْيَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُفَّيْنِ، فَلَبِسَهُمَا. وَقَالَ إِسْرَائِيلُ : عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَجُبَّةً فَلَبِسَهُمَا حَتَّى تَخَرَّقَا لاَ يَدْرِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَكِيٌّ هُمَا أَمْ لا، قَالَ أبو عِيسَى : وَأَبُو إِسْحَاقَ هَذَا هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، وَاسْمُهُ سُلَيْمَانُ.

হাদীস : ৭৫. শা'বী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) বলেছেন, দিহয়া কালবী (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একজোড়া চামড়ার মোজা হাদিয়া দেন। তিনি তা পরিধান করেন। আরেক বর্ণনা মতে সাথে একটি জুব্বাও হাদিয়া দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলো ব্যবহার করেন। শেষ পর্যন্ত তা ছিঁড়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন না, ঐগুলো জবেহকৃত পশুর চামড়া দ্বারা তৈরী ছিল কি না?

শব্দবিশ্লেষণ :

دحية ঃ জমহুরের মতে 'দাল' হরফে যের। কেউ কেউ যবর পড়েছেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। তিনি অত্যন্ত সুন্দর গড়নের ছিলেন। হযরত জিবরীল (আ.) অনেক সময় তাঁর আকৃতি ধারণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আসতেন।

تخرقا ঃ বাবে تفعل থেকে। ছিঁড়ে যাওয়া। تثنية এর যমীর خفين এবং جبة উভয়ের দিকে ফিরবে। কারণ, خفين একটি পোশাক। শুধু خفين এর দিকে ফিরার সম্ভাবনাও রয়েছে।

جبة ঃ خفين এর উপর معطوف হওয়ার কারণে منصوب হয়েছে।

لا يدرى ঃ অর্থাৎ لا يعلم।

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানা ছিল না, এ মোজা যবেহকৃত পশুর চামড়া দ্বারা তৈরী কি না? বা মোজা পবিত্র কি না? যাচাই ছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ব্যবহার করেছেন।

তাশরীহ : হযরত দিহয়া কালবী (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একজোড়া মোজা ও একটি জুব্বা হাদিয়া দিয়েছিলেন। এক বর্ণনায় শুধু মোজার কথা আছে। আরেক বর্ণনায় জুব্বার কথাও আছে। এক রেওয়ায়েতে আছে তিনি এগুলো শাম থেকে হাদিয়া পাঠিয়েছেন।

عن جابر الجعفى عن عامر عن دحية الكلبى أنه أهدى إلى رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جبة من الشام وخفين، جمع الوسائل : باب ما جاء فى خف رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগুলো যাচাই বাছাই ছাড়া ব্যবহার করেছেন। এতে বুঝা যায়, أن الأصل فى الأشياء المجهولة الطهارة -অজ্ঞাত জিনিসের আসল হল পবিত্র হওয়া। এ হাদীস থেকে হানাফী আলেমদের এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় যে, চামড়া দাবাগত করার পর ব্যবহার করা জায়েয। চাই তা যবেহকৃত পশুর চামড়া হোক বা যবেহবিহীন পশুর চামড়া হোক।

أحوال الرواة

الحسن بن عياش : وثقه ابن معين وغيره خرج له مسلم قال الحافظ العراقى: وليس للحسن بن عياش عند المؤلف إلاّ هذا الحديث الواحد.

الشعبى : بفتح الشين المعجمة وسكون العين وهو عامر سيصرح باسمه بعد ذلك. قوله وقال إسرائيل الخ. هذا من كلام المصنف فإن كان من عند نفسه فهو معلق لأنه لم يدرك وإن كان من شيخه قتيبة فهو غير معلق قال القرى وقال ميرك يحتمل أن يكون مقولا ليحى فيكون عطفا بحسب المعنى على قوله عن الحسن بن عياش، قال ميرك والحاصل أن يحى روى قصة اهداء الخفين فقط عن الحسن عن أبى إسحاق عن المغيرة وروى قصة إهداء الخفين مع الجبة عن إسرائيل عن جابر عن المغيرة ويحتمل أن سكون تعليقا عن الترمذى وحينئذ يحتمل أن يكون قوله عن المغيرة مرادا ولم يذكره لظهوره ويؤيد قوله وجبة بطريق العطف، تأمل، جمع الوسائل.

درجة الحديث : قال القارى ولم أر من خرج الحديث غير المؤلف فإنه ذكره فى جامعه بهذا السياق بلا تفاوت، وقال فى أخره حسن غريب وهو لا يخلو عن تأمل لأن جابرا شيخ إسرائيل، هو ابن يزيد الجعفى وهو ضعيف عند النقاد كما تقدم- اللهم إلاّ أن يقال هو ثقة عند المؤلف، جمع الوسائل.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المؤلف فى جامعه، رقم : ١٧٦٩، كتاب اللباس، باب : ما جاء فى لبس الجبة والخفين.

(١١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ نَعْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

وفيه (١٢) حديثا

অনুচ্ছেদ :: ১১

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জুতার (সেণ্ডেলের) বর্ণনা

حديث : ٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو داود (الطَّيَالِسِيُّ)، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : كَيْفَ كَانَ نَعْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لَهُمَا قِبَالانِ ".

হাদীস : ৭৬. কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জুতা (চপ্পল) কেমন ছিল? তিনি বলেন, উভয় জুতার দু'টি করে ফিতা ছিল।

শব্দবিশ্লেষণ :

نعل ঃ জুতা, চপ্পল, সেন্ডেল। জমিন থেকে পাকে যা কিছু রক্ষা করে। তবে ওরফ অনুযায়ী মোজা نعل এর অন্তর্ভুক্ত নয়। نعل শব্দটি مؤنث سماعى তাই كانت না বলে كان বলা শুদ্ধ হয়েছে।

لهما ঃ অর্থাৎ لكل منهما প্রত্যেক জুতায়।

قبالان ঃ قاف যের বিশিষ্ট। জুতার ফিতা।

তাশরীহ : তৎকালীন আরবের প্রচলিত জুতা, বর্তমানে আমাদের দেশের জুতার মত ছিল না; বরং এক খণ্ড চামড়ার দু'টি ফিতা সংযুক্ত করে দেয়া হত। ফিতার ভিতরে দুটি আঙ্গুল ঢুকানোর ব্যবস্থা ছিল। একটি ফিতা বৃদ্ধা এবং তৎপার্শ্ববর্তী আঙ্গুলের মাঝে হত আরেকটি মধ্যমা এবং তৎপার্শ্ববর্তী আঙ্গুলের মাঝে হত। ইবনুল আরাবী বলেছেন, জুতা নবীদের পোশাক।

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা জুতা পরিধান কর। মোল্লা আলী কারী (র.) লেখেন :

وفى حديث جابر عند مسلم رفعه استكثروا من النعال فان الرجل لا يزال راكبا ما انتعل، وكان ابن مسعود صاحب النعلين والوسادة والسواك والطهور وكان يلبس نعليه اذا قام وإذا جلس جعلها فى ذراعيه حتى يقوم, جمع الوسائل : باب ما جاء فى نعل رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه : رقم : ٤١٣٤، كتاب اللباس باب قبلان فى نعل الخ.

* * *

حديث : ٧٧– حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : "كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَالانِ، مَثْنِيٌّ شِرَاكُهُمَا ".

হাদীস : ৭৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জুতার দুটি করে ফিতা ছিল এবং উভয় ফিতা ডবল ছিল (নকশা দেখলে সহজে বুঝা যাবে)।

শব্দবিশ্লেষণ :

مثنى ঃ تثنية থেকে اسم مفعول অর্থাৎ দ্বিগুণ, ডবল।

شراك ঃ জুতার ঐ ফিতা যেটা পায়ের পাতার উপরে থাকে। এখানে مثنى হল خبر مقدم আর شراكهما হয়েছে مبتدء مؤخر

তাশরীহ :

এ হাদীসের একজন রাবীর নাম হল خالد الحذاء। حذاء অর্থ জুতাওয়ালা, মুচি। ইনি নিজে মুচি ছিলেন না। কিন্তু মুচিদের সাথে উঠাবসা করতেন। তাই তিনি এ নামে অভিহিত হন। (جمع الوسائل)

أحوال الرواة

أبو كريب : أى الثورى لا ابن عيينة لأنه لم يرو عن خالد الحذاء خلافا لمن وهم من الشراح.

عبد الله بن الحارث : اى ابن نوفل الهاشمى التابعى الجليل، له رواية ولابنه وحده صحبة أجمعوا على توثيقه، وأخرج حديثه الستة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه ابن ماجة فى سننه رقم : ٢٦١٤، كتاب اللباس باب صفة النعال.

* * *

حديث : ٧٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَيَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ : أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ "نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ، لَهُمَا قِبَالاَنِ "قَالَ : فَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ بَعْدُ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُمَا كَانَتَا نَعْلَي النَّبِيِّ ﷺ.

হাদীস : ৭৮. ঈসা ইবনে তাহমান (র.) বলেন, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) পশমবিহীন চামড়ার একজোড়া জুতা বের করে আমাদের দেখান। উভয়টির দু'টি করে ফিতা ছিল। ঈসা ইবনে তাহমান বলেন, পরে সাবিত (র.) হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে আমাকে বলেন, ঐ জুতাজোড়া ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের।

শব্দবিশ্লেষণ :

جرداوين ৪ جرداء এর تثنية আর جرداء হল أجرد এর مؤنث অর্থ কেশবিহীন, তৃণলতাশূন্য যমীন।

তাশরীহ :

তৎকালীন আরবে পশমসহই চামড়া দ্বারা জুতা তৈরী করা হতো। এবং এ ধরনের জুতা পরার প্রচলন ছিল। এ জন্য বর্ণনাকারী স্পষ্ট করে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জুতা মোবারক পশমবিহীন ছিল।

أحوال الرواة

أبو أحمد الزبيرى : بالتصغير نسبة لجده زبير أخرج حديثه الستة.

عيسى بن طهمان : بفتح فسكون أخرج حديثه البخارى والنسائى. قوله قال فحدثنى ثابت بعد عن أنس أنه الخ لعل ابن طهمان رأى النعلين عند أنس ولم يسمع منه نسبته إلى النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فحدثه بذلك ثابت عن أنس وقوله ثابت أي البنانى وقوله بعد أى بعد هذا المجلس، وقول ابن حجر أى بعد إخراج أنس النعلين إلينا غير سديد لصدقه بكونهما فى المجلس وذلك لا يناسب سياق قوله عن أنس إذ لو كان القول بعد إخراج النعلين مع كونهما بالمجلس لكان الظاهر أن أنسا هو الذى يحدث بلا واسطة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه رقم : ٣١٠٧، كتاب اللباس : باب قبلان فى نعل الخ.

* * *

حديث : ٧٩- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لابْنِ عُمَرَ : رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا "، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا.

হাদীস : ৭৯. উবাইদ ইবনে জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আমি আপনাকে দেখছি যে, আপনি পশমবিহীন চামড়ার সেন্ডেল পরেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পশমবিহনীন চামড়ার জুতা পরতে এবং তা পরিহিত অবস্থায় অজু করতে দেখেছি। তাই আমি অনুরূপ জুত পরতে পছন্দ করি।

শব্দবিশ্লেষণ :

السبتية ঃ পশমবিহীন চামড়া। سبت بكسر السين এর দিকে নিসবত করে السبتية بكسر السين বলা হয়। سبت অর্থ গরুর দাবাগাতকৃত চামড়া। ঐ চামড়া যার পশম উপরে ফেলা হয়েছে। سبت এর মূল অর্থ কাটা, মুণ্ডন করা।

তাশরীহ :

এ প্রশ্নের কারণ ছিল, সাধারণভাবে সে যুগের আরবরা পশমসহ চামড়ার সেন্ডেল পরিধান করতেন। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমারের আমলটা ব্যতিক্রমী ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুবহু অনুকরণের আগ্রহ তাঁকে এভাবে পশমবিহীন চামড়ার সেন্ডেল পরিধানে প্রেরণা দিয়েছে।

'জুতা পরা অবস্থায় অজু করেছেন' এর অর্থ হচ্ছে, সে যুগের আরবরা সাধারণত সেন্ডেল জাতীয় জুতা পরিধান করত। উপরে বা পাশে চামড়া থাকত না। তাই তা পায়ে রেখে অজু করা সম্ভব হতো।

أحوال الرواة

إسحاق بن موسى الأنصارى : كذا فى نسخ وفى بعضها إسحاق بن محمد وهو الصواب، وقال بعض الحفاظ هذا هو الذى خرّج له فى الشمائل وليس هو اسحاق بن موسى الذى خرّج له فى جامعه قال فى التقريب وإسحاق بن محمد مجهول.

معن : أحد الأئمة، أثبت أصحاب مالك خرج له الجماعة.

سعيد بن أبي سعيد المقبرى : قوله المقبرى بفتح فسكون فضم ويفتح صفة لأبي سعيد نسبة إلى مقبرة بالكوفة كان ينزل بها وقيل نسب إليها لزهده وكثرة زيارة المقابر وقيل كان يحفظ مقبرة ابن دينار أو لكون عمر ولاه على حفرها وهو تابعى لأنه يروى عن أبي هريرة وهو كثير الحديث، ثقة وقال لا بأس به اختلط قبل موته بثلاث سنين خرج له الجماعة.

عبيد بن جريج : بالتصغير فيه وبالجيمين والراء فى أخيرها أخرج حديثه الشيخان وغيرهما وهو مدنى تابعى.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه رقم : ٥٨٥١، كتاب اللباس، باب النعال السبتية وغيرها.

* * *

حديث : ٨٠- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : "كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَالانِ ".

হাদীস : ৮০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেণ্ডেলের দু'টি করে ফিতা ছিল।

أحوال الرواة

معمر : بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة وآخره راء عالم اليمن من أكابر العلماء مجمع على جلالته شهد جنازة الحسن رضى الله عنه روى عنه أربعة تابعون مع كونه غير تابعى وهم شيوخ.

ابن أبي ذئب : بمهز ويبدل واسمه عبد الرحمن واسم والده محمد واسم جده المغيرة الإمام الكبير الشان ثقة فقيه فاضل عالم كامل ناهيك بقول الإمام الشافعى رضى الله عنه ما فاتنى أحد فأسفت عليه ما أسفت على الليث وابن أبي ذئب ولما حج الرشيد ودخل المسجد النبوى قاموا له إلا ابن أبي ذئب فقالوا له قم لأمير المؤمنين قال إنما يقوم الناس لرب العالمين فقال الرشيد دعوه قامت منى كل شعرة.

صالح مولى التوأمة : بفتح فوقية وسكون واو وفتح همزة وهى امرأة لها صحبة وسميت توأمة لأنها كانت مع أخت فى بطن وهى أخت ربيعة بن أمية بن خلف الجمحى وصالح مولى التوأمة ابن أبي صالح مولى أم سلمة ثقة ثبت لكن تغير.

ومن أخرج هذا الحديث : صحيح، تفرد به المصنف من هذا الوجه.

* * *

حديث : ٨١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ، يَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ :"يُصَلِّي فِي نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ"

হাদীস : ৮১. আমর ইবনে হুরাইস (র.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন পাদুকা পরে নামায পড়তে দেখেছি, যার তলায় দুই পরত চামড়া সেলাই করা ছিল।

শব্দবিশ্লেষণ :

مخصوفين : خصف (ض) সেলাই করা, মেরামত করা, জড়ানো।

তাশরীহ :

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জুতার তলা ডবল চামড়াযুক্ত ছিল। উপর নিচে দুই পরত চামড়া সেলাই করা ছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেন্ডেল দুই ধরনের ছিল। কিছু এক পরতের। আর কিছু দুই পরতের। অথবা ছিড়ে যাওয়ার কারণে চামড়ায় তালি লাগানো হয়েছিল। সাধারণত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে জুতা সেলাই করতেন।

لما ورد فى رواية عروة عن عائشة أن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخيط ثوبه، ويخصف نعله ويرقع دلوه. أخرجه ابن حبان والحاكم (كذا فى جمع الوسائل)

২. জুতা পাক ও পরিষ্কার থাকলে তা পরে মসজিদে প্রবেশ করা এবং ঐ অবস্থায় নামায পড়া জায়েয আছে। তবে যেহেতু ওরফে এটাকে আদবের খেলাফ মনে করা হয়, তাই বর্জন করা উচিত।

أحوال الرواة

سفيان : قال القسطلانى هو الثورى لأنه هو الروى عن السدى خلافا لما قيل من أنه ابن عيينه.

السدى : بضم السين وتشديد الدال المكسورة منسوب للسدة وهى بـاب الدار لبيعه المقانع جمع قناع والخمر جمع خمار بباب مسجد الكوفة وهو السدى الكبير المفسر المشهور مختلف فيه وثقه بعضهم وضعفه آخرون وأما السدى الصغير فهو محمد بن مروان حفيده وهو متفق على ضعفـه واتهمه بعضهم بالكذب وليس المرادهنا انتهى، وهو ابن ابنة السدى الكبير أو ابن أخته رمى بالرفض.

حدثنى من سمع عمروبن حريث : بالتصغير وهو قرشى مخزومى صحابى، أخرج حديثه

الستة قال الواقدى مات النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو ابن عشرة قال القارى ولم أر فى شيء من الروايـــات التصريح باسم من حدث السدى وأظنه عطاء بن السائب فإنه اختلط فى آخر عمره والسدى ممن سمع منه بعد الإختلاط فلذا أهمـــــه ولـــم يصرح باسم ه لئلا يفطن له لكن للحديث شاهد وهو ما أخرجه ابـــن حبـــان من طريق شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر قال رأيت رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلى فى نعلين مخصوفتين من جلود البقر وأخرج النسائى من طريق عبيد الله بن عمر القواريرى عن سفيان عن أبى اسحاق عمن سمع عمرو بن حريث.

درجة الحديث : حسن بشاهد.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه النسائى فى الكبير، كتاب الزينة.

* * *

حديث : ٨٢-٨٣- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لا يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا ".

হাদীস : ৮২-৮৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে চলাচল না করে। সে হয় দুই পায়েই জুতা পরবে অথবা দু'পা-ই খোলা রাখবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

لا يمشين : এ বাক্যটি শব্দগত দিক থেকে نفى, অর্থগত দিক থেকে نهى অর্থাৎ لا تمشوا ।

لينعلهما : هما যমীরের مرجع যদি قدمين হয় তাহলে لينعلهما বাবে افعال থেকে হবে। لام টি لام امر অর্থাৎ দুই পায়ে জুতা পরিধান করা উচিত। আর যদি مرجع - نعلين হয়, তাহলে বাবে سمع থেকে হবে। অর্থাৎ দুই জুতা পরা উচিত। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, যমীরের مرجع - قدمين হলেও فعل টি

مجرد থেকে হতে পারে। কারণ, نعل বাবে فتح থেকে متعدى এর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ليحفهما : الإحفاء। থেকে অর্থ জুতা খোলা। কোন কোন নুসখায় ليخلعهما ব্যবহৃত হয়েছে । خلع বাবে فتح থেকে খুলে ফেলা।

তাশরীহ :

১. এ হাদীসটি شمائل কিতাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এ কথা বুঝান যে, এক পায়ে জুতা পরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল না। কারণ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে যে কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, সে কাজ তিনি নিজে করতে পারেন না। এ হাদীসে এক পায়ে জুতা পরে চলাচল করতে নিষেধ করা হয়েছে। অথচ অন্য রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,

أخرجه الترمذى فى جامعه عن عائشة قالت ربما مشى رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى نعل واحدة.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো এক পায়ে জুতা পরে হাঁটতেন।

কয়েকভাবে এ বিরোধের নিরসন করা হয়েছে। ক. হাদীসের নিসেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য হল, এক জুতা পরায় অভ্যস্ত না হওয়া। কখনো প্রয়োজন পড়লে নিষেধ নেই। যেমন হাঁটতে গিয়ে ছিঁড়ে গেল বা অন্য কোন কারণে দু'চার কদম এক জুতায় হাঁটলে কোন অসুবিধা নেই।

(খ) এক পায়ে জুতা পরে চলা জায়েয বুঝানোর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝে মধ্যে এক জুতায় হেঁটেছেন। আর নিষেধের অর্থ হারাম নয়, অনুত্তম।

(গ) নিষেধাজ্ঞাটা শরীয়তের বিধান হিসাবে নয়; বরং النهى للإرشاد- উপদেশ ও পরামর্শমূলক নিষেধাজ্ঞা। অর্থাৎ যেহেতু এভাবে চলাফেরা বেমানান, দৃষ্টিকটু, তাই নিষেধ করেছেন। উলামায়ে কেরাম এক মোজা পরে চলা, এক হাতাওয়ালা জামা পরিধান করাকেও এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মোটকথা, সব পোশাক সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী পরা উচিত। কৃত্রিম, দৃষ্টিকটুরীতি পরিহার করা চাই। দৃষ্টি আকর্ষণ বা প্রসিদ্ধি লাভের

উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক রীতির পরিপন্থী ফ্যাশন বর্জনীয়।

أحوال الرواة

أبو الزناد : اسمه عبد الله بن ذكوان، تابعى صغير.

الأعرج : اسمه عبد الرحمن بن هرمز 'ثقة ثبت' عالم خرج له الستة،

حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبى الزناد نحوه : بالنصب أى مثله فى المعنى دون اللفظ والأظهر أنه يريد بنحوه نحو الإسناد المتقدم فكأنه قال الى آخر الإسناد.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه رقم الحديث :٥٨٥٥.

* * *

حديث : ٨٤- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى أَنْ يَأْكُلَ، يَعْنِي الرَّجُلَ، بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ".

হাদীস : ৮৪. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কোন ব্যক্তিকে বাম হাতে আহার করতে অথবা এক পায়ে জুতা পরে চলাচল করতে নিষেধ করেছেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

الرجل : এখানে الرجل দ্বারা ব্যক্তি উদ্দেশ্য। কাজেই পুরুষ, মহিলা, শিশু সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

أو : এখানে ব্যবহৃত أو টি রাবীর সন্দেহ প্রকাশের জন্য নয়; বরং تقسيم তথা প্রকারভেদ বুঝানোর জন্য।

তাশরীহ :

১. অধিকাংশ আলেমদের মতে এ ইরশাদগুলো মুস্তাহাব পর্যায়ের, হারাম নয়। যাহেরী সম্প্রদায়ের কিছু লোকের মতে এসব নাজায়েয। (خصائل نبوى، المواهب اللدنية)

২. يعنى الرجل : এ ব্যাখ্যাটি হযরত জাবির বা তাঁর পরবর্তী কোন রাবী কর্তৃক সংযোজিত। অর্থাৎ রাবী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম يأكل

এর ضمير দ্বারা الرجل বা যে কোন ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন। (جمع الوسائل)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم عن أبي هريرة في صحيحه رقم : ٢٠٩٨، كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعل في اليمنى الخ.

* * *

حديث : ٨٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ.(ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، فَلْتَكُنِ الْيُمنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ ".

হাদীস : ৮৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের যে কেউ জুতা পরিধানকালে যেন আগে ডান পায়ে জুতা পরে, আর যখন খোলে তখন যেন বাম পায়ের জুতা আগে খোলে। অতএব জুতা পরিধানে ডান পা প্রথম এবং খুলতে ডান পা শেষে হবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

انتعل : জুতা পরিধান করা। এখানে উদ্দেশ্য إذا أراد أن ينتعل যখন জুতা পরার ইচ্ছা করবে।

نزع : (ض) টেনে বের করা, খুলে ফেলা।

فلتكن اليمنى الخ : এ বাক্য পূর্বের বাক্যের تاكيد ।

أولها : এটি كان এর খবর হিসাবে منصوب হবে বা مبتداء হিসাবে مرفوع হবে। আর تنعل তার খবর হবে। অতপর পূর্ণ جملة টা كان এর খবর হবে। أصح মতে تنعل কে مؤنث পড়া যায়। আর بتاويل عضو একে مذكر পড়া যায়।

তাশরীহ : যে জিনিস সৌন্দর্যবর্ধক, উত্তম বা সম্মানিত, সেখানে ডান অগ্রগণ্য। জুতা যেহেতু পায়ের সৌন্দর্যের কারণ, তাই পায়ে আগে পরা মুস্তাহাব।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه رقم : ٥٨٥٦، كتاب اللباس باب ينزع نعله اليسرى.

* * *

حديث : ٨٦- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ هُوَ ابْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي تَرَجُّلِهِ، وَتَنَعُّلِهِ وَطُهُورِهِ ."

হাদীস : ৮৬. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুল আঁচড়ানো, জুতা পরিধান এবং পবিত্রতা অর্জনে (অজু করতে) যথাসম্ভব ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।

তাশরীহ : উক্ত হুকুম এ তিন কাজেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রত্যেক ঐ কাজেই এ হুকুম প্রযোজ্য, যার মূলনীতি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর 'যথাসম্ভব' বলে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ডান দিক থেকে শুরু করা কষ্টকর হলে বা অন্য কোন প্রয়োজন দেখা দিলে- তখন বাম দিক থেকে শুরু করতে কোন দোষ নেই।

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, হযরত জাবিরের সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে দাঁড়িয়ে জুতা পরতে নিষেধ করা হয়েছে। তা এ জন্য যে, কোন কোন জুতা দাঁড়িয়ে পরতে কষ্ট হয়। কষ্ট না হলে দাঁড়িয়ে পরতে কোন অসুবিধা নেই। মোজা এবং পাজামা ও এ নিষেধের অন্তর্ভুক্ত। কষ্ট না হলে দাঁড়িয়ে পরলে অসুবিধা নেই। (جمع الوسائل، باب ما جاء فى نعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) তবে পাজামা ও মোজা দাঁড়িয়ে পরা নিষেধ বা বসে পরা আদব- এ সম্পর্কিত কোন সহীহ বা যয়ীফ হাদীস আমাদের নজরে পড়েনি। الله أعلم بالصواب

ومن أخرج هذا الحديث : سبق تخريجه رقم : ٣٤.

* * *

حديث : ٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ أَبُو

مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : "كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَالانِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ"، وَأَوَّلُ مَنْ عَقَدَ عَقْدًا وَاحِدًا عُثْمَان رضى الله عنه.

হাদীস : ৮৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জুতায় দু'খানা করে ফিতা ছিল। তদ্রূপ আবূ বকর ও উমার (রা.)এর জুতায়ও। সর্বপ্রথম একটি করে ফিতা বেঁধে ছিলেন উসমান (রা.)।

তাশরীহ : সম্ভবত হযরত উসমান (রা.) এক ফিতা এ জন্য ব্যবহার করেছিলেন, যাতে মানুষ দুই ফিতা ব্যবহার করাকে অপরিহার্য বা উত্তম মনে না করে। এবং এক ফিতা ব্যবহারকে মাকরূহ বা অনুত্তম মনে না করে। তৎকালীন আরবের প্রচলন অনুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ফিতাওয়ালা সেন্ডেল পরিধান করেছিলেন; ইবাদত হিসাবে নয়। কাজেই দুই ফিতা বা এক ফিতাওয়ালা জুতা বা অন্য যে কোন জুতা পরিধান করা মুবাহ। কোনটিই উত্তম বা অনুত্তম নয়। (جمع الوسائل (صـــ١٦٨، المواهب اللدنية، : صـــ ٨٥

أحوال الرواة

محمد بن مرزوق : أى أبو عبد الله الباهلى وليس هو محمد بن مرزوق بن عثمان البصرى كما ظنه شارح لأنه لم يرو عنه أحد من الستة كما فى التقريب وأما هذا فروى عنه مسلم وابن ماجة وابن خزيمة.

عبد الرحمن بن قيس : الضبى الزعفرانى كذبه أبو زرعة وغيره كذا ذكره ابن حجر فى التقريب وسبقه الذهبى إلى ذلك قالا ولا ذكرله فى الكتاب الستة.

هشام : أى ابن حسان وهو الراوى عن ابن سيرين فلذلك لم يميزه لأن هشاما فى الشمائل خمسة.

درجة الحديث : ضعيف.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف دون أهل الكتب الستة.

(١٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ خَاتَمِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

وفيه (٨) أحاديث

অনুচ্ছেদ :: ১২

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আংটির বর্ণনা

حديث : ٨٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : "كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا ".

হাদীস : ৮৮. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আংটি ছিল রূপার তৈরী। আর তার নগীনা (যে অংশে নাম খোদিত হয়, মণি) ছিল আবিসিনীয় পাথর দ্বারা তৈরী।

শব্দবিশ্লেষণ :

ورق : بكسر الراء وتسكن تخفيفا : রূপা।

فص : بتثليث الفاء - নগীনা, মণি, পাথর, যার মধ্যে নাম খোদাই করা হয়।

حبشيا : আবিসিনীয় পাথর। এই পাথরের খনি ছিল হাবশা বা আবিসিনীয়ায়। তাই হাবশার দিকে নিসবত করে حبشيا বলা হয়েছে। কারো কারো মতে এ আংটির নগীনা ছিল আকীক পাথরের। যা তৎকালীন হাবশার ইয়ামন থেকে আনা হতো। ভিন্ন মতে এর রং ছিল হাবশী অর্থাৎ কালো বা এটা হাবশার তৈরী ছিল বা কর্মকার হাবশার ছিল। তাই হাবশী বা আবিসিনীয় বলা হয়েছে।

তাশরীহ :

১. পূর্বের অধ্যায়গুলির শিরোনামে ইমাম তিরমিযী (র.) ذكر শব্দ ব্যবহার করেননি। কিন্তু এ অধ্যায়ে ذكر শব্দ যোগ করে তিনি باب ما جاء فى خاتم

باب ما جاء فى ذكر خاتم رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ এবং আলোচ্য خاتم এর خاتم النبوة, وَسَلَّمَ এর خاتم এর অর্থের পার্থক্য স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। যাতে পাঠক সহজে বুঝতে পারে যে, যেখানে ذكر শব্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে সেখানে خاتم দ্বারা আংটি উদ্দেশ্য। আর যেখানে ذكر ছাড়া خاتم النبوة বলা হয়েছে, সেখানে মোহরে নবুওয়াত উদ্দেশ্য।

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমত আংটি তৈরী করেননি। কিন্তু যখন জানতে পারলেন, রাজা-বাদশাহগণ সীল-মোহরবিহীন চিঠি পত্রের গুরুত্ব দেন না, এ দিকে আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীনের দাওয়াত দিয়ে চিঠি প্রেরণের ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন ষষ্ঠ অথবা সপ্তম হিজরীতে আংটি তৈরী করে আনলেন।

৩. জমহুর আলেমের মতে রূপার আংটি ব্যবহার করা জায়েয। তবে পুরুষের জন্য সাড়ে চার মাশা অর্থাৎ এক সিকি পরিমাণ (৩.৩৮০ গ্রাম) হতে হবে। এর অধিক ওজনের না হওয়া চাই।

قال الزيلعى : وقد وردت آثار فى جواز التختم بالفضة وكان للنبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاتم فضة وكان فى يده الكريمة حتى توفى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم فى يد أبى بكر رضى الله عنه إلى أن توفى ثم فى يد عمر رضى الله عنه إلى أن توفى ثم فى يد عثمان رضى الله عنه إلى أن وقع فى البئر- فأنفق مالا عظيما فى طلبه فلم يجده، ووقع الخلاف فيما بينهم والتشويش من ذلك الوقت إلى أن استشهد رضى الله عنه، رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة : صـ ٥١٧.

ولا يزيده على مثقال وقيل لايبلغ به المثقال، أقول : يؤيده نص الحديث من قوله عليه السلام ولا تتمه مثقالا، رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة : صـ ٥٢٠.

قال القارى : وذهب جمع من المتأخرين من العلماء الشافعية إلى تحريم ما زاد على مثقال للحديث الحسن بل صحيحه ابن حبان أنه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للابس خاتم الحديد مالى أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه وقال يا رسول الله من أى شئ اتخذه؟ قال من ورق ولا تتمة مثقالا لكن رجح اللآخرون الجواز منهم الحافظ

العراقى فى شرح الترمذى، فإنه حمل النهى المذكور على التنزيه على أن النووى فى شرح مسلم ضعفه، جمع الوسائل : صـ ١٨٣.

পিতল, লোহা, তামা, কাঁশা ইত্যাদি ধাতুর আংটি পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্য মাকরূহ। অর্থাৎ যখন আংটির হলকা বা বৃত্ত এসব ধাতু দ্বারা তৈরী হয়। আর বৃত্তটা যদি সিকি পরিমাণ রূপার মধ্যে হয়, আর মণিটা এসব ধাতুর হয় তাহলে তা জায়েয। পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি সম্পূর্ণ নাজায়েয।

لما روى الطحاوى بإسناده إلى عمران بن حصين وأبى هريرة قال نهى رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن خاتم الذهب وروى صاحب السنن بإسناده إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعليه خاتم من شبه فقال له أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال مالى أجد عليك حلية أهل النار؟ فطرحه فقال يا رسول الله من أى شئ أتخذه؟ قال إتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا.....وفى الجوهرة والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء، رد المحتار كتاب الحظر والإباحة : صـ ٨١٧- ٨١٨.

نقل النووى فى شرح المهذب عن صاحب الإبانة كراهة الخاتم المتخذ من حديد ونحاس للخبر المذكور....وعن المتولى لا يكره واختار فيه وصححه فى شرح مسلم لخبر الصحيحين فى قصة الواهبة أطلب ولو خاتما من حديد ولو كان مكروها لم يأذ فيه ولخبر أبى داود كان خاتومة صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديد ملوى عليه فضة قال والحديث فى النهى ضعيف واعترض على تضعيفه بان له شواهد عدة إن لم ترقه إلى درجة الصحة لم تدعه ينزل عن درجة الحسن قال القارى أقول ويحمل حديث كما أن خاتمة من حديد وقوله أطلب ولو خاتما من حديد على ما قبل النهى مع أن الحديث الثانى لا يراد به الحقيقة بل المبالغة فى الطلب على أنه لا يلزم من وجوده لبسه وقد صرح قاضيخان من علمائنا فى باب الكراهة بقوله لا يتختم الرجل الا بفضة أما قوله لا يتختم بالذهب فللحديث المعروف وأما التختم بالحديد فلأنه خاتم أهل النار وكذا الصفر. (جمع الوسائل : صـ١٨٣)

পাথরের আংটি ব্যবহার করাও মাকরূহ। তবে কেউ কেউ আকীক পাথরের আংটি জায়েয বলেছেন।

ولا يتختم بغيرها كحجر وصحح السرخسى جواز الشيب والعقيق وعمم مثلا خسرو قال فى غرر الأفكار والأصح أنه لا بأس به لأنه عليه السلام تختم بالعقيق وقال تختموا بالعقيق فإنه مبارك ولأنه ليس بحجر إذ ليس به ثقل الحجر، رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة : صـــ٥١٨.

قال فى شرعة الإسلام التختم بالعقيق والفضة سنة قال شارحه ينبغى أن يعلم أن التختم بالعقيق قيل حرام لكونه حجرا وهو المختار عند أبي حنيفة وقيل يجوز التختم بالعقيق لأن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال تختموا بالعقيق فإنه مبارك وليس بحجر كذا فى شرح الوقاية وكلام صاحب الشرعة على هذا القول ولكن ينبغى ان يعلم أن العبرة للحلقة لا للفص حتى يجوز أن يكون الفص من الحجر والحلقة من الفضة. (جمع الوسائل : ١٧٣)

اما حديث تختموا بالعقيق قال القارى له طرق كلها واهية كما قاله ابن الديبع لكن رواه الديلمى من حديث أنس وعمر وعلى وعائشة رضى الله عنهم بأسانيد متعددة فيدل على أن الحديث له أصل.....وقال السيوطى : عند ابن عدى لسند ضعيف من حديث عائشة مرفوعا تختموا بالعقيق فإنه مبارك. (الموضوعات الكبرى : رقم : ٣٥٦)

وقال القارى : فى جمع الوسائل وأما ما روى فى التختم بالعقيق من أنه ينفى الفقر وأنه مبارك وأن من تختم به لم يزل فى خير فكلها غير ثابتة على ما ذكره الحفاظ وفى خبر ضعيف أن التختم بالياقوت والأصفر يمنع الطاعون. صـــ ١٧٠.

আংটি পরার হুকুম

৪. আংটি ব্যবার করার হুকুম কি? এ ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেন, সবার জন্য আংটি ব্যবহার করা সুন্নত। কারো মতে বাদশা ও কাজী ছাড়া অন্যদের জন্য আংটি ব্যবহার করা মাকরূহ। আল্লামা শামীর মতানুযায়ী হানাফী আলেমগণের তাহকীক হল- বাদশা, কাজী ও মুতাওয়াল্লী প্রমুখ যাদের আংটির প্রয়োজন রয়েছে, তাদের জন্য আংটি ব্যবহার করা সুন্নত। অন্যদের জন্য আংটি ব্যবহার করা জায়েয তবে ব্যবহার না করা উত্তম। কারণ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম আংটি তখনই তৈরী করেছেন, যখন বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর নিকট চিঠি প্রেরণের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন হয়েছিল।

আবূ দাউদ শরীফসহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে বাদশাহ ছাড়াও অন্যদের জন্যে আংটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে যেহেতু সাহাবীগণ আংটি পরেছেন এবং অন্যান্য হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুমোদনও বর্ণিত হয়েছে, তাই নিষেধাজ্ঞার হাদীসকে خلاف أولى বা অনুত্তম এর উপর আরোপ করা হবে। (خصائل نبوى)

قال القارى : قال ابن حجر ولبسه مندوب ولو لم يحتج إليه لختم انتهى وهو مخالف لقول بعض أئمتنا أنه أنما يندب لمن كان يحتاج إليه للختم ويؤيده سبب ورود إتخاذ الخاتم وهو مباح للرجل والنساء إجماعا وكرهت طائفة لبسه مطلقا وهو شاذ نعم ثبت أنه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما اتخذ خاتما من ورق واتخذوا مثله طرحة فطرحوا خواتيمهم وهذا يدل على عدم ندب الخاتم لمن ليس له حاجة إلى الختم وأجاب عنه البغوى بأنه أنما طرحه خوفا عليهم من التكبر والخيلاء وأجاب بعضهم عنه بأنه وهم من الزهرى راويه وإنما الذى لبسه يوما ثم ألقاه خاتم ذهب كما ثبت من غير وجه عن ابن عمر وأنس أو خاتم حديد فقد روى أبو داود بسند جيد انه كان له خاتم حديد ملوى عليه فضة فلعله هو الذى طرحه وكان يختم به ولا يلبسه وقالت طائفة يكره إذا قصد به الزينة وأخرون يكره لغير ذى سلطان للنهى عنه لا لغيره. رواه أبو داود والنسائى لكن نقل عن أحمد أنه ضعفه انتهى وقال قاضى خان وعن رسول الله صلى الله عليه وسم أنه كان يختم بالعقيق ثم التختم بالفضة إنما يباح لمن يحتاج إلى التختم كالقاضى وعند عدم الحاجة فالترك أفضل وإذا تختم بالفضة ينبغى أن يكون الفص إلى باطن الكف من اليسرى، (جمع الوسائل : صـــ١٧١)

ترك التختم لغير السلطان أفضل أشار إلى أن التختم سنة لم يحتاج إليه كما فى الإختيار، لكن ان ترك التختم لمن لا يحتاج إلى الختم أفضل وظاهره انه لا يكره للزينة بلا تجبر، رد المختار : صـــ٥١٧-٥٢٠.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب اللباس باب خاتم الفضة، ومسلم كتاب اللباس والزينة فى خاتم الورق فصه حبشى، أبو داود كتاب الخاتم باب ما جاء فى اتخاذ الخاتم، والنسائى كتاب الزينة باب صفة خاتم النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ابن ماجة كتاب اللباس نقش الخاتم والمصنف فى جامعه كتاب اللباس باب ما جاء فى خاتم الفضة.

* * *

حديث : ٨٩– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلاَ يَلْبَسُهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى : أَبُو بِشْرٍ اسْمُهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ.

হাদীস : ৮৯. হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি রূপার আংটি তৈরী করান। তিনি সেটি দ্বারা সীলমোহর করতেন, পরতেন না।

শব্দবিশ্লেষণ :

إتخذ ঃ এখানে إتخذ দ্বারা উদ্দেশ্য امر بصياغته তৈরী করার নির্দেশ দেন। বা وجده مصوغا فاتخذه রূপার তৈরী আংটি গ্রহণ করেন। (جمع الوسائل)

يختم ঃ (ض) ছাপ মারা, সীলমোহর করা।

তাশরীহ :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আংটি পরতেন, এ কথা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাই আলেমগণ হযরত ইবনে উমারের আলোচ্য হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আংটি পরতেন না অর্থ সর্বদা পরতেন না। প্রয়োজনের সময় পরতেন।

কারো মতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুটি আংটি ছিল। একটি সীলমোহারের কাজে ব্যবহার করতেন, হাতে ব্যবহার করতেন না। অপরটি হাতে ব্যবহার করতেন।

أحوال الرواة

أبو بشر : أى المذكور فى السند اسمه جعفر بن أبي وحشى بفتح فسكون مهملة وتشديد ياء وفى نسخة وحشية بغير انصراف اختلف فيه ثقة وضعفا. قاله القارى قال الباجورى هو ثقة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه النسائى فى سننه رقم : ٥٢١٨، كتاب الزينة باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء.

* * *

حديث : ٩٠- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ أخبرنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ هُوَ الطَّنَافِسِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ (أَبُو خَيْثَمَةَ) عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ، فَصُّهُ مِنْهُ.

হাদীস : ৯০. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আংটি চাঁদির তৈরী ছিল এবং তার নগীনাও চাঁদির ছিল।

শব্দবিশ্লেষণ :

فصة ঃ এর ضمير এর مرجع হল خاتم।

منه ঃ এর ضمير এর مرجع হল فضة কিন্তু ورق এর তাবীল করে যমীর مذكر আনা হয়েছে। বা ضمير এর مرجع হল خاتم আর من টি تبعيض এর জন্যে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ فضة بعض الخاتم। তখন মর্ম হবে নগীনা আংটিরই অংশ ছিল। (جمع الوسائل)

الطنافسى ঃ طنفسة এর বহুবচন। উটের চুলের অথবা খেজুর গাছের পাতার নকশাদার এক হাত চওড়া বিছানা বিশেষ। এই বর্ণনাকারী এটা তৈরী করতেন বা বিক্রি করতেন ফলে তিনি الطنافسى নামে পরিচিত হন।

তাশরীহ :

এই অধ্যায়ের প্রথম হাদীসে বলা হয়েছে আংটির নগীনা ছিল আবিসিনীয় পাথর। আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে নগীনা ছিল চাঁদির। যাঁরা নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আংটি দুটি ছিল বলে দাবী করেন, তাঁরা এই হাদীসটিকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। কাজেই তাঁদের মতে কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই। কিন্তু যাঁরা একটি আংটি ছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন, তারা উভয় হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে বলেন, নগীনা আবিসিনীয় হওয়ার অর্থ, এর রং বা ডিজাইন আবিসিনীয় ছিল বা কারিগর আবিসিনীয় ছিল।

হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (র.) বলেন, অধমের মতে একাধিক আংটি ছিল বলাটা অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ, একাধিক হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময় আংটি ব্যবহার করেছেন। একটি আংটি স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৈরী করেছেন। আরো আংটি সাহাবীগণ হাদিয়া দিয়েছেন। جمع الوسائل গ্রন্থে উল্লেখিত বিভিন্ন বর্ণনা থেকে এ কথাটি প্রমাণিত হয়। (خصائل نبوى)

أحوال الرواة

الطنافسى : بفتح الطاء وكسر الفاء منسوب إلى طنافس كمساجد جمع طنفسة بضم أوله وثالثه وكسرهما وكسر الأول وسكون الثالث بساط له خمل وحصير من سعف قدره ذارع فكان النسبة للعمل أو البيع إشعارا بأنه صار علما له بالغلبة واشتهر به وهو ثقة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه رقم : ٤٢١٧، كتاب الخاتم باب ما جاء فى اتخاذ الخاتم والنسائى فى كتاب الزينة باب صفة خاتم النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأخرجه البخارى فى كتاب اللباس باب فص الخاتم.

* * *

حديث : ٩١– عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ قِيلَ لَهُ : إِنَّ الْعَجَمَ لاَ يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي كَفِّهِ.

হাদীস : ৯১. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনারবদের নিকট ইসলামের

দাওয়াত সম্বলিত চিঠি লেখার ইচ্ছা করলে তাঁকে বলা হলো, অনারবরা সীলমোহর বিহীন চিঠি গ্রহণ করে না। তাই তিনি একটি আংটি তৈরী করান। তাঁর হাতে রাখা সে আংটিটির শুভ্রতা এখনও যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

العجم ঃ পারসিক, রোমান, অনারব। এখানে উদ্দেশ্য অনারব রাজা-বাদশাহ।

قيل له ঃ এক মতানুসারে এর বক্তা ছিলেন একজন কুরাইশ। আরেক মতানুসারে একজন অনারব।

خاتم ঃ بالفتح ويكسر সীল। এখানে মূলবাক্য إلا كتابا عليه خاتم আসলে হবে إلا كتابا عليه نقش خاتم। وضع عليه خاتم বা مضاف উহ্য মানা হবে, অর্থাৎ

فاصطنع خاتما ঃ তিনি আংটি বানান। অর্থাৎ امر أن يصنع له আংটি তৈরীর নির্দেশ দেন। যেমন বলা হয় 'বাদশাহ অমুক নগরটি নির্মাণ করেন।' অর্থাৎ বাদশাহর নির্দেশে নগরটি নির্মিত হয়।

في كفه ঃ كف হাতের তালু, হাত। এখানে উদ্দেশ্য আঙ্গুলের পেট। (جمع الوسائل، المواهب اللدنية)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আংটি তৈরীর সময়কাল

তাশরীহ :

১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আংটি তৈরী করার কাল সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। একদল বলেন, হিজরী ষষ্ঠ সনে এবং অপর দল বলেন, হিজরী সপ্তম সনে তা তৈরী করা হয়। এটা সুনিশ্চিত যে, হিজরী ষষ্ঠ সনের শেষ দিকে যুলকা'দাহ মাসে হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পাদিত হয়। অতঃপর মদীনায় ফিরে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবের বাহিরে বিভিন্ন রাজা-বাদশাহকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে চিঠি লিখতে ইচ্ছা করেন। আর হিজরী সপ্তম বর্ষের মুহাররম মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিভিন্ন দূত মারফতে চিঠিগুলো পাঠিয়ে দেন। কাজেই এটা যুক্তিসঙ্গত যে, হিজরী ষষ্ঠবর্ষের শেষভাগে আংটিটি প্রস্তুত করা হয়েছিল। (المواهب اللدنية : صـــ٨٦)

২. সীলমোহরবিহীন চিঠি গ্রহণ না করার কারণ এই ছিল যে, চিঠি মোহরযুক্ত না হলে তার যথার্থ হওয়া সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে। তা ছাড়া মোহারবিহীন চিঠি গুরুত্বহীন হয় এবং এতে প্রাপকের মর্যাদাও খাট করা হয়। (المواهب اللدنية : صـــ٨٧)

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই আংটিটি তৈরী করেন يعلى بن أمية। (المواهب اللدنية : صـــ٨٧)

৪. শেষোক্ত বাক্য দ্বারা ঘটনাটি সাহাবীর ভালভাবে স্মরণ আছে-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর শুভ্রতা দ্বারা আংটি রূপার ছিল-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

হাদীস থেকে বুঝা গেল, চিঠিপত্রের মাধ্যমে দীনের দাওয়াত পৌছান সুন্নত। সর্ব প্রথম হযরত সুলায়মান (আ.) চিঠির মাধ্যমে বিলকীসকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। (المواهب اللدنية : صـــ٨٧)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه النسائى فى كتاب الزينة باب صفة خاتم النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رقم الحديث : ٥٢٠١، أبو داود فى أول كتاب الخاتم باب ما جاء فى اتخاذ الخاتم رقم الحديث : ٤٢٠٨، وأخرجه البخارى بسنده فى صحيحه كتاب اللباس، باب نقش الخاتم، وأخرجه مسلم فى كتاب اللباس والزينة، باب فى اتخاذ النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم.

* * *

حديث : ٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولٌ سَطْرٌ، وَاللّٰهُ سَطْرٌ.

হাদীস : ৯২. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আংটির এক লাইনে 'মুহাম্মদ' এক লাইনে 'রাসূল' এবং এক লাইনে 'আল্লাহ' অংকিত ছিল।

শব্দবিশ্লেষণ :

كان نقش خاتم رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - এখানে كان এর خبر উহ্য আছে। তাহলে ثلاثة أسطر।

محمد "سطر" الخ ঃ محمد رسول الله এর محمد শব্দের শেষে দুই পেশ আছে বলে এটা এভাবেই পড়তে হবে। কিন্তু رسول শব্দের শেষে এক পেশ আছে বলে এ হাদীসে رسول এক পেশযোগেও পড়া যায় এবং الله এর শেষে যের আছে বলে এই হাদীসে الله পড়াও শুদ্ধ হবে একে হরকতে حكائية যোগে পাঠ বলা হয়। কাজেই অংশটি এভাবেও পড়া যায় :

محمدٌ سطر رسولُ سطر واللهِ سطر.

আবার مبتداء ও خبر হিসাবে তিনও বাক্য مرفوع পড়া যায়। অর্থাৎ

محمدٌ سطر، رسولٌ سطر، اللهُ سطر.

তাশরীহ :

১. এই হাদীসে বলা হয়েছে- محمد–رسول–الله এ শব্দ তিনটি আংটির উপরে তিন লাইনে অংকিত ছিল। কিন্তু এই লাইন তিনটি কিভাবে সাজানো ছিল সে সম্পর্কে কোন বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায় না। কোন কোন আলেমের মতে محمد رسول الله এভাবে লিখা ছিল, الله / رسول / محمد কেননা, আল্লাহর নাম সর্বোপরে থাকা উচিত।

কিন্তু মুহাক্কিক আলেমদের মত হল, কোন হাদীস থেকে এ নিয়মটি প্রমাণিত নয়; বরং হাদীসের যাহেরী শব্দ থেকে বুঝা যায়, এভাবে লিখা ছিল : ।

محمد
رسول
الله

قال القارى واما قول بعض الشيوخ ان كتابه كانت من أسفل إلى فوق يعنى ان الجلالة فى أعلى الأسطر الثلثة ومحمد فى أسفلها فلم أر التصريح بذلك فى شئ من الأحاديث بل رواية الإسماعيلى تخالف ظاهرها ذلك فإنه قد قال فيها محمد سطر والسطر الثانى رسول والسطر الثالث الله انتهى، جمع الوسائل : صـــ١٧٥.

وذكر الحافظ ابن حجر أنه لم يره فى شيء من الأحاديث، المواهب اللدنية : صـــ٨٨.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আংটিতে কী লেখা ছিল?

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আংটিতে محمد رسول الله খোদিত ছিল। সহীহ বর্ণনাসমূহে এই তিনটি শব্দের কথাই উল্লেখ আছে। কোন কোন বর্ণনায় আছে, তাতে لا اله إلا الله محمد رسول الله অংকিত ছিল। আরেক বর্ণনা আছে, بسم الله محمد رسول الله খোদাই করা ছিল। তবে এ সব বর্ণনা দুর্বল। মোল্লা আলী কারী (র.) লেখেন :

أخرج أبو الشيخ فى أخلاق النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من رواية عرعرة عن عزرة بن ثابت عن ثمامة عن أنس قال كان فص خاتم رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حبشيا مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله وعرعرة ضعفه ابن المدينى فزيادة هذه شاذة وكذا ما رواه ابن سعد من مرسل ابن سيرين بزيادة بسم الله محمد رسول الله شاذة أيضا ولم يتابع عليه قال وقد ورد من مرسل طاوس والحسن البصرى وإبراهيم النخعى وسالم بن أبى الجعد وغيرهم ليس فيه زيادة على محمد رسول الله أقول على تقدير توثيقه لا شك أن زيادة الثقة مقبولة يحمل هذا الحديث على الإقتصار وبيان ما به الإمتياز من تخصيص اسمه أو يبنى على تعداد الخواتيم كما سبق بيانه، جمع الوسائل : صـــ١٧٥.

আংটিতে শিক্ষামূলক উক্তি অংকিত করা

৩. আল্লামা ইবনে জুমাআহ বলেন, আংটিতে শরীআত গর্হিত কিছু অংকিত করা হারাম। যথা মানুষ বা কোন জীবজন্তুর ছবি খোদিত করা। সৌন্দর্যের জন্য ফুল-পাতা ইত্যাদি অংকিত করা জায়েয হবে। নাম অথবা শিক্ষামূলক কোন উক্তি অংকিত করা ভাল। কতিপয় সাহাবী ও ইমামের আংটিতে নিম্নোক্ত উপদেশাবলী অংকিত ছিল বলে জানা যায়।

হযরত উমার (রা.)-এর আংটিতে كفى بالموت واعظا 'উপদেশদাতা হিসাবে মৃত্যুই যথেষ্ঠ' বাণীটি অঙ্কিত ছিলো।

হযরত আলীর আংটিতে ছিলো, لله الملك 'রাজ্য একমাত্র আল্লাহরই'।

হযরত হুযায়ফা এবং আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.)-এর আংটিদ্বয়ে الحمد لله- 'আল্লাহরই সকল প্রশংসা' লেখা ছিলো।

ইমাম বাকির (র.)-এর আংটিতে العزة لله- 'সম্মান ও প্রতিপত্তি আল্লাহর অধিকারে' অঙ্কিত ছিলো।

ইমাম নাখঈ (র.) আংটিতে الثقة بالله 'আল্লাহরই ভরসা' এবং ইমাম মাসরূকের আংটিতে بسم الله- 'আল্লাহর নামের বরকতে অংকিত' ছিল। (المواهب اللدنية : صـ ٨٨)

أحوال الرواة

محمد بن عبد الله الأنصارى أى بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصارى أخرجه حديثه الستة والمسمى بهذا الاسم ثلاثة أكثرهم هذا وثانيهم اسم جده حفص ثالثهم اسم جده زياد.

قال حدثنى أبى : يعنى عبد الله بن المثنى صدوق كثير الغلط أخرج حديثه البخارى والترمذى وابن ماجه.

وثمامة : بضم المثلثة بن عبد اللهبن أنس بن مالك الأنصارى أخرج حديثه الستة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، رقم : ٣١٠٦ كتاب فرض الخمس باب ما درع النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ، وفى كتاب اللباس باب هل يجعل نقش الخاتم ثلثة أسطر.

* * *

حديث : ٩٣– حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ، فَصَاغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا حَلْقَتُهُ فِضَّةٌ، وَنُقِشَ فِيهِ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.

হাদীস : ৯৩. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পারস্য সম্রাট কিসরা, রোম সম্রাট কায়সার এবং আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত চিঠি লেখার ইচ্ছা করলে তাঁকে বলা হল, তারা সীলমোহরবিহীন চিঠি গ্রহণ করেন না। কাজেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি আংটি

বানালেন। সেটির বৃত্ত ছিল চাঁদির। এবং তাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অংকিত ছিল।

শব্দবিশ্লেষণ :

كتب : তিনি লিখলেন। কিন্তু এ অধ্যায়ের ৪নং হাদীসটির পরিপ্রেক্ষিতে এর অর্থ হল তিনি লিখতে ইচ্ছা করলেন।

كسرى : بكسر أوله وفتحه- তৎকালীন পারস্য সম্রাটের উপাধি। এটি خسرو শব্দের আরবী রূপ। অর্থ বিশাল রাজ্যের অধিপতি।

قيصر : রোম সম্রাটের উপাধি। এই কায়সারের নাম ছিল হিরাক্লিয়াস।

النجاشى : হাবশার বাদশার উপাধি। তবে এ নাজাশী আসহামা নন, যার শাসনামলে সাহাবাগণ হাবশায় হিজরত করেছিলেন এবং তার মৃত্যুর পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েবানা জানাযা পড়েছিলেন।

صاغ : (ن) গড়া, তৈরী করা, রূপদান করা। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আংটি তৈরীর নির্দেশ দিলেন এবং সাহাবী يعلى بن أمية আংটিটি তৈরী করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকল বাদশাহর নামে চিঠি পাঠিয়েছেন

তাশরীহ :

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকল রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের নামে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত চিঠি প্রেরণ করেন তাদের কয়েকজন হলেন,

ক. রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস। তার কাছে চিঠি নিয়ে যান সাহাবী হযরত দিহইয়া কালবী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের প্রতি তার বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তিনি ঈমান গ্রহণ করেননি। তবে চিঠির কোন অবমাননাও করেননি; বরং যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে রাখেন।

খ. পারস্য সম্রাট পারভেজ। তার কাছে চিঠি নিয়ে যান হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস-সাহমী রা.। পারভেজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিঠি মোবারক ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলে। ফলে তার রাজ্যও ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যায়।

গ. আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজাশী। তার নিকট চিঠি নিয়ে যান সাহাবী আমর ইবনে উমাইয়া যামরী রা.। যে নাজাশী হাবশায় মুসলমানদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁর নাম ছিল أصحمة। তিনি ষষ্ঠ হিজরী সনে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবম হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। মদীনায় থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জানাযা পড়েন। পরবর্তী নাজাশী যার কাছে আমর ইবনে উমাইয়া চিঠি নিয়ে যান, তার নাম জানা যায়নি এবং তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কেও কিছু জানা যায়নি।

(المواهب اللدنية : صـــ١٧٦)

ঘ. মিশরের বাদশাহ মুকাওকিস। তার কাছে চিঠি নিয়ে যান হযরত হাতিব ইবনে আবী বালতাআ। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাদিয়া পাঠান।

ঙ. বাহরাইনের শাসক মুনযির ইবনে সাদী। তার কাছে চিঠি নিয়ে যান হযরত আলা ইবনুল হাযরামী রা.। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলামী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

চ. হযরত আমর ইবনুল আসের মাধ্যমে আম্মানের দু'জন শাসক বরাবর চিঠি পাঠান। চিঠি পেয়ে তাঁরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

أحوال الرواة

الجهضمى : بفتح الجيم وسكون الهاء وفتح الضاد المعجمة فى أخره ميم نسبة للجهاضمة، محلة بالبصرة وتلك المحلة تنسب إلى الجهاضمة بطن من أود وكان من الحفاظ الأعلام الثقات طلب للقضاء فقال أستخير فدعا فمات خرج له الجماعة.

نوح بن قيس : صالح حسن الحديث وكان يتشيع ووثقه أحمد لكن نقل عن يحى تضعيفه وقال البخارى لم يصح حديثه خرج له مسلم والأربعة خلا البخارى.

عن خالد بن قيس : أى أخيه فهو يروى عن أخيه قال فى الكاشف ثقة وفى التقريب صدوق وقال البخارى لا يصح حديثه خرج له مسلم وأبو داؤد.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب اللباس والزينة باب فى اتخاذ النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم.

* * *

حديث : ٩٤– حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ.

হাদীস : ৯৪. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়খানায় প্রবেশের সময় তাঁর আংটি খুলে রাখতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

إذا دخل الخلاء ঃ উদ্দেশ্য أراد دخلوه যখন পায়খানায় যাওয়ার ইচ্ছা করতেন।

الخلاء ঃ খালি জায়গা। মলত্যাগের জায়গা। যেহেতু ইহা খালি থাকে তাই সেটিকে الخلاء বলে।

তাশরীহ :

যেহেতু আংটিতে আল্লাহর নাম লেখা ছিল, তাই তা পরে পায়খানায় ঢুকতেন না। এ হাদীস থেকে জানা গেল, যে বস্তুর উপর কোন মুবারক নাম বা বিষয় লেখা থাকে, তা নিয়ে পায়খানায় প্রবেশ করা মাকরূহ। থলি অথবা পকেটে নিয়ে প্রবেশ করাতে কোন দোষ নেই। (المواهب اللدنية)

أحوال الرواة

سعيد بن عامر : أحد الأعلام، ثقة مأمون، صالح ربما وهم خرج له الستة.

حجاج بن منهال : الحجاج كشداد، ومنهال كمنوال، ثقة ورع عالم خرج له الستة.

همام : بتشديد الميم الأولى ابن يحى بن دينار اتفق الشيخان على الإحتجاج به ووثقه غير واحد كما حكاه القارى فى جمع الوسائل وقال الحافظ فى التقريب ثقة ربما وهم.

ابن جريج : بالتصغير الففية، أحد الاعلام أول من صنف فى الإسلام.

درجة الحديث : بسط القارى فى نصوص من ضعف الحديث وصححه وممن تكلم عليه أبو داود فقال هذا الحديث منكر والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام، وقال الترمذى فى جامعه حسن صحيح غريب وقال الحاكم فى مستدركه صحيح على شرط

الشيخين وصححه ابن حبان وقال النووى ضعفه الجمهور وما ذكره الترمذى مردود عليه والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام. قال الجزرى فى هذا التضعيف نظر فان هماما هذا هو ابن يحى بن دينار أبو عبد الله الأزدى واتفق الشخيان على الإحتجاج به ووثقه ابن معين والأئمة كلهم وقال أحمد هو ثبت فى كل المشايخ وقال ابن عدى هو أصدق وأشهر من أن يذكر له حديث منكر إذ أحاديثه مستقيمة وصوب الحافظ عبد العظيم المنذرى قول تفرده لا يوهن الحديث وانما يكون غريبا كما قاله الترمذى انتهى كلام الشيخ. قال القارى أقول أما حكم أبى داود عليه بالنكارة فوجهه أن هماما خالف الناس برواية هذا الحديث عن بن جريج والمعروف عنه بهذا الإسناد هو الحديث الذى أشار إليه أبو داود وهكذا وجهه الزين العراقى فى شرح ألفيته وهو هذا أحد قسمى المنكر عند ابن الصلاح وكثير من المتقدمين وخص بعض المتأخرين المنكر بالحديث الذى خالف الضعيف الثقة كما صرح به العسقلانى فى شرح النخبة وخص الشاذ بما رواه الثقة مخالفا لما رواه من هو أرجح منه لمزيد ضبطه أو أكثره عددا وقال فى آخر بحث الشاذ والمنكر الفرق بينهما أن الشاذ رواية ثقة والمنكر رواية ضعيف قال وقد غفل من سوى بينهما فعلى هذا الحكم على حديث همام هذا بالشذوذ أولى من الحكم عليه بالنكارة لانه ثقة باتفاق الأئمة ولهذا صححه الترمذى لكنه حكم عليه بالغرابة لأنه لم يروه غيره، من أراد التفصيل فليرجع جمع الوسائل، وبذل المجهود لحل أبو داؤد.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه رقم : ٢١٩، والنسائى فى كتاب الزينة باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء والترمذى فى كتاب اللباس باب ما جاء فى لبس الخاتم فى اليمين.

* * *

حديث : ٩٥– حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، وَيَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ، حَتَّى وَقَعَ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ نَقْشُهُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.

হাদীস : ৯৫. ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি রূপার আংটি তৈরী করান। তা (প্রথমে) তাঁর হাতেই ছিল। এরপর আবূ বকর ও উমার (রা.)-এর হাতে ছিল। তারপর ছিল উসমান (রা.)-এর হাতে। অবশেষে সেটি তাঁর যুগে আরীস কূপে পড়ে যায়। তাতে 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' অংকিত ছিল।

শব্দবিশ্লেষণ :

فكان فى يده ঃ এখানে দুটি অর্থ হতে পারে। يد- কে প্রকৃত অর্থে নিলে মর্ম হবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আংটিটি নিজ হাতে পরতেন। আর রূপক অর্থে নিলে মর্ম হবে, 'অধিকারে' ছিল। পরবর্তী দুই স্থানেও يد উভয় অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে।

بئر أريس ঃ যেমন أريس এই শব্দটি منصرف এবং غير منصرف দুভাবেই পড়া যায়। একটি কূপের নাম। এই কূপটি কুবার মসজিদের নিকটস্থ একটি বাগানে অবস্থিত ছিল। সিরীয় ভাষায় 'আরীস' শব্দের অর্থ কৃষক। আরীস নামে পরিচিত একজন য়াহুদীর নাম অনুসারে ঐ কূপের নাম ছিল 'বি'রে আরীস'।

কাসতাল্লানী বলেন, মসজিদে কূবার নিকটস্থ একটি বাগানের নাম আরীস। আল্লামা আসকালানী বলেন, بئر أريس একটি প্রসিদ্ধ বাগানের নাম। সেখানকার কূপ উদ্দেশ্য। এ সূরতে একটি مضاف উহ্য মানতে হবে। অর্থাৎ وقع فى بئر بئر أريس।

ثم كان فى يد عثمان ঃ এখানে يد দ্বারা আঙ্গুলে উদ্দেশ্য। (المواهب اللدنية، جمع الوسائل)

তাশরীহ :

১. ইমাম কাসতাল্লানী (র.) বলেন, হযরত উসমানের খেলাফতের সপ্তম বর্ষে ঐ আংটিটি কূপে পড়ে যায়। তারপর হতেই ইসলামী সাম্রাজ্যে ফেৎনা ফাসাদের সূত্রপাত হয়। সে ফেৎনার পরিণতিতে হযরত উসমান শহীদ হন, এমনকি আজ পর্যন্ত সে ফেৎনা চলে আসছে। কাজেই দেখা যায়, হযরত সুলায়মানের আংটির মধ্যে যে রহস্য নিহিত ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ আংটিতেও সেরূপ রহস্য নিহিত ছিল।

২. আংটিটি কূপে পড়ার পর তা উদ্ধারের জন্য তিন দিন ধরে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয় এবং সব পানি সেঁচে ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু আংটিটি আর পাওয়া যায়নি। এরপর হযরত উসমান (রা.) আরেকটি আংটি তৈরী করে তাতে محمد رسول الله অংকিত করান, এবং এ আংটি দিয়ে চিঠিতে মোহর করতে থাকেন।

৩. আলোচ্য হাদীসে হযরত ইবনে উমার (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে আংটি ছিল। অথচ এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় হাদীসে হযরত ইবনে উমার (রা.) বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আংটি পরতেন না। এর বিস্তারিত জবাব পূর্বে দেওয়া হয়েছে। তবে এ জবাবও হতে পারে যে, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে আংটিটি ছিল' এর অর্থ হচ্ছে তাঁর অধিকারে ছিল। এর জন্য পরা জরুরী নয়।

সুতরাং পরবর্তী অধ্যায়ে আসছে যে, আংটিটি হযরত মুআইকীবের কাছে থাকত। হযরত উসমানের খেলাফতকালে তাঁর হাত থেকেই কূপে পড়ে যায়। এতে বুঝা যায়, আংটিটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত মুআইকীবের তত্ত্বাবধানে ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তিন খলীফা প্রয়োজনের সময় আংটিটি নিতেন। এবং মোহর করা শেষ হলে আবার মুআইকীবের নিকট গচ্ছিত রাখতেন। কিন্তু স্বভাবত কখনও কখনও মুআইকীবকে পাওয়া না গেলে সাময়িকভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তিন খলীফা তা আঙ্গুলে পরে রাখতেন। এ জন্য কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এ হাদীসে يد দ্বারা অধিকারে থাকা উদ্দেশ্য এবং এটা অগ্রগণ্য মত।

৪. আংটিটি কার হাত থেকে পড়ে যায় এ ব্যাপারে হাদীসে দু'ধরনের বিবরণ পাওয়া যায়। পরবর্তী অধ্যায়ের ৭ নং হাদীসে এবং মুসলিম শরীফের ২য় খণ্ডের ১৯৬ পৃষ্ঠায় একটি হাদীসে বলা হয়, আংটিটি মুআইকীব (রা.)-এর হাত থেকে কূপে পড়ে যায়। পক্ষান্তরে সহীহ বুখারীর ৮৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, হযরত উসমানের হাত থেকে কূপে পড়ে যায়। মুহাদ্দিসগণ এর সমন্বয় করতে গিয়ে বলেন, আরীস কূপের একধারে হযরত উসমান ও অপর ধারে হযরত মুআইকীব উপবিষ্ট থাকাকালে হযরত উসমান যখন হাত বাড়িয়ে আংটিটি হযরত

মুআইকীবকে দিচ্ছিলেন এবং মুয়াইকীব তা হাত বাড়িয়ে নিচ্ছিলেন কিংবা মুআইকীব হযরত উসমানকে দিচ্ছিলেন এবং উসমান তা নিতে ছিলেন, সে সময় আংটিটি কূপে পড়ে যায়।

কাজেই হযরত মআইকীবের হাত থেকে পড়েছে এবং হযরত উসমানের হাত থেকে পড়েছে উভয়ই বলা ঠিক।

৫. এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, কারো মৃত্যুর পর তার নাম অংকিত আংটি অন্যজন ব্যবহার করতে পারবে। কারণ, মৃত্যুর পর সংমিশ্রণের আশংকা থাকে না। (المواهب اللدنية)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى كتاب اللباس باب نقش الخاتم ومسلم فى كتاب الزينة باب لبس النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله الخ. والنسائى فى الزينة باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء وأبو داود فى أول كتاب الخاتم باب ما جاء فى اتخاذ الخاتم.

(١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ

وفيه (١٠) أحاديث

অনুচ্ছেদ :: ১৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডান হাতে আংটি পরিধান সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

حديث : ٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالاَ : حدثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ.

হাদীস : ৯৬. হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আংটি তাঁর ডান হাতে পরতেন।

তাশরীহ :

১. পূর্বের অধ্যায়ে আংটির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ে আংটি পরার বিবরণ দেওয়া উদ্দেশ্য। ইমাম তিরমিযী এ অধ্যায়ে দশটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

২. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আংটি ডান হাতে পরতেন কি বাম হাতে পরতেন- এ সম্পর্কে উভয় ধরনের হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম বুখারী ও ইমাম তিরমিযীর মতে ডান হাতে আংটি পরার হাদীস راجح বা অগ্রগণ্য। সুতরাং এ অধ্যায়ে ইমাম তিরমিযীর শিরোনামের ধরন থেকেই বুঝা যায়, তিনি ডান হাতে পরার হাদীসমূহকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাম হাতে আংটি পরা সম্পর্কিত কোন হাদীস উল্লেখ করেননি।

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন,

وقال ميرك فيه إشعار بأن المصنف كان يرجح روايات تختمه فى اليمين على الروايات الدالة على تختمه فى اليسار فلذا لم يخرج فى الباب حديثا فيه التصريح بكونه صلى الله

عليه وسله تختم فى يساره بل قال فى جامعه روى بعض أصحاب قتادة عن أنس أن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تختم فى يساره وهو حديث لا يصح ولذا رجح أكثر أهل العلم الأحاديث المذكورة فى هذا الباب، وأكثرها صحاح، جمع الوسائل : صـ ١٨٣.

আবার কিছু আলিম উভয়বিধ হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় ডান হাতে আংটি পরতেন, আর মাঝে মাঝে বাম হাতেও পরতেন।

ইমাম বাগাভী বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম দিকে ডান হাতে আংটি পরতেন। শেষে বাম হাতে পরেছেন। এটিই তাঁর আখেরী আমল। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন,

واستدل له بما أخرجه أبو الشيخ وابن عدى من رواية عبد الله بن عطاء عن نافع ابن عمر أن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تختم فى يمينه ثم أنه حول فى يساره وهذا لو صح لكان قاطعا للنزاع ولكن سنده ضعيف، جمع الوسائل : صـ ١٨٤.

কোন্ হাতে আংটি পরা উত্তম

কোন্ হাতে আংটি পরা উত্তম? -এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতভিন্নতা রয়েছে। ইমাম নববী বলেন, ডান-বাম যে কোন হাতেই আংটি পরা জায়েয। এ ব্যাপারে ফকীহগণ একমত। তবে কোন্ হাতে পরা উত্তম এ বিষয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। সলফের অনেকে ডান হাতে পরতেন আবার অনেকে বাম হাতে পরতেন। ইমাম মালিক (র.) বাম হাতে পরা মুস্তাহাব বলেছেন। ডান হাতে পরা মাকরূহ বলেছেন। আমাদের মাযহাবে দু'ধরনের মত পাওয়া যায়, তবে বিশুদ্ধ মত হল ডান হাতে পরা উত্তম। যেহেতু আংটি সৌন্দর্যবর্ধক। আর সৌন্দর্য্যের জন্য ডান হাত অধিক উপযোগী।

হাফিয আসকালানী (র.) বলেন, সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে হলে ডান হাতে পরা আর সীলমোহরের উদ্দেশ্যে হলে বাম হাতে পরা উত্তম। অপর একদল আলেমের মতে আংটি পরার জন্য উভয় হাত সমান। তাঁরা উভয়বিধ হাদীসের মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। ইমাম আবূ দাউদের রীতি থেকেও এটা বুঝা যায়। সুতরাং শিরোনামে বলেছেন,

باب التختم فى اليمين أو اليسار.

অতঃপর এ শিরোনামের অধীনে উভয়বিধ হাদীস কোনরূপ প্রাধান্য দেওয়া ছাড়া উল্লেখ করেছেন। (جمع الوسائل : صـــ١٨٥)

হানাফী ফকীহগণের মাঝেও এ বিষয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। কেউ কেউ ডান হাতে পরা উত্তম বলেন। মোল্লা আলী কারী হানাফীদের এক মত ডান হাতে পরা উত্তম বলে উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ বলেন, উভয় হাত সমান। আল্লামা শামী এ মত পোষণ করেন। الدر المختار-এ বলা হয়েছে :

يجعله لبطن كفه فى يده اليسرى وقيل اليمنى إلا أنه من شعار الروافض فيجب التحرز عنه. قهستانى وغيره، كتاب الحظر والإباحة : صـــ ٥١٩.

অর্থাৎ ডান হাতে আংটি পরা রাফিযীদের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। তাই এটা বর্জন করা ওয়াজিব। তবে رد المحتار-এ আল্লামা শামী বলেন,

وكان ذلك من شعارهم فى الزمان السابق ثم انفصل وانقطع فى هذا الزمان فلا ينهى عنه كيفما كان وفى غاية البيان قد سوى الفقيه أبو الليث فى شرح الجامع الصغير بين اليمين واليسار وهو الحق لأنه قد اختلف الروايات عن رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى ذلك وقول بعضهم إنه فى اليمين من علامات أهل البغى ليس بشئ لأن النقل الصحيح عن رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينفى ذلك، كتاب الحظر والإباحة : صـــ٥١٩.

অর্থাৎ, অতীতে কখনো এটা রাফিযীদের বৈশিষ্ট্য ছিল। এখন আর বৈশিষ্ট্য থাকেনি। কাজেই নিষেধ হবে না। ফকীহ আবূল লায়স উভয় হাতকে সমান বলেছেন, এটাই সঠিক মত।

হযরত গাঙ্গুহী বলেছেন, বাম হাতে আংটি পরা যেহেতু রাফিযীদের বৈশিষ্ট্য তাই বাম হাতে আংটি পরা মাকরূহ। হযরত সাহারানপুরী (র.)ও 'বযলুল মাজহূদে' অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। (خصائل نبوى)

এতে বুঝা গেল, কোন এক সময় ডান হাতে আংটি পরা রাফিযীদের বৈশিষ্ট্য ছিল, আবার কখনো বাম হাতে পরা তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল। তখন বাতিলের সাথে সাদৃশ্য হওয়ার কারণে এটাকে মাকরূহ বলা হয়েছে। অন্যথায় যে কোন হাতে আংটি ব্যবহার করা জায়েয। বর্তমানে এটা রাফিযীদের বৈশিষ্ট্য থাকেনি, তাই এখন মাকরূহ হবে না।

তবে হাদীসের আলোকে ডান হাতে আংটি পরা উত্তম মনে হয়। কারণ-

১. আংটি পরা সৌন্দর্যবর্ধক ও সম্মানজনক। এমন ক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডানকে পসন্দ করতেন।

২. ডান হাতে আংটি পরার হাদীসগুলো সংখ্যায় বেশি এবং বিশুদ্ধ। পক্ষান্তরে বাম হাতে পরার হাদীস সংখ্যায় কম এবং সনদের দিক থেকে কিছুটা দুর্বল।

৩. ডান হাতে পরলে ইস্তিঞ্জার সময় নাপাক লাগার আশংকা নেই।

قال الباجورى لأن التختم فيه نوع تكريم واليمين به أحق وكونه صار شعارا للروافض لا أصل له وقد نقل المصنف عن البخارى أن التختم فى اليمين أصح شيء فى هذا الباب عن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإذا كان التختم فى اليمين أصح فلا وجه للعدول عن ترجيح أفضليته وبالجملة فالتختم فى اليسار ليس مكروها ولا خلاف الأولى بل هو سنته لكنه فى اليمين أفضل.

বর্তমান যুগের প্রচলিত ঘড়ি পরার ক্ষেত্রে ডান-বাম উভয় হাত সমান। তবে ডান হাতে পরা উত্তম হবে ইনশাআল্লাহ।

أن كان الصواب فمن الله والا منى ومن الشيطان.

أحوال الرواة

يحى بن حسان : ثقة إمام، رئيس، خرج له الجماعة إلا ابن ماجة.

سليمان بن بلال التيمى : ثقة، إمام جليل خرج له الكل.

شريك بن عبد الله بن أبى نمر : بفتح النون وكسر الميم احترز به عن شريك بن عبد الله القاضى وما نحن فيه وثقه أبو داود وقال ابن معين لا بأس به وقال النسائى غير قوى، وقوله : ابن حنين بالتصغير.

عن أبيه : أى عبد الله بن حنين.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه ٤٢٢٦، كتاب الخاتم، باب ما جاء فى التختم فى اليمين أو اليسار والنسائى فى كتاب الزينة باب موضع الخاتم من اليد الخ.

* * *

حديث : ٩٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، نَحْوَهُ.

তাশরীহ :

দুইটি সূত্রে বর্ণিত কোন হাদীসের শব্দ একইরূপ হলে একটিকে অপরটির مثله বলে উল্লেখ করা হয়। আর শব্দ একইরূপ না হয়ে ভাব ও অর্থ একইরূপ হলে نحوه বলে উল্লেখ করা হয়।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه النسائى فى سننه كتاب الخاتم باب ما جاء فى التختم فى اليمين أو اليسار.

* * *

حديث : ٩٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي رَافِعٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ.

হাদীস : ৯৮. হাম্মাদ ইবনে সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আবি রাফে' কে তাঁর ডান হাতে আংটি পরতে দেখেছি। আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরকে তাঁর ডান হাতে আংটি পরতে দেখেছি। আর আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

أحوال الرواة

ابن أبي رافع : أى عبد الرحمن قال البخارى فى حديثه مناكير وروى له الأربعة قوله فسألته عن ذلك أى عن سبب ذلك.

عبد الله بن جعفر : ابن أبي طالب الهاشمى، هو صحابي كأبيه وهو أول مولود ولد فى الإسلام بأرض الحبشة، مات بالمدينة سنة ثمانين، وهو ابن ثمانين، أخرج حديث الستة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه رقم : ١٧٤٤، كتاب اللباس باب لبس الخاتم فى اليميم، وقال الترمذى بعد تخريجه قال محمد بن اسماعيل : هذا أصح شئ روى عن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والنسائى فى الزينة باب موضع الخاتم من اليد الخ، وابن ماجة فى سننه باب التختم باليمين.

* * *

حديث : ٩٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ أخبرنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ.

হাদীস : ৯৯. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

তাশরীহ :

আল্লামা বাজূরী বলেন, زاد فى روايته ويقول اليمين أحق بالزينة من الشمال অর্থাৎ এক বর্ণনায় এ কথাও আছে সৌন্দর্য ডান হাতের উপযোগী। (المواهب اللدنية)

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, এ বিষয় সংক্রান্ত হাদীসগুলো অধ্যয়ন করার পর আমার কাছে যা সঠিক মনে হয়েছে, তা হল সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে আংটি পরলে ডান হাতে পরা উত্তম। আর সীলমোহরের উদ্দেশে পরলে বাম হাতে পরা উত্তম। কেননা, ডান হাত দিয়ে বাম হাত থেকে খুলে সীল লাগান সহজ। তবে হাদীস শরীফে উভয় হাতে পরার কথা উল্লেখ রয়েছে। (خصائل نبوى)

أحوال الرواة

يحى بن موسى : كذا فى المكتوبة وهكذا فى الشروح الثلثة وهو الصواب فما فى النسخ الهندية موسى بن يحى غلط ليس فى رواة الصحاح أحد اسمه موسى بن يحى فتأمل.

إبراهيم بن الفضل : قال العصام لم اجد ترجمته وقال القارى لم أطلع على ترجمته قال المناوى وهو قصور إذ هو إبراهيم بن الفضل بن سليمان المخزومى قال الذهبى شيخ مدنى روى عنه الترمذى والبيهقى وابن ماجة وقول ابن معين ضعيف لا يثبت حديثه ليس بشئ وقال جمع متروك، وقال أحمد ليس بقوى ولهم آخر اسمه إبراهيم بن الفضل الإصبهانى كذاب وآخر اسمه ابراهيم بن الفضل بن سويد صدوق كثير التصحيف.

ابن عقيل : بفتح فكسر (حاشية خصائل نبوى، شرح المناوى، جمع الوسائل).

درجة الحديث : حسن بشواهد.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه ابن ماجة فى سننه رقم : ٣٦٤٧، كتاب اللباس باب التختم باليمين.

* * *

حديث : ١٠٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ "يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ "

হাদীস : ১০০. হযরত জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

أحوال الرواة

أبو الخطاب زياد : كشداد، ثقة حافظ خرج له الستة.

عبد الله بن ميمون : قال البخارى ذاهب الحديث وقال أبو حاتم متروك وقال أبو زرعة واه وقال ابن حبان لا يجوز الإحتجاج به، خرج له المصنف، قال القارى ضعيف بالإتفاق.

جعفر بن محمد : أى الصادق لقب به لكمال صدقه أخرج حديثه البخارى فى التاريخ ومسلم والأربعة. أمه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر رضى الله عنه.

عن أبيه : أى محمد بن على الحسين بن على بن أبى طالب الملقب بالباقر لأنه بقر العلم أى شقه وعلم أصله وفرعه وجليه وخفيه، وامه أم عبد الله بن الحسن به على بن أبى طالب وهو تابعى جليل سمع جابرا وأنسا وروى له البخارى ومسلم.

درجة الحديث : إسناده ضعيف جدا.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف.

* * *

حديث : ١٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ، وَلَا إِخَالُهُ إِلَّا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ"

হাদীস : ১০১. সালত ইবনে আব্দিল্লাহ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন। আমার মনে হয়, তিনি এও বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

إخاله ঃ আরবী ব্যাকরণ মতে শব্দটি أخاله بفتح الهمزة হলেও এর উচ্চারণ إخاله হামযায় যের যোগে অধিক বিশুদ্ধ ও অধিক প্রচলিত (أكثر وأفصح)। অর্থ أظنه ৺-এ কথার বক্তা صلت بن عبد الله বা অন্য কোন বর্ণনাকারী।

তাশরীহ :

ইমাম তিরমিযী আলোচ্য হাদীসটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ শরীফে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাসের শিষ্যের শিষ্য মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, সালত ইবনে আব্দুল্লাহকে ডান হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুলে আংটি পরতে দেখেছি। আমি এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে তাঁর আংটি এভাবে পরতে দেখেছি এবং আংটির নগীনা উপরের দিকে রেখেছেন। আমার মনে পড়ে যে, ইবনে আব্বাস বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আংটি এভাবে পরতেন।

أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الخاتم باب ما جاء فى التختم فى اليمين أو اليسار.

এ হাদীসে দুটি বিষয় রয়েছে। এক. নগীনা উপরের দিকে রাখা। 'বযলুল মাজহূদে' مرقاة الصعود কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখা উত্তম।

আল্লামা মুনাবীও এটিকে উত্তম বলেছেন। কারণ, এতে নগীনা সংরক্ষিত থাকে এবং অহংকার থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত কনিষ্ঠা আঙ্গুলে আংটি পরা সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে ইমাম নববী ইজমা (মতৈক্য) বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা শামী উল্লেখ করেছেন যে, আংটি কনিষ্ঠা আঙ্গুলে পরা চাই। আর পুরুষের আংটিতে নগীনা হাতের তালুর দিকে থাকা চাই। আর মহিলার আংটিতে উপরের দিকে থাকা চাই। কারণ, তারা আংটি পরে সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে।

আল্লামা ইবনুল আবিদীন শামী বলেন,

ويجعله أى الفص لبطن كفه بخلاف النسوان لأنه تزين فى حقهن وفى يده اليسرى وينبغى أن يكون فى خنصرها دون سائر أصابعه. رد المحتار كتاب الحظر والإباحة : صـــ٥١٩.

أحوال الرواة

الصلت : بفتح الصاد المهملة المشددة وسكون اللام وتقوه خرج له ابو داؤد.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه رقم : ٤٢٢٩، كتاب الخاتم، باب ما جاء فى التختم فى اليمين أو اليسار.

* * *

حديث : ١٠٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيان، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَنَهَى أَنْ يَنْقُشَ أَحَدٌ عَلَيْهِ "وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ.

হাদীস : ১০২. হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি রূপার আংটি তৈরী করান। (পরার সময়) সেটির নগীনা তাঁর হাতের তালুর দিকের সন্নিহিত অংশে রাখতেন, তাতে 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' কথাটি অংকিত করান। তিনি অন্য কাউকে নিজের আংটিতে এ বাক্য অংকন করতে নিষেধ করেছেন। এ আংটিই মুআইকীবের হাত থেকে আরীস কূপে পড়ে যায়। পরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

শব্দবিশ্লেষণ :

نقش ঃ অর্থাৎ, أمر بنقشه- 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অংকিত করার নির্দেশ দেন।

محمد رسول الله ঃ এ বাক্যটি بتاويل مفرد মাফউল হয়েছে। আর نقش কে مجهول পড়া হলে বাক্যটি مفعول ما لم يسم فاعله হিসাবে مرفوع পঠিত হবে।

আংটির নগীনা কোন দিকে রাখা উত্তম

তাশরীহ :

১. এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আংটির নগীনার দিকটা তালুর দিকে রাখতেন, কিন্তু আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে সালত ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন,

رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها قال ولا إخال ابن عباس إلا وقد كان يذكر ان رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يلبس خاتمه كذلك، كتاب الخاتم باب ما جاء فى التختم فى اليمين أو اليسار.

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আংটির নগীনার দিকটা উপরের দিকে রাখতেন।

এ পরস্পর বিরোধী বিবরণের সমন্বয় করতে গিয়ে মুহাদ্দিসগণ বলেন, নগীনার দিকটা কোন সময় তালুর তিকে রাখতেন, আবার কোন সময় উপর দিকে রাখতেন। কিন্তু তালুর দিকে রাখার হাদীসগুলো অধিক বিশুদ্ধ বলে নগীনার দিকটা ভিতরের দিকে রাখা উত্তম হবে। ইমাম নববী বলেন, কয়েকটি কারণে অংকিত দিকটা তালুর দিকে থাকাই উত্তম। ১. এতে আড়ম্বর ও অহংকার থেকে রক্ষা পাওয়া যায় ২. নগীনাটি নষ্ট হওয়ার আশংকা কম থাকে। (المواهب اللدنية، جمع الوسائل)

২. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য লোকদেরকে তাদের আংটিতে محمد رسول الله অংকিত করতে এ জন্যে নিষেধ করেছিলেন, যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীল মোহরের সাথে সীলমোহর মিলে বিভ্রাট সৃষ্টি না হয়। যত দিন পর্যন্ত محمد رسول الله অংকিত আংটি দ্বারা সরকারী কাগজ পত্রে সীল দেওয়া হত, ততদিন পর্যন্ত এ বাক্যটি অংকন না করার যৌক্তিকতা স্পষ্ট। এখন ইসলামের একটি মূলনীতি হিসাবে বা বরকতের জন্য আংটিতে محمد رسول الله অংকন করলে জায়েয হবে।

كما قاله ابن جماعة والزين العراقى أن النهى خاص بحياته صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخذا من العلة. (المواهب اللدنية، شرح مناوى)

৩. হাফিয ইবনু হাজার (র.) বলেন, কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত মুয়ায 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অংকিত একটি আংটি তৈরী করান এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা সমর্থন করেন। অথচ আলোচ্য হাদীসে তা নিষেধ করা হয়েছে। এ বৈপরীত্যের জবাবে বলা হয়, সম্ভবত হযরত মুয়াযের ঘটনাটি নিষেধের পূর্বের বা 'নিষেধটা' হারাম বুঝানোর জন্যে নয়। মাকরূহ তানযিহীর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। جمع الوسائل : صـــ١٨٩

৪. হযরত মুআইকীব (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আংটির রক্ষক ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আংটি পরতেন না, তখন মুআইকীব (রা.)-এর কাছে আংটিটি সংরক্ষিত থাকত। এমনিভাবে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর যুগে তারপর হযরত উমার (রা.)-এর যুগেও তাঁর কাছে সংরক্ষিত থাকত। হযরত উসমানের যুগেও তাঁর কাছে সংরক্ষিত থাকত। একবার তিনি হযরত উসমানকে আংটিটি দিচ্ছিলেন বা হযরত উসমান তাঁর কাছ থেকে নিচ্ছিলেন, এমন সময় আংটিটি আরীস কূপে পড়ে যায়। (خصائل نبوى)

أحوال الرواة

ابن أبي عمر : هو محمد بن يحى بن عمر ينسب إلى جده.

سفيان : قال ميرك هو ابن عيينة.

أيوب بن موسى : أى ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموى أخرج حديثه الستة.

معيقيب : بضم الميم وفتح المهملة، وسكون التحتين وقاف مكسورة بينهما وموحدة فى أخرها وهو ابن أبي فاطمة الدوسى ابتلى بالجذام فعولج منه بأمر عمربن الخطاب بالحنظل فتوقف أمره وهو مولى سعيد بن العاص وكان أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وأقام بها حتى قدم على النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمدينة واستعمله أبو بكر وعمر وعثمان على بيت المال وأما قول ابن حجر أن معيقيب غلام عثمان فغير صحيح، قال المناوى معيقيب هو تصغير معقاب كمفضال وهو قليل الحديث قيل مروياته اتفق

الشيخان على واحد منها وافرد البخارى بواحد، مات سنة أربعين وقيل : فى آخر خلافة عثمان وقيل فى خلافة علىّ، (جمع الوسائل، شرح المناوى)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه رقم : ٢٠٩١، كتاب اللباس والزينة باب لبس النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله.

وأخرجه أبو داود فى سننه، كتاب الخاتم باب ما جاء فى اتخاذ الخاتم : رقم : ٤٢١٢، والنسائى فى سننه كتاب الزينة باب طرح الخاتم وترك لبسه، وابن ماجة فى سننه باب من جعل فصّ خاتمه مما يلى كفه.

* * *

حديث : ١٠٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا "يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا "

হাদীস : ১০৩. জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ (র.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান ও হুসাইন (রা.) তাদের বাম হাতে আংটি পরতেন।

তাশরীহ :

১. এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত কেবল মাত্র এ একটি হাদীস থেকে মনে হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাম হাতে আংটি পরতেন। কেননা, সাধারণভাবে ধরে নিতে হয় যে, হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুসরণেই বাম হাতে আংটি পরতেন। ইমা তিরমিযী (র.) শিরোনামের পরিপন্থী হাদীসটি এখানে উল্লেখ করে সম্ভবত এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, রেওয়ায়েতটি যখন অন্যান্য অনেক রেওয়ায়েতের পরিপন্থী তাই এটা দুর্বল।

হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (র.) বলেন, অধমের মতে অনুচ্ছেদের শিরোনামে 'ডান হাতের' কথা বলে আংটি পরার উত্তম তরীকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর বাম হাতে আংটি পরার হাদীস এনে জায়েয তরীকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আর কোন কোন আলেম বলেছেন, মুহাদ্দিসীনে কেরামের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী শিরোনামে أم فى يساره বাক্যটি উহ্য আছে। অতএব, শিরোনাম

হবে 'ডান হাতে অথবা বাম হাতে আংটি পরা প্রসঙ্গে।' কাজেই এ অধ্যায়ের কোন হাদীস শিরোনামের পরিপন্থী হবে না। (خصائل نبوى)

২. এ হাদীসে বাম হাতে আংটি পরার উল্লেখ রয়েছে। পূর্বের সব কয়টি হাদীসে এবং পরের হাদীসগুলোতেও ডান হাতে আংটি পরার উল্লেখ রয়েছে। এমতাবস্থায় আগে ও পরে 'ডান হাতে আংটি পরার হাদীসসমূহের মাঝে বাম হাতে আংটি পরার হাদীসটি না এনে ইমাম তিরমিযী যদি এ হাদীসটি শেষে আনতেন, তাহলে অধিক সঙ্গত হত। (المواهب اللدنية)

أحوال الرواة

جعفر بن محمد : هو الصادق بن الباقر.

عن أبيه : أى محمد الباقر وهو لم ير سيدنا الحسن أصلا فهذا الأثر مرسل بالنسبة إلى سيدنا الحسن وأما بالنسبة لسيدنا الحسين فيمكن كونه رآه فى يساره، ويحتمل انه سمع من أبيه زين العابدين أنه رآه كذلك فيكون مرسلا بالنسبة إليهما.

درجة الحديث : قال فى هامش خصائل نبوى لعل غرض المصنف بإيراد هذا الأثر على خلاف ترجمته إشارة الى شذوذة أو إلى أن هذا موقوف والروايات المرفوعة كلها مصرحة باللبس فى اليمين قاله الشراح قال الشيخ زكريا لكن يشكل عليه تصحيح المصنف هذا الحديث فى جامعه فلأوجه عندى فى غرض المصنف أن هذا الحديث روى موقوفا لفعلهما ومرفوعا بلفظ كان رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو بكر وعمر وعلى والحسن والحسين يتختمون باليسار أخرجه البيهقى فى الأدب وأبو الشيخ فى الأخلاق فغرض المصنف بذكر هذا الموقوف ترجيحه على المرفوع، والله أعلم، وهذا كله على تقييد الترجمة باليمين وأما على إطلاقه فلا حاجة له كما تقدم ثم هذا الأثر منقطع لأن محمدا الباقر لم يدرك الحسن والحسين قاله القارى وتبعه المناوى وقيل مرسل باعتبار الحسن ويمكن الإتصال باعتبار الحسين فتأمل.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه ١٧٤٣، كتاب اللباس، باب ما جاء فى لبس الخاتم فى اليمين.

* * *

حديث : ١٠٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَهُوَ ابْنُ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْـرَّامِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّهُ ﷺ كَانَ "يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ ".وَقَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ قَتَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنَّهُ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ ".وَهُوَ حَدِيثٌ لا يَصِحُّ أَيْضًا ".

হাদীস : ১০৪. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান হাতে আংটি পরতেন। হযরত আনাস (রা.) থেকে কোন কোন বর্ণনাকারী এটাও বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাম হাতে আংটি পরতেন।

তাশরীহ :

ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত আনাস কর্তৃক এ হাদীসের উভয় সনদকে 'সহীহ নয়' বলেছেন। এর মতলব হল, ডান হাত বা বাম হাতে আংটি পরার ব্যাপারে হযরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি এই সনদে সহীহ নয়। অন্যথায় সহীহ সনদেও হাদীসটি বর্ণিত আছে। সেখানে নির্দিষ্ট হাতে আংটি পরার উল্লেখ রয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ডান হাতে আংটি পরা এবং বাম হাতে আংটি পরা, উভয়টিই বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ডান হাতে আংটি পরা সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস এ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। আর বাম হাতে পরা সম্পর্কিত হাদীসগুলো সুনানে আবূ দাউদ এবং সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম নববী উভয় প্রকারের হাদীসকে সহীহ বলেছেন। কিন্তু মুহাদ্দিসগণের নিয়ম হল, হাদীসের মতন (মূল বক্তব্য) সহীহ হলেও যদি কোন বিশেষ সনদ সহীহ না হয়, সে সনদ নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। (هامش خصائل نبوى، خصائل نبوى)

أحوال الرواة

محمد بن عيسى وهو ابن الطباع : أى الذى يطبع الخواتيم وينقشها كان حافظا مكثرا فقيها قال أبو داود كان يحفظ نحو أربيعن ألف حديث وقال أبو حاتم ثقة مأمون ما رأينا

أحفظ للأبواب منه روى له الستة.

عباد بن العوام : بالتشديد فيهما، وثقه أبو حاتم وأحمد حديثه عن ابن أبي عروبة مضطرب روى له الستة.

سعيد بن ابي عروبة : كحلوبة كان إمام زمانه له مؤلفات لكنه تغير آخرا واختلط وكان قدريا خرج له الستة. (المواهب اللدنية)

درجة الحديث : قال أبو عيسى هذا حديث غريب الخ. قال فى هامش الخصائل ليس هذا الكلام فى النسخة القلمية وليس أيضا عند أحد من الشراح الثلثة كما يظهر من كلامهم فانهم نقلوه عن جامع المصنف وغرضه كما يظهر من كلام القارى أن حديث أنس فى التختم فى اليمين أو التختم فى اليسار لا يصح من هذا الطريق وإلا فقد صح من طريق أخرى التختم فيهما وقد أخرج مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان خاتم النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى هذه وأشار إلى الخنصر اليسرى. (والتفصيل فى هامش خصائل نبوى)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه النسائى فى سننه رقم : ٥٢٨٣، كتاب الزينة باب موضع الخاتم.

* * *

حديث : ١٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَلْبَسُهُ فِي يَمِينِهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَهُ ﷺ وَقَالَ : "لا أَلْبَسُهُ أَبَدًا "فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

হাদীস : ১০৫. হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সোনার আংটি তৈরী করান। সেটি তিনি তাঁর ডান হাতে পরতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

خواتيم ঃ خاتم এর বহুবচন, আংটি। خواتيم এর ياء টি إشباع এর জন্য এসেছে।

তাশরীহ :

১. ইসলামের প্রথম দিকে সোনা ব্যবহার জায়েয ছিল। এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোনার আংটি তৈরী করান এবং পরেন। সাহাবীগণও তাঁর অনুকরণার্থে সোনার আংটি তৈরী করান। তারপর সোনার ব্যবহার যখন পুরুষের জন্য হারাম হয়, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে আংটিটি খুলে ফেলেন। সাহাবীগণও খুলে ফেলেন।

পুরুষের জন্য সোনার অলংকার ব্যবহার হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইমাম নববী উলামায়ে কিরামের ইজমা নকল করেছেন। মোল্লা আলী কারী বলেন, অধিকাংশ আলেমদের মতে পুরুষের জন্য সোনার অলংকার ব্যবহার হারাম। কতিপয় আলেমের মতে পুরুষের জন্য সোনার আংটি ব্যবহার করা মাকরূহ তানযিহী; কিন্তু এ মতটি সহীহ নয়। (المواهب اللدنية، جمع الوسائل)

কোন্ আঙ্গুলে আংটি পরা উত্তম?

২. হাতের কোন্ আঙ্গুলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আংটি পরতেন, সে সম্পর্কে কোন হাদীস ইমাম তিরমিযী শামায়েলে বর্ণনা করেননি।

এ সম্পর্কে হাদীসে যা পাওয়া যায় তা হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুলে আংটি পরতেন।

দেখুন : সহীহ বুখারী শরীফ হাদীস নং : ৫৮৭৪, সহীহ মুসলিম হাদীস নং : ২০৯৫, সুনানুন নাসাঈ হাদীস : ৫২৮৪, সুনানু আবূ দাউদ হাদীস নং : ৪২২৩।

قال القارى ناقلا عن ميرك : لم يثبت فى الإبهام والبنصر رواية عن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيثبت ندبه فى الخنصر وإليه جنح الشافعية والحنفية انتهى. قال النووى أجمعوا المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل فى الخنصر وأما المرأة فلها التختم فى الأصابع كلها إنتهى. (عون المعبود)

অর্থাৎ জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে আংটি কনিষ্ঠা আঙ্গুলে পরা উত্তম। এতে আংটি ময়লাযুক্ত হওয়ার আশংকা কম থাকে।

৩. মধ্যমা ও তর্জনীতে আংটি পরা অপসন্দনীয়। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

قال على نهانى رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أتختم فى إصبعى هذه أو هذه، قال فأومأ إلى الوسطى والتى تليها (كتاب اللباس والزينة، باب النهى عن التختم فى الوسطى والتى تليها)

অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে মধ্যমা ও তর্জনীতে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

قال النووى يكره جعل الخاتم فى الوسطى والتى يليها.

ইমাম নববী বলেন, মধ্যমা ও তর্জনীতে আংটি ব্যবহার করা মাকরূহ তানযিহী। (نووى، بذ المجهود، تكملة فتح الملهم)

৪. আংটিতে চাঁদির পরিমাণ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী কোন হাদীস বর্ণনা করেননি। হযরত বুরায়দার বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, আংটিতে চাঁদির পরিমাণ এক মিসকাল। অর্থাৎ ৪.২৪ গ্রাম ওজনও যেন পূর্ণ না হয়। -আবূ দাউদ শরীফ : হাদীস নং : ৪২১৭

ফকীহগণ বলেন, পুরুষের জন্য সাড়ে চার মাশা অর্থাৎ এক সিকি পরিমাণ (৩.৮০গ্রাম) রূপার আংটি ব্যবহার করা জায়েয।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب اللباس والزينة باب تحريم خاتم الذهب على الرجال الخ. والبخارى فى صحيحه كتاب اللباس باب خواتيم الذهب والنسائى فى سننه كتاب الزينة باب صفة خاتم النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونقشه.

(١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِيهِ خَمْسَةُ أَحَادِيثَ

অনুচ্ছেদ :: ১৪
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরবারির বিবরণ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

তাশরীহ :

১. ইমাম তিরমিযী (র.) আংটির আলোচনার পর তরবারির আলোচনা এনে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, বিধর্মী রাজা-বাদশাহ এবং শাসকদের নামে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে মোহরকৃত চিঠি পাঠানো হবে। তারা ইসলাম গ্রহণ না করলে যুদ্ধের প্রয়োজন হতে পারে। তাই এখানে যুদ্ধের অস্ত্রাদি এবং সরঞ্জাম সম্পর্কে পরপর তিনটি অনুচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়টি তরবারি ছিল?

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সচরাচর যে তরবারিটি ব্যবহার করতেন, সেটির নাম ছিল যুলফিকার বা যুলফাকার (ذو الفقار) ফাকার (فقار) فقارة এর বহুবচন। এর অর্থ মেরুদণ্ডের হাড়। মেরুদণ্ডের দুই হাড়ের মধ্যে যেমন একটু খাঁজ থাকে-সেরূপ কয়টি খাঁজ ঐ তরবারির ছিল বলে সেটিকে যুলফিকার বলা হয়।

এ তরবারি ছাড়া আরো নয়টি তরবারি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছিল। সেগুলো হল,

১. আল মাসূর (المأثور)। এ তরবারিটি তাঁর প্রথম তরবারি ছিল। এটি তিনি পিতার উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন।

২. আল কাযীব (القضيب) অর্থ ধারাল তরবারি।

৩. আল-কুলাঈ বা আল কালাঈ (القلعي) কালা (قلع) এলাকার তৈরী ছিল বলে এ নাম হয়।

৪. আল বাত্তার (البتار) অর্থ অত্যন্ত কর্তনকারী।

৫. আল হাতফ (الحتف) ধ্বংসকারী।

৬. আল মিখযাম (المخزم) অর্থ তীক্ষ্ণধার।

৭. আর রাসূব (الرسوب) অর্থ গভীর ক্ষতকারী।

৮. আস সমসমাহ (الصمصامة) যথাযথভাবে টেম্পার করা তরবারি।

৯. আল লাহীফ (اللحيف) অর্থ বেষ্টনকারী। (المواهب اللدنية)

* * *

حديث : ١٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : "كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ "

হাদীস : ১০৬. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরবারির হাতলের মাথার গাঁট চাঁদির ছিল।

শব্দবিশ্লেষণ :

قبيعة ঃ তরবারির হাতলের মাথার গাঁট। যাতে হাত পিছলে না যায়।

كانت ঃ قبيعة শব্দটি مؤنث বলে كانت ঠিকই হয়। হিন্দুস্তানী ও মিসরীয় নুসখায় كان মুযাক্কার ব্যবহৃত হয়েছে। এর কৈফিয়ত হিসাবে বলা হয়, 'সাইফ' মুযাক্কারের প্রতি লক্ষ্য করে كان বলা অসঙ্গত হয় না। (المواهب اللدنية)

তাশরীহ :

১. আল্লামা বাজুরী লিখেছেন, আলোচ্য তরবারিটি ছিল যুলফিকার। মক্কা বিজয়ের দিন এটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিল।

২. মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, এ হাদীস থেকে জানা যায়- তরবারি এবং অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রের কোন অংশকে সামান্য চাঁদি দ্বারা অলংকৃত করা জায়েয; কিন্তু সোনা লাগানো জায়েয নয়।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه رقم : ٢٥٨٣، كتاب الجهاد، باب فى السيف يحلى والنسائى فى سننه كتاب الزينة باب حلية السيف رقم : ٥٣٧٤، والمصنف فى جامعه كتاب الجهاد باب ما جاء فى السيوف وحليتها رقم : ١٦٩١.

* * *

حديث : ١٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ : "كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ ".

হাদীস : ১০৭. সাঈদ ইবনু আবুল হাসান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরবারির বাঁটের মাথার গাঁট চাঁদির তৈরী ছিল।

أحوال الرواة

سعيد بن أبي الحسن البصرى : هو أخو الحسن البصرى كان ثقة، أخرج حديثه الستة.

درجة الحديث : هذا الحديث مرسل لأنه من أوساط التابعين، لكن يشهد له الحديث المتقدم.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه باب ما جاء فى السيوف وحليتها والنسائى فى كتاب الزينة باب حلية السيف رقم : ٥٣٧٥، وابو داود فى كتاب الجهاد باب فى السيف يحلى.

* * *

حديث : ١٠٨- حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ هُودٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ "وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ، وَفِضَّةٌ "، قَالَ طَالِبٌ : فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ، فَقَالَ : "كَانَتْ قَبِيعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً ".

হাদীস : ১০৮. হূদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ থেকে তাঁর নানার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশকালে তার (সাথের) তরবারিটিতে সোনা-রূপা লাগানো ছিল। সনদে উল্লিখিত তালিব নামক বর্ণনাকারী বলেন, আমি আমার শায়খ হূদকে রূপা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তরবারিটির বাঁটের মাথার গাঁট রূপার ছিল।

তাশরীহ :

১. হুদের নানার নাম ছিল মাজীদাহ আসারী। তিনি সাহাবী ছিলেন। মক্কা বিজয়কালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরবারির বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, এতে সোনা ও রূপা উভয়ই লাগানো ছিল। مزيدة নামের উচ্চারণের ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়। হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী 'আত তাকরীব' গ্রন্থে বলেছেন, এর উচ্চারণ হল 'মাযীদাহ' যেমন কাবীরাহ। কিন্তু ইমাম জাযারী বলেন, এর উচ্চারণ 'মাযয়াদাহ'। অধিকাংশ মুহাদ্দিসদের মধ্যে এটাই মশহুর।

২. তরবারিতে সোনা লাগানো অধিকাংশ আলেমের মতে নাজায়েয। আলোচ্য হাদীস দ্বারা জায়েয হওয়ার দলীল দেওয়া যাবে না। কেননা, মুহাদ্দিসদের মতে এ হাদীসের সনদ দুর্বল। আল্লামা তুরে পুশতী (توربشتى) বলেন, এ হাদীসটি দলীল হতে পারে না। কেননা, এর সনদ নির্ভরযোগ্য নয়। তরবারির অংশ বিশেষে রূপা লাগানো বৈধ। যা পূর্বের হাদীসে বলা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, যেহেতু সোনা ব্যবহার জায়েয নেই, তাই বর্ণনাকারী কেবল রূপা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন, তা কোথায় ছিল? কিন্তু সোনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেননি।

কেউ কেউ এ হাদীসের জবাবে বলেছেন, এটা সোনা ব্যবহার হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কারণ, এটা ৮ম হিজরী সনের মক্কা বিজয়ের ঘটনা। আর পুরুষের জন্য সোনা হারাম হয়েছে মক্কা বিজয়ের পূর্বে। হাদীসের সনদ সহীহ ধরে নিলেও বলা যায়, তরবারিটি সোনা খচিত ছিল না। সোনার প্রলেপ দেওয়া ছিল। (جمع الوسائل)

أحوال الرواة

أبو جعفر محمد بن صُدران : كغفران بضم مهملة وسكون أخرى صدوق ثقة، قوله البصرى بفتح الباء وكسرها.

طالب بن حجير : بضم الحاء وفتح الجيم بعدها ياء ساكنة وفى آخره راء، خرج له البخارى فى الأدب المفرد، وارتضاه الترمذى وضعفه ابن القطان، قال الذهبى صدوق من السابعة.

هود : بالتنوين وهو مقبول، وقوله وهو ابن عبد الله بن سعيد أى العبدى قال السيد أصيل الدين كذا وقع فى بعض نسخ الشمائل المقروءة وصوابه سعد بغير ياء أخرج حديثه البخارى فى الأدب المفرد والترمذى.

عن جده : أى لأمه كما فى بعض النسخ وهو صحابى اسمه مزيدة بن جابر أو ابن مالك وهو الأصح، العصرى بفتح المهملتين العبدى بن عبد قيس قال ابن منده وكان من الوفد الذين وفدوا على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فترلت فقبلت يده ومزيده ضبطه الأكثر بفتح الميم واسكان الزاء وفتح الياء واختاره الجزرى فى تصحيح المصابيح وهو المشهور مزيدة بوزن كبيرة.

درجة الحديث : قال المؤلف فى جامعه هذا حديث غريب، وجده هود مزيدة العصرى، وقال التوربشتى هذا الحديث لا يقوم به حجة إذ ليس له سند يعتمد به وذكر ابن عبد البر فى استيعابه أنه ليس بقوى وقال ابن القطان هو عندى ضعيف لا حسن وقال أبو حاتم الرازى هذا منكر، وقال الذهبى فى الميزان صدق ابن القطان هذا.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه رقم : ١٦٩٠، كتاب الجهاد، باب ما جاء فى السيوف وحليتها.

* * *

حديث : ١٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ : "صَنَعْتُ سَيْفِي عَلَى سَيْفِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، وَزَعَمَ سَمُرَةُ أَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَهُ عَلَى سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ حَنَفِيًّا "

হাদীস : ১০৯. মুহাম্মদ ইবনু সীরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার তলোয়ার সাহাবী হযরত সামুরা (রা.)-এর তলোয়ারের নমুনায় তৈরী করলাম। আর হযরত সামুনরা (রা.) বলেন যে, তিনি তার তলোয়ারখানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তলোয়ারের নমুনায় বানিয়েছেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সে তলোয়ার ছিল বানু হানীফা গোত্রের তলোয়ারের নমুনায় তৈরী বা বানু হানীফা গোত্রের (কারিগরের তৈরী)।

শব্দবিশ্লেষণ :

صَنَعتُ ঃ অর্থাৎ أمرت بأن يصنع

زعم سمرة ঃ এখানে زعم অর্থ قال বা ظن।

তাশরীহ :

১. বানু হানীফা আরবের ইয়ামামাহ এলাকায় বসবাসকারী একটি গোত্রের নাম। ভণ্ডনবী মুসায়লামা আল কাযযাব এ গোত্রের লোক ছিল। এরা উন্নত তলোয়ার তৈরীতে প্রসিদ্ধ ছিল।

২. كان حنيفا তলোয়ারটি বানু হানীফা গোত্রীয় ছিল। এ কথার কয়েকটি অর্থ হতে পারে- ১. তলোয়ারটির কারিগর বানু হানীফা গোত্রের ছিল। ২. তলোয়ারটি বানু হানীফা গোত্রের তলোয়ারের নমুনায় তৈরী ছিল। ৩. তলোয়ারটি বানু হানীফা গোত্র থেকে আনা; যদিও তারা এর কারিগর ছিল না।

এখানে كان এর مرجع হল আস সায়ফ (তলোয়ার) বা الصنع অর্থাৎ নির্মাণ পদ্ধতি। কেউ কেউ বলেছেন, ضمير এর مرجع হলো الصانع- কারিগর। كان حنيفا এ বাক্যটি হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব বলেছেন বা তাবিয়ী মুহাম্মদ ইবনু সীরীন (র.)-এরও হতে পারে। তখন বাক্যটি مرسل হবে। (جمع الوسائل صـ: ١٩٥)

أحوال الرواة

محمد بن شجاع : بضم الشين، وقوله البغدادى احترز به عن محمد بن شجاع المدائنى وهو ضعيف وما نحن فيه ذكره ابن حبان فى الثقات خرج له النسائى.

أو عبيدة الحداد : كشداد ثقة تكلم فيه الأزدى بلا حجة، خرج له البخارى وأبو داود والنسائى والمصنف.

عثمان بن سعد : ضعيف، أخرج حديثه أبو داود والترمذى، (جمع الوسائل، المواهب اللدنية)

درجة الحديث : ضعيف.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه، رقم : ١٦٨٣، كتاب الجهاد باب ما جاء فى صنعه سيف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

* * *

حديث : ١١٠- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

أحوال الرواة

عقبة بن مكرم : بضم فسكون قوله بن مكرم بصيغة المجهول من الإكرام ووهم من جعله بصيغة اسم الفاعل وهو حافظ.

محمد بن بكر : بصرى ثقة أخرج حديثه الستة.

بهذا الإسناد نحوه : أى المذكور من قبل – قوله نحوه أى معنى ذلك السند.

ومن أخرج هذا الحديث : سبق تخريجه : رقم : ١٠٩.

(١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ دِرْعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ (٢) حَدِيثَانِ

অনুচ্ছেদ :: ১৫
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লৌহবর্মের বিবরণ সম্বলিত হাদীসসমূহ

রাসূল স.াল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়টি বর্ম ছিল?

শব্দবিশ্লেষণ :

درع ঃ লৌহবর্ম। এক ধরনের লোহার জামা। যা তরবারির আঘাত থেকে বাঁচার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতো। এখানে درع এর পূর্বে একটি مضاف উহ্য মানতে হবে। অর্থাৎ صفة ليس درعه রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লৌহবর্ম পরার বিবরণ। কারণ, হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লমের লৌহবর্ম পরার বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। বর্মের নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাতটি লৌহবর্ম ছিল বলে জানা যায়।

১. যাতুল ফুযূল। বর্মটি অত্যধিক লম্বা ছিল বলে এ নাম দেওয়া হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ বর্মটি তাঁকে হাদিয়া স্বরূপ পাঠিয়ে ছিলেন। এই বর্মটিই আবুশ শাহ্ম ইয়াহুদীর নিকট বন্ধক ছিল।

২. আল-বাতরা। বর্মটি ঝুলে খাট ছিল বলে এ নাম হয়।

৩. আস সুগদিয়াহ (السغدية) বলা হয় যে, হযরত দাউদ (আ.) এ লৌহবর্মটি পরিধান করে জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

৪. আল ফিয্যাহ। এ দুটি (৩ ও ৪) বানূ কায়নুকা' থেকে অর্জিত হয়েছিল।

৫. যাতুল উশাহ।

৬. যাতুল হাওয়াশী।

৭. আল খারনাম। (جمع الوسائل، المواهب اللدنية)

এ অনুচ্ছেদে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

* * *

حديث : ١١١– حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، قَالَ : "كَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ، فَنَهَضَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَأَقْعَدَ طَلْحَةَ تَحْتَهُ، وَصَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الصَّخْرَةِ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَوْجَبَ طَلْحَةُ".

হাদীস : ১১১. হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গায়ে দু'টি লৌহবর্ম ছিল (একটি যাতুল ফুযূল, দ্বিতীয়টি আল ফিয্যাহ)। তা পরিহিত অবস্থায় তিনি একটি পাথরের উপর দিয়ে উঠার চেষ্টা করেন; কিন্তু সক্ষম হননি। তিনি তাঁর নিচে তালহা (রা.)-কে বসিয়ে তাঁর কাঁধে চড়ে পাথরটির উপর আরোহণ করেন এবং স্থির হয়ে দাঁড়ান। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনলাম, তালহা তার জন্য জান্নাত বা শাফাআত ওয়াজিব করে নিল।

শব্দবিশ্লেষণ :

الصخرة ঃ বড় পাথর, প্রস্তর খণ্ড।

أوجب طلحة ঃ অর্থাৎ فعل فعلا أوجب لنفسه بسببه الجنة তালহা এমন নেক আমল করল, যার মাধ্যমে সে নিজের জন্য জান্নাত অবধারিত করে নিল।

তাশরীহ :

১. উহূদ যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে মুসলমানগণ যখন পর্যদুস্ত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথায় আঘাত পান ও

তাঁর একটি দাঁতের অগ্রভাগ ভেঙ্গে যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিহত হওয়ার গুজবও রটে যায়, তখন তিনি উঁচু পাথরে চড়ে- তাঁর মৃত্যু খবর যে মিথ্যা- তাই প্রমাণ করতে চাচ্ছিলেন। ফলে মুসলমানগণ তাঁকে দেখে তাঁর নিকট এসে সমবেত হয় এবং মনোবল ফিরে পায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাথরে আরোহন করতে সক্ষম না হওয়ার কারণ ছিল যখম থেকে রক্তক্ষরণের ফলে দুর্বলতা এবং দু'টি লৌহবর্মের ভার। অতঃপর তিনি তালহা (রা.)-কে বসিয়ে তাঁর কাঁধে চড়ে পাথরের উপর উঠে দাঁড়ান।

২. উহূদ যুদ্ধে হযরত তালহার অতুলনীয় আত্মত্যাগে খুশী হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন- أوجب طلحة তালহা এমন কাজ করল, যার মাধ্যমে সে নিজের জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে নিল। সে নেক আমলটি হল, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাথরে উঠতে সাহায্য করে ছত্রভঙ্গ মুসলমানদেরকে সমবেত করার উপায় করে দিলেন। তা ছাড়া তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিফাযত করতে গিয়ে শত্রুর তীরের আঘাতে জর্জরিত হন। তাঁর গায়ে আশিটিরও বেশি যখম হয়। তাঁর একখানি হাত অবশ হয়ে যায়। (المواهب اللدنية)

أحوال الرواة

يحيى بن عباد : كشداد مدنى ثقة خرج له الأربعة وقوله عن أبيه أى عباد.

الزبير : الصواب إثبات الزبير فى الإسناد وفى بعض النسخ الاقتصار على عبد الله بن الزبير وهو خطأ لأن ابن الزبير لم يحضر وقعة أحد فيكون قوله فى الحديث قال سمعت النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول أوجب طلحة كذبا محضا لأن مولد ابن الزبير فى السنة الثانية من الهجرة وأحد فى الثالثة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه رقم : ١٦٩٢، كتاب الجهاد باب ما جاء فى الدرع.

* * *

حديث : ١١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ

خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ، قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا".

হাদীস : ১১২. হযরত সায়িব ইবনে ইয়াযিদ (রা.) থেকে বর্ণিত। উহূদ যুদ্ধের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গায়ে দুটি লৌহবর্ম ছিল। তিনি একটির উপর অপরটির পরিধান করেন।

তাশরীহ :

১. সাহাবী হযরত সায়িব ইবনে ইয়াযিদ দ্বিতীয় হিজরী সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সাত বছর বয়সে তার পিতার সাথে বিদায় হজ্জে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি উহূদ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না বলে এই হাদীসটি সাহাবীর মুরসাল। অর্থাৎ তিনি অপর কোন সাহাবী থেকে এ হাদীস শুনে বর্ণনা করেন।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, আসবাব গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে তা'লীম দেওয়ার জন্য এ ধরনের কাজ করতেন।

২. লৌহবর্ম কখনো কখনো দু' খণ্ডে প্রস্তুত হত। এক খণ্ড কোটের মত গলা হতে কোমর পর্যন্ত প্রলম্বিত হত এবং অপর খণ্ডটি কোমর হতে পা পর্যন্ত প্রলম্বিত হত। এখানে একটির উপর অপরটি পরেছেন বলে উক্ত সূরতকে অস্বীকার করা হয়। (جمع الوسائل)

أحوال الرواة

يزيد بن خصيفة : بمعجمة فوقية ومهملة مصغرا وهو ثقة ناسك، أخرج حديث الستة.

السائب بن يزيد : الحديث مرسل فان سائبا لم يكن فى أحد، حضر حجة الوداع مع أبيه وهو سبع سنين قاله القارى وقد أخرجه أبو داود عنه عن رجل. بسط الشيخ فى البذل الكلام على هذا المبهم فارجع إليه.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه ابن ماجة رقم : ٢٨٠٦، كتاب الجهاد باب السلاح وابو داود فى كتاب الجهاد باب فى لبس الدروع.

(١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ مِغْفَرِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ.

وفيه (٢) حديثان

অনুচ্ছেদ :: ১৬
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লৌহশিরস্ত্রাণের বিবরণ সম্বলিত হাদীসসমূহ

তাশরীহ :

مغفر এই শব্দটি الغفر থেকে উদ্গত। অর্থ ঢাকা, আচ্ছাদিত করা। مغفر অর্থ ঢেকে রাখার যন্ত্র, এখানে উদ্দেশ্য শিরস্ত্রাণ, লোহার টুপি। যুদ্ধক্ষেত্রে মাথার সুরক্ষার জন্য পরা হত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দু'টি শিরস্ত্রাণ ছিল। ১. আল মুওয়াশশাহ (الموشح), ২. আস সাবুগ (السبوغ) । جمع الوسائل،ص۔۔۔۱۹۸، زاد المعاد جـ۔۔۱، فصل فى ذكر سلاحه وأثاثه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

ইমাম তিরমিযী এ অনুচ্ছেদে দু'টি হাদীস এনেছেন।

* * *

حديث : ١١٣– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ، فَقِيلَ لَهُ : هَذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ : اقْتُلُوهُ.

হাদীস : ১১৩. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোহার শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন। (শিরস্ত্রাণ খোলার পর) তাঁকে বলা হল, এই যে ইবনে খাতাল কা'বা ঘরের গিলাফ ধরে আছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে হত্যা কর।

শব্দ বিশ্লেষণ :

فقيل له ঃ এ ব্যক্তি ছিলেন সাঈদ ইবনু হুরাইস।

ইবনু খাতালকে হত্যার কারণ

তাশরীহ :

১. মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগার জন পুরুষ ও ছয়জন স্ত্রীলোক ছাড়া সকলের জন্যই নিরাপত্তা ঘোষণা করেন। পরে এদের মধ্যেও সাতজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে ক্ষমা পেয়ে যায়। অবশিষ্ট চারজন পুরুষ ও চারজন মহিলার উপরে তাদের অমার্জনীয় অপরাধের কারণে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

উক্ত আট জনের মধ্যে ইবনু খাতালও একজন ছিল। তার জাহেলী নাম আব্দুল উজ্জা। সে মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করলে তার নাম রাখা হয় আব্দুল্লাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এক এলাকায় যাকাত সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করেন। তার সাথে একজন মুসলমান গোলাম ছিল।

একদিন খাবার তৈরী করতে একটু দেরী হয়, এতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে গোলামটিকে হত্যা করে এবং পালিয়ে মক্কায় গিয়ে কাফিরদের সাথে মিলিত হয়। এই ইবনু খাতালকে যে সব কারণে হত্যার আদেশ দেওয়া হয় তাহল- **(ক)** সে মুরতাদ হয়ে মক্কায় পালিয়ে যায়। **(খ)** সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুর্নাম ও অবমাননাসূচক কাব্য রচনা করত এবং দু'টি গায়িকা দাসী ক্রয় করে তাদের দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুর্নাম ও কুৎসামূলক কবিতা পাঠের আসর বসাত। মক্কা বিজয়ের দিন এ নরাধমের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। **(গ)** তাছাড়া সে একজন নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করে।

২. متعلق بأستار الكعبة : আরববের মুশরিকেরা কা'বা ঘরের প্রতি পরম সম্মান প্রদর্শন করত। কোন অপরাধী কা'বা ঘরের গিলাফ ধরে থাকলে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হত। নিয়ম অনুযায়ী নিরাপত্তার আশায় ইবনু খাতাল কা'বার গিলাফ ধরে থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হত্যার নির্দেশ দিলে সাহাবীগণ তাকে যমযম কূপ ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝে টেনে এনে হত্যা করেন।

ইবনু খাতালের হত্যাকারী কে ছিলেন?

৩. اقطلوه ঃ ইবনে খাতালের হত্যাকারী কে ছিলেন? এ সম্পর্কে তিনজনের নাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা হয় যে, প্রশ্নকারী সাঈদ ইবনে হুরায়ছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক হত্যার নির্দেশ শোনামাত্র তিনি ও আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) হত্যার উদ্দেশ্যে দৌড়ে যান। আম্মার পিছনে পড়ে যান এবং সাঈদ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। সাঈদ সেখানে পৌছে দেখেন, ইতিমধ্যে আবূ বারযাহ ইবনু খাতালকে ঘাড়ে কোপ মারেন। তখন সাঈদ হত্যায় অংশগ্রহণ করেন এবং আম্মার পৌছার পূর্বেই হত্যাপর্ব শেষ হয়ে যায়। (جمع المواهب اللدنية، الوسائل)

৪. এখানে একটি প্রশ্ন উঠে যে, হাদীস শরীফে মক্কার হারামের সীমার মধ্যে কোন প্রাণী হত্যা করা নিষেধ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় ইবনে খাতালকে হারামের মধ্যে হত্যা করা হল কিভাবে?

এর জওয়াব হল, মক্কা বিজয়ের দিন কিছুক্ষণের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে মক্কাকে হালাল করা হয়েছিল।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন উঠে যে, এ হাদীসে বলা হয়েছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। অথচ মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত জাবির (রা.) বলেন,

سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح.

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কারো জন্য অস্ত্র নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ নয়।

এর সহীহ জওয়াব হল, মক্কা বিজয়ের দিন কিছু সময়ের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে মক্কাকে হালাল করে দেওয়া হয়েছিল। (جمع الوسائل)

৫. এ হাদীসের সাথে ইলমুল ফিকহের একটি মাসআলার সম্পর্ক রয়েছে। তাহল হারামের সীমায় কিসাস (হত্যার শাস্তি স্বরূপ মৃত্যুদণ্ড) জায়েয কি না? শাফেয়ী মাযহাবে জায়েয।

হানাফী মাযহাব অনুসারে কোন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামী যদি হারামে আশ্রয় নেয়, তাহলে তাকে হারামের সীমায় হত্যা করা হবে না। বাহিরে নিয়ে হত্যা করা হবে। বাহ্যত আলোচ্য হাদীসটি হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে মনে হয়। এর জওয়াব হল, এ হাদীস দিয়ে দলীল দেওয়া ঠিক নয়। কারণ, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى ولم يحل لى إلا ساعة من نهار. (الصحيح للبخارى : ١٨٣٤)

অর্থাৎ আমার জন্য আজকের দিনের বেলার কিছুক্ষণ মক্কা হালাল ছিল আর কারো জন্যে নয়। আর এ হালাল সময়ে ইবনু খাতালকে হত্যা করা হয়েছিল। বিস্তারিত আলোচনার জন্যে হাদীসের বৃহৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ দেখা যেতে পারে।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه رقم : ١٨٤٦، كتاب جزاء الصيد باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام.

* * *

حديث : ١١٤–عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، قَالَ : فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ : ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ : "اقْتُلُوهُ "، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا.

হাদীস : ১১৪. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়কালে যখন নগরীতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিল। তিনি মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ নামানোর পর এক ব্যক্তি এসে বলল, ইবনে খাতাল কা'বা ঘরের গিলাফ ধরে আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে হত্যা কর। বর্ণনাকারী ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী বলেন, আমার নিকট এরূপ বর্ণনা পৌঁছেছে যে, মক্কায় প্রবেশের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না।

তাশরীহ :

নির্ধারিত মীকাতের বাহির থেকে কেউ যদি হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্য ছাড়া হারামে প্রবেশ করতে চায়, তার জন্য ইহরাম বাঁধা জরুরী কি না?

ইমা শাফেয়ী (র.) বলেন, ইহরাম ছাড়া প্রবেশ করতে পারবে। ইমাম আবূ হানীফার মতে ইহরাম ছাড়া প্রবেশ করা জায়েয নয়।

আলোচ্য হাদীসটি ইমাম শাফেয়ীর দলীল হতে পারে না। কারণ, মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে ঐ দিন কিছু সময়ের জন্য মক্কাকে হালাল করে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

فلم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى وإنما أحلت لى ساعة من نهار. أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب جزاء الصيد باب لا ينفر صيد الحرم رقم : ١٨٣٣.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب جزاء الصيد باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، وفى كتاب الجهاد باب قتل الاسير وقتل الصبر، وفى المغازى باب اين ركز النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الراية يوم الفتح.

(١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي عِمَامَةِ النَّبِيِّ ﷺ

وَفِيهِ (٥) أَحَادِيثَ

অনুচ্ছেদ :: ১৭

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাগড়ি সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

শব্দবিশ্লেষণ :

عمامة ঃ بالكسر معروف পাগড়ি। আল্লামা মীরক শাহ বলেন, এ অনুচ্ছেদে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ মাথায় যে কাপড় পেঁচানো হয়। চাই তা শিরস্ত্রাণের নিচে হোক বা উপরে হোক, টুপির উপরে হোক বা অন্য কিছুর উপরে হোক। রোগী রোগের কারণে মাথায় যে পট্টি বাঁধে, এখানে عمامة বলে সেটিও উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। (جمع الوسائل)

এখানে কোন কোন নুসখায় عمامة এর পূর্বে صفة শব্দটি বেশি আছে। অর্থাৎ এভাবে আছে, باب صفة عمامة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ।

পাগড়ি পরিধান করা দায়েমী সুন্নত

তাশরীহ :

পাগড়ি বিষয়ক সহীহ হাদীসসমূহের আলোকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণের মধ্যে পাগড়ির ব্যাপক প্রচলন ছিল। কখনো কখনো তাঁরা শুধু টুপিও পরতেন। খুব কম সময়েই তাঁরা খালি মাথায় থাকতেন।

সাধারণভাবে তাঁরা পাগড়ি পরতেন। বিশেষত অনুষ্ঠান, সামাজিকতা, জুমুআ, ঈদ, ওয়াজ, খুতবা ও যুদ্ধ ইত্যাদিতে তাঁরা পাগড়ি পরিধান করতেন। পাগড়ি ছিল সে সময়ের সৌন্দর্য ও মর্যাদার পোশাক। কেবল মাত্র নামাযের জন্য তাঁরা পাগড়ি পরতেন না। পোশাকের অংশ হিসাবে তাঁরা প্রায় সবসময়ই পাগড়ি পরে থাকতেন এবং পাগড়ি পরিহিত অবস্থাতেই নামায আদায় করতেন।

সহীহ মুসলিমে সংকলিত একটি হাদীসে সাহাবী আমর ইবনে হুরাইস (রা.) বলেন,

كأنى أنظر إلى رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المنبر (خطب) وعليه عمامة سوداء قد أرخى طريفها بين كتفه (كتاب الحج باب جواز دخول مكة بغير إحرام)

আমার মনে হচ্ছে, আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের উপরে দাঁড়িয়ে খুতবা (বক্তৃতা) প্রদান করলেন, তাঁর মাথায় ছিল কাল রংয়ের পাগড়ি। তিনি পাগড়ির দুই প্রান্ত তাঁর কাঁধের মাঝে ঝুলিয়ে দিয়েছেন।

সহীহ মুসলিমে সংকলিত অন্য এক হাদীসে হযরত জাবির (রা.) বলেন,

أن رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام (كتاب الحج باب جواز دخول مكة بغير إحرام)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিনে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন ইহরাম ছাড়া। তখন তাঁর মাথায় ছিল একটি কাল পাগড়ি।

সহীহ মুসলিমে সংকলিত অন্য হাদীসে মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) বলেন,

أن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. (كتاب الطهارة باب المسح على الناصية والعمامة)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অজু করলেন। তখন তিনি মাথার সম্মুখভাগে পাগড়ির উপরে ও মোজার উপরে মাসেহ করলেন।

উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে বুঝা গেল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধুমাত্র নামাযের সময় নয়; বরং অধিকাংশ সময় পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় থাকতেন।

একটি দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন সনদের হাদীসে ইমাম জা'ফর সাদিক থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

كان النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعتم فى كل عيد. (أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى، كتاب صلاة العيدين، باب الزينة للعيد)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ঈদে পাগড়ি পরিধান করতেন।

সাহাবীগণের পাগড়ি পরিধানের বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আলী ইবনে রবীআ (র.) বলেন,

شهدت على بن أبي طالب رضى الله عنه يوم عيد معتما قد أرخى عمامته والناس مثل ذلك. (أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى كتاب صلاة العيدين بالزينة للعيد)

আমি আলি ইবনু আবূ তালিবকে ঈদের দিন পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। তিনি পাগড়ির ঝুল নামিয়ে দিয়েছিলেন। এবং লোকদেরকেও এ অবস্থায় দেখেছি। (বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা)।

আবূ জা'ফর আনসারী বলেন,

رأيت على على عمامة سوداء يوم قتل عثمان. (أخرجه ابن ابى شيبة فى مصنفه، كتاب اللباس، باب فى العمائم السود، رقم : ٢٥٤٥١)

আমি উসমান নিহত হওয়ার দিন আলী (রা.)-এর মাথায় কালো পাগড়ি দেখেছি। -ইবনে আবী শয়বা, মুসান্নাফ।

সালাম ইবনে ওরদান বলেন,

رأيت على أنس عمامة سوداء الخ. (أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب اللباس، باب فى العمائم السود : رقم : ٢٥٤٥٥)

আমি আনাস (রা.)-এর মাথায় কালো পাগড়ি দেখেছি। -ইবনু আবী শায়বা, মুসান্নাফ।

আস্ সায়েব ইবনু ইয়াযীদ বলেন,

رأيت عمر بن الخطاب يوم عيد معتما قد أرخى عمامته من خلفه. (أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان باب فى الملابس والأوانى فصل فى العمائم.)

আমি ঈদের দিন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)-কে পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। পাগড়ির ঝুল ছিল পিছনের দিকে। (বায়হাকী, শুআবুল ঈমান)।

আবূ রাযীন বলেন,

خطبنا الحسن بن على يوم الجمعة وعليه عمامة سوداء. (أخرجه ابن أبي شيبة كتاب اللباس باب فى العمائم السود)

হাসান ইবনু আলী (রা.) জুমুআর দিন খুতবা দিয়েছেন তখন তার কালো পাগড়ি ছিল। (ইবনু আবী শায়বা, মুসান্নাফ)।

আবূ উমামা বলেন,

كان رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يولى واليا حتى يعممه الخ.

أخرجه الطبرانى فى الكبير برقم : ٧٦٤١، والهيثمى فى مجمع الزوائد، كتاب اللباس باب ما جاء فى العمائم برقم : ٨٥٠٤، وقال الهيثمى وفيه جميع بن ثوب وهو متروك.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোনো এলাকায় কোন প্রশাসক নিয়োগ করে পাঠাতেন তাকে পাগড়ি পরিয়ে দিতেন।
(হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ। হাদীসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল)।
হযরত ইবনে উমার (রা.) বলেন,

أمر ابن عوف فتجهز بسرية بعثه عليها فأصبح وقد إعتم بعمامة كرابيس سوداء فأتاه النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعممه فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها ثم قال هكذا يا ابن عوف فاعتم فإنه أعرب وأحسن.

(أخرجه الطبرانى فى الأوسط، برقم : ٤٦٦٩، والهيثمى فى مجمع الزوائد كتاب اللباس، باب ما جاء فى العمائم رقم : ٨٥٠٠، وقال الهيثمى إسناده حسن.

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুর রহমান ইবনু আউফকে একটি সেনা দলের সেনাপতি করে প্রেরণের ঘোষণা দেন। তখন আব্দুর রহমান ইবনু আউফ কাল সূতি কাপড়েরর পাগড়ি পরিধান করে আসেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে তাঁর পাগড়ি খুলেন এবং পুনরায় তাকে পাগড়ি পরিয়ে দেন। এবার তিনি পাগড়ির প্রান্ত পিছন দিকে চার আঙ্গুল মত ঝুলিয়ে দেন। এরপর তিনি বলেন হে ইবনু আউফ! এভাবে পাগড়ি পরবে, তাহলে বেশি সুন্দর ও বেশি আরবীয় মর্যাদা প্রকাশক হবে। মুসতাদরাক হাকিমের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পাগড়ি খুলে একটি সাদা পাগড়ি উপরের পদ্ধতিতে পরিয়ে দেন এবং উপরোক্ত কথা বলেন। (হাইসামী : মাজমাউয যাওয়াইদ, হাকিম মুসতাদরাক। হাদীসটির সনদ হাসান বা গ্রহণযোগ্য)।
ইমাম ইবনু আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে ইমাম বাইহাকী শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে সাহাবী ও তাবিয়ীগণের পাগড়ির বিষয়ে আরো অনেক হাদীস সংকলন করেছেন।

مصنف ابن أبى شيبة، جـ١٢، بتحقيق محمد عوامة كتاب اللباس، صـ٥٣٦-٥٤٥، شعب الإيمان : جـ٥، باب فى الملابس والأوانى فصل فى العمائم.

পাগড়ি পরিধানে উৎসাহ প্রদান

সৌন্দর্য ও মর্যাদার প্রতীক হিসাবে পাগড়ি পরিধানের উৎসাহ সম্বলিত কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ হাদীসগুলো সবই দুর্বল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে,

إعتموا تزدادوا حلما رواه البزار والطبرانى وفيه عبيد الله بن أبى حميد وهو متـــروك وفى إسناد الطبرانى عمران بن تمّام، وضعّفه أبو حاتم بحديث غير هذا وبقية رجالـــه ثقـــات. (مجمع الزوائد كتاب اللباس باب ما جاء فى العمائم)

তোমরা পাগড়ি পরিধান করবে, এতে সহনশীলতা ও শিষ্টতা বৃদ্ধি পাবে। (মাজমাউয যাওয়াইদ) কিন্তু এ হাদীসের সনদ অত্যন্ত দুর্বল। এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ ইবনু আবি হামীদকে মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত দুর্বল ও পরিত্যক্ত বলে চিহ্নত করেছেন।

বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য :

المقاصد الحسنة حرف العين المهلمة : صـــ٣٤٥، كشف الخفاء حرف العين المهملـــة : جـــ٢، صـــ٦٧، تنزيه الشريعة المرفوعة : جـــ٢، كتاب اللباس والزينة : صـــ٢٧١، المستدرك للحاكم مع التلخيص : جـــ٤، كتاب اللباس :صـــ١٩٣، كتاب الموضوعات لابن الجوزى : جـــ٢، كتاب اللباس :صـــ٢٤٢.

قال المناوى وقال الحاكم فى المستدرك صحيح ورده الذهبى بأن عبيد الله هذا تركه أحمد وغيره، قال الهيثمى عقب عزوه للطبرانى عن ابن عباس فيه عمران بن تمام ضـــعفه أبـــو حاتم وبقية رجاله ثقات وأورده ابن الجوزى فى الموضوع وتعقبه المصنف فلم يأت بطائل وبالجملة فطرقه كلها ضعيفة اما طريق الطبرانى فقد علمت قول الهيثمى فيها وأما حديث الحاكم فقال الترمذى فى العلل سألت محمدا يعنى البخارى عنه فقال عبيـــد الله بـــن أبى حميد ضعيف ذاهب الحديث لا أروى عنه شيئا اهـــ، وأما وضعه فممنوع، فيض القدير جـــ١، حرف الهمزة :صـــ٧٠٩.

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إيتوا المساجد حُسرًا ومقنعين (معصّبين) فإن العمائم تيجان المسلمين. (ابن عدى الكامل)

তোমরা অনাবৃত খোলা মাথায় যেমন মসজিদে আসবে এবং পাগড়ি, পট্টি

বা রুমাল মাথায়ও আসবে (অর্থাৎ সুযোগ ও সুবিধা থাকলে খালি মাথায় না এসে পাগড়ি মাথায় মসজিদে আসবে)। কারণ, পাগড়ি মুসলমানদের মুকুট। (ইবনে আদী, কামিল।)

আল্লামা সুয়ূতী এ হাদীসটিকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। (الجامع الصغير من أحاديث البشير والنذير)

তবে আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাবী বলেন,

مسيرة بن عبيد (والصحيح مبشر بن عبيد) متروك ومن ثم رمزله المؤلف لضعفه لكن يشهد له ما رواه ابن عساكر بلفظ ائتوا المساجد حسرا ومقنعين فان ذلك من سيما المسلمين، فيض القدير جـ١، حرف الهمزة :صـ٨٨.

এ হাদীসের বর্ণনাকারী মুবাশশির ইবনে উবাইদ একজন পরিত্যক্ত রাবী। তাই হাদীসটি দুর্বল হলেও ইবনে আসাকির সংকলিত অন্য একটি হাদীস একে সমর্থন করে। তাহল 'তোমরা অনাবৃত অবস্থায় এবং মাথা ঢেকে মসজিদে আসবে। কারণ, এটা মুসলিমগণের চিহ্ন ও ভূষণ। (ফয়যুল কাদীর)

মূলত দু'টি হাদীসের বর্ণনাকারী একই ব্যক্তি। তিনি হলেন, মুবাশশির ইবনে উবাইদ। এ ব্যক্তি একজন পরিত্যক্ত বা মিথ্যাবাদী রাবী।

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ليس بشئ يضع الحديث قال البخارى منكر الحديث، قال الدار قطنى متروك الحديث يضع الأحديث ويكذب، قال محمد بن عون عن ابن معين ضعيف (تهذيب التهذيب)

যেহেতু মুবাশ্‌শির নামক এ ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেননি, সেহেতু মুহাদ্দিসগণ হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করেছেন। কেউ কেউ অত্যন্ত দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।

ইমরান ইবনু হুসাইনের (রা.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

العمائم وقار للمؤمنين وعز للعرب فإذا وضعت العرب عمائمها فقد خلعت عزها- (فيض القدير جـ٤، حرف العين، فصل فى المحلى بأل من هذا الحرف)

পাগড়ি মুমিনের গাম্ভীর্য্য ও আরবের মর্যাদা। যখন আরবগণ পাগড়ি ছেড়ে দিবে, তখন তাদের মর্যাদা নষ্ট হবে। (ফাইযুল কাদীর)

কিন্তু এ হাদীসটিও অত্যন্ত দুর্বল। কেউ কেউ ভিত্তিহীন বলেছেন।

قال المناوى وفيه عتاب بن حرب قال الذهبى : قال العلائى : ضعيف جدا، ومن ثم جزم السخاوى بضعف سنده ورواه عنه أيضا ابن السنى، قال الزين العراقى : وفيه عبيد الله بن حميد ضعيف.

(فيض القدير : جـ٤، حرف العين، فصل فى المحلى بأل من هذا الحرف)

হযরত রুকানার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে :

العمامة على القلنسوة فصل ما بيننا وبين المشركين يعطى يوم القيامة بكل كورة يدورها على رأسه نورا، (فيض القدير، جـ٤، حرف العين فصل فى المحلّى بأل من هذا الحرف)

মুশরিকগণ এবং আমাদের মধ্যে পার্থক্য টুপির উপর পাগড়ি। কিয়ামতের দিন মাথার উপরে পাগড়ির প্রতিটি পেঁচের জন্য নূর প্রদান করা হবে।

এ হাদীসের মূল বর্ণনা আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে সংকলিত হয়েছে। ইমাম বুখারী ইমাম তিরমিযী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, এ হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। অতিরিক্ত এ কথাটুকুও (কিয়ামতের দিন প্রতিটি পেঁচের জন্য নূর প্রদান করা হবে) অত্যন্ত দুর্বল। -ফাইযুল কাদীর, ৪র্থ খণ্ড : ৫১৫ পৃ., বুখারী, আত্ তারীখুল কবীর ১ম, ৮২ পৃষ্ঠা, তালখীসুল হাবীর খ.৪, ১৬২ পৃ.

তাবিয়ী খালিদ ইবনে মা'দান থেকে বর্ণিত হয়েছে,

اعتموا خالفوا على الأمم قبلكم.

أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان، جـ٥، باب فى الملابس والأوانى، فصل فى العمائم وقال هذا منقطع.

তোমরা পাগড়ি পরিধান করবে, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদের বিরোধিতা করবে। (বাইহাকী, শুআবুল ঈমান) হাদীসটি দুর্বল।

হযরত ইবনে উমার (রা.) বা উবাদা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,

عليكم بالعمائم فإنها سيما الملائكة وأرخوها خلف ظهوركم.

أخرج الطبرانى فى الكبير برقم : ١٣٤١٨، والهيثمى فى مجمع الزوائد جـ٥، كتاب اللباس باب ما جاء فى العمائم رقم : ٨٥٠٣، مشكواة المصابيح كتاب اللباس : صـ ٣٧٧.

তোমরা পাগড়ি পরবে, কারণ, পাগড়ি ফিরিশতাগণের চিহ্ন বা বেশ। আর তোমরা পিছন থেকে পাগড়ির প্রান্ত নামিয়ে দিবে। (মিশকাত শরীফ : ৩৭৭ পৃ.)

এ হাদীসের বর্ণনাকারী ঈসা ইবনু ইউনুস এর কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। তা ছাড়া সনদে আরো একাধিক রাবী দুর্বল বা অত্যন্ত দুর্বল। এরূপ সনদের হাদীস দুর্বল গণ্য হয়।

قال الدار قطنى عيسى بن يونس مجهول.

لسان الميزان، جـ٤ حرف العين صـ٤١٠، ميزان الإعتدال حرف العين.

قال الهيثمى : فيه عيسى بن يونس قال الدارقطنى ضعيف، وقال الزين العراقى فى شرح الترمذى والأحوص ضعيف، رمزله السيوطى لضعفه فى الجامع الصغير، (فيض القدير : جـ٤، حرف العين، رقم : ٥٥٤١)

হযরত আলীর সূত্রে বর্ণিত আছে,

عمّمنى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم غدير خمّ بعمامة سدلها خلفى ثم قال : إن الله أمدّنى يوم بدر وحنين بملائكة يعتمون هذه العمامة، وقال : إن العمامة حاجزة بين الكفر والإيمان.

(السنن الكبرى : جـ١٠، صـ١٤، كتاب السبق والرمى باب التحريض على الرمى)

গাদীরে খুমের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাগড়ি পরিয়েছেন এবং পাগড়ির প্রান্ত পিছন দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। এরপর বলেন, বদর ও হুনাইনের দিনে আল্লাহ আমাকে এভাবে পাগড়ি পরা ফিরিশতাদের দিয়ে সাহায্য করেছেন। তিনি আরো বলেন, পাগড়ি কুফর ও ঈমানের মাঝে বাধা। (বাইহাকী, আস সুনানুল কুবরা)

এ হাদীসের বর্ণনাকারী আশআস ইবনে সাঈদ অত্যন্ত দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য। আরেক রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু বুসরও দুর্বল। এতে বুঝা যায় হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল।

قال البيهقى : أشعث هو أبو الربيع السمان وليس بالقوى وخالفه إسماعيل بن عياش فرواه عن عبد الله بن بسر هذا عن عبد الرحمن بن مهدى البهرانى عن أخيه عن عبد الأعلى عن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منقطعا وعبد الله بن بسر هذا ليس بالقوى قاله أبو داود السجستانى. (السنن الكبرى جـ١٠، صـ١٤)

ذكر الحافظ فى تهذيب التهذيب قال أحمد أشعث بن سعيد البصرى أبو الربيع السمّان مضطرب الحديث ليس بذلك وقال البخارى وعثمان الدارمى عن ابن معين ليس بثقة،

وقال الفلاس : متروك الحديث وقال أبو زرعة يضعف فى الحديث وقال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث سيء الحفظ يروى المناكير عن الثقات وقال البخارى ليس بمتروك وليس بالحافظ عندهم ضعفه ابن معين وقال النسائى ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وقال فى موضع آخر ضعيف. قال ابن عبد البر فى كتاب الكنى : هو عندهم ضعيف الحديث اتفقوا على ضعفه لسوء حفظه.

وذكر الحافظ فى التهذيب قال الترمذى عبد الله بن بسر أبو سعيد الحمصى ضعيف ضعفه يحى بن سعيد وغيره وقال النسائى ليس بثقة وقال أبو حاتم والدار قطنى ضعيف الحديث وذكره ابن حبان فى الثقات وقال الآجرى عن أبى داود ليس بالقوى.

উপরের হাদীসগুলোতে সাধারণভাবে পাগড়ি পরিধানের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আমরা দেখেছি হাদীসগুলোর সবকটিই দুর্বল, কোন কোনটি অত্যন্ত দুর্বল ও পরিত্যক্ত। তবে সামগ্রিক বিবেচনায় মনে হয়, পাগড়ি পরিধান করাটা অভ্যাসগত সুন্নাতসমূহের মাঝে বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব রাখে।

উপরে আমরা লক্ষ্য করেছি, কোন কোন দুর্বল বর্ণনায় পাগড়ি পরিধানের নির্দেশ রয়েছে। তাছাড়া কিছু গ্রহণযোগ্য হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন সাহাবীকে নিজ হাতে পাগড়ি পরিয়েছেন বলে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-কে একটি সেনাদলের সেনাপতি করে প্রেরণের ঘোষণা দেন। তখন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) কালো সূতি কাপড়ের পাগড়ি পরিধান করে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে তাঁর পাগড়ি খোলেন এবং পুনরায় তাঁকে পাগড়ি পরিয়ে দেন। এবার তিনি পাগড়ির প্রান্ত পিছন দিকে চার আঙ্গুল মত ঝুলিয়ে দেন। এরপর তিনি বলেন, হে ইবনে আউফ! এভাবে পাগড়ি পরবে, তাহলে বেশি সুন্দর ও বেশি আরবীয় মর্যাদা প্রকাশক হবে।

মুসতাদরাকে হাকিমের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পাগড়ি খুলে একটি সাদা পাগড়ি উপরের পদ্ধতিতে পরিয়ে দেন এবং উপরোক্ত কথা বলেন। হাদীসটির সনদ হাসান বা গ্রহণযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়াইদ)

قال الهيثمى قلت : روى ابن ماجة طرفا منه، رواه الطبرانى فى الأوسط وإسناده حسن، مجمع الزوائد، كتاب اللباس باب ما جاء فى العمائم رقم : ٨٥٠٠.

সুনানু আবী দাউদে সংকলিত একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) বলেন,

عممنى رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسدلها بين يدى ومن خلفى. (أخرجه أبو داود فى سننه كتاب اللباس باب فى العمائم رقم : ٤٠٧٣، قال العظيم آبادى والحديث ضعيف)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাগড়ি পরিয়ে দেন এবং সামনে এবং পিছনে পাগড়ির প্রান্ত ঝুলিয়ে দেন। (সুনানে আবী দাউদ)

তাবিয়ী সা'দ ইবনু উসমান (রা.) বলেন,

رأيت رجلا ببخارى على بغلة وعليه عمامة سوداء ويقول كسانيها رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

أخرجه الترمذى فى سننه كتاب التفسير باب : ومن سورة الحاقة رقم : ٣٣٢١، وابو داود فى سننه كتاب اللباس باب ما جاء فى الخز رقم : ٤٠٣٢.

আমি বুখারায় এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যিনি একটি খচ্চরের উপর আরোহণ করে আছেন এবং তাঁর মাথায় একটি কালো পাগড়ি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এ পাগড়ি পরিয়ে দিয়েছেন। (হাদীসটি হাসান) (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

বুঝা গেল, পাগড়ি পরিধান করার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এর গুরুত্ব অন্যান্য সুনানে আদিইয়ার মত নয়। والله أعلم بالصواب

নামায আদায়ের জন্য পাগড়ি পরিধান করা

কিছু হাদীসে নামাযের জন্য পাগড়ি পরিধানে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কিরাম উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসগুলো সবই জাল এবং পরিত্যক্ত। আমরা কিছু হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করছি।

হযরত জাবির ইবনু আব্দিল্লাহর নামে বর্ণিত হয়েছে,

ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة (المقاصد الحسنة)

হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.)-এর সূত্রে প্রচারিত আরেকটি জাল হাদীস الصلاة فى العمامة (تعدل) بعشرة آلاف حسنة পাগড়িসহ নামাযে দশ হাজার নেকী রয়েছে।

মুল্লা আলী কারী, ইবনু আররাক প্রমুখ মুহাদ্দিস একে বাতিল ও জাল হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন।

انظر : تنزيهة الشريعة المرفوعة : جـ٢، صـ١٢٤، رقم : ١٤١، المصنوع فى معرفة الحديث الموضوع : صـ١١٩، رقم : ١٧٧.

মোটকথা, আমরা দেখেছি যে, পাগড়ি পরিধানের ফযীলত বিষয়ে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়ক সকল হাদীসই দুর্বল, অত্যন্ত দুর্বল, কোনোটি বানোয়াট। আর 'পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় নামায আদায়ের' ফযীলত বিষয়ক সকল হাদীস ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। তবে পাগড়ি যেহেতু সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করে, তাই শুধু নামাযের সময় যত্নের সঙ্গে পাগড়ি পরিধান করাটা পছন্দনীয় এবং মুবাহ।

পাগড়ির রং

প্রায় সকল হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাল রংয়ের পাগড়ি পরিধান করেছেন। তিনি মদীনায়, সফরে, যুদ্ধে সর্বত্র কাল পাগড়ি ব্যবহার করতেন। সাধারণভাবে পোশাকের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা ও সবুজ রংয়ের পোশাক ব্যবহার করেছেন এবং ব্যবহার করতে উৎসাহ দিয়েছেন। কিন্তু পাগড়ির ক্ষেত্রে তিনি কখনো সাদা বা সবুজ পাগড়ি পরিধান করেছেন বলে কোন বর্ণনা পাইনি। কালো পাগড়ি ব্যবহার সম্পর্কিত কিছু হাদীস উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

হলুদ পাগড়ি

কাল ছাড়া একমাত্র হলুদ ও যাফরানী রংয়ের পাগড়ি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো পরিধান করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর বলেন,

رأيت رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران رداء وعمامة

صـــ١١٨-١١٩، المقاصد الحسنة، كشف الخفا)

قال الحافظ ابن حجر : فى لسان الميزان هذا حديث منكر بل موضوع. – تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عَرَّاق، جـــ٢، صـــ١٢٤، رقم : ١٣٩.

হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.)-এর সূত্রে প্রচারিত একটি মিথ্যা হাদীস,

إن لله ملائكة مؤكلين بأبواب الجوامع يوم الجمعة يستغفرون لأصحاب العمائم البـــيض (تنزيهة الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، جـــ٢، صـــ٨١.)

আল্লাহর কিছু ফিরিশতা আছেন, শুক্রবার দিন জামে মসজিদসমূহের দরজায় তাদের নিয়োগ করা হয়। তাঁরা সাদা পাগড়ি পরিধানকারীগণের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

হাফিয যাহাবী, ইবনু হাজার আসকালানী, সাখাবী, ইবনুল জাওযী, ইবনু আররাক প্রমুখ মুহাদ্দিস এ হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন।

قال ابن عَرَّاق : وفيه يحى بن شبيب اليمانى، وقال السيوطى قال الذهبى فى الميزان هـــذا الحديث من وضع يحى.

(تنزيهة الشريعة المرفوعة، جـــ٢، صـــ٨١، انظر المقاصد الحسنة، حرف العين رقـــم : ٧١٧، كشف الخفاء، جـــ٢، حرف العين رقم : ١٧٨١، ميزان الإعتدال : جـــــ٤، صـــ٣٨٥، رقم : ٩٥٤٣، لسان الميزان : جـــ٦، صـــ٢٦١، رقم : ٩١٩)

হযরত আবূ দারদা (রা.)-এর নামে বর্ণিত হয়েছে,

إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة. (مجمع الزوائـــد : جـــــ٥، كتاب اللباس)

আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতাগণ শুক্রবারে পাগড়ি পরিহিতদের জন্য দুআ করতে থাকেন।

যাহাবী, হাইসামী, ইবনু হাজার আসাকালানী, সাখাবী, ইবনু আর রাক, আজলূনী প্রমুখ মুহাদ্দিস একমত যে, এটি আইউব ইবনু মুদরিক মিথ্যাবাদীর বানানো একটি জাল হাদীস।

أنظر : المقاصد الحسنة : صـــ٣٤٦، كشف الخفاء : جـــ٢، صـــ٦٥، ميزان الإعتدال : جـــ١، صـــ٢٩٣، رقم : ١١٠٠، لسان الميزان : جـــــ١،صـــــ٤٨٨، رقـــم : ١٥١٢.

হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.)-এর সূত্রে প্রচারিত আরেকটি জাল হাদীস الصلاة فى العمامة (تعدل) بعشرة آلاف حسنة পাগড়িসহ নামাযে দশ হাজার নেকী রয়েছে।

মুল্লা আলী কারী, ইবনু আররাক প্রমুখ মুহাদ্দিস একে বাতিল ও জাল হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন।

أنظر : تنزيهة الشريعة المرفوعة : جـ٢، صـ١٢٤، رقم : ١٤١، المصنوع فى معرفة الحديث الموضوع : صـ١١٩، رقم : ١٧٧.

মোটকথা, আমরা দেখেছি যে, পাগড়ি পরিধানের ফযীলত বিষয়ে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়ক সকল হাদীসই দুর্বল, অত্যন্ত দুর্বল, কোনোটি বানোয়াট। আর 'পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় নামায আদায়ের' ফযীলত বিষয়ক সকল হাদীস ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। তবে পাগড়ি যেহেতু সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করে, তাই শুধু নামাযের সময় যত্নের সঙ্গে পাগড়ি পরিধান করাটা পছন্দনীয় এবং মুবাহ।

পাগড়ির রং

প্রায় সকল হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাল রংয়ের পাগড়ি পরিধান করেছেন। তিনি মদীনায়, সফরে, যুদ্ধে সর্বত্র কাল পাগড়ি ব্যবহার করতেন। সাধারণভাবে পোশাকের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা ও সবুজ রংয়ের পোশাক ব্যবহার করেছেন এবং ব্যবহার করতে উৎসাহ দিয়েছেন। কিন্তু পাগড়ির ক্ষেত্রে তিনি কখনো সাদা বা সবুজ পাগড়ি পরিধান করেছেন বলে কোন বর্ণনা পাইনি। কালো পাগড়ি ব্যবহার সম্পর্কিত কিছু হাদীস উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

হলুদ পাগড়ি

কাল ছাড়া একমাত্র হলুদ ও যাফরানী রংয়ের পাগড়ি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো পরিধান করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর বলেন,

رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران رداء وعمامة

وفيه عبد الله بن مصعب الزهرى، ضعفه ابن معين، مجمع الزوائد : جـ٥، صـ١٦٢، كتاب اللباس رقم : ٨٥٦٥.

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাফরান দ্বারা রংকৃত দুটি কাপড়, চাদর ও পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। (মাজমাউয যাওয়াইদ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার বলেন,

لقد كان (رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يصبغ بها (بالخلوق أو الزعفران أو صفرة الزعفران) ثيابه كلها حتى عمامته.

أخرجه النسائى فى السنن الكبرى : جـ٥، كتاب الزينة الخضاب بالصفرة وفى سننه كتاب الزينة باب الخضاب بالصفرة : رقم : ٥٠٨٥.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সকল পোশাক, তাঁর চাদর, তাঁর জামা ও তাঁর পাগড়ি (সবই) যাফরান দিয়ে রং করে নিতেন। (নাসাঈ শরীফ)

ইয়াহইয়া ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু মালিক তাবিয়ী বলেন,

أن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصبغ ثيابه بالزعفران حتى العمامة. – أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه كتاب اللباس رقم : ٢٥٢٤٣، قال الشيخ محمد عوّامة : إسناد المصنف حسن، ولكنه معضل.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগড়িসহ তাঁর সকল কাপড়-চোপড় যাফরান দিয়ে রং করে নিতেন। হাদীসটির সনদ দুর্বল। (ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ)

ইবনু আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে সাহাবীগণের পাগড়ির বিষয়ে অনেক হাদীস সংকলিত করেছেন।

এগুলি থেকে জানা যায় যে, তাঁদের মধ্যে কাল রংয়ের পাগড়ির প্রচলন ছিল সবচেয়ে বেশি। (المصنف لابن أبى شيبة، كتاب اللباس فى العمامة السود)

সাদা রংয়ের পাগড়িও কেউ কেউ পরতেন। এ ছাড়া লাল, সবুজ, হলুদ রংয়ের পাগড়িরও প্রচলন ছিল।

عن سليمان بن أبى عبد الله قال : أدركت المهاجرين الأولين يعتمون بعمائم كرابيس سود وبيض وحمر وخضر وصفر الخ.

(أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه كتاب اللباس من كان يعتم بكور واحد رقم : ٢٥٤٨٩)

সবুজ পাগড়ি

বিভিন্ন হাদীসে সাধারণভাবে সবুজ পোশাক পরিধানে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে; কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো পাগড়ির ক্ষেত্রে সবুজ রং ব্যবহার করেছেন বলে কোনো বর্ণনা এ বান্দার দৃষ্টিগোচর হয়নি। তবে সাহাবীগণ অন্যান্য রংয়ের সাথে সবুজ রংয়ের পাগড়িও পরিধান করেছেন।

তাবিয়ী সুলাইমান ইবনু আবী আব্দিল্লাহ বলেন,

أدركت المهاجرين الأولين يعتمون بعمائم كرابيس سود وبيض وحمر وخضر وصفر يضع أحدهم العمامة على رأسه ويضع القلنسوة فوقها ثم يدير العمامة هكذا يعنى على كوره لا يخرجها من تحت ذقنه.

(أخرجه ابن أبي شيبة فى كتاب اللباس، من كان يعتم بكور واحد، ٢٥٤٨٩)

আমি প্রথম যুগের মুহাজির সাহাবীগণকে দেখেছি, তাঁরা সূতির কাল, সাদা, লাল, সবুজ ও হলুদ রংয়ের পাগড়ি পরিধান করতেন। তাঁরা প্রথমে পাগড়ি মাথার উপর রাখতেন। এরপর পাগড়ির উপর টুপি রাখতেন। এরপর পাগড়ি পেঁচাতেন। থুতনির নিচে কিছু বের করে রাখতেন না। (ইবনু আবী শাইবা, আল মুসান্নাফ)

সাদা পাগড়ি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো সাদা পাগড়ি ব্যবহার করেছেন বলে কোন সহীহ বা যয়ীফ হাদীসে দৃষ্টিগোচর হয়নি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রা.)-কে যুদ্ধের সেনাপতিরূপে পাঠানোর সময় সাদা পাগড়ি পরিয়ে দিয়েছিলেন বলে মুসতাদরাকে হাকিমে বর্ণনা করা হয়েছে। (المستدرك للحاكم جـ٤،صـ٥٨٣)

সাহাবী ও তাবিয়ীগণের কেউ কেউ সাদা পাগড়ি কখনো কখনো ব্যবহার করেছেন। উপরে আমরা তাবিয়ী সুলাইমান ইবনু আবী আবদিল্লাহর বর্ণনা উল্লেখ করেছি যে, তিনি প্রথম যুগের মুহাজির সাহাবীদেরকে দেখেছেন, তাঁরা সাদা পাগড়ি পরিধান করতেন।

রাবী সালিহ বলেন,

رأيت على الشعبى عمامة بيضاء.

আমি তাবিয়ী শা'বীকে সাদা পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। (আল-মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা-২৫৪৭২)

ইসমাঈল ইবনু আব্দুল মালেক বলেন,

رأيت على سعيد بن جبير عمامة بيضاء.

আমি তাবিয়ী সাঈদ ইবনু জুবাইরকে সাদা পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।

(مصنف لابن أبي شيبة كتاب اللباس، فى لبس العمائم البيض ٢٥٤٧٣)

সাদা পাগড়ি পরা উত্তম কি না? কতিপয় আলেমের মতে সাদা পরা উত্তম। কারণ, সাদাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তম রং বলেছেন। মোল্লা আলী কারী লেখেন, মীরক শাহ বলেন,

إستدل بعض العلماء بهذا الحديث دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء على جواز لبس السواد وإن كان البياض أفضل لما سبق إن خير ثيابكم البيض (جمع الوسائل : صـ ٢٠٤)

কতিপয় আলেম এ হাদীসের প্রেক্ষিতে কালো পাগড়ি পরা জায়েয বলেছেন। যদিও সাদা পরা উত্তম। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, উত্তম পোশাক হল সাদা পোশাক। (জামউল ওয়াসায়েল) আল্লামা বাজূরী বলেন,

يؤخذ منه كما قال جواز لبس الأسود فى الخطبة وإن كان الأبيض أفضل (المواهب اللدنية)

আলোচ্য হাদীসে থেকে বুঝা যায়, কাল পাগড়ি পরা জায়েয। তবে সাদা পরা উত্তম।

আবার কোন কোন আলেম কাল পাগড়ি পরাকে উত্তম বলেছেন। কারণ, যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা পোশাককে উত্তম বলেছেন; কিন্তু পাগড়ির ক্ষেত্রে মূলত তিনি কাল পাগড়ি পরেছেন। সাহাবীদের মধ্যে কাল পাগড়ির ব্যবহারই ছিল সবচে বেশি।

আল্লামা মীরক শাহ বলেন,

وفى شرح الزيلعى من علمائنا الحنفية أنه يسن لبس السواد لحديث فيه (جمع الوسائل : صـــ٢٠٤)

হানাফী আলিম যাইলায়ী তাঁর শরাহ গ্রন্থে বলেছেন, কাল পাগড়ি পরিধান করা সুন্নত, এ সম্পর্কিত হাদীসের কারণে। (জামউল ওয়াসায়েল)

মাওলানা শামসুল হক আযীম আবাদী বলেন,

والحديث (دخل مكة وعليه عمامة سوداء) يدل على استحباب العمامة السوداء. (عون المعبود، كتاب اللباس باب العمائم)

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, কাল পাগড়ি পরা মুস্তাহাব।

অবশ্য এখানে এ কথা বলার অবকাশ রয়েছে যে, কাল পাগড়ি পরিধান করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল। আর সাদা পোশাক উত্তম হওয়ার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাধারণ বাণী ও উক্তি রয়েছে। এমন ক্ষেত্রে বাণীকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। والله أعلم

লাল পাগড়ি

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে মুহাজির সাহাবীগণ সূতী লাল, কাল, সবুজ ও হলুদ রংগের পাগড়ি পরিধান করতেন।

হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে,

كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها إلى ظهورهم ويوم حنين عمائم حمر (مجمع الزوائد، جـــ٦، كتاب المغازى والسير، باب غزوة بدر، قال الهيثمى رواه الطبرانى وفيه عمار بن أبي مالك الجنبى ضعفه الأزدى رقم : ٩٩٨٥)

বদরের দিনে ফিরিশতাদের চিহ্ন ছিল সাদা পাগড়ি। তাঁরা তাঁদের পাগড়ির প্রান্ত পিছন দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। আর হুনাইনের যুদ্ধে ফিরিশতাগণের চিহ্ন ছিল লাল পাগড়ি। (হাদীসটি সনদে দুর্বলতা আছে) (তাবারানী, আল মু'জামুল কাবীর)।

এ বিষয়ক অন্য বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,

رأيت جبرئيل عليه السلام عليه عمامة حمراء مرخيها بين كتفه، مجمع الزوائد كتاب اللباس، باب ما جاء فى الصباغ رقم : ٨٥٧١، وأخرجه الطبرانى فى الأوسط برقم :

٥٦١٨، قال الهيثمى وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن وقد ضعف وبقيه رجاله ثقات.

আমি দেখলাম যে, জিবরাঈল (আ.) লাল পাগড়ি পরিধান করেছেন এবং তার প্রান্ত দুই কাঁধের মধ্য দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। (মাজমাউয্ যাওয়াইদ)

নামায আদায়ের জন্য পাগড়ি পরিধান সুন্নত কি না?

সহীহ হাদীসগুলোর আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগড়ি পরিধান করতেন। সাহাবায়ে কিরাম তাবিয়ী ও তাবে তাবিয়ীদের যুগেও পাগড়ির ব্যাপক ব্যবহার পাওয়া যায়। তাঁরা প্রায় সব সময়ই পাগড়ি পরা অবস্থায় থাকতেন। যুদ্ধ, বক্তৃতা, খুতবা, জুমুআ ইত্যাদি অনুষ্ঠান বা উপলক্ষ্যে তাঁরা বিশেষভাবে তা পরিধান করতেন। কেবলমাত্র নামাযের জন্য তাঁরা পাগড়ি পরতেন না। পোশাকের অংশ হিসাবে পাগড়ি পরতেন এবং পাগড়ি পরিহিত অবস্থাতেই নামায আদায় করতেন। আমরা দেখেছি পাগড়ি পরিধানের ফযীলত বিষয়ক সকল হাদীসই দুর্বল বা অতিদুর্বল ও পরিত্যক্ত। অনুরূপভাবে পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় নামায আদায়ের ফযীলত বিষয়ক সকল হাদীসই ভিত্তিহীন ও জাল। বিনা পাগড়িতে সালাত আদায়ে নিষেধ বা আপত্তিজ্ঞাপক কোনো সহীহ, যয়ীফ বা জাল হাদীস বর্ণিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

হ্যাঁ, যেহেতু হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ সাধারণত পাগড়ি পরিধান করতেন এবং পাগড়ি পরিধান করে নামায আদায় করতেন; সেহেতু পাগড়ি পরিধান করে নামায আদায় করা নবী প্রেমের দাবী।

এ ছাড়া পাগড়ি সুন্নাতসম্মত সৌন্দর্যের অন্যতম পোশাক। আর নামাযের মধ্যে সৌন্দর্যময় পোশাক পরা উত্তম। সেহেতু পাগড়ি পরে নামায আদায় করাকে কোনো কোনো ফকীহ উত্তম বলেছেন। তবে এটাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া এবং পাগড়িবিহীন নামাযকে মাকরূহ বলা ঠিক নয়। কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, পাগড়ি পরিধানে উৎসাহ প্রদান সম্পর্কিত হাদীসগুলি অত্যন্ত দুর্বল এবং পাগড়ি পরে নামায আদায়ের ফযীলত বিষয়ক সব হাদীসই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট।

হযরত আল্লামা আব্দুল হাই লখনভী (র.)-এর একটি ফতোয়া নিম্নে প্রদত্ত হল :

رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی کسی سنت کا مواظبت کے ساتھ ہونا سنیت کی دلیل اس وقت ہے جبکہ وہ عبادۃ ہو عادۃ نہو جیسا کہ شرح وقایہ وغیرہ میں لکھا ہے اور رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا عمامہ باندھنا آپ کی عادت حسنہ سے تہا نہ کہ از راہ عبادت، اس لئے اس کا ترک کرنا مکروہ نہیں ہوگا۔ ہاں اس کی اقتدا کرنا افضل اور بہتر ہے۔ نفع المفتی والسائل، مترجم: ص: ۲۴۵، ایچ ایم سعید کمپنی۔

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কাজ ইবাদত হিসাবে নিয়মিত করলে সেটা সুন্নাত হওয়ার দলীল হয়; অভ্যাসগত কারণে করলে নয়। পাগড়ি পরিধান করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাসগত সুন্নত। তিনি তা ইবাদত হিসাবে করেননি। কাজেই পাগড়ি না পরা মাকরূহ নয়। হ্যাঁ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে পরা উত্তম। (নফউল মুফতী ওয়াস্ সায়েল) (والله اعلم بالصواب)

حديث : ١١٥– عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : "دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ "

হাদীস : ১১৫. হযরত জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মক্কা) বিজয়ের দিন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন।

তাশরীহ :

১. আলোচ্য হাদীসটি দৃশ্যত পূর্বের অনুচ্ছেদে বর্ণিত ১১৩ নং হাদীসের বিরোধী। কারণ, ঐ হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন লোহার টুপি পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন। মুহাদ্দিসগণ তিনভাবে এর সমন্বয় করে থাকেন। যথা-

১. শিরস্ত্রাণ পরে তার উপর পাগড়ি বাঁধা অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন।
২. প্রথমে পাগড়ি বেঁধে তার উপর লোহার টুপি পরেন। কাজে মক্কায় প্রবেশের সময় লৌহ শিরস্ত্রাণ এবং পাগড়ি উভয়ই ছিল।
৩. মক্কায় প্রবেশের প্রথম দিকে মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ ছিল, প্রবেশ শেষে পাগড়ি পরেন। যেহেতু প্রবেশের পর মুহূর্তে পাগড়ি পরেছিলেন- তাই

প্রবেশের সময় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
এই তিনটি মতের মধ্যে দ্বিতীয় মতটি সাবলীল ও স্বাভাবিক।

পাগড়ির দৈর্ঘ্য

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাগড়ির দৈর্ঘ্য কত ছিল, তা কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়নি। মুহাদ্দিসগণ একবাক্যে বলেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাগড়ির দৈর্ঘ্যের বিষয়ে সহীহ বা যয়ীফ কোনো একটি হাদীসেও কোনো প্রকার বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন হাদীসের আলোকে কোনো কোনো আলিম আন্দায করে কিছু বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাগড়ি সাধারণভাবে দশহাত লম্বা ছিল বলে মনে হয়। কেউ বলেছেন, সাত হাত ছিল। ইমাম নববী বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুটি পাগড়ি ছিল- ছোট, বড়। ছোট-এর দৈর্ঘ্য ছিল সাত হাত। বড়-এর দৈর্ঘ্য বার হাত। এগুলি সবই বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আলিমগণের আন্দায।

قال السيوطى فى الحاوى فى الفتاوى : أما مقدار العمامة الشريفة فلم يثبت فى حديث، نيل الأوطار، جـ٢، صـ١١٠.

অর্থাৎ সুয়ূতী (র.) বলেন, পাগড়ির পরিমাপ কোন হাদীসে জানা যায় না। হাদীসে এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। মোল্লা আলী কারী লেখেন,

قال الشيخ الجزرى فى تصحيح المصابيح قد تتبعت الكتب وتطلبت من السير والتواريخ لأقف على قدر عمامة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم أقف على شىء حتى أخبرنى من أثق به أنه وقف على شىء من كلام النووى ذكر فيه أنه كان له صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمامة قصيرة وعمامة طويلة وأن القصيرة كانت سبعة أذرع والطويلة كانت إثنى عشر ذراعا : وظاهر كلام المدخل أن عمامته كانت سبعة أذرع مطلقا من غير تقييد بالقصير والطويل، (جمع الوسائل : صـ٢٠٧، مرقاة المصابيح : جـ٨، صـ٢١٥، كتاب اللباس رقم الحديث : ٤٣٤٠)

ইমাম জাযারী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযা সাল্লামের পাগড়ির পরিমাপ জানার উদ্দেশ্যে ইতিহাস ও সীরাতের বহুগ্রন্থ অনুসন্ধান করেও এ সম্পর্কে কিছুই অবগত হতে পারলাম না। অবশেষে আমার নিকটে বিশ্বস্ত

একজন লোক আমাকে বলেন যে, তিনি ইমাম নববীর একটি কালামের সন্ধান পেয়েছেন- যাতে ইমাম নববী উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুটি পাগড়ি ছিল। একটি বড় ও অপরটি ছোট। ছোটটি ছিল সাত হাত লম্বা আর বড়টি ছিল বার হাত লম্বা। (মিরকাত) বস্তুত ইমাম নববীর এ উক্তিটি অনুমান করা কথা।

তাবিয়ী আবূ আব্দুস সালাম বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.)-কে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে পাগড়ি পরিধান করতেন? তিনি বলেন,

كان يدور كور عمامته على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسلها بين كتفه.

(مجمع الزوائد : جـ٥، كتاب اللباس باب ما جاء فى العمائم رقم : ٨٥٠١، قال الهيثمى رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا أبا عبد السلام وهو ثقة) وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان باب فى الملابس والأوانى فصل فى العمائم رقم : ٦٢٥٢.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগড়ি মাথার উপরে পেঁচিয়ে নিতেন, পিছন থেকে গুঁজে দিতেন এবং এর প্রান্ত দুই কাঁধের মাঝে ঝুলিয়ে দিতেন। হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।

এ বিবরণের আলোকে আল্লামা শাওকানী বলেন, তিন হাতের কম দীর্ঘ পাগড়িও এভাবে পরিধান করা যায়; কাজেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাগড়ি এর চেয়ে লম্বা ছিল বলে এ হাদীস থেকে বুঝা যায় না।

(نيل الأوطار جـ٢، باب ما جاء فى لبس القميص والعمامة والسراويل :صـ١١٠)

সাহাবী আবু হাদরাদ আসলামীর কাছে একজন ইয়াহুদী চারটি দিরহাম পেত। একদিন সে অতিসত্তর তার পাওনা পরিশোধের দাবী করে। তখন সাহাবী আবূ হাদরাদ এর মাথায় একটি পাগড়ি পেঁচানো ছিল এবং গায়ে একটি বড় পুরো শরীর ঢাকা চাদর ছিল। তিনি মাথার পাগড়ি খুলে তা লুঙ্গির মত পরিধান করেন এবং চাদরটি খুলে ইয়াহুদীকে দিয়ে বলেন, এটি তুমি কিনে নাও। তখন সে চার দিরহামে উক্ত চাদরটি কিনে নেয়। মুসনাদে আহমদ : ৩/৪২৩। এতে বুঝা যায় যে, সাধারণত পাগড়ি চার/পাঁচ হাত লম্বা একটি লুঙ্গির মত হতো। আবার কোনো কোনো সাহাবী

ও তাবিয়ী মাত্র এক পেঁচের পাগড়ি পরতেন। -ইবনু আবী শাইবা, আল মুসান্নাফ কিতাবুল লিবাস, হাদীস নং : ২৫৪৮৮

এতে বুঝা যায় যে, পাগড়ির দৈর্ঘ্য তাদের কাছে বিবেচ্য বিষয় ছিল না। মাথা আবৃত করা ও মাথার উপর কিছু কাপড় পেঁচিয়ে রেখে মাথাকে সংরক্ষিত ও সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করাই পাগড়ির উদ্দেশ্য।

قال شهاب الدين بن حجر الهيثمى : واعلم أنه لم يتحرر كما قاله بعض الحفاظ فى طول عمامته صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعرضها شيء وما وقع للطبرانى من أن طولها نحو سبعة أذرع ولغيره أن طولها نحو سبعة أذرع فى عرض ذراع لا أصل له، المواهب اللدنية : صـ٩٩.

অর্থাৎ হাফেয ইবনু হাজার হাইসামী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাগড়ির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় হাদীসে এর কোন ভিত্তি নেই।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم كتاب الحج باب جواز دخول مكة بغير إحرام، وأبو داود كتاب اللباس باب العمائم والنسائى كتاب الحج باب دخول مكة بغير إحرام، وكتاب الزينة باب العمائم السوداء، والترمذى فى جامعه كتاب اللباس باب فى العمامة السوداء وابن ماجة كتاب اللباس باب العمامة السوداء،

درجة الحديث : إسناده ثقات غير أن أبا الزبير محمد بن مسلم فهو صدوق إلا أنه يدلس.

* * *

حديث : ١١٦- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلى رَأْسِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عِمَامَةً سَوْدَاءُ.

হাদীস : ১১৬. আমর ইবনু হুরাইস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথায় কালো পাগড়ি দেখেছি।

তাশরীহ :

এ হাদীসটি মুসলিম শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

عن عمروبن حريث قال كأنى أنظر إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، (كتاب الحج باب جواز دخول مكة بغير إحرام)

আমর ইবনু হুরাইস (রা.) বলেন, সে দৃশ্যটি যেন এখনো আমার চোখে ভাসছে, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন, কালো পাগড়ি তাঁর মাথায় ছিল এবং শামলা (প্রান্ত) দুই কাঁধের মাঝে ঝুলিয়ে দিয়েছেন।

ইমাম নববী (র.) বলেন,

فى الحديث جواز لبس الاسود فى الخطبة وإن كان الأبيض أفضل منه.

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, খুতবার সময় কাল পাগড়ি পরা জায়েয যদিও সাদা পাগড়ি উত্তম।

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, হযরত আলী, হাসান, ইবনু যুবাইর, মুয়াবিয়া, আম্মার, আনাস ও ইবনু আব্বাস প্রমুখ অনেক সাহাবী কালো পাগড়ি ব্যবহার করতেন। (جمع الوسائل : صـــ٢٠٥)

أحوال الرواة

سفيان : أى ابن عيينة

مساور : بضم ميم ومهملة وكسر واء وراء بصيغة اسم الفاعل. قوله الوراق بائع الورق أو صانعه أو منسوب إلى ورق الشجر وهو صدوق عابد لكن ربما وهم خرج له مسلم والأربعة.

ابن حريث : بالتصغير.

ومن أخرج هذا الحديث : سيأتى تخريجه في الحديث الثاني.

* * *

حديث : ١١٧- عَنْ عَمْرُو بْنِ حُرَيْثٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خَطَبَ النَّاسَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ "

হাদীস : ১১৭. আমর ইবনু হুরাইস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথায় কাল পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।

তাশরীহ :

এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম, সুনানে নাসাঈ, সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে ইবনু মাজায় বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এ কথাগুলি বেশি আছে 'মিম্বরের উপরে ও পাগড়ির প্রান্ত- 'দুই কাঁধের মাঝে ঝুলিয়ে রেখে ছিলেন।'

মাথায় কাল পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ খুতবাদানের কাল ও স্থান সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, এ হাদীসে যে খুতবার উল্লেখ রয়েছে, তা তিনি মক্কা বিজয়ের দিন কা'বা ঘরের দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। হাদীসে 'মিম্বরের' উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মিম্বার শব্দের মূল অর্থ হল উঁচুস্থান। আর চৌকাঠকেই এখানে মিম্বার বলা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ১১৫ নং হাদীস থেকেও বুঝা যায়, এ খুতবাটি মক্কা বিজয়ের দিন দিয়েছেন। প্রসিদ্ধ মত এটাই।

কিন্তু কারো কারো মতে এ ভাষণটি মদীনায় জুমুআর সময় বা অন্য কোন সময় দিয়েছিলেন। কারণ, সহীহ মুসলিম ও সুনানে নাসাঈতে মিম্বরের উল্লেখ রয়েছে। আর মক্কা বিজয়ের সে খুতবা মিম্বরের উপর ছিল না। মোল্লা আলী কারী 'মিরকাতে' মীরক শাহ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন, এ ভাষণটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাতকালীন কোনো এক সময় দিয়েছেন। (جمع الوسائل، خصائل نبوى)

পাগড়ির ব্যবহার পদ্ধতি

পাগড়ি ব্যবহারের মূল বিষয় হল, মাথার উপর পেঁচ দিয়ে পরিধান করা। যে কোন কাপড় যে কোন ভাবে মাথার উপর পেঁচিয়ে পরিধান করা হলে তাকে পাগড়ি বলা যায়। পেঁচ দেওয়ার বিশেষ কোনো পদ্ধতি বা নিয়ম বর্ণিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তবে চিবুকের নিচে দিয়ে পাগড়ি পেঁচানোর বিষয়ে কোনো কোনো তাবিয়ী এবং পরবর্তী ফকীহগণ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী তাউস বলেন,

قال فى الذى يلوى العمامة على رأسه ولا يجعلها تحت ذقنه فان تلك زعمة الشيطان، أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان باب فى الملابس والأوانى، فصل فى العمائم رقم : ٦٢٦٥.

যে ব্যক্তি তার মাথার উপর পাগড়ি পেঁচায় অথচ তার চিবুকের নিচে দিয়ে পাগড়ির কোন অংশ পেঁচায় না, এটা শয়তানের পাগড়ি পরিধান পদ্ধতি। (বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান)

এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো বর্ণনা সনদসহ পাওয়া যায় না। হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম (র.) লিখেছেন,

وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك، زاد المعاد جـ١، صـ١٣٨.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগড়ি চিবুকের নিচে দিয়ে জড়িয়ে পরিধান করতেন। (যাদুল মা'আদ)

হাফিয ইবনুল কাইয়্যিমের সাধারণ রীতি যে, তিনি তাঁর দেওয়া তথ্যাবলীর সনদ উল্লেখ করেন এবং অনেক সময় সেগুলির সনদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও আলোচনা করেন। কিন্তু এখানে তিনি তার সূত্র উল্লেখ করেননি। সিহাহ সিত্তাহসহ অন্যান্য সকল গ্রন্থের পাগড়ি বিষয়ক বহু বর্ণনার কোথাও গলার নিচে দিয়ে জড়ানোর কথা দৃষ্টিগোচর হয়নি। এ সকল বর্ণনা প্রমাণ করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে গলার নিচে দিয়ে পাগড়ি জড়াতেন না বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এভাবে করতেন না।

এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আদেশ জ্ঞাপক একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম আবূ উবাইদ কাসিম ইবনু সাল্লাম হাদীসের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অভিধান বিষয়ক গ্রন্থে এবং ইবনুল আসীর 'আল-নিহায়া' গ্রন্থে সনদবিহীনভাবে হাদীসটি উল্লেখ করেন। তাঁরা বলেন,

فى حديثه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أمر بالتلحى ونهى عن الاقتعاط، (النهاية فى غريب الحديث، جـ٤، صـ٨٨، باب القاف مع العين، مجمع بحار الأنوار : جـ٤، صـ٣٠٧، غريب الحديث : جـ٣، صـ١٢٠)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে আছে যে, তিনি পাগড়ি দাড়ির নিচে দিয়ে জড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং শুধু মাথার উপর জড়াতে নিষেধ করেছেন।

এভাবে সনদবিহীনভাবে তাঁরা হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী যুগের কোনো কোনো আলিম তাদের কিতাবের বরাত দিয়ে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কেউ এর কোনো সনদ উল্লেখ করেননি অথবা কোনো গ্রন্থে সনদসহ তা সংকলিত হয়েছে বলেও কেউ উল্লেখ করেননি।

(نيل الأوطار : جـ٢، صـ١٠٩، باب ما جاء فى لبس القميص والعمامة والسراويل)

সাধ্যমত চেষ্টা করেও এর কোনো সনদ বা উৎস জানতে পারিনি। পাগড়ি গলার নিচে দিয়ে জড়ানোর নির্দেশে বা শুধু মাথার উপর জড়ানোর আপত্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা কোনো সাহাবী থেকে কোনোরূপ সনদসহ বর্ণনা দৃষ্টিগোচর হয়নি।

অপর দিকে ইবনু আবী শাইবা হযরত উসামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন,

كان يكره أن يعتم أن يجعل تحت لحيته وحلقه من العمائم أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه، كتاب العقيقة من كان يعتم بكور واحد، رقم الحديث : ٥٠٤١، جـ٨، صـ٢٤١ــ بتصحيح الشيخ مختار أحمد البنورى، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشى، باكستان.

মাথায় পাগড়ি পরিধানের সময় দাড়ি ও গলার নিচে দিয়ে পাগড়ি জড়ানো হযরত উসামা (রা.) অপসন্দ করতেন বা মাকরূহ গণ্য করতেন।

আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাবী (র.) বলেন,

قال بعض الحفاظ ويسن تحنيك العمامة وهو تحذيق الرقبة وما تحت الحنك. – فيض القدير : جـ٥، صـ٣١٤، باب كانﷺ رقم : ٧١٦٨

কোনো কোনো আলিম বলেছেন যে, পাগড়ি গলার নিচে দিয়ে পরা সুন্নত। শাফেয়ী মাযহাবের আলিমগণের মতে এভাবে পাগড়ি পরা মুস্তাহাব নয় বা এতে কোন বিশেষ সাওয়াব নেই। (ফাইযুল কাদীর)

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, গলার বা দাড়ির নিচে দিয়ে পাগড়ি জড়ানোকে যদিও কোনো কোনো ফকীহ সুন্নত মনে করেছেন, তবে হাদীস বিচারে প্রমাণিত হয় যে, এভাবে পাগড়ি পরার কোনো বৈশিষ্ট্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম বা কথা দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাথার উপরে পেঁচালেই পাগড়ি পরিধানের সুন্নত আদায় হবে। চিবুকের নিচে দিয়ে জড়ানো বা না জড়ানো কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الحج باب دخول مكة

بغير إحرام رقم : ١٣٥٩، أبو داود فى سننه كتاب اللباس باب فى العمائم رقم : ٤٠٧٧، والنسائى فى سننه كتاب الزينة باب لبس العمائم الخرقانية.

* * *

حديث : ١١٨- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَمَّ، سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ "، قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَفْعَلُ ذَلِكَ، قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ : وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمًا يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ.

হাদীস : ১১৮. হযরত ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগড়ি বাঁধার সময় তার দু' প্রান্ত তাঁর উভয় কাঁধের মাঝে বরাবর ছেড়ে দিতেন। নাফি' বলেন, ইবনু উমার (রা.) ও তাই করতেন। উবাইদুল্লাহ বলেন, কাসিম ইবনু মুহাম্মদ ও সালিমকেও আমি তদ্রূপ করতে দেখেছি।

শব্দবিশ্লেষণ :

إِعْتَمَّ ঃ পাগড়ি পরিধান করা।

سدل ঃ (ن،ض) ঝুলিয়ে দেওয়া। سدل عمامة দ্বারা পাগড়ির এক প্রান্ত দু'কাঁধের মাঝে ঝুলিয়ে দেওয়া আবার দুই প্রান্ত ঝুলিয়ে দেওয়াও উদ্দেশ্য হতে পারে। কারণ, সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, قد أرخى طرفيها بين كتفيه তিনি পাগড়ির দুই প্রান্ত দুই কাঁধের মাঝে নামিয়ে দিয়েছেন।

তাশরীহ :

পাগড়ির প্রান্ত বা প্রান্তদ্বয় ঝুলানো

পাগড়ি কি শুধু মাথায় পেঁচাতে হবে না কিছু অংশ সামনে বা পিছনে ঝুলিয়ে দিতে হবে? ঝুলালে কি পরিমাণ ঝুলাতে হবে? এ বিষয়ে কয়েক প্রকার বিবরণ পাওয়া যায়। (ক) পাগড়ির এক প্রান্ত পিছন দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া। তাবিয়ী আবূ আব্দুস সালাম বলেন, আমি সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমারকে প্রশ্ন করলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে পাগড়ি পরিধান করতেন? তিনি বলেন,

كان يدير العمامة على رأسه ويعرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان باب في الملابس، فصل في العمائم رقم : ٦٢٥٢.

তিনি পাগড়ি মাথার উপরে পেঁচিয়ে নিতেন, পিছন থেকে গুঁজে দিতেন। এবং এর এক প্রান্ত দুই কাঁধের মাঝে ছেড়ে দিতেন। (শুআবুল ঈমান)

অপর দিকে সহীহ মুসলিম সংকলিত হযরত জাবির বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে,

أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، أخرجه مسلم في كتاب الحج باب جواز دخول مكة بغير احرام.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করেন ইহরাম ছাড়া। তখন তাঁর মাথায় ছিল একটি কাল পাগড়ি।

এ হাদীসে পাগড়ির প্রান্ত ঝুলানোর কথা উল্লেখ করা হয়নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো প্রান্ত না ঝুলিয়ে পাগড়ি পরিধান করতেন। এ ক্ষেত্রে পুরো পাগড়িই মাথার উপর পেঁচিয়ে রাখতেন। হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম বলেন,

ولم يذكر في حديث جابر ذؤابة فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه وقد يقال انه دخل مكة وعليه أهبته القتال والمغفر على رأسه فلبس في كل موطن ما يناسبه. (زاد المعاد، جـ١، صـ١٣٠، فصل في ملابسه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

হযরত জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীস থেকে বুঝা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো প্রান্ত না ঝুলিয়ে পাগড়ি পরিধান করতেন। এমন হতে পারে যে, মক্কা বিজয়ের সময় তিনি যুদ্ধ পরিস্থিতিতে মক্কায় প্রবেশ করেন। তাঁকে মাথায় পাগড়ির উপর লৌহ শিরস্ত্রাণ পরতে হয়েছিল। এ জন্য তিনি পাগড়ির প্রান্ত ঝুলিয়ে দেননি। তিনি অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রয়োজন অনুসারে পোশাক পরিধান করতেন।

আল্লামা মীরক শাহ বলেন,

وقد ثبت في السير بروايات صحيحة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يرخي علامته أحيانا بين كتفيه وأحيانا يلبس العمامة من غير علامة فعلم ان الإتيان بكل واحد من تلك الأمور سنة. (مرقاة المصابيح، كتاب اللباس رقم : الحديث : ٤٣٣٩، جمع الوسائل : صـ٢٠٧)

সীরাতগ্রন্থসমূহে সহীহসূত্রে প্রমাণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো পাগড়ির প্রান্ত দুই কাঁধের মাঝখানে ছেড়ে দিতেন। আবার কখনো প্রান্ত (শামলা) রাখা ছাড়াই পাগড়ি পরিধান করতেন। উভয়টিই সুন্নত।

قال النووى فى شرح المهذّب يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح فى النهى عن ترك ارسالها شى. (نيل الأوطار : جـ٢، صـ١١٠، باب ما جاء فى لبس القميص والعمامة والسراويل.)

ইমাম নববী (র.) বলেন, প্রান্ত ঝুলিয়ে দিয়ে পাগড়ি পরা এবং না ঝুলিয়ে পরা উভয়ই জায়েয। (নাইলুল আওতার)

তবে পাগড়ির প্রান্ত ঝুলিয়ে রাখার হাদীসগুলি সংখ্যায় অধিক শক্তিশালী। তাতে বুঝা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় পাগড়ির প্রান্ত ঝুলিয়ে দিতেন। ইবনু আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে এবং বাইহাকী শুআবুল ঈমান গ্রন্থে সাহাবীগণের অনেক হাদীস সংকলিত করেছেন। সেগুলো থেকেও মনে হয় সাহাবীগণ সাধারণত পাগড়ির প্রান্ত ঝুলিয়ে দিতেন। কাজেই পাগড়ির প্রান্ত ঝুলিয়ে দেওয়াই আদব।

(খ) পাগড়ির দুই প্রান্ত পিছনে ঝুলিয়ে দেওয়া।

সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসে হযরত আমর ইবনু হুরাইস (রা.) বলেন,

كأنى أنظر إلى رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. (كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام.)

আমার মনে হচ্ছে, আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করলেন। তাঁর মাথায় ছিল কাল রংগের পাগড়ি। তিনি পাগড়ির দুই প্রান্ত দুই কাঁধের মাঝে নামিয়ে দিয়েছেন। (সহীহ মুসলিম)

এ জন্য একদল আলিমের মতে পাগড়ির এক প্রান্ত নয়; বরং দুই প্রান্তই কাঁধের উপর ঝুলিয়ে রাখা চাই।

তবে কাজী ইয়ায উল্লেখ করেছেন যে,

أن الصواب المعروف طرفها بالإفراد وأن بعضهم رواه طرفيها بالتثنية. (شرح النووى لمسلم كتاب الحج باب جواز دخول مكة بغير إحرام : صـ٤٣٨)

সঠিক হল এখানে শব্দটি একবচন طرف (প্রান্ত) হবে। যদিও কেউ কেউ

طرفيه (দুই প্রান্ত) দ্বিবচন বর্ণনা করেছেন।

(গ) পাগড়ির এক প্রান্ত সামনে এবং এক প্রান্ত পিছনে ঝুলিয়ে দেওয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগড়ির এক প্রান্ত সামনে ও এক প্রান্ত পিছনে ঝুলিয়েছেন- এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলি সবই দুর্বল।

عن ثوبان مولى رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه.

رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه الحجاج من رشدين وهو ضعيف (مجمع الزوائد كتاب اللباس باب ما جاء فى العمائم رقم : ٨٤٩٩)

নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পাগড়ি পরতেন, তখন পাগড়ির প্রান্ত সামনে এবং পিছনে ঝুলিয়ে দিতেন। হাদীসটির সনদ দুর্বল।

সুনানু আবী দাউদে সংকলিত একটি দুর্বল সনদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রা.) বলেন,

عممنى رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسدلها بين يدى ومن خلفى وفى سنده سليمان بن خربوذ هو مجهول كذا فى التقريب،

أخرج أبو داود فى سننه كتاب اللباس باب فى العمائم رقم : ٤٠٧٣، عون المعبود جـ٦، صـ٨٨، كتاب اللباس باب فى العمائم.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাগড়ি পরিয়ে দেন এবং সামনে এবং পিছনে পাগড়ির প্রান্ত ঝুলিয়ে দেন।

কোনো কোনো সাহাবী সামনে ও পিছনে পাগড়ির প্রান্ত ঝুলাতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ পাগড়ির প্রান্ত কেবল সামনে রাখতেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

عن محمد بن قيس قال : رأيت ابن عمر معتما قد أرخى العمامة من بين يديه ومن خلفه ولا أدرى أيهما أطول.

أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه كتاب اللباس باب إرخاء العمامة بين الكتفين رقم : ٢٥٤٨٢.

মুহাম্মদ ইবনু কাইস বলেন, আমি সাহাবী ইবনু উমার (রা.)-কে পাগড়ি

পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। তিনি সামনে ও পিছনে পাগড়ির প্রান্ত ঝুলিয়ে দিয়েছেন। (ইবনু আবী শাইবা, আল মুসান্নাফ)

عن هشام قال رأيت ابن الزبير معتما قد أرخى طرفى العمامة بين يديه.

أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه كتاب اللباس باب فى ارخاء العمامة بين كتفين رقم : ٢٥٤٧٨.

হিশাম বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.)-কে পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। তিনি পাগড়ির দুই প্রান্ত সামনে ঝুলিয়ে দেন। (ইবনু আবী শাইবা, আল মুসান্নাফ)

তবে অধিকাংশ সাহাবী তাঁদের পাগড়ির প্রান্ত পিছনে উভয় কাঁধের মাঝখানে রাখতেন।

দ্রষ্টব্য :

شعب الإيمان، جـــ٥، باب فى الملابس والأوانى، فصل فى العمائم، المصنف لابن أبي شبة جـــ١٢، كتاب اللباس، باب فى العمائم السود، باب فى ارخاء والعمامة بين الكتفين.

পাগড়ির প্রান্ত সামনে ঝুলালে তা কি ডান পাশে ঝুলাবে না বাম পাশে ঝুলাবে? ডান পাশে ঝুলানোর ব্যাপারে একটি অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনা রয়েছে-

عن أبي أمامة قال كان رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يولى واليا حتى يعممه ويرخى لها من جانب الأيمن نحو الأذن، رواه الطبرانى وفيه جميع بن ثوب وهو متروك.

(مجمع الزوائد جـــ٥، كتاب اللباس باب ما جاء فى العمائم رقم الحديث : ٨٥٠٤)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোনো এলাকায় কোনো প্রশাসক নিয়োগ করে পাঠাতেন, তাকে পাগড়ি পরিয়ে দিতেন এবং পাগড়ির প্রান্ত সামনে ডান পাশে কান বরাবর ঝুলিয়ে দিতেন।

বাম পাশে ঝুলানোর ব্যাপারে কোনো দুর্বল বর্ণনাও পাওয়া যায় না। সুফিয়ায়ে কিরাম বাম পাশে ঝুলানোর পক্ষপাতী। তাঁরা যুক্তি পেশ করেন যে, বাম পাশে অন্তর রয়েছে। পাগড়ির প্রান্তটি অন্তরের দিকে ঝুলিয়ে রাখা হলে বা অন্তরকে আল্লাহ ছাড়া আর সব কিছু হতে মুক্ত রাখতে সাহায্য করবে।

কিন্তু জমহুর আলেমদের মতে পাগড়ির প্রান্ত দুই কাঁধের মাঝখানে ছেড়ে দেওয়াই উত্তম। কারণ, এ বিষয়ক হাদীসগুলি সংখ্যায় বেশি ও শক্তিশালী এবং অধিকাংশ সাহাবীর আমলও তাই ছিল ।

قال المناوى ثم إرسالها بين الكتفين أفضل منه على الأيمن لأن الحديث الأول أقوى وأصح وإما إرسال الصوفية لها على الجانب الأيسر لكونه جانب القلب فيتذكر تفريغه مما سوى ربه فاستحسان لا أصل له فيض القدير، جـ٥، تتمة حرف الكاف رقم الحديث : ٧٠٢٤، شرح المناوى على الشمائل : صـ٢٠٧.

قال العظيم آبادى فالأولى أن يرسل طرف العمامة الذى يسمى العلامة والعذبه والذبابة بين الكتفين كما يدل عليه حديث عمروبن حريث المذكور وهو حديث صحيح وفى جامع الترمذى عن ابن عمر قال : كان النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه قال عبيد الله ورأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك، عون المعبود جـ٦، كتاب اللباس باب فى العمائم : صـ٨٩.

(ঘ) পাগড়ির ঝুলানো প্রান্তের পরিমাপ। এ বিষয়ে সর্বনিম্ন চার আঙ্গুল এবং সর্বোচ্চ একহাত ঝুলের কথা বর্ণিত হয়েছে।

তাবারানী বর্ণনা করেন,

أخرج الطبرانى فى الأوسط برقم : (٤٦٦٩) عن ابن عمر أن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمم عبد الرحمن بن عوف فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها ثم قال هكذا فاعتم فإنه أعرب وأحسن قال السيوطى وإسناده حسن. (عون المعبود : جـ٦، صـ٨٩، كتاب اللباس باب فى العمائم شعب الإيمان جـ٥، رقم : ٦٢٥٤)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে আব্দুর রহমান ইবনু আউফকে পাগড়ি পরিয়ে দেন এবং পাগড়ির প্রান্ত পিছন দিকে চার আঙ্গুল মত ঝুলিয়ে দেন। এরপর তিনি বলেন, হে ইবনে আউফ, এভাবে পাগড়ি পরবে- তাহলে বেশি সুন্দর ও বেশি আরবীয় মর্যাদা প্রকাশক হবে। হাদীসটির সনদ হাসান বা গ্রহণযোগ্য।

ইবনু আবী শাইবা বর্ণনা করেছেন,

أخرج ابن أبى شيبة من عبد الله بن الزبير كان يعتم بعمامة سوداء قد أرخاها من خلفه نحو من ذراع. – كتاب اللباس باب فى العمائم السود رقم : ٢٥٤٥٦.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) কাল পাগড়ি পরিধান করেছেন এবং পিছন দিকে একহাত পরিমাণ প্রান্ত ঝুলিয়ে দিয়েছেন।

বাইহাকী বর্ণনা করেন,

حدثنى عمر بن يحى قال : رأيت واثلة بن الأسقع معتما قد أرخى عمامته من خلفه ذراعا، شعب الإيمان جـ٥، باب فى الملابس والأوانى فصل فى العمائم رقم : ٦٢٥٥.

উমার ইবনু ইয়াহইয়া বলেন, আমি সাহাবী ওয়াসিলা ইবনুল আসকা'কে পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখেছি, তিনি পিছন দিকে পাগড়ির প্রান্ত একহাত ঝুলিয়ে দিয়েছেন।

روى سعد بن سعيد عن رشدين قال رأيت عبد الله بن الزبير يعتم بعمامة سوداء ويرخيها شبرا أو أقل من شبر.

نيل الأوطار جـ٢، صـ :١١، باب ما جاء فى لبس القميص والعمامة والسراويل، عون المعبود جـ٦، صـ٨٩، كتاب اللباس باب فى العمائم.

রিশদীন বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.)-কে কাল পাগড়ি পরিধান করতে দেখেছি এবং তিনি পাগড়ির প্রান্ত এক বিঘত বা তার কম রাখতেন। (নাইলুল আওতার)

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এ পরিমাণ বা এর কাছাকাছি ঝুলানোই ছিল সাহাবীদের রীতি। এক হাতের বেশি কোনো বর্ণনা দৃষ্টিগোচর হয়নি।

قال المناوى قال بعضهم : وأقل ما ورد فى طولها أربع أصابع وأكثر ما ورد ذراع وبينهما شبر، فيض القدير جـ٥، تتمة حرف الكاف رقم : ٧٠٢٤.

ইমাম নববী বলেন,

قال المناوى فى شرح المهذب يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة فى واحد منها ولم يصح فى النهى عن ترك إرسالها شىء وإرسالها إرسالا فاحشا كارسال الثوب يحرم للخيلاء ويكره له غيره.

نيل الأوطار، جـ٢، صـ١١٠، باب ما جاء فى لبس القميص والعمامة والسراويل، عون المعبود جـ٦، كتاب اللباس باب فى العمائم.

প্রান্ত ঝুলিয়ে এবং প্রান্তবিহীন উভয় সুরতে পাগড়ি পরিধান করা জায়েয। কোনোটাই মাকরূহ নয়। প্রান্তবিহীন পাগড়ি নিষেধ সম্পর্কে কোন সহীহ বর্ণনা নেই। বেশি ঝুলানো উচিত নয়। অহংকার করে লম্বা করে ঝুলালে হারাম হবে। অন্যথায় লম্বা করে প্রান্ত ঝুলালে মাকরূহ হবে। (নাইলুল

আওতার)

পাগড়ি দাঁড়িয়ে না বসে পরিধান করবে, সে বিষয়ে কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীস দৃষ্টিগোচর হয়নি।

(ঙ) টুপিসহ পাগড়ি পরা। ইমাম গাযালী (র.) বলেন,

وكان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير عمامة وربما نزع قلنسوته من رأسه فجعلها سترة بين يديه ثم يصلى إليها وربما لم تكن العمامة فيشد العصابة على رأسه وعلى جبهته.

(إحياء علوم الدين المجلد الثالث، الجزء٧ كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة فائدة الخاتم)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো পাগড়ির নিচে টুপি পরিধান করতেন। কখনো পাগড়ি ছাড়া শুধু টুপি পরতেন। কখনো কখনো তিনি মাথা থেকে টুপি খুলে নিজের সামনে টুপিটিকে সুতরা বা আড়াল হিসাবে রেখে সেদিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন। কখনো পাগড়ির বদলে মাথায় ও কপালে পট্টি বা কাপড় পেঁচিয়ে নিতেন।

হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম বলেন,

كانت له عمامة تسمى : السحاب كساها عليا وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة زاد المعاد جـ١، صـ ١٣٠، فصل فى ملابسه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি পাগড়ি ছিল যার নাম ছিল 'সাহাব'। তিনি আলী (রা.)-কে তা পরান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগড়িটি পরিধান করতেন এবং তার নিচে টুপি পরতেন। তিনি পাগড়ি ছাড়া শুধু টুপিও পরতেন। আবার টুপি ছাড়া শুধু পাগড়িও পরতেন।

উলামায়ে কেরাম এ সব বর্ণনা লিখেছেন বিভিন্ন হাদীস ও সাহাবীগণের বিবরণের সার সংক্ষেপ হিসাবে, একক হাদীস হিসাবে নয়। ইমাম সুয়ূতী (র.) 'আল জামি' আস-সাগীরের' এ বিষয়ে একটি একক হাদীস আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

كان رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يلبس القلانس تحت العمائم وبغير العمائم ويلبس العمائم بغير قلانس وكان يلبس القلانس اليمانية وهن البيض المضرية ويلبس ذوات الأذان فى الحرب وكان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه وهو يصلى (فيض القدير جـ٥، تتمة حرف الكاف رقم : ٧١٦٨، عون المعبود جـ٦، كتاب اللباس باب فى العمائم صـ٨٨)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগড়ির নিচে টুপি পরিধান করতেন, আবার পাগড়ি ছাড়াও টুপি পরিধান করতেন, আবার টুপি ছাড়াও পাগড়ি পরিধান করতেন। তিনি সাদা রংগের ইয়েমনী মুদারী টুপি পরিধান করতেন। আর তিনি যুদ্ধের মধ্যে কানওয়ালা টুপি পরিধান করতেন। কখনো নামায আদায়ের জন্য মাথা থেকে টুপি খুলে টুপিটাকে নিজের সামনে সুতরা বা আড়াল হিসাবে ব্যবহার করতেন। রাওবানী ও ইবনু আসাকির হাদীসটি সংকলন করেছেন, সুয়ূতী (র.) তা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী বলেন, হাদীসটির সনদ যয়ীফ।

ইমাম তিরমিযী বর্ণিত একটি হাদীসে ফুযালাহ ইবনু উবাইদ বলেন, উমার (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقى العدو فصدق الله حتى قتل فذلك الذى يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته الخ.

كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء فى فضل الشهداء عند الله رقم الحديث : ١٦٤٤، قال الترمذى هذا حديث حسن غريب.

শহীদ চার প্রকার। প্রথম প্রকার শহীদ একজন শক্তিশালী ঈমানের অধিকারী মুমিন, যিনি শত্রুর মুকাবিলা করতে গিয়ে আল্লাহকে প্রদত্ত ওয়াদা সত্য প্রমাণিত করে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয়েছেন। এ শহীদের দিকে কিয়ামতের দিন মানুষ এভাবে চোখ তুলে তাকাবে- এ কথা বলে তিনি এমনভাবে মাথা উঁচু করলেন যে, তাঁর টুপিটি পড়ে গেল। হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, তিনি কি উমারের টুপি পড়ার কথা বললেন, না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের টুপি পড়ে যাওয়ার কথা বললেন তা বুঝতে পারলাম না।

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ কখনো পাগড়ি ছাড়া শুধু টুপি পরিধান করতেন। ফলে মাথা

উঁচু করলে টুপি খুলে পড়ার সম্ভাবনা থাকত। মাথায় পাগড়ি থাকলে উপরের দিকে তাকালে টুপি খুলে পড়ে না। স্বাভাবিকভাবে পাগড়ির কারণে টুপি আটকে থাকবে। আর খুললে টুপি ও পাগড়ি একত্রে খুলে পড়বে।

أحوال الرواة

هارون بن إسحاق الهمدانى : بسكون الميم نسبة إلى قبيلة باليمن، وهو حافظ ثقة متعبد، أخرج حديثه الأربعة.

يحى بن محمد المدينى : نسبته إلى مدينة السلام على الأصح، أخرج حديثه أبو داود وابن ماجة وفى نسخة صحيحة المدنى.

عبيد الله بن عمر : أى بواسطة إذ هو عبيدالله بن عبد الله بن عمر فهو منسوب إلى جده.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه، رقم : ١٧٣٦.

* * *

حديث : ١١٩– حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خَطَبَ النَّاسَ، وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ "

হাদীস : ১১৯. হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা লোকদের সামনে খুতবা দেন, তখন তাঁর মাথায় পাগড়ি বা তেল-মলিন একটি কাপড় জড়ানো ছিল।

শব্দবিশ্লেষণ :

عصابة ঃ ব্যাণ্ডেজ, পট্টি, মস্তকবন্ধনী। এখানে পাগড়িও উদ্দেশ্য হতে পারে। শামাইল-এর কোনো কোনো নুসখায় عصابة এর পরিবর্তে عمامة শব্দের উল্লেখ আছে। তাছাড়া عصابة শব্দটি عمامة বা পাগড়ির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। (جمع الوسائل)

دسماء ঃ এটি دسم শব্দ হতে উদ্ভূত। 'দাসাম' শব্দের অর্থ হল, স্নেহ জাতীয়

পদার্থ। যথা চর্বি, তেল, ঘি ইত্যাদি। অতএব, دسماء অর্থ তেলমলিন, ময়লাযুক্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথায় বেশি বেশি তেল লাগাতেন। আর অসুখের সময় আরো বেশি তেল ব্যবহারের ফলে তাঁর মাথায় পেঁচানো কাপড়টি তেল-মলিন হয়ে ছিল। মোল্লা আলী কারী (র.) دسماء অর্থ করেছেন سوداء কালো এবং তিনি বলেছেন, শামাইল-এর কোনো কোনো নুসখায় دسماء এর পরিবর্তে سوداء আছে।

তাশরীহ :

১. الغسيل ঃ عبد الرحمن بن الغسيل : আল গাসীল অর্থ বিধৌত। যাকে গোসল দেওয়া হয়েছে। আল-গাসীল বলে সাহাবী হযরত হানযালা (রা.)-কে বুঝানো হয়। তাঁকে غسيل الملائكة ফিরিশতাগণ কর্তৃক গোসল প্রদত্ত এবং সংক্ষেপে আল-গাসীল বলা হয়। এ উপাধির কারণ হল, উহুদ যুদ্ধে যাওয়ার জন্য যখন মদীনাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে ঘোষণাবাণী প্রচার হতে থাকে, তখন হযরত হানযালা তাঁর স্ত্রীর সহিত ছিলেন। জিহাদের ডাক শুনামাত্র গোসল না করেই যুদ্ধে যোগদান করেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। যেহেতু শহীদকে গোসল দেওয়া হয় না তাই তাঁকেও গোসল দেওয়া হয়নি। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে পেলেন, ফিরিশতাগণ তাঁকে গোসল দিচ্ছেন। তাই বিষয়টি তদন্ত করলেন এবং মদীনায় ফিরে এসে তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে এ ঘটনা জানতে পারলেন। এর কিছুকাল পর হযরত হানযালার ঔরসে তাঁর সে স্ত্রীর এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। সন্তানের নাম রাখা হয় আব্দুল্লাহ। এ হাদীসে যে আব্দুর রহমানকে 'ইবনুল গাসীল' গাসীলের পুত্র বলা হয়েছে, তিনি হানযালার সরাসরি পুত্র নন। প্রপৌত্র। প্রকৃতপক্ষে হানযালার পুত্র হলেন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহর পুত্র হলেন সুলাইমান, আর সুলাইমানের পুত্র হলেন এ আবূ সুলাইমান আব্দুর রহমান। (جمع الوسائل، المواهب اللدنية، خصائل نبوى)

২. خطب الناس ঃ এ হাদীসে যে ভাষণের কথা বলা হয়েছে, সেটি ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষ ভাষণ। যে রোগে তাঁর ওফাত হয় সে রোগ ভোগকালে তিনি এ ভাষণ দিয়েছিলেন। মিম্বরে

বসা অবস্থায় এ ভাষণ দিয়েছিলেন দাঁড়ানো অবস্থায় নয়। -বুখারী শরীফ ১ম, ১২৭, ৫১২, ৫৩৬ পৃ.

এ ভাষণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের গুণাবলী ও তাঁদের অবদানের কথা বর্ণনা করেন।

৩. وعليه عصابة دسماء ঃ উলামায়ে কিরাম এ বাক্যের দুটি তরজমা করেছেন। কেউ কালো পাগড়ির তরজমা করেছেন, আর কেউ তেল-মলিন পট্টির তরজমা করেছেন। উভয় তরজমা সঠিক এবং হাদীসের শব্দে উভয়টির সম্ভাবনা রয়েছে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোবারক আদতের সঙ্গেও উভয়টির মিল রয়েছে। তিনি অধিক তেল ব্যবহার করতেন, সে হিসাবে পট্টি তৈলাক্ত হওয়া স্বাভাবিক। আর পাগড়ি পরিধান করা তো তাঁর অভ্যাসে ছিলই।

টুপি

সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই মাথা আবৃত করার রীতি একটি প্রাচীন রীতি। শরীরের অন্যান্য অংশের ন্যায় মাথা আবৃত করা সকল জাতির নিকটেই একটি মর্যাদাময় রীতি ও সৌন্দর্যের পূর্ণতা। আরবদের মধ্যে মাথা আবৃত করার জন্য প্রাচীন কাল থেকে টুপি-পাগড়ির প্রচলন ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মস্তকাবরণ হিসাবে তিন প্রকার পোশাক ব্যবহার করেছেন; টুপি, পাগড়ি ও মাথার চাদর বা রুমাল।

টুপি বিষয়ক হাদীসের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। আর এগুলির মধ্যে সহীহ হাদীসের সংখ্যা খুবই কম। এ সকল হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণ ও তাবিয়ীগণ সাধারণত টুপি পরিধান করতেন। তাঁরা টুপির সাথে পাগড়ি পরিধান করতেন এবং শুধু টুপি বা শুধু পাগড়িও পরিধান করতেন।

নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের টুপি

ফুযালাহ ইবনু উবাইদ (রা.) বলেন, উমার (রা.) বলেছেন,

الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقى العدو فصدق الله حتى قتل فذلك الذى يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته الخ.

أخرجه الترمذى كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء فى فضل الشهداء عند الله.

শহীদ চার প্রকার। প্রথম প্রকার শহীদ একজন শক্তিশালী ঈমানের অধিকারী মুমিন। যিনি শত্রুর মুকাবিলা করতে গিয়ে আল্লাহকে প্রদত্ত

ওয়াদা সত্য প্রমাণিত করে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয়েছেন।
এ শহীদের দিকে কিয়ামতের দিন মানুষ এভাবে চোখ তুলে তাকাবে। -এ কথা বলে তিনি এমনভাবে মাথা উঁচু করলেন যে, তাঁর টুপিটি পড়ে গেল। (তিরমিযী শরীফ)
এ হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগড়ি ছাড়া শুধু টুপি পরিধান করেছেন।
'কুতুবে সিত্তাহ'-এ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের টুপি পরিধান বিষয়ক স্পষ্ট আর কোনো হাদীস বর্ণিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। অন্যান্য গ্রন্থে এ বিষয়ক আরো কিছু হাদীস সংকলিত হয়েছে।
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) বলেন,

كان رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يلبس قلنسوة بيضاء.

مجمع الزوائد : جـ٥، كتاب اللباس باب القلنسوة رقم الحديث : ٨٥٠٥،

قال الهيثمى رواه الطبرانى وفيه عبد الله بن خراش وثقه ابن حبان وقال ربما أخطأ وضعفه جمهور الأئمة وبقية رجاله ثقات، وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان باب فى الملابس والأوانى، فصل فى العمائم رقم الحديث ٦٢٥٩، وقال تفرد به ابن خراش هذا وهو ضعيف.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা টুপি ব্যবহার করতেন।
হাদীসটি তাবারানী ও বাইহাকী সংকলন করেছেন। হাদীসটির বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু খিরাশ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কিছুটা দুর্বল। এ জন্য হাদীসটি কিছুটা দুর্বল পর্যায়ের। আল্লামা সুয়ূতী আল-জামি আস্ সাগীরে হাদীসটিকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন। পক্ষান্তরে বাইহাকী শুআবুল ঈমানে এবং হাইসামী মাজমাউয যাওয়ায়েদে যয়ীফ বলেছেন।
হযরত ইবনু উমার (রা.) বলেন,

كان رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يلبس كمة بيضاء.

أخرجه الطبرانى فى الأوسط برقم : ٦١٨١، مجمع الزوائد كتاب اللباس باب فى القلنسوة رقم : ٨٥٠٦، قال الهيثمى رواه الطبرانى فى الأوسط عن شيخه محمد بن حنيفة الواسطى، وهو ضعيف ليس بالقوى.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুম্মাহ (সাদা টুপি, গোলটুপি বা

ছোট টুপি) পরিধান করতেন।

হাদীসটি তাবারানী সংকলন করেছেন। তিনি তার উস্তাদ মুহাম্মদ ইবনু হানীফা আল ওয়াসিতী থেকে শুনেছেন। তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল ছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,

كان يلبس قلنسوة بيضاء لاطئة.

فيض القدير شرح الجامع الصغير جـ٥، تتمة حرف الكاف رقم : ٧١٦٧.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীচু বা মাথার সাথে লেগে থাকা টুপি পরিধান করতেন।

ইবনু আসাকির তাঁর তারিখে হাদীসটি সংকলন করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী তা আল জামি আস সাগীরে উল্লেখ করেছেন এবং যয়ীফ বলেছেন।

أبو حنيفة عن عطاء عن أبي هريرة قال كان لرسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلنسوة شامية وفى رواية عن عطاء عن أبي هريرة كان لرسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلنسوة بيضاء شامية.

مسند الإمام الأعظم من رواية الحصكفى كتاب اللباس والزينة، صـ٢٠٤.

ইমাম আবূ হানীফা আতা ইবনু আবী রাবাহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি সিরিয়ান সাদা টুপি ছিল। হাদীসটির সনদ সহীহ।

উপরোক্ত হাদীসগুলোর আলোকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা রঙের মাথার সাথে লেগে থাকা টুপি পরিধান করতেন। তিনি কুম্মাহ পরিধান করেছেন বলে কোনো কোনো হাদীসে বলা হয়েছে।

(القلنسوة) কুম্মার মূল অর্থ খোসা, ঢাকনি বা আবরণ। এর ব্যবহারিক অর্থ সম্পর্কে তিন প্রকার ভাষ্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন এর অর্থ টুপি। কেউ বলেছেন ছোট টুপি। কেউ বলেছেন গোল টুপি। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, والكمة القلنسوة الصغيرة কুম্মা হচ্ছে ছোট টুপি।

السنن كتاب اللباس باب ما جاء فى لبس الصوف رقم الحديث : ١٧٣٣.

ইমাম মুহাম্মদ ইবনু আবী বকর ইবনু আব্দিল কাদির আর রাজী তাঁর প্রসিদ্ধ অভিধানগ্রন্থ মুখতারুস সিহাহ এ- লিখেছেন,

الكمة القلنسوة المدورة لأنها تغطى الرأس، باب الكاف صـ٣١٣.

কুম্মাহ অর্থ গোলটুপি : কারণ তা মাথা আবৃত করে।

এ সকল হাদীসের আলোকে টুপির সুন্নত সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল আরাবী বলেন,

القلنسوة من لباس الأنبياء والصالحين والسالكين، تصون الرأس وتمكن العمامة وهى من السنة وحكمها أن تكون لا طنة لا مقبية. فيض القدير جـ٥، صـ٣١٤، -رقم الحديث : ٧١٦٨.

টুপি নবীগণ ও নেককারদের পোশাক। টুপি মাথাকে হেফাযত করে এবং পাগড়িকে স্থিতি দেয়। টুপি পরিধান করা সুন্নাতের অন্তভূক্ত। টুপির বিধান তা মাথার সাথে লেগে থাকবে, উঁচু হবে না। (ফাইযুল কাদীর)

ইমাম তিরমিযী (র.) সংকলিত একটি হাদীসে হযরত মূসা (আ.)-এর টুপির বিবরণ রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كان على موسى يوم كلّمه ربه كساء صوف وجُبَّةُ صوفٍ وكمة صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت،

أخرجه الترمذى فى سننه كتاب اللباس.

قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج وحميد هو ابن على الكوفى، قال سمعت محمدا يقول حميد بن على الأعرج منكر الحديث وحميد بن قيس الأعرج المكى صاحب مجاهد ثقة.

মূসা (আ.)-এর সাথে যখন তাঁর প্রভু কথা বলেন, সে দিন তাঁর গায়ে ছিল পশমী চাদর, পশমী জামা, পশমী টুপি ও পশমী পাজামা। তাঁর জুতাজোড়া ছিল একটি মৃত গাধার চামড়া থেকে তৈরী। ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটিকে অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ একমত যে, হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল।

আল্লামা ইবনু আররাক 'তানযীহুশ শারীয়াহ' গ্রন্থে বলেন,

من حديث ابن مسعود ولا يصح.....وفيه حميد الأعرج وهو المتهم به، جـ١، صـ٢٢٨، كتاب الأنبياء الفصل الأول رقم الحديث : ٣.

এ হাদীসটি সহীহ নয়।

সাহাবায়ে কেরামের আমল আমাদেরকে নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত বুঝতে সাহায্য করে। তাঁদের কর্ম সুন্নতে নববী সঠিকভাবে বুঝার মানদণ্ড।

ইমাম বুখারী (র.) বলেন, হাসান বসরী (র.) বলেছেন,

كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة.

الصحيح للبخارى كتاب الصلوة باب السجود على الثوب فى شدة الحرة، صـ٥٦،

أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه كتاب الصلوة باب السجود على العمامة رقم : ١٥٦٦.

সে সব মানুষেরা টুপি ও পাগড়ির উপরেই সাজদা করতেন। এখানে আল কাওম বা সে সব মানুষেরা বলতে সাহাবায়ে কিরামকে বুঝানো হয়েছে।

হিশাম ইবনু উরওয়াহ বলেন,

رأيت على ابن الزبير قلنسوة لها رف كان يستظل بها إذا طاف بالبيت، أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه كتاب اللباس باب فى القلانس : ٢٥٣٥٣.

আমি আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের (রা.) মাথায় একটি পার্শ্ব বেরিয়ে থাকা টুপি দেখেছি। তিনি কা'বা ঘর তাওয়াফ করার সময় উক্ত টুপি দিয়ে ছায়া নিতেন। ইবনু আবী শাইবা, আল মুসান্নাফ।

সাঈদ ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন,

رأيت أنس بن مالك وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة.

أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه، كتاب الطهارة، باب المسح على القلنسوة رقم :٧٤٥.

আমি আনাস ইবনু মালিক (রা.)-কে দেখলাম। তাঁর মাথায় সাদা বোতামওয়ালা টুপি ছিল। আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ।

তাবিয়ী সুলাইমান ইবনু আবী আব্দিল্লাহ বলেন,

أدركت المهاجرين الأولين يعتمون بعمائم كرابيس سود وبيض وحمر وخضر وصفر يضع أحدهم العمامة على رأسه ويضع القلنسوة فوقها ثم يدير العمامة هكذا يعنى على كوره لا يخرجها من تحت ذقنه.

أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه، كتاب اللباس، باب من كان يعتم بكور واحد، رقم : ٢٥٤٨٩.

আমি প্রথম যুগের মুহাজির সাহাবীগণকে দেখেছি তাঁরা সুতির, কাল, সাদা, লাল ও হলুদ রংয়ের পাগড়ি পরিধান করতেন। তাঁরা প্রথমে পাগড়ি মাথার

উপর রাখতেন এরপর পাগড়ি পেঁচাতেন। থুতনির নিচে কিছু বের করে রাখতেন না। (ইবনু আবী শাইবা)

সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীস থেকে জানা যায়, কোনো কোনো সাহাবী কখনো কখনো টুপি ছাড়া মসজিদে ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে বসতেন ও চলাফেরা করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) বলেন,

كنا جلوسا مع رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصارى فقال رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يا أخا الأنصار كيف أخى سعد بن عبادة؟ فقال صالح، فقال رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قميص نمشى فى تلك السباخ حتى جئناه. كتاب الجنائز، فصل فى عيادة المريض : صـــ٣٠١.

আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় একজন আনসারী এসে সালাম করলেন। তিনি যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আনাসারী ভাই, আমার ভাই সা'দ ইবনু উবাদাহ কেমন আছেন? তিনি বললেন, ভাল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে দেখতে যেতে চাও? এ কথা বলে তিনি উঠলেন। আমরাও তাঁর সাথে উঠলাম। আমরা পনের বিশ জন মানুষ ছিলাম। আমাদের পরনে কোনো সেন্ডেল ছিল না, মোজাও ছিল না, কোনো টুপিও ছিল না, কোনো জামাও ছিল না। এমতাবস্থায় আমরা একটি অনাবাদ যমীনের মধ্য দিয়ে হেঁটে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলাম।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, টুপি ছাড়া মসজিদে মজলিসে যাওয়া এবং চলাফেরা করা জায়েয। তবে টুপি পরা উত্তম। সাধারণত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম টুপি পরেই থাকতেন।

তাবিয়ীগণের টুপি

ইমাম বুখারী (র.) প্রখ্যাত তাবিয়ী মুহাদ্দিস, ফকীহ ও আবিদ আবূ ইসহাক সাবিয়ী (র.) সম্পর্কে বলেন,

ووضع أبو إسحاق قلنسوته فى الصلاة ورفعها،

كتاب التهجد باب استعانة اليد فى الصلوة إذا كان من أمر الصلوة : صـ ١٥٩.

আবূ ইসহাক নামাযের মধ্যে তার টুপি নামিয়ে রাখলেন ও উঠালেন।

এ হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তাবিয়ীগণের মধ্যে পাগড়ি ছাড়া শুধু টুপি পরিধানের প্রচলন ছিল। তাঁরা এভাবে টুপি মাথায় দিয়ে নামায আদায় করতেন। ফলে প্রয়োজন হলে সহজেই নামাযরত অবস্থায় টুপি মাথা থেকে উঠাতেন বা মাথায় রাখতে পারতেন।

সুনানে আবূ দাউদে বর্ণিত একটি হাদীসে বিখ্যাত তাবি-তাবিয়ী সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ বলেন,

رأيت شريكا صلى بنا فى جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه.

كتاب الصلوة، باب الخط إذا لم يجد عصا، ص، ١٠٠.

আমি তাবিয়ী শারীক ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু আবি নামিরকে দেখলাম, তিনি একটি জানাযায় উপস্থিত হয়ে আসরের সময় হলে আমাদেরকে নিয়ে জামাআতে আসরের নামায আদায় করেন। তখন তিনি তাঁর টুপিটি সামনে রেখে (টুপিটিকে সুতরা বানিয়ে) নামায আদায় করলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু সাঈদ বলেন,

رأيت على على بن الحسين قلنسوة بيضاء مضرّبه.

أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه، كتاب اللباس باب فى لبس القلانس، ٢٥٣٥٢.

আমি আলী ইবনু হুসাইন (ইমাম যাইনুল আবিদীন)-এর মাথায় দুই স্তরে সেলাই করা একটি সাদা টুপি দেখেছি। (ইবনু আবী শাইবা, আল মুসান্নাফ)

তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের যুগে ব্যবহৃত টুপি সম্পর্কে মুসান্নাফে ইবনু আবী শাইবা ও মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাকে আরো কিছু হাদীস সংকলিত আছে। এ সকল হাদীস থেকে দেখা যায়, তাঁরা সুতি, পশমী, চামড়া ইত্যাদির টুপি পরিধান করতেন। তাঁরা কখনো টুপির উপর পাগড়ি পরিধান করতেন। কখনো পাগড়ি ছাড়া শুধু টুপি পরিধান করতেন, কখনো পাগড়ির উপরে টুপি পরিধান করতেন।

أنظر : المصنف لابن أبى شيبة المجلد الثانى عشر، كتاب اللباس، صـ ٥١٠-٥٣٦-٥٤٥، المصنف لعبد الرزاق جـ ١، شعب الإيمان المجلد الخامس باب فى الملابس والأوانى، فصل فى العمائم.

টুপি ছিল তাঁদের সাধারণ পোশাকের অংশ। তারা প্রায় সময় টুপি পরিধান

করে থাকতেন এবং নামাযও টুপি পরিহিত অবস্থায় আদায় করতেন। নামাযের জন্য বিশেষ করে টুপি পরিধান করা ও নামায শেষে খুলে ফেলার রেওয়ায তাদের মধ্যে ছিল না।

বুরনুস বা জামার সাথে সংযুক্ত টুপি

টুপি বলতে আমরা জামা থেকে পৃথক টুপিই বুঝি। উপরে এ বিষয়ক হাদীসগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে আরব দেশে আরেক ধরনের টুপি ব্যবহার করা হতো, যাকে 'বুরনুস' বলা হতো। বুরনুস জামার সাথে সংযুক্ত ঊর্ধ্বমুখী লম্বা (উঁচু) আকৃতির টুপি যা শীত বা বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে।

বুরনুস সম্পর্কে ভাষাবিদ আল্লামা মুহাম্মদ ইবনু আবী বকর আর-রাজী বলেন,

البرنس قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسونها فى صدر الإسلام.

বুরনুস লম্বা (উঁচু) টুপি যা প্রথম যুগের আবিদগণ পরিধান করতেন।

البرنس : قلنسوة طويلة كانت تلبس فى صدر الإسلام وكل ثوب رأسه ملتزق به. – أقرب الموارد جـ١.

বুরনুস লম্বা টুপি যা ইসলামের প্রথম যুগে পরাহত। গায়ের কাপড় ও জামার সাথে সংযুক্ত টুপি।

قال الجوهرى هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها فى صدر الإسلام، عون المعبود : جـ١، صـ٢٦٥.

প্রখ্যাত ভাষাবিদ আল্লামা জাওহারী বলেন, বুরনুস লম্বা টুপি যা প্রথম যুগের আবেদগণ পরিধান করতেন।

ইবনুল আসীর আল জাযারী ও আল্লামা তাহির পাটনী (র.) লিখেন,

كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره.

مجمع بحار الأنوار، جـ١، صـ١٧٨، النهاية فى غريب الحديث : جـ١، صـ ١٢٢.

বুরনুস গায়ের জুব্বা, কোট বর্ষাতি ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত টুপি, যা শীত বা বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে।

মোটকথা, বুরনুস হল জামার সাথে সংযুক্ত লম্বা টুপি। এখানে লম্বা বলতে উপরের দিকে লম্বা উঁচু উদ্দেশ্য। আমাদের দেশের প্রচলিত কিসতি/লম্বা

টুপি নয়। বিখ্যাত অভিধানগ্রন্থ 'আল মুনজিদ ফিল লুগাহ' এর ছবি দ্রষ্টব্য। সাহাবায়ে কিরাম এ জাতীয় টুপি পরিধান করতেন বলে অনেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। একটি হাদীসে ওয়াইল ইবনু হুজর (রা.) বলেন,

رايت النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين افتتح الصلوة رفع يديه حيال أذنيه قال ثم أتيتهم فرايتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم فى افتتاح الصلوة وعليهم برانس وأكسية.

أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الصلوة باب رفع اليدين فى الصلوة.

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম, নামায শুরু করার সময় তিনি দুই হাত তাঁর দুই কান বরাবর উঠালেন। আমি পরবর্তীবার এসে দেখলাম, তাঁরা নামায শুরু করার সময় তাঁদের হাতগুলি বুক পর্যন্ত উঠাচ্ছেন আর তাঁদের পরিধানে রয়েছে বুরনুস টুপি ও চাদর। আবূ দাউদ আস-সুনান।

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন,

أتيت النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى الشتاء فوجدهم يصلون فى البرانس والأكسية وأيديهم فيها.

مجمع الزوائد/ جـ٢،

আমি শীতের সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করি। আমি দেখতে পাই যে, তাঁরা বুরনুস টুপি ও চাদর পরিধান করে নামায আদায় করছেন এবং তাঁদের হাতগুলি চাদরের মধ্যে রয়েছে। হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য।

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিয়ীগণের যুগে বুরনুস পরিধানের বহুল প্রচলন সম্পর্কে মুসান্নাফে ইবনু আবী শাইবা ও মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক গ্রন্থদ্বয়ে আরো অনেক হাদীস সংকলিত হয়েছে। দেখুন,

المصنف لابن أبى شيبة جـ١٢، صـ٥٤٦، كتاب اللباس باب لبس البرنس، المصنف لعبد الرزاق.

সাহাবায়ে কিরামের টুপির আকৃতি

তাবিয়ী হিলাল ইবনু ইয়াসাফ বলেন,আমি সাহাবী হযরত ওয়াবিসাকে দেখলাম,

فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين وبرنس خزّ أغبر. أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى،

كتاب الصلوة باب الرخصة فى الاعتماد على العصا اذا شق عليه طول القيام، وأخرجه أبو داود فى سننه كتاب الصلوة باب الرجل يعتمد على عصا صـــ١٣٦.

তাঁর মাথায় দুই কানওয়ালা একটি টুপি রয়েছে। টুপিটি মাথার সাথে লাগোয়া। তাঁর মাথায় আরো রয়েছে পশম ও রেশমের মিশ্রণে তৈরী একটি মেটে রঙের বুরনুস। হাদীসটির সনদে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। -আবূ দাউদ, আস-সুনান

তাবিয়ী আবূ কাবশাহ আনমারী বলেন,

كانت كمام أصحاب رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بطحا.

أخرج الترمذى فى سننه، كتاب اللباس باب كيف كان كمام الصحابة رقم : ١٧٨٢، قال أبو عيسى هذا حديث منكر وعبد الله بن بسر بصرى، هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحى بن سعيد وغيره.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের টুপি ছিল নীচু, মাথার সাথে লাগোয়া। তিরমিযী আস-সুনান। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, এ হাদীসটি 'মুনকার' অত্যন্ত দূর্বল, অগ্রহণযোগ্য।

এখানে হাদীসে كمام কিমাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিমাম সাধারণত (كمة) 'কুম্মাহ' শব্দের বহুবচন। অর্থ গোল টুপি, ছোট টুপি।

قال فى القاموس : الكمة بالضم القلنسوة المدورة وقال المنذرى فى الترغيب الكمة بضم الكاف وتشديد الميم القلنسوة الصغيرة، تحفة الأحوذى، صـــ٤٧٩.

অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, এখানে كمام কিমাম শব্দটি كم এর বহুবচন। كم অর্থ জামার হাতা। অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের জামার হাতা প্রশস্ত ছিল। মোটকথা, টুপি গোল ও মাথা সংলগ্ন হওয়া সম্পর্কিত যে কয়টি হাদীস আমার নজরে পড়েছে সেগুলি দুর্বল বা অত্যন্ত দুর্বল। এতে মনে হয় গায়ের জামার সাথে সংযুক্ত বুরনুস ছাড়া অন্য টুপির আকৃতি সাধারণত গোল ও মাথা সংলগ্ন ছিল। আর বুরনুস হল জামার সাথে সংযুক্ত গোল উঁচু টুপি। এ সম্পর্কিত হাদীসগুলো গ্রহণযোগ্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা ছাড়া অন্য রংয়ের টুপি পরিধান করেছেন বলে জানা যায় না। তবে সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন রংয়ের টুপি পরিধান করতেন। তাঁদের ব্যবহৃত টুপির রং আকার ও

প্রকারের বৈচিত্র থেকে বুঝা যায়- এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম তারা পালন করেননি। মূল উদ্দেশ্য মাথা আবৃত করা। যে কোন রংয়ের ও আকৃতির টুপি, পাগড়ি, রুমাল ইত্যাদি দিয়ে মাথা আবৃত করলে মাথা ঢাকার সুন্নত আদায় হবে বলে মনে হয়। খেয়াল রাখতে হবে, যেন কাফির বা ফাসিকদের সাথে সাদৃশ্য না হয়। তবে অবিকল হাদীসে বর্ণিত রং ও আকৃতির অনুসরণ উত্তম। والله اعلم بالصواب

পাঁচকল্লি টুপি সম্পর্কিত কোনো দুর্বল বা অত্যন্ত দুর্বল হাদীসও আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।

কোনো কোনো হাদীসে নামাযের সময় সুতরা হিসাবে সামনে টুপি রাখার কথা বলা হয়েছে। এতে মনে হতে পারে- হয়ত সাহাবীগণের টুপি এক-দেড় ফুট উঁচু ছিল। কারণ, সাধারণভাবে সুতরা এরূপ উঁচু হয়। কিন্তু টুপি বিষয়ক সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহ থেকে এ ধারণা ভুল বলে মনে হয়। এ বিষয়ক সকল বর্ণনা প্রমাণ করে যে, তাঁদের টুপির উপরিভাগ মাথার চুলের সাথে লেগে থাকত। সম্ভবত অন্য কোনো সুতরা না পাওয়ার কারণে তিন চার ইঞ্চি উঁচু টুপিই তাঁরা সুতরা হিসাবে ব্যবহার করতেন। যেমন অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, সুতরা হিসাবে কোনো কিছু না পেলে অন্তত একটি দাগ দিয়ে দাগের পিছনে নামায আদায় করতে হবে।

السنن لأبي داود كتاب الصلوة باب الخط إذا لم يجد عصا.

টুপির ফযীলত

টুপির ফযীলত বিষয়ে ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী একটি হাদীস সংকলন করেছেন।

রুকানা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس.

أخرجه الترمذى فى سننه كتاب اللباس باب العمائم على القلانس رقم : ١٧٨٤،

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائم ولا نعرفه أبالحسن العسقلانى ولا ابن ركانة.

আমাদের এবং মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য টুপির উপর পাগড়ি।

এ হাদীস থেকে আমরা টুপি বা পাগড়ির ফযীলত জানতে পারি যদি তা

সহীহ হয়। কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কিরামের মতে সনদ ও অর্থ উভয় দিক থেকে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

অর্থগত দিক থেকেও হাদীসটি বাস্তবতার বিপরীত। হাদীসটির দুটি অর্থ হতে পারে। এক. মুশরিকগণ শুধু টুপি পরিধান করে, আর আমরা পাগড়িসহ টুপি পরিধান করি। দুই. মুশরিকগণ শুধু পাগড়ি পরিধান করে আর আমরা টুপির উপরে পাগড়ি পরিধান করি।

কোনো কোনো মুহাদ্দিস প্রথম অর্থটি গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন, শুধু টুপি পরিধান করা মুশরিকদের রীতি। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন বর্ণনার আলোকে বলেছেন, উভয় অর্থই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের আমলের বিপরীত। কারণ, উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখেছি, তাঁরা কখনো শুধু টুপি পরতেন এবং কখনো শুধু পাগড়ি পরতেন।

বিস্তারিত জানতে দেখুন,

عون المعبود كتاب اللباس باب فى العمائم جـ٤، صـ٩٥، تحفة الأحوذى ابواب اللباس رقم الحديث ١٨٤٤، مرقاة المفاتيح كتاب اللباس رقم الحديث ٤٣٤٠.

টুপি মাথায় দিয়ে নামায আদায়ের জন্য বিশেষ সওয়াব ফযীলত বা নির্দেশ জ্ঞাপক কোনো হাদীস আছে বলে আমি জানতে পারিনি।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الجمعة باب من قال فى الخطبة بعد الثناء أما بعد الخ. وفى كتاب المناقب باب علامات النبوة فى الإسلام وباب قول النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيهم.

(١٨)- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ إِزَارِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ (٤) أَحَادِيثَ

অনুচ্ছেদ :: ১৮
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লুঙ্গির বিবরণ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইযার বা লুঙ্গি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আরব দেশের সর্বাধিক প্রচলিত পোশাক ছিল- 'ইযার' ও 'রিদা'। একটি চাদর শরীরের নিম্নাংশে জড়ানো ও একটি চাদর শরীরের উপরাংশে কাঁধের উপর দিয়ে জড়ানো। নিম্নাংশের চাদর বা সেলাইবিহীন লুঙ্গিকে ইযার বলা হয়। আর উপরাংশের চাদরকে রিদা বলা হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন প্রকারের পোশাক পরিধান করতেন, তিনি কামীস (জামা) পসন্দ করতেন। তবে ব্যবহারের আধিক্যের দিক থেকে ইযার ও রিদা বা সেলাইবিহীন লুঙ্গি ও চাদরই তিনি সবচেয়ে বেশি পরিধান করতেন।

ইযারের আয়তন

বহু হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইযার পরিধানের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাঁর ব্যবহৃত ইযারের আয়তন সম্পর্কেও অনেকগুলি বর্ণনা পাওয়া যায়। বর্ণনাগুলির সনদ দুর্বল। তবে সকল বর্ণনা একত্রে আমাদেরকে কিছু ধারণা প্রদান করে।

হাফিয ইবনুল কায়্যিম (র.) লেখেন,

قال الواقدى : كان رداؤه وبرده طول ستة أذرع فى ثلاثة وشبر وإزاره من نسج عمان طول أربعة أذرع وشبر فى عرض ذراعين وشبر، زاد المعاد جـ١، صـ١٣٢، فصل فى ملابسه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিদা ও চাদরের দৈর্ঘ্য ছিল ছয় হাত এবং প্রস্থ ছিল তিন হাত এক বিঘত। আর তাঁর ইযার বা লুঙ্গি

ছিল চার হাত এক বিঘত লম্বা ও দুই হাত এক বিঘত চওড়া। -যাদুল মাআদ

ইযার পরিধান পদ্ধতি

স্বভাবত বুঝা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইযারের উপরের প্রান্ত কোমরে বাঁধতেন। একটি দুর্বল সনদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি নাভির নিচে ইযার পরেছেন।

হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন,

رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأتزر تحت سرته وتبدو سرته ورأيت عمر يأتزر فوق سرته.

আমি দেখলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাভির নিচে ইযার বেঁধেছেন এবং তাঁর নাভি বেরিয়ে রয়েছে। আর হযরত উমার (রা.)-কে দেখেছি, তিনি নাভির উপরে ইযার বেঁধেছেন।

আবুল আ'লা বলেন,

رأيت عليا يأتزر فوق السرة. – أخرجه ابن أبي شيبة كتاب اللباس باب فى الإزار أين موضعه من الحقو؟

আমি হযরত আলী (রা.)-কে দেখেছি, তিনি নাভির উপরে ইযার বাঁধতেন। -ইবনু আবী শাইবা, আল মুসান্নাফ

কোনো কোনো সাহাবী ও তাবিয়ী নাভির নিচে ইযার বাঁধতেন।

ابن أبي شيبة كتاب اللباس باب فى الإزار أين موضعه من الحقوا.

অনেক সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইযারের নিম্ন প্রান্ত 'নিসফ সাক' বা পায়ের নলার মাঝামাঝি থাকত। সাহাবায়ে কিরাম তাঁর অনুসরণে লুঙ্গি পরিধান করতেন। হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া বলেন,

إن عثمان ائتزر إلى نصف الساق وقال هكذا إزرة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مجمع الزوائد، كتاب اللباس، باب فى الإزار وموضعه رقم : ٨٥١٤،

قال الهيثمى : رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.

হযরত উসমান ইবনু আফ্ফান (রা.) গোড়ালী ও হাঁটুর মাঝামাঝি (নিসফ সাক) পর্যন্ত ঝুলিয়ে ইযার পরিধান করতেন এবং বলতেন রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে ইযার পরিধান করতেন। হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে। মাজমাউয যাওয়াইদ।

তাবিয়ী ইকরিমাহ (র.) থেকে বর্ণিত,

أنه رأى ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه ويرفع من مؤخره قلت لم تأتزر هذه الإزارة. قال رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأتزرها.

أخرجه أبو داود فى سننه كتاب اللباس باب قدر موضع الإزار.

ইকরামা হযরত ইবনু আব্বাস (রা.)-কে ইযার পরতে দেখেছেন। তিনি সামনের দিক থেকে ইযারের প্রান্ত নামিয়ে দিতেন, যাতে ইযারের প্রান্ত পায়ের উপর পড়ে যেত। আর পিছন থেকে তা উঠিয়ে উঁচু করে পরতেন। (ইকরিমাহ বলেন,) আমি বললাম, আপনি এভাবে ইযার পরিধান করেন কেন? হযরত ইবনু আব্বাস বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এভাবে লুঙ্গি পরিধান করতে দেখেছি।

ইযার বা লুঙ্গির রং

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন রংয়ের ইযার পরিধান করেছেন। লাল, কাল, সাদা, সবুজ, হলুদ ও ডোরাকাটা ইযার তিনি পরিধান করেছেন। এ সম্পর্কে সিহাহ সিত্তাহসহ হাদীসের আরো অন্যান্য কিতাবে বহু হাদীস রয়েছে।

তবে এ রংগুলির মধ্যে সবুজ তিনি বিশেষভাবে পসন্দ করতেন এবং সাদা রংয়ের পোশাক পরতে উৎসাহ দিয়েছেন। ডোরাকাটা বা মিশ্রিত রংয়ের পোশাক তিনি পসন্দ করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উৎসাহ প্রদান বা পসন্দের কারণে তিনি সর্বদা এগুলি ব্যবহার করেননি। এগুলি ছাড়াও অন্যান্য রং তিনি সর্বদা ব্যবহার করেছেন। এমনকি সবুজ, সাদা এবং মিশ্রিত রং তিনি বেশি ব্যবহার করেছেন বলেও জানা যায় না। এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্পষ্ট রীতি ছিল, যখন যা পাওয়া যায় তা ব্যবহার করা এবং কোনো একটি রং সর্বদা ব্যবহার না করা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিদা বা চাদর

রিদা অর্থ চাদর-জাতীয় কাপড় যা শরীরের উর্ধ্বাংশে জড়ানো হয়। সাধারণভাবে লুঙ্গির সাথে রিদা বা চাদর পরিধান করাই ছিল আরব দেশের সর্বাধিক প্রচলিত পোশাক। রিদার আয়তন সম্পর্কে ওয়াকিদী বলেন,

كان رداؤه وبرده طول ستة أذرع فى ثلاثة وشبر.

زاد المعاد جـ١، صـ١٣٢، فصل فى ملابسه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাদরের দৈর্ঘ্য ছিল ছয় হাত এবং প্রস্থ ছিল তিন হাত এক বিঘত। -যাদুল মা'আদ

উরওয়া ইবনু যুবাইর (রা.) বলেন,

كان طول رداء رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعة أذرع وعرضه ذراعين ونصفا.

جمع الوسائل : صـ ٢١٠، المواهب اللدنية صـ ١٠٢، شرح الزرقانى جـ٦، صـ٣٠٣، صفة إزاره صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাদরের দৈর্ঘ্য চার হাত, প্রস্থ আড়াই হাত ছিল। (জামউল ওয়াসায়েল)

বুঝা গেল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চার থেকে ছয় হাত দৈর্ঘ্য ও আড়াই থেকে তিন হাত প্রস্থ বিশিষ্ট চাদর পরিধান করতেন।

আরবদের মাঝে পাজামার ব্যবহার

জাহেলী যুগ থেকেই পাজামা আরবদের মধ্যে প্রচলিত ও পরিচিত ছিল। হাদীস শরীফে বহু স্থানে 'সারাবীল' বা পাজামার উল্লেখ থেকেই এ কথা বুঝা যায়। হজ্জের সময় হজ্জ পালনকারী পুরুষ ও নারী কি পোশাক পরিধান করবেন এবং কি পোশাক পরিধান করবেন না, সে বিষয়ে অনেক সহীহ বর্ণণা হাদীসগ্রন্থগুলিতে সংকলিত হয়েছে। এ সকল হাদীসে বলা হয়েছে, হজ্জ বা উমরার ইহরামকারী পুরুষ 'সারাবীল' বা পাজামা পরিধান করবে না।

দেখুন : সহীহ বুখারী ১ম, ৫৩, ২০৮, ২৪৮, সহীহ বুখারী ২য়, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৪, সহীহ মুসলিম ১ম, ৩৭২, ৩৭৩ পৃ.

এ সকল হাদীসে সে যুগে পাজামার প্রচলন প্রমাণ করে। তবে তা ইযারের চেয়ে কম ব্যবহৃত হতো।

কোনো কোনো সাহাবী ও তাবিয়ী পাজামাকে বেশি পসন্দ করতেন। কারণ, তা সতর আবৃত করার জন্য বেশি উপযোগী। তাবিয়ীদের যুগের

কেউ কেউ বলতেন যে, আরব ও ইয়াহুদী জাতির পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম পাজামা পরিধান করেন।

ইবনু আবী শাইবা, আল মুসান্নাফ, কিতাবুল লিবাস, ফি লুবসিল সারাবিলাত, ইবনু আবদিল বার, আত-তামহীদ। শরহুল যারকানী ৬ষ্ঠ খ, ৩৪৪ পৃ. النوع الثانى فى لباسه وفراشه

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক পাজামা ক্রয়

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাজামা ক্রয় করেছেন বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সুওয়াইদ ইবনু কাইস (র.) বলেন,

جلبت أنا ومخرمة العبدى بزا من هجر فجائنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ونحن بمنى) فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر فقال له النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يا وزان زن وأرجح وفى رواية بعت من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سراويل قبل الهجرة.

أخرجه النسائى فى سننه كتاب البيوع باب الرجحان فى الوزن جـ٢، صـ١٩٥، وأبو داود فى سننه كتاب البيوع باب فى الرجحان فى الوزن والوزن بالأجر، صـ٤٧٤، وابن ماجة فى سننه كتاب اللباس باب لبس السراويل صـ٢٥٦، والترمذى فى سننه كتاب البيوع باب فى الرجحان فى الوزن.

আমি ও মাখরামা আবদী দু'জনে হাজর এলাকা হতে কিছু কাপড় নিয়ে বিক্রয়ের জন্য মক্কা এসেছিলাম (হজ্জ মৌসুমে আমরা যখন মিনায় রয়েছি তখন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করেন এবং একটি পাজামা দামদর করে ক্রয় করেন। আমাদের কাছে একজন ওজনকারী মূল্য ওজন করে বুঝে নিচ্ছিল। তিনি তাকে বললেন, সঠিকভাবে ওজন কর এবং নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে একটু বেশি দাও। অন্য বর্ণনায় সুওয়াইদ বলেন, হিজরতের পূর্বেই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একটি পাজামা বিক্রয় করেছিলাম। -নাসাঈ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক পাজামা পরিধান

উপরের হাদীস থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম নিজে ব্যবহারের জন্যই পাজামা ক্রয় করেছেন। তবে তিনি পাজামা পরিধান করেছেন বলে স্পষ্ট কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। একটি দুর্বল বর্ণনা পাওয়া যায়। আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাজামা ক্রয় করতে দেখে প্রশ্ন করেন, তিনি পাজামা পরিধান করেন কি না? তিনি উত্তরে বলেন,

أجل فى السفر والحضر وبالليل والنهار، فانى أمرت بالستر فلم أجد شيئا أستر منه.

مجمع الزوائد كتاب اللباس باب فى السراويل رقم : ٨٥١٠، قال الهيثمى رواه أبو يعلى والطبرانى فى الأوسط، وفيه يوسف بن زياد البصرى وهو ضعيف. قال العسقلانى فى المواهب اللدنية وكذا أخرجه ابن حبان فى الضعفاء عن أبى يعلى ورواه الطبرانى فى الأوسط والدار قطنى فى الافراد، والعقيلى فى الضعفاء ومداره على يوسف بن زياد الواسطى، قال الزرقانى أى أنه تفرد به وهو واه لا يحتمل تفرده، بل بالغ ابن الجوزى فذكر الحديث هذا فى الموضوعات وتعقبه السيوطى واقتصر الحافظ وغيره أنه ضعيف فقط وفى التنزيه الشريعة ولا يصح فيه يوسف بن زياد عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقى ولم يروه عنه غيره تعقب بأن يوسف لم ينفرد به فقد أخرجه البيهقى فى الشعب والأدب من طريق حفص بن عبد الرحمن بن زياد وله شاهد أخرجه البخارى فى تاريخه والحاكم وصححه عن سويد بن قيس قال جلبت ومخرمة العبدى بزا من هجر فأتينا به مكة فاتانا النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاشترى منا سراويل وثم وزان يزن بالأجر فقال يا وزان! زن وأرجح قال ابن عراق قلت وقال الشمس السخاوى فى المقاصد الحسنة لعل حديث أبى هريرة حسن والله أعلم.

হ্যাঁ বাড়িতে অবস্থানের সময় ও সফরের সময় রাতে এবং দিনে (সর্বদা); কারণ, আমাকে সতর ঢাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং পাজামার চেয়ে ভাল আবরণ আমি আর পাইনি। -মাজমাউয যাওয়াইদ

এ হাদীসটিকে কোনো কোনো মুহাদ্দিস মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলেছেন। আর দুর্বল হলেও উপরের সহীহ হাদীস থেকে আমরা ধারণা করতে পারি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো পাজামা পরিধান করতেন।

পাজামার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ও ব্যবহার সম্পর্কে কোনো বিবরণ হাদীসে পাওয়া যায় না। যে কোনো প্রকারের পাজামা বা সেলোয়ার জাতীয় পোশাকই ভাষাগতভাবে 'সিরওয়াল' পাজামা বলে গন্য হবে। হ্যাঁ, যদি কোনো প্রকার পাজামা ফ্যাশন বা পদ্ধতির দিক থেকে কোনো অমুসলিম ফাসিক-ফাজির সম্প্রদায়ের সাথে নির্দিষ্ট হয়, বেশি পাতলা বা আঁটসাঁট হয় বা টাখনু গিরার নিচে পরিহিত হয় তাহলে তা নিষিদ্ধ হবে।

পাজামা পরিধান পদ্ধতি সম্পর্কে হাদীসে কোনোরূপ নির্দেশনা পাওয়া যায় না। কাজেই দাঁড়িয়ে বা বসে যে কোনোভাবে পাজামা পরিধান করা যেতে পারে। এ বিষয়ে কোনো একটি সূরতকে সুন্নত বা আদব মনে করা ভিত্তিহীন বলেই মনে হয়।

পাজামার ফযীলত

পাজামা পরিধানের ফযীলতে কোনো হাদীস দৃষ্টিগোচর হয়নি। মহিলাদের পাজামা পরিধানে উৎসাহ প্রদান করে দুই একটি অত্যন্ত দুর্বল হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসটিতে বলা হয়েছে,

اللهم اغفر للمتسرولات من أمتى. يا أيها الناس اتخذوا السراويلات فانها من استر ثيابكم وحصنوا بها نساءكم إذا خرجن. تزيهه الشريعة المرفوعة، كتاب اللباس والزينة والطب، الفصل الثانى.

مجمع الزوائد، كتاب اللباس باب فى السراويل رقم : ٨٥١١، قال الهيثمى رواه البزار، وفيه إبراهيم بن زكريا المعلم وهو ضعيف جدا.

হে আল্লাহ! আমার উম্মতের যে সকল মহিলা পাজামা পরিধান করে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন। হে মানুষেরা! তোমরা পাজামা ব্যবহার করবে; কারণ তা সতর আবৃত করার জন্য তোমাদের ব্যবহৃত সকল পোশাকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পোশাক। আর তোমাদের মহিলাগণ যখন বাইরে বের হবে তখন পাজামা দ্বারা তাদেরকে সুরক্ষিত করবে। -মাজমাউয্ যাওয়াইদ

হাদীসটিকে মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত দুর্বল বলে চিহ্নিত করেছেন। কেউ কেউ জাল বলেছেন।

পাজামা পরিধানে উৎসাহজ্ঞাপক কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত না হলেও

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মহিলাদের মধ্যে এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। হজ্জের সময় মহিলাদের পাজামা পরিধানের অনুমতির কথা অনেক সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এতে মনে হয় মহিলার জন্য পাজামা অত্যন্ত উপযোগী পোশাক।

* * *

حديث : ١٢٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عن ابيه قال : أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً مُلَبَّدًا، وَإِزَارًا غَلِيظًا، فَقَالَتْ : "قُبِضَ رُوحُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذَيْنِ "

হাদীস : ১২০. হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) বলেন, আয়েশা (রা.) আমাদের সামনে একখানা তালিযুক্ত চাদর ও একটি মোটা লুঙ্গি বের করে বলেন, এ দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

كساء ঃ চাদর, পরিধেয়, এখানে উদ্দেশ্য চাদর যা শরীরের উর্ধ্বাংশে জড়ানো হয়।

ملبد بصيغة المجهول ঃ ভাঁজ করা, তালিযুক্ত।

غليظا ঃ (ن) মোটা, পুরু।

বিশ্লেষণ : ১. আখেরী জীবনে ইন্তেকালের মুহূর্তেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতি সাধারণ কাপড় পরিধান করেছেন। অথচ তখন গোটা আরব ইসলামের পদানত। মুসলমানগণ পূর্বের তুলনায় অনেক স্বচ্ছল। কিন্তু নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের জন্য সাধারণ দরিদ্র জীবন গ্রহণ করেছেন। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, দ্বীনদার ধৈর্যশীল ফকীর, দীনদার শোকরগুযার ধনীর চেয়ে উত্তম।

ইমাম নববী (র.) বলেন, এ ধরনের হাদীসসমূহ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুনিয়া বিমুখতা এবং জাগতিক আরাম-আয়েশের প্রতি অনীহা পরিস্ফুট হয়ে উঠে। جمع الوسائل صـ٢١١

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত স্বল্প মূল্যের পোশাক পরিধান করতেন। দীনী প্রয়োজনে এবং কৃত্রিমতা বর্জনার্থে কোনো কোনো সময় দামী পোশাকও পরিধান করেছেন। এমনিতে সহজে যা পাওয়া যেত পরতেন। ভাল পোশাক বিশেষভাবে বর্জন করতেন না।

أحوال الرواة

أيوب : أى السختيانى.

أبو بردة : قيل اسمه عامر وهو تابعى كوفى كان على قضاء الكوفة بعد شريح فعزله الحجاج وهو جد أبى الحسن الأشعرى الإمام فى الكلام وفى أصل العصام عن أبيه أى أبى موسى الأشعرى الصحابى المشهور قال وفى أكثر الأصول ليس فيه عن أبيه وبذلك لا يصير الحديث مرسلا لأن أبا بردة كما أنه يروى عن أبيه يروى عن عائشة وفيه أنه غير موجود فى أصلنا المقابل بأصل السيد ميرك شاه وغيره وكذا فى سائر النسح الحاضرة مع أن وجوده لو صح لوجب أن يصير الحديث منقطعا إلا أن ثبت أنه سمعه من عائشة أيضا وإلا فمجرد روايته عنها لا يجعل الحديث متصلا كما حقق فى الأصول.

(جمع الوسائل، المواهب اللدنية)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى الخمس باب ما ذكر من درع النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفى اللباس فى الأكسيه والخمائص ومسلم فى كتاب اللباس والزينة باب التواضع فى اللباس وابن ماجة فى اللباس باب لباس رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وابو داود فى اللباس باب لباس الغليظ والمصنف فى سننه ابواب اللباس باب ما جاء فى لبس الصوف.

* * *

حديث : ١٢١- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو داود عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ قال : سَمِعْتُ عَمَّتِي تُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهَا قَالَ : بَيْنَا أَنَا أَمشِي بِالْمَدِينَةِ إِذَا إِنْسَانٌ خَلْفِي يَقُولُ : ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِنَّهُ أَتْقَى وَأَبْقَى فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِلَمَا هِيَ بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ، قَالَ : "أَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ؟ "فَنَظَرْتُ فَإِذَا إِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ.

হাদীস : ১২১. আশআস ইবনু সুলাইম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ফুফু (عمة)-কে তাঁর চাচা (عبيد بن خالد)-এর সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, একদা আমি মদীনার পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আমার পশ্চাতে একজন লোক বলে উঠলেন, তোমার লুঙ্গি উঁচু কর, কারণ এটা তাকওয়ার অধিক নিকটতম বা অধিক তাকওয়ার পরিচায়ক (অর্থাৎ এতে অন্তর অহংকার থেকে পরিষ্কার থাকে) এবং কাপড় নষ্ট হওয়া ও ময়লাযুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা পায়। তখন আমি পিছনে ফিরে দেখি, তিনি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটাতো মামুলি একটা চাদর (এটি নিচু করে পরলে আর কি অহংকার হবে? এরও কি হিফাযতের প্রয়োজন আছে?)। তিনি বলেন, আমার মধ্যে কি তোমার জন্য অনুকরণীয় আদর্শ নেই? (অর্থাৎ যদি কোনো উপকারিতা বুঝে না আসে, তবে কমপক্ষে আমার অনুসরণ তো করবে!) তখন আমি তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর লুঙ্গি তাঁর উভয় নলার মধ্যভাগ পর্যন্ত ঝুলন্ত।

শব্দবিশ্লেষণ :

اتقى ঃ تقوى শব্দ থেকে উদ্গত। অর্থাৎ,

أى أقرب إليها وأدل عليها لأنه يدل غالبا على إنتفاء الكبر والخيلاء.

তাকওয়ার নিকটতম, তাকওয়ার পরিচায়ক। কারণ, কাপড় নলার মধ্যভাগ পর্যন্ত উঁচু থাকা অহংকারী না হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

কোনো কোনো নুসখায় اتقى এর পরিবর্তে انقى শব্দ রয়েছে। তখন অর্থ হবে انظف من الوسخ পোশাক উভয় নলার মধ্যভাগ পর্যন্ত পরা অধিক পরিচ্ছন্নতার কারণ।

ابقى ঃ অর্থাৎ اكثر بقاءً ودواما للثوب। এতে কাপড়ের অধিক সুরক্ষা হয়। তাড়াতাড়ি নষ্ট এবং ময়লাযুক্ত হয় না।

মোটকথা 'নিসফে সাক' উভয় নলার মাঝখান পর্যন্ত কাপড় পরিধান করা বাহ্যিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং অন্তরের পবিত্রতার জন্য সহায়ক।

بردة ঃ চাদর, ডোরা-কাটা চাদর। এখানে উদ্দেশ্য লুঙ্গি।

ملحاء ঃ أملح এর مؤنث সাদা ডোরা-কাটা কালো চাদর যা বেদুঈনরা পরিধান করে। মামুলী কাপড়। আটপৌড়ে সাধারণ কাপড়।

এ বাক্য দ্বারা খালিদ (রা.)-এর উদ্দেশ্য হল, এমন মামূলী কাপড় পরলে অহংকার হয় না এবং তা নষ্ট হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, পায়ের গোছার অর্ধেক বরাবর কাপড় পরা আমার তরীকা। কাজেই অহংকার না হলেও আমার তরীকার অনুসরণ করা উচিত।

أحوال الرواة

أشعث بن سليم : بالتصغير.

عن عمتي : اسمها رهم بضم الراء وسكون الهاء بنت الأسود بن خالد كذا في التقريب، وقيل بنت الأسود بن حنظلة.

عن عمها : أي عم عمة أشعث بن سليم اسمه عبيد بن خالد المحاربي.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه النسائي في سننه الكبرى كتاب الزينة.

* * *

حديث : ١٢٢- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَأْتَزِرُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَقَالَ : "هَكَذَا كَانَتْ إِزْرَةُ صَاحِبِي"، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

হাদীস : ১২২. হযরত সালমা ইবনু আকওয়া (রা.) বলেন, হযরত উসমান (রা.) তাঁর উভয় নলার মধ্যভাগ পর্যন্ত লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরতেন এবং বলতেন, আমার বন্ধু নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লুঙ্গি পরার নমুনা এরূপই ছিল। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লুঙ্গিও এ পর্যন্ত থাকত।

শব্দবিশ্লেষণ :

أنصاف ساقيه ঃ نصف এর বহুবচন। অর্ধ, অর্ধেক, جمع দ্বারা একের অধিক উদ্দেশ্য। এর দলীল হল, أنصاف এর مضاف إليه অর্থাৎ ساقيهকে তাসনীয়া আনা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, أنصاف-কে জমা এনে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাপড় নলার ঠিক বরাবর মাঝখানে হওয়া জরুরী নয়; বরং হাঁটু ও গোড়ালীর মাঝামাঝি যে কোন স্থান পর্যন্ত হলেই নিসফে সাক ধরা হবে। جمع الوسائل صـــ٢١٣، شرح المناوى : صـــ٢١٣،।

إزرة ঃ লুঙ্গি পরার তরীকা।

وقال هكذا ঃ এখানে قال এর فاعل হযরত উসমান (রা.) এটাই স্পষ্ট। সালামা ইবনুল আকওয়াও হতে পারেন। তবে এটা দূরের সম্ভাবনা।

يعنى ঃ এর فاعل হলেন উসমান (রা.) আর قائل হলেন সালামা ইবনুল আকওয়া (রা.)। (المواهب اللدنية)

أحوال الرواة

موسى بن عبيدة : بالتصغير، ضعفوه وقال أحمد لا تحل الرواية عنه خرج له ابن ماجة.

عن أبيه : أى سلمة بن الأكوع وهو نسبة إلى الجد فإن سلمة بن عمرو غزا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبع غزوات.

درجة الحديث : إسناده ضعيف لما عرفت.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف من بين الأئمة الستة.

* * *

حديث : ١٢٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ : "هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ.

হাদীস : ১২৩. হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পায়ের নলার মাংসল অংশটুকু ধরে বা নিজের নলার মাংসল অংশটুকু ধরে বলেন, লুঙ্গির স্থান

এখানে (অর্থাৎ এটা হচ্ছে পাজামা, লুঙ্গি ও জামা ঝুলাবার সর্বনিম্ন সীমা)। যদি অমত কর তাহলে আরেকটু নিচে। এতেও যদি অমত কর, তাহলে জেনে রাখ, টাখনুদ্বয়ের উপর লুঙ্গির কোনো অধিকার নেই।

শব্দবিশ্লেষণ :

عَضَلَة ঃ بفتح العين والضاد وسكون الضاد - মাংসপেশী। এখানে উদ্দেশ্য হাঁটুর নিচের পায়ের নলার পিছনের মাংসল অংশটুকু।

بعضلة ساقى أوساقه ঃ আমার পায়ের নলা বা তাঁর পায়ের নলা। এ অংশে সাহাবীর নিচের স্তরের কোনো বর্ণনাকারীর সন্দেহ হয় যে, সাহাবী হযরত হুযাইফা (রা.) এখানে কি বলেছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পায়ের নলার মাংসপেশী ধরে এ কথা বলেছেন, নাকি হুযাইফার নলার মাংসপেশী ধরে এ কথা বলেছিলেন? হযরত হুযাইফা থেকে এ সন্দেহ হতে পারে না। কারণ, ঘটনা তো তার সাথেই ঘটেছে। ইবনু হিব্বানের বর্ণনায় ساقى আমার নলা সন্দেহ ছাড়া বর্ণিত হয়েছে।

هذا موضع الإزار ঃ هذا المحل موضع طرف الإزار - এটি হচ্ছে লুঙ্গির ঝুলের শেষ সীমা। শব্দ ইযারের আগে مضاف উহ্য আছে। তা হল طرف।

فان أبيت ঃ অর্থাৎ তুমি যদি উত্তম পদ্ধতিতে আমল করতে অমত কর এবং এর চেয়ে নামিয়ে পরতে চাও।

فأسفل ঃ لام এর উপর رفع হবে অর্থাৎ, فوضعه أسفل من العضلة قريبا منها إلى الكعبين। তুমি যদি উত্তমের উপর আমল করতে অমত কর, তাহলে লুঙ্গির স্থান হল নলার মাংসপেশীর নিচে টাখনুদ্বয়ের কাছাকাছি।

তাশরীহ :

১. এ হাদীসে 'নিসফে সাক' এর সীমা স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে। তাহল নলার মাংসপেশী। কাজেই যারা বলেন, হাঁটুর নিচে এবং টাখনুদ্বয়ের উপরে যে কোন স্থান পর্যন্ত কাপড়ের ঝুল থাকলে 'নিসফে সাকের' সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। তাঁদের কথা সঠিক মনে হয় না।

২. এ হাদীসে বলা হয়েছে টাখনুদ্বয়ের উপর লুঙ্গির কোনো অধিকার নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, লুঙ্গির ঝুল টাখনুদ্বয় স্পর্শ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

ما أسفل من الكعبين من الإزار فى النار، كتاب اللباس : صـــ٨٦١.

টাখনুদ্বয় (গোড়ালির উপরের গিরা)-এর নিচে লুঙ্গির যে অংশ থাকবে তা জাহান্নামে থাকবে।

এতে বুঝা যায়, লুঙ্গি টাখনুদ্বয় স্পর্শ করলে বা টাখনুর উপর থাকলে কোনো গোনাহ নেই। হ্যাঁ, টাখনুদ্বয়ের নিচে ঝুলিয়ে দেওয়া হল গোনাহ।

এই দুই হাদীসের সমন্ব করতে গিয়ে মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন, টাখনুদ্বয়ের নিচে যেন লুঙ্গি না যায়, সে সম্বন্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে টাখনুদ্বয়ের উপর কাপড় পরতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, টাখনুর সামান্য অংশ ঢাকতে গেলে অসতর্কতাবশত টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলে পড়ার যথেষ্ট আশংকা রয়েছে। মোল্লা আলী কারী বলেন, لا حق للإزار فى الكعبين 'টাখনুদ্বয়ের উপর লুঙ্গির কোনো অধিকার নেই। এর উদ্দেশ্য হল, টাখনু অতিক্রম না করা। টাখনু অতিক্রম করে যাওয়া সুন্নতের খেলাফ। 'নিসফ সাক' সম্পর্কে পোশাক অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

أحوال الرواة

قتيبة : وفى بعض النسخ ابن سعيد.

مسلم بن نذير : بضم النون وفتح الذال أخرج حديثه البخارى فى الأدب المفرد والترمذى والنسائى وابن ماجة وفى نسخة بفتح فكسر وفى نسخة يزيد بفتح تحتيته وكسر زاى آخره دال مهملة ففى التقريب مسلم بن نذير بالنون مصغرا ويقال ابن يزيد كوفى يكنى ابا عياض .

حذيفة بن اليمان : بكسر النون بلا ياء كان حذيفة صاحب سر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى المنافقين والفتن، أسلم هو وأبوه قبل بدر وشهدا أحدا وقتل أبوه فى المعركة، قتله المسلمون خطأ فوهب لهم حذيفة ابنه دمه. (جمع الوسائل، المواهب اللدنية)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه رقم : ١٧٨٣، والنسائى فى سننه كتاب الزينة باب موضع الإزار، وابن ماجة فى سننه كتاب اللباس باب موضع

١٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي مِشْيَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

অনুচ্ছেদ :: ১৯
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চলনভঙ্গি সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

শব্দবিশ্লেষণ :

مشية، كسدرة ঃ চলনভঙ্গি, হাঁটার ধরন।

তাশরীহ :

হুলিয়া মুবারক সম্পর্কিত অনুচ্ছেদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদব্রজে হাঁটাচলা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে স্বতন্ত্রভাবে তাঁর চলনভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনা করা উদ্দেশ্য। হযরত ইমাম তিরমিযী (র.) এ অনুচ্ছেদে তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

* * *

حديث : ١٢٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : "ما رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطْوَى لَهُ إِنَّا لَنَجْهَدُ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ "

হাদীস : ১২৪. হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক সুন্দর আর কিছু দেখিনি। যেন তাঁর চেহারায় দীপ্তিমান সূর্য বিরাজ করছে। আর পথ চলার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা অধিক দ্রুত আর কাউকে হাঁটতে দেখিনি। মনে হত যমিন যেন তাঁর পায়ের নিচে গুটিয়ে আসছে। তাঁর সহিত পথ চলতে গিয়ে আমরা ক্লান্ত হয়ে যেতাম। (কষ্টে তাঁর নাগাল পেতাম) অথচ তিনি স্বাভাবিকভাবেই হাঁটতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

كان الشمس تجرى الخ ঃ 'মনে হত সূর্য যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারায় প্রবাহিত হচ্ছে।' এ বাক্যে সূর্যের নিজ কক্ষ পথে বিচরণকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারায় বহমান অথৈ সৌন্দর্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

এখানে সৌন্দর্যের আধিক্য বুঝানোর উদ্দেশ্যে عكس تشبيه করা হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণত সুন্দর চেহারাকে সূর্যের সাথে তুলনা করা হয়। কিন্তু এ হাদীসে সূর্যকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা আনওয়ারের সাথে তুলনা করে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখমণ্ডলের জ্যোতি ও দীপ্তি সূর্যের জ্যোতি অপেক্ষাও অধিকতর দেদীপ্যমান ছিল। বিশেষভাবে চেহারার কথা এ জন্য বলেছেন, যেহেতু চেহারা হল সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু।

مشية بكسر الميم ঃ চলনভঙ্গি, হাঁটার ধরন। কোনো কোনো নুসখায় শব্দটি مشى মাসদার ব্যবহৃত হয়েছে। তখন مضاف উহ্য মেনে পড়া হবে فى كيفية مشيه।

تطوى بصيغة المجهول ঃ طوى বাবে ضرب থেকে, ভাঁজ করা। গুটানো।

انا لنجهد أنفسنا ঃ নূনে পেশ ও হা-এ যের। উভয়টিতে যবর দিয়েও পড়া যায়। অর্থাৎ,

إنا نتعب أنفسنا ونوقعها فى الجهد والمشقة فى حال سيره صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে পথ চলতে গিয়ে আমরা নিজেকে ক্লান্ত করে ফেলতাম, কষ্টের মধ্যে ফেলে দিতাম। উদ্দেশ্য হল, আমরা হাঁপিয়ে উঠতাম।

وانه لغير مكترث ঃ এ বাক্যটি نُجْهِدُ থেকে حال হয়েছে। অর্থাৎ,

غير مبال بحيث لا يجتهد نفسه ويمشى على هيئة فيقطع من غير جهد مالا نقطع بالجهد.

তিনি আপন গতিতে অনায়াসে হেঁটে চলতেন। এবং স্বচ্ছন্দে পথ অতিক্রম করতেন যা আমরা কষ্ট করেও অতিক্রম করতে পারতাম না।

তাশরীহ : হযরত নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবিক গুণাবলী এবং নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে যেমন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ

মানব, উত্তম আদর্শ, তেমনি তাঁর দেহাবয়ব ছিল অনুপম, অতুলনীয়। তাঁর স্বাভাবিক হাঁটা চলাও ছিল অসাধারণ। দ্রুততার সাথে ধীর স্থিরতা, গতির সাথে গাম্ভীর্যের অপূর্ব সমন্বয়। তাঁর চলার দ্রুততায় তাড়াহুড়া ছিল না, কষ্ট ক্লান্তি ছিল না। এই দ্রুততা ছিল তাঁর সুঠাম সুস্থ শক্তিশালী দেহের স্বাভাবিক গতি। (جمع الوسائل)

أحوال الرواة

ابن لهيعة : بفتح اللام فكسر الهاء ابن عقبة الحضرمى، صدوق، ذكره ميرك الفقيه المشهور قاضى مصر، قال الذهبى ضعفوه وقال بعضهم خلط بعد احتراق كتبه وضعفه النووى فى التهذيب.

عن أبي يونس : أى مولى أبي هريرة لأن أبا يونس فى الرواة خمسة كما قاله العصام مولى أبي هريرة وهو المراد هنا واسمه سُليم بن جبير ومولى عائشة وآخر اسمه سالم بن أبي حفصة وآخر اسمه حاتم وآخر اسمه الحسن بن يزيد.

درجة الحديث : إسناده ضعيف.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه رقم الحديث : ٣٦٤٨، كتاب المناقب باب فى صفة النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

* * *

حديث : ١٢٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى غُفْرَةَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وُلْدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "كَانَ إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ فِي صَبَبٍ "

হাদীস : ১২৫. হযরত আলী ইবনু আবি তালিবের পৌত্র ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পথ চলতেন সজোরে পা উঠিয়ে এমনভাবে চলতেন যে, মনে হত তিনি যেন নিম্নস্থানে অবতরণ করছেন।

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুর্বলের মত মাটিতে পা হেঁচড়িয়ে চলতেন না। দ্রুত ও সজোরে পা ফেলার কারণে মনে হত, তিনি উঁচু স্থান থেকে নিচু স্থানে অবতরণ করছেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

يقلع ঃ সজোরে সাহসের সাথে পা উঠান, দৃঢ়পদে হাঁটা; দুর্বল-অবলার মত পা হেঁচড়ে ধীর গতিতে নয়।

ينحط ঃ অবতরণ করা, صبب নিচুভূমি। কোনো কোনো নুসখায় من صبب আছে। তখন من অর্থ فى হবে। এই হাদীসটি ৭ নং হাদীসের একটি অংশ।

أحوال الرواة

إبراهيم بن محمد : بن الحنفية قوله : من ولد على بن أبى طالب، بفتح الواو واللام أو ضم أوله وسكون ثانيه أى من أولاده كرم الله وجهه.

درجة الحديث : إسناده ضعيف فيه عمر بن عبد الله مولى غفرة ضعيف وكان كثير الإرسال وإبراهيم بن محمد عن جده مرسل كما قال أبو زرعة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه الترمذى فى جامعه رقم : ٣٦٣٨، كتاب المناقب باب ما جاء فى صفة النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

* * *

حديث : ١٢٦ – حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ تَكَفُّؤًا، كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ "

হাদীস : ১২৬. হযরত আলী ইবনু আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পথ চলতেন, তখন সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটতেন, যেন কোনো উঁচু ভূমি থেকে নিচু ভূমির দিকে অবতরণ করছেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

تكفؤا ঃ تَكَفِّيًا-ও পড়া হয়। সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পা উঠিয়ে হাঁটা। এ হাদীসটি ৫ নং হাদীসের একটি অংশ।

أحوال الرواة

هرمز : بضم الهاء والميم غير منصرف.

ابن جبير : بالتصغير وقوله ابن مطعم بصيغة اسم الفاعل.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه رقم : ٣٦٣٧، كتاب المناقب، باب ما جاء فى صفة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٢٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقَنُّعِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَفِيهِ حَدِيثٌ وَاحِدٌ

অনুচ্ছেদ :: ২০

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথায় কাপড়ের টুকরা (মস্তকাবরণ) ব্যবহার সম্পর্কিত হাদীস

(ইমাম তিরমিযী (র.) এ অনুচ্ছেদে মাত্র একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন)

শব্দবিশ্লেষণ :

تقنّع ঃ পাগড়ির কোন্ বা চাদর দ্বারা মাথা ঢাকা। এখানে উদ্দেশ্য তেল লাগানোর পর মাথায় বস্ত্রখণ্ড ব্যবহার করা; যাতে টুপি ও পাগড়িতে তেলের দাগ না লাগে।

* * *

حديث : ١٢٧- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُكْثِرُ الْقِنَاعَ، كَأَنَّ ثَوْبَهُ ثَوْبُ زَيَّاتٍ "

হাদীস : ১২৭. হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় সময় তাঁর মাথায় এক খণ্ড কাপড় ব্যবহার করতেন। (মাথার তেল লেগে যাওয়ায়) মনে হতো তা যেন তেলির কাপড় (সাধারণত তার কাপড় তৈলাক্ত থাকে)।

শব্দবিশ্লেষণ :

قناع ঃ মাথায় তেল লাগানোর পর টুপি ও পাগড়ির সুরক্ষার জন্য যে বস্ত্র খণ্ডটি ব্যবহার করা হয় সেটিকে قناع বলে।

كأن ثوبه ঃ এখানে ثوب দ্বারা قناع বা মাথার সেই বস্ত্রখণ্ডটি উদ্দেশ্য, যেটা তেলের দাগ থেকে টুপি ও পাগড়ির সুরক্ষার জন্য ব্যবহার করা হতো।

زيات ঃ তেল-বিক্রেতা, তেলি, তেল উৎপাদনকারী।

তাশরীহ :

১. তেলির কাপড় যেমন তৈলাক্ত থাকে, তেমনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথার বস্ত্রখণ্ডটিও অতিরিক্ত তেল ব্যবহারের দরুন তৈলাক্ত হয়ে যেত।

২. এ হাদীসটি চুল আঁচড়ানোর অ .চ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত মাথায় পট্টি ব্যবহারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইহতিমামের প্রতি ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে হাদীসটি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

মাথায় রুমাল ব্যবহার করা

এ বিষয়ে বর্ণিত সহীহ হাদীসগুলি থেকে জানা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো ক ানো চাদর বা রুমাল দিয়ে বা নিজের গায়ের (রিদা) দিয়ে মাথা আবৃত করেছেন। দুপুরের রোদে, ক্রন্দনের কারণে, অসুস্থতার কারণে বা অনুরূপ কোনো কারণে তিনি মাথা আবৃত করেছেন। তবে তিনি সাধারণভাবে বা অধিকাংশ সময় এভাবে মাথা আবৃত করতেন বা মাথা আবৃত করার জন্য পৃথক চাদর বা রুমাল ব্যবহার করতেন বলে কোনো সহীহ হাদীস থেকে তা বুঝা যায় না। হাদীসগুলি জানার জন্য দেখুন :

الصحيح للبخارى، جـ٢، صـ٨٦٤، كتاب اللباس باب التقنع، كتاب المغازى باب نزول النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الحجر : صـ ٦٣٧، كتاب الجمعة باب من قال فى الخطبة بعد الثناء أما بعد الخ. صـ١٣، كتاب المناقب باب علامات النبوة فى الإسلام، وباب ن ل النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيهم : صـ١٢ ٤، المستدر للحاكم : جـ٤، صـ ١٩٤، كتاب اللباس : جـ٤، صـ ٧٨، ذكر فضائل الأنصار، مسند أبى عوانة جـ٥، صـ٢٤٠.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় রুমাল বা চাদর দ্বারা মাথা আবৃত করতেন বা মাথা আবৃত করতে উৎসাহ দিয়েছেন- এ অর্থে বর্ণিত হাদীসগুলো অত্যন্ত দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য।

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإرتداء لبسة العرب والالتفاع لبسة الإيمان وكان رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتلفع، مجمع الزوائد كتاب اللباس

باب الإرتداء والإلتفاع رقم : ٨٥٤٥، قال الهيثمى رواه الطبرانى وفيه سعيد بن سنان الشامى وهو ضعيف جدا ونقل عن بعضهم توثيقه ولم يصح.

কাঁধের উপর দিয়ে চাদর পরিধান করা আরবদের পোশাক পরিধান পদ্ধতি। আর মাথার উপর দিয়ে চাদর পরিধান করা মুমিনদের পোশাক পরিধান পদ্ধতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথার উপর দিয়ে জড়িয়ে চাদর পরিধান করতেন।

এ হাদীসের সনদ অত্যন্ত যয়ীফ বা বানোয়াট।

আল্লামা নূর উদ্দীন হাইসামী হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইবনু সিনান শামী। তিনি অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনাকারী। ইমাম বুখারী, ইমাম নাসাঈ তাকে মিথ্যা হাদীস বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত ও পরিত্যক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

ضعفه أحمد وقال يحيى : ليس بثقة وقال مرة ليس بشيء وقال الجوزجانى : أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة، وقال البخارى منكر الحديث، وقال النسائى متروك، ميزان الإعتدال : جـ٢، صـ١٤٣.

আরেকটি অত্যন্ত দুর্বল বা জাল সনদে বর্ণিত হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন,

التقنع من أخلاق الأنبياء وكان النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتقنع.

রুমাল বা চাদর দ্বারা মাথা আবৃত করা নবীগণের আখলাকের মধ্যে গণ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথায় রুমাল বা চাদর ব্যবহার করতেন।

ইমাম নাসাঈ বলেন, এই হাদীসের বর্ণনাকারী মুআল্লা ইবনু হিলাল পরিত্যক্ত বর্ণনাকারী। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল বলেন, এ ব্যক্তির বর্ণিত সকল হাদীসই জাল। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ও আলী ইবনুল মাদিনী প্রমুখ ইমাম বলেছেন, এ ব্যক্তি মিথ্যা হাদীস বানিয়ে বলত।

رماه السفيانان بالكذب وقال ابن المبارك وابن المدينى كان يضع الحديث وقال ابن معين هو من المفروعين بالكذب والوضع وقال النسائى متروك وقال أحمد كل أحاديثه موضوعة وقال البخارى قال ابن المبارك لوكيع عندنا شيخ يقال له أبو عصمة نوح بن أبى مريم يضع كما يضع معلى، ميزان الإعتدال : جـ٤، صـ١٥٢.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ সাধারণত মাথায় পাগড়ি ব্যবহার করতেন। কিন্তু পাগড়ির উপর রুমাল ব্যবহার করতেন না। পাগড়ি বিষয়ক অগণিত হাদীসে কোথাও পাগড়ির উপরে রুমাল ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়নি। তা ছাড়া টুপি বা পাগড়ির উপরে রুমাল ব্যবহার করলে মাথার টুপি, পাগড়ি বা পাগড়ির ঝুল দেখা যায় না। এ ছাড়া এমতাবস্থায় পাগড়ি পেঁচানোর পদ্ধতি ও পাগড়ির নিচে টুপির বর্ণনা দেওয়া যায় না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের টুপির বিবরণ, মাথা উঁচু করাতে টুপি পড়ে যাওয়া, পাগড়ির বর্ণনা, পাগড়ির নিচে টুপি থাকা বা না থাকার বর্ণনা প্রদান, টুপির রং বা আকৃতির বর্ণনা সম্বলিত অগণিত হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ মাথায় রুমাল ব্যবহার করতেন না।

শৌচাগারে গমনের সময় মাথা আবৃত করা

শৌচাগারে গমনের সময় মাথা আবৃত করার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসগুলি জাল বা অত্যন্ত দুর্বল।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে,

كان النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا دخل الخلاء غطى رأسه وإذا أتى أهله غطى رأسه، السنن الكبرى للبيهقى، جـ١، صـ٩٦، باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শৌচাগারে গমন করতেন, তখন তাঁর মস্তক আবৃত করতেন এবং যখন স্ত্রীর নিকট গমন করতেন তখন তাঁর মাথা আবৃত করতেন। বাইহাকী, আস সুনানুল কুবরা।

হাদীসটির বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনু ইউনুস ইবনু মূসা আল-কুদাইমী একজন মিথ্যাবাদী। ইবনু আদী বলেন, কুদাইমী হাদীস জালিয়াতের অভিযোগে অভিযুক্ত। ইবনু হিব্বান বলেন, কুদাইমী এক হাজারের অধিক হাদীস জাল করেছেন।

قال ابن عدى قد اتهم الكديمى بالوضع وقال ابن حبان لعله قد وضع أكثر من ألف حديث وقال ابن عدى ادعى الرواية عمن لم يرهُ وترك عامة مشايخنا الرواية عنه، وقال أبو عبيد الأجرى : رأيت أبا داود يطلق فى الكديمى الكذب، سئل عنه الدارقطنى فقال يتهم بوضع الحديث، ميزان الإعتدال : جـ٤، صـ٧٤.

তাবি-তাবিয়ী হাবীব ইবনু সালিহ তায়ী বলেন,

كان رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ دخل الخلاء لبس حذائه وغطى رأسه. أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى، جـ١، صـ٩٦، باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء، وابن سعد فى الطبقات الكبرى، جـ١، صـ٣٨٣، ذكر محاسن اخلاقه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শৌচাগারে প্রবেশ করতেন, তখন তাঁর জুতা পরিধান করতেন এবং মাথা আবৃত করতেন। বাইহাকী, আস সুনানুল কুবরা।

এ হাদীসটির সনদ দুর্বল। হাবীব ইবনু সালিহ একজন তাবি-তাবিয়ী। তিনি কোনো সাহাবীকে দেখেননি। তিনি এক বা একাধিক তাবিয়ীর মাধ্যমে হাদীসটি শুনেছেন। কিন্তু তিনি তাদের নাম উল্লেখ করেননি। ফলে সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে হাদীসটি দুর্বল। দ্বিতীয়ত হাবীব ইবনু সালিহ থেকে হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী আবূ বকর ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু আবী মারিয়াম একজন দূর্বল রাবী।

قال الذهبى فى ميزان الإعتدال أبو بكر بن عبد الله بن أبى مريم الغسانى الحمصى ضعيف عندهم، جـ٤، صـ ٤٩٧.

তবে এ অর্থে হযরত আবূ বকর (রা.) থেকে সহীহ সনদে একটি মওকূফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি তাঁর এক ওয়াজে বলেন,

يا معشر المسلمين! استحيوا من الله فوالذى نفسى بيده انى لأظل حين أذهب إلى الغائط فى القضاء متقنعا بثوبى استحياء من ربى عز وجل، أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان، جـ٦، صـ ١٤٢، باب الحياء رقم : ٧٧٣٢.

হে মুসলিমগণ! তোমরা আল্লাহকে লজ্জা কর। যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম! আমি যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে খোলা প্রান্তরে যাই, তখনো মহান প্রভু থেকে লজ্জার অনুভূতিতে আমি আমার কাপড় দিয়ে মাথা আবৃত করে রাখি। -শুআবুল ঈমান

٢١- بَابُ مَا جَاءَ فِي جِلْسَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ ثَلاثَةُ أَحَادِيثَ

অনুচ্ছেদ :: ২১
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বসার ধরন সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

শব্দবিশ্লেষণ :

جلسة بكسر الجيم ঃ বসার ধরন, উপবেশন পদ্ধতি। ইমাম তিরমিযী (র.) এখানে قعود ও جلوس এর মাঝে পার্থক্য করেননি। কখনো কখনো উভয়ের মাঝে পার্থক্য করা হয়। দাঁড়ানো থেকে বসাকে قعود বলা হয়। আর শোয়া থেকে উঠে বসাকে جلوس বলা হয়। এখানে جلسة উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

* * *

حديث : ١٢٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أنبأنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانَ عَنْ جَدَّتَيْهِ عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ أَنَّهَا رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُوَ قَاعِدٌ الْقُرْفُصَاءَ، قَالَتْ : "فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَخَشِّعَ فِي الْجِلْسَةِ، أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ".

হাদীস : ১২৮. হযরত কাইলা বিনতু মাখরামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মসজিদে নববীতে 'কুরফুসা' নিয়মে বসা অবস্থায় দেখেন। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ নম্রভাবে বসে থাকতে দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগলাম।

শব্দবিশ্লেষণ :

القرفصاء ঃ এ শব্দটি দুইভাবে পড়া যায়। القرفُصاء– القرفَصاء এবং قصر ও مد এর সাথে পড়া হয়। বিশেষ পদ্ধতির বসা। উভয় উরু খাড়া করে পেটের

সাথে লাগিয়ে দুই হাত দিয়ে তাকে বেষ্টনী দিয়ে নিতম্বে ভর করে বসাকে কুরফুসা বা কুরফাসা বলে। (مجمع بحار الأنوار :جـ٤)

এ শব্দটি قاعد থেকে مفعول مطلق من غير لفظه হয়েছে।

المتخشعঃ এটি رسول এর صفت বা رأيت এর দ্বিতীয় مفعول হয়েছে।

الجلسة ঃ বসার ধরন।

أرعدت بصيغة المجهول ঃ অর্থাৎ حصلت لى رعدة কম্পন এসে গেল, ভয় এসে গেল।

الفرق بفتح الفاء والراء ঃ ভয়, ডর, এখানে উদ্দেশ্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বড়ত্ব, মহত্ব, বিনয় ও ধ্যানমগ্নতা থেকে সৃষ্ট ভক্তি মিশ্রিত ভয়।

তাশরীহ :

১. কাইলার ঘটনা থেকে মনে হয় তিনি এই প্রথমবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত লাভ করলেন। তাই তিনি প্রথম দর্শনে ভয় পেয়ে যান। হযরত আলী (রা.)-এর একটি হাদীসে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে তিনি বলেন,

من رأه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه.

'যে কেউ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রথম দেখত সে ভয় পেয়ে যেত। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে মিশত সে তাঁকে ভালবেসে ফেলত।' কেউ কেউ বলেন, এভাবে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ধ্যান ও চিন্তামগ্ন দেখে ভয় পেয়ে যান। খোদা না করুন, উম্মতের উপর আযাব তো আসছে না? (جمع الوسائل : صـ٢٢٠)

২. এ হাদীসটি পোশাক অনুচ্ছেদে বর্ণিত ৬৭ নং হাদীসের পরিপূরক। এর আরো কিছু অংশ রয়েছে যা ইমাম তিরমিযী (র.) উল্লেখ করেননি। তা হল, কাইলা বিনতু মাখরামার এ অবস্থা দেখে উপস্থিত এক সাহাবী বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ অবলা তো ভয় পেয়ে গেছে! কাইলা (রা.) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে ছিলাম। তিনি আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন, হে অবলা! শান্ত হও! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলা মাত্রই আমার সকল ভয়-ভীতি দূর হয়ে গেল। (جمع الوسائل :صـ٢٢١)

أحوال الرواة

عن جدتيه : حدية وعلية على ما تقدم وقد علمت أن الصواب صفية وحدية بنتى علية.

ومن أخرج هذا الحديث : سبق تخريجه رقم : ٦٧.

* * *

حديث : ١٢٩- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى"

হাদীস : ১২৯. আব্বাদ ইবনু তামীম (র.) থেকে তাঁর চাচা (আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মসজিদে তাঁর এক পা অপর পায়ের উপর রেখে চিত হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছেন।

তাশরীহ :

১. এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, এক পায়ের উপর অপর পা রেখে চিত হয়ে শুতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عن جابر أن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى.

কেউ এক পায়ের উপর অপর পা রেখে চিত হয়ে শুবে না। মুহাদ্দিসগণ হাদীস দুটির মধ্যে এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, চিৎ হয়ে শোয়ার দুই সূরত। (ক) পা দুটি মাটিতে সটান লম্বা করে এক পায়ের উপর অপর পা রেখে চিৎ হয়ে শোয়া। এতে কোনো দোষ নেই। শামায়েলের আলোচ্য হাদীসে এ অবস্থা উদ্দেশ্য। (খ) এক পায়ের হাঁটু খাড়া রেখে তার উপর অপর পা রেখে চিৎ হয়ে শোয়া। মুসলিম শরীফের হাদীসে এ অবস্থাকে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, সাধারণত তৎকালীন আরবরা লুঙ্গি পরিধান করত। আর লুঙ্গি পরে এভাবে শুলে সতর খুলে যাবার আশংকা থাকে। এ

কারণে আলেমগণ বলেন, পাজামা পরিহিত অবস্থায় এক পা খাড়া রেখে তার উপরে অপর পা রেখে চিৎ হয়ে শোয়াতে কোন দোষ নেই। নিষেধাজ্ঞার হাদীসটিকে মানসূখ বলা বা এভাবে শোয়াকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য খাস বা নির্দিষ্ট বলার কোন দলীল নেই।

২. এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, এ অনুচ্ছেদটি হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বসার ধারা বিবরণের, অথচ আলোচ্য হাদীসটিতে বসার কথা বলা হয় নাই। বরং শোয়ার কথা বলা হয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (র.)-এর জবাবে বলেছেন, মসজিদে শুয়ে থাকা যখন বৈধ, তখন মসজিদে বসে থাকাও নিশ্চিতভাবে বৈধ এ কথা বুঝানোর জন্য হাদীসটি এ অনুচ্ছেদে আনা হয়েছে। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, এখানে শিরোনামায় جلسة বা উপবেশন শব্দটি قيام বা দাঁড়ানোর মোকাবিলায় ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এর ব্যাপকতার মধ্যে উপবেশন ও শয়ন উভয়টিই শামিল রয়েছে। (جمع الوسائل : صـ ٢٢١)

أحوال الرواة

غير واحد : أى كثير من المشايخ هذا ليس من الإبهام المضر، لأن العمدة فى مثله إنما هى على المعين وفائدة التعرض للمبهم بيان عدم إنفراد المعين به.

عباد بن تميم : بفتح مهملة وتشديد موحدة الأنصارى المزنى، ثقة وقيل : أن له رواية.

عن عمه : أى عبد الله بن زيد بن عاصم أبو محمد صحابى شهير روى صفة الوضوء وغير ذلك ويقال هو الذى قتل مسيلمة الكذاب واستشهد بالحرة وروى عنه الستة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الصلوة باب الاستلقاء فى المسجد، صـ٦٨، كتاب اللباس باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى :صـ٨٨٢، وكتاب الاستيذان، باب الاستلقاء : صـ٩٣٠، وأبو داود فى الأدب باب فى الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى، والنسائى فى سننه كتاب المساجد، باب الاستلقاء فى المسجد.

* * *

حديث : ١٣٠- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُّ عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ، احْتَبَى بِيَدَيْهِ "

হাদীস : ১৩০. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই হাত দিয়ে দুই হাঁটু পেঁচিয়ে ধরে নিতম্বের উপর ভর করে মসজিদে বসতেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

احتباء ঃ নিতম্বের উপর ভর দিয়ে উরুদ্বয়কে পেটের সাথে লাগিয়ে দুই হাত দিয়ে উভয় পায়ের নলা পেঁচিয়ে ধরে বসাকে احتباء বলে। এ ধরনের বসা বিনয়ের পরিচায়ক।

তাশরীহ :

১. বসার এ নিয়মে বিনয়ের সাথে সাথে আরামও লাভ হয়। তাই বলা হয়- الإحتباء حيطان العرب। অর্থাৎ ইহতিবার নিয়মে বসা আরবদের দেয়াল। মাঠে-ময়দানে যেহেতু হেলান দেওয়ার কোন দেয়াল থাকে না। তাই সেখানে এটাই দেয়ালের কাজ দেয়। কখনো কখনো হাতের পরিবর্তে কাপড়ে পেঁচিয়ে ইহতিবা করা হয়। (جمع الوسائل : صـــ٢٢٢)

২. সুনানু আবি দাউদে বর্ণিত এ হাদীসে মসজিদে (فى المسجد) কথাটি নেই। কাজেই মসজিদ ছাড়া অন্যত্র বসার প্রতিও এটা প্রযোজ্য হবে। শামায়েলের কোন কোন নুসখায় (প্রতিলিপিতে) মসজিদ স্থলে মজলিস (المجلس) পাওয়া যায়। অর্থাৎ মজলিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহতিবার নিয়মে বসতেন। (جمع الوسائل، المواهب اللدنية)

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন ইহতিবার নিয়মে বসতেন, আবার অন্য নিয়মেও বসতেন।

جاء عن جابر بن سمرة أن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا صلى الفجر تربع فى مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء، رواه أبو داود بأسانيد صحيحة، كتاب الأدب، باب الرجل يجلس متربعا.

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজর নামাযান্তে সূর্য উদয় পর্যন্ত চার জানু হয়ে বসে থাকতেন।

বুঝা গেল, বিভিন্ন অবস্থায় এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নিয়মে বসতেন। সর্বদা ইহতিবার সূরতে বসতেন না।

জুমুআর দিন ইমাম খুতবা দিতে থাকাকালে 'ইহতিবার' নিয়মে বসতে নিষেধ করা হয়েছে।

قد نهى النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الإحتباء يوم الجمعة فى المسجد والإمام يخطب، أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الصلوة، باب الاحتباء والإمام يخطب.

জুমুআর দিন ইমাম খুতবা দিতে থাকাকালে ইহতিবার নিয়মে বসতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। -আবূ দাউদ, আস সুনান।

কারণ, এ ধরনের উপবেশন ঘুম টেনে আনে। কাজেই জুমুআর দিন ইমাম খুতবা দিতে থাকাকালে এভাবে না বসাই উত্তম।

أحوال الرواة

عبد الله بن إبراهيم المدنى : وفى نسخة المدينى متروك الحديث ونسبه ابن حبان إلى الوضع لكن أخرج حديثه أبو داود والترمذى.

إسحاق بن محمد الأنصارى : مجهول، أخرج حديثه أبو داؤد.

ربيح : مصغر ربح، براء فموحدة فمهملة.

ابن عبد الرحمن بن أبى سعيد : مقبول، أخرج حديثه أبو داود وابن ماجة، عن أبيه أى عبد الرحمن.

درجة الحديث : إسناده ضعيف جدا.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرج أبو داود فى سننه كتاب الأدب، باب فى جلوس الرجل رقم : ٤٨٣٦.

٢٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي تُكَأَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ خَمْسَةُ أَحَادِيثَ

অনুচ্ছেদ :: ২২

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেলান দেওয়ার বস্তু (বালিশ) সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

(ইমাম তিরমিযী (র.) এ অনুচ্ছেদে মোট পাঁচটি হাদীস উল্লেখ করেছেন)

শব্দবিশ্লেষণ :

تكأة بضم أوله بوزن اللمزة ঃ ت-র উপর পেশ। বালিশ ইত্যাদি যার উপর হেলান দেওয়া হয়। শব্দটি মূলত وكأة ছিল واو -কে ت দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য হেলান দেওয়ার জন্য তৈরী বস্তু। কাজে কোনো মানুষের উপর হেলান দিলে তাকে تكأة বলা হবে না।

ইমাম তিরমিযী (র.) পরবর্তী অনুচ্ছেদে اتكاء সম্পর্কিত হাদীস উল্লেখ করেছেন। اتكاء অর্থ হেলান দেওয়া। এখানে উদ্দেশ্য বালিশ ছাড়া অন্য কোন বস্তু। যেমন মানুষের উপর হেলান দেওয়া। এই দুই অনুচ্ছেদের প্রথম (تكأة) অনুচ্ছেদে বালিশ সম্পর্কিত হাদীস উল্লেখ করেছেন, আর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে মানুষের উপর হেলান দেওয়া সম্পর্কিত হাদীস উল্লেখ করেছেন।

আর বালিশ (تكأة)-এর আলোচনা আগে করেছেন। কারণ সাধারণত বালিশের উপরই হেলান দেওয়া হয়। (جمع الوسائل، شرح المناوى)

* * *

حديث : ١٣١- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : "رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ".

হাদীস : ১৩১. হযরত জাবির ইবনু সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর বাম পাশে রাখা একটি বালিশের উপর হেলান দেওয়া অবস্থায় দেখেছি।

শব্দবিশ্লেষণ :

وسادة بكسر الواو ঃ বালিশ, উপাধান, গদি।

حال كونها موضوعة على جانبه ঃ এটি তারকীবে حال হয়েছে। على يساره الأيسر।

তাশরীহ :

বালিশ ডান বা বাম যে কোন দিকে রাখা যায়। হাদীস শরীফে যে বাম দিকের কথা বলা হয়েছে তা بيان واقعة অর্থাৎ কেবল বিশেষ ঘটনার বিবরণ। তাছাড়া প্রসিদ্ধ বর্ণনাগুলিতে 'বাম দিকের' কথা নেই। এটি ইসহাক ইবনু মানসূরের تفرد-একার বর্ণনা। (جمع الوسائل، المواهب اللدنية)

أحوال الرواة

الدورى : بضم المهملة نسبة إلى محلة من بغداد أو قرية من قراها ولذا قيل له البغدادى أيضا، ثقة حافظ كان ابن معين إذا ذكره قال عباس الدورى صديقنا وصاحبنا، أخرج حديثه الأربعة.

درجة الحديث : سيأتى للمصنف أنه بين انفرد أسحاق بن منصور بهذه الزيادة أى على يساره ومن ثم قال فى جامعه حديث حسن غريب لكنه مع ذلك يحتج به.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه رقم : ٤١٤٣.

* * *

حديث : ١٣٢- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَلا أُحَدِّثُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ "قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ. قَالَ : "الإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ".قَالَ : وَجَلَسَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، قَالَ : "وَشَهَادَةُ

الزُّورِ، "أَوْ "قَوْلُ الزُّورِ "، قَالَ : فَمَا زَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا حَتّٰى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ.

হাদীস : ১৩২. আব্দুর রহমান ইবনু আবূ বাকরা (র.) থেকে তাঁর পিতা সাহাবী আবূ বাকরা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাদের নিকট বড় গোনাহগুলির মধ্যে সবচে বড়গুলি কি বলবো না? সাহাবীগণ বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন- ১. আল্লাহর সাথে শরীক করা, ২. পিতা-মাতার অবাধ্যাচরণ করা। বর্ণনাকারী সাহাবী আবূ বাকরা (রা.) বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। তারপর তিনি সোজা হয়ে বসেন এবং বলেন, ৩. আর মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া বা মিথ্যা কথা বলা। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথাটি বারবার বলতে থাকলেন, এমনকি আমরা মনে মনে আকাংখা করতে লাগলাম, আহ! তিনি যদি ক্ষ্যান্ত হতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

عقوق ঃ (ن) কাটা, কর্তন করা, অবাধ্য হওয়া, অমান্য করা, এখানে উদ্দেশ্য পিতা মাতার কষ্ট হয় এমন কোন কাজ করা।

الإشراك ঃ শরীক করা, অংশীদার সাব্যস্তকরণ। আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করা। এখানে উদ্দেশ্য কুফরী করা।

الزور ঃ মূল অর্থ تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته কোন বস্তুকে তার স্বাভাবিক গুণের বিপরীত গুণে অলংকৃত করা, ভাবার্থ মিথ্যা, অসত্য, জাল। (جمع الوسائل، المواهب اللدنية)

তাশরীহ :

ألا أحدثكم ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলবো না? أحدثكم এর স্থলে সহীহ বুখারীর ৩৬২ পৃ. ও ৮৮৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে أنبئكم এবং ৯২৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে أخبركم । এগুলির অর্থ একই।

আমি কি তোমাদেরকে জানাবো না? ইত্যাদি প্রশ্নবোধক বাক্যযোগে

শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। এ কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় জানাতে হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের প্রশ্ন যোগে বিষয়টি শুরু করতেন।

২. اكبر الكبائر ঃ কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ। এ হাদীসে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ বলে তিনটি কাজ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ তালিকা চূড়ান্ত নয়; বরং আরো কয়েকটি কাজকে বিভিন্ন হাদীসে 'সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন খাবারে শরীক হওয়ার আশংকায় নিজ সন্তানকে হত্যা করা। প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা ইত্যাদি।

ইসলামী শরীআতে গুনাহগুলোকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। (ক) সগীরাহ বা ছোট গুনাহ। এগুলো অজু, নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদত দ্বারা মাফ হয়ে যায়। (খ) কবীরাহ বা বড় গুনাহ। এগুলো তাওবাহ ছাড়া মাফ হয় না। হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা যদি নিজ অনুগ্রহে কাউকে ক্ষমা করে দেন, সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু আইনগত কথা এটাই যে, কবীরাহ গুনাহ তাওবাহ ছাড়া মাফ হয় না। শিরক তাওবাহ ছাড়া মাফ হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

কবীরাহ গুনাহ-এর সংজ্ঞা

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (র.) বলেন, সঠিক মতানুযায়ী গুনাহ দু'প্রকার। কবীরাহ ও সগীরাহ।

যে পাপ কাজের জন্য শরীআতে কোন শাস্তির (حد) বিধান রয়েছে, তা করা কবীরাহ গুনাহ। কেউ কেউ বলেন, যে গুনাহ সম্পর্কে কুরআন হাদীসে কঠোর হুমকি দেওয়া হয়েছে- যদিও শাস্তির কথা বলা হয়নি, সেটি কবীরাহ। হাফিয ইবনু হাজার (র.) বলেন, وهو الأصح এটিই বিশুদ্ধ মত। (جمع الوسائل : صـــ٢٢٤.)

আল্লামা বাজূরী (র.) বলেন, আলিমগণ কবীরাহ গুনাহের বিভিন্ন সংজ্ঞা রচনা করেছেন।

(ক) কেউ কেউ বলেন, যে পাপ কাজ সম্পর্কে কুরআন বা হাদীসে আল্লাহ তাআলার গযব বা লা'নত-যোগে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে- তা কবীরাহ গুনাহ।

কিন্তু এ সংজ্ঞাটি পূর্ণাঙ্গ (جامع) হয়নি। কেননা শূকরের মাংস খাওয়া নিশ্চিতভাবে কবীরাহ গুনাহ। অথচ এটি এ সংজ্ঞার আওতায় আসে না।

(খ) যে পাপ কাজের জন্য শরীআতে কোন শাস্তির (حد) বিধান রয়েছে- তা কবীরাহ গুনাহ।

এ সংজ্ঞাটিও পূর্ণাঙ্গ (جامع) নয়। কেননা, পিতা মাতার অবাধ্যাচরণ করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা- কবীরাহ গুনাহ। অথচ এগুলো এ সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না।

(গ) যে অপরাধ করলে দীন ইসলামের প্রতি ঐ কাজ সম্পাদনকারীর ঔদাসিন্য ও দীনদারীর ব্যাপারে ত্রুটি প্রকাশ পায়, সে কাজ কবীরাহ গুনাহ।

কিন্তু এ সংজ্ঞাটি নিরোধক (مانع) নয়। কেননা, এক লুকমা খাদ্য চুরি করা, মাপে এক দানা পরিমাণ বস্তু কম দেওয়া- ইত্যাদি ইতর সুলভ কাজগুলো এ সংজ্ঞার আওতায় পড়ে, অথচ এগুলো কবীরাহ গুনাহ নয়।

(ঘ) যে গুনাহ আদালত (عدالة) বিরোধী তা কবীরাহ গুনাহ। কিন্তু এ সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণসাপেক্ষ ও অস্পষ্ট। (المواهب اللدنية : صـــ١٠٨)

বিশুদ্ধমত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

কবীরাহ গুনাহের তালিকা

কবীরাহ গুনাহ কয়টি? এ বিষয়ে আলিমদের অনেক মত রয়েছে। কোন কোন আলিম কবীরাহ গুনাহের তালিকা প্রস্তুত করেছেন। হাফিয যাহাবী (র.) এ বিষয়ে স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন। তাতে তিনি চারশত কবীরাহ গুনাহ উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার মক্কীও এ বিষয়ে দু'খণ্ডের এক কিতাব রচনা করেছেন। তাতে তিনি নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, লেনদেন ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়ের কবীরাহ গুনাহ ভিন্ন ভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। সর্বমোট চারশত সাতষট্টিটি কবীরাহ গুনাহের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

মোল্লা আলী কারী (র.) শামায়েলের ভাষ্যগ্রন্থ جمع الوسائل -এ যে সকল প্রসিদ্ধ কবীরাহ গুনাহ উল্লেখ করেছেন সেগুলো নিম্নরূপ :

মানবহত্যা, যিনা-ব্যভিচার, সমকামিতা, মদ্য পান, চুরি করা, কারোর উপর

মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা, সত্য সাক্ষ্য গোপন করা, মিথ্যা কসম করা, কারো মাল জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেওয়া, উযর ব্যতীত যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা, সুদের লেনদেন করা, ইয়াতীমের মাল হরণ করা, ঘুষ লওয়া, পিতামাতার নাফরমানী করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে জাল হাদীস রচনা করা এবং বর্ণনা করা। রমযানের রোযা ভঙ্গ করা, মাপে কম দেওয়া, ফরয নামায সময়ের পূর্বে বা পরে আদায় করা, যাকাত আদায় না করা, কোন মুসলমান বা যিম্মীকে অন্যায়ভাবে প্রহার করা, সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনা করা, তাঁদেরকে মন্দ বলা, গীবত করা, বিশেষত কোন আলিম বা হাফেযে কুরআনের দোষ চর্চা করা, অত্যাচারীর কাছে কারো চোগলখোরী করা, দাইয়ূছ অর্থাৎ আপন স্ত্রী বা কন্যার সাথে কারো অবৈধ সম্পর্ককে সমর্থন করা, বেগানা নারী-পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা, শক্তি থাকা সত্ত্বেও ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ না করা, যাদু শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, যাদুর আমল করা, কুরআন পড়ে ভুলে যাওয়া, অপারগতা ছাড়া কোন প্রাণীকে আগুনে জ্বালানো, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া, আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে নির্ভীক হওয়া, স্বামীর নাফরমানী করা, কোন ওযর ছাড়া স্বামীর বাসনা পূরণের অস্বীকার করা, চোগলখোরী করা। (: جمع الوسائل صـــ٢٢٤)

এখানে যে সব কবীরাহ গুনাহের আলোচনা করা হয়েছে, এগুলোর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তাই আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত গুনাহসমূহকে সবচে বড় কবীরাহ গুনাহ আখ্যায়িত করা হয়েছে। উলামায়ে কিরাম লিখেছেন, ইসরার করার কারণে সগীরাহ গুনাহও কবীরায় পরিণত হয়। আর তওবার দ্বারা কবীরাহও মাফ হয়ে যায়। (خصائل نبوی)

৩. الإشراك بالله - এখানে শিরক বলে কুফর বুঝানো হয়েছে। আর শিরক কুফরের একটি প্রকার। শিরক হল, কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা, আর কুফর হল আল্লাহ তাআলাকে বা দীন ইসলামকে অস্বীকার করা। কুফর ও শিরক উভয়ই কবীরাহ গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় দু'টি গুনাহ।

৪. عقوق الوالدين - পিতা মাতার হুকুম অমান্য করা, পিতা-মাতার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা। যে কথায় বা কাজে তাঁদের মনে কষ্ট হয়, এরূপ কথা

বলা বা এরূপ কাজ করা। দাদা-দাদী এবং নানা-নানীও পিতামাতার অন্তর্ভুক্ত।

পিতা মাতা যদি শিরক করতে বা অপর কোন ইসলাম গর্হিত কাজ করতে আদেশ করেন, তাহলে সে আদেশ অমান্য করা কবীরাহ গুনাহ তো হবেই না; বরং এ ধরনের আদেশ অমান্য করাই ওয়াজিব। যে সকল কাজ মুবাহ সেগুলো পিতা-মাতা করতে আদেশ দিলে করা এবং করতে নিষেধ করলে না করা সন্তানের পক্ষে ওয়াজিব হবে এবং এর ব্যতিক্রম করা কবীরাহ গুনাহ হবে।

আর যে কাজ মুস্তাহাব বা ফরযে কিফায়াহ সে কাজ করতে পিতা-মাতা যদি নিষেধ করেন, সে ক্ষেত্রে পিতামাতার নিষেধাজ্ঞা মেনে চলা সন্তানের পক্ষে মুস্তাহাব বা উত্তম। (جمع الوسائل : صـــ٢٢٥)

৫. كان متكأ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ও মিথ্যা কথা বলার পাপের ভয়াবহতা প্রকাশ করার জন্য ঐ সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোজা হয়ে বসে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার কথা ও মিথ্যা বলার কথা বারবার উল্লেখ করতে থাকেন। প্রশ্ন হতে পারে, তবে কি মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কুফর ও শিরক অপেক্ষাও গুরুতর? জবাব হল, কুফর ও শিরক অপেক্ষা কোন কবীরাহ গুনাহই গুরুতর নয়। কারণ, কুফর ও শিরকের গুনাহ তাওবা ছাড়া কোনক্রমেই ক্ষমা করা হয় না; পক্ষান্তরে অপর যে কোন কবিরা গুনাহ আল্লাহ তাআলা যাকে চান নিজ রহমতে মাফ করে দিতে পারেন। তবে শিরকের তুলনায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এ দিক থেকে গুরুতর যে, শিরক কেবল শিরককারীকে ধ্বংস করে। আর মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা বহু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া সাধারণত মুসলমানগণ শিরকের ভয়াবহতা জানে এবং মানে। কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য সম্পর্কে অনেকে উদাসীন। তাই মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার পাপের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে মিথ্যা বলার কথা বারবার উল্লেখ করতে থাকেন।

৬. شهادة الزور أو قول الزور- অর্থাৎ বর্ণনাকারীর সন্দেহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন্ বাক্যটি বলেছেন, 'মিথ্যা সাক্ষ্য' দেওয়া না 'মিথ্যা কথা' বলা। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, এখানে 'أو' টি تنويع

তথা প্রকার বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে 'شك' বা সন্দেহের জন্য নয়। বুখারী শরীফের ৮৮৪ পৃ. বর্ণিত হাদীসে সন্দেহ ছাড়া উভয় কথাই 'এবং' শব্দযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور مرتين فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر.

৭. حتى قلنا ليته سكت ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ কথাগুলো বারবার বলতে থাকায় তাঁর যে পরিশ্রম ও কষ্ট হচ্ছিল তা দেখে সাহাবীগণ কামনা করতে থাকেন- তিনি যদি ঐ কথা বলা বন্ধ করতেন তাহলে ভাল হতো।

এরূপ কামনা করা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সাহাবীদের গভীর ভালবাসারই পরিচায়ক।

أحوال الرواة

عبد الرحمن بن أبي بكرة : بفتح الكاف وسكونها وهو أول مولود ولد فى الإسلام فى بصرة فهو بصرى تابعى روى عنه الشيخان وغيرهما.

عن أبيه : أبي بكرة نفيع بن الحارث صحابي مشهور بكنيته نزل من الطائف حين نادى المسلمون من نزل من الحصار فهو حر من البكرة فسمى بها اسمه نفيع بضم النون وفتح الفاء.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، كتاب الإستيذان، باب من اتكأ بين يدى أصحابه الخ. كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم الخ. وفى كتاب الشهادات باب ما قيل فى شهادة الزور الخ. وأخرجه المصنف فى جامعه أبواب البر والصلة، باب ما جاء فى عقوق الوالدين.

* * *

حديث : ١٣٣- عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَمَّا أَنَا، فَلا آكُلُ مُتَّكِئًا "

হাদীস : ১৩৩. হযরত আবূ জুহাইফাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অবশ্যি আমি কখনো (কিছুর উপর) ঠেস দেয়া অবস্থায় আহার করি না।

শব্দবিশ্লেষণ :

أما ঃ ميم এর تشديد এর সাথে। এ অক্ষরটি ইজমালের তাফসীরের জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে শুধু তাকীদের জন্য এসেছে।

তাশরীহ :

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেলান দিয়ে বা কোন কিছুতে ঠেস দিয়ে বসে আহার করতেন না। কেননা, এভাবে আহার করা অহংকারী এবং পেটুকের কাজ। বসতে সক্ষম ব্যক্তির পক্ষে শোওয়া অবস্থায় আহার গ্রহণ করা আরো বেশি গর্হিত কাজ। হ্যাঁ, প্রধান আহার গ্রহণের পর দু' একটি ফল ইত্যাদি শুয়ে শুয়ে খেতে কোন দোষ নেই।
'আমি হেলান দিয়ে আহার করি না' এ কথাটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ জন্যে বলেছেন, যেন মানুষ তাঁর অনুসরণ করে। (جمع الوسائل : صـ٢٢٧-٢٢٨، المواهب اللدنية : صـ١١٠.)

২. উলামায়ে কিরাম হেলান দিয়ে বসে আহার করার চারটি অবস্থা লিখেছেন। ১. ডান দিকে বা বাম দিকে কোন বস্তুর উপর হেলান দেয়া। ২. হাত দিয়ে যমীনের উপর ভর করে বসা, ৩. চার জানু হয়ে বসা, ৪. দেয়াল বালিশ ইত্যাদির সাথে কোমর ঠেকিয়ে বসা। এ সব সূরতই কম বেশি তারতম্যের সাথে হেলান দেয়ার অন্তর্ভুক্ত। (زاد المعاد،جـ١، صـ١٤٣، جمع الوسائل : صـ٢٢٨)

খেতে বসার সুন্নত তরীকা

একজন বিনয়ী অক্ষম বান্দার ন্যায় খেতে বসা। সামনের দিকে ঝুঁকে বসা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد.

أخرجه ابن حبان من حديث عائشة، بإحالة تكملة فتح الملهم، كتاب الأطعمة.

আমি একজন গোলামের মত আহার করি এবং একজন গোলামের মত বসি।

সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা.)-এর জবানী বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

رأيت النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقعيا يأكل تمرا.

كتاب الأطعمة، باب استحباب تواضع الأكل وصفة قعوده : صـ١٨٠.

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দু' পায়ের নলা খাড়া রেখে নিতম্বের উপর বসে খেজুর খেতে দেখেছি। (مرقاة : جـ٨، صـ١٧٢)

সুনানু ইবনে মাজার একটি হাদীসে আব্দুর রহমান ইবনু বুসর (রা.) বলেন,

أهديت للنبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شاة فجثى رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ركبتيه يأكل فقال أعرابى ما هذه الجلسة؟ فقال إن الله جعلنى عبدا كريما ولم يجعلنى جبارا عنيدا، أبواب الأطعمة، باب الأكل متكأ صـ٢٤٢.

একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বকরীর পাক করা কিছু গোশত হাদিয়া দেয়া হলে তিনি হাঁটু গেড়ে (আত্তাহিয়াতুতে বসার সূরতে) বসে তা খেতে থাকেন। তখন একজন বেদুঈন বলে উঠল, এটা আবার কি রকম বসা! (অর্থাৎ সাধারণ মামুলী লোকে এভাবে বসে খায়) তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে একজন সম্মানিত গোলাম বানিয়েছেন। আমাকে অহংকারী লোক করেন নাই। (কাজেই গোলামের পক্ষে যেভাবে বসে আহার করা উচিৎ আমি সেভাবে বসে আহার করি)।

এ হাদীসে বর্ণিত جثى শব্দের অর্থ হাঁটুর উপর বসা। হাঁটুর উপর বসার দু' সূরত হতে পারে।

১. হাঁটু গেড়ে আত্তাহিয়্যাতুর সূরতে বসা।

২. দু' পদতলের উপর ভর দিয়ে হাঁটু খাড়া রেখে বসা। সুতরাং এ হাদীস থেকে আহারকালে বসার দুটি মুস্তাহাব তরীকা প্রমাণিত হয়। উলামায়ে কিরাম আরো একটি তরীকা লিখেছেন।

৩. বাম পা মাটিতে বিছিয়ে ডান হাঁটু খাড়া রেখে বসা।

تكملة : جـ٤، كتاب الأشربة، تحفة الأحوذى جـ٥، كتاب الأطعمة.

৪. আহারকালে হেলান দিয়ে বসার হুকুম

হযরত মাওলানা মুফতী তাকী উসমানী লেখেন,

فيحصل بمجموع هذا أن الأكل متكأ إن كان للتكبر فهو ممنوع مطلقا وإن كان لعذر فهو جائز بدون كراهة وإن كان للارتياح والتمكن من استكثار الطعام فهو خلاف الأولى أما الجلوس متربعا بدون إسناد الظهر إلى ما خلفه أو الميلان على أحد الشقين فالظاهر أنه جائز بدون كراهة لعدم ما يدل على كراهته أما ذكره الخطّابي من إدخاله فى الإتّكاء فلم أره عند غيره ولئن صح فإنه يمكن أن يكون هذا من خصائص النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

تكملة فتح الملهم : جـ٤، صـ٣١، كتاب الأطعمة، باب استحباب تواضع الأكل، وصفته قعوده.

অর্থাৎ, মোটকথা হেলান দিয়ে খাওয়া যদি অহংকারের কারণে হয়, তাহলে সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। ওযরের কারণে হলে জায়েয। আরাম করে বসা বা বেশি খাওয়ার উদ্দেশ্যে হলে অনুত্তম। কোনো কিছুর সাথে হেলান বা ডানে বামে ভর না দিয়ে শুধু চারজানু হয়ে আসন পেতে বসে খাওয়া জায়েয। কারণ, মাকরূহ হওয়ার কোন দলীল নেই।

أحوال الرواة

أبو جحيفة : بالتصغير واسْمه وهب بن عبد الله صحابي.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى كتاب الأطعمة، باب الأكل متكأ رقم : ٥٣٩٨، ٥٣٩٩، وابو داود برقم : ٣٧٦٩، كتاب الأطعمة باب فى الأكل متكأ، وابن ماجة برقم : ٣٢٦٢، كتاب الأطعمة، باب الأكل متكأ، وأخرجه المصنف فى جامعه، كتاب الأطعمة، باب ما جاء فى كراهية الأكل متكأ.

* * *

حديث : ١٣٤- عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لا آكُلُ مُتَّكِئًا "

হাদীস : ১৩৪. আবূ জুহাইফা (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি হেলান দেয়া অবস্থায় আহার করি না।

তাশরীহ :

এ হাদীসের সাথে তরজমাতুল বাব (শিরোনামের)-এর সম্পর্ক হল, হাদীস থেকে বুঝা যায়, আহার ছাড়া অন্য সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেলান দিয়ে বসতেন।

ومن أخرج هذا الحديث : سبق تخريجه.

* * *

حديث : ١٣٥- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ "، قَالَ أَبُو عِيسَى : "لَمْ يَذْكُرْ وَكِيعٌ عَلَى يَسَارِهِ وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ نَحْوَ رِوَايَةِ وَكِيعٍ، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى فِيهِ عَلَى يَسَارِهِ، إِلا مَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ.

হাদীস : ১৩৫. জাবির ইবনু সামুরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি বালিশের উপর ঠেস দেয়া অবস্থায় দেখেছি।

তাশরীহ :

এ অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীস এবং আলোচ্য হাদীস প্রায় এক। শুধু তফাৎ হল, প্রথমটিতে عَلى يَسَارِه বেশি রয়েছে। উভয় হাদীস আদতে একটিই হাদীস। সনদের তৃতীয় স্তরের 'ইসরাঈল' এর শিষ্যদের মধ্যে কেবল মাত্র 'ইসহাক' এর বর্ণনায় على يساره কথাটি বেশি রয়েছে। ইসহাক ছাড়া ইসরাঈলের অপর কোনও শিষ্যের রিওয়ায়েতে এই অংশটি নেই। কাজেই ইলমুল হাদীসের পরিভাষায় على يساره- এ অতিরিক্ত কথাটি غريب। এ অংশটুকু বর্ণনার ক্ষেত্রে ইসহাক متفرد। আল্লামা বাজূরী (র.) বলেন, এই সনদটি ইসহাক এর সনদের পরপর উল্লেখ করলে ভাল হত। (المواهب اللدنية)

যাই হোক, প্রথম হাদীসে على يساره বাক্যটি قيد اتفاقى। মজলিস প্রধানের পক্ষে যেভাবে হেলান দেয়া সুবিধাজনক, সেভাবে হেলান দিয়ে বসতে কোন দোষ নেই।

٢٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ اتِّكَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَفِيهِ حَدِيثَانِ

অনুচ্ছেদ :: ২৩

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বালিশ ছাড়া অন্য কিছুতে হেলান দেয়া সম্পর্কে

তাশরীহ :

পূর্বে অনুচ্ছেদের শিরোনাম এবং এ অনুচ্ছেদের শিরোনাম- একই মূল হতে উদ্ভুত হলেও উভয়ের অর্থ এক নয়। পূর্ব অনুচ্ছেদের শিরোনাম হল 'تكأة' অর্থাৎ, হেলান দেয়ার বস্তু। আর এ অনুচ্ছেদের শিরোনাম হল 'اتكاء' অর্থাৎ হেলান দেয়া। পার্থক্য হল একটি মুশতাক এবং দ্বিতীয়টি মাসদার।

হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (র.) বলেন, পূর্ব অনুচ্ছেদে বালিশের আলোচনা উদ্দেশ্য ছিল। আর এ অনুচ্ছেদে বালিশ ছাড়া মানুষ ইত্যাদি অন্য কিছুর উপর হেলান দেয়া, প্রয়োজনে মানুষের গায়ে হেলান দেয়ার বৈধতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। (حاشية خصائل نبوى)

* * *

حديث : ١٣٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ شَاكِيًا، فَخَرَجَ يَتَوَكَّأُ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قِطْرِيٌّ، قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ فَصَلَّى بِهِمْ ".

হাদীস : ১৩৬. হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ ছিলেন। তাই তিনি উসামা (রা.)-এর উপর ভর করে ঘর থেকে বের হলেন। তখন তাঁর গায়ে একখানা ইয়ামনী নকশাদার চাদর ছিল। তিনি সেটি গায়ে জড়িয়ে রেখেছিলেন। তারপর তিনি সাহাবীদেরকে নামায পড়ান।

শব্দবিশ্লেষণ :

شاكيا ঃ مريضا-অসুস্থ। شكوى এবং شكاية থেকে উদ্ভূত অর্থ রোগ, ব্যাধি। كما فى النهاية

(تَوَكُّؤً) يَتَوَكَّأُ- ভর দেওয়া, ঠেস দেওয়া, হেলান দেওয়া।

তাশরীহ :

এ হাদীসটি পোশাক অনুচ্ছেদের ৬০ নং হাদীসের অনুরূপ। সেখানে আলোচনা করা হয়েছে।

* * *

حديث : ١٣٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَفَّافُ الْحَلَبِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، وَعَلَى رَأْسِهِ عِصَابَةٌ صَفْرَاءُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ : "يَا فَضْلُ "قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ، قَالَ : "اشْدُدْ بِهٰذِهِ الْعِصَابَةِ رَأْسِي "قَالَ : فَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَعَدَ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ فِي الْمَسْجِدِ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ.

হাদীস : ১৩৭. ফযল ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে রোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত হয়- সে রোগকালে আমি একদিন তাঁর নিকট গেলাম। তখন তাঁর মাথায় একটি হলুদ বর্ণের পট্টি বাঁধা ছিল। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বলেন, হে ফাযল! আমি বললাম, ইয়া রাসূলুলাল্লাহ! আমি হাযির! তিনি বলেন, এ পট্টি দ্বারা আমার মাথা শক্ত করে বেঁধে দাও। ফায্‌ল (রা.) বলেন, আমি তাই করলাম। তারপর তিনি (শোয়া হতে উঠে) বসেন এবং তাঁর একখানা হাত আমার কাঁধের উপর রেখে দাঁড়ান। অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করেন। এ হাদীসের সহিত একটি ঘটনা জড়িত রয়েছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

عصابة ঃ পট্টি, মস্তকবন্ধনী, পাগড়ি।

أشدد (ن)- বাঁধা, শক্ত করা।

صفراء- হলুদ।

তাশরীহ :

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যথার কারণে মাথায় পট্টি বেঁধে রেখে ছিলেন। কোন কোন আলেম عصابة এর তরজমা পাগড়ি করেছেন। এ হাদীস দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হলুদ পাগড়ি পরিধান করা প্রমাণ করেছেন। আবার কতিপয় আলেম বলেছেন, সম্ভবত এর আসল রং হলুদ নয়; বরং অসুস্থ অবস্থায় তেল, ঘাম বা ঔষধ ব্যবহারের কারণে এর রং হলুদ হয়ে গিয়েছিল। মোল্লা আলী কারী বলেন, এখানে প্রথম অর্থ গ্রহণ করা অনেকটা নির্ধারিত। (جمع الوسائل : صـــ ٢٣٠)

২. وفى الحديث قصة- ইমাম তিরমিযী (র.) যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, সে ঘটনাটি হল, ফাযল ইবনু আব্বাস বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে দেখি, তাঁর গায়ে ভীষণ জ্বর। তিনি মাথায় পট্টি বেঁধে রেখেছেন। হুযুর বলেন, হে ফাযল! আমার হাত ধর। আমি হাত ধরলাম। এমতাবস্থায় তিনি মসজিদে তাশরীফ নিয়ে মিম্বরে আরোহন করেন এবং বলেন, লোকজনকে উচ্চ স্বরে ডাকতে থাক। ফাযল বলেন, চিৎকার করে লোকদেরকে ডাকলে তারা সমবেত হল। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনার পর বলেন, তোমাদের কাছ থেকে আমার বিদায়ের সময় আসন্ন। অতএব, আমি যদি কারো পিঠে আঘাত করে থাকি, তবে এই আমার পিঠ বিদ্যমান। সে যেন প্রতিশোধ নিয়ে নেয়। আমি যার মান সম্মানে আঘাত করেছি, যে যেন আমার মান সম্মান থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে নেয়। আমার কাছে কারো মাল পাওনা থাকলে, সে যেন তার বদলা নিয়ে নেয়। দেখ কেউ যেন এ কথা না বলে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হতে বিদ্বেষের ভয় করি (তাই প্রতিশোধ গ্রহণ করার সাহস হচ্ছে না)। বিদ্বেষ পোষণ করা আমার প্রকৃতিতে নেই এবং আমার জন্য সাজেও না। তোমাদের মধ্যে

আমার নিকট প্রিয়তম সে ব্যক্তি, যে আমার কাছ থেকে তার পাওনা আদায় করে নিবে বা আমাকে মুক্ত করে দিবে। যাতে আমি প্রশান্ত চিত্তে আল্লাহ তাআলার সহিত সাক্ষাত করতে পারি। এ একবার মাত্র ঘোষণাকে আমি আমার পক্ষ থেকে যথেষ্ট মনে করি না। কাজেই আমি বারবার তোমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে এ ঘোষণা করব।

ফাযল (রা.) বলেন, অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বার থেকে নেমে আসেন। যোহরের নামাযের পর আবার মিম্বারে আরোহন করেন এবং ঐ ঘোষণা দেন। আরো বলেন, কারো যিম্মায় কোন হক থাকলে সে যেন তা আদায় করে দেয়। সে যেন মনে না করে, এতে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে (কাজে প্রকাশ করবো না)। আখিরাতের লাঞ্ছনার সামনে দুনিয়ার লাঞ্ছনা খুবই নগণ্য।

এসময়ে একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, আপনার নিকট আমার তিন দিরহাম পাওনা আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার স্বভাব হল আমি কোন দাবীদারকে মিথ্যাবাদী বলি না, কসমও করতে বলি না। তবে শুধু এতটুকু জানতে চাই কিভাবে আমার নিকট তোমার তিন দিরহাম পাওনা হল- তা বল। সে বলল, একদিন এক মিসকীন আপনার নিকট আসলে আপনি আমাকে বলেছিলেন, একে তিনটি দিরহাম দিয়ে দাও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাযলকে বললেন, এর তিন দিরহাম পরিশোধ করে দাও।

এরপর আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমার নিকট সরকারী তহবিলের তিন দিরহাম রয়েছে। আল্লাহর পথে গণীমতের মাল হতে তা আমি আত্মসাৎ করেছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি আত্মসাৎ করেছিলে কেন? লোকটি বলল, তখন আমি ঐ পরিমাণ মালের মুখাপেক্ষী ছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ফাযল দিরহামগুলো গ্রহণ কর।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন, তোমাদের কেউ যদি তার নিজ সম্বন্ধে কোন কিছুর আশংকা কর, তবে সে দাঁড়িয়ে তা বলুক। আমি তার জন্য দুআ করব। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া

রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, আমি, ঘোর মিথ্যাবাদী, আমি নিঃসন্দেহে একজন মুনাফিকও বটে এবং আমার ঘুম খুব বেশি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য দুআ করলেন, হে আল্লাহ, তুমি একে সত্যবাদিতা দান কর, পূর্ণ ঈমান দান কর এবং সে যখন চায় তখনই তার থেকে ঘুম দূর করে দাও। তারপর আরো এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয় আমি অত্যন্ত মিথ্যাবাদী, নিশ্চয় আমি মুনাফিক এবং এমন কোন বদ কাজ নেই যা আমি করিনি।

তখন উমার (রা.) তাকে বললেন, তুমি নিজেকে লাঞ্ছিত করলে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, উমার থামো। আখিরাতের লাঞ্ছনার তুলনায় দুনিয়ার লাঞ্ছনা খুবই হালকা ও সহজ সহনীয়। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি এ ব্যক্তিকে সত্যবাদিতা দান কর, পূর্ণ ঈমান দান কর, তার অবস্থা আরো ভাল করে দাও।

এরপর হযরত উমার (রা.) লোকদিগকে কিছু বললেন, তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, উমার আমার সঙ্গে, আমি তার সঙ্গে। আমার পরে হক উমারের সাথে থাকবে- সে যেখানে থাকুক না কেন।

আরেক বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ভীরু এবং আমার ঘুম বেশি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য দুআ করলেন। ফাযল (রা.) বলেন, এরপর আমরা তাকে সবচেয়ে বীরপুরুষ এবং স্বল্প নিদ্রাগ্রহণকারী পেয়েছি। অতপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করেন। সেখানেও মহিলাদের মাঝে অনুরূপ বক্তব্য রাখলেন। (মাজমাউয যাওয়াইদ।)

أخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد كتاب علامات النبوة رقم : ١٤٢٥٢، جـ٨، صـ٤٢٨، وقال الهيثمى فى أخره رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وأبو يعلى بنحوه وفى إسناده أبى يعلى عطاء بن مسلم وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة وبقية رجال أبى يعلى ثقات وفى إسناد الطبرانى من لم أعرفهم، أخرجه الطبرانى فى الأوسط برقم :

٢٦٢٩، وقال : لا يروى هذا الحديث عن الفضل إلاّ بهذا الإسناد تفرديه الحارث بن عبد الملك،

أحوال الرواة

عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي : كوفى، نزل حلب. الخفاف بالتشديد وهو صانع الخف أو بائعه، ضعفه أبو داود وقال أبو حاتم لا يحتج به، مات سنة تسعين ومأة، من التاسعة، خرج له النسائى وابن ماجة.

جعفر بن برقان : بموحدة مضمومة كعثمان قال ابن معين ثقة، ليس فى الزهرى بذاك، مات سنة أربع وخمسين ومأة.

عطاء بن أبي رباح : كسحاب وهو أبو محمد القرشى مولاهم، المكى أحد الأعلام، تابعى جليل سمع العبادلة الأربعة وعائشة وعنه أبو حنيفة والليث، وأمم، ومات سنة أربع عشرة ومأة وقيل : خمسة عشر ومأة وله ثمان وثمانون سنة.

درجة الحديث : إسناده ضعيف.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف.

٢٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَكْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ سِتَّةُ أَحَادِيثَ

অনুচ্ছেদ :: ২৪
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহারের বিবরণ সম্বলিত হাদীসসমূহ

حديث : ١٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ ثَلاثًا"

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَرَوَى غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ هَذَا الْحَدِيثَ، قَالَ : يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ.

হাদীস : ১৩৮. হযরত কা'ব ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (খাওয়ার শেষে) আঙ্গুলগুলো তিনবার চাটতেন।

ইমাম তিরমিযী (রা.) বলেন, মুহাম্মদ ইবনু বাশশার ছাড়াও অন্য রাবী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আঙ্গুল তিনটি চেটে নিতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

لعق (س)- চাটা, লেহন করা।

তাশরীহ :

এ অনুচ্ছেদে ইমাম তিরমিযী (র.) আহার শেষে আঙ্গুল চাটা সম্পর্কে হযরত কা'ব এর হাদীস তিন সনদে এবং হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস এক সনদে বর্ণনা করেছেন। হযরত কা'ব বর্ণিত আলোচ্য হাদীসের প্রথম সনদে তিনবার করে আঙ্গুল চাটার কথা বলা হয়েছে। এবং দ্বিতীয় সনদে তিনটি আঙ্গুল চাটার কথা বলা হয়েছে।

উভয় সনদের পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্য এ দাঁড়ায় যে, যে খাদ্য খেতে গিয়ে কিছু অংশ আঙ্গুলে লেগে থাকে- এমন খাদ্য খাওয়ার পর হাত ধোয়ার

আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ডান হাতের তিনটি আঙ্গুলের প্রত্যেকটি তিনবার করে চেটে খেতেন। এ জন্য কিছু সংখ্যক হাদীস ভাষ্যকারের মতে আঙ্গুল চেটে খাওয়া এক সুন্নত। আর প্রত্যেক আঙ্গুলকে তিনবার করে চেটে খাওয়া আলাদা সুন্নত।

আবার অন্য কতিপয় ভাষ্যকার বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক আঙ্গুল তিনবার করে চেটে খাননি; বরং তিনি আঙ্গুল চেটে খেয়েছেন। তাঁরা বলেন, স্বয়ং কা'ব ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে (যা ইমাম তিরমিযী (র.) পরবর্তীতে বর্ণনা করেছেন) তিনি বলেন, كان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন আঙ্গুল দ্বারা আহার করতেন। এবং আঙ্গুলগুলো চেটে খেতেন। কাজেই এ দ্বিতীয় বর্ণনাটিকে প্রথম বর্ণনার তাফসীর বলা হবে।

আল্লামা মীরাক শাহ كان يلعق أصابعه ثلاثا এর ব্যাখ্যায় বলেন, বাক্যটি আসলে হবে ثلاثا من الأصابع অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর তিন আঙ্গুল চেটে খেতেন। মোল্লা আলী কারী (র.) এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, হযরত কা'ব (রা.) বর্ণিত এ হাদীসের অধিকাংশ طرق-এ তিন আঙ্গুল চেটে খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। (جمع الوسائل : صـــ٢٣٢)

أحوال الرواة

سفيان : أى ابن عيينة.

سعد : بفتح فسكون وفى نسخة سعيد وهو سهو قاله ميرك.

ابن لكعب : قال ميرك الصحيح أنه عبد الله بن كعب وجاء فى بعض الروايات بالشك عبد الله أو عبد الرحمن وهما ثقتان، من كبار التابعين ويقال لعبد الله رؤية ومات سنة سبع أو ثمان وتسعين ويقال ولد عبد الرحمن فى عهد النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومات فى خلافة سليمان بن عبد الملك.

عن أبيه : أى كعب بن مالك بن أبى كعب الأنصارى السلمى بفتح السين المدنى صحابى مشهور وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا، مات فى خلافة على رضى الله عنه.

درجة الحديث : قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث الخ. لعل غرض المصنف بيان أن لفظ يلعق أصابعه الثلث محفوظ دون أصابعه ثلثا ولذا أيده برواية أنس الآتية وسياتى رواية غير ابن بشار قريبا. قال القارى الظاهر ما قاله ميرك من أن التقدير ثلثا من الأصابع ليوافق رواية أصابعه الثلث ومن جعله قيدا ليلعق وزعم أن معناه كل واحدة من أصابعه ثلث مرات فقد أبعد من المرام فإنه لم يأت التصريح فى رواية أنه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعق أصابعه ثلث مرات ووقع التصريح بلعق أصابعه الثلث فى كثير من الطريق.

(جمع الوسائل : صـــ٢٣٢، حاشيه خصائل نبوى : صـــ ٨٢.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الأطعمة باب استحباب لعق الأصابع والقصعة الخ. وأبو داود فى الأطعمة باب فى المنديل رقم : ٣٨٤٧.

* * *

حديث : ١٣٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ ".

হাদীস : ১৩৯. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন খাদ্য আহার করতেন, তখন (আহার শেষে) তিনি তাঁর তিনটি আঙ্গুল চেটে নিতেন।

তাশরীহ :

আঙ্গুল চেটে খাওয়ার তরীকা

১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত আহার কালে তিনটি আঙ্গুল ব্যবহার করতেন এবং আহার শেষে সেগুলো চেটে খেতেন। আঙ্গুল তিনটি হল বৃদ্ধা, তর্জনী ও মধ্যমা। হযরত কা'ব ইবনু উজরা (রা.) বলেন,

رأيت رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأكل بأصابعه الثلاث : بالإبهام والتى تليها والوسطى، ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها ويلعق الوسطى ثم التى تليها ثم الإبهام.

أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط رقم : ١٦٤٩، والهيثمى فى مجمع الزوائد رقم : ٧٩٤١، كتاب الأطعمة باب لعق الصفحة والأصابع وقال فيه الحسين بن إبراهيم الأذنى ومحمد بن كعب بن عجرة ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات.

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বৃদ্ধা, তর্জনী ও মধ্যমা এ আঙ্গুলত্রয় দ্বারা আহার করতে দেখেছি। আরো দেখেছি, তিনি ধোয়ার আগে তিন আঙ্গুল চেটে খেয়েছেন। প্রথমত মধ্যমা অতপর তর্জনী অতপর বৃদ্ধা আঙ্গুল চেটেছেন।

عن كعب بن مالك أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها.

أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الأطعمة باب استحباب لعق الأصابع الخ.

অর্থাৎ হযরত কা'ব ইবনু মালিক (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন আঙ্গুল দ্বারা আহার করতেন এবং খানা শেষে আঙ্গুল চেটে খেতেন। (মুসলিম)

আঙ্গুল চেটে খাওয়ার এ নিয়মের হেকমত হল, এভাবে লেহন কর্মটা ডান দিকে অগ্রসর হয়। কেননা, মধ্যমার ডানে তর্জনী, তার ডানে বৃদ্ধা। দ্বিতীয়ত মধ্যমা, দীর্ঘ হওয়ার দরুন এতে খাবারের অংশ বেশি লেগে থাকে। তাই এটা প্রথমে চেটে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

আঙ্গুল চেটে খাওয়া মুস্তাহাব

২. হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন নিজে আঙ্গুল চেটে পরিষ্কার করে খেতেন। তেমনি তিনি তাঁর উম্মতকেও আঙ্গুল চেটে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন।

عن أبى هريرة عن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، فإنه لا يدرى فى أيتهن البركة.

أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الأطعمة باب استحباب لعق الأصابع الخ.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন আহার করে, সে যেন আহার শেষে আঙ্গুলগুলো চেটে খায়। কারণ, সে জানে না খাদ্যের কোন অংশে বরকত রয়েছে। (সহীহ মুসলিম)

عن جابر أن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون فى أيه البركة.

أخرجه مسلم فى الأطعمة، باب استحباب لعق الأصابع الخ.

হযরত জাবির (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঙ্গুলগুলো এবং বাসন চেটে খেতে আদেশ করেন এবং বলেন, তোমরা জান না খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত রয়েছে। (সহীহ মুসলিম)
কাজেই সবার জন্যে আঙ্গুল চেটে খাওয়া মুস্তাহাব।

أحوال الرواة

الخلال : بفتح الخاء وتشديد اللام سمى بذلك لكونه يضع الخل أو نحو ذلك.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الأطعمة باب استحباب لعق الأصابع الخ.

* * *

حديث : ١٤٠- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ يَعْنِي الْحَضْرَمِيَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَمَّا أَنَا فَلا آكُلُ مُتَّكِئًا ".

হাদীস : ১৪০. হযরত আবূ জুহাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি কখনো হেলান দেয়া অবস্থায় আহার করি না।

তাশরীহ :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো ঠেস দেওয়া অবস্থায় আহার করতেন না। তবে ইবনু আবি শায়বা মুজাহিদ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে,

قال : ما أكل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متكأ قط إلاّ مرة قال : اللهم إنى عبدك ورسولك، كتاب الأطعمة : من كان يأكل متكأ رقم : ٢٥٠٠٤.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার হেলান দেওয়া অবস্থায় আহার করেছেন।
সম্ভবত এতে জায়েয বুঝানো উদ্দেশ্য ছিল বা এটা নিষেধ করার পূর্বের ঘটনা। (المواهب اللدنية)

أحوال الرواة

الصدائى : نسبة لصداء بضم أوله ومهملات، قبيلة، صدوق، ثقة، من الأولياء، مات سنة ثمانية وأربعين ومائتين، خرج له أبو داود والنسائى والمؤلف.

الحضرمى : نسبة لحضرموت قبيلة باليمن وهو مولاهم مقرى البصرة ثقة، خرج له الجماعة إلاّ البخارى.

ومن أخرج هذا الحديث : سبق تخريجه رقم : ١٣٣.

* * *

حديث : ١٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ نَحْوَهُ.

درجة الحديث : قوله نحوه أى نحو هذا الحديث لكن الحديث فى هذا الطريق مرسل لأنه أسقط منه الصحابى.

ومن أخرج هذا الحديث : سبق تخريجه رقم : ١٣٣.

* * *

حديث : ١٤٢- عَنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاثِ وَيَلْعَقُهُنَّ ".

হাদীস : ১৪২. হযরত কা'ব ইবনু মালিক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর তিন আঙ্গুলের সাহায্যে আহার করতেন এবং সেগুলো চেটে খেতেন।

তাশরীহ :

তিন আঙ্গুলের সাহায্যে আহার করা মুস্তাহাব

১. এ অনুচ্ছেদের প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীসের মর্ম এবং এ হাদীসের মর্ম প্রায় এক। তবে এখানে একটি বেশি কথা বলা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন আঙ্গুল দিয়ে খেতেন। আর পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, এ তিন আঙ্গুল ছিল মধ্যমা, তর্জনী ও বৃদ্ধা। সুতরাং এ

তিন আঙ্গুল দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করা সুন্নত। তিন আঙ্গুল ব্যবহারের হেকমত হল এতে লোকমা ছোট হয়, ফলে খাবারও কম খাওয়া হয়।

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, পাঁচ আঙ্গুল দ্বারা আহার করা লোভীদের কাজ। তা ছাড়া লোকমা বড় হওয়ার কারণে পাকস্থলীর মুখে চাপ পড়ে আবার গলায় আটকে যাওয়ারও আশংকা থাকে।

(جمع الوسائل : صـ٢٣٥-٢٣٦، خصائل نبوى : صـ٨٢.)

২. আহারকালে চার বা পাঁচ আঙ্গুল ব্যবহার করা জায়েয

অধিকাংশ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত আহারকালে তিন আঙ্গুল ব্যবহার করতেন। তাই উলামায়ে কিরাম বলেছেন, তিন আঙ্গুলের সাহায্যে আহার করা মুস্তাহাব। বিনা প্রয়োজনে চতুর্থ ও পঞ্চম আঙ্গুল ব্যবহার না করা ভাল। হ্যাঁ, যদি প্রয়োজন হয়, যেমন এমন কোন খাবার হয়- যা তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া কষ্টকর, তাহলে অসুবিধার কিছু নেই।

সুতরাং ইমাম সাঈদ ইবনু মানসূর তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে একটি মুরসাল হাদীস এ মর্মে বর্ণনা করেন যে,

أن رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أكل أكل بخمس، جمع الوسائل : صـ ٢٣٥.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে আহার করতেন।

উলামায়ে কিরাম বলেন, এ হাদীস থেকে যে কোন আহার গ্রহণ করার সময় পাঁচ আঙ্গুল ব্যবহার করা জায়েয প্রমাণিত হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এ হাদীসে এমন খাদ্যের কথা বলা হয়েছে- যা তিন আঙ্গুলে খাওয়া কষ্টকর।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোশত রুটি ইত্যাদি খাদ্য সাধারণত তিন আঙ্গুল দিয়ে খেতেন। কিন্তু অবস্থা বিশেষে প্রয়োজন হলে পাঁচ আঙ্গুল দিয়েও খেতেন। (: جمع الوسائل، صـ٢٣٥، المواهب اللدنية صـ١١٤)

৩. আঙ্গুল চেটে খাওয়ার হেকমত

হযরত জাবির (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدرى فى أى طعامه البركة، أخرجه مسلم فى كتاب الأطعمة باب استحباب لعق الأصابع.

তোমাদের কারো কোন লুকমা যদি (মাটিতে বা দস্তরখানে) পড়ে যায়, তাহলে সে তা উঠিয়ে নিবে এবং কোন ধুলাবালি লাগলে তা পরিষ্কার করে সে লুকমাটি খাবে, শয়তানের জন্য ছেড়ে দিবে না। আর সে যে পর্যন্ত আঙ্গুলগুলি চেটে না খায়, সে পর্যন্ত তার হাত রুমালে মুছবে না। কেননা, এ খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত রয়েছে সে জানে না। (সহীহ মুসলিম)

ইমাম নববী (র.) এ বরকতের তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যখন কোন খাদ্য খাবার উদ্দেশ্যে মানুষের সামনে রাখা হয়, তখন তাতে বরকত জড়িয়ে থাকে। কিন্তু বরকত খাদ্যের কোন্ অংশে আছে তা কেউ জানে না। এমনও হতে পারে যা খেয়ে ফেলেছে তাতে বরকত ছিল। আবার এমনও হতে পারে, ভোজনকারীর আঙ্গুলে যা লেগে আছে তাতে বা বাসনের তলায় যা লেগে আছে, তাতে অথবা যে লুকমাটি পড়ে গিয়েছে, তাতে বরকত রয়েছে। কাজেই এ বরকত লাভ করার জন্য আহার গ্রহণকারীকে এ সবের সম্পর্কে বিশেষ যত্নবান হতে হবে। আর খাদ্যে বরকতের তাৎপর্য হল পরিতৃপ্ত হওয়া, খাদ্যের কুফল হতে নিরাপদ ও মুক্ত থাকা, আল্লাহর বিধি নিষেধ পালনে শক্তি লাভ করা। (تكملة فتح الملهم، (كتاب الأطعمة : جـ٤، صـ١٨

আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেন, কিছু বোকা লোক আঙ্গুল চেটে খাওয়াকে খারাপ মনে করে। অথচ তার এতটুকু উপলব্ধি করার বিবেক নেই যে, আঙ্গুলে সে খাবারই রয়েছে যা এতক্ষণ সে আহার করেছে। হাফিয ইবনু হাজার (র.) বলেন, কেউ যদি নিজের এ কাজকে খারাপ মনে করে, তার সম্পর্কে এ আলোচনা। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন কাজকে মন্দ ও ঘৃণ্য মনে করলে কুফরের আশংকা রয়েছে। (جمع الوسائل : صـ٢٣٤)

ومن أخرج هذا الحديث : سبق تخريجه رقم : ١٣٨.

* * *

حديث : ١٤٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : "أُتِيَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَرَأَيْتُهُ يَأْكُلُ وَهُوَ مُقْعٍ مِنَ الْجُوعِ ".

হাদীস : ১৪৩. মুসআব ইবনু সুলাইম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে খেজুর পেশ করা হল। আমি তাঁকে লক্ষ্য করলাম যে, তিনি ক্ষুধার তীব্রতায় দুই হাঁটু খাড়া করে নিতম্বে ভর দিয়ে বসে খাচ্ছেন বা কোন জিনিসের সাথে হেলান দিয়ে বসে খাচ্ছেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

مقع ঃ দুই নলা খাড়া রেখে উভয় নিতম্বের ভরে উপবেশনকারী বা পিছনে হেলান দিয়ে উপবেশনকারী। আল্লামা জাওহারী বলেন,

الإقعاء عند أهل اللغة أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وتساند ظهره.

অর্থাৎ ভাষাবিদদের মতে দুই নলা খাড়া রেখে উভয় পাছা মাটিতে স্থাপিত করে পিছনে ঠেস দিয়ে বসাকে إقعاء বলে। অভিধানগ্রন্থ কামূসে বলা হয়েছে,

أقعى فى جلوسه تساند إلى ما وراءه.

অর্থাৎ পিছনে হেলান দিয়ে বসাকে إقعاء বলে। আল্লামা আব্দুর রউফ আল মুনাবী (র.) বলেন,

ليس المراد هنا الإقعاء المسنون فى القعود بين السجدتين وهو أن ينصب ساقيه ويجلس على عقبيه ولا المكروه فى الصلاة وهو أن يجلس على اليتيه ناصبا فخذيه.

অর্থাৎ এখানে إقعاء দ্বারা দুই নলা খাড়া করে উভয় পাছা মাটিতে রেখে বসা উদ্দেশ্য নয়; পিছনে হেলান দিয়ে বসা উদ্দেশ্য।

شرح المناوى على هامش جمع الوسائل : صـ ٢٣٦، المواهب اللدنية : صـ ١١٤.

তাশরীহ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন জিনিসের সাথে ঠেস দিয়ে বসে আহার করতেন না। এখানে ওযরের কারণে হেলান

দিয়েছিলেন। অতিরিক্ত ক্ষুধার কারণে দুর্বলতা বশত তাঁর চিরাচরিত বসার রীতি পালন করতে পারেন নাই।

أحوال الرواة

فضل بن دكين : بضم الدال وفتح الكاف روى عنه البخارى وأبو زرعة وأمم.

مصعب : بصيغة اسم المفعول صدوق خرج له مسلم.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الأطعمة باب استحباب تواضع الأكل وصفة قعوده. أبو داود فى الأطعمة باب ما جاء فى الأكل متكأً.

٢٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ خُبْزِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ ثَمَانِيَةُ أَحَادِيث

অনুচ্ছেদ :: ২৫
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রুটির বিবরণ সম্বলিত হাদীসসমূহ

حديث : ١٤٤- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : "مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

হাদীস : ১৪৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত পর্যন্ত তাঁর পরিবারের লোকেরা কখনো যবের রুটিও পরপর দু'দিন পেট ভরে আহার করেননি।

শব্দবিশ্লেষণ :

خبز ঃ بضم الخاء- রুটি, خَبْز মাসদার, অর্থ : রুটি তৈরী করা।

شبع (س) পরিতৃপ্ত হওয়া।

তাশরীহ :

১. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসাধারণ বদান্যতা ও দানশীলতা এবং স্বেচ্ছায় দারিদ্রকে বরণ করে নেয়ার কারণেই তাঁকে এরূপ সাদাসিধা জীবন যাপন করতে হয়েছে।

ইচ্ছা করলে তিনি সীমাহীন প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু তা তাঁর পসন্দনীয় ছিল না।

২. آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার। এর দ্বারা তাঁর বিবিগণ, সন্তান ও পোষ্যদেরকে বুঝানো হয়েছে। যাদের জন্য সাদকা গ্রহণ করা হারাম, তারা নয়।

এ হাদীস এবং এ অনুচ্ছেদের সপ্তম হাদীস মূলত একই। দু' হাদীসের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আলোচ্য হাদীসে 'মুহাম্মদ' শব্দের পূর্বের

'آل' শব্দটি রয়েছে, সপ্তম হাদীসে 'آل' শব্দটি নেই। হাদীস দু'টি মূলত এক হওয়ার কারণে কোন কোন মুহাদ্দিস 'آل' শব্দটিকে অতিরিক্ত শব্দ বলে অভিমত প্রকাশ করেন। সে জন্য তাঁরা উভয় হাদীসের একই অর্থ করেন। তাঁরা উভয় হাদীসের তরজমা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত পর্যন্ত, তিনি যবের রুটিও পরপর দু'দিন পেটভরে খাননি। এমতানুযায়ী হাদীসের সাথে ترجمة الباب শিরোনামের সামঞ্জস্য সুস্পষ্ট। ترجمة الباب-এ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রুটির বিবরণের কথা বলা হয়েছে, হাদীসেও শুধু তাঁর রুটির কথা বলা হয়েছে। পরিবারের নয়। আবার অনেক মুহাদ্দিস মনে করেন آل শব্দটিকে অতিরিক্ত না বললেও সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের অবস্থা এবং তাঁর অবস্থা একই ছিল। তাঁরা যা খেতেন, তিনিও তাই খেতেন।

৩. এ হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুধু হিজরত পরবর্তী জীবনের কথা বলেছেন। কারণ, তিনি হুযুরের ঘরে এসেছেন মদীনায়। বুখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.) সুস্পষ্ট বলেছেন,

ما شبع آل محمد صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منذ قدم المدينة من طعام البر ثلث ليال تباعا حتى قبض صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كتاب الأطعمة باب ما كان النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه يأكلون : صـــ٨١٥.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় আগমনের সময় হতে তাঁকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেওয়া পর্যন্ত তাঁর পরিবারের লোকেরা লাগাতার তিন দিনও পেট ভরে আহার করেননি।

৪. يومين متتابعين-এখানে يوم দ্বারা উদ্দেশ্য রাতসহ দিন। যেমন সহীহ বুখারীর উল্লেখিত রেওয়ায়েতে ثلث ليال দ্বারা উদ্দেশ্য দিনসহ রাত।

৫. এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিবিদের জন্যে এক বছরের খাদ্য মজুদ রাখতেন। কাজেই আলোচ্য হাদীসের সাথে এর বিরোধ মনে হয়?

উলামায়ে কিরাম এর নিরসনকল্পে বলেন, এ হাদীসে آل শব্দটি অতিরিক্ত।

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবিদের জন্য এক বছরের মজুদ রাখতেন, কিন্তু নিজের জন্য কখনো মজুদ করেননি। কেউ কেউ বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবিদেরকে এক বছরের খাদ্য দিয়ে দিতেন বটে, কিন্তু তাঁরা স্বেচ্ছায় সওয়াবের উদ্দেশ্যে তা সদকা করে দিতেন।

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন,

فالأحسن فى الجواب أن يقال إنما كان يدخر قوتهم لا على وجه الشبع.

অর্থাৎ এক বছরের খাদ্য মজুদ রাখতেন তবে পেট ভরে খাওয়ার হিসাবে নয়। হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (র.) বলেন, হতে পারে এক বছরের যে খাদ্য স্ত্রীদেরকে দিয়ে দিতেন তা খেজুর ছিল রুটি নয়। جمع الوسائل : صـ ٢٣٨، خصائل نبوى : صـ ٨٤.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الزهد : صـ ٤٠٩.

* * *

حديث : ١٤٥– حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : "مَا كَانَ يَفْضُلُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزُ الشَّعِيرِ ".

হাদীস : ১৪৫. সুলাইম ইবনু আমির (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ উমামা আল বাহিলী (রা.)-কে বলতে শুনেছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারে যবের রুটিও অতিরিক্ত হত না।

তাশরীহ :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে যবের রুটি কখনো পাকানো হলে তা পরিমাণে এত বেশি হতো না যে, আহারের পর অতিরিক্ত হতে পারে। পেটভরে খাবার মতই যখন হতো না, সেখানে অতিরিক্ত হবে কিভাবে? তা ছাড়া আহলুস সুফ্ফাহ এবং অন্যান্য মেহমান তো থাকতই।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه رقم : ٢٣٥٩، كتاب الزهد، باب ما جاء فى معيشة النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأهله.

* * *

حديث : ١٤٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا هُوَ وَأَهْلُهُ لا يَجِدُونَ عَشَاءً وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ".

হাদীস : ১৪৬. হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এবং তাঁর পরিবার একাধারে কয়েক রাত ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটাতেন। রাতের খাবার বলতে কিছু পেতেন না। আর তাঁদের রুটির (খাদ্যের) অধিকাংশই যবের ছিল (কোন কোন সময় গমের রুটিও খেতেন)।

শব্দবিশ্লেষণ :

يبيت ঃ (ض)-রাত কাটানো।

طاويا - খালিপেট, ক্ষুধার্ত, (س) طوى ক্ষুধার্ত হওয়া, উপবাস করা।

عشاء بالفتح والمد ঃ রাতের খাবার, নৈশ আহার।

তাশরীহ :

সাহাবীদের মধ্যে কেউ কেউ বিত্তশালী ছিলেন। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের অবস্থা কঠোরভাবে গোপন রাখতেন। এমনিভাবে তাঁর বিবিগণও নিজেদের অবস্থা প্রকাশ হতে দিতেন না। তাই সাহাবীদের পক্ষে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা জেনে কিছু হাদিয়া পাঠানোর সুযোগ হতো না। এ হাদীস থেকে নেককার ধনীর চেয়ে নেককার দরিদ্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় এবং কারো কাছে সওয়াল না করার ফযীলত বুঝে আসে। (المواهب اللدنية : صـــ١١٥)

أحوال الرواة

الجمحى : بضم الجيم وفتح الميم نسبة لجمح جبل لبنى غير، خرج له أبو داود والنسائى.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه كتاب الزهد، باب ما جاء فى معيشة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأهله.

* * *

حديث : ١٤٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : أَكَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ؟ يَعْنِي الْحُوَّارَى فَقَالَ سَهْلٌ : "مَا رَأَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ حَتَّى لَقِيَ اللّٰهَ تَعَالَى "، فَقِيلَ لَهُ : هَلْ كَانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَا كَانَتْ لَنَا مَنَاخِلُ "، فقِيلَ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِالشَّعِيرِ؟ قَالَ : "كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ، ثُمَّ نَعْجِنُهُ".

হাদীস : ১৪৭. হযরত সাহল ইবনু সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁকে বলা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো ময়দার রুটি খেয়েছেন কি? তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত কখনো ময়দা দেখেননি। তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করা হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায় আপনাদের নিকট চালুনী ছিল কি? তিনি বলেন, সেকালে আমাদের নিকট চালুনী ছিল না। তাঁকে বলা হল, তাহলে যবের আটা কিভাবে আপনারা ব্যবহার করতেন? তিনি বলেন, যবের আটায় আমরা ফুঁ দিতে থাকতাম। এতে যা যাওয়ার তা উড়ে যেত, তারপর আমরা আটাকে খামির করে নিতাম।

শব্দবিশ্লেষণ :

أكل ঃ এখানে প্রশ্নবোধক أ উহ্য আছে। কোন কোন শ্রুতিলিপিতে এ-أ- পাওয়া যায়।

النقى ঃ بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء- চালুনী দ্বারা চেলে পরিষ্কৃত আটা, ময়দা। এখানে উদ্দেশ্য ময়দার রুটি।

الحوارى ঃ بضم الحاء وتشديد الواو وراء مفتوحة- চালুনী দ্বারা বারবার চেলে পরিশ্কৃত আটা, ময়দা। শব্দটি تحوير ধাতুমূল থেকে সংগৃহিত। অর্থ সাদা করা। পরবর্তী কোন বর্ণনাকারী النقى এর ব্যাখ্যায় শব্দটি হাদীসের মাঝে সংযোজন করেছেন।

مَنَاخِل ঃ بفتح الميم -مُنخُل (মুনখুল) শব্দের বহুবচন, চালার যন্ত্র অর্থাৎ

চালুনী। শব্দটি اسم آلة হওয়ার কারণে منخل (মিনখাল) হওয়ার কথা; কিন্তু কিয়াস বহির্ভূতভাবে منخل (মুনখুল) পড়া হয়।

তাশরীহ :

১. كيف تصنعون الخ-তবে আপনারা যবের আটা কিভাবে ব্যবহার করতেন? গমের আটার ভূষি নরম হয় বিধায় না চেলেও এর রুটি খেতে বিশেষ বাধে না। কিন্তু যবের ভূষি শক্ত ও চোখা হয় বলে ভূষিসহ যবের আটার রুটি গলা দিয়ে সহজে নামে না। তাই এ প্রশ্ন হয়েছিল। এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ চালুনী ব্যবহার করেননি। বাকী চালুনী ব্যবহার করা জায়েয আছে এতে কারো দ্বিমত নেই।

২. আল্লামা মীরাক শাহ বলেন, এ হাদীসের কোন কোন طرق-এ বর্ণিত হয়েছে,

ما رأى رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منخلا من حين أبعثه الله حتى قبضه.

অর্থাৎ নবুওয়াত প্রাপ্তির পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চালুনী দেখেননি।

এ কারণে কোন কোন আলিম বলেন, হয়তো বা নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শাম গিয়েছিলেন, সেখানে ময়দা ও চালুনী দেখে থাকবেন। কারণ, সেখানে এগুলোর প্রচলন ছিল। (جمع الوسائل : صـــ ٢٤٠)

أحوال الرواة

عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي : نسبة لبني حنيفة قبيلة من ربيعة، ثقة، خرج له الجماعة.

سهل بن سعد : له ولأبيه صحبة وهو آخر من مات من الصحب بالمدينة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف في جامعه كتاب الزهد، باب ما جاء في معيشته النبي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأهله.

* * *

حديث : ١٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : "مَا أَكَلَ نَبِيُّ اللّٰهِ عَلَى خِوَانٍ، وَلَا فِي سُكُرُّجَةٍ، وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ "قَالَ : فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ : فَعَلَامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ : "عَلَى هَذِهِ السُّفَرِ". قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : يُونُسُ هَذَا الَّذِي رَوَى عَنْ قَتَادَةَ هُوَ يُونُسُ الإِسْكَافُ.

হাদীস : ১৪৮. হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (কখনো, টুল, টেবিল প্রভৃতি) কোন উঁচু স্থানে খাদ্য রেখে আহার করেননি। তিনি (চাটনি, আচার ব্যবহারোপযোগী) ছোট ছোট পেয়ালা, বাটি-পিরিচেও খাননি (অর্থাৎ রকমারি চাটনি ও হজমির ছোট ছোট পেয়ালার সমাবেশ করেও আহার করেননি)। এবং কখনো তাঁর জন্য পাতলা রুটিও বানানো হয়নি। রাবী ইউনুস বলেন, আমি কাতাদাকে জিজ্ঞেস করি, তাহলে তারা খানা কিসের উপর রেখে খেতেন? তিনি বলেন, এসব চামড়ার দস্তরখানের উপর রেখে।

শব্দবিশ্লেষণ :

خوان بكسر الأول ويضم ঃ ফারসী শব্দ আরবী ভাষায় ব্যবহৃত হয়। আহারের সময় যার উপর খানা রাখা হয়, সাধারণ প্রচলনে যমীন থেকে উঁচু পায়াওয়ালা আধারকে خوان বলে। যেমন টুল-টেবিল। আহার গ্রহণের সময় যাতে ঝুঁকতে না হয়, এ উদ্দেশ্যে অহংকারী লোকেরা এভাবে আহার গ্রহণ করত।

سكرجة بضم السين والكاف والراء ঃ 'সুকুররুজাহ' ফারসী শব্দ। ক্ষুধা ও রুচিবর্ধক এবং হজমকারক উপকরণসমূহ রাখার ছোট ছোট পাত্র। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু নিজে পেটভরে আহার করতেন না, কাজেই পরিতৃপ্ত ভোজনের উপকরণও তিনি ব্যবহার করতেন না। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, এভাবে আহার করা যেহেতু বিলাসী, অতিভোজনকারী লোভী লোকদের অভ্যাস, তাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে আহার করতেন না।

مُرَقَّقٌ ঃ পাতলা, নরম রুটি, ময়দার রুটি।

السُّفَرُ بضم السين وفتح الفاء ঃ আস্ সুফার। একবচন আস্সুফরাহ। গোল

করে কাটা চামড়া বিশেষ। চামড়ার দস্তরখান। চামড়া বা কাপড়ের যে কোন দস্তরখানকে مائدة বলে। যার উপর সরাসরি শুকনো খাবার রেখে খাওয়া যায়। (جمع الوسائل : صـ٢٤٢، المواهب اللدنية : صـ ١١٧)

তাশরীহ :

চেয়ার-টেবিলে আহারের হুকুম

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন,

فالأكل عليه بدعة لكنها جائزة، جمع الوسائل : صـ٢٤١.

অর্থাৎ, টুল টেবিল ইত্যাদি উঁচুস্থানে রেখে আহার গ্রহণ করা একটি নতুন বিষয়, তবে তা জায়েয।

আল্লামা বাজূরী বলেন,

فالأكل عليه بدعة لكنه جائز إن خلا عن قصد التكبر، المواهب اللدنية : صـ١١٧.

অর্থাৎ, টুল-টেবিলে রেখে আহার গ্রহণ করা একটি নতুন বিষয়। তবে অহংকারের উদ্দেশ্যে না হলে জায়েয।

আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাবীও এ মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন,

فالأكل عليه بدعة لكنه جائز ان خلا عن قصد التكبر، شرح المناوى : صـ ٢٤١.

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.) ইংরেজ কবলিত হিন্দুস্তানে চেয়ার টেবিলে আহার করাকে মাকরূহ তাহরিমী ফতোয়া দিয়েছিলেন। কারণ, এতে খ্রিস্টানদের সাথে সাদৃশ্য হয়।

কিন্তু বর্তমানে চেয়ার টেবিলে আহার করা নাসারাদের শিয়ার বা বৈশিষ্ট্য থাকেনি; বরং ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। কাজেই تشبه بالنصارى এর নীতিমালার ভিত্তিতে মাকরূহ তাহরিমী বলা যাবে না।

হ্যাঁ, অনুত্তম হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে আহার করেননি।

(عون الترمذى : جـ١، صـ٣١)

أحوال الرواة

يونس هذا الذى الخ : لو قال يونس الذى روى عن قتادة بإسقاط اسم الإشارة لكان أوضح وأخصر وقوله يونس الإسكاف بكسر الهمزة وسكون السين فقد وثقه ابن معين

وغيره وليس له عند المؤلف إلاّ هذا الحديث الواحد.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الأطعمة، باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة، وباب ما كان النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه يأكلون والمصنف فى جامعه كتاب الزهد باب ما جاء فى معيشة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وابن ماجة فى سننه.

* * *

حديث : ١٤٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَدَعَتْ لِي بِطَعَامٍ وَقَالَتْ : "مَا أَشْبَعُ مِنْ طَعَامٍ فَأَشَاءُ أَنْ أَبْكِيَ إِلاّ بَكَيْتُ ".قَالَ : قُلْتُ لِمَ؟ قَالَتْ : "أَذْكُرُ الْحَالَ الَّتِي فَارَقَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا، وَاللّٰهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ "

হাদীস : ১৪৯. মাসরূক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আয়েশা (রা.)-এর নিকট গেলাম। তিনি খাদেমকে আমার জন্য খাবার আনতে বললেন এবং এ কথা বললেন, আমি যদি কোন সময় পরিতৃপ্ত হয়ে কোন খাবার খাই, তবে আমার কাঁদার ইচ্ছা হয় এবং সত্য সত্যই আমি কেঁদে ফেলি। মাসরুক বলেন, আমি বললাম, কেন কান্না আসে? তিনি বলেন, তখন আমার মনে পড়ে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সে অবস্থার কথা- যে অবস্থায় তিনি এ দুনিয়া ছেড়ে যান। আল্লাহর কসম! কোন দিনই তিনি পরপর দুই বার রুটি-গোশত দ্বারা পেটভরে আহার করেননি।

শব্দবিশ্লেষণ :

فأشأ أن أبكى ঃ এখানে فا টি تعليل এর জন্য হতে পারে। তখন বাক্যটি নিম্নরূপ হবে :

ما أشبع من طعام إلاّ بكيت لأنى أشاء أن أبكى.

অর্থাৎ কখনো পেটভরে আহার করলে আমি কেঁদে ফেলি। কেননা, আমার কাঁদতে ইচ্ছা হয়। এ সূরতে মূল ইবারতে علت তার معلول এর দুই

অংশের মাঝে أصل। আবার فاء টি تعقيب এর জন্যও হতে পারে। (جمع الوسائل : صـــ٢٤٣)

তাশরীহ :

১. হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পরে যখনই পেট ভরে খেতেন, তখনই তাঁর কান্না আসত। এ কান্নার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু গোশত দ্বারা বা শুধু রুটি দ্বারা কোন দিনই দুইবার পেট ভরে খাননি। তাঁর এই সুন্নত পালন করতে অক্ষম হওয়ার কারণে তিনি কাঁদতেন। কিংবা তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অর্ধাহারের কারণে আফসোস করে কাঁদতেন। কোন কোন আলিম এ ব্যাখ্যাকে সঠিক মনে করেন না। তাঁরা বলেন, এর জন্য আফসোসের কিছুই ছিল না। কেননা, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্য অনাহার অর্ধাহারকে খুশী মনে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়ে ছিলেন।

২. ما شبع من خبز ولا لحم مرتين فى يوم -এ বাক্যের দু'টি অর্থ হতে পারে। ১. রুটি ও গোশত মিলিয়ে কোন দিনই দুইবার পেটভরে আহার করেননি। হয়ত কোন সময় তৃপ্তিসহকারে দিনে একবার আহার করেছেন। ২. ولا لحم এর ৷ শব্দ থেকে বুঝা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন দিনই পরপর দুই বার রুটি পেট ভরে আহার করেননি এবং কোন দিনই পরপর দুইবার গোশত পেট ভরে খাননি। অর্থাৎ কোনটিই তৃপ্তি সহকারে দুইবার আহার করেননি। মোল্লা আলী কারী (র.) দ্বিতীয় অর্থটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (جمع الوسائل : صـــ٢٤٤)

أحوال الرواة

عباد بن عباد : بالتشديد فيهما وقوله المهلبى نسبة إلى المهلب بصيغة اسم المفعول، ثقة، ربما وهم خرج له الجماعة.

المجالد : بصيغة اسم الفاعل ليس بالقوى تغير آخرا، من السادسة، خرج له الجماعة إلاّ البخارى.

درجة الحديث : إسناده ضعيف.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه، كتاب الزهد، باب ما جاء فى معيشة رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأهله.

* * *

حديث : ١٥٠– حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو داود قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : "مَا شَبِعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ ".

হাদীস : ১৫০. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকাল পর্যন্ত কখনো তিনি পরপর দু'দিন যবের রুটিও পেট ভরে আহার করেননি।

তাশরীহ :

আলোচ্য হাদীস এবং এ অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীস মূলত একই। পার্থক্য এতটুকু যে, প্রথম হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিজনের কথা বলা হয়েছিল। আর এ হাদীসে শুধু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা বলা হয়েছে। উভয় হাদীসের উদ্দেশ্য একই। তা হল, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্য এবং নিজের পোষ্য পরিবারের জন্য দারিদ্র্যকে পসন্দ করেছেন। এ পরিমাণ খাদ্য মজুদ থাকত না, যা সবাই পেট ভরে আহার করতে পারেন। যা কিছু থাকত গরীবদের মাঝে বন্টন করে দিতেন। (خصائل : صـــ٨٦)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الزهد : صـــ٤٠٩، والمصنف فى جامعه كتاب الزهد باب ما جاء فى معيشة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأهله.

* * *

حديث : ١٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو-أَبُو مَعْمَرٍ- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : "مَا أَكَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانٍ وَلا أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ ".

হাদীস : ১৫১. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত কখনো (টুল-টেবিল প্রভৃতি) কোন উঁচু স্থানে খাবার রেখে আহার করেননি এবং পাতলা নরম (ময়দার) রুটিও খাননি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অর্ধাহারে ও অনাহারে জীবন যাপন ছিল ইচ্ছাকৃত

কেউ কেউ বলে থাকেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদীনায় পৌঁছার পরে দু' এক বছর তাঁর খাদ্যাভাব ছিল; কিন্তু এ কথা মোটেই ঠিক নয়। এ কথা সত্য যে, মদীনার আনসার নিজেদের সম্পত্তির অর্ধেক তাঁদের মুহাজির ভাইদেরকে দিতে প্রস্তুত ও আগ্রহী ছিলেন। এমনকি আনসারের কেউ কেউ দু' স্ত্রীর একজনকে তালাক দিয়ে মুহাজির ভাইদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব পর্যন্ত দিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদ্য কষ্টের কথা কল্পনাও করা যায় না। বস্তুত মদীনায় হিজরতের পরে স্বাভাবিকভাবে তাঁর কোন দিনই খাদ্যাভাব হয়নি। তাঁর খাদ্যাভাব ছিল কৃত্রিম, তাঁর ইচ্ছাকৃত। অধিকন্তু তিনি তাঁর অনাহারে থাকার কথা সাধারণত কাউকে জানতে দিতেন না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনাহারে অর্ধাহারে থাকতে পসন্দ করতেন বলেই স্বয়ং খাদ্যাভাবের ব্যবস্থা করতেন। এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করা বিশেষ সঙ্গত হবে।

ইমাম তিরমিযী (র.) বর্ণনা করেন, সাহাবী আবূ উমামাহ (রা.) বলেন,

عن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : عرض على ربى يجعل لى بطحاء مكة ذهبا، قلت لا يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما أو قال ثلاثا أو نحو هذا، فإذا جعتُ تضرعت إليك

فإذا شبعتُ شكرتك وحمدتك، أخرجه الترمذى فى جامعه، كتاب الزهد باب ما جاء فى الكفاف والصبر عليه.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, একদা আমার রব আমাকে বলেন যে, আমি যদি চাই তাহলে আমার জন্য মক্কার বাতহা ময়দানকে তিনি সোনায় পরিণত করবেন। তাতে আমি বলি- না, না, হে আমার রব, আমি তা চাই না; বরং আমি চাই যে, আমি যেন একদিন পেটভরে খেতে পাই এবং একদিন ক্ষুধার্ত থাকি। ফলে আমি যে দিন ক্ষুধার্ত থাকব, সেদিন তোমার দরবারে কান্নাকাটি করব, আর যেদিন পেটভরে খাব সেদিন তোমার প্রশংসা ও শোকর আদায় করব।

বুঝা গেল, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বেচ্ছায় অনাহারের জীবন গ্রহণ করেছেন এবং এতেই তিনি শান্তি অনুভব করতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের মধ্যে এমন বহু বুযুর্গ ছিলেন- যাঁরা তাঁর এ আখলাকের অনুসরণ করে চলতেন।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الأطعمة باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة، وأخرجه المصنف فى جامعه كتاب الزهد، باب ما جاء فى معيشة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٢٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي إِدَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ أَرْبَعَةٌ وَثَلاثُونَ حَدِيثًا

অনুচ্ছেদ :: ২৬
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছালনের বিবরণ সম্বলিত হাদীসসমূহ

তাশরীহ :

কোন কোন নুসখায় এ শিরোনামের শেষে আছে- وما أكل من الألوان -এবং তিনি আরো যে সব জিনিস খেয়েছেন সে সম্পর্কে হাদীস।

* * *

حديث : ١٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ "، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ : "نِعْمَ الإِدَامُ أَوِ الأُدْمُ الْخَلُّ ".

হাদীস : ১৫২. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সিরকা কত উত্তম ব্যঞ্জন (ছালন)।

শব্দবিশ্লেষণ :

إدام، أدم ঃ ছালন, ব্যঞ্জন, মসলা। এর বহুবচন হল أُدُم (দালে পেশ)।

الخل ঃ সিরকা। এক প্রকার অম্ল স্বাদ পানীয়।

তাশরীহ :

১. এ হাদীসে সিরকার প্রশংসা করা উদ্দেশ্য। অন্য ছালনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা উদ্দেশ্য নয়। সিরকা উত্তম সালন হওয়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন সহজে তৈরী করা যায়, এর সাহায্য দ্বারা অনায়াসে রুটি ভক্ষণ করা যায়। সব সময় পাওয়া যায়।

এ ছাড়া সিরকার মাঝে কিছু উপকারিতাও রয়েছে। যেমন কফ ও পিত্ত দূর করে। হজম শক্তি বৃদ্ধি করে। ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। সুনানু ইবনি মাজায় বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিরকার প্রশংসা করে বলেছেন,

نعم الإدام الخل اللهم بارك فى الخل فإنه كان إدام الأنبياء قبلى ولم يفقر بيت فيه خل، أبواب الأطعمة باب الإيتدام بالخل.

সিরকা উত্তম ব্যঞ্জন, হে আল্লাহ! সিরকার মাঝে বরকত দান কর। কেননা, এটা আমার পূর্বের নবীদের ছালন ছিল। যে ঘরে সিরকা আছে সে ঘরে ছালনের অভাব নেই।

২. قال عبد الله فى حديثه- এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর দুই শায়খ থেকে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনু সাহল নিশ্চিতভাবে বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম إدام শব্দ বলেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দির রহমান শব্দটি নিশ্চিতভাবে বলতে পারেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম إدام বলেছেন, না أدم বলেছেন- এ ব্যাপারে তার সন্দেহ হয়। (المواهب اللدنية : صـــ١١٩)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل والتأدم به والمصنف فى جامعه كتاب الأطعمة، باب ما جاء فى الخل.

* * *

حديث : ١٥٣- عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : "أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأُ بَطْنَهُ ".

হাদীস : ১৫৩. সিমাক ইবনু হারব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নু'মান ইবনু বাশীর (রা.)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা কি তোমাদের চাহিদামত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করছ না? (নিশ্চয় করছ) অথচ আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি নিম্নমানের খেজুরও এ পরিমাণ পাননি যাতে তাঁর পেট ভরে।

শব্দবিশ্লেষণ :

بدل شراب ও طعام ঃما شئتم ঃ ألستم فى شراب وطعام ما شئتم এখানে

হয়েছে। অর্থাৎ أى شىء شئتم منهما খাদ্য ও পানীয় থেকে যা চাও- তা কি পাচ্ছ না? বা ما টি موصولة এবং طعام وشراب টুকু فى الستم এর خبر অর্থাৎ,

ألستم متنعمين فى طعام وشراب بالمقدار الذى شئتم من السعة والإفراط.

তোমরা কি তোমাদের চাহিদা পরিমাণে পানাহার ও ভোগ-বিলাসে লিপ্ত নও।

الدقل بفتحتين ঃ নিম্নমানের খেজুর।

তাশরীহ :

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে যখন সাহাবী ও তাবিয়ীগণ প্রচুর খাদ্যের মালিক হন, তখন তাদেরকে সম্বোধন করে হযরত নু'মান ইবনু বশীর (রা.) এ কথা বলেন। এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণের প্রতি এবং দুনিয়ার উপকরণ সংক্ষিপ্ত রাখার প্রতি উৎসাহিত করা।

২. نبيكم الخ- 'রাসূলুল্লাহ' অথবা 'নবী' না বলে 'তোমাদের নবী' বলার মধ্যে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদ্য ও তোমাদের খাদ্যের মধ্যে যখন এত তফাৎ, তখন কোন্ মুখে তোমরা নিজেদেরকে তাঁর অনুসারী বলে দাবী কর। তোমাদের উচিত তাঁর মত সাদাসিধা ও সংক্ষিপ্ত জীবন যাপন করা। (المواهب اللدنية : ١١٩)

৩. এ হাদীসটির বিষয়বস্তু ছালনের পর্যায়ে পড়ে না। তবে কোন কোন প্রতিলিপিতে থাকা শিরোনামের শেষাংশ 'وما أكل من الألوان' 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো যে সব খাদ্য খেয়েছেন' এর আওতায় পড়ে। কেউ কেউ শিরোনামের সাথে হাদীসটির সামঞ্জস্য এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, যখন এ হাদীসে নিম্নমানের খেজুর পেট ভরে আহার করার কথা অস্বীকার করা হয়েছে- সে ক্ষেত্রে রুটি ও ছালন পেট ভরে খাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। এ হিসাবে শিরোনামের সাথে হাদীসটির সম্পর্ক স্পষ্ট হয়।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الزهد : صـ ٤١٠.

* * *

حديث : ١٥٤- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ ".

হাদীস : ১৫৪. হযরত জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সিরকা কত উত্তম তরকারি!

তাশরীহ : نعم الإدام الخل- সিরকা একটি উত্তম ব্যঞ্জন- এ মর্মে ইমাম তিরমিযী চলমান অনুচ্ছেদে চারটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, দুইটি হযরত আয়েশার যবানী, একটি হযরত জাবির ইবনু আব্দিল্লাহর যবানী, একটি হযরত উম্মে হানীর যবানী বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন মজলিসে হাদীসটি ইরশাদ করেছেন। হযরত জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ বর্ণিত আলোচ্য হাদীসটির সাথে একটি আনুষঙ্গিক ঘটনা যুক্ত আছে। ঘটনাটি সহীহ মুসলিম-এ বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। হযরত জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ বলেন,

كنت جالسا فى دار فمر بى رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأشار إلىّ فقمت إليه فأخذ بيدى فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه فدخل ثم أذن لى فدخلت الحجاب عليها فقال هل من غذاء فقالوا نعم، فأتى بثلاثة أقرصة فوضعن على بتّى فأخذ رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرصا فوضعه بين يديه وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يدى ثم أخذ الثالث فكسره باثنين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدى ثم قال هل من أدم قالوا لا إلاّ شيء من خل، قال هاتوه فنعم اللأدم هو. -كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل والتأدم به : صـ١٨٢

অর্থাৎ হযরত জাবির আবনু আব্দিল্লাহ বলেন, একদা আমি কোন এক বাড়িতে বসে ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে ইশারায় ডাকলে আমি তাঁর নিকট গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমার হাত ধরলেন। তারপর আমরা চলতে চলতে তাঁর কোন এক স্ত্রীর হুজরায় আসলাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভিতরে গেলেন। তারপর তিনি

আমাকে অনুমতি দিলে আমি অন্দর মহলে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি ঘরের লোকজনকে বললেন, সকালের নাস্তা আছে কি? তারা বলল, হ্যাঁ। অতপর তিনটি রুটি আনা হল এবং খেজুর পাতার তৈরী একটি দস্তরখানের উপর রাখা হল। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি রুটি নিয়ে নিজের সামনে রাখলেন এবং আরেকটি রুটি আমার সামনে রাখলেন। তারপর তৃতীয়টি নিয়ে দুই টুকরা করলেন এবং অর্ধেক নিজের সামনে, অর্ধেক আমার সামনে রাখলেন। তারপর তিনি বললেন, কোন ছালন আছে কি? তারা বলল, সামান্য সিরকা ছাড়া আর কিছুই নেই। তখন তিনি বললেন- তা আন। কেননা, সিরকা উত্তম ছালন। অন্য এক সনদের বর্ণিত আছে, সাহাবী জাবির (রা.) বলেন, আমি যখন এ কথা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনলাম, তখন থেকে আমি সিরকা খেতে ভালবাসি।

সাহাবী জাবির (রা.)-এর এক শাগরিদ তালহা ইবনু নাফি' বলেন, আমি যখন হযরত জাবিরকে এই হাদীস বলতে শুনেছি, তখন থেকে আমি সিরকা খেতে পসন্দ করি।

সিরকার ফযীলত

কাযী ইয়ায, আল্লামা খাত্তাবী, হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম ও হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বলেন, সিরকা মূলত কোন উত্তম ছালন নয়। যখন কোন ছালন না পাওয়া যায়, কেবল মাত্র তখনই তা উত্তম ছালন।

نعم الإدام الخل- এ প্রশংসাটি যেহেতু অপর কোন ছালনের অভাবের ক্ষেত্রে করা হয়েছে, তাই তাঁরা এ মন্তব্যটিকে সিরকার মৌলিক গুণ হিসাবে গ্রহণ না করে আপেক্ষিক অর্থে গ্রহণ করে থাকেন। আল্লামা খাত্তাবী বলেন,

فقال الخطابي والقاضي عياض معناه مدح الإقتصاد في المأكل ومنع النفس عن ملاذ الأطعمة تقديره إئتدموا بالخل وما في معناه مما تخف مؤنته ولا يعز وجوده ولا تتالفوا في الشهوات فانها مفسدة للدين مقصمة للبدن هذا كلام الخطابي ومن تابعه، شرح النووى، باب فضيلة الخل والتأدم به : صـــ١٨٢.

অর্থাৎ এ হাদীসের তাৎপর্য হল, খাদ্যের ব্যাপারে সাদাসিধা এবং এ বিষয়ে ঘটা করে আয়োজন করা হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করা। অর্থাৎ

খাদ্যের ব্যাপারে যত অল্প আয়োজন করা হয়, ততই উত্তম। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মন্তব্যযোগে যেন বলতে চান- তোমরা সিরকা এবং সিরকার মত সহজলভ্য বস্তুকে ছালনরূপে গ্রহণ কর। তোমরা লায্যাত এবং স্বাদের পিছনে পড়বে না। কেননা, এটা দীন ও দেহ উভয়কে নষ্ট করে।

হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম (র.) বলেন,

هذا ثناء عليه بحسب الوقت لا لتفضيله على غيره لأن سببه أن أهله قدموا له خبزا فقال أما من أدم قالوا ما عندنا إلاّ خل فقال ذلك جبرا لقلب من قدمه وتطييبا لنفسه لا تفضيلا لغيره إذ لو حضر نحو لحم أو عسل أو لبن كان أحق بالمدح. – شرح المناوى على الشمائل : صـــ٢٤٥

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিরকাকে উত্তম তরকারী বলেছেন তাৎক্ষণিক অবস্থার প্রেক্ষিতে। তাঁর পরিবারের কেউ রুটি পেশ করলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, ছালন আছে কি? বলা হল, সিরকা ছাড়া কিছুই নেই। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিরকা পেশকারীর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে বললেন, সিরকা উত্তম ছালন। এতে সিরকার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল না। গোশত মধু বা দুধ পেশ করা হলে সেটিই প্রশংসিত হত। (شرح المناوى) হাফিয ইবনু হাজারও এ মত পোষণ করেন। (جمع الوسائل : صـــ٢٤٦)

মোটকথা, আল্লামা খাত্তাবী ও তাঁর অনুসারীদের মতে যখন কোন ছালন না পাওয়া যায়, কেবল তখনই সিরকা উত্তম ছালন। সকল অবস্থায় উত্তম ছালন নয়।

বস্তুত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম ছালন হল গোশত ও মাছ। হযরত আবূ দারদা (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

قال رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم، -أخرجه ابن ماجة فى سننه، أبواب الأطعمة، باب اللحم : صـــ٢٣٧

অর্থাৎ দুনিয়াবাসীদের ও জান্নাতবাসীদের সর্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য হচ্ছে গোশত।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে :

عن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كتاب الأطعمة، باب ذكر الطعام : صـــ ٨١٦.

অর্থাৎ, আয়েশা রমণীকুলের উপর শ্রেষ্ঠ, যেমন সকল খাদ্যের উপর সারীদ শ্রেষ্ঠ।

এ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমণীকুলের উপর হযরত আয়েশা (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে 'সারীদ' খাদ্যের সহিত তাঁর উপমা দেন। সারীদ খাদ্য যেহেতু রুটি ও গোশতযোগে তৈরী হয়- কাজেই গোশত সর্বশ্রেষ্ঠ ছালন।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

أما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، كتاب التفسير، باب ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ : صـ٦٤٣.

জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করলে তাদেরকে সর্বপ্রথম যে খাদ্য দিয়ে আপ্যায়িত করা হবে, তা হবে মাছের কলিজা।

এ সব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, গোশত ও মাছ প্রকৃতপক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ ছালন।

পক্ষান্তরে সহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নববী এবং মিশকাত শরীফের ভাষ্যকার মোল্লা আলী কারী প্রমূখ একদল মুহাদ্দিস বলেন, সিরকার এ ফযীলত মৌলিক, আপেক্ষিক নয়। সুতরাং ইমাম নববী লিখেছেন :

والصواب الذى ينبغى أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه وأما الاقتصار فى المطعم وترك الشهوات فمعلوم من قواعد آخر، وأما قول جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبى الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهذا مما يؤيد ما قلناه فى معنى الحديث أنه مدح للخل نفسه، – شرح النووى، باب فضيلة الخل : صـ١٨٢

অর্থাৎ সঠিক ও সুনিশ্চিত মত হল, এখানে সিরকার নিজস্ব গুণ ও উপকারিতার প্রশংসা করা হয়েছে। শুধু আপেক্ষিক কোন কারণে প্রশংসা করা হয়নি এবং হযরত জাবির (রা.)-এর উক্তি 'আমি যখন এ কথা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনলাম- তখন থেকে আমি সিরকা খেতে ভালবাসি' আমাদের মতকে সমর্থন করে।

মোল্লা আলী কারী (র.) লিখেছেন, সুনানু ইবনি মাজায় বর্ণিত এ হাদীস :

"نعم الإدام الخل اللهم بارك فى الخل فإنه كان إدام الأنبياء قبلى ولم يفقر بيت فيه خل" – أبواب الأطعمة، باب الأيتدام بالخل.

'সিরকা উত্তম ব্যঞ্জন, হে আল্লাহ! সিরকার মাঝে বরকত দান কর। কেননা, এটা আমার পূর্বের নবীদের ছালন ছিল। যে ঘরে সিরকা আছে সে ঘরে ছালনের অভাব নেই' এর দ্বারা তাদের মত খণ্ডন হয়ে যায়, যারা সিরকা সম্পর্কিত প্রশংসাকে আপেক্ষিক মনে করেন।

মোল্লা আলী কারী (র.) আরো লেখেন,

ولا يخفى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مع أن الحديث ليس فيه إلاّ مدحه لا أنه أفضل من سائر الأدم، جمع الوسائل : صـــ٢٤٦.

অর্থাৎ হাদীসের প্রেক্ষাপটের সাথে হুকুম নির্দিষ্ট হয় না; বরং হাদীসের শব্দ ব্যাপক হওয়ার কারণে হুকুমও ব্যাপক হয়। তাছাড়া হাদীসে সিরকার প্রশংসা করা হয়েছে; সকল ছালন থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়নি।

درجة الحديث : قال الباجورى : هذا الحديث مشهور كاد أن يكون متواترا.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل والتأدم به، وأخرجه أبو داود فى سننه رقم : ٣٨٢٠.

* * *

حديث : ١٥٥– حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَأُتِيَ بِلَحْمِ دَجَاجٍ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ : مَا لَكَ؟ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ شَيْئًا نَتِنًا فَحَلَفْتُ أَنْ لا آكُلَهَا، قَالَ : "ادْنُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ ".

হাদীস : ১৫৫. যাহদাম আল-জারমী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ মূসা আশআরীর নিকট উপস্থিত ছিলাম। ইতিমধ্যে মুরগীর পাক করা গোশত আনা হল। তখন উপস্থিত লোকদের একজন (তা না খেয়ে) পিছনে সরে গেল।

আবূ মূসা (রা.) বলেন, কি হল তুমি যে সরে গেলে? সে বলল, আমি মুরগীকে ময়লা খেতে দেখেছি। তাই আমি শপথ করেছি যে, আর কখনো মুরগীর গোশত খাব না। আবূ মূসা (রা.) বলেন, তুমি আমার নিকটে এগিয়ে আস এবং খাও। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুরগীর গোশত খেতে দেখেছি।

শব্দবিশ্লেষণ :

دجاجة ঃ প্রসিদ্ধ লুগাত অনুযায়ী دال -এ যবর। কারো কারো মতে তিনটি হরকত জায়েয। এটা اسم جنس অর্থ মোরগ। স্ত্রী লিঙ্গ হোক বা পু:লিঙ্গ হোক। শব্দটি دج ধাতুমূল থেকে উদ্গত। অর্থ দ্রুত বেগে চলা। দ্রুত চলে বিধায় মোরগকে دجاج বলে। (جمع الوسائل : صـــ٢٤٧)

تنحى ঃ সরে যাওয়া, দ্রুত হওয়া।

তাশরীহ :

১. হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, কোন হালাল জিনিস হারাম করা উচিত নয়। সুতরাং কসম ভঙ্গ করে কাফ্ফারা দিয়ে দাও।

ইমামদের মতে মোরগের গোশত হালাল। তবে যে মোরগ ময়লাখোর বলে জানা যায়, তার গোশত মাকরূহ। তিন দিন বা ময়লার আছর দূর হওয়া পর্যন্ত বেঁধে রাখার পর খাওয়া বাঞ্ছনীয়।

মোরগের গোশতের গুণাগুণ সম্পর্কে হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম (র.) বলেন, মোরগের গোশত গরম, অথচ সরস লঘুপাক এবং মস্তিষ্ক ও বীর্যবর্ধক। গলার স্বর পরিষ্কার করে, শরীরের রং সুন্দর করে এবং বুদ্ধি সতেজ করে। (المواهب اللدنية : ١٢٠)

২. فتنحى رجل ঃ কেউ কেউ বলেছেন, এ ব্যক্তি ঘটনার বর্ণনাকারী যাহদাম আল জারমী নিজেই। কিন্তু এ মত ঠিক নয়। কেননা, ১৫৭ নং হাদীসে বলা হয়েছে, এ ব্যক্তি তাইমুল্লা গোত্রের লোক ছিলেন। (جمع الوسائل : صـــ٢٤٨)

أحوال الرواة

زهدم الجرمى : بفتح الزاء وسكون الهاء كجعفر، الجرمى بفتح الجيم نسبة لقبيلة جرم.

أبو موسى الأشعرى : نسبة إلى أشعر قبيلة باليمن واسْمه عبد الله بن قيس.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، كتاب المغازى، باب قدوم الأشعريين وأهل

اليمن، كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بأبائكم، وأخرجه المصنف فى جامعه كتاب الأطعمة باب ما جاء فى أكل الدجاج، وأخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب الإيمان، باب ندب من حَلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها.

* * *

حديث : ١٥٦– حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الأَعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : "أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حُبَارَى ".

হাদীস : ১৫৬. সাফীনা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে 'হুবারা' পাখির গোশত খেয়েছি।

শব্দবিশ্লেষণ :

সাফীনাহঃ এ হাদীসের রাবী 'সাফীনাহ' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তাঁর নাম ছিল মিহরান, উপনাম আবূ আব্দির রহমান আর 'সাফীনাহ' ছিল তাঁর উপাধি। 'সাফীনাহ' শব্দের অর্থ নৌকা।

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক সফরে একা কয়েকজনের বোঝা বহন করে চলতে থাকেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি একটি 'সাফীনাহ' বা নৌকা। এভাবে তিনি এ উপাধিতে পরিচিত হন। (جمع الوسائل : صـــ٢٤٩، شرح المناوى على هامش جمع الوسائل)

حبارى ঃ হুবারা। এটা এক প্রকার বন্য পাখি। এর গ্রীবা বেশ দীর্ঘ, চঞ্চু সামান্য লম্বা শরীরের বর্ণ ছাই রং-এর হয়ে থাকে। এটা বেশ দ্রুত উড়তে পারে।

হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম (র.) বলেন, এর গোশতের প্রভাব গরম ও শুষ্ক। এটা গুরু পাক। এবং যারা শারীরিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত তাদের পক্ষে এর গোশত বেশ উপকারী। মনে হয় বক জাতীয় কোন পাখি। (المواهب اللدنية : صـــ١٢١)

أحوال الرواة

عن أبيه : أى عمر بن سفينة.

عن جده : أى سفينة رضى الله عنه.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه كتاب الأطعمة، باب ما جاء فى أكل الحبارى وقال هذا حديث غريب، وأبو داود فى سننه كتاب الأطعمة باب لحم الحبارى.

* * *

حديث : ١٥٧– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ : فَقُدِّمَ طَعَامُهُ وَقَدَّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمَ دَجَاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلًى، قَالَ : فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : "ادْنُ، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ مِنْهُ"، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا، فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لا أَطْعَمَهُ أَبَدًا.

হাদীস : ১৫৭. যাহদাম আল জারমী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা আবূ মূসা আশআরী (রা.)-এর নিকট ছিলাম। তখন তাঁর খাবার আনা হল এবং সে খাবারে মোরগের গোশত ছিল। উপস্থিত লোকদের মধ্যে তাইমুল্লাহ গোত্রের একজন লোক ছিল। তার গায়ের রং ছিল লাল। দেখতে মুক্তদাস বলে মনে হয়। যাহদাম (র.) বলেন, লোকটি খাবারের নিকট আসল না। হযরত আবূ মূসা (রা.) তাকে বললেন, নিকটে আস (এবং খানা খাও)। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মোরগের গোশত খেতে দেখেছি। লোকটি বলল, আমি মোরগকে এক (ঘৃণিত) জিনিষ খেতে দেখেছি। সে কারণে এটা খেতে আমার ঘৃণা হয় এবং আমি আর কখনো এর গোশত খাব না বলে কসম করেছি।

শব্দবিশ্লেষণ :

فقدّم طعامه ঃ এটা مجهول এর সীগাহ। অর্থাৎ قدمه بعض خدمه কোন খাদিম তাঁর সামনে খাবার পেশ করেন।

تيم الله ঃ বনু বকরের একটি শাখা গোত্রের নাম। এর অর্থ আব্দুল্লাহ-আল্লাহর বান্দা।

مولى ঃ মুক্তদাস। كأنه مولى অর্থাৎ দেখতে লোকটিকে রোমদেশীয় একজন মুক্তদাস মনে হচ্ছিল।

فَقَذِرْتُهُ ঃ অর্থাৎ كرهته ঘৃণা করা।

তাশরীহ :

এ হাদীস এবং ১৫৫ নং হাদীস দুটো একই। সনদের ভিন্নতার কারণে ঘটনার মাঝে দৃশ্যত কিছুটা পার্থক্য মনে হয়। ইমাম তিরমিযীর এ শামায়েলে উভয় হাদীস সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ সহীহ বুখারীর ৮২৯ পৃষ্ঠায় যথাযথভাবে দেওয়া হয়েছে।

দ্রষ্টব্য : كتاب الذبائح والصيد، باب لحم الدجاج.

أحوال الرواة

القاسم التميمى : هو ابن عاصم التميمى، ويقال الكلينى بنون بعد التحتية مقبول، من الرابعة، وفى نسخة ضعيفة التيمى بميم واحدة، جمع الوسائل : صـــ ٢٥٠.

رجل من بنى تيم الله : أى عبد الله من قولهم تيمه الحب أى عبده وذلله وهو تيم الله بن ثعلبة وهم حى من بنى بكر، قيل : هذا دليل على أن الممتنع غير زهدم فان زهدم جرمى وهذا تيمى ولا مانع من أنهما امتنعا معا لكن الحافظ ابن حجر بسط الكلام ههنا ورجح كونهما واحدا، وحوز انتساب زهدم إليهما معا قال المناوى والقارى : فى جمع الوسائل لم يصب من زعم أن المبهم ههنا هو زهدم بنفسه وعبر عن نفسه برجل قال الشيخ زكريا فى هامش خصائل نبوى قلت لكن الحافظ ذكر روايات عديدة فيها التصريح بأن صاحب الحلف والقصة هو زهدم بنفسه فارجع إليه لوشئت وإليه مال العينى فى شرحه :صـــ ٨٩.

ومن أخرج هذا الحديث : سبق تخريجه.

* * *

حديث : ١٥٨– حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي

أَسِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "كُلُوا الزَّيْتَ، وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ "

হাদীস : ১৫৮. হযরত আবূ আসীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যাইতুন তেল আহার কর এবং তা গায়ে লাগাও। কারণ, তা বরকতময় গাছ থেকে উৎপন্ন হয়।

তাশরীহ :

১. كلوا الزيت ঃ তোমরা যাইতুন তেল আহার কর। প্রশ্ন হতে পারে, যাইতুন তেল তরল পদার্থ। কাজেই 'আহার' না বলে 'পান কর' বলা সঙ্গত ছিল। তবে 'আহার' বলা হল কেন?

জওয়াব এই যে, পানি, শরবত ইত্যাদির মত যাইতুন তেল পান করা হয় না; বরং রুটির সাথে লাগিয়ে ছালন রূপে গ্রহণ করা হয়। তাই 'আহার' বলা যথার্থ ও সঙ্গত হয়েছে। (جمع الوسائل : صـــ٢٥١)

২. وادهنوا به- যাইতুন তেল ব্যবহারের যে আদেশ এ হাদীসে রয়েছে, সে সম্পর্কে হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম (র.) বলেন, হিজায ও হিজাযের ন্যায় গ্রীষ্ম প্রধান দেশে মাথা ও শরীরে যাইতুন তেল মালিশ করা সাধারণত স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। তাই সে সব দেশের লোকেরা ঐ তেল মাথায় ও শরীরে মালিশ করে থাকে। তিনি আরো বলেন, শীত প্রধান দেশে মাথায় ও শরীরে যাইতুন তেল মালিশ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে থাকে এমনকি এ তেল অধিক পরিমাণে মাথায় মালিশ করলে চোখের কঠিন রোগ হতে পারে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের এ মন্তব্য হতে বুঝা যায় যে, এ আদেশটি হেজাযবাসী ও অপর গ্রীষ্ম প্রধান দেশবাসীর প্রতি প্রযোজ্য হবে। সকল দেশের লোকের প্রতি প্রযোজ্য হবে না। (المواهب اللدنية : صـــ١٢٢)

আল্লামা মুনাবী (র.) বলেন,

قال الشارح أمثال هذا الأمر للإباحة أو الندب لمن قدر على إستعماله ووافق مزاجه وعادته، شرح المناوى على هامش جمع الوسائل : صـــ٢٥٢،

قال القارى : وأمثال هذا الأمر للإستحباب لمن كان قادر عليه وأبعد الحنفى حيث قال للإباحة ويرده تعليله بقوله له فإنه من شجرة مباركة : صـ ٢٥٢.

অর্থাৎ এ হাদীসে যে আদেশটি রয়েছে তা ওয়াজিব বা অবশ্য পালনীয় নয়; বরং মুস্তাহাব। যে ব্যক্তি যাইতুন তেল সংগ্রহে সমর্থ হয় এবং সে সঙ্গে খাওয়া বা শরীরে মালিশ করা তার স্বাস্থ্যের অনুকুল হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তির পক্ষে যাইতুন তেল খাওয়া এবং মাথায় ও শরীরে মালিশ করা মুস্তাহাব। তারপর যাইতুন তেল শরীরে মাথায় মালিশ করতে হলে প্রতিদিন মালিশ করা সাধারণত বাঞ্ছনীয় নয়। একদিন পর একদিন অথবা কয়েক দিন পর একদিন মালিশ করা বাঞ্ছনীয়।

قال الباجورى وادهنوا به أى غبا فلا يطلب الإكثار منه جدا. (المواهب اللدنية : صـ١٢٢)

قال الحافظ العراقى : لكن الأمر بالإدهان به لا يحمل على الإكثار منه ولا على التقصير فيه بل بحيث لا يشعث رأسه كما يرشد إليه الأمر للإستحباب بالادهان غبا، شرح المناوى على جمع الوسائل : صـ٢٥٢.

৩. أنه من شجرة مباركة ঃ যাইতুন বরকতময় গাছ থেকে উৎপন্ন। এর দ্বারা কুরআন কারীমের সূরা নূরের ৩৫ নং আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে,

﴿يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾

এ আয়াতে যাইতুন তেল সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, এটা বরকতময় গাছ থেকে উৎপন্ন হয়।

যাইতুন গাছকে কেন বরকতময় বলা হয়েছে সে সম্পর্কে একাধিক উক্তি পাওয়া যায়।

(ক) যাইতুন গাছ হতে মানুষ নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। বিশেষত সিরিয়াবাসীদের নানা কাজে লাগে বলে এ গাছকে 'বরকতময়' বলা হয়েছে। এ গাছের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ পাক বলেন,

﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلآكِلِينَ﴾

এ গাছটি 'সাইনা' পাহাড়ে খুব বেশী জন্মে এবং এর ফল হতে তেল ও ছালন পাওয়া যায়। (আল-মুমিন-২০)

হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, যাইতুন গাছ হতে নানাবিধ উপকার পাওয়া যায়। এর তেল দিয়ে চেরাগ জ্বালানো হয়। এর তেল সালন, মালিশ ও চামড়া পাকা করার মসলারূপে ব্যবহৃত হয়। এর কাঠ ইন্ধনের কাজে লাগে। ফলকথা, এর কোন কিছুই এমন নয়, যা কোন না কোন কাজে লাগে না। এমনকি এর কাঠের ছাই দিয়ে রেশমী কাপড় ধোলাই করা হয়। তিনি আরো বলেন, পৃথিবীতে এ গাছ সর্বপ্রথম জন্মে এবং হযরত নূহ (আ.)-এর যমানায় মহাপ্লাবনের পর এ গাছই সর্ব প্রথম জন্মে এবং নবীদের অঞ্চলে ও পবিত্র ভূমিতে জন্মে। এ গাছের বরকতের জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ সত্তর জন নবী দুআ করেন।

اللهم بارك فى الزيت والزيتون مرتين كذا فى تفسير القرطبى من سورة النور.

(খ) যাইতুন গাছ প্রধানত সিরীয়া দেশে জন্মে। সিরীয়া দেশে রয়েছে আল মসজিদুল আকসা এবং আল মাসজিদুল আকসার চার পাশের অঞ্চলকে কুরআন করীমে 'বরকতযুক্ত' অঞ্চল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

﴿سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ بنى إسرائيل : ١

এ তথ্যের উপর ভিত্তি করে কিছু আলেম বলেন, প্রধানত যে অঞ্চলে যাইতুন গাছ জন্মে সে অঞ্চলটি বরকতযুক্ত বিধায় সে অঞ্চলে উৎপন্ন যাইতুন গাছ বরকতযুক্ত হয়েছে। আবার গাছটি বরকতযুক্ত হওয়ায় তাতে উৎপন্ন যাইতুন ফল এবং সে ফল হতে নিষ্কাসিত তেলও বরকতযুক্ত হয়েছে। (جمع الوسائل : صـــ٢٥٢)

أحوال الرواة

أبو أحمد الزبيرى : بضم الزاء قيل اسمه محمد بن عبد الله.

أبو أسيد : بفتح الهمزة وكسر السين المهملة، كما ذكره الدارقطنى لا بضم ففتح خلافا لمن زعمه، قال القارى قيل بضم الهمزة مصغرا ولا يصح، قال الشيخ ابن حجر العسقلانى فى التقريب أبو أسيد بن ثابت المدنى الأنصارى، قيل اسمه عبد الله له حديث والصحيح فيه فتح الهمزة، قاله الدارقطنى.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه أبواب الأطعمة، باب ما جاء فى أكل الزيت وابن ماجة فى سننه، باب الزيت.

* * *

حديث : ١٥٩– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ ".

قَالَ أَبُو عِيسَى : وكَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَضْطَرِبُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَرُبَّمَا أَسْنَدَهُ وَرُبَّمَا أَرْسَلَهُ.

হাদীস : ১৫৯. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা যাইতুন তেল খাও এবং তা শরীরে লাগাও। কারণ, যাইতুন তেল মুবারক গাছ থেকে উৎপন্ন।

তাশরীহ :

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের সম্পর্ক হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যাইতুন তেল আহারের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেছেন, তখন তিনি তা নিজে আহার করেছেন। এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয়। বা শিরোনাম দ্বারা উদ্দেশ্য হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তরকারী নিজে আহার করেছেন এবং যা তিনি আহার করা পসন্দ করেছেন তা বর্ণনা করা। সুতরাং শিরোনামের সাথে হাদীসের সম্পর্ক সুস্পষ্ট।

درجة الحديث : قال الإمام أبو عيسى وكان عبد الرزاق كان يضطرب فى هذا الحديث الخ. قلت الإضطراب تخالف روايتين أو أكثر إسنادا ومتنا بحيث لا يمكن الجمع بينهما لكن الإمام بين المراد بالإضطراب هنا بقوله فربما أسنده وربما أرسله فقد أسنده فى الطريق السابق حيث ذكر فيه عمربن الخطاب وأرسله فى الطريق الأتى :

حيث أسقطه فيه كما سيأتى والمضطرب ضعيف لإنبائه عن عدم إتقان ضبطه، فهذا

الحديث ضعيف للإضطراب فى إسنادہ لكن رجح بعضهم عدم ضعفه لأن طريق الإسناد فيها زيادة علم خصوصا وقد وافق إسناد غيره، وهو أبو اسيد فى الرواية السابقة.

* * *

حديث : ١٦٠- حَدَّثَنَا السِّنْجِيُّ وَهُوَ أَبُو داود سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ الْمَرْوَزِيُّ السِّنْجِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَم عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ،

তাশরীহ :

কিছু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তাইতুন তেলের মাঝে অনেক রোগের চিকিৎসা রয়েছে। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন,

وقد وردا عليكم بهذه الشجرة المباركة زيت الزيتون فتداووا به فإنه مصححة من الباسور رواه الطبرانى وأبو نعيم عن عقبة بن عامر وروى أبو نعيم فى الطب عن أبى هريرة بلفظ : كلوا الزيت وادهنوا به فان فيه شفاء من سبعين داء منها الجذام.

جمع الوسائل : صـــ٢٥٢، فيض القدير الجزء الخامس حرف الكاف : صـــ ٥٦، وقال المناوى ضعيف.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যাইতুন তেলের মাঝে সত্তর রোগের চিকিৎসা আছে। والله أعلم بالصواب

أحوال الرواة

السنجى : بكسر السين المهملة وسكون النون نسبة إلى سنج، قرية من قرى مرو، وقوله ابن معبد بفتح فسكون، وقوله السنجى ذكره أولا وثانيا إشارة إلى أنه يقع فى كلام المحدثين ذكر نسبه فقط وقد يقع فى كلامهم ذكر كنيته واسْمه ونسبه ونسبته إلى مكانه.

درجة الحديث : قال المصنفرح : ولم يذكر فيه عن عمر أى فقد أرسله فى هذا الطريق، فالحديث مضطرب والإضطراب إنما نشأ من عبد الرزاق.

ومن أخرج هذا الحديث : سبق تخريجه رقم : ١٥٩.

* * *

حديث : ١٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ، أَوْ دُعِيَ لَهُ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ، فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِمَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ ".

হাদীস : ১৬১. হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাউ-তরকারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পসন্দনীয় ছিল। একবার তাঁর খাবার আনা হল অথবা তাঁকে খাওয়ার জন্য দাওয়াত করা হল (বর্ণনাকারীর সন্দেহ হয়েছে এটা কখনকার ঘটনা)। তখন পেয়ালা থেকে খুঁজে খুঁজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে লাউয়ের টুকরা রেখে দিচ্ছিলাম। কারণ, আমি জানতাম- তিনি লাউ পসন্দ করেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

الدباء ঃ بضم الدال وتشديد الباء وبالمد على الأشهر، حكى القصر أيضا. কদু, লাউ। لِمَا أعلم ঃ এখানে لِ মা مصدرية বা موصولة অর্থাৎ لعملى বা للذى أعلمه। কোন কোন নুসখায় শব্দটি لَ মীমের উপর তাশদীদের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ حين أعلم أنه يحبه।

أو دعى له ঃ অর্থাৎ دعى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للطعام এখানে أو টি সন্দেহের অর্থে এসেছে। আনাস (রা.) বা পরবর্তী কোন রাবীর সন্দেহ হয়েছে।

তাশরীহ :

১. বহুবিধ কারণে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কদুর তরকারী পসন্দ করতেন। এটা বুদ্ধি বৃদ্ধি করে, শরীর ঠাণ্ডা রাখে। গরম প্রকৃতিতে উপকারী এবং ঠাণ্ডা প্রকৃতির পক্ষে অনুকুল হয়। পিপাসা নিবারণ করে, মাথা ব্যথা দূর করে। আবার স্বচ্ছন্দে গিলা যায়। (: المواهب اللدنية ١٢٣ـــص)

২. এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, যদি কোন পাত্রে বিভিন্ন খাবার থাকে, তাহলে নিজের সামনে ছাড়া অন্যের দিক থেকেও কোন পসন্দনীয় জিনিস গ্রহণ করা যায়। শর্ত হল, অন্য সাথীর যেন অপসন্দ না হয়। লাউয়ের

টুকরা তালাশ করার কারণ হল, তরকারীতে ঝোল বেশি দেওয়ার নিয়ম ছিল। কারণ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঝোল বেশি দিতে উৎসাহ দিতেন- যাতে প্রতিবেশির ঘরে হাদিয়া পাঠানো যায়। (جمع الوسائل : صـــ ٢٥٣، خصائل نبوى : صـــ ٩٠)

ومن أخرج هذا الحديث : لم أجده عند غير المصنف من الأئمة الستة.

* * *

حديث : ١٦٢– عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ عِنْدَهُ دُبَّاءً يُقَطَّعُ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا؟ قَالَ : "نُكَثِّرُ بِهِ طَعَامَنَا ". قَالَ أَبُو عِيسَى : وَجَابِرٌ هذا هُوَ جَابِرُ بْنُ طَارِقٍ، وَيُقَالُ : ابْنُ أَبِيْ طَارِقٍ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا نَعْرِفُ لَهُ إلاّ هَذَا الْحَدِيثَ الْوَاحِدَ، وَأَبُو خَالِدٍ اسْمُهُ : سَعْدٌ.

হাদীস : ১৬২. হযরত জাবির ইবনু তারিক (রা.) বলেন, একদা আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গেলাম এবং দেখলাম, তাঁর নিকট লাউ টুকরা টুকরা করে কাটা হচ্ছে। তখন আমি বললাম, এভাবে ছোট ছোট টুকরা করে কাটার কি লাভ? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এর দ্বারা আমাদের তরকারীর পরিমাণ বাড়াবো।

শব্দবিশ্লেষণ :

يقطّع ঃ معروف ও مجهول দু'ভাবেই পড়া হয়। معروف হলে অর্থ হবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট ছোট টুকরা করে কাটছিলেন। تقطيع অর্থ কেটে টুকরা টুকরা করা।

نكثر ঃ বাবে تفعيل থেকে। বেশি করা, বৃদ্ধি করা, বাড়ানো। বাবে إفعال থেকেও পড়া যেতে পারে। (المواهب اللدنية : صـــ١٢٣)

তাশরীহ :

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, রান্না করার বিষয়ে লক্ষ্য রাখা, দেখাশুনা করা, তাওয়াক্কুল এবং যুহদের পরিপন্থী নয়; বরং পরিমিত ব্যয় ও অল্পে তুষ্টি লাভে সহায়ক। (جمع الوسائل : صـــ٢٥٤، المواهب اللدنية : صـــ١٢٤)

أحوال الرواة

جابر هذا : لما كان جابر عند الإطلاق ينصرف عند المحدثين إلى جابر بن عبد الله لكونه هو المشهور من الصحابة رضى الله عنه بكثرة الرواية وليس مرادا هنا احتاج المصنف إلى بيان المرادهنا، وقوله هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق أى تارة ينسب إلى أبيه وهو طارق وتارة ينسب إلى جده وهو أبو طارق كما ذكره الحافظ ابن حجر فى الإصابة وقد غفل عن هذا العصام حيث قال إما إشارة إلى الخلاف فى أن أباه طارق أو بيان لكنيته. وقوله لا نعرف له إلاّ هذا الحديث الواحد روى معلوما على صيغة المتكلم مع غيره وروى مجهولا على صيغة المذكر الغائب فعلى الأول ينصب قوله الحديث الواحد وعلى الثانى يرفع وتعقب بأنه ليس الأمر كذلك بل عرف له ثان أخرجه ابن السكن والشيرازى فى الألقاب.

أبو خالد اسمه سعد : يوجد ذلك فى بعض النسخ وقيل : اسمه هرمز وقيل : كثير.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه ابن ماجة فى سننه كتاب الأطعمة باب الدباء.

* * *

حديث : ١٦٣– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد عَنْ مَالِك بْنِ أَنَسٍ عَنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِك يَقُولُ : إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ فَقَالَ أَنَسٌ : فَذَهَبْتُ مَعَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، قَالَ أَنَسٌ : "فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ حَوَالَيِ الْصَّفْحَةِ "فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ.

হাদীস : ১৬৩. হযরত আনাস (রা.) বলেন, একদা একজন দর্জি খাবার তৈরী করে তা গ্রহণ করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাওয়াত দেয়। আনাস (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত আমিও সে খাবার গ্রহণ করতে গিয়েছিলাম। দর্জি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে যবের রুটি এবং লাউ ও গোশতের ঝোল পেশ করে। আনাস বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেয়ালার চতুর্দিকে লাউয়ের টুকরা খুঁজতে দেখলাম। সেদিন থেকে আমি লাউ পসন্দ করি।

শব্দবিশ্লেষণ :

خياط ঃ দরজি। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (র.) বলেন, এ দর্জি কে ছিলেন, তার নাম আমি জানতে পারিনি। তবে এক রিওয়ায়াত থেকে জানা যায়, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন গোলাম ছিলেন।

مرق ঃ بفتحتين ঃ শুরুয়া। ঝোল।

قديد ঃ অর্থাৎ لحم مقدد টুকরা টুকরা করে কেটে লবণ লাগিয়ে শুকানো হয়েছে এমন গোশত। (ن) قدٌّ কাটা, ফালি করা থেকে উদ্গত।

حوالى ঃ لام এর উপর যবর ياء এর উপর سكون।

فهو مفرد لفظا ومثنى صورة وجمع معنى، قال القارى هو بفتح اللام وسكون الياء وانما كسرهنا لإلتقاء الساكنين، جمع الوسائل : صـــ٢٥٦.

الصفحة ঃ থালা, বাসন, পাত্র। কেউ কেউ বলেন, যে বাসনে পাঁচ জনের উপযোগী খানা ধরে সে বাসনকে الصحفة বলে। কোন কোন প্রতিলিপিতে الصحفة এর স্থলে القصعة পাওয়া যায়। যে বাসনে দশ জনের উপযোগী খানা ধরে সেটিকে القصعة বলে। (جمع الوسائل، المواهب اللدنية)

তাশরীহ :

১. فذهبت مع رسول الله الخ. ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হয়ত আনাস (রা.)-এরও দাওয়াত ছিল। বা তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেম হিসাবে গিয়ে থাকবেন। দাওয়াতদাতা অসন্তুষ্ট না হলে এতে দোষের কিছু নেই।

একটি বিরোধের নিরসন

২. يتتبع الدباء حوالى الخ.

এ হাদীসে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর খাদিম আনাস (রা.) একই পাত্র হতে ছালন নিয়ে খেতে থাকা

অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাত্রের চার দিক হতে লাউয়ের টুকরাগুলি খুঁজে খুঁজে নিতে ছিলেন। অথচ এ গ্রন্থের ২৮ নং অনুচ্ছেদে ১৯১ নম্বরে যে হাদীস আসছে, তাতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও উমার ইবনু সালামা একই পাত্র হতে আহার কালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন, كل مما يليك তোমার দিকে যে খাদ্য রয়েছে তা হতে খাও।

এ পরস্পরবিরোধী আচরণ ও আদেশের সমন্বয় আলিমগণ দু'ভাবে করেছেন। (ক) পাত্রে যদি একই প্রকার খাদ্য থাকে, তাহলে নিজ নিজ দিক হতে খাদ্য গ্রহণ করার আদেশটি প্রযোজ্য হবে। আর যদি বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য থাকে, তা হলে পাত্রের যে কোন দিক হতে পসন্দনীয় খাদ্য গ্রহণ করা যায়।

(খ) নিজের দিক ছেড়ে অপর দিক হতে খাদ্য গ্রহণের নিষেধাজ্ঞার মূল কারণ হল, এতে অপর আহার গ্রহণকারীর অরুচি বা অপসন্দ হতে পারে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন কিছুর আশংকা মোটেই ছিল না; বরং সাহাবীদের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্পর্শিত খাদ্য অত্যন্ত প্রিয় ও বরকতময় ছিল। (جمع الوسائل : صـــ٢٥٦)

৩. فلم أزل أحب الدباء ঃ হযরত আনাস (রা.) এরও উক্তি 'সে দিন হতে লাউ আমার প্রিয় বস্তু হয়ে যায়' এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কিরামের যে অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল তার বহিঃপ্রকাশ। ভালবাসা যত গভীর হবে মাহবূবের সব কিছু ততই প্রিয় হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু ভালবাসতেন- সেটিকে ভালবাসা ঈমানের পূর্ণতার আলামত।

قال ابن عبد البر : ومن صريح الإيمان محبة ما كان المصطفى يحبه واتباع ما كان يفعله ألا ترى إلى قول أنس فلم أزل أحب الدباء إلى آخره ولا شك أن محبة المصطفى مؤدية إلى محبة ما كان يحبه حتى من ماكول ومشروب وملبوس، شرح المناوى على هامش جمع الوسائل : صـــ٢٥٦.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الأطعمة باب من تتبع حوالى القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية، وباب الدباء وأخرجه مسلم فى

صحيحه كتاب الأشربة باب جواز أكل المرق واستحباب اليقطين الخ. وأبو داود فى سننه، كتاب الأطعمة، باب فى أكل الدباء، أخرجه المصنف أيضا فى جامعه أبواب الأطعمة باب ما جاء فى أكل الدباء.

* * *

حديث : ١٦٤– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ"

হাদীস : ১৬৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিষ্ট দ্রব্য এবং মধু খেতে ভালবাসতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

الحلواء بالمد والقصر ঃ كل شيء فيه حلاوة- মিষ্ট বস্তু, মিষ্টি জাতীয় জিনিস, মিষ্টান্ন। মানুষ যে সব মিষ্ট খাবার তৈরী করে তাকেই মূলত الحلواء বলে। যদিও মূল অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে মিষ্টি ফল-মূলও এর আওতায় পড়ে, তবু প্রচলিত পরিভাষা হিসাবে এটা 'হালওয়ার' মধ্যে পড়ে না। 'হালওয়া' বলতে গুড়, চিনি, মধুকেও বুঝায় এবং এর দ্বারা প্রস্তুত মিষ্ট খাদ্যসমূহকেও বুঝায়। (جمع الوسائل : صـــ٢٥٦، شرح المناوى على هامش جمع الوسائل : صـــ ٢٥٦)

العسل ঃ মধু। تخصيص بعد التعميم মিষ্টি দ্রব্যের মধ্যে মধুও পড়ে। তবু বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য মধুর উল্লেখ আলাদাভাবে করা হয়েছে।

তাশরীহ : হাদীসে الحلواء দ্বারা মানুষের তৈরী যে কোন মিষ্টি খাবার উদ্দেশ্য। সর্ব প্রথম হযরত উসমান (রা.) হালওয়া তৈরী করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে পেশ করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা পসন্দ করেন। এ হালওয়া তৈরী করা হয়েছিল ময়দা, ঘি ও মধু দ্বারা। যেহেতু চিনির প্রচলন তখন ছিল না, তাই সাধারণত মধু বা খেজুর দ্বারা মিষ্টান্ন তৈরী করা হতো। (جمع الوسائل : صـــ٢٥٧، خصائل نبوى : صـــ٩٢)

أحوال الرواة

الدورقى : بفتح الدال وسكون الواو وفتح الراء المهملة بعدها قاف، ثم ياء نسبة وقد اختلف، فقيل : إنه منسوب إلى بلد بفارس، يقال : لها الدورق قيل إلى لبس القلانس الدورقية، كما أفاده اللقانى.

أبو أسامة : اشتهر بكنيته واسْمه حماد بن أسامة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى الطلاق باب لم تحرم ما أحل الله لك وفى الأطعمة باب الحلواء والعسل وفى الأشربة، باب شراب الحلواء والعسل وفى الطب باب الدواء بعسل الخ. وفى الحيل باب ما يكره من احتيال المرءة من الزوج والضرائر ومسلم فى الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم إمرأته ولم ينو الطلاق أبو داود فى الأشربة، باب شراب العسل وابن ماجة فى الأطعمة باب الحلواء، والمصنف فى جامعه أبواب الأطعمة باحب النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحلواء والعسل.

* * *

حديث : ١٦٥– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا "قَرَّبَتْ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْبًا مَشْوِيًّا، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ وَمَا تَوَضَّأَ ".

হাদীস : ১৬৫. হযরত উম্মু সালামা (রা.) বলেন, তিনি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে (বকরীর) পাঁজরের ভুনা গোশত পেশ করেন। তিনি তা থেকে খেলেন, অতপর নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। কিন্তু পুনরায় অজু করেননি।

শব্দবিশ্লেষণ :

جنبا ঃ পার্শ্ব, পাঁজর। কেউ কেউ বলেছেন, এটি বকরীর পাঁজর ছিল। কিন্তু মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, এ কথার কোন দলীল নেই।

مشويا ঃ ভুনাকৃত।

قربت ঃ সামনে পেশ করলাম। (جمع الوسائل : صـــ٢٥٧)

তাশরীহ :

কিছু হাদীস থেকে আগুনে পাক করা খাদ্য খেলে ওযু নষ্ট হয়ে যায় বলে প্রমাণিত হয়। কিছু সংখ্যক সাহাবী ও তাবিয়ীর মত এটাই। তবে চার খলীফা, চার ইমাম এবং অধিকাংশ আলিমের মতে আগুনে পাকানো জিনিস খেলে ওযু ভঙ্গ হয় না এবং নতুন ওযু করা ওয়াজিব হয় না। তাঁরা বলেন, যে সকল হাদীস থেকে অজু ওয়াজিব হওয়া বুঝে আসে, সেগুলো রহিত হয়ে গেছে। আবার তাঁদের কেউ কেউ উভয়বিধ হাদীসের মাঝে সমন্বয় করে বলেন, ওযূ করা ভাল, ওয়াজিব নয়।

হযরত উম্মু সালামা (রা.) বর্ণিত আলোচ্য হাদীস থেকেও সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমদের মত প্রমাণিত হয়। এতে বলা হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুনা গোশত আহার করার পর নতুন অজু না করেই নামায আদায় করেছেন।

أحوال الرواة

الزعفرانى : بفتح الفاء نسبة إلى قرية، يقال لها الزعفرانية، وهو من أصحاب الشافعى رضى الله عنه.

ابن جريج : بجيمين مصغرا قيل اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو منسوب إلى جده.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه أبواب الأطعمة باب ما جاء فى أكل الشواء.

* * *

حديث : ١٦٦– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : "أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِوَاءً فِي الْمَسْجِدِ ".

হাদীস : ১৬৬. আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মসজিদে বসে ভুনা গোশত খেয়েছি।

শব্দবিশ্লেষণ :

شواء بكسر الشين أو ضمها مع المد ঃ ভুনাকৃত গোশত। কাবাব।

তাশরীহ :

১. এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, একা বা জামাআতবদ্ধভাবে মসজিদে পানাহার করা জায়েয, তবে মসজিদে যেন ময়লা-উচ্ছিষ্ট না পড়ে। নতুবা মাকরূহ হবে। এমনও হতে পারে যে, এটা ইতিকাফ অবস্থার ঘটনা। তখন মসজিদে পানাহার জায়েয হওয়া স্বতঃসিদ্ধ বিষয়।

قال القارى : فيه دليل جواز أكل الطعام فى المسجد جماعة وفرادى ومحله ان لم يحصل ما يقذر المسجد وإلا فيكره أو يحرم ويمكن حمل أكلهم على زمن الإعتكاف فلا يرد أن الأكل فى المسجد خلاف الأولى مع أنه يمكن فعله لبيان الجواز. (جمع الوسائل : صـــ٢٥٨)

২. شواء ঃ এ বর্ণনায় শুধু ভুনাকৃত গোশতের উল্লেখ রয়েছে। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, অন্য রেওয়ায়েতে রুটিসহ গোশত আহারের উল্লেখ আছে। (جمع الوسائل : صـــ٢٥٨)

এ হাদীসটি সুনানু ইবনে মাজায়ও বর্ণিত হয়েছে। সেখানে হাদীসের শেষে এ কথাগুলো বেশি আছে। অতঃপর আমরা কাঁকরযুক্ত মাটিতে আমাদের হাত ঘষলাম। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলেন এবং আমরা তাঁর সাথে নামায আদায় করলাম।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه ابن ماجة فى سننه كتاب الاطعمة باب الشواء.

* * *

حديث : ١٦٧– عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : صِفْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَأُتِيَ بِجَنْبٍ مَشْوِيٍّ، ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ فَحَزَّ لِي بِهَا مِنْهُ قَالَ : فَجَاءَ بِلالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاةِ فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ، فَقَالَ : "مَا لَهُ؟ تَرِبَتْ يَدَاهُ"، قَالَ : وَكَانَ شَارِبُهُ قَدْ وَفَى، فَقَالَ لَهُ : "أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكٍ "أَوْ "قُصَّهُ عَلَى سِوَاكٍ "

হাদীস : ১৬৭. হযরত মুগীরা ইবনু শো'বা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে (যুবাআহ বিনতুয যুবায়েরের বাড়িতে) মেহমান হলাম। পানাহারের জন্য বকরীর পাঁজরের ভুনা গোশত আনা হল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম একখানা ছুরি দিয়ে তা থেকে কেটে কেটে আমাকে দিচ্ছিলেন। মুগীরা (রা.) বলেন, তখন বিলাল (রা.) এসে তাঁকে নামাযের খবর দিলেন। তিনি ছুরি রেখে দিয়ে নামাযের জন্য চললেন এবং বললেন, তার কী হল, তার হাত দু'টি ধূলিমলিন হোক!

মুগীরা (রা.) বলেন, আমার গোঁফ বেশি বড় হয়ে গিয়েছিল। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এসো তোমার গোঁফ মেসওয়াকের উপর রেখে কেটে দেই অথবা বলেন, মেসওয়াকের উপর রেখে তোমার গোঁফ কেটে ফেল।

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুই কথার কোন্ কথাটি বলেছেন, সে সম্পর্কে হযরত মুগীরা (রা.) বা অপর কোন বর্ণনাকারীর সন্দেহ হয়েছে।)

শব্দবিশ্লেষণ :

ضفت (ض) ঃ মেহমান হওয়া। صرت ضيفا لرجل معه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমি এক ব্যক্তির মেহমান হলাম। এ ব্যক্তি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো বোন যুবাআহ বিনতে যুবায়ের ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.)।

الشفرة ঃ بفتح الشين وسكون الفاء- বড় ছুরি।

يحز (ن)ঃ কাটা, কর্তন করা।

يؤذنه ঃ বাবে إفعال থেকে। يعلمه- অবহিত করা, জানিয়ে দেওয়া।

تربت يداه ঃ তার দু' হাত ধূলিময় হোক। শাব্দিক অর্থ হিসাবে এটা বদ দুআ। অর্থাৎ সে দরিদ্র ও নিঃস্ব হয়ে যাক। এখানে বদ দুআ উদ্দেশ্য নয়। ধমক, তিরস্কারও আক্ষেপমূলক বাক্য হিসাবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেলালকে ধমক দিয়ে আক্ষেপ করে বললেন, এ খানার সময় নামাযের কথা বলা ঠিক হয়নি। কারণ, এশার ওয়াক্ত লম্বা থাকে। তা ছাড়া এখানে মেজবানের মন নাখোশ হওয়ার আশংকা ছিল।

আরবী ভাষায় এরূপ স্থলে رغم أنفه-নাক ধূলিমলিন হোক। ثكلتك أمك ঃ তোমার মা তোমাকে হারাক ইত্যাদি বাক্যও বলা হয়। (المواهب اللدنية : (صـــ١٩٦، جمع الوسائل : صـــ٢٦٠)

شارب ঃ গোঁফ, মোচ।

أقصه (ن) ঃ কাটা, ছাঁটা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিরুনীর পরিবর্তে গোঁফের নীচে মেসওয়াক রেখে কেটে দেওয়ার কথা বলেছেন।

তাশরীহ :

এ হাদীসে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় :

১. হযরত মুগীরা (রা.)-এর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মেহমান হওয়ার বিষয়টির ব্যাখ্যায় আলেমদের দুটি মত রয়েছে।

(ক) 'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মেহমান হলাম" এ বাক্যে 'সাথে' শব্দটি অতিরিক্ত। অর্থাৎ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহমান হলাম। তিনি আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে নিজ হাতে গোশত কেটে কেটে আমাকে দিলেন।

(খ) আমি এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৃতীয় এক ব্যক্তির মেহমান হলাম। 'সাথে' শব্দটি এ ব্যাখ্যার সমর্থন করে। এমতাবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুগীরা (রা.)-কে গোশত কেটে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে খুশী করা।

কেউ কেউ তৃতীয় একটি ব্যাখ্যা করেছেন, তা হল হযরত মুগীরা (রা.) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু এ ব্যাখ্যা সহীহ নয়। (خصائل نبوى : صـــ٩٢، جمع الوسائل : ٢٥٨)

২. দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, ছুরির সাহায্যে গোশত কেটে খাওয়া। সুনানু আবী দাউদের এক হাদীসে ছুরির সাহায্যে গোশত কেটে খেতে নিষেধ করা হয়েছে।

عن عائشة قالت قال رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم وانهشوه فإنه أهنأ وأمرأ، كتاب الأطعمة باب فى أكل اللحم.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, খাওয়াকালে তোমরা ছুরি দিয়ে গোশত কেটো না। কেননা, এটা অনারবদের রীতি; বরং দাঁত

দিয়ে কেটে খাও। কেননা, এটা অধিকতর উপাদেয় এবং এতে বেশি স্বাদ পাওয়া যায়।

আলেমগণ বিভিন্নভাবে এ হাদীসের জবাব দিয়েছেন।

* এ হাদীসের সনদ শক্তিশালী নয়। আবার যারা হাদীসটিকে আমলযোগ্য মনে করেন, তাঁরা উভয় হাদীসের মাঝে বিভিন্নভাবে সমন্বয় করেছেন।

* ছুরি দিয়ে গোশত কেটে খাওয়াকে অভ্যাসে পরিণত করা ঠিক নয়। মাঝে মাঝে ছুরি দিয়ে কেটে খেতে দোষ নেই।

* গোশত নরম করে পাক করা হলে ছুরি দিয়ে কাটবে না। যদি শক্ত রেখে পাক করা হয়, তাহলে ছুরি দিয়ে কেটে খেতে দোষ নেই।

* নিষেধাজ্ঞার হাদীসে বলা হয়েছে গোশত কেটে খাওয়া অনারবদের (কাফিরদের) প্রথা। এতে বুঝা যায়, যে পদ্ধতিতে কাটলে কাফিরদের সাদৃশ্য হয় সেটি নিষিদ্ধ। অন্যথায় নিষিদ্ধ নয়।

* যে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে সেখানে ছুরির সাহায্যে খেতে নিষেধ করা হয়েছে। আর আলোচ্য ঘটনায় ছুরির সাহায্যে খাননি; বরং ছুরি দ্বারা কেটে হাতের সাহায্যে খেয়েছেন। এটিই সমন্বয়ের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পন্থা।

৩. وكان شاربه قد وفى ঃ হযরত মুগীরা (রা.) বলেন, 'এবং তাঁর গোঁফ বেশি বড় হয়ে গিয়েছিল।" এ বাক্যে তাঁর গোঁফ বলে কার গোঁফ বুঝানো হয়েছে, সে সম্বন্ধে তিনটি মত পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, মুগীরা (রা.)-এর, কেউ বলেন বিলালের, আবার কেউ বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। মোল্লা আলী কারী (র.) প্রথম মতটিকে গ্রহণ করেছেন। কারণ, সুনানু আবী দাউদে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে- মুগীরা (রা.) বলেন, আমার গোঁফ লম্বা হয়ে গিয়েছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা কেটে দিয়েছিলেন। সুতরাং এটাই গ্রহণযোগ্য হবে।

قال القارى وقال ميرك : ووقع فى رواية أبى داود وكان شاربى وفى فقصه لى على سواك فعلى هذه الرواية تعين الإحتمال الأول. (جمع الوسائل : صـــ٢٦١)

মোচ খাট করার বিধান

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে মোচ কাটতে বা ছোট করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب اللباس باب قص الشارب.

তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর, দাঁড়ি বাড়াও, মোচ ছাট বা নির্মূল কর। -সহীহ বুখারী

ইবনু উমার (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى، رواه البخارى فى صحيحه، كتاب اللباس، باب إعفاء اللحى.

গোঁফগুলি ছেটে ফেল, দাড়িগুলি বড় কর। -সহীহ বুখারী শরীফ

ইবনু উমার (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عن ابن عمر عن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال من الفطرة قص الشارب، رواه البخارى فى صحيحه، كتاب اللباس، باب قص الشارب.

মানবীয় প্রকৃতি নির্দেশিত একটি কর্ম হল মোচ কর্তন করা। -সহীহ বুখারী

অন্য হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

جزوا الشوارب وأرخوا اللحى. رواه مسلم فى صحيحه، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة.

তোমরা গোঁফ ছাট এবং দাড়ি লম্বা করে ছেড়ে দাও। -সহীহ মুসলিম

অন্য আরেক হাদীসে ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন,

كان النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقص او يأخذ من شاربه.

أخرجه الترمذى فى جامعه.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোঁফ কাটতেন বা গোঁফ থেকে কিছু গ্রহণ করতেন। -জামি' তিরমিযী

হাদীসগুলিতে গোঁফের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে :

১. إحفاء - অর্থ الإزالة والاستقصاء, ছাটা, নির্মূল করা।

أحفى شعره إذا استأصله حتى يصير كالحلق -মুণ্ডনের ন্যায় নির্মূল করা।

২. إنهاك- অর্থ المبالغة فى القص -المبالغة فى الإزالة একেবারে নির্মূল করা, ছোট করা বা শেষ করা।

৩. قص- অর্থ القص من قصصت الشعر قطعته কাটা, কর্তন করা, المراد بالقص هنا قطع الشارب من غير استيصال একেবারে নির্মূল না করে কাটা।

৪. جز- অর্থ : قص الشعر والصوف إلى يبلغ الجلد -গোঁফ ছাটা, যাতে চামড়া প্রকাশিত হয়ে যায়।

৫. أخذ- গ্রহণ করা বা কিছু অংশ কাটা।

فتح البارى، كتاب اللباس، الجزء العاشر، صـــ٣٤٦، عمدة القارى، كتاب اللباس : جـــ٢٢، صـــ٤٣-٤٤، إرشاد السارى : جـــ٨، كتاب اللباس : صـــ ٤٦٢، شرح النووى على مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة.

উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মোচ কাটা ওয়াজিব বা সুন্নাত। তবে হাদীসের শব্দাবলীর পার্থক্যের ভিত্তিতে ছাটা বা কাটার সীমা নির্ধারণে মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। গোঁফ ছাটা, কাটা বা ছোট করা তিন প্রকার হতে পারে।

(১) উপরের ঠোঁটের প্রান্ত প্রকাশিত রেখে গোঁফ রাখা।

(২) কাঁচি বা অনুরূপ কিছু দিয়ে তা একেবারে ছোট করে ফেলা।

(৩) ক্ষুর বা ব্লেড দিয়ে একেবারে মুণ্ডন করা।

কোনো কোনো ফকীহ প্রথম প্রকার ছাটা উত্তম বলেছেন।

قال النووى : المختار فى قص الشارب أنه يقصه حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله اما رواية "أحفوا" فمعناه أزيلوا ما طال على الشفتين، قال ابن دقيق العيد : ما أدرى هل نقله عن المذهب أو قاله أختيارا منه لمذهب مالك قلت (أى العسقلانى) صرح فى شرح المهذب بأن هذا مذهبنا، فتح البارى جـــ١٠، كتاب اللباس، باب قص الشارب : صـــ٣٤٧، قال النووى : فالمختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله وأما روايات أحفوا الشوارب، فمعناها أحفوا ما طال على الشفتين، شرح النووى على صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة : صـــ١٢٩.

অর্থাৎ ইমাম নববী (র.) বলেন, উপরের ঠোঁটের প্রান্ত প্রকাশিত হয় পরিমাণ গোঁফ কাটা উত্তম ; একেবারে নির্মূল করবে না। احفوا الشارب অর্থ

ঠোঁটের উপরে ঝুলে পড়া মোচ কেটে ফেলা এবং তিনি شرح المهذب গ্রন্থে বলেছেন, এটা আমাদের শাফেয়ীদের মাযহাব।

তবে ইমাম তাহাবী (র.) বলেছেন,

لم أر عن الشافعي فى ذلك شيئا منصوصا وأصحابه الذين رأيناهم كالمزنى والربيع كانوا يحفون وما أظنهم أخذوا ذلك إلاّ عنه.

فتح البارى : جـ١٠، كتاب اللباس، باب قص الشارب : صـ٣٤٧.

এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কোন মত আমি পাইনি। মুযানীসহ যে সকল শাগরেদকে আমি দেখেছি, তাঁরা মোচ একেবারে ছেঁটে ফেলতেন। আমার ধারণা তাঁরা এ মত ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে গ্রহণ করেছেন।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন,

قال القرطبى : وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذى الأكل ولا يجتمع فيه الوسخ قال : والجز أو إلاحفاء هو القص المذكور وليس بالاستئصال عند مالك، فتح البارى : جـ١٠، كتاب اللباس، باب قص الشارب : صـ٣٤٧.

ঠোঁটের উপর ঝুলে পড়া মোচ কেটে ফেলবে। যাতে পানাহারে অসুবিধা না হয় এবং মোচে ময়লা না জমে। ইমাম মালেক (র.)-এর মত হল মোচকে একেবারে না ছাটা, নির্মূল না করা।

আবার কোনো কোনো ফকীহ দ্বিতীয় প্রকার ছাটা উত্তম বলেছেন,

قال الأثرم : كان أحمد يحفى شاربه إحفاء شديدا، ونص على أنه أولى من القص. فتح البارى، كتاب اللباس، باب قص الشارب : جـ١٠، صـ٣٤٧.

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল (র.) মোচকে সম্পূর্ণ ছেটে ফেলতেন এবং তিনি এটা উত্তম বলেছেন।

কিন্তু ইমাম মালেক (র.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি একেবারে ছাটা এবং মুণ্ডন করাকে মাকরূহ ও বিদআত বলেছেন।

قال ابن القاسم عن مالك : إحفاء الشارب عندى مثلة والمراد بالحديث المبالغة فى أخذ الشارب حتى يبدو حرف الشفتين وقال أشهب : سألت مالكا عمن يحفى شاربه فقال أرى أن يوجع ضربا وقال لمن يحلق شاربه هذه بدعة ظهرت فى الناس. فتح البارى : جـ١٠، كتاب اللباس، باب قص الشارب.

ইবনুল কাসিম বলেন, ইমাম মালেক (র.) বলেছেন, মোচ নির্মূল করা এবং মুণ্ডন করা আমার মতে অঙ্গ বিকৃতি সমতুল্য। আশহাব বলেন, যারা মোচ নির্মূল করে তাদের সম্পর্কে ইমাম মালেক (র.) কে আমি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তাকে প্রহার করা হবে এবং বলেন, মোচ মুণ্ডন করা বিদআত। -ফতহুল বারী

ইমাম মালেক (র.)-এর এ সকল উক্তির কোন দলীল আমরা জানতে পারিনি।

কোনো কোনো আলেমের মতে মোচ খাট করা এবং মুণ্ডনের ন্যায় একেবারে ছাটা উভয়টি সমান বৈধ। যে কোনটি আমল কবা যায়।

بعض العلماء إلى التخيير فى ذلك قلت (أى ابن حجر) هو الطبرى فإنه حكى قول مالك وقول الكوفيين ونقل عن أهل اللغة، أن الإحفاء الإستصال ثم قال دلت السنة على أمرين ولا تعارض فإن القص يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل وكلا هما ثابت فيتخير فيما شاء. فتح البارى : جـ١٠، كتاب اللباس، باب قص الشارب : صـ٣٤٧.

অর্থাৎ হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (র.) বলেন, ইমাম তাবারীর মতে গোঁফ ছোট করা এবং নির্মূল করা দুটিই হাদীস থেকে প্রমাণিত। কাজেই যে কোনোটি গ্রহণ করা সমান বৈধ।

ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) গোঁফ মুণ্ডন করা বা মুণ্ডনের ন্যায় নির্মূল করাকে সুন্নাত বলেছেন।

সুতরাং হানাফী মাযহাব সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলেম ইমাম তাহাভী (র.) 'শরহুল মাআনিল আসার' গ্রন্থে باب حلق الشارب মোচ মুণ্ডন করার অনুচ্ছেদের অধীনে 'احفاء' মোচ নির্মূল করা সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে বর্ণনা করে বুঝিয়েছেন, এ সব হাদীসে إحفاء বা নির্মূল করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুণ্ডন করা। অতপর লিখেছেন-

يستحب إحفاء الشوارب ونراه أفضل من قصها وقال أيضا وأما من طريق النظر فإنا رأينا الحلق قد أمربه فى الإحرام ورخص فى التقصير فكان الحلق أفضل من التقصير وكان التقصير من شاء فعله ومن شاء زاد عليه إلاّ أنه يكون بزيادته عليه أعظم أجرا ممن قص فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم الشارب قصه حسن وإحفاءه أحسن

وأفضل وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وقال أيضا فدل ذلك أن قص الشارب من الفطرة وهو مما لا بد منه وأن ما بعد ذلك من الإحفاء هو أفضل وفيه من إصابة الخير ما ليس فى القص. شرح معانى الأثار، جـ٢، كتاب الكراهة، باب حلق الشارب : ٣٣٣-٣٤

অর্থাৎ মোচ ছাটার চেয়ে মুণ্ডন করা উত্তম। এটাই ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মাযহাব।

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (র.) লেখেন :

قال الطحاوى : الحلق هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف و محمد.

فتح البارى : جـ١٠، كتاب اللباس، باب قص الشارب : صـ ٣٤٧.

ইমাম তাহাবী বলেছেন, গোঁফ মুণ্ডন করা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মাযহাব।

তিনি অন্যত্র লিখেছেন,

وقد رجح الطحاوى الحلق على التقصير بتفضيله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحلق على التقصير فى النسك. فتح البارى : جـ١٠، كتاب اللباس، قص الشارب : صـ٣٤٧.

ইমাম তাহাবী মোচ ছোট করার চেয়ে মুণ্ডন করার মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

আল্লামা ইবনুল আবিদীন শামী লিখেছেন,

(قوله وقيل سنة) مشى عليه فى الملتقى وعبارة المجتبى بعد ما رمز للطحاوى حلقه سنة ونسبه إلى أبي حنيفة وصاحبيه والقص منه حتى يوازى الحرف الأعلى من الشفة العليا سنة بالإجماع. رد المحتار : جـ٩، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره : صـ٥٨٣.

وفى الهندية : ذكر الطحاوى فى شرح الأثار أن قص الشارب حسن وتقصيره أن يؤخذ حتى ينقص من الأطار وهو الطرف الأعلى من الشفة العليا، قال والحلق سنة وهو أحسن من القص وهذا قول أبي حنيفة وصاحبه، كذا فى محيط السرخسى، الفتاوى الهندية : جـ٥، الباب التاسع عشر فى الختان الخ : صـ٣٥٨.

ইমাম তাহাবী বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদের মতে গোঁফ মুণ্ডন করা সুন্নত।

মাওলানা মুফতী রশীদ আহমদ (র.) লিখেছেন,

باتفاق امام وصاحبین رحمہم اللہ شوارب کا حلق یا قص سنت ہے، سنیت حلق سے انکار امام وصاحبین رحمہم اللہ تعالی کے مذہب منصوص کے خلاف ہونے سے بالکل غیر معتبر ہے، صحیح یہی ہے کہ حلق بھی سنت ہے، بلکہ سنت کا اعلی درجہ ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی بالاتفاق اعلم بمذہب ابی حنیفہ رحمہم اللہ ہیں، آپ کی تحریر کے مطابق باتفاق ائمتنا الثلاثہ رحمہم اللہ حلق شوارب مسنون ہے، ترجمۃ الباب 'حلق الشارب' کے تحت احادیث احفاء لانے سے مقصد یہ ہے کہ ان احادیث میں احفاء بمعنی حلق ہے۔ احسن الفتاوی، ج :۸، کتاب الحظر والإباحة : ص : ٤٤٧-٤٥٠.

আমাদের তিন ইমামের মতে গোঁফ মুণ্ডন করা বা মুণ্ডনের ন্যায় নির্মূল করা সুন্নাত। বিশুদ্ধ মত এটাই যে, মুণ্ডনও সুন্নত; বরং সুন্নাতের উচ্চস্তর। আহসানুল ফাতাওয়া।

সুনানু নাসাঈতে বর্ণিত একটি হাদীসে পরিষ্কার শব্দে মোচ হলক বা মুণ্ডনের কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال خمس من الفطرة الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار وحلق الشارب، كتاب الطهارة، ذكر نتف الإبط : صـ٧.

পাঁচটি কর্ম মানবীয় প্রকৃতি নির্দেশিত। খতনা করা, নাভির নিচের চুল মুণ্ডন করা, বগলের নিচের চুল পরিষ্কার করা, নখ কর্তন করা, গোঁফ মুণ্ডন করা। এ হাদীস সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (র.) বলেন, হলক বা মুণ্ডনের রেওয়ায়াতটি সহীহ।

وورد الخبر بلفظ الحلق وهي رواية النسائي عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن عيينة بسند هذا الباب. ورواه جمهور أصحاب ابن عيينة بلفظ القص وكذا سائر الروايات عن شيخه الزهري ووقع عند النسائي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ تقصير الشارب نعم وقع الأمر بما يشعر بأن رواية الحلق محفوظ، فتح الباري : جـ١٠، صـ٣٤٦، كتاب اللباس : باب قص الشارب.

মোটকথা, মোচ কাটার উল্লিখিত তিনটি নিয়ম বৈধ এবং সুন্নাত সম্মত।

গোঁফ কাটার সময়সীমা

গোঁফ, নখ ইত্যাদি কর্তনের সময়সীমা ও দিন তারিখ সম্পর্কে কিছু নির্দেশনা হাদীসে পাওয়া যায়।

এক হাদীসে হযরত আনাস ইবনু মালেক (রা.) বলেন,

وُقِّت لنا فى قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة : صـ١٢٩.

গোঁফ কর্তন করা, নখ কাটা, বগল পরিষ্কার করা ও নাভির নিচের চুল মুণ্ডন করার বিষয়ে আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল যে, আমরা এগুলি চল্লিশ দিনের বেশি পরিত্যাগ করবো না। -সহীহ মুসলিম

এ হাদীসে সর্বোচ্চ সময়সীমা চল্লিশ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু সর্ব নিম্ন বা উত্তম কোন সময় আছে কি? -এ বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ সনদে কিছু বর্ণিত হয়নি। বস্তুত চল্লিশ দিনের মধ্যে প্রয়োজন ও সুবিধা অনুসারে এ বিষয়ক পরিচ্ছন্নতা অর্জন করলেই মূল হুকুম পালিত হবে। বিশেষ কোনো দিন বা সময়ের বিশেষ কোনো ফযীলত নেই। ইমাম নববী (র.) বলেন,

أما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله فإذا طال حلق وكذلك الضبط فى قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، وأما حديث أنس المذكور فى الكتاب وقت لنا فى قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ان لا نترك أكثر من أربعين ليلة، فمعناه لا نترك تركا نتجاوز به أربعين لا أنهم وقت لهم الترك أربعين، شرح النووى على مسلم : صـ ١٢٨.

قال النووى فى شرح المهذب : ينبغى أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص والضابطة الحاجة فى جميع الخصال المذكورة، فتح الملهم : جـ١، صـ٤٢٠، فتح البارى : جـ١٠، كتاب اللباس، باب قص الشارب، صـ٣٤٦.

قال الملا على القارى رحمه الله البارى : والمعنى أن لا نترك تركا يتجاوز أربعين، لا أنه وقت لهم الترك أربعين لأن المختار أن يضبط الحلق والتقليم والقص بالطويل فإذا طال حلق وقص وقلم ذكره النووى، مرقاة : جـ٨، صـ ٢٥٢.

অর্থাৎ চল্লিশ দিনের বেশি পরিত্যাগ করা যাবে না। চল্লিশ দিনের ভেতরে অবস্থা এবং প্রয়োজন অনুসারে এ বিষয়ক পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে নিবে।

তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দুর্বল সনদে বর্ণিত

হয়েছে যে, তিনি শুক্রবারে গোঁফ কাটতেন ও আনুষঙ্গিক পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে :

إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد، كتاب الصلوة، باب الأخذ من الشعر والظفر يوم الجمعة، وقال رواه البزار والطبرانى فى الأوسط وفيه إبراهيم بن قدامة، قال البزار : ليس بحجة، اذا تفرد بحديث وقد تفرد بهذا، قلت : ذكره ابن حبان فى الثقات، وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان، باب فى الطهارة، فضل الوضوء، وقال فى هذا الإسناد من يجهل.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুক্রবার সালাতুল জুমুআর জন্য বের হওয়ার আগে নিজ নখ কাটতেন এবং নিজ গোঁফ কাটতেন। হাদীসটির সনদ দুর্বল।

অন্য হাদীসে তাবিয়ী মুহাম্মদ আল-বাকির (র.) বলেন,

كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستحب أن يأخذ من شاربه وأظفاره يوم الجمعة.

أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى، كتاب الجمعة، باب السنة فى التنظيف يوم الجمعة بغسل وأخذ شعر وظفر وعلاج : جـ٣، صـ٢٤٤.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুক্রবারে তাঁর গোঁফ ছাটতে এবং নখ কাটতে পসন্দ করতেন। হাদীসটির সনদ দুর্বল।

অন্য হাদীসে তাবিয়ী নাফি (র.) বলেন,

كان عبد الله بن عمر يقلم أظفاره، ويقص شاربه فى كل جمعة.

أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى، كتاب الجمعة، باب السنة فى التنظيف يوم الجمعة بغسل وأخذ شعر وظفر وعلاج : جـ٣، صـ ٢٤٤.

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) প্রতি শুক্রবারে তাঁর নখ কাটতেন এবং গোঁফ ছাটতেন। হাদীসটির সনদ সহীহ।

অনুরূপভাবে অন্য আরো কয়েকজন সাহাবী থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা শুক্রবারে গোঁফ ছাটতেন ও নখ কাটতেন।

أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى، كتاب الجمعة باب السنة فى التنظيف يوم الجمعة بغسل وأخذ شعر وظفر وعلاج : جـ٣، صـ٢٤٤.

তাই শুক্রবারে মোচ কাটা ও আনুষঙ্গিক পরিচ্ছন্নতা অর্জন করার ইহতিমাম করতে দোষ নেই। হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী লিখেছেন :

قلت لكن لا يمنع من التفقد يوم الجمعة فإن المبالغة فى التنظيف فيه مشروع. فتح البارى : جـ١٠، صـ٣٤٦.

একটি অত্যন্ত দুর্বল সনদের হাদীসে বৃহস্পতিবার নখ ইত্যাদি কর্তনের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

يا على قص الظفر ونتف الإبط وحلق العانة يوم الخميس والطيب واللباس يوم الجمعة. أخرجه الديلمى فى الفردوس : جـ٥، صـ٣٣٣، رقم : ٨٣٥٠.

হে আলী! নখ কাটা, বগল পরিষ্কার করা, নাভির নিচের চুল মুণ্ডন করা বৃহস্পতিবার। আর সুগন্ধি ও পোশাক শুক্রবার।

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেন,

ولم يثبت أيضا فى استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث.

فتح البارى : جـ١٠، كتاب اللباس، باب قص الشارب : صـ٣٤٦.

বৃহস্পতিবারে নখ কাটা মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়ে কোন বর্ণনা প্রমাণিত হয়নি।

এখানে উল্লেখ্য যে, শুক্রবারে মোচ, নখ ইত্যাদি কাটার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম এবং সাহাবীগণের কর্ম বিষয়ক উপরের হাদীসগুলি সহীহ বা যয়ীফ সনদে বর্ণিত হলেও এ দিনে এ সকল কর্মের বিশেষ ফযীলত বা অতিরিক্ত সওয়াব বিষয়ক কোনোরূপ সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। মূলত যখন প্রয়োজন হবে তখনই গোঁফ, নখ ইত্যাদি কর্তন করাই মুস্তাহাব।

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেন,

وهذا هو المعتمد أنه يستحب كيف ما إحتاج إليه.

فتح البارى : جـ١٠، صـ٣٤٦، كتاب اللباس، باب قص الشارب.

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন,

ولم يثبت فى قص الظفر يوم الخميس حديث بل كيف ما احتاج إليه ولم يثبت فى كيفية ولا فى تعيين يوم له شىء وما يعزى من النظم فى ذلك لعلى أو غيره باطل. جمع الوسائل : صـ ٢٦٢، باب ما جاء فى صفة إدام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب الطهارة، باب فى ترك الوضوء مما مست النار : صـ ٢٨.

* * *

حديث : ١٦٨- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : "أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا "

হাদীস : ১৬৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য গোশত আনা হল। সেখান থেকে তাঁকে বাহুর গোশত পরিবেশন করা হল। তিনি বাহুর গোশত পসন্দ করতেন। তিনি তা থেকে কিছু দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে খেলেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

الذراع ঃ প্রত্যেক প্রাণীর হাত। মানুষের বেলায় কনুই থেকে আঙ্গুলের দিকটাকে ذراع বলে। গরু ও বকরীর বেলায় বাহু ও রানকে বুঝায়। এখানে বাহু উদ্দেশ্য।

قال المناوى : الذراع كحمار هو اليد من كل حيوان لكنها من الإنسان من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى تؤنث وقد تذكر ومن البقر والغنم ما فوق الكراع وهو المراد هنا وقول الشارح أنه الساعد.

شرح المناوى على هامش، جمع الوسائل : صـ٢٦٢.

قال الباجورى : المراد به هنا ما فوق الكراع بضم الكاف الذى هو مستدق الساق.

المواهب اللدنية : صـ ١٢٧، المعجم الوسيط.

نهش ঃ সীন ও শীন দু'বর্ণে পড়া যায়। দাঁত দিয়ে কামড় দেওয়া, কামড়ানো। কেউ কেউ উভয়ের মাঝে পার্থক্য করেছেন যে, نهس হল দাঁত দিয়ে কামড়ানো, আর نهش হল সব কয়টি দাঁত দিয়ে কামড়ানো। (جمع الوسائل : صـ٢٦٢)

তাশরীহ :

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁত দিয়ে কেটে গোশত খেতে উৎসাহ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে :

وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ. رواه أبو داود بحوالة مشكوة المصابيح، كتاب الأطعمة. أخرجه الترمذى، كتاب الأطعمة، باب ما جاء انهشوا اللحم نهشا.

তোমরা দাঁতের সাহায্যে গোশত কেটে খাও। কারণ, এটা হজমের জন্য এবং স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। তবে ছুরি দিয়ে কেটে খাওয়াও জায়েয। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন,

وقد استحب ذلك تواضعا وإلا فالقطع بالسكين مباح. جمع الوسائل : صـ٢٦٢.

দাঁত দিয়ে কেটে খাওয়া মুস্তাহাব। কারণ, এটা বিনয়ের পরিচায়ক। ছুরি দিয়ে কেটে খাওয়া মুবাহ। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ছুরি দিয়ে কেটে খাওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু কর্তন করা, ছুরি দ্বারা মুখে দেওয়া নয়। দাঁত দিয়ে কেটে চিবিয়ে খাওয়া উত্তম হওয়ার কারণ হল, এটা হজমকারক, বিনয়ের পরিচায়ক এবং কৃত্রিমতামুক্ত।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه كتاب الأطعمة، باب ما جاء أى اللحم كان أحب إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وابن ماجة فى سننه، أبواب الأطعمة، باب أطيب اللحم.

* * *

حديث : ١٦٩– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو داود عَنْ زُهَيْرٍ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَاضٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ "، قَالَ : "وَسُمَّ فِي الذِّرَاعِ، وَكَانَ يُرٰى أَنَّ الْيَهُودَ سَمُّوهُ ".

হাদীস : ১৬৯. হযরত ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাহুর গোশত পসন্দনীয় ছিল। বাহুর গোশতেই বিষ প্রয়োগ করে তাঁকে দেয়া হয়েছিল। রাবী ইবনু মাসউদ (রা.) মনে করেন, ইহুদীরা বিষ প্রয়োগ করেছিল।

তাশরীহ :

১. ان اليهود سموه- প্রকৃতপক্ষে একজন ইহুদী স্ত্রীলোক বিষ প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু সে যেহেতু ইহুদীদের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে এ কাজ করেছিল, সে জন্য বলা হয়েছে ইহুদীরা বিষ প্রয়োগ করেছিল। এখানে سموه এর মাঝে ضمير منصوب এর مرجع রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা الذراعও হতে পারে।

২. খাইবার বিজয়ের পর যাইনাব বিনতুল হারিস নামক এক ইহুদী মহিলা ভুনা করা বকরী বিশেষত বাহুর গোশতে মারাত্মক বিষ মিশিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাদিয়া হিসাবে পেশ করে। তিনি এক লোকমা মুখে রেখেছেন, এখনও গলাধকরণ করেননি বা সামান্য কিছু গলাধকরণ করেছেন। এমতাবস্থায় লোকমাটি থুকে ফেলে দেন এবং বলেন, এ গোশত আমাকে সংবাদ দিয়েছে যে, তাতে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু বিষ কিছু না কিছু দেহের ভিতর পৌছে গিয়েছিল। যার আছর মাঝে মাঝে প্রকাশ পেত। অবশেষে এটাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাহাদাতের কারণ হয়। অন্য এক বর্ণনায় আছে- হযরত জিবরাঈল (আ.) এ সংবাদ দিয়েছিলেন। হতে পারে প্রথমত মু'জিযা হিসাবে গোশত এ সংবাদ দিয়েছিল। এরপর হযরত জিবরাঈল এসে এটাকে সমর্থন করে সংবাদ দেন।

বিষ প্রয়োগের কথা জানতে পেরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও খাওয়া বন্ধ করে দিলেন সাহাবীদেরকেও খেতে নিষেধ করলেন। অতপর তিনি ইহুদীদেরকে ডেকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বিষ প্রয়োগের কথা স্বীকার করল এবং বলল, আমরা চেয়েছিলাম আপনি যদি মিথ্যা নবী হন, তাহলে আমরা এ উপায়ে আপনার কবল হতে আরাম পাব। আর যদি সত্যিই নবী হন- তাহলে এটা আপনার কোন ক্ষতি করবে না। মূলত যে মহিলাটি বিষ প্রয়োগ করেছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কারণ, তিনি নিজের ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। কিন্তু বিশর ইবনু বারা নামক একজন সাহাবী উক্ত বিষ প্রয়োগে ইন্তেকাল করলে- এ হত্যার কিসাসরূপে সে মহিলাটিকে হত্যা করা হয়।

এ ঘটনাটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জিযা দু'ভাবে প্রকাশ পায়- (ক) তাঁর সাথে প্রাণহীন মাংসখণ্ড কথা বলা। (খ) মারাত্মক প্রাণঘাতী বিষ খেয়েও তাঁর বেঁচে থাকা।

বিষ প্রয়োগকারিণী মহিলাটি বুঝতে পেরেছিল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সত্য নবী। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে- মহিলাটি ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সম্ভবত এ কারণেই বিষাক্ত খাবার গ্রহণের পূর্বে জিবরাঈল (আ.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষয়টি অবহিত করেননি।

جمع الوسائل : صـــ٢٦٣، المواهب اللدنية : صـــ ١٢٧، خصائل نبوى : صـــ٩٤، الصحيح للبخارى، كتاب المرضى، باب ما يذكر فى سم النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صـــ٨٥٩.

৩. وكان يرى ঃ يرى শব্দটি مجهول ও معروف দু'ভাবে পড়া যায়। 'যতটুকু ধারণা ইহুদীরা বিষ প্রয়োগ করেছিল।" এ উক্তিটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.)-এর। তিনি নিজ ধারণা অনুসারে এ উক্তি করেছেন। অন্যথায় বিভিন্ন সহীহ সূত্রে প্রমাণিত, ইহুদীরাই বিষ প্রয়োগ করেছিল এবং তারা স্বীকার করেছিল। (خصائل نبوى : صـــ٩٥)

أحوال الرواة

زهير : بالتصغير وقوله يعنى ابن محمد احتراز عن غيره، لأن زهيرا فى الرواية جماعة، ولم يقل عن زهير بن محمد رعاية لحق أمانة شيخه.

سعيد بن عياض : وفى نسخة سعد بسكون العين، وقوله ابن عياض بوزن كتاب.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب الأطعمة، باب فى أكل اللحم، جـــ٢، صـــ١٧٤.

* * *

حديث : ١٧٠– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ : طَبَخْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ قِدْرًا، وَقَدْ كَانَ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ، فَنَاوَلْتُهُ الذِّرَاعَ ثُمَّ قَالَ : "نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ "، فَنَاوَلْتُهُ، ثُمَّ قَالَ : "نَاوِلْنِي

الذِّرَاعَ "، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ، وَكَمْ لِلشَّاةِ مِنْ ذِرَاعٍ، فَقَالَ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ سَكَتَّ لَنَاوَلْتَنِي الذِّرَاعَ مَا دَعَوْتُ ".

হাদীস : ১৭০. হযরত আবূ উবাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ডেকচিতে করে বকরীর গোশত পাকালাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহুর গোশত বেশি পসন্দ করতেন। তাই আমি তাঁকে একটি বাহু তুলে দিলাম। তারপর তিনি বললেন, আমাকে আরেকটি বাহু দাও। আমি তাঁকে আরেকখানা বাহু দিলাম। তারপর তিনি আবার বললেন, আরেকটি বাহু দাও। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! বকরীর কয়টি বাহু থাকে? তিনি বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তুমি যদি চুপ থাকতে, তাহলে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত বাহু চাইতাম ততক্ষণই তুমি আমাকে দিতে পারতে।

শব্দবিশ্লেষণ :

قدر بكسر أوله ঃ ডেকচি, পাতিল, হাড়ি। এখানে উদ্দেশ্য طبخت شاة أو لحما فى قدر নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য পাতিলে গোশত পাকালাম। محل বলে حال উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। (جمع الوسائل : صـــ٢٦٤.)

ناولته ঃ দেওয়া, পরিবেশন করা।

ذراع ঃ গরু বা বকরীর রান ও বাহু। এখানে উদ্দেশ্য বাহু।

كم من ذراع ঃ استفهام টা تعجب এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাশরীহ :

১. হযরত আবূ উবায়দ (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাওয়াত করেন এবং তার জন্য বকরীর গোশত রান্না করেন। তিনি বকরীর দু'টি বাহুই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করেন। তৃতীয়টি চাইলে তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! বকরীর তো বাহু দুটিই থাকে। তৃতীয়টি কোথা থেকে দিব? এর জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন, তা মু'জিযার প্রতি ইঙ্গিত

করে। কিছু না বলে আবূ উবায়দ (রা.) পাত্রে হাত দিলে নবীজীর চাহিদা অনুযায়ী একের পর এক বাহু আসতেই থাকত। এ ধরনের মু'জিযা তাঁর জীবনে অনেক ঘটেছে।

২. হযরত আবূ উবায়দ (রা.)-এর উক্তি 'বকরীর বাহুতো দু'টিই থাকে' দ্বারা মু'জিযা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, মু'জিযা ফানা ফিল্লাহ তথা সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহর দিকে পরিপূর্ণ মনোনিবেশের বরকতে সংঘটিত হয়। আবূ উবায়দের জবাব দিতে গিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সে ধ্যানে ব্যাঘাত ঘটেছে। ফলে মু'জিযা বন্ধ হয়ে যায়।

আল্লামা মুনাবী (র.) বলেন, মু'জিযা আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ ও দান। যদি আবূ উবায়দ (রা.) পরিপূর্ণ আনুগত্যের সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুম পালন করতেন তাহলে মু'জিযা সংঘটিত হতো। এ ক্ষেত্রে আপত্তি উত্থাপন অসমীচীন হয়েছে। তাই মু'জিযার নেয়ামত বন্ধ হয়ে গেছে। (جمع الوسائل : صـــ٢٦٥، شرح المناوى (على جمع الوسائل : صـــ٢٦٥.

৩. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহুর গোশত পসন্দ করতেন কারণ এটা নরম গোশত, তাড়াতাড়ি রান্না হয়, পশুর নাপাক জায়গা থেকে দূরে থাকে। তা ছাড়া সুস্বাদু হয়। (المواهب اللدنية : صـــ١٢٧)

أحوال الرواة

أبو عبيد : قال القارى بالتصغير بلا تاء وهو مولى النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واسْمه كنيته وله حديث ذكره ميرك، قال المناوى وقال زين الحفاظ هكذا وقع فى سماعنا من كتاب الشمائل أبى عبيدة بزيادة التانيث فى آخره وهكذا ذكره المؤلف فى الجامع والمعروف أنه أبو عبيد وهكذا هو فى بعض نسخ الشمائل وهكذا ذكره المزنى فى أطرافه، جمع الوسائل : صـــ٢٦٤، شرح المناوى : صـــ ٢٦٤.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف، أخرجه الدارمى فى سننه، وأحمد فى مسنده.

* * *

حديث : ١٧١– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبَّادٍ يُقَالَ لَهُ : عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : "مَا كَانَتِ الذِّرَاعُ أَحَبَّ اللَّحْمِ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ كَانَ لا يَجِدُ اللَّحْمَ إِلاَّ غِبًّا، وَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهَا، لأَنَّهَا أَعْجَلُهَا نُضْجًا ".

হাদীস : ১৭১. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাহুর গোশত অত্যন্ত সুস্বাদু হওয়ার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অধিক প্রিয় ছিল না; বরং প্রকৃত ব্যাপার হল, কখনো কখনো তিনি গোশত খাওয়ার সুযোগ পেতেন। আর বাহুর গোশত দ্রুত সিদ্ধ হয় এবং গলে যায় বলে তিনি এ গোশত পসন্দ করতেন (যাতে তাড়াতাড়ি অবসর হয়ে অন্যান্য কাজে লেগে যেতে পারেন)।

শব্দবিশ্লেষণ :

غبا ঃ অর্থাৎ وقتا دون وقت- কিছু কাল পরপর।

يعجل بفتح الجيم ঃ অর্থাৎ يسرع - তাড়াহুড়া করা, ত্বরা করা। এখানে উদ্দেশ্য পসন্দ করা।

إليها ঃ ضمير এর مرجع হল الذراع।

أعجلها ঃ অর্থাৎ أسرع اللحم । ضميرمنصوب এর مرجع হল اللحوم- যা لا يجد اللحم। বাক্য থেকে বুঝে আসে।

نضجا بضم النون ঃ طبخا-পাক করা, রান্না করা।

তাশরীহ :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহুর গোশত পসন্দ করতেন, এটা বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত। তবে এর কারণ বিভিন্ন হতে পারে। তন্মধ্যে হযরত আয়েশা যে কারণ উল্লেখ করেছেন- তাও হতে পারে। আর হযরত আয়েশা যে অধিক প্রিয় হওয়ার কথা অস্বীকার করলেন, তা লালসা বা লিপ্সার স্তর- যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানের উপযোগী নয়। নচেৎ শুধু পসন্দ করার বিষয়কে অস্বীকার করেননি।

ومن أخرجه هذا الحديث : أخرجه المنصف فى جامعه، كتاب الأطعمة، باب ما جاء أى اللحم كان أحب إلى رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

* * *

حديث : ١٧٢- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا مِنْ فَهْمٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "إِنَّ أَطْيَبَ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ".

হাদীস : ১৭২. আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, গোশতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুস্বাদু (উৎকৃষ্ট) গোশত হল পিঠের গোশত।

শব্দবিশ্লেষণ :

أطيب اللحم ঃ অতি সবচেয়ে সুস্বাদু, উৎকৃষ্ট।

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন,

أى ألذه وألطفه فأطيب بمعنى أحسن. (جمع الوسائل : صـ٢٦٧)

তাশরীহ :

এ হাদীসটি সে সকল হাদীসের পরিপন্থী নয়, যেগুলোতে বাহুর গোশত পসন্দনীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, পসন্দনীয় ও উৎকৃষ্ট হওয়া বিভিন্ন দিক থেকে হতে পারে। যেমন শক্তিশালী হওয়া, আঁশহীন হওয়া, চর্বিযুক্ত হওয়া ইত্যাদি। মোটকথা, বিভিন্ন দিক থেকে উভয়টা পসন্দনীয় এবং উৎকৃষ্ট ছিল।

এ অনুচ্ছেদে এ হাদীস বর্ণনা করে ইমাম তিরমিযী (র.) বুঝাতে চান, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পিঠের গোশতকে উৎকৃষ্ট বলেছেন, তখন তিনি তা নিজে আহারও করে থাকবেন।

أحوال الرواة

شيخا من فهم : بفتح فسكون قبيلة واسم هذا الشيخ محمد بن عبد الله أبي رافع الفهمى، ويقال : اسم أبيه عبد الرحمن، مقبول من الرابعة، كذا فى التقريب، قال ميرك : وأكثر ما يأتى فى الإسناد عن شيخ من فهم غير مسمى.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه ابن ماجة فى سننه، كتاب الأطعمة، باب أطايب اللحم.

* * *

حديث : ١٧٣– حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ "

হাদীস : ১৭৩. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সিরকা কত উত্তম ছালন।

তাশরীহ :

এ অনুচ্ছেদের শুরুতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বাজূরী (র.) বলেছেন, এ হাদীস এবং পরবর্তী হাদীসটি অনুচ্ছেদের শুরুতে আনলে ভাল হত। (المواهب اللدنية)

أحوال الرواة

ابن الحباب : بمهملة وموحدتين كغراب.

ابن المؤمل : بصيغة اسم المفعول، وقيل : بصيغة اسم الفاعل.

ابن أبي مليكة : كجهينة وهو منسوب لجده لأنه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه، أبواب الأطعمة، باب ما جاء فى الخل.

* * *

حديث : ١٧٤– حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ (مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ثَابِتٍ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : "أَعِنْدَكِ شَيْءٌ؟ "فَقُلْتُ : لا، إِلاَّ خُبْزٌ يَابِسٌ، وَخَلٌّ، فَقَالَ : "هَاتِي، مَا أَقْفَرَ بَيْتٌ مِنْ أُدُمٍ فِيهِ خَلٌّ ".

হাদীস : ১৭৪. উম্মুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে এসে বললেন, তোমার নিকট খাওয়ার কিছু আছে কি? আমি বললাম, শুকনো-বাসী রুটি ও সিরকা ছাড়া আর কিছু নেই। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তাই নিয়ে এসো। যে ঘরে সিরকা আছে সে ঘর ছালনবিহীন নয়।

তাশরীহ :

এ হাদীসে বর্ণিত ঘটনাটি মক্কা বিজয় দিবসে ঘটেছিল। উম্মুহানী জনাব আবূ তালিবের কন্যা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো বোন ছিলেন। এ ঘটনা থেকে জানা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত সাধাসিধে জীবন যাপন করতেন। আরো জানা যায়, যাদের সাথে লৌকিকতামুক্ত অকৃত্রিম সম্পর্ক থাকে, প্রয়োজনে তাদের কাছে কিছু চাওয়া দোষণীয় নয়।

أحوال الرواة

أبو كريب : بالتصغير وفى بعض النسخ زيادة محمد بن العلاء.

ابو بكر بن عياش : بتحتية مشددة وشين معجمة وهو مشهور بكنيته واسْمه شعبة، وقيل : اسمه محمد أو عبد الله أو سالم أو مسلم، وهو المقرى صاحب عاصم القارى المشهور.

أبو حمزة الثمالى : بضم المثلثة، وتخفيف الميم، منسوب إلى ثمالة، وهو لقب لعوف بن أسلم أحد أجداد أبي حمزة ولقب بذلك لأنه كان يسقيهم اللبن بثمالته أى رغوته.

أم هانئ : بهمزة فى آخره، قال ميرك : هى بنت أبي طالب، واسْمها فاختة، وقيل : هند، لها صحبة وأحاديث.

(المواهب اللدنية : صـ ١٣٠، جمع الوسائل : صـ٢٦٧)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه، أبواب الأطعمة، باب ما جاء فى الخل.

* * *

حديث : ١٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (قال) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ".

হাদীস : ১৭৫. আবূ মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অন্যসব খাদ্রসামগ্রীর তুলনায় সারীদের যেরূপ শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, নারীদের উপর আয়েশারও অনুরূপ শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

الثريد ঃ فعيل অর্থ مفعول। ঝোলে ভিজানো টুকরা টুকরা রুটি। ঐ ঝোলে গোশতের টুকরা থাক বা না থাক। (ن) ثرد- রুটি টুকরা টুকরা করে ঝোলো ভিজানো। তবে গোশতসহ সারীদটা সুস্বাদু এবং শক্তিশালী হয়ে থাকে। আরবদের মাঝে এটার প্রচলন ছিল বেশি। (جمع الوسائل : صـــ٢٦٩، المعجم الوسيط)

তাশরীহ :

১. এ হাদীসে সারীদকে শ্রেষ্ঠ খাদ্য বলা হয়েছে। কারণ, এটা সহজে প্রস্তুত করা যায় এবং তাড়াতাড়ি খাওয়া যায়। এটা খাওয়ার সময় অল্প চিবাতে হয় এবং এটা সহজে গিলা যায়। তা ছাড়া এটা সুস্বাদুও বটে এবং শক্তিশালী। এ সব কারণে গোশত-রুটি- জাতীয় যাবতীয় খাদ্যের মধ্যে সারীদ সর্বশ্রেষ্ঠ।

তারপর যে সব গুণের কারণে আয়েশা (রা.)-কে সারীদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, সে গুণগুলো হল- সুন্দর আচার-ব্যবহার, তাঁর মিষ্ট কথা, বিশুদ্ধ স্পষ্ট ভাষা, উত্তম প্রকৃতি, তীক্ষ্ম বুদ্ধি, দৃঢ় ও সঠিক বিচার-বিবেচনা এবং তাঁর স্বামী-সোহাগলাভে কৃতকার্যতা। (جمع الوسائل : صـــ٢٦٩، المواهب :صـــ١٣٠)

সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কে?

২. فضل عائشة على النساء ঃ এ হাদীসে মহিলা দ্বারা সমস্ত মহিলা উদ্দেশ্য না কিছুসংখ্যক মহিলা উদ্দেশ্য। এ নিয়ে আলেমদের মতভেদ রয়েছে। এ মতভেদের প্রেক্ষিতে হযরত আয়েশা (রা.), হযরত মারয়াম, হযরত খাদীজা (রা.) ও হযরত ফাতেমার চেয়েও শ্রেষ্ঠ কি না, এ মাসআলা সৃষ্টি হয়েছে।

আল্লামা বাজূরী (র.) বলেন, এখানে 'নারীকুল' বলে আয়েশা (রা.)-এর সমসাময়িক স্ত্রীলোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। বস্তুত শ্রেষ্ঠতম মহিলা হলেন,

হযরত মারয়াম বিনতু ইমরান, তারপর হযরত ফাতেমা (রা.)। তারপর হযরত খাদীজা (রা.) এরপর হযরত আয়েশা (রা.)। কবি বলেন,

فضلى النساء بنت عمران ففاطمة* خديجة ثم من قد برأ الله.

কেউ কেউ বলেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ রমণী হলেন হযরত ফাতেমা (রা.)। কারণ, তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অংশ। (: المواهب اللدنية ص ১৩০)

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, এ হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.)-কে সবদিক থেকে রমণীকুলের শ্রেষ্ঠ বলা হয়নি; বরং বিশেষ কিছু গুণের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। যেমন, সারীদকে বিশেষ দিক থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। (جمع الوسائل : ٢٦٩)

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (র.) বলেন,

অধমের মতে প্রত্যেকে বিশেষগুণ ও ফযীলতের বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হযরত আয়েশার শ্রেষ্ঠত্ব ছিল বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা এবং প্রিয়তমা হওয়ার দিক থেকে। তা ছাড়া তাঁর সাথে একই বিছানায় থাকা অবস্থায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ওহী নাযিল হতো। হযরত খাদীজা (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল এ হিসাবে যে, তিনি প্রথম স্ত্রী ছিলেন। প্রথম মহিলা মুমিন ছিলেন। আর হযরত ফাতিমা (রা.) শ্রেষ্ঠত্ব এ দিক থেকে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কলিজার টুকরা কন্যা এবং জান্নাতের রমণীকুলের সর্দারণী। (خصائل نبوى : ص ٩٧)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الأطعمة باب الثريد والمصنف فى جامعه أبواب الأطعمة باب ما جاء فى فضل الثريد.

* * *

حديث : ١٧٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ الأَنْصَارِيُّ أَبُو طُوَالَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ "

হাদীস : ১৭৬. হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সকল খাদ্যের উপর সারীদের যেরূপ শ্রেষ্ঠত্ব, মহিলাদের উপর আয়েশারও তদ্রূপ শ্রেষ্ঠত্ব।

তাশরীহ :

এ ধরনের হাদীস উল্লেখ করে ইমাম তিরমিযী বুঝাতে চান যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারীদ খেতে পসন্দ করতেন। ইমাম আবূ দাউদ (র.) তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন,

عن ابن عباس قال : كان أحب الطعام إلى رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثريد من الخبز والثريد من الحيس، كتاب الأطعمة باب فى أكل الثريد.

أحوال الرواة

أبو طوالة : بضم الطاء قاضى المدينة زمن عمر بن عبد العزيز، كان يسرد الصوم، من الطبقة الخامسة، خرج له الجماعة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الأطعمة، باب الثريد.

* * *

حديث : ١٧٧– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّهُ "رَأَى رَسُولَ اللّٰهِ تَوَضَّأَ مِنْ أَكْلِ ثَوْرِ أَقِطٍ، ثُمَّ رَآهُ أَكَلَ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ".

হাদীস : ১৭৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক টুকরা পনীর খাওয়ার কারণে ওযু করতে দেখেছেন। তারপর তিনি এটাও দেখেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বকরীর বাহুর গোশত খেয়েছেন, অতপর নামায পড়েছেন, কিন্তু পুনরায় ওযু করেননি।

শব্দবিশ্লেষণ :

ثور بفتح الثاء وسكون الواو - টুকরা, পনীরের টুকরা।

أقط، بفتح فكسر ঃ পনীর।

তাশরীহ :

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনাভঙ্গি থেকে বুঝা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম দিকে আগুনে রান্না করে জিনিস খেলে ওযু

করতেন। তাই পনীর খেয়ে ওযু করেছেন। পরে এ হুকুম রহিত হয়ে যায়। তাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বকরীর গোশত খেয়ে ওযু করেননি।

কেউ কেউ বলেছেন, প্রথমে ওযু করা পরে ওযু না করা; এ কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, আগুনে রান্না করা জিনিস খেলে ওযু করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف.

* * *

حديث : ١٧٨– حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ وَائِلِ بْنِ داود عَنِ ابْنِهِ وَهُوَ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : "أَوْلَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَسَوِيقٍ".

হাদীস : ১৭৮. হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফিয়্যার ওলীমা অনুষ্ঠান করেন খেজুর ও ছাতু দ্বারা।

শব্দবিশ্লেষণ :

أَوْلَمَ ঃ বিবাহের পর ভোজের আয়োজন করা। এ শব্দটি وَلْمٌ থেকে নির্গত। এর অর্থ জমা করা। নবদম্পতির প্রথম মিলনের পর যে খুশির খানা তৈরী করা হয়, সেটিকে ওলীমা বলে।

কাশ্‌শাফ গ্রন্থে রয়েছে বিবাহ, খাতনা ইত্যাদি বিশেষ খুশির মুহূর্তে যে ভোজের আয়োজন করা হয় সেটিকে ওলীমা বলে। তবে সাধারণত বাসর রাতের পর যে খানা খাওয়ানো হয়, সেটিই ওলীমা নামে প্রসিদ্ধ। এখানে প্রসিদ্ধ অর্থই উদ্দেশ্য। (جمع الوسائل : صـــ٢٧٣)

তাশরীহ :

১. এ হাদীস বর্ণনা করে ইমাম তিরমিযীর উদ্দেশ্য হল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাতু খেয়েছেন। এমনকি ওলীমার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভোজ অনুষ্ঠানে তিনি সাহাবীদেরকে ছাতু খাইয়েছেন।

২. على صفية ঃ সাফিয়্যাহ (রা.) হযরত হারুন (আ.)-এর বংশধর ছিলেন। তাঁর পিতার নাম হুয়াই ও পিতামহের নাম ছিল আখতাব। এ হুয়াই ইয়াহুদী ছিলেন।

হযরত সাফিয়্যাহ সপ্তম হিজরীর মুহাররম মাসে খাইবারের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে আযাদ করে বিয়ে করেন। এ সফরে খাইবার থেকে ফেরার পথে سد الصهباء নামক স্থানে ওলীমা অনুষ্ঠান করেন। এ ওলীমায় কি খাওয়ানো হয়েছিল, সে ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। বুখারী শরীফের কিতাবুল মাগাযীর খাইবারের যুদ্ধ অনুচ্ছেদে ৬০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে 'হায়স' দ্বারা ওলীমা করা হয়েছিল। খেজুর, ঘি ও পনীর দ্বারা তৈরী এক প্রকারের হালুয়াকে হায়স বলা হয়। আর আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে খেজুর ও ছাতু দ্বারা ওলীমা করা হয়। বস্তুত কোন বিরোধ নেই। সম্ভবত উভয় প্রকার খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছিল।

শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (র.) বলেন, বাহ্যত মনে হয় যেহেতু সফরের ঘটনা ছিল, তাই নাস্তার সময় যা কিছু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীদের কাছে ছিল, সব ওলীমায় শামিল করে দেওয়া হয়েছিল। (خصائل نبوى : صـــ٩٨)

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (র.) বলেন, বিবাহের সময় বা বিবাহের পরে যে ভোজের আয়োজন করা হয় সেটিকে ওলীমা বলে। ওলীমা করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। ওলীমা সহবাসের পরে হওয়া উত্তম। (: جمع الوسائل صـــ٢٧٣)

أحوال الرواة

ابن أبي عمر : قيل اسمه محمد بن يحى بن أبي عمر منسوب إلى جده، وقيل : ان أبا عمر كنيته : يحى.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب الأطعمة، باب فى استحباب الوليمة للنكاح، وابن ماجة فى سننه، أبواب النكاح باب الوليمة، والترمذى فى سننه كتاب النكاح، أبواب النكاح، باب ما جاء فى الوليمة.

* * *

حديث : ١٧٩- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي فَائِدٌ، مَوْلَى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ جَعْفَرٍ أَتَوْهَا فَقَالُوا لَهَا : اصْنَعِي لَنَا طَعَامًا مِمَّا كَانَ يُعْجِبُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحْسِنُ أَكْلَهُ.فَقَالَتْ : يَا بُنَيَّ! لاَ تَشْتَهِيهِ الْيَوْمَ قَالَ : بَلَى اصْنَعِيهِ لَنَا.قَالَ : فَقَامَتْ فَأَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ شَعِيرٍ فَطَحَنَتْهُ، ثُمَّ جَعَلَتْهُ فِي قِدْرٍ، وَصَبَّتْ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ زَيْتٍ وَدَقَّتِ الْفُلْفُلَ وَالتَّوَابِلَ فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْهِمْ، فَقَالَتْ : "هَذَا مِمَّا كَانَ يُعْجِبُ النبى ﷺ وَيُحْسِنُ أَكْلَهُ ".

হাদীস : ১৭৯. উবায়দুল্লাহ ইবনু আলী তাঁর দাদী সালমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একদা হাসান ইবনু আলী, ইবনু আব্বাস ও ইবনু জা'ফর তার নিকট এসে তাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সব খাবার পসন্দ করতেন এবং আগ্রহের সাথে খেতেন- তা থেকে এক প্রকারের খাবার আমাদেরকে তৈরী করে খাওয়ান। তাতে সালমা (রা.) তাদের বলেন, স্নেহের বৎসগণ! আজ সে খাবার খেতে তোমাদের আগ্রহ হবে না। তারা বলেন, হ্যাঁ, আমাদের আগ্রহ হবে। আপনি আমাদের জন্য তা তৈরী করুন। রাবী বলেন, তখন সালমা (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং কিছু যব নিয়ে তা পিষলেন। অতপর সেগুলো একটা ডেকচিতে রাখলেন এবং কিছু যাইতুনের তেল ঢাললেন এবং গোলমরিচ ও মসলাসমূহ কুটলেন (এবং তার সাথে মিশালেন)। রান্না হওয়ার পর তিনি তাদের সামনে তা পেশ করলেন এবং বললেন, এ ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি প্রিয় খাদ্য, যা তিনি আগ্রহ সহকারে খেতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

يعجب رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ঃ বাবে إفعال থেকে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি এর مفعول -অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যে খাদ্য ভাল লাগত। আবার 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি فاعلও হতে পারে। তখন অর্থ হবে, يستحسنه রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে খাবারকে পসন্দ করতেন, আর যদি বাবে سمع থেকে হয় তখন রাসূলুল্লাহ فاعل হবে। صلة

এর মধ্যে ما موصول এর ضمير উহ্য হবে। অর্থাৎ ما كان يعجبه رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে খাবারকে পসন্দ করতেন।

يحسن- বাবে إفعال থেকে। ভাল মনে করা, পসন্দ করা। কোন কোন নুসখায় শব্দটি বাবে تفعيل থেকে ব্যবহৃত হয়েছে।

يا بنى ঃ স্নেহের বৎস! তাসগীরের صيغة স্নেহ ও সোহাগ প্রকাশের জন্য এসেছে। আর بنى মুফরাদ এনেছেন এ জন্য যে, হয়তো বা শুধুমাত্র বড় জন অর্থাৎ হাসানকে সম্বোধন করেছেন বা তারা তিনও জনের উদ্দেশ্য এক অভিন্ন ছিল বিধায় তাদেরকে একজন সমতুল্য ধরা হয়েছে।

قال بلى ঃ কোন কোন নুসখায় قالوا বর্ণিত হয়েছে।

دقت (ن) ঃ চূর্ণ করা।

هد هد- الفلفل এর ওজনে। মরিচ, গোলমরিচ।

التوابل ঃ মসলা। একবচন التابل।

جمع الوسائل : صـــ ٢٧٤، المواهب اللدنية : صـــ١٢٣.

তাশরীহ :

١. أبو رافع ঃ তিনি এ উপনামেই পরিচিত। তাঁর নাম সম্পর্কে কয়েকটি উক্তি পাওয়া যায়। কেউ বলেন, তাঁর নাম ইবরাহীম, কেউ বলেন, আসলাম, কেউ বলেন, সাবিত এবং কেউ বলেন, হুরমুয। তিনি মিসরের কিবতী জাতির লোক ছিলেন। তিনি প্রথমে আব্বাস (রা.)-এর গোলাম ছিলেন। তারপর আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহকে এ গোলাম দান করেন। আবূ রাফি (রা.) যখন আব্বাস (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পৌঁছান, তখন তিনি তাঁকে আযাদ করে দেন। (جمع الوسائل : صـــ٢٧٣)

٢. سلمى ঃ তিনি আবূ রাফি (রা.)-এর স্ত্রী ছিলেন। তাঁর উপনাম ছিল উম্মু রাফী। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র ইবরাহীম (রা.)-এর ধাত্রী ছিলেন। তা ছাড়া তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেবা এবং রান্না-বান্নাও করতেন। এবং এ সুবাদেই হযরত

হাসান (রা.) তাঁর সঙ্গীদ্বয়সহ তাঁর নিকট গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সব খাদ্য পসন্দ করতেন তার কোন একটি প্রস্তুত করে তাদেরকে খাওয়ানোর ফরমায়েশ করেন।

৩. لا تشتهيه اليوم ঃ কারণ, এখন মানুষের জীবনে সচ্ছলতা এসেছে। তারা ভাল খেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কাজেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সে খাবার এখন তোমরা খেতে পসন্দ করবে না।

৪. এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহজে যা যোগাড় হত তা খেতে পসন্দ করতেন; বাড়াবাড়ি করতেন না। মসলা ব্যবহার থেকে বুঝা গেল, সহজে যদি খানাকে সুস্বাদু করা যায় এতে কোন আপত্তি নেই। এটা যুহদের পরিপন্থী নয়। (المواهب اللدنية : ص—১৩৩)

أحوال الرواة

الحسين بن محمد : وفى نسخة سفيان بن محمد، قال ميرك : وهى غلط لان سفيان بن محمد لم يذكر فى الرواة.

البصرى : بفتح الموحدة ويكسر.

الفضيل : بالتصغير وهو الصواب وفى بعض النسخ بالتكبير وهو غلط.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف.

* * *

حديث : ١٨٠– حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْزِلِنَا فَذَبَحْنَا لَهُ شَاةً، فَقَالَ : "كَأَنَّهُمْ عَلِمُوا إِنَّا نُحِبُّ اللَّحْمَ ".وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ.

হাদীস : ১৮০. হযরত জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বাড়িতে এলেন। তখন আমরা তাঁর জন্য একটি বকরী যবেহ করলাম। তাতে তিনি বললেন, তাদের যেন জানাই ছিল যে, আমরা গোশত খেতে পসন্দ করি। এ হাদীসে একটি ঘটনা আছে।

তাশরীহ :

وفى الحديث قصة ঃ ঘটনাটি সহীহ বুখারীর ৪৩২, ৫৮৮ ও ৫৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

খন্দকের যুদ্ধের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জিযা সম্পর্কিত ঘটনা। হযরত জাবির (রা.) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারায় ক্ষুধার চিহ্ন দেখে ঘরে গেলাম। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, খাবার কিছু আছে কি না? স্ত্রী বললেন, একটি ছাগল ছানা ও কিছু যব আছে। আমি ছাগলটিকে যবেহ করলাম। স্ত্রী যব পিষে আটার খামির করল। গোশতের পাতিল চুলায় রেখে আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে গিয়ে চুপে চুপে বললাম, আমার ঘরে সামান্য কিছু খাবার আছে। আপনি কিছু সঙ্গী নিয়ে আমার ঘরে চলুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে খন্দকে অংশগ্রহণকারী সকল সাহাবী (যাদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার ছিল)-এর মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন যে, জাবের-এর ঘরে দাওয়াত, সবাই চল। অপর দিকে আমাকে বলে দিলেন, যতক্ষণ না আমি আসি ডেক চুলা থেকে নামাবে না এবং রুটিও পাকাবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে গোশতের ডেক এবং আটায় ফুঁ দিলেন। ফলে এতই বরকত হল যে, পাতিল থেকে অবিরাম গোশত বের হতে থাকে এবং আটা দ্বারা রুটি তৈরী হতে থাকে।

আল্লাহর কসম! এক হাজার লোক তৃপ্তি সহকারে খেয়ে গেলেন, অথচ পাতিলে গোশত টগবগ করে ফুটছিল। এবং ছানা-আটা হতে রুটি তৈরী হচ্ছিল।

আল্লামা মুনাবী (র.)-সহ কতিপয় মুহাক্কিক আলিম বলেন, আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জাবিরের ঘরে আসার পর বকরী যবেহ করা হয়েছে। আর খন্দকের ঘটনায় জাবির বকরী যবেহ করে গিয়ে নবীজীকে দাওয়াত করেছেন। বুঝা গেল, আলোচ্য হাদীসটির ঘটনাটি খন্দকের ঘটনা থেকে আলাদা ঘটনা। (: جمع الوسائل

(صـــ٢٧٥، شرح المناوى : صـــ٢٧٥)

أحوال الرواة

نبيح : بضم النون بالتصغير العنزى بفتح المهملة والنون وبالزاى منسوب إلى بنى عنزة قبيلة من ربيع.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف.

* * *

حديث : ١٨١- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ سُفْيَانُ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : "خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً فَأَكَلَ مِنْهَا، وَأَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ، وَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَتْهُ بِعُلالَةٍ مِنْ عُلالَةِ الشَّاةِ، فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ".

হাদীস : ১৮১. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হলেন। তখন আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি এক আনসারী মহিলার বাড়ি গেলেন। মহিলাটি তাঁর জন্য একটি বকরী যবেহ করেন। তিনি তা থেকে খেলেন। তারপর উক্ত মহিলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এক পেয়ালা পাকা খেজুর পেশ করেন। তিনি তা থেকেও খেলেন। তারপর যোহরের নামাযের জন্য উযু করলেন এবং নামায আদায় করলেন। নামায পড়ে আবার ঐ মহিলার ঘরে ফিরে গেলেন। তখন মহিলাটি অবশিষ্ট গোশত হতে কিছু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নিয়ে আসেন। তিনি তা খেয়ে আসরের নামায পড়েন। কিন্তু (নতুন করে) অজু করেননি।

শব্দবিশ্লেষণ :

قناع بكسر القاف ঃ খানার প্লেট, থালা। কেউ কেউ বলেছেন, খেজুর পাতার বুনানো পাত্র। আল্লামা বাজূরী বলেছেন, এখানে এ অর্থটিই উদ্দেশ্য। (المواهب اللدنية : صـ١٣٣.)

رطب بضم ال ঃ তাজা খেজুর, পাকা খেজুর।

علالة، بضم العين ঃ কোন বস্তুর উদ্বৃত্ত অংশ, অবশিষ্ট অংশ।

من علاة الشاة ঃ মোল্লা আলী কারী (র.) বলেছেন, এখানে ব্যবহৃত 'من' টি تبعيضية।

তাশরীহ :

فذبحت له شاة ঃ আনসারী মহিলা নিজে যবেহ করেছেন বা কাউকে যবেহ করার আদেশ করেছেন। প্রথমটি প্রত্যক্ষ অর্থ, দ্বিতীয়টি পরোক্ষ অর্থ। প্রত্যক্ষ অর্থ গ্রহণ করাই শ্রেয়। তাই কেউ কেউ বলেছেন, এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, স্ত্রীলোকের পক্ষে পশু যবেহ করতে কোন বাধা নেই।

ثم صلى العصر ولم يتوضأ ঃ এতে প্রমাণিত হয় আগুনে পাক করা খাবার গ্রহণ করলে অজু নষ্ট হয় না।

একটি বিরোধের নিরসন

ثم انصرف ....فأكل ঃ এ হাদীস এবং হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত ১৪৯ নং হাদীস বাহ্যত পরস্পর বিরোধী মনে হয়। কেননা, আয়েশা (রা.) তাঁর ঐ হাদীসে বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো একদিনে দুইবার পেট ভরে গোশত খাননি। অথচ এই হাদীসে দেখা যায়, তিনি এক দিনে দু'বার গোশত খেয়েছেন। এ বিরোধ নিরসনকল্পে বিভিন্ন জওয়াব দেয়া হয়েছে।

(ক) যে হাদীসে দু'বার আহারের কথা অস্বীকার করা হয়েছে, সেটা রাবী তাঁর ধারণা অনুযায়ী বলেছেন।

(খ) বা অধিকাংশ সময় দু'বার পেট ভরে খাননি। কখনো দাওয়াতের খানা খেলে মেজবানকে খুশী করার জন্য দু'বার খেয়েছেন।

(গ) এ হাদীসের বিবরণ থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহার সমাপ্ত না করেই যোহরের নামায আদায় করেন এবং এরপর আবার খেয়ে আহার সমাপ্ত করেন। কাজে একে একবার খাওয়া বলা যায়।

(ঘ) বস্তুত হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসে দিনে দু'বার পেট ভরে খাবার কথা অস্বীকার করা হয়েছে। আর এ হাদীসে যে দিনে দু'বার গোশত খাবার কথা বলা হয়েছে- সেটা পেট ভরে ছিল না। কারণ, একবার

পেট ভরে খাবার আধ ঘন্টা পরে ক্ষুধা হওয়াই অসম্ভব। কাজেই স্বীকার করতে হবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমবার মোটেই আসূদা হয়ে খাননি। আর দ্বিতীয়বার তিনি আসূদা হয়ে খেয়েছেন- তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। কাজেই এ হাদীসে বর্ণনা থেকে দিনে মাত্র একবার আসূদা হয়ে গোশত খাওয়ার কথা স্বীকার করলেও করা যেতে পারে।

এ হাদীস থেকে জানা যায়, আহারের কিছু পর আবার আহার করতে দোষ নেই। যদি পেটের অসুখের আশংকা না থাকে। (المواهب اللدنية : صـــ١٣٤، جمع الوسائل : صـــ٢٧٦)

أحوال الرواة

عبد الله بن محمد بن عقيل : أى ابن أبى طالب أخو على كرم الله وجهه،

قال سفيان وأخبرنا الخ. أى فى إسناد آخر وأخبرنا بالواو عطفا على قوله حدثنا عبد الله والمراد منه تحويل السند وفى نسخة (ح) حدثنا محمد بن المنكدر.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، وأبو داود فى سننه كتاب الطهارة، باب فى ترك الوضوء مما مست النار.

* * *

حديث : ١٨٢- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ قَالَتْ : فَجَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ وَعَلِيٌّ مَعَهُ يَأْكُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ : "مَهْ يَا عَلِيُّ، فَإِنَّكَ نَاقِهٌ "، قَالَتْ : فَجَلَسَ عَلِيٌّ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ، قَالَتْ : فَجَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقًا وَشَعِيرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ : "مِنْ هَذَا فَأَصِبْ فَإِنَّه أَوْفَقُ لَكَ "

হাদীস : ১৮২. উম্মুল মুনযির হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বাড়িতে এলেন। তখন তার সঙ্গে

আলী (রা.) ছিলেন। আমাদের ঘরে লটকানো কয়েক কাঁদি খেজুর ছিল। উম্মুল মুনযির বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকে খেতে লাগলেন এবং আলী (রা.)-ও তাঁর সাথে খেতে শুরু করলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীকে বললেন, হে আলী! খাওয়া ক্ষ্যান্ত কর। কেননা, তুমি সবেমাত্র আরোগ্য লাভ করেছ। উম্মুল মুনযির বলেন, তখন আলী বসে পড়লেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেতে থাকলেন। তিনি আরো বলেন, অতঃপর আমি তাদের জন্য বিট-কন্দ ও যব পাক করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীকে বললেন, হে আলী! একমাত্র এটা থেকে গ্রহণ কর। কেননা, এটা তোমার (স্বাস্থ্যের) অনুকূল।

শব্দবিশ্লেষণ :

دوال ঃ بفتح الدال وتنوين اللام المكسورة- একবচন دالية খেজুরের কাঁদি, ছড়া। তখন আরবদের মাঝে প্রচলন ছিল, তারা আধা পাকা খেজুর কেটে ঝুলিয়ে রাখত। পাকার পর খেত।

مه ঃ بفتح الميم وسكون الهاء- এটা اسم فعل সর্বদা مبنى على السكون পড়া হয়। এবং أمر এর অর্থে এর ব্যবহার। অর্থাৎ أكففت ولا تأكل ক্ষ্যান্ত হও।

ناقه ঃ بكسر القاف - ইসমে ফায়েল। نقه বাবে سمع থেকে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা। তবে পূর্ণ শক্তি ফিরে না আসা, সদ্য রোগমুক্ত হওয়া।

سلقًا بكسر فسكون ঃ শালগম জাতীয় এক প্রকারের তরকারি। এর ভিতরটা লাল হয়। বিট-কন্দ।

فأصب ঃ فاء টা উহ্য শর্তের জবাবে এসেছে। صيغة أمر থেকে الإصابة। অর্থাৎ, إذا إمتنعت من أكل الرطب وإذا حَصل هذا، فكل هذا। আর الإصابة শব্দের দুই অর্থ হয়। (ক) পৌঁছা, গ্রহণ করা। (খ) সঠিক পন্থা অবলম্বন করা, সঠিকতা, যথার্থতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ নির্দেশের মাঝে উভয় অর্থই নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ এটা গ্রহণ কর এবং এটা গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে সঠিক পন্থা।

أوفق ঃ اسم تفضيل- মূল অর্থ সর্বাধিক উপযোগী। কিন্তু এখানে اسم تفضيل - এর অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। তাই أوفق অর্থ হবে موافق- উপযোগী।

তাশরীহ :

عن أم المنذر ঃ এ মহিলা সাহাবীর নাম সালমা। পিতার নাম কাইস। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতৃকুলের দিক দিয়ে তাঁর খালা হন। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতামহ আব্দুল মুত্তালেবের মাতা যে নাজ্জার গোত্রীয় আদী-এর বংশধর ছিলেন, উম্মুল মুনযির সে আদী-এর প্রপৌত্রের প্রপৌত্রি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ খালার বাড়ি গিয়েছিলেন।

مه يا على فإنك ناقة ঃ রোগ থেকে আরোগ্য লাভের পর পরিপাক তন্ত্র দুর্বল থাকে বলে খাদ্য গ্রহণের বেলায় বাছবিচার করে চলতে হয় এবং যথা সম্ভব লঘুপাক অথচ বলকারক খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। এ কারণে খেজুর গুরুপাক বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা.)-কে খেজুর খেতে নিষেধ করেন। আরবের একজন চিকিৎসক হারিস ইবনু কালদার একটি উক্তি প্রবাদ বাক্য রূপে প্রচলিত রয়েছে। তা হল :

الحمية رأس الدواء والمعدة بيت الداء عودوا كل جسد ما اعتاد.

কু-পথ্য বর্জন হল ঔষধের সেরা এবং পাকস্থলী হল রোগের ঘর। আর শরীর যে কাজে অভ্যস্ত হওয়ার যোগ্য তাকে সে সব কাজে অভ্যস্ত কর।

একটি বিরোধের নিরসন

এ হাদীসে আলী (রা.)-কে কুপথ্য বর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইমাম ইবনু মাজা বর্ণিত একটি হাদীসে এর বিপরীত নির্দেশ পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন :

إذا إشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعمه (أبواب الطب، باب المريض يشتهى الشيء)

তোমাদের কোন রোগী যদি কোন কিছু খাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে সে যেন তাকে ঐ খাদ্য খাওয়ায়।

এর জবাব হল কখনো এমন হয় যে, কোন রোগীর কোন কিছুর প্রতি যখন প্রবল ইচ্ছা হয় এবং তার প্রকৃতি যদি এর দিকে তীব্রভাবে আকৃষ্ট হয়- তাহলে তা অল্প পরিমাণে গ্রহণ করলে রোগীর কোন ক্ষতি হয় না। কেননা, এ অবস্থায় পাকস্থলী ও প্রকৃতি উভয়ই তা সাদরে গ্রহণ করে বলে, তার অনিষ্ট দূর হয়ে যায়। চিকিৎসা বিষয়ক মানসিক এ সূক্ষ্ম রহস্যের প্রতি লক্ষ্য করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেছেন।

(المواهب اللدنية : صـــ١٣٤، حاشية ابن ماجة : صـــ٢٥٤، جمع الوسائل : صـــ٢٧٨)

হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (র.) বলেন,

وقد جربت ذلك على نفسى فوجدته هكذا وهو الأوجه عندى،

ঃ এ হাদীসে দেখা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়ানো অবস্থায় খেজুর খেয়েছেন। সাধারণত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে পানাহার করতেন। তাই বসে পানাহার করা উত্তম। কখনো তিনি দাঁড়িয়েও পানাহার করেছেন। তাই অনেক আলেমের মত হল, দাঁড়িয়ে পানাহার করা জায়েয। তবে দাঁড়িয়ে না খাওয়া উত্তম।

فجعلت لهم سلقا الخ - هم সর্বনাম পদটি সাধারণত কমপক্ষে তিনজনের প্রতি প্রযোজ্য হলেও দু'জনের জন্যও এর প্রচলন পাওয়া যায়। কাজেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আলী (রা.) এ দু'জনকে উদ্দেশ্য করে هم শব্দ প্রয়োগে কোন অসুবিধা নেই।

কোন কোন প্রতিলিপিতে لهم এর স্থলে له আছে। তখন 'তাঁর' বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হবে। কেননা, তিনি ছিলেন মূল মেহমান। কাজেই যা কিছু করা হয়েছিল, তাঁর উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল।

হযরত উম্মুল মুনযির (রা.) বিট-কন্দ ও যব দিয়ে যে খাদ্য পাক করেছিলেন তা লঘুপাক ও উপাদেয় খাদ্য ছিল এবং তা সুস্থ ও সদ্য রোগমুক্ত সকলের উপযোগী ছিল।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, আসবাব অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى الطب باب فى الحمية وابن ماجة فى الطب باب الحمية، وأخرجه المصنف فى جامعه أبواب الطب باب الحمية.

* * *

حديث : ١٨٣- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي فَيَقُولُ : "أَعِنْدَكِ غَدَاءٌ؟ "فَأَقُولُ : لا.(قَالَتْ :) فَيَقُولُ : "إِنِّي صَائِمٌ ".قَالَتْ : فَأَتَانَا يَوْمًا، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ، إِنَّهُ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، قَالَ : "وَمَا هِيَ؟ "قُلْتُ : حَيْسٌ، قَالَ : "أَمَا إِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِمًا "، قَالَتْ : ثُمَّ أَكَلَ

হাদীস : ১৮৩. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (কখনো কখনো) আমার নিকট (সকালের দিকে) এসে বলতেন, তোমার নিকট সকালের খাওয়ার কিছু আছে কি? আমি (কখনো কখনো) বলতাম, না। আয়েশা (রা.) বলেন, তখন তিনি বলতেন, আমি রোযার নিয়ত করলাম। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একদিন তিনি আমার নিকট এলে আমি তাঁকে বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে কিছু হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, তা কি? আমি বললাম, 'হাইস' হালুয়া। তিনি বললেন, আমি যে ভোরে রোযার নিয়ত করেছি। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, তারপর তিনি তা খেলেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

غداء ঃ সকালের নাশতা, প্রাতঃরাশ, الطعام الذى يأكله أول النهار ।

أنه أهديت بصيغة المجهول ঃ অর্থাৎ, أرسلت- পাঠানো হয়েছে। إنه এর মাঝে ضمير টা للشان ।

حيس ঃ بفتح الحاء وسكون الياء - খেজুর, ঘি, ও পনীর দ্বারা তৈরী এক ধরনের হালুয়া। কখনো পনীরের পরিবর্তে আটা মিশ্রিত করা হতো। 'হাইস' শব্দের মূল অর্থ মিশ্রিত করা।

তাশরীহ :

এ হাদীস থেকে দু'টি মাসআলা জানা গেল। একটি হচ্ছে, নফল রোযার নিয়ত রাতে করা জরুরী নয়; সুবহে সাদেকের পরও করা যায়। তবে শর্ত হল, রোযা ভঙ্গকারী কোন কাজ না করে থাকতে হবে। যেমন এ হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকাল বেলা হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করার পর নফল রোযার নিয়ত করেছেন।
উপরোক্ত অভিমত ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র.) এর। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে নফল রোযার নিয়ত রাতেই করতে হবে। আলোচ্য

হাদীস আমাদের স্বপক্ষে দলীল। তবে একজন নির্ভরযোগ্য ইমাম যেহেতু ভিন্নমত পোষণ করেছেন, তাই রাতে নিয়ত করে নেয়াটাই উত্তম।

হ্যাঁ, যদি কোন কারণবশত রাতে করার সুযোগ না হয়, তাহলে দুপুরের পূর্বে নিয়ত করে নিলেও চলবে।

দ্বিতীয় মাসআলা হলো, নফল রোযা রাখার পর ভেঙ্গে দেয়ার এখতিয়ার আছে। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে নফল নামায বা রোযা শুরু করার পর ভেঙ্গে ফেলার এখতিয়ার নেই, কুরআন করীমে ইরশাদ হয়েছে- وَلَا تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ

তোমরা নিজেদের আমল বিনষ্ট করো না। কিন্তু যেহেতু কিছু হাদীস থেকে রোযা রাখার পর ভেঙ্গে ফেলা বুঝা যায়, তাই উভয় দলীলের মাঝে সমন্বয় এভাবে করা হবে যে, প্রয়োজন হলে রোযা ভাঙ্গার অবকাশ আছে। প্রয়োজন ছাড়া ভঙ্গ করা জায়েয হবে না।

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি- أصبحت صائما এর অর্থ হল, ইচ্ছা ছিল আজ রোযার নিয়ত করে নিব। পাকা নিয়ত করিনি। সুতরাং সুনানু নাসাঈ এর এক বর্ণনায় এসেছে- أما أنى قد أصبحت أريد الصوم। এ বর্ণনা দ্বারা মোল্লা আলী কারীর ব্যাখ্যায় পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়।

প্রয়োজন বশত নফল রোযা ভাঙ্গতে হলে হানাফী মাযহাব অনুসারে অন্য সময়ে এর কাযা করে নিতে হবে।

এ মাসআলাগুলোর বিস্তারিত আলোচনার জন্য كتاب الصوم দ্রষ্টব্য।

أحوال الرواة

بشر بن السرى : بكسر الباء وسكون الشين، وقوله : ابن السرى : بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال الخ. والنسائى فى كتاب الصيام إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم من التطوع، وأبو داود فى سننه، كتاب الصيام، باب فى النية فى الصوم، والمصنف فى جامعه أبواب الصوم باب ما جاء فى إفطار الصائم المتطوع.

* * *

حديث : ١٨٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الأَسْلَمِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ الأَغْوَرِعَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً ثُمَّ قَالَ : "هٰذِهِ إِدَامُ هٰذِهِ، فَأَكَلَ "

হাদীস : ১৮৪. হযরত ইউসুফ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম, তিনি যবের রুটির একটি টুকরা নিয়ে তার উপর একটি খেজুর রাখলেন। অতঃপর বললেন, খেজুর হল রুটির ছালন। তারপর তিনি তা খেলেন।

তাশরীহ :

عن يوسف بن عبد الله الخ. ঃ ইউসুফ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের পুত্র। তারা পিতা-পুত্র উভয়ই সাহাবী ছিলেন। ইউসুফ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায় পয়দা হন। তাঁকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাঁর কোলে বসানো হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মাথায় হাত বুলান এবং তাঁর নাম রাখেন 'ইউসুফ'।

কেউ কেউ বলেছেন, এ হযরত ইউসুফ (রা.) প্রত্যক্ষভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কোন হাদীস বর্ণনা করেননি। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হল, হযরত ইউসুফ (রা.) সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এ নুসখা অনুযায়ী আলোচ্য হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী হলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের পুত্র হযরত ইউসুফ (রা.)। আরেক সহীহ নুসখায় عن يوسف بن عبد الله بن سلام এর পরে عن عبد الله بن سلام বেশি রয়েছে।

এ নুসখা অনুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনাকারী সাহাবী হলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.)। যেহেতু ইউসুফ ও আব্দুল্লাহ পুত্র ও পিতা উভয়েই সাহাবী ছিলেন। কাজেই উভয় নুসখাকে

সহীহ বলে গণ্য করা যেতে পারে। (: جمع الوسائل : صـــ ٢٨٠، المواهب اللدنية : صـــ ١٣٥)

هذه إدام هذه ঃ যেহেতু খেজুর সাধারণত তরকারী হিসাবে ব্যবহার হয় না, তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, খেজুর দ্বারাও তরকারীর কাজ নেয়া যেতে পারে। তিনি এ হাদীসে অল্পে তুষ্টির শিক্ষা দিয়েছেন। রুটির সঙ্গে খাওয়ার মত যদি প্রকৃত কোন তরকারী না থাকে, খেজুর থাকে, তবে সেটিকে তরকারী হিসাবে গণ্য করে আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত।

ইমাম শাফেয়ী (র.) এ হাদীসের প্রেক্ষিতে বলেছেন, খেজুর প্রকৃত তরকারীর অন্তর্ভুক্ত। কেউ যদি কসম করে, সে তরকারী খাবে না, তাহলে খেজুর খেলে তার কসম ভেঙ্গে যাবে।

বস্তুত কোন জিনিস তরকারী হওয়া না হওয়া উরফ ও প্রচলনের উপর নির্ভর করে। তৎকালীন উরফে খেজুরকে তরকারী বলা হতো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে তরকারী বলেছেন রূপক অর্থে। সুতরাং যে এলাকায় খেজুর প্রকৃত তরকারী হিসাবে ব্যবহার হয়, সেখানে কেউ তরকারী না খাওয়ার কসম করার পর খেজুর খেলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অন্যথায় নয়। (جمع الوسائل : صـــ ٢٨٠)

হাফিয ইবনুল কায়্যিম (র.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঠাণ্ডা, দু' গরম, দু আদ্র, দু' শুষ্ক, দু' কোষ্ঠ পরিষ্কারক বা দু' কোষ্ট কঠিনকারক খাদ্য এক সঙ্গে খেতেন না; বরং তিনি এমন দু'খাদ্য একত্রে গ্রহণ করতেন, যা পরস্পরের দোষ নষ্ট করে নির্দোষ খাদ্যে পরিণত হত। এ নীতির উপর ভিত্তি করেই তিনি খেজুর যোগে যবের রুটি খেতেন। যবের রুটি হল ঠাণ্ডা অথচ শুষ্ক, আর খেজুর হল গরম অথচ আদ্র। তাই এ দু'টি খাদ্য পরস্পরের দোষ নষ্ট করে নির্দোষ খাদ্যে পরিণত হয়। (المواهب اللدنية : ١٣٦)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب الأطعمة، باب فى التمر.

* * *

حديث : ١٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ يُعْجِبُهُ النُّفْلُ"، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : "يَعْنِي مَا بَقِيَ مِنَ الطَّعَامِ "

হাদীস : ১৮৪. হযরত আনাস ইবনু মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাতিল ও পেয়ালার তলানি খেতে পসন্দ করতেন। ইমাম তিরমিযীর উস্তাদ আব্দুল্লাহ বলেন, نفل এর অর্থ পাতিলের অবশিষ্ট খাদ্য।

শব্দবিশ্লেষণ :

النفل ঃ بضم الناء ويكسر وسكون الفاء - আস্ সিফল ও আস্ সুফল উভয়ভাবে পড়া সহীহ। এর অর্থ পাতিল বা পাত্রের তলদেশে অবশিষ্ট খাদ্য। এ খাদ্য বেশি উত্তমরূপে পাক হয় বলে সহজে হজম হয়। এটা অত্যন্ত উপদেয় এবং সুস্বাদুও হয়ে থাকে।

তাছাড়া অহংকারী লোকেরা এটা খেতে অপসন্দ করে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরম বিনয়ী। সম্ভবত এ সব কারণে তিনি তলানি খেতে ভালবাসতেন। (المواهب اللدنية : صـــ١٣٦)

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف من بين الأئمة الستة، أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان، ٥٩٢٤/٦.

(٢٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ وَضُوْءِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الطَّعَامِ

وفيه (٣) أحاديث

অনুচ্ছেদ :: ২৭
আহার গ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অজুর বর্ণনা

তাশরীহ :

'আহার গ্রহণকালে' বলে আহারের পূর্বে ও পরে উভয় অবস্থাকেই বুঝানো হয়েছে। অজু দু'প্রকার। শাব্দিক অজু ও শরয়ী অজু। শরয়ী অজু যা নামাযের পূর্বশর্ত। আর শাব্দিক অজু হল হাত-মুখ ধোয়া।

এ অনুচ্ছেদে দু'ধরণের অজুর উল্লেখ আছে। যে হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহার গ্রহণকালে অজু করেছেন বলে উল্লেখ রয়েছে, সেখানে শাব্দিক অজু তথা হাত মুখ ধোয়া উদ্দেশ্য। আর যে হাদীসে অজু করেননি বলে উল্লেখ রয়েছে, সেখানে শরয়ী অজু উদ্দেশ্য।

ইমাম তিরমিযী (র.) এ অনুচ্ছেদে তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

* * *

حديث : ١٨٦ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ، فَقَالُوا : أَلا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ قَالَ : إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ، إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاةِ "

হাদীস : ১৮৬. হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়খানা থেকে বের হয়ে এলে তাঁর নিকট আহার পেশ করা হল। তখন সাহাবীগণ বললেন, আমরা কি আপনার জন্য

অজুর পানি আনবো না? তিনি বললেন, আমাকে তো কেবল তখনই অজু করার আদেশ করা হয়েছে, যখন আমি নামাযে দাঁড়াতে যাই।

শব্দবিশ্লেষণ :

خلاء ঃ ফাঁকা জায়গা, খোলা জায়গা, এখানে উদ্দেশ্য পায়খানা, টয়লেট।

الوضوء ঃ بفتح الواو - واو এর উপর যবর। অর্থ ওযুর পানি। واو এর উপর পেশ হলে অর্থ হয়, অজু, অজু করা।

তাশরীহ :

إِنَّمَا أمرتُ ঃ আমাকে কেবলমাত্র নামাযের জন্য অজু করার নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হয়, কুরআন করীম থেকে কিছু লিখতে হলে বা কুরআনে করীম স্পর্শ করতে হলেও অজু করা জরুরী। তাহলে এখানে حصر বাচক শব্দ 'কেবলমাত্র' ব্যবহার করা হল কেন?

এর জবাব হল, 'ইন্নামা' حصر বাচক শব্দ কখন বাস্তব (حقيقى) এবং কখন আপেক্ষিক اضافى হয়ে থাকে। এখানে আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আহার গ্রহণের নিসবতে কেবলমাত্র নামাযের জন্য ওযু অবধারিত করা হয়েছে।

এ হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহার গ্রহণের পূর্বে অজু করতে অস্বীকার করেন এবং অজু না থাকা অবস্থায় আহার করেন। কাজেই বুঝা গেল যে, আহারের উদ্দেশ্যে ওযুর কোন প্রয়োজন নেই।

আরো বুঝা গেল, মল-মূত্র ত্যাগ করার পর সঙ্গে সঙ্গে অজু করা অপরিহার্য নয়।

أحوال الرواة

ابن أبي مليكة : بالتصغير واسْمه زهير بن عبد الله.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى الأطعمة، باب غسل اليدين عند الطعام، والنسائى فى الطهارة باب الوضوء لكل صلوة، والترمذى فى الأطعمة، باب فى ترك الوضوء قبل الطعام.

* * *

حديث : ١٨٧- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَائِطِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ، فَقِيلَ لَهُ : أَلَا تَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ : "أَأُصَلِّي فَأَتَوَضَّأُ"

হাদীস : ১৮৭. হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে বের হয়ে এলে তাঁর সামনে আহার পরিবেশন করা হল। তখন তাঁকে বলা হল, আপনি কি ওযু করবেন না? তিনি বলেন, এখন কি আমি নামায পড়ব যে ওযু করতে হবে?

শব্দবিশ্লেষণ :

الغائط- غوط ধাতুমূল থেকে নির্গত। ভূমির গভীরতা। الغائط- অর্থ নিচু ভূমি। পরবর্তী অর্থ মল ত্যাগ করার জায়গা। ঘরে টয়লেটের প্রচলনের পূর্বে যেহেতু নিচু ভূমিতে মল ত্যাগ করা হত, তাই মল ত্যাগের স্থানকে غائط বলা হয়।

فأتوضأ ঃ এখানে 'ফা' অক্ষরটি سببية। যেহেতু এর পূর্বের বাক্যটি সবব বা কারণ হয় এর পরবর্তী বাক্যে। এ 'ফা' অব্যয়টি পরবর্তী مضارع কে نصب দেয়। তাই এখানে فاتوضأ বাক্যটি منصوف হবে, আর যদি 'ফা' টিকে سببية না ধরা হয়, তাহলে فأتوضأ কে مرفوع পড়া হবে।

তাশরীহ :

পূর্ববর্তী হাদীসেও এ কথা বলা হয়েছে যে, আহারের উদ্দেশ্যে অজু করা অপরিহার্য নয়। তবে হ্যাঁ, সর্বদা অজু অবস্থায় থাকা মুস্তাহাব। তাই টয়লেট থেকে আসার পর অজু করে নেয়া উত্তম।

أحوال الرواة

سعيد بن الحويريث : تصغير الحارث.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى كتاب الحيض.

* * *

حديث : ١٨٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجُرْجَانِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ زَاذَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ، وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ "

হাদীস : ১৮৮. হযরত সালমান ফার্সী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাওরাত গ্রন্থে পড়েছি যে, খাবারের বরকত হল খাওয়ার পরে ওযু করা। এ বিষয়ে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আলোচনা করি এবং আমি তাওরাতে যা পড়েছিলাম তা তাঁকে জানাই। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, খাওয়ার আগে ও খাওয়ার পরে অজু করলে আহারে বরকত হয়।

শব্দবিশ্লেষণ :

خ। بركة انّ ঃ এখানে প্রথম শব্দটি 'ইন্না' ও 'আন্না' উভয়টি পড়া শুদ্ধ। তাওরাত হতে হুবহু উদ্বৃত বাক্য ধরা হলে ইন্না পড়া হবে। بركة অর্থ বরকত, প্রাচুর্য, বৃদ্ধি।

তাশরীহ :

بركة إن بركة الطعام ঃ بركة শব্দের অর্থ বৃদ্ধি। এই বরকত বা বৃদ্ধি প্রত্যক্ষও হয়ে থাকে পরোক্ষও হয়ে থাকে। প্রত্যক্ষ বরকত হল, অল্প খাবার অনেক লোকের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাওয়া। আর পরোক্ষ বরকত হল, খাদ্য গ্রহণ করার পর শরীর ও মন সুস্থ থাকা, নেক কাজের আগ্রহ হওয়া, উত্তম আখলাক তৈরী হওয়া ইত্যাদি।

উলামায়ে কেরাম বলেন, খানার পূর্বে হাত ধৌত করায় বরকত লাভের অর্থ হল, খানা বৃদ্ধি পাওয়া, খেতে ভাল লাগা, মন প্রফুল্ল হওয়া ইত্যাদি। আর আহারের পর ওযু করায় বরকত লাভের অর্থ হল, আহারের উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া। যেমন খাদ্য শরীরের অংশে পরিণত হওয়া, শরীর সুস্থ থাকা, কাজে উদ্যম আসা, মনে প্রফুল্লতা আসা, ইবাদত-বন্দেগী এবং উন্নত চরিত্র অর্জনে সহায়ক হওয়া ইত্যাদি।

الوضوء بعده ঃ এখানে অজুর তাৎপর্য হল, মুখ ও হাত ধোয়া।

أخبرته بما قرأت فى التوراة ঃ হতে পারে, তাওরাতে শুধু আহারের পরে মুখ হাত ধোয়ার কথা বলা হয়েছে। ইসলামী শরীআতে আহারের পূর্বে ধোয়ার কথা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ সম্ভাবনাও আছে যে, তাওরাতে উভয় সময়ের কথা উল্লেক ছিল। যেহেতু বর্তমান তাওরাত বিকৃত। তাই আহারের পূর্বের কথা বাদ পড়েছে।

أحوال الرواة

قيس بن الربيع : قال الذهبى فى الكاشف : كان شعبة يثنى عليه، وقال ابن معين : ليس بشىء، وقال أبو حاتم : ليس بقوى محله الصدق، وقال ابن عدى : عامة رواياته سقيمة، قال الشيخ ابن حجر فى التقريب : صدوق تغير بالأخرة لما كبر وأدخل عليه إبنه ما ليس من حديثه، ذكره ميرك، جمع الوسائل : صـــ٢٨٥، قال الإمام الترمذى لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع وقيس يضعف فى الحديث.

درجة الحديث : ضعيف لما مر.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى الأطعمة، باب غسل اليد قبل الطعام، والمصنف فى جامعه، كتاب الأطعمة، باب الوضوء قبل الطعام وبعده.

(٢٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنْهُ

وَفِيهِ سَبْعَةُ (٧) أَحَادِيثَ

অনুচ্ছেদ :: ২৮

খাওয়ার আগে ও পরে রাসূলুল্লাহ সা.-এর উক্তি সম্পর্কিত হাদীসসমূহ অর্থাৎ তিনি যে সব দুআ পড়তেন

حديث : ١٨٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ جَنْدَلٍ الْيَافِعِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَلَمْ أَرَ طَعَامًا كَانَ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ أَوَّلَ مَا أَكَلْنَا وَلا أَقَلَّ بَرَكَةً فِي آخِرِهِ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ هَذَا؟ قَالَ : "إِنَّا ذَكَرْنَا اسْمَ اللَّهِ حِينَ أَكَلْنَا ثُمَّ قَعَدَ مَنْ أَكَلَ وَلَمْ يُسَمِّ اللَّهَ تَعَالَى فَأَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ "

হাদীস : ১৮৯. হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট খানা আনা হল। আমাদের সে খাদ্য গ্রহণের প্রথম দিকে তা যেরূপ বেশি বরকতযুক্ত ছিল, তার চেয়ে অধিক বরকতযুক্ত কোন খাদ্য আমি দেখিনি এবং সে খাদ্য গ্রহণের শেষের দিকে তা যেরূপ কম বরকতযুক্ত হয়েছিল, তার চেয়ে কম বরকতযুক্ত কোন খাদ্য আমি দেখিনি। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে এরূপ ঘটল? তিনি বলেন, আমরা যখন খেতে আরম্ভ করেছিলাম, তখন আমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেছিলাম। তারপর এমন একজন খেতে বসল- যে আল্লাহ তাআলার নাম উচ্চারণ করেনি (অর্থাৎ বিসমিল্লাহ পড়েনি) ফলে তার সাথে শয়তানও খাওয়ায় শামিল হল (ফলে বরকত নষ্ট হয়ে গেল)।

তাশরীহ :

إنا ذكرنا اسم الله ঃ এ হাদীস হতে প্রমাণ হয় যে, আহার শুরু করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা সুন্নত। শুধু 'বিসমিল্লাহ' বললেই এ সুন্নত পালন করা

হবে। ইমাম নববী ও ইমাম গাযালী প্রমুখ বলেন, পুরা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলা আকমাল বা পূর্ণতর বলে বিবেচিত হবে। আহার শুরু করার সময় এ সুন্নত পালন করার নিয়তে নাপাক, ঋতুবতী ও সদ্য সন্তান প্রসবকারিণীর জন্যও এটা পাঠ করা মুস্তাহাব। যে কাজ হারাম বা মাকরূহ তা আরম্ভ করার সময় বিসমিল্লাহ বলা নিষেধ। মদ পান করার সময় 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করা কুফরী।

ثم قعد من أكل ولم يسم الله ঃ ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, জামাআতবদ্ধ হয়ে খানা খেলে একজনের বিসমিল্লাহ পাঠ সবার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যাবে- তাঁর এ কথার অর্থ হল, কয়েকজন একসাথে আহার আরম্ভ করার সময় তাদের একজন বিসমিল্লাহ বললে চলবে। পরে কেউ এসে সে খাবারে যোগদান করলে তাকে অবশ্যই বিসমিল্লাহ বলতে হবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে একসঙ্গে খেতে বসলেও প্রত্যেককে আলাদা আলাদা বিসমিল্লাহ পাঠ করতে হবে। একজনের বিসমিল্লাহ সকলের পক্ষে যথেষ্ট হবে না। (جمع الوسائل : صـــ ٢٨٦، المواهب اللدنية : صـــ٢٣٨)

فأكل معه الشيطان ঃ 'বিসমিল্লাহ' না বলে পানাহার শুরু করলে শয়তান তার সাথে পানাহার করতে থাকে। অধিকাংশ আলেমদের মতে শয়তান প্রকৃত পক্ষেই আহার করতে পারে। এটা বাস্তব ও যথার্থ। কাজেই এর রূপক অর্থ গ্রহণ করা যাবে না।

أحوال الرواة

ابن لهيعة : بوزن صحيفة، فهو بفتح اللام وكسر الهاء اسمه عبد الله وهو سيئ الحفظ.

يزيد بن أبي حبيب : اسمه سويد بالتصغير.

راشد اليافعي : أى ابن جندل المصرى، ثقة.

أبو أيوب الأنصارى : الخزرجى، مات بالقسطنطينية، سنة : إحدى وخمسين، وذلك أنه خرج مع يزيد بن معاوية لما أعطاه أبوه القسطنطينية، فمرض فلما ثقل عليه المرض قال لأصحابه إذا مت فاحملونى فإذا صادفتهم العدو فادفنونى تحت أقدامكم ففعلوا ودفنوه قريبا من سورها، وهو معرف إلى اليوم والناس يعظمونه ويستشفون به فيشفون.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف.

* * *

حديث : ١٩٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أبو داود حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم : "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللّٰهَ تَعَالَى عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ"

হাদীস : ১৯০. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ আহারের সময় বিসমিল্লাহ পড়তে ভুলে গেলে সে যেন (স্মরণ হলে) বলে- 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু।' খাওয়ার প্রথম ও শেষ আল্লাহর নামে।

তাশরীহ :

بسم الله أوله وأخره ঃ أوله و أخره ও ر বর্ণ الظرف على منصوب হবে। ---- لام আসলে হবে في أوله وأخره। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আহারের মধ্যভাগে বাদ পড়লে তার সমাধান কি? জবাব দু'ভাবে দেওয়া যায়। (১) প্রথম ও শেষ উল্লেখ করে সম্পূর্ণ আহার বুঝানো হয়েছে। (২) أوله বলে প্রথম অর্ধেক এবং أخره বলে শেষ অর্ধেক বুঝানো হয়েছে।

أحوال الرواة

هشام الدستوائى : نسبة إلى دستواء بلدة من الأهواز وإنما نسب إليها لبيعه الثياب التى يجلب منها.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام، وابن ماجة فى سننه، أبواب الأطعمة، باب التسمية عند الطعام، والمصنف فى جامعه، أبواب الأطعمة، باب ما جاء فى التسمية على الطعام.

* * *

حديث : ١٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ، فَقَالَ : "ادْنُ يَا بُنَيَّ، فَسَمِّ اللّٰهَ تَعَالَى، وَكُلْ بِيَمِينِكَ،

وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ "

হাদীস : ১৯১. উমার ইবনু আবি সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হলেন। তখন তাঁর সামনে খাবার উপস্থিত ছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, হে বৎস! কাছে এসো, বিসমিল্লাহ বল, তোমার নিকটের দিক হতে তোমার ডান হাত দিয়ে খাও।

তাশরীহ :

عن عمر بن أبي سلمة ঃ এ হাদীসের মূল বর্ণনাকারী সাহাবী উমার হলেন উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামার গর্ভে তাঁর পূর্ব স্বামী আবূ সালামা (রা.)-এর পুত্র।

আবূ সালামা এর নাম ছিল আব্দুল্লাহ ও তাঁর পিতার নাম ছিল আব্দুল আসাদ। এ আবূ সালামা ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুধ ভাই। তিনি ও তার স্ত্রী উম্মু সালামা উভয়েই মক্কায় অবস্থান কালে ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উভয়েই আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানে অবস্থানকালে তাঁর এ পুত্র উমার জন্ম গ্রহণ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় হিজরতের খবর পেয়ে আবূ সালামা স্ত্রী পুত্রসহ মদীনায় আগমন করেন এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধের পর স্বাভাবিকভাবে আবূ সালামা ইন্তেকাল করেন। ইদ্দতকাল শেষ হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মু সালামা (রা.)কে বিয়ে করেন। তখন থেকে এ রাবী উমার মাতার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারভুক্ত হন।

فسم الله ।خ. ঃ এ হাদীসে তিনটি উপদেশ রয়েছে।

(ক) আহার আরম্ভ করার সময় বিসমিল্লাহ বলা। এটা সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নত।

(খ) ডান হাত দিয়ে আহার করা। অধিকাংশ আলেমের মতে ডান হাত দিয়ে পানাহার করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। কতিপয় আলেম ওয়াজিব বলেছেন। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাম হাতে খেতে নিষেধ করেছেন।

عن جابر عن رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال، أخرجه مسلم، كتاب الأطعمة، باب آداب الطعام.

তোমরা বাম হাত দ্বারা আহার করো না। কারণ, শয়তান বাম হাতে আহার করে।

عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لا يأكلن أحد منكم بشماله، ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، قال وكان نافع يزيد فيها لا يأخذ بها ولا يعطى بها، أخرجه مسلم، باب أداب الطعام.

তোমাদের কেউ যেন কিছুতেই বাম হাত দিয়ে আহার না করে। বাম হাত দিয়ে যেন কিছুতেই পান না করে। বাম হাত দিয়ে যেন অপরের নিকট হতে কিছু না নেয় এবং বাম হাত দিয়ে যেন অপরকে কিছু না দেয়। কেননা, শয়তান বাম হাত দিয়ে খায়, বাম হাত দিয়ে পান করে।

عن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشماله فقال كل بيمينك قال لا استطيع قال لا استطعت ما منعه إلاّ الكبر. قال فما رفعها إلى فيه، أخرجه مسلم، باب آداب الطعام.

এক ব্যক্তি বাম হাত দিয়ে খাবার খাচ্ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডান হাতে খাবার নির্দেশ দিলেন। সে বলে উঠল, আমি ডান হাতে খেতে পারি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ভবিষ্যতে খেতে পারবে না। এরপর থেকে সে ডান হাত মুখ পর্যন্ত উঠাতে সক্ষম হতো না।

এ সব হাদীসের প্রেক্ষিতে কতক আলেম ডান হাতে আহার করা ওয়াজিব বলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে যদিও ডান হাতে আহার করা সুন্নত। তথাপি ওয়াজিবের মতটি দলীলের দিক থেকে শক্তিশালী। তাই এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া উচিত।

(গ) বাসনের নিজ দিক থেকে আহার করা সুন্নত। বাসনের সর্বত্র যদি একই প্রকার খাদ্য থাকে, তাহলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু বাসনের বিভিন্ন পাশে যদি বিভিন্ন খাদ্য থাকে তাহলে বাসনের অপর দিক হতে খাদ্য গ্রহণে কোন দোষ নেই।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب الأطعمة، باب آداب الطعام، وأخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام

والأكل باليمين وباب الأكل مما يليه، وأبو داود فى الأطعمة، باب الأكل باليمين، والمصنف فى جامعه، باب ما جاء فى التسمية على الطعام.

* * *

حديث : ١٩٢– حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِيهِ رِيَاحِ بْنِ عَبِيدَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ : "الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ "

হাদীস : ১৯২. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আহার গ্রহণ শেষ করতেন, তখন বলতেন,

الْحَمْدُ لله الَّذِىْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদিগকে খাওয়ালেন, পান করালেন এবং আমাদেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

তাশরীহ :

খাদ্য আল্লাহ তাআলার একটি নিয়ামত। কাজেই এ নিয়ামতের জন্য শোকর আদায় করা কর্তব্য। খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সচরাচর পানীয়ও গ্রহণ করা হয়। সে জন্য أَطْعَمَنَا (আমাদেরকে আহার করালেন)-এর সাথে সাথে سَقَانَا আমাদেরকে পান করালেন যোগ করা হয়েছে। তারপর এ যাহিরী নিয়ামতের শোকর আদায় প্রসঙ্গে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত ইসলামের কথা মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। তাই وَجعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (আমাদেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন) যোগ করা হয়েছে।

মোটকথা, পানাহারের শেষে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন,

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ.

যদি তোমরা আমার শোকর আদায় কর, আমি তোমাদের নেয়ামত আরো বৃদ্ধি করে দিব। (المواهب اللدنية : صـــ ١٤٠)

أحوال الرواة

أبو أحمد الزبيرى : بالتصغير، اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير.

ابن رباح : بكسر الراء وتحتية.

ابن عبيدة : بفتح فكسر.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب الأطعمة، باب ما يقول إذا طعم، وابن ماجة فى سننه، أبواب الأطعمة، باب ما يقال إذا فرغ من الطعام، والمصنف فى جامعه فى الدعوات، باب ما يقول إذا فرغ من الطعام.

* * *

حديث : ١٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ حدثنا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، يَقُولُ : "الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مُوَدَّعٍ، وَلا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا "

হাদীস : ১৯৩. হযরত আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে থেকে (আহার শেষে) অবশিষ্ট খানা (দস্তরখান) তুলে নেওয়ার সময় তিনি বলতেন,

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا.

প্রশংসা আল্লাহর। অশেষ অফুরন্ত প্রশংসা, পবিত্র ও মুবারক প্রশংসা এ আহারের জন্য, যা কখনো বর্জনযোগ্যও নয় এবং যা থেকে মুখাপেক্ষীহীন হওয়া যায় না। তুমি আমাদের প্রতিপালক।

শব্দবিশ্লেষণ :

المائدة ঃ খাবারের খাঞ্চা, প্রত্যেক বস্তু যার উপর খাবার রাখা হয়। দস্ত রখান, খাদ্য।

حمدا كثيرا ঃ প্রভূত প্রশংসা। এখানে উদ্দেশ্য অফুরন্ত প্রশংসা। যেমন আল্লাহর নেয়ামত অফুরন্ত।

طيبا ঃ পবিত্র। خالصا من الرياء والسمعة -কপটতা ও লৌকিকতা মুক্ত।

مباركا فيه ঃ এখানে فيه এর ضمير ফিরছে حمدا এর দিকে। অর্থাৎ,

حمدا ذا بركة لا ينقطع لان نعمه لا ينقطع عنا فينبغى أن يكون حمدنا غير منقطع أيضا ولونية واعتقادا.

আমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার নেয়ামত যেমন অশেষ অফুরন্ত, তেমনি তাঁর বরকতময় প্রশংসাও অশেষ অফুরান।

غير مودع ঃ এখানে غير শব্দটি حمدا থেকে حال হওয়ার কারণে منصوب অথবা উহ্য مبتداء এর খবর হিসাবে مرفوع পড়া যাবে। অর্থাৎ وهوغير مودع এবং مودع ইসমে مفعول হবে। এ পাঠ অনুযায়ী তাৎপর্য হল, সে প্রশংসা কখনো পরিত্যক্ত নয়; বরং বারবার প্রকাশ করা হয়। কেউ কেউ مودع শব্দটিকে اسم فاعل রূপে পাঠ করেছেন। এ সূরতে প্রশংসাকারীর حال হবে। তখন অর্থ হবে, পরিত্যাগকারী না হয়ে অর্থাৎ আমরা উক্ত প্রশংসা পরিত্যাগকারী হতে পারি না; বরং বারংবার প্রশংসা করতে বাধ্য।

لا مستغنى ঃ نون এর উপর যবর দিয়ে ইসমে مفعول পড়া হবে। অমুখাপেক্ষী না হয়ে, বিমুখ না হয়ে। অর্থাৎ এমন প্রশংসা যার প্রয়োজন সবসময় বাকি থাকে, তার থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া যায় না।

ربنا ঃ এ শব্দটি তিনভাবে পড়া যায়। (১) ربنا 'বা' অক্ষরে পেশযোগে। তখন এটা উহ্য أنت এর خبر হিসাবে مرفوع হবে। (২) ربِّنا- 'বা' অক্ষরে যের যোগে। তখন এটাকে الله এর بدل ধরতে হবে। (৩) ربَّنا 'বা' অক্ষরে যবর যোগে। তখন এটাকে আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় মাদ্হ বা 'ইখতিসাস' অনুযায়ী মানসূব ধরতে হবে। কেউ কেউ উহ্য ندا এর منادى হিসাবে منصوب ধরেছেন।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الأطعمة، باب ما يقول إذا فرغ من طعامه، وأخرجه الترمذى فى الدعوات باب ما يقول إذا فرغ من الطعام.

* * *

حديث : ١٩٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ"

হাদীস : ১৯৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ছয়জন সাহাবীসহ খাবার খাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন বেদুঈন এসে বাকি খাবার দুই গ্রাসে খেয়ে ফেলল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে যদি বিসমিল্লাহ বলত, তবে এ খাবার তোমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হত।

শব্দবিশ্লেষণ :

في ستة ঃ এখানে অর্থ مع ستة।

أعرابي ঃ মরুভূমিতে বসবাসকারী, যাযাবর, বেদুঈন। আরব হোক বা অনারব হোক।

لقمة ঃ গ্রাস, লোকমা, অল্প পরিমাণ।

তাশরীহ :

فأكله بلقمتين ঃ এতে বুঝা গেল, বেদুঈন যখন ঐ খাবার গ্রহণ করছিল, তখন খাবার আদতেই অল্প ছিল।

لو سمى لكفاكم ঃ অর্থাৎ সে যদি বিসমিল্লাহ পাঠ করত, তাহলে সেও আসূদা হয়ে খেত এবং সে সাহাবীগণও আসূদা হয়ে খেতেন।

এ হাদীসে বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করার বরকতের প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে- বিসমিল্লাহ বলে আহার না করলে খাদ্যের বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

أحوال الرواة

محمد بن أبان : بفتح الهمزة، وتخفيف الموحدة وبالنون كغزال مصروفا وبعضهم منعه من الصرف للعلمية ووزن الفعل، لأنه جعله أفعل تفضيل.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه ابن ماجة فى سننه أبواب الأطعمة، باب التسمية عند الطعام، وأخرجه المصنف فى جامعه، أبواب الأطعمة، باب ما جاء فى التسمية على الطعام.

* * *

حديث : ١٩٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا "

হাদীস : ১৯৫. হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সে বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে বান্দা এক গ্রাস খাবার খেয়ে অথবা এক ঢোক পানীয় দ্রব্য পান করে তাঁর প্রশংসা করে।

শব্দবিশ্লেষণ :

العبد ঃ এখানে আলিফ ও লাম جنس এর জন্য বা استغراق এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

أن يأكل ঃ অর্থাৎ وقت أن يأكل বা بسبب أن يأكل।

الأكلة ঃ হামযায় যবর। المرة من الأكل একবার তৃপ্তিসহকারে খাওয়া। الأُكلة হামযায় পেশ পড়লে অর্থ হবে এক লোকমা।

الشربة ঃ শীনের উপর যবর। একবারের পান। শীনের উপর পেশ হলে অর্থ হবে এক ঢোক, এক চুমুক।

فيحمد ঃ এ শব্দটি দাল অক্ষরে যবরযোগে পড়া হয় এবং এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কোন কোন নুসখায় দাল অক্ষরে পেশ আছে। এ সূরতে এটা উহ্য মুবতাদার খবর হবে। অর্থাৎ فهو يحمده عليها ।

أو يشرب ঃ এখানে أو অক্ষরটি تنويع অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। شك অর্থে নয়।

তাশরীহ :

আহারে বরকত লাভের আরেকটি উপায় হল, আলাদা আলাদাভাবে বসে না খেয়ে কয়েকজন একত্রে বসে বিসমিল্লাহ বলে আহার আরম্ভ করা। হযরত ওয়াহশী (রা.) বলেন,

أنهم قالوا يا رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تأكلون متفرقين، قالوا نعم، قال اجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، أخرجه ابن ماجة، أبواب الأطعمة، باب الإجتماع على الطعام.

সাহাবাগণ একবার বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আহার করি কিন্তু তৃপ্ত হই না এর কারণ কি? তিনি বললেন, সম্ভবত তোমরা বিচ্ছিন্নভাবে আলাদা আলাদা বসে খাও। তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা আহার গ্রহণ করার সময় একত্রে বসে বিসমিল্লাহ পড়ে খাবে। আল্লাহ তোমাদের খাদ্যে বরকত দিবেন। -ইবনু মাজাহ

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب الذكر، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب، والمصنف فى جامعه، أبواب الأطعمة، باب ما جاء فى الحمد على الطعام إذا فرغ منه.

(٢٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَدَحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ حَدِيثَانِ

অনুচ্ছেদ :: ২৯
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেয়ালা সম্বন্ধে হাদীসসমূহ

তাশরীহ :

শিরোনামায় পেয়ালা বলতে ঐ পেয়ালাকে বুঝানো হয়েছে, যদ্বারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি পান করতেন।

حديث : ١٩٦ – أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الأَسْوَدِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَدَحَ خَشَبٍ غَلِيظًا، مُضَبَّبًا بِحَدِيدٍ فَقَالَ : "يَا ثَابِتُ، هَذَا قَدَحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

হাদীস : ১৯৬. সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) আমার নিকট লোহা দিয়ে জোড়ানো কাঠের একটি মোটা পেয়ালা বের করে আনেন এবং বললেন, এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেয়ালা।

শব্দবিশ্লেষণ :

قدح ঃ কাফ ও দাল অক্ষরে যবর। পাত্র, পেয়ালা, বাটি। আল্লামা বাজূরী বলেন, মাঝারি ধরনের পানপাত্রকে قدح বলে।

قدح خشب ঃ ইযাফতে بيانية হয়েছে।

غليظا مضببا ঃ قدح এর صفت হয়েছে। مضبب অর্থ مشدود بالضباب। লোহা দিয়ে জোড়ানো। এটা ضبة ধাতুমূল থেকে এসেছে। অর্থ লোহার পাত। ضباب বহুবচন।

তাশরীহ :

قدح خشب কাঠের তৈরী পেয়ালা। পেয়ালাটি কোন্ কাঠের তৈরী ছিল তা এখানে বলা হয়নি। সহীহ বুখারীর ৮৪২ পৃষ্ঠায় হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, পেয়ালাটি 'নুযার' নামক কাঠের তৈরী ছিল। তখন নুযার কাঠ দিয়েই সর্বোত্তম পেয়ালা তৈরী হত। ঐ হাদীসে আরো বলা হয়েছে, সেটা উত্তম পেয়ালা ছিল এবং সেটির পরিধির তুলনায় গভীরতা বেশি ছিল।

أخرجه البخارى فى كتاب الأشربة، باب الشرب من قدح النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

مضببا بحديد ঃ অর্থাৎ পেয়ালাটির এক দিকে ফাটল ধরায় যেন ফেটে আলাদা না হয়ে যায়, এ জন্য লোহার তার দিয়ে ফাটলের স্থানটি কষে বাঁধানো হয়েছিল। কিন্তু তার দিয়ে কখন জোড়ানো হয়েছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। সহীহ বুখারীর ৮৪২ পৃষ্ঠায় হযরত আনাস বর্ণিত হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে,

كان قد إنصدع فسلسله بفضة

পেয়ালাটি ফেটে গিয়েছিল। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাঁদির তার দিয়ে সেটিকে বেঁধে ছিলেন।

এখন প্রশ্ন উঠে, হযরত আনাস একই পেয়ালার বর্ণনা দিতে গিয়ে তার ভাঙ্গা স্থান জোড়ানো প্রসঙ্গে কখনো লোহার তার এবং কখনো চাঁদির তারের কথা বলেন। এর সমন্বয় করতে গিয়ে মুহাদ্দিসগণ বলেন, একাধিক স্থানে তার দিয়ে আটা হয়েছিল। কোথাও লোহার তার দিয়ে এবং কোথাও চাঁদির তার দিয়ে।

هذا قدح الخ. ঃ বর্ণিত আছে, হযরত আনাস (রা.)-এর পুত্র নযর ইবনু আনাস-এর মীরাস থেকে এ পেয়ালাটি আট লাখ দেরহামে বিক্রি হয়েছিল। হযরত ইমাম বুখারী (র.) বসরায় এ পেয়ালাটি দিয়ে পানি পান করেছিলেন।

(جمع الوسائل : صـ ٢٩٤، المواهب اللدنية : صـ ١٤٢، شرح المناوى : صـ٢٩٤)

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন।

أحوال الرواة

الحسن بن الأسود : المشهور نسبة لجده هكذا وإلا فهو الحسين بن على بن الأسود.
ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الأطعمة، باب الشرب من قدح النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفى كتاب الجهاد باب ما ذكر من درع النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعصاه الخ.

* * *

حديث : ١٩٧– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حدثنا حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : "لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْقَدَحِ الشَّرَابَ كُلَّهُ الْمَاءَ وَالنَّبِيذَ وَالْعَسَلَ وَاللَّبَنَ "

হাদীস : ১৯৭. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ পেয়ালায় পানি, নাবীয, মধু ও দুধ সব রকম পানীয় পান করিয়েছি।

তাশরীহ :

هذا القدح ঃ এ হাদীসটি পূর্বের হাদীসটির পরিপূরক। পূর্বের হাদীসটিতে যে পানপাত্রটির কথা বলা হয়েছে, সে পান পাত্রটি দেখিয়ে হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, তিনি ঐ পান পাত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সকল প্রকার পানীয় পান করাতেন। (جمع الوسائل : صـــ٢٩٥)

النبيذ ঃ কোনো পাত্রে কয়েকটি খেজুর বা কিছু পরিমাণ কিশমিশ সন্ধ্যায় ভিজালে সকালে এবং সকালে ভিজালে সন্ধ্যায় যে শরবত তৈরী হয়, সে শরবতকে নাবীয বলা হয়। হযরত আনাসের উক্তির মর্ম হল, তিনি ঐ পাত্রটিতে খুরমা অথবা কিশমিশ ভিজিয়ে রাখতেন এবং ঐ পেয়ালাতে প্রস্তুত নাবীয নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পান করাতেন। সাধারণত সন্ধ্যায় ভিজানো নাবীয সকালে এবং সকালে ভিজানো নাবীয সন্ধ্যায় তিনি পান করতেন। কখনো নেশার আশংকা না হলে পরের দিনও ব্যবহার করতেন। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, নেশার আশংকায় তিন দিন পর আর ব্যবহার করতেন না। (جمع الوسائل : صـــ٢٩٥)

নাবীয শক্তি বৃদ্ধি করে, মনকে প্রফুল্ল রাখে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেয়ালার সংখ্যা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাঁচটি পেয়ালার উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে চারটি ছিল পানীয় পান করার পাত্র। আর একটি পাত্র তাঁর খাটের নিচে রাখা থাকত। প্রয়োজন হলে তিনি রাতে তাতে পেশাব করতেন।

তাঁর পান পাত্রগুলির একটির নাম ছিল আর রাইয়ান বা পরিতৃপ্তকারী। দ্বিতীয়টির নাম ছিল মুগীস বা সিক্তকারী। তৃতীয়টি ছিল হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত ফাটল বাঁধানো পাত্র এবং চতুর্থটি ছিল কাঁচের নির্মিত পান পাত্র। (المواهب اللدنية : صـــ١٤٢)

ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাঁচের তৈরী একটি পেয়ালা ছিল। তিনি তাতে পান করতেন।

عن ابن عباس قال كان لرسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدح قوارير يشرب فيه، أخرجه ابن ماجة فى سننه أبواب الأشربة، باب الشرب فى الزجاج.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يصر مسكرا.

(٣٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَاكِهَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ سَبْعَةُ أَحَادِيثَ

অনুচ্ছেদ :: ৩০
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফলের বিবরণ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

حديث : ١٩٨– حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن جعفر قَالَ : "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ".

হাদীস : ১৯৮. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাকা খেজুরের সাথে একত্রে কাঁকড়ি খেতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

القثاء ঃ কাফে যের অথবা পেশ, ছা-তে তাশদীদ। ক্ষীরা জাতীয় ফল বিশেষ, যেটা ক্ষীরার চেয়ে একটু লম্বা হয়। বস্তুত القثاء বলে ক্ষীরা, শষা, ও কাঁকড় জাতীয় ফলগুলিকে বুঝায়।

আল্লামা বাজূরী বলেন,

هو نوع من الخيار، وقيل اسم جنس لما يشمل الخيار والعجور بنوع من الخيار، المواهب اللدنية، صـــ١٤٣، أخف منه، وقيل بل هو اسم جنس لما يقول له الناس الخيار والعجور والفقوس، شرح المناوى : صـــ٢٩٥.

ড. ইবরাহীম আনীস বলেন,

قريب من الخيار، لكنه أطول، المعجم الوسيط.

তাশরীহ :

কাঁকড় ঠাণ্ডা প্রকৃতির আর খেজুর গরম প্রকৃতির। দু'টিকে এক সাথে মিলিয়ে খেলে উভয়ের ক্রিয়ায় ভারসাম্য আসে। তাছাড়া কাঁকড় হল

পানসে জাতীয় আর খেজুর মিষ্টি জাতীয়। উভয়টি একত্রিত করলে কাঁকড়ের মাঝে কিছুটা মিষ্টি আসে। তাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি একত্রে খেতেন।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, খাদ্য দ্রব্যের ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। যাতে শরীর ও স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি না হয়।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الأطعمة، باب الرطب بالقثاء، وباب القثاء وأخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب أكل القثاء بالرطب، وأخرجه ابن ماجة فى سننه أبواب الأطعمة باب القثاء والرطب يجمعان وأخرجه المصنف فى جامعه كتاب الأطعمة، باب ما جاء فى أكل القثاء بالرطب.

* * *

حديث : ١٩٩– حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ : "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ "

হাদীস : ১৯৯. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাকা তাজা খেজুরের সাথে একত্রে তরমুজ খেতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

البطيخ : بكسر الباء- তরমুজ, বাঙ্গি, খরবুজ। جمع الوسائل গ্রন্থে বলা হয়েছে, المراد بالبطيخ فقيل هو الأصفر المعبر عنه فى الرواية الآتية بالخربز وقيل هو الأخضر وهو الأظهر لأنه رطب بارد، ويعادل حرارة الرطب مع أنه لا منع من الجمع لأنه فعل هذا مرة وفعل هذا أخرى.

অর্থাৎ কেউ কেউ বলেন, بطيخ হল হলুদ বর্ণের খরবুজ বা বাঙ্গি। আর কেউ বলেন, সবুজ বর্ণের তরমুজ। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, সম্ভবত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টিই খেজুরের সাথে খেয়েছেন। কখনো বাঙ্গি ও খেজুর আবার কখনো তরমুজ ও খেজুর।

তাশরীহ :

সুনানু আবি দাউদের এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,

عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأكل البطيخ بالرطب فيقول يكسرحر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا، كتاب الأطعمة، باب فى الجمع بين اللونين عند الأكل.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাকা খেজুর যোগে তরমুজ খেতেন এবং বলতেন, ওর উষ্ণতাকে এর শীতলতা এবং এর শীতলতাকে ওর উষ্ণতা দূর করে দিবে।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الأطعمة، باب الجمع بين اللونين عند الأكل، والمصنف فى جامعه أبواب الأطعمة، باب ما جاء فى أكل البطيخ بالرطب.

* * *

حديث : ٢٠٠– حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا يقول أَوْ قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ وَهْبٌ : وَكَانَ صَدِيقًا لَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : "رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْخِرْبِزِ وَالرُّطَبِ "

হাদীস : ২০০. হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খরবুজ ও পাকা তাজা খেজুর একত্র করে খেতে দেখেছি।

শব্দবিশ্লেষণ :

خربزة ঃ خِرِبز -بكسر الخاء وسكون الراء وكسر الباء খিরবিয। এটা ফার্সী। (খারবাযাহ)-এর আরবী রূপ। বাঙ্গি জাতীয় এক প্রকার ফল। এর বাহিরটা হলদে, ভিতরটা সাদা শক্ত, খেতে কিছুটা পানসে হয়।

মোল্লা আলী কারী (র.) ও বাজূরী লিখেছেন, এটা হলদে হয়। نوع من البطيخ الأصفر ।

বর্তমান আরবরা একে শাম্মাম বলে। খরবুজ বা খরবুজা। কেউ কেউ এর তরজমা তরমুজ করেছেন। এটা সহীহ নয়।

তাশরীহ :

يجمع بين الخربز والرطب ঃ এখানে খিরবিয দ্বারা উদ্দেশ্য তরমুজ নয়। খরবুজা উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রশ্ন হয়, হলুদ বর্ণের পাকা খরবুজার ক্রিয়া গরম। আর পাকা খেজুরের ক্রিয়াও গরম। তাহলে এখানে খিরবিয বলে তরমুজ বুঝাতে পারে। কারণ, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠাণ্ডা গরম একত্র করে খেতেন। এর জবাবে বলা হয়, খিরবিয দ্বারা খরবুজাই উদ্দেশ্যে। আর কচি খরবুজার ক্রিয়া ঠাণ্ডা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কচি থাকা অবস্থায় পাকা খেজুর যোগে খেতেন। (المواهب اللدنية : صـــ١٤٤)

শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (র.) বলেন, এ হাদীসে খিরবিয দ্বারা খরবুজাই উদ্দেশ্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তরমুজ খেয়েছেন পাকা খেজুর যোগে। খেজুরের ক্রিয়া গরম আর তরমুজের ক্রিয়া ঠাণ্ডা। উভয়টি একত্রিত করার দ্বারা ভারসাম্য আসে। আবার কখনো খরবুজা খেয়েছেন খেজুর যোগে। কারণ, খরবুজা পানসে হয়। আর খেজুর মিষ্টি। এভাবে স্বাদে ভারসাম্য আসে। দু' জায়গায় উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন। কাজে কচি খরবুজা খেজুর যোগে খেতেন, এ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। والله أعلم بالصواب، جمع الوسائلك صـــ ١٠٨

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف، أخرجه أحمد فى مسنده : ١٤٢/٣، ١٤٣، والنسائى فى الكبرى : ١٦٧/٤.

* * *

حديث : ٢٠١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ : "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ "

হাদীস : ২০১. হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাকা খেজুর যোগে তরমুজ খেতেন।

ومن أخرج هذا الحديث : سبق تخريجه.

* * *

حديث : ٢٠٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ(ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثِمَارِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ، بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ"قَالَ : ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ يَرَاهُ، فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ.

হাদীস : ২০২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা যখন তাদের গাছে প্রথম ফল দেখতেন, তখন তারা সে নতুন ফল নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা হাতে নিয়ে বলতেন, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আমাদের ফলসমূহে বরকত দাও, আমাদের জন্য আমাদের শহরে বরকত দাও, আমাদের জন্য আমাদের সা (প্রায় চার সের শস্য ধরে এরূপ পাত্র) পরিমাপে এবং মুদ্দ (প্রায় একসের শস্য ধরে এমন পাত্র) পরিমাপে বরকত দাও। হে আল্লাহ! নিশ্চয় ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তোমার বান্দা তোমার বন্ধু ও তোমার নবী ছিলেন। আমিও তোমার বান্দা ও নবী। তিনি তোমার নিকট মক্কা নগরীর জন্য দুআ করেছিলেন, আমি তোমার নিকট অনুরূপ দু'আ মদীনার জন্য করছি- যেরূপ তিনি তোমার নিকট মক্কার জন্য করেছিলেন এবং তার দ্বিগুণ দুআ করছি। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি যে শিশুটিকে সবচে ছোট দেখতেন তাকে ডেকে উক্ত ফল দিয়ে দিতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

صاع ঃ খাদ্য শষ্যের মাপ বিশেষ। ৮০ তোলার সের হিসাবে ৩ সের নয় ছটাক। (৩ কেজি ৫২৩ গ্রাম)। এখানে উদ্দেশ্য ঐ খাদ্য দ্রব্য যা সা' দ্বারা মাপা হয়। অর্থাৎ আমাদের ঐ খাদ্যদ্রব্যে বরকত দাও যা সা' দ্বারা মাপা হয়।

مد ঃ খাদ্য শষ্যের মাপ বিশেষ। প্রায় ৮ শত ৮০ গ্রাম। এখানে উদ্দেশ্য ঐ খাদ্যদ্রব্য যা মুদ্দ দ্বারা মাপা হয়।

وليد ঃ বালক, ছেলে, শিশু, নবজাতক।

তাশরীহ :

إذا رأوا الخ. ঃ সাহাবীদের গাছে যখন প্রথম ফলটি পাকতো বা তোহফা দেওয়ার উপযোগী হত, তখন তাঁরা তা বরকত লাভের জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাদিয়া দিতেন। তা ছাড়া ফল পাকা শুরু হয়েছে এটা অবগত করানোও তাঁদের উদ্দেশ্য থাকত।

মোল্লা আলী কারী (র.) ও বাজূরী লিখেছেন, এতে বুঝা গেল, গাছের প্রথম ফলটি এলাকার বুযুর্গ আলেমের খেদমতে পেশ করা উত্তম।

(المواهب اللدنية : صـــ١٤٥، جمع الوسائل : صـــ٢٩٨)

اللهم بارك لنا الخ. ঃ আমাদের ফলসমূহে বরকত দাও। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের ফলগুলি বৃদ্ধি করে দাও, সুপক্ক করে দাও। যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা কর। এতে আমাদের জন্য মঙ্গল বৃদ্ধি কর। (المواهب اللدنية : صـــ١٤٥)

وبارك لنا فى مدينتنا ঃ অর্থাৎ আমাদের এ শহরে রিযিক বৃদ্ধি করে দাও এবং এ শহরে ইসলামের বিধি-বিধানসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করে দাও। (المواهب اللدنية : ١٤٥)

إن إبراهيم عبدك الخ. ঃ হে আল্লাহ! ইবরাহীম তোমার বান্দা, তোমার নবী ও তোমার বন্ধু। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথাটি বলার উদ্দেশ্য ছিল, তিনি তাঁর পিতৃপুরুষের আবদিয়্যাত নবুওয়াত ও বন্ধুত্বকে নিজ দুআ কবূল হওয়ার জন্য ওসীলারূপে পেশ করেন। এবং وإنى عبدك ونبيدك বলে নিজের আবদিয়্যাত ও নবুওয়াতকে ওসীলারূপে পেশ করেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বেলায় তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু বলেন, কিন্তু নিজের বেলায় সেরূপ কোন কথা বলেননি। কেননা, দুআর ক্ষেত্রে নিজের বন্ধুত্বের দোহাই দেয়া নিজের গোলামীর দাবীর সাথে শোভা পায় না। তা ছাড়া পিতার সম্মানার্থে এবং নিজের দীনতা প্রকাশের জন্য حبيبك বা অনুরূপ কোন কথা উল্লেখ করেননি। (المواهب : صـــ١٤٥)

إنه دعاك لمكة ঃ হযরত ইবরাহীম (আ.) মক্কা শহরের জন্য দুআ করেন। এ কথা বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দুআটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা হল,

﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ﴾ سورة إبراهيم : ٣٧

'হে আল্লাহ! তুমি লোকদের অন্তরকে তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দাও এবং তাদেরকে নানা প্রকার ফলমূল হতে আহার্য দান কর।' (ইবরাহীম : ৩৭)

ইবরাহীম (আ.)-এর দুআকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার কল্যাণের জন্য যথেষ্ট মনে করেন। সে জন্য তাঁর জন্মস্থান হওয়া সত্ত্বেও তিনি মক্কার জন্য আর দুআ করা প্রয়োজন মনে করেননি। ফলে তিনি কেবল মদীনার জন্য দুআ করেন।

ثم يدعو أصغر وليد ঃ অর্থাৎ সে সময় তিনি উপস্থিত যে ছেলেটি সবচে ছোট দেখতেন, তাকে সে ফল দিয়ে দিতেন। এতে বুঝা যায়, ঐ নতুন ফল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেতেন না। এর রহস্য হল, নতুন ফল খাওয়ার জন্য সাধারণত শিশুরা বেশি আগ্রহী থাকে। ঐ দিকে তাদের মন লেগে থাকে। তা ছাড়া পবিত্রাত্মার মহৎ লোকেরা কোন কিছুর জন্যই লালায়িত থাকেন না।

এতে শিশুদের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সোহাগ, মমতা, নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার গুণ ফুটে উঠে।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها بالبركة الخ. والترمذى فى الدعوات، باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر.

* * *

حديث : ٢٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ : بَعَثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ وَعَلَيْهِ أَجْرٌ مِنْ قِثَّاءٍ زُغْبٍ "وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْقِثَّاءَ، فَأَتَيْتُهُ بِهِ وَعِنْدَهُ حِلْيَةٌ قَدْ قَدِمَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَمَلأَ يَدَهُ مِنْهَا فَأَعْطَانِيهِ "

হাদীস : ২০৩. রুবাইয়ি বিনতু মুআওয়িয ইবনু আফরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা মুআয ইবনু আফরা আমাকে একটি পাত্রে কিছু পাকা খেজুর এবং তাতে রোয়াযুক্ত কয়েকটি কচি শষাসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে পাঠান। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শষা খেতে ভালবাসতেন। আমি এগুলো নিয়ে তাঁর নিকট পৌছলাম। তখন তাঁর সামনে বাহরাইন থেকে আগত কিছু অলংকার রাখা ছিল। তিনি উক্ত অলংকার থেকে মুঠ ভরে আমাকে কিছু অলংকার দেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

قناع ঃ কাফের নিচে যের। পাত্র।

وعليه ঃ অর্থাৎ. وعلى ذلك القناع أو الرطب.।

أجرٍ ঃ হামযায় যবর, জীম সকূন, রা এর নিচে দুই যের। শব্দটি أجرو (আজরুউন) ছিল। এটা جرو (জেরউন)-এর বহুবচন। শব্দের চতুর্থ অক্ষর واو কে ياء করা হয়। এবং ياء এর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে এর পূর্ব অক্ষরে যের দেওয়া হয়। اجرى (আজরিয়ুন) হল। অতপর قاض এর নিয়ম অনুসারে أجرٍ করা হয়। এর অর্থ প্রত্যেক ছোট জিনিষ। সেটা প্রাণী হোক বা প্রাণহীন হোক। এখানে উদ্দেশ্য শসা।

زغب ঃ (যুগবুন) এটা أزغب এর বহুবচন। اجر এর صفت বা বিশেষণ ধরে زغب মারফু (مرفوع) পড়া হয়। কেউ কেউ قثاء এর বিশেষণ ধরে زغبٍ মাজরুর (مجرور) পড়েছেন। শব্দটি زغب (যাগাবুন) থেকে সংগৃহিত। অর্থ : রোয়া, আঁশ।

حلية ঃ حاء তে যের বা যবর। সাজসজ্জার উপকরণ, অলংকার।

فملأ يده ঃ একহাত পূর্ণ করলেন। অর্থাৎ দু'মুঠো ভরে দেননি।

أحوال الرواة

الربيع : بضم الراء وفتح الموحدة، وتشديد التحتانية المكسورة على صيغة التصغير، وقوله ومعوذ بتشديد الواو المكسورة أو المفتوحة على الأشهر، قوله ابن عفراء وهو الذى قتل أبا جهل وعفراء أمه وأبوه الحارث.

معاذ : أى ابن عفراء كما فى نسخة وهو عمها وهو المشارك لأخيه فى قتل أبى جهل

ببدر.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف، أخرجه الطبراني في الكبير، وذكره الهيثمي في المجمع.

* * *

حديث : ٢٠٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ : "أَتيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ وَأَجْرٍ زُغْبٍ فَأَعْطَانِي مِلْءَ كَفِّهِ حُلِيًّا "أَوْ قَالَتْ : ذَهَبًا

হাদীস : ২০৪. রুবাইয়ি বিনতু মুআওবিজ ইবনু আফরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক পাত্র পাকা তাজা খেজুর এবং রোয়াযুক্ত কয়েকটি কচি শসা নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হলাম। তিনি আমাকে এক মুঠ ভর্তি গহনা বা সোনা দান করেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

حلیا ঃ حاء তে পেশ لام এ যের یا তে تشدید। কেউ কেউ حا তে যবর لام এ سکون এর সাথে حلیا পড়েছেন। গহনা, অলংকার।

তাশরীহ :

أو قالت ذهبا - এ হাদীসে حلية সম্বন্ধে পরবর্তী কোন বর্ণনাকারীর সন্দেহ হয়। তাই তিনি বলেন, ঐ মহিলা সাহাবী অলংকার বলেছেন না সোনা বলেছেন তা আমার স্মরণ নেই।

এ হাদীসটি মূলত পূর্ববর্তী হাদীসের সংক্ষিপ্ত রূপ। উভয় হাদীস থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসাধারণ দানশীলতা ও বদান্যতা প্রকাশ পায়। এ অলংকারগুলি বাহরাইন থেকে আসা খেরাজ বা ভূমিকর ছিল।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أحمد في مسنده.

(٣١) بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَرَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ حَدِيثَانِ

অনুচ্ছেদ :: ৩১
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পানীয় দ্রব্যের বিবরণ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

حديث : ٢٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : "كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلْوُ الْبَارِدُ "

হাদীস : ২০৫. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পানীয় দ্রব্যের মধ্যে শীতল মিষ্ট পানীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বাধিক প্রিয় ছিল।

শব্দবিশ্লেষণ :

كان أحب ঃ এটি كان এর খবর হিসাবে منصوب আর الحلو البارد ইসম হিসাবে مرفوع হয়েছে। উল্টাভাবেও হতে পারে।

شراب ঃ পানীয়, শরবত।

حلو ঃ মিষ্ট, মিঠা।

البارد ঃ শীতল, ঠাণ্ডা।

তাশরীহ :

الحلو البارد ঃ মদীনা মুনাওয়ারার অধিকাংশ কুয়া ও ইন্দারার পানি লবণাক্ত ছিল এবং খুব কম কুয়া-ইন্দারার পানি সুপেয় ছিল। কাজেই এ হাদীসে বর্ণিত 'মিষ্ট শীতল পানীয়' এর তাৎপর্য 'কুয়া-ইন্দারার সুপেয় শীতল পানি' গ্রহণ করাই অধিকতর সঙ্গত হবে। মধুর শরবত অথবা খুরমা মুনাক্কা, কিশমিশ ইত্যাদির নবীযও উদ্দেশ্য হতে পারে।

মিষ্ট শীতল পানির প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্য-খাবারের প্রতি বিশেষ ইহতিমাম করতেন না। সহজে যা পেতেন আহার করতেন। কিন্তু শীতল মিষ্ট পানির বিশেষ ইহতিমাম করতেন। সুনানু আবী দাউদে বর্ণিত হয়েছে,

أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا.

নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দু'দিনের দূরত্বে অবস্থিত بيوت السقيا কুয়ার মিঠা পানি সংগ্রহ করা হত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত দাউদ (আ.)-এর দুআর মাঝে এটাও বর্ণনা করেছেন :

اللهم إنى أسئلك حبك وحب من يحبك والعمل الذى يبلغنى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلى من نفسى ومالى وأهلى ومن الماء البارد، رواه الترمذى بحوالة مشكوة : صـ ٢٦٠، باب جامع الدعاء.

অর্থাৎ হে আল্লাহ তুমি আমাকে তোমার এমন ভালবাসা দান কর, যা আমার জান, মাল, পরিবারবর্গ এবং শীতল পানির ভালবাসার চেয়েও অধিক।

ইবনু বাত্তাল (র.) বলেছেন,

قال ابن بطال واستعذاب الماء لا ينافى الزهد ولا يدخل فى الترفة المذموم .... وقد شرب الصالحون الماء الحلو وطلبوه وليس فى شرب الماء الملح فضيلة، وقد أشار إليه سبحانه وبقوله ﴿وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ جمع الوسائل : صـ ٣٠٢.

অর্থাৎ মিষ্ট পানি পান করা যুহদের পরিপন্থী নয় এবং বিলাসিতারও অন্তর্ভুক্ত নয়। পূর্বসূরী নেক্কারগণ মিষ্ট পানি বিশেষভাবে চেয়ে পান করতেন। লবণাক্ত পানি পান করার মাঝে কোন ফযীলত নেই।

আবুল হাসান আশআরী (র.) বলেন,

إذا شربت الماء الحلو أحمد ربى من وسط قلبى. (المواهب اللدنية : صـ ١٤٧)

মিষ্ট পানি পান করব এবং অন্তরের গভীর থেকে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করব।

أحوال الرواة

سفيان : أى ابن عيينة لأنه المراد عند الإطلاق.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه، أبواب الأشربة باب ما جاء أى الشراب كان أحب إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

* * *

حديث : ٢٠٦– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُمَرَ هُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى مَيْمُونَةَ فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى يَمِينِهِ وَخَالِدٌ عَلَى شِمَالِهِ فَقَالَ لِي : "الشَّرْبَةُ لَكَ فَإِنْ شِئْتَ آثَرْتَ بِهَا خَالِدًا" فَقُلْتُ : مَا كُنْتُ لأُوثِرَ عَلَى سُؤْرِكَ أَحَدًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ ".ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرُ اللَّبَنِ"

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها .وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارِكِ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مُرْسَلا وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، وَهَكَذَا رَوَى يُونُسُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلا ". قَالَ أَبُو عِيسَى : "إِنَّمَا أَسْنَدَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ "،

قَالَ أَبُو عِيسَى : "وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ خَالَةُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَخَالَةُ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ رضى الله عنه وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، فَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، وَرَوَى شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ : عَمْرِو بْنِ حَرْمَلَةَ، وَالصَّحِيحُ عُمَرُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ

হাদীস : ২০৬. হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং খালিদ ইবনু ওলীদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের সাথে মাইমুনা (রা.)-এর নিকট গেলাম। তিনি আমাদের নিকট এক পাত্র দুধ নিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকে কিছু পান করেন। আমি তখন তাঁর ডান দিকে ছিলাম আর খালিদ ছিলেন তাঁর বাম দিকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন, এবার পান করার অধিকার তোমার। তবে তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহলে খালেদকে এ পানের ব্যাপারে প্রাধান্য দিতে পার। (অর্থাৎ তুমি প্রথমে পান না করে খালেদকে পান করতে দিতে পার।) আমি বললাম, আমি আপনার ঝুটার ব্যাপারে নিজের উপর অন্য কাউকে প্রাধান্য দিতে পারি না। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যাকে আল্লাহ কোন খাবার খাওয়ান সে যেন এ দুআ পড়ে,

اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه.

হে আল্লাহ! এ খাবারের মধ্যে আমাদের জন্য বরকত দান কর এবং এর চাইতে উত্তম খাবার আমাদেরকে দান কর। আর যাকে আল্লাহ তাআলা দুধ পান করান সে যেন এ দুআ পান করে :

اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.

হে আল্লাহ! এতে আমাদের জন্য বরকত দাও এবং আমাদেরকে আরো বেশি করে এ নিয়ামত দান কর। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, খাদ্য ও পানীয় উভয়ের স্থলে দুধ ছাড়া অপর কোন খাদ্য যথেষ্ট হয় না। অর্থাৎ কেবলমাত্র দুধই যুগপৎ খাদ্য ও পানীয় উভয়ের কাজ করে।

শব্দবিশ্লেষণ :

الشربة ঃ بفتح الشين- একবারের পান। هذه المرة من الشرب حق لك। এবারের পান করার অধিকার তোমার।

لا أوثر ঃ إيثار- থেকে গৃহীত। অগ্রাধিকার দেওয়া, প্রাধান্য দেওয়া। স্বার্থত্যাগ করা।

سور ঃ ঝুটা, উচ্ছিষ্ট।

তাশরীহ :

دخلت مع رسول الله ঃ হযরত মায়মুনা (রা.) ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্নী এবং ইবনু আব্বাস ও খালিদ ইবনু ওলীদ উভয়ের খালা।

الشربة لك ঃ 'এখন পান করার অধিকার তোমার' নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনু আব্বাসকে এ কথা এ জন্য বলেছিলেন যে, তখন তিনি ডানে বসা ছিলেন। আর হযরত খালিদ ছিলেন বামে। আর বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে- খাবার ডান দিক থেকে পরিবেশন করা হবে।

হযরত খালিদকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য এ কথা বলেছেন যে, তিনি বয়সে বড় ছিলেন। তাছাড়া ইবনু আব্বাসকে এ কথা শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য ছিল যে, যদিও অধিকার তার তবুও বড়কে প্রাধান্য দেয়া উচিত। কিন্তু হযরত ইবনু আব্বাসের কাছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঝুটার গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল। তাই তিনি এ ব্যাপারে হযরত খালিদকে প্রাধান্য দিতে পারেননি। মূলত এটা ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তার পরম ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ।

ما كنت لأوثر ঃ হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঝুটা পান করার যে সৌভাগ্য লাভ করেন, তার উপর অন্য কাউকে প্রাধান্য দিতে চাননি।

فإن شئت آثرت بها ঃ তুমি ইচ্ছা করলে খালেদকে প্রাধান্য দিতে পার। এতে বুঝা যায় إيثار فى القرب অর্থাৎ নেকীর কাজে বা ভাল কাজে নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়া জায়েয। আল্লামা শামী বলেন, যদি এক নেকীর কাজের সাথে আরো উত্তমটার সংঘাত হয়, তাহলে إيثار فى القرب জায়েয।

এর থেকে মাসআলা নির্গত হয় যে, কেউ যদি আগে গিয়ে নামাযের প্রথম কাতারে দাঁড়ায় আর পিছনের সফে কোন বড় আলেম এসে দাঁড়ায়- তাহলে সামনের ব্যক্তির উচিৎ পিছনে সরে আলেমকে সামনে জায়গা করে দেয়া। (حاشية خصائل نبوى عربى)

أحوال السند

قوله : قال أبو عيسى هكذا روى سفيان الخ : غرض المصنف بيان الكلام على الحديثين المتقدمين وهذا ما يتعلق بالحديث الأول وحاصله أن سفيان بن عيينة جعل هذا الحديث موصولا متصلا. والصواب إرساله، فان عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد من تلاميذة معمر جعلوه عن الزهرى مرسلا، وكذلك يونس وغير واحد من تلامذة الزهرى

جعلوه أيضا مرسلا.

فالحق إرساله وقال المصنف فى جامعه بعد تخريج الحديث هكذا رواه غير واحد عن ابن عيينة والصحيح ما روى الزهرى عن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا، وهذا أصح من حديث ابن عيينة.

قوله : قال أبو عيسى الخ : هذا بيان للحديث الثانى بين اولا وجه دخولهما عليها بأنها كانت محرما لهما وذكر كونها خالة يزيد بن الأصم استطرادا لتمام الفائدة ثم ذكر الكلام على هذا الحديث بقوله واختلف الناس الخ. وحاصله أن تلاميذة على بن زيد بن جدعان اختلفوا فى بيان اسم شيخه، فروى بعضهم عمربن أبى حرملة بدون الواو وروى بعضهم عمروبن حرملة بذكر الواو وحذف لفظ أبى وهو غلط بوجهين والصواب عمر بن أبى حرملة بدون الواو وبذكر التكنى. قال القارى : الصحة فى الموضعين كما ذكره البيهقى الاول عمر بلا واو والثانى أبى على الكنية الخ، قال المصنف فى جامعه : وقد روى بعضهم هذا الحديث عن على بن زيد فقال عن عمر بن حرملة وقال بعضهم عمروبن حرملة ولا يصح الخ، أى لا يصح أحد من القولين بل الصواب عمر بن أبى حرملة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الأشربة، باب ما يقول إذا شرب اللبن، وابن ماجة فى سننه، أبواب الاطعمة، باب اللبن، وأخرجه المصنف فى جامعه، أبواب الدعوات، باب يقول إذا أكل طعاما.

(٣٢) باب ما جاء فى صفة شرب رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وفيه (١٠) احاديث

অনুচ্ছেদ :: ৩২
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পানপদ্ধতি সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

শব্দবিশ্লেষণ :

شرب ঃ এটা মাসদার। অর্থ : التشرب-পান করা।

* * *

حديث : ٢٠٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ وَمُغِيْرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ، وَهُوَ قَائِمٌ "

হাদীস : ২০৭. হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়ানো অবস্থায় যমযমের পানি পান করেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

زمزم ঃ যমযম কূপ। প্রচুর, পর্যাপ্ত। এ কূপের পানি প্রচুর ও পর্যাপ্ত হওয়ার কারণে একে যমযম বলা হয়। যমযমের পানি।

যমযমের পানি পান করার নিয়ম

কিছু হাদীসে দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই কোন কোন আলেম যমযমের পানিকেও এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করেছিলেন, ভিড়ের কারণে বা কূপের পাশে কাদা থাকার কারণে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, মূলত দাঁড়িয়ে পান করা মাকরূহ তানযিহী বা খেলাফে আওলা। আর এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে পান করেছেন

بيان جواز বা বৈধতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রসিদ্ধমত হল, যমযমের পানি উক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করাই উত্তম।

মোল্লা আলী কারী (র.) লিখেন,

ونكتة التخصيص فى ماء زمزم هى الإشارة إلى استحباب التضلع من مائه وفى فضل الوضوء هى الإيماء إلى وصول بركة إلى جميع الأعضاء ثم رأيت بعضهم صرح بأنه يسن الشرب من زمزم قائما اتباعا له صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلت ويؤيده حديث على المتقدم حيث تبعه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى القيام المخصوص ولم ينظر إلى عموم نهيه عن الشرب قائما الخ. جمع الوسائل : صـــ٣٠٨.

কিছু কিছু আলেম যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করাকে সুন্নত বলেছেন। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, হযরত আলী (রা.)-এর আমল থেকেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

أنه شرب قائما وقال رأيت رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل كما رأيتمونى.

কিন্তু আল্লামা শামী رد المحتار এ লিখেছেন, যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা জায়েয; মুস্তাহাব নয়।

أنه لا كراهة فيهما فى الشرب قائما بخلاف غيرهما الخ.

والحاصل : أن انتفاء الكراهة فى الشرب قائما فى هذين الموضعين (أى فى ماء زمزم وفضل الوضوء) محل كلام فضلا عن استحباب القيام فيهما ولعل الأوجه عدم الكراهة إن لم نقل بالاستحباب لأن ماء زمزم شفاء وكذا فضل الوضوء. ردالمحتار جـــ١ صـــ ٢٠٤

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الأشربة، باب الشرب قائما : ومسلم فى صحيحه، كتاب الأشربة، باب فى الشرب قائما : والمصنف فى جامعه أبواب الأشربة، باب ما جاء فى الشرب قائما.

* * *

حديث : ٢٠٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا "

হাদীস : ২০৮. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাঁড়িয়ে ও বসে (উভয় অবস্থায়) পান করতে দেখেছি। অর্থাৎ দু'একবার দাঁড়িয়ে পান করতে দেখেছেন। তা ছিল জায়েয বুঝানোর জন্য। অধিকাংশ সময় বসেই পান করতেন।

তাশরীহ :

বসে পান করা উত্তম

বিভিন্ন হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।

عن أنس رضى الله عنه أن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زجر عن الشرب قائما.

عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشرب قائما. أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب الشرب قائما.

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়ানো অবস্থায় পান করতে নিষেধ করেছেন।

عن أنس عن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى أن يشرب الرجل قائما، قال قتادة فقلنا فالأكل فقال ذاك أشر وأخبث. أخرجه مسلم، باب الشرب قائما.

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسى فليستقئ، أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب فى الشرب قائما.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন দাঁড়ানো অবস্থায় পান না করে। যদি কেউ ভুলে পান করে ফেলে, তবে সে যেন বমি করে ফেলে।

অন্য দিকে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত আলী (রা.) বলেন,

إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإنى رأيت النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل كما رأيتمونى فعلت، كتاب الأشربة، باب الشرب قائما.

কিছু লোক দাঁড়িয়ে পান করাকে অপসন্দ করে। অথচ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাঁড়িয়ে পান করতে দেখেছি। যেমন তোমরা আমাকে দাঁড়িয়ে পান করতে দেখেছ।

জামি' তিরমিযীতে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) বলেন,

كنا نأكل على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونحن نمشى ونشرب ونحن قيام.

أبواب الأشربة، باب ما جاء فى الرخصة فى الشرب قائما.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায় আমরা হাঁটতে হাঁটতে আহার করতাম এবং কখনো দাঁড়িয়ে পান করতাম।

এ বিরোধ নিরসন কল্পে উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছেন। সবচে বিশুদ্ধ পন্থা হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে পান করেছেন জায়েয বুঝানোর জন্য। যাতে নিষেধাজ্ঞার কারণে মানুষ দাঁড়িয়ে পান করাকে হারাম মনে না করে। সুতরাং নিষেধাজ্ঞার হাদীস দ্বারা মাকরূহ তানযিহী এবং খেলাফে আওলা উদ্দেশ্য। মোটকথা, দাঁড়িয়ে পান করা জায়েয। তবে অবশ্যই মাকরূহ এবং অপসন্দনীয়। ইমাম নববী (র.) লিখেছেন,

والصواب فيها أن النهى فيها محمول على كراهة التنزيه وأما شربه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قائما فبيان للجواز فلا إشكال ولا تعارض، وهذا الذى ذكرناه يتعين المصير إليه وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا فاحشا وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث والله أعلم.

فإن قيل : كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

فالجواب : أن فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها بل البيان واجب عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، شرح النبوى لمسلم، كتاب الأشربة، باب فى الشرب قائما، جـ٢، صـ١٧٣.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه الترمذى فى جامعه، أبواب الأشربة، باب ما جاء فى الرخصة فى الشرب قائما.

* * *

حديث : ٢٠٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : "سَقَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ، وَهُوَ قَائِمٌ.

হাদীস : ২০৯. হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যমযমের পানি পান করিয়েছি। তিনি তা দাঁড়ানো অবস্থায় পান করেছেন।

তাশরীহ :

এ হাদীস প্রথম হাদীসটির একটু বিস্তারিত বিবরণমাত্র।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه : كتاب المناسك، باب ما جاء فى زمزم، ومسلم فى صحيحه : كتاب الأشربة، باب ما جاء فى الشرب قائما، وابن ماجة فى سننه : كتاب الأشربة، باب الشرب قائما.

* * *

حديث : ٢١٠- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ الْكُوفِيُّ قَالا : أنبأنا ابْنُ الْفُضَيْلِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، قَالَ : "أَتَى عَلِيٌّ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ فِي الرَّحْبَةِ فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ وَهُوَ قَائِمٌ "، ثُمَّ قَالَ : "هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ، هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ "

হাদীস : ২১০. আন্ নায্যাল ইবনু সাবরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলীর নিকট এক জগ পানি আনা হল। তখন তিনি কুফার মসজিদ প্রাঙ্গণে ছিলেন। তিনি তা থেকে এক আঁজলা পানি নিয়ে তার উভয় হাত ধুইলেন, কুলি করলেন, নাকে পানি টানলেন এবং মুখমণ্ডল, উভয় হাত ও মাথায় ভিজা হাত বুলালেন। তারপর দাঁড়িয়ে সেখান থেকে কিছু পানি পান করলেন। তারপর বলেন, এটা ঐ ব্যক্তির ওযু যার ওযু ভঙ্গ হয়নি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি।

শব্দবিশ্লেষণ :

كوز ঃ ছোট জগ, মগ, কুজা। إناء بعروة يشرب به الماء. হাতলবিশিষ্ট পানপাত্র।

رحبة ঃ রাহবাহ। শব্দটির 'হা' অক্ষরটি মূলত সাকীন। এর অর্থ প্রশস্ত খোলা স্থান। رحبة المسجد 'হা' অক্ষরে যবর দিয়ে মসজিদ-প্রাঙ্গণ।

অতঃপর কুফার মসজিদের সম্মুখস্থ প্রশস্ত উঠানটি 'রাহবাহ' নামে পরিচিত হয়। তখন থেকে 'হা' অক্ষরে যবর দিয়ে 'রাহাবা' উচ্চারিত হতে থাকে। (جمع الوسائل : صـ ٣٠٩)

فأخذ منه هاء ঃ যমীরের মারজা ماء বা كوز।

তাশরীহ :

ومسح وجهه وذراعيه الخ ঃ এখানে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। একটি হচ্ছে হাত মুখ প্রকৃত অর্থেই মাসেহ করেছেন। এ হিসাবে একে ওযু বলা হয়েছে রূপক অর্থে। যাকে আভিধানিক ওযুও বলা হয়। পা ধৌত করার উল্লেখ না থাকাটাও এর নিদর্শন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে হালকা ধৌত করাকে মাসেহ বলা হয়েছে। এ ঘটনার কোন কোন বর্ণনায় মাসেহ এর পরিবর্তে হাত মুখ ধৌত করার উল্লেখ রয়েছে। পা ধোয়ার কথাও কোন কোন রিওয়ায়তে এসেছে। কাজেই হাদীসে নতুন ওযু করা উদ্দেশ্য। শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (র.) এ ব্যাখ্যাটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

ثم شرب منه وهو قائم ঃ এ হাদীস থেকে ওযুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। আল্লামা শামী (র.) লিখেছেন :

إنه لا كراهية فيهما فى الشرب قائما بخلاف غيرهما ... لعل الأوجه عدم الكراهة إن لم نقل بالاستحباب لأن ماء زمزم شفاء وكذا فضل الوضوء، (رد المحتار : جـ١، صـ٢٥٤-٢٥٥)

অর্থাৎ যমযমের পানি ও ওযুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা জায়েয। অন্যান্য পানি দাঁড়িয়ে পান করা মাকরূহ তানযিহী।

অবশ্য মোল্লা আলী কারী (র.) দাঁড়িয়ে পান করা মুস্তাহাব বলেছেন।

قال ميرك : الظاهر أن صنيعه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبيان الجواز لا لبيان الاستحباب ليعلم أن الشرب من فضل الوضوء والشرب قائما جائزان، قلت : لا خلاف فى جواز الشرب من فضل الوضوء ليكون فعله دليلا على جوازه نعم شربه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قائما يحتمل ان يكون لبيان الجواز وأن يكون للاستحباب بخصوص هذا الماء المتبرك عقيب هذا الفعل المعظم وهو مختار مشايخنا ومما يدل عليه عمل على بعده صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنه لو كان فعله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبيان الجواز كان تركه أفضل. (جمع الوسائل : ٣١٠)

أحوال الرواة

عبد الملك بن ميسرة : بفتح ميم فسكون تحتية ففتحات.

نزّال : بفتح النون وتشديد زاى، قوله بن سبرة : بفتح السين فسكون موحدة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه : كتاب الأشربة : باب الشرب قائما : وأبو داود فى سننه : كتاب الأشربة، باب فى الشرب قائما.

* * *

حديث : ٢١١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عِصَامَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاثًا إِذَا شَرِبَ وَيَقُولُ : "هُوَ أَمْرَأُ، وَأَرْوَى"

হাদীস : ২১১. হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাত্র থেকে পানি পান করার সময় তিন বার শ্বাস নিতেন এবং বলতেন, এভাবে পান করা অধিকতর স্বাস্থ্যকর ও অধিকতর তৃপ্তিদায়ক।

শব্দবিশ্লেষণ :

أمرأ ঃ অধিক আরামদায়ক, অধিক স্বাস্থ্যকর।

أمرأ من مرؤ الطعام والشراب بضم الراء وكسرها إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طيبا بلذة ونفع.

أروى ঃ أكثر ريا لأنه أقمع للعطش অধিক তৃষ্ণা নিবারণকারী, অধিক তৃপ্তিদায়ক।

هو ঃ অর্থাৎ الشرب بالتنفس ثلاثا।

তাশরীহ :

كان يتنفس فى الإناء ঃ এর বাহ্যিক অর্থ থেকে মনে হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাত্রের ভিতরে নিশ্বাস ফেলতেন। অথচ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত কাতাদাহ বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

إذا شرب أحدكم فلا يتنفس فى الإناء، أخرجه البخارى فى كتاب الأشربة : باب النهى عن التنفس فى الإناء.

পানি পান করার সময় কেউ যেন পাত্রে নিশ্বাস না ফেলে।

তাই আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত, يتنفس فى الإناء এর অর্থ করা হয়েছে, أنه كان يشرب ثلاث مرات وفى كل ذلك يبين الإناء عن فيه অর্থাৎ, রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন শ্বাসে পানি পান করতেন এবং প্রত্যেক বার মুখ থেকে পাত্র সরিয়ে নিতেন। (جمع الوسائل : صـ٣١٠)

আল্লামা বাজূরী অর্থ করেছেন,

والمراد أنه يشرب من الإناء ثم يزيله عن فيه ويتنفس خارجه ثم يشرب.

অর্থাৎ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাত্র থেকে তিন শ্বাসে পানি পান করতেন এবং প্রত্যেকবার পাত্রকে মুখ থেকে সরিয়ে নিতেন। (المواهب اللدنية : صـ١٥٣)

ইমাম নববী অর্থ করেছেন, أثناء شربه من الإناء অর্থাৎ পাত্র থেকে পান করার সময় তিন শ্বাস নিতেন।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه : كتاب الأشربة : باب كراهة التنفس فى نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، وابن ماجة فى سننه : كتاب الأشربة : باب الشرب بثلثة أنفاس، والمصنف فى جامعه : أبواب الأشربة، باب ما جاء فى التنفس فى الإناء.

حديث : ٢١٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ رِشْدِيْنَ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ "إِذَا شَرِبَ، تَنَفَّسَ مَرَّتَيْنِ"

হাদীস : ২১২. হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কিছু পান করতেন দুইবার শ্বাস নিতেন।

তাশরীহ :

এ হাদীসের দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. পানি দুই শ্বাসে পান করতেন। এ অর্থটি শব্দের অধিক কাছাকাছি। তা ছাড়া হযরত ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم، أخرجه الترمذى : أبواب الأشربة : باب ما جاء فى التنفس فى الإناء.

অর্থাৎ তোমরা এক নিঃশ্বাসে পানি পান করো না, দুই বা তিন নিঃশ্বাসে পান কর। এ হিসাবে বলতে হয়- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো দুই নিঃশ্বাসেও পানি পান করতেন। দুই. পানি পানের মাঝখানে দুইবার শ্বাস নেওয়া উদ্দেশ্য। যখন পানির মাঝখানে দুইবার শ্বাস নেওয়া হল তখন স্বাভাবিকভাবে পূর্ণ পানি তিন শ্বাসে পান করা হল। কাজেই তিন নিঃশ্বাস সম্পর্কিত হাদীস এবং দুই নিঃশ্বাস সম্পর্কিত হাদীসে কোন দ্বন্দ্ব নেই। (خصائل نبوى : صـ ١١٤)

أحوال الرواة

على بن خشرم : بفتح الخاء وسكون الشين يصرف ولا يصرف.

رشدين : بوزن مِسكين.

ابن كُريب : بالتصغير.

درجة الحديث : قال الترمذى فى جامعه : هذا حديث غريب، قال الحافظ فى الفتح : سنده ضعيف لأن رشدين بن كريب هو ضعيف.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه : أبواب الأشربة : باب ما ذكر فى الشرب بنفسين، وابن ماجة فى الأشربة : باب الشرب بثلثة أنفاس.

* * *

حديث : ٢١٣- حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ جَدَّتِه كَبْشَةَ قَالَتْ : "دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِى قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ "

হাদীস : ২১৩. হযরত কাবশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে আসেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে ঝুলন্ত মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করেন। আমি উঠে গিয়ে মশকের মুখের সেই অংশটি কেটে নিলাম।

শব্দবিশ্লেষণ :

قِربة ঃ চামড়ার তৈরী পানির পাত্র, মশক।

فى ঃ فم মুখ, ফাঁক।

معلقة ঃ ঝুলন্ত, লটকানো।

তাশরীহ :

فشرب من فى قربة ঃ এ অংশের সাথে দুইটি মাসআলার সম্পর্ক। একটি হল দাঁড়িয়ে পান করা। এর আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে মশকের মুখ থেকে পানি পান করা। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মশকের মুখ থেকে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : نهى رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن إختناث الأسقية، أخرجه البخارى فى صحيحه : كتاب الأشربة : باب اختناث الأسقية.

আর আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি মশকের মুখ থেকে পানি পান করেছেন। এ বিরোধ নিরসনে উলামায়ে কিরাম বলেছেন, নিষেধ দ্বারা হারাম উদ্দেশ্য নয়। খেলাফে আওলা বা অনুত্তম বুঝানো উদ্দেশ্য। আর জায়েয বুঝানোর জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মশকের

মুখে পান করেছেন। বা তিনি কোন ওযর বশত এভাবে পান করেছেন। এ ছাড়া নিষেধের আরেকটি কারণ হতে পারে। তা হল, মুখ লাগিয়ে পান করলে অন্য জনের ঘৃণা আসতে পারে। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেলায় এমনটি চিন্তা করার কোন অবকাশ নেই। তাঁর লু'আব মুবারক ছিল সকল রোগের শেফা। মু'মিনের জন্য মহা নেআমত।

(جمع الوسائل : صـــ٣١٢، خصائل نبوى : صـــ ١١٤)

فقطعته ঃ মশকের মুখটি কেটে হেফাযত করার দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে। এক. বরকত লাভ করা এবং রোগ ব্যাধিতে ধুয়ে পানি পান করা। দুই. ঐ মুখটিতে যে কেউ মুখ লাগিয়ে পানি পান করে সেটির অমর্যাদা করতে পারে। এটা থেকে রক্ষা করা। (جمع الوسائل : ٣١٢)

أحوال الرواة

يزيد بن يزيد : اتفق اسم الولد والأب وهذا كثير كما وقع لمحمد بن محمد بن محمد الغزالى، وكذا الجزرى.

ابن أبي عمرة : بفتح العين، قيل : اسمه أسيد، قيل : أسامة.

كبشة : بفتح كاف وسكون موحدة فشين معجمة، قال ميرك : كبشة بنت ثابت بن المنذر الأنصارية أخت حسان، لها صحبة وحديث، ويقال : فيها كُبيشة بالتصغير وكبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية، زوج عبد الله بن أبي قتادة، قال ابن حبان : لها صحبة، كذا فى التقريب. والظاهر أن الرواية هنا هى الأولى. (جمع الوسائل : صـــ ٣١٢)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه ابن ماجة فى الأشربة : باب الشرب قائما، والمصنف فى جامعه : أبواب الأشربة : باب الرخصة فى اختناث الأسقية.

* * *

حديث : ٢١٤– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاثًا وَزَعَمَ أَنَسٌ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاثًا "

হাদীস : ২১৪. সুমামা ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আনাস ইবনু মালেক (রা.) পানি পান করার সময় পাত্রের বাহিরে

তিনবার নিঃশ্বাস ফেলতেন (অর্থাৎ তিন শ্বাসে পান করতেন এবং শ্বাস বাহিরে নিতেন) এবং বলতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাত্রের বাহিরে তিন বার নিঃশ্বাস নিতেন।

أحوال الرواة

مهدى : بفتح الميم فهو اسم مفعول من الهداية، وكثير من العامة يغلطون فى لفظه، فيكسرون ميمه وفى معناه فيحسبون أنه بمعنى الهادى.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه : كتاب الأشربة : باب الشرب بنفسين أو ثلاثة، ومسلم فى صحيحه كتاب الأشربة : باب كراهة التنفس فى نفس الإناء، وإستحباب التنفس ثلثا خارج الإناء، وابن ماجة فى سننه : أبواب الأشربة : باب الشرب بثلثة أنفاس، والمصنف فى جامعه : أبواب الأشربة : باب ما جاء فى التنفس فى الإناء.

* * *

حديث : ٢١٥– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ زَيْدَ ابْنِ ابْنَةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ وَقِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشَرِبَ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ وَهُوَ قَائِمٌ فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَأْسِ الْقِرْبَةِ فَقَطَعَتْهَا "

হাদীস : ২১৫. হযরত আনাস ইবনু মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা আনাসের মাতা উম্মু সুলাইমের বাড়িতে গেলেন। সেখানে একটি মশক উপরে ঝুলানো ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়ানো অবস্থায় ঐ মশকের মুখ হতে পানি পান করলেন। হযরত উম্মু সুলাইম তৎক্ষণাৎ উঠে মশকের মুখের কাছে যান এবং মুখ কেটে রেখে দেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

فقامت إلى رأس القربة فقطعتها ঃ এখানে رأس শব্দটি مذكر । তবে ها সর্বনাম আনা হয়েছে মুযাফ ইলাইহি القربة স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ার কারণে। এক

প্রতিলিপিতে 'হু' সর্বনাম অর্থাৎ قطعته রয়েছে। এটাই যুক্তিযুক্ত। (جمع الوسائل : صـــ ٣١٣)

তাশরীহ :

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, التبرك بآثار الصالحين নেককারদের স্মৃতিবিজড়িত কোন জিনিস থেকে বরকত গ্রহণ করা জায়েয আছে। তবে বাড়াবাড়ি অবশ্যই বর্জনীয়।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أحمد فى مسنده، والدارمى فى الأشربة.

* * *

حديث : ٢١٦– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ حَدَّثَتْنَا عَبِيدَةُ بِنْتُ نَائِلٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ يَشْرَبُ قَائِمًا "،

وَ قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عُبَيْدَةُ بِنْتُ نَابِلٍ

হাদীস : ২১৬. হযরত সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো দাঁড়িয়ে পান করতেন।

তাশরীহ :

দাঁড়িয়ে পান করা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাধারণ অভ্যাস বা রীতি ছিল না; বরং কখনো কোন কারণে দাঁড়িয়ে পান করেছেন।

أحوال الرواة

أحمد بن نصر : بفتح فسكون النيسابورى، بفتح نون وسكون تحتيته فسين مهملة كان يذاكر مائة ألف حديث وصام نيفا وثلاثين سنة وتصدق بخمسة آلاف درهم، مات فى سنة تسع وتسعين ومائتين.

إسحاق بن محمد الفروى : بفتح فاء وسكون راء منسوب إلى جده أبى فروة.

عبيدة بنت نائل : بالتصغير عند الجمهور وزعم بعضهم أنه بصيغة التكبير بنت نائل

بالهمزة كقائل وبائع.

قال بعضهم : أى بعض المحدثين أو بعض أصحاب أسماء الرجال وفى نسخة قال الترمذى وفى أخرى قال أبو عيسى وقوله عبيدة بنت نائل أى بالباء الموحدة من نابل والمذكور أولا نابل بالهمزة كما مر.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو الشيخ فى أخلاق النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صـــ٢٤٥.

(٣٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعَطُّرِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وفيه ٧ أحاديث

অনুচ্ছেদ :: ৩৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুগন্ধি ব্যবহার সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

حديث : ٢١٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ غير وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا "

হাদীস : ২১৭. হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি আতরদানি ছিল। তা থেকে তিনি আতর ব্যবহার করতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

سكة ঃ সীনে পেশ, কাফে তাশদীদ। এ শব্দের অর্থের ব্যাপারে দুটি উক্তি পাওয়া যায়। এক. মেশক মিশ্রিত এক প্রকারের সুগন্ধি। দুই. আতরদানি। প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য নিলে يتطيب منها –এর من টা تبعيضية হবে। আর দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য নিলে من টা ابتدائية হবে। মোল্লা আলী কারী (র.) দ্বিতীয় অর্থটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেন,

والظاهر ان المراد بها ظرف فيها طيب يشعر به قوله منها لأنه إن أراد بها نفس الطيب لقال يتطيب بها. (جمع الوسائل : جـ٢، صـ٣.)

তাশরীহ :

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুগন্ধি ব্যবহার না করলেও তাঁর দেহ মুবারক থেকে সর্বদা সুগন্ধি ছড়াতো।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন,

لا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أخرجه المصنف فى الشمائل : باب خلق النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أخرجه مسلم فى كتاب الفضائل : باب طيب ريحه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

আমি কোন কস্তুরি এবং আতর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীরের ঘাম হতে অধিক সুঘ্রাণযুক্ত পাইনি।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীরের ঘাম খুশবু হিসাবে ব্যবহার করা হত।

عن أنس بن مالك قال دخل علينا النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال عندنا فعرق وجاءت أى بقارورة فجعلت تَسلُتُ العرق فيها فاستيقظ النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال يا أم سليم! ما هذا الذى تضعين؟ قالت هذا عرقك نجعله فى طيبنا وهو من أطيب الطيب. أخرجه مسلم فى صحيحه : كتاب الفضائل : باب طيب عرقه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

অর্থাৎ হযরত আনাস (রা.) বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ঘরে শায়িত ছিলেন। তাঁর দেহ মুবারক থেকে ঘাম বের হচ্ছিল। তখন আমার মা উম্মু সুলাইম (রা.) একটি শিশিতে উক্ত ঘাম একত্রিত করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি করছ? উম্মু সুলাইম (রা.) বলেন, আপনার ঘাম মুবারক আতরের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করব। কেননা, এটা সর্বোত্তম খুশবু। -সহীহ মুসলিম

روى أبو يعلى والبزار بنسد صحيح أنه كان إذا مر من طريق وجدوا منه رائحة الطيب وقالوا مر رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من هذا الطريق. (جمع الوسائل : جـ٢، صـ١.)

আবূ ইয়ালা ও বায্যার সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে গলি দিয়ে গমন করতেন, পথচারী উক্ত গলিতে সুরভি পেয়ে বুঝতে পারত- এ গলি দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গমন করেছেন।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আতর ব্যবহার করতেন। এতে আতর ব্যবহারের গুরুত্ব বুঝে আসে।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الترجل، باب فى استحباب الطيب.

* * *

حديث : ٢١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، لا يَرُدُّ الطِّيبَ، وَقَالَ أَنَسٌ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ لا يَرُدُّ الطِّيبَ "

হাদীস : ২১৮. সুমামা ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) খুশবু (কেউ হাদিয়া দিলে) ফেরত দিতেন না। হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশবু ফেরত দিতেন না।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه : كتاب الهبة وفضلها الخ : باب ما لا يرد من الهدية، وفى اللباس باب من لم يرد الطيب، والنسائى فى الزينة : باب ذكر الطيب، والترمذى فى جامعه : أبواب الإستيذان والأدب : باب ما جاء فى كراهية رد الطيب.

* * *

حديث : ٢١٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "ثَلاثٌ لا تُرَدُّ : الْوَسَائِدُ، وَالدُّهْنُ، وَالطِّيبُ وَاللَّبَنُ "

হাদীস : ২১৯. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিনটি জিনিস (হাদিয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হলে) ফেরত দেয়া উচিত নয়। বালিশ, তৈল (সুগন্ধি) ও দুধ।

শব্দবিশ্লেষণ :

ثلاث ঃ অর্থাৎ ثلاث هدايا তিনটি হাদিয়া।

لا ترد ঃ এটি جملة خبرية অর্থ হবে نفي এর।

الوسائد ঃ وسادة এর বহুবচন। বালিশ, তাকিয়া।

তাশরীহ :

ثلث لا ترد ঃ এ তিনটি জিনিসের তফসীলের ব্যাপারে প্রতিলিপিগুলোতে বিভিন্নতা দেখা যায়। কোন কোন প্রতিলিপিতে বালিশ, তৈল ও সুগন্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার কোন প্রতিলিপিতে তৈলের পরিবর্তে সুগন্ধির উল্লেখ রয়েছে। আর তৃতীয়টি হল দুধ। আরেক প্রতিলিপিতে চারটি জিনিসের উল্লেখ আছে। বালিশ, তৈল, সুগন্ধি ও দুধ।

এ সম্পর্কে বলা হয় الطيب (সুগন্ধি) টা والدهن বা তৈলের ব্যাখ্যা মাত্র। অর্থাৎ সুগন্ধিযুক্ত তৈল উদ্দেশ্য। এটাকে কখনো সুগন্ধি, কখনো তৈল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি তাঁর جامع গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। সেখানে সুগন্ধির কথা নেই। বালিশ, তৈল ও দুধের কথা আছে। (جمع الوسائل : جـ٢، صـ٤.)

الوسائد الخ. ঃ এ তিনটি জিনিসকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হল, এগুলো হাদিয়াদাতার পক্ষে দেওয়া সহজ এবং গ্রহীতার জন্য বহন করা সহজ। ফেরত দিলে দাতার মনে কষ্ট আসে।

বালিশ হাদিয়া দেওয়ার দুটি অর্থ হতে পারে। একটি হল কাউকে দান করে দেওয়া। এটাই সুস্পষ্ট। দ্বিতীয়টি হল মেহমানকে সাময়িকভাবে আপ্যায়ন করা।

এ তিনটি বস্তুর সাথে ঐ সকল জিনিসও শামিল হবে, যেগুলো দাতার পক্ষে দেওয়া সহজ। (المواهب اللدنية : صـ١٥٧)

أحوال الرواة

ابن أبي فديك : بالتصغير اسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك.

ابن جندب : بضم الجيم والدال ويفتح.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه الترمذى فى جامعه : أبواب الإستيذان والأدب : باب ما جاء فى كراهية رد الطيب.

* * *

حديث : ٢٢٠- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أبو داود الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ رَجُلٍ وَهُوَ الطُّفَاوِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ، وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ".

হাদীস : ২২০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পুরুষেরা এমন সুগন্ধি ব্যবহার করবে যার সুবাস প্রকাশ পায়। কিন্তু রং দৃষ্টিগোচর হয় না। আর মহিলারা এমন সুগন্ধি ব্যবহার করবে যার রং প্রকাশ পায়। কিন্তু সুবাস হালকা।

তাশরীহ :

পুরুষের সুগন্ধি এমন হওয়া চাই যাতে সুবাস বেশি থাকে। কিন্তু রং চং থাকে না। যেমন মেশক আম্বর, গোলাপ ইত্যাদি। আর মহিলার সুগন্ধি হল রং চং আর হালকা সুবাস। যাতে পর পুরুষ পর্যন্ত ঘ্রাণ না পৌছে। যেমন, জাফরান, মেহেদি ইত্যাদি। অতএব, সুবাস ছড়ানো সুগন্ধি লাগিয়ে মহিলাদের ঘরের বাহিরে যাওয়া নিষেধ। তবে স্বামীর কাছে থাকা অবস্থায় সব ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে। (جمع الوسائل : جـ٢، صـ٥)

মোল্লাআলী কারী (র.) লিখেছেন, জুমুআ ও ঈদের দিন, ইহরাম বাঁধার সময়, মজলিসে হাযির হওয়ার সময় এবং কুরআন তিলাওয়াত, ইলমে দ্বীন চর্চা ও যিকরের সময় পুরুষের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নত। স্ত্রী সঙ্গমের সময় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য খোশবু ব্যবহার করার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। (جمع الوسائل : جـ٢، صـ٦)

أحوال الرواة

أبو داود الحفرى : أى عمر بن سعد بن عبيد الله، وقوله : الحفرى بفتح المهملة والفاء نسبة لحفر بالتحريك موضع بالكوفة، قال ابن المدينى : لا أعلم أنى رأيت بالكوفة أعبد منه ولما دفنوه تركوا بيته مفتوحا ما فى البيت شيئا.

سفيان : أى الثورى، وقوله : عن الجريرى بالتصغير اسمه سعيد بن إياس.

أبو نضرة : بفتح النون وسكون الضاد اسمه المنذر بن مالك.

عن رجل : هو الطفاوى بضم الطاء وبالفاء نسبته لطفاوة حتى من قيس بن غيلان لم يسم فى هذا الحديث ولا يعرف له اسم.

درجة الحديث : هذا الحديث من رواية أبى هريرة إسناده ضعيف ولكن للحديث شواهد يرتقى بها إلى درجة الصحة، والحديث صححه الألبانى فى المشكاة، وقال ميرك : حسنه المؤلف فى جامعه وإن كان فيه مجهول، لأنه تابعى والراوى عنه ثقة، فجهالته تغتفر من هذا الوجه.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه أبواب الإستيذان والأدب، باب ما جاء فى طيب الرجل والنساء.

* * *

حديث : ٢٢١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنِ الطُّفَاوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ بِمَعْنَاهُ

درجة الحديث : مثله بمعناه : أى مثل هذا الحديث السابق فى اللفظ والمعنى، فقوله : بمعناه للتاكيد كما أن الإيراد بهذا الإسناد لزيادة الإعتماد فى الإسناد.

* * *

حديث : ٢٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمُ الرَّيْحَانَ فَلا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ "، قَالَ أَبُو عِيسَى : وَلا نَعْرِفُ لِحَنَانٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثَ

হাদীস : ২২২. আবূ উসমান আন-নাহদী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কাউকে ফুল হাদিয়া দেয়া হলে সে যেন তা প্রত্যাখ্যান না করে। কেননা, এর মূল জান্নাত থেকে আগত।

শব্দবিশ্লেষণ :

ريحان ঃ সব ধরনের সুগন্ধি গুল্ম, সুগন্ধি ফুল। মেদি গাছ, চিরহরিৎ গুল্ম বিশেষ। কেউ কেউ বলেছেন এখানে সবধরনের সুগন্ধি উদ্দেশ্য। (جمع الوسائل : جـ٢، صـ٦)

فلا يرده ঃ দালে যবর। কারণ এটি نهى। দালে পেশ হলে নফি (نفى)। এখানে نهى এর অর্থে হবে।

তাশরীহ :

فإنه خرج من الجنة ঃ অর্থাৎ ফুল ও সুগন্ধির মূল বা বীজ জান্নাত থেকে আগত। আল্লাহ তাআলা জান্নাতের খুশবুর নমুনা দুনিয়াতে সৃষ্টি করেছেন, যাতে জান্নাতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তবে জান্নাতের খুশবুর সাথে দুনিয়ার খুশবুর কোন তুলনা হয় না। (جمع الوسائل : جـ٢، صـ٧)

أحوال الرواة

حنان : بفتح الحاء المهملة، وتخفيف النون الأولى، وفى نسخة حبان بموحدة مخففة وفى أخرى حباب بموحدتين.

أبو عثمان النهدى : بفتح النون وسكون الهاء نسبة إلى بنى نهد، قبيلة من اليمن، واسمه عبد الرحمن بن ملى، بتثليث الميم وتشديد اللام اشتهر بكنيته، أسلم فى عهد النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يجتمع به فليس بصحابى.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه الترمذى فى جامعه أبواب الإستيذان والأدب، باب ما جاء فى كراهية رد الطيب، وقال هذا حديث غريب حسن.

* * *

حديث : ٢٢٣– حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عُرِضْتُ بَيْنَ يَدَيْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَلْقَى جَرِيرٌ رِدَاءَهُ وَمَشَى فِي إِزَارٍ فَقَالَ لَهُ : خُذْ رِدَائَكَ. فَقَالَ عُمَرُ لِلْقَوْمِ : "مَا رَأَيْتُ رَجُلا أَحْسَنَ صُورَةٍ مِنْ جَرِيرٍ إِلاَّ مَا بَلَغَنَا مِنْ صُورَةِ يُوسُفَ الصديق عَلَيْهِ السَّلامُ "

হাদীস : ২২৩. হযরত জারীর ইবনু আব্দিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (যুদ্ধের জন্য লোক বাছাই কালে) আমাকে হযরত উমার ইবনুল খাত্তাবের সামনে পেশ করা হয়। তিনি চাদর খুলে কেবল লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় হেঁটে দেখান, তখন হযরত উমার (রা.) তাঁকে বললেন, তোমার চাদর পরে নাও (পরিদর্শন হয়ে গেছে)। তারপর সমবেত লোকদের বললেন, আমি জারীরের চেয়ে অধিক সুন্দর কাউকে দেখিনি। তবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্য সম্পর্কে আমাদের কাছে যা পৌঁছেছে তা ব্যতিক্রম।

শব্দবিশ্লেষণ :

عُرِضْتُ بصيغة المجهول ঃ অর্থাৎ দায়িত্ব প্রাপ্ত লোকেরা যুদ্ধের জন্য লোক বাছাইকালে আমাকে হযরত উমারের সামনে পেশ করেন। যাতে তিনি আমার শক্তি সামর্থ পরীক্ষা করে দেখতে পান।

فألقى جرير رداءه ঃ এখানে تكلم থেকে غيبت এর দিকে إلتفات হয়েছে। হতে পারে এটা পরবর্তী রাবী কাইস ইবনু হাযেমের উক্তি। তিনি হযরত জারীরের কথাকে পূর্ণ করেছেন বা روايت بالمعنى করেছেন। (جمع الوسائل :جـ٢، صـ٨)

তাশরীহ :

قوله : عرضت الخ ঃ একবার কোন এক জিহাদের প্রাক্কালে হযরত উমার (রা.) মুজাহিদদের পরিদর্শন করেন। তাদের দৈহিক শক্তি সামর্থ পরীক্ষা করেন। তখন হযরত জারীরকেও পেশ করা হয়। তিনি ঘোড়ার পিঠে শক্ত হয়ে বসতে পারতেন না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুআর বরকতে তাঁর এ সমস্যা দূর হয়ে যায়। এখন হযরত উমারের কাছে তাঁকে পেশ করার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর দৈহিক শক্তি সামর্থ পরীক্ষা করা।

ما رأيت رجلا أحسن الخ ঃ এখানে কয়েকটি প্রশ্ন হয়। **প্রথমত :** এখানে বলা হয়েছে হযরত জারীর ইবনু আব্দিল্লাহ সবচে সুদর্শন ছিলেন। অথচ অন্য বর্ণনায় হযরত দাহইয়াতুল কালবীকে সবচে সুন্দর বলা হয়েছে? এর জবাবে আল্লামা মুনাবী (র.) বলেছেন, দাহইয়াতুল কালবীর চেহারা সবচে সুন্দর ছিল। আর জারীর ইবনু আব্দিল্লাহর দেহ ছিল সবচে সুন্দর। **দ্বিতীয়ত :** হযরত উমার শুধু ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্যের ব্যতিক্রমের কথা বললেন। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইউসুফ (আ.)-এর চেয়েও অধিক সুন্দর ছিলেন? এর জবাবে বলা হয়, যেহেতু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র সৃষ্টিকুলের মাঝে সুন্দরতম ছিলেন। তাঁর সৌন্দর্য ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্যের চেয়েও বেশি ছিল। কাজেই নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জারীর ইবনু আব্দিল্লাহ (রা.)-এর চেয়ে অধিক সুন্দর হবেন এটা সহজেই অনুমেয়।

তৃতীয়ত : আলোচ্য হাদীসটি শিরোনামের সাথে সম্পর্কহীন মনে হয়। শিরোনাম হল খুশবু প্রসঙ্গে। আর এ হাদীসে খুশবুর কোন আলোচনা নেই। এর জবাবে বলা হয়, সাধারণত দেখা যায় দৈহিক সৌন্দর্যের সাথে খোশবুর একটা অপরিহার্যতা থাকে। যিনি যত সুন্দর হন তাঁর দেহও তত সুগন্ধিময় হয়।

যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টিকুলের মাঝে সুন্দরতম ছিলেন, তাই স্বাভাবিকভাবে তিনি সবচে বেশি সুগন্ধিময় হবেন। মোল্লা আলী কারী বলেন, শিরোনামের মাঝে এ কথাটুকু বৃদ্ধি করে দেয়া শ্রেয় 'এবং সাহাবীদের দৈহিক সৌন্দর্য প্রসঙ্গে।' (جمع الوسائل : جـ২، صـ৭)

* হযরত জারীর ইবনু আব্দিল্লাহ খুব দীর্ঘাঙ্গী ছিলেন। তাঁর জুতা ছিল একহাত লম্বা। তিনি খুবই সুদর্শন ছিলেন। তাই তাঁকে এ উম্মতের ইউসুফ বলা হয়। তিনি দশম হিজরীর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একান্ন হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।

أحوال الرواة

عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمدانى : نزيل بغداد أورده الذهبى فى الضعفاء والمتروكين، وقال قال النسائى والدارقطنى متروك.

أبى أى إسماعيل الهمدانى : أبو عمر الكوفى نزيل بغداد صدوق مخطئ.

جرير بن عبد الله : البجلى، صحابى مشهور، سيد قبيلة بجيلة، كان طويلا جدا، يصل إلى سنام البعير وطول نعله ذراع، وكان منوط الجمال، ومن ثم لقب يوسف هذه الأمة، وكان المصطفى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتبسم عند رؤيته، جزم ابن عبد الله بأنه أسلم قبل وفاة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأربعين يوما وهو غلط ففى الصحيحين عنه أن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال استنصت الناس فى حجة الوداع وجزم الواقدى بأنه وفد على النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى شهر رمضان سنة عشر وان بعثه إلى ذى الخلصة كان بعد ذلك وأنه وافى مع النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حجة الوداع من عامه، قال الحافظ ابن حجر : وفيه عندى نظر لأن شريكا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أخاكم النجاشى قد مات— الحديث، أخرجه الطبرانى فهذا يدل على أن اسلام جرير كان قبل سنة عشر لأن النجاشى مات قبل ذلك، مات جرير في مصر سنة إحدى وخمسين، (الإصابة، شرح المناوى)

درجة الحديث : إسناده ضعيف جدا كما مر.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المؤلف رحمه الله.

(٣٤) بَابُ كَيْفَ كَانَ كَلاَمُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْهِ ثَلاَثَةُ أَحَادِيْثَ

অনুচ্ছেদ :: ৩৪
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাক্যালাপের ধরন সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

শব্দ বিশ্লেষণ :

باب ঃ অর্থাৎ هذا باب ।

حديث : ٢٢٤– حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ عَنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : "مَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هَذَا، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلاَمٍ بَيِّنٍ فَصْلٍ، يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ "

হাদীস : ২২৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের ন্যায় অবিরাম ও দ্রুত কথা বলতেন না; বরং ধীরস্থীরভাবে স্পষ্ট করে প্রতিটি শব্দ পৃথকভাবে উচ্চারণ করে কথা বলতেন। ফলে তাঁর নিকট উপস্থিত ব্যক্তি যথাযথভাবে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারত।

শব্দবিশ্লেষণ :

يسرد ঃ (ن) লাগাতার বলা, অবিরাম বলা, সংযুক্ত করে বলা, দ্রুত বলা।

سردكم ঃ مفعول مطلق হিসাবে মানসূব হয়েছে। বা منصوب بنزع الخافض হয়েছে। আসলে হবে كسردكم।

بين ঃ সুস্পষ্ট, পরিষ্কার।

فصل ঃ بين এর তাকীদ হিসাবে مجرور হয়েছে। অর্থ হল مفصول ممتاز عن غيره- পৃথক পৃথক, একটা অপরটা থেকে আলাদা।

তাশরীহ :

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত অস্পষ্ট এবং দ্রুত কথা বলতেন না যে, কিছু বুঝে আসল কিছু বুঝে আসল না। যা বলতেন শান্ত ভাবে স্পষ্ট করে বলতেন। ফলে শ্রোতারা তাঁর প্রতিটি কথা ভালভাবে বুঝে নিতে পারত।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه : أبواب المناقب : باب بلا ترجمة، وأبو داود فى سننه : كتاب العلم : باب فى سرد الحديث.

* * *

حديث : ٢٢٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِيدُ الْكَلِمَةَ ثَلاثًا لِيُعْقَلَ عَنْهُ "

হাদীস : ২২৫. হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (প্রয়োজনে) কোন কথা তিনবারও পুনর্ব্যক্ত করতেন, যাতে (শ্রোতা) তাঁর থেকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

শব্দবিশ্লেষণ :

ثلاثا ঃ এটি উহ্য عامل এর مفعول। অর্থাৎ يتكلم بها ثلاثا কেননা, একবার বলার পর কথাটিকে তিনবার পূনর্ব্যক্ত করলে চারবার বলা হবে। অথচ সেটি এখানে উদ্দেশ্য নয়।

তাশরীহ :

কোন বিষয় কঠিন হলে বা শ্রোতা বেশি হলে তিন দিকে ফিরে তিনবার বলতেন। যাতে উপস্থিত সকলে ভালভাবে বুঝে নিতে পারে। সর্বোচ্চ তিনবার বলতেন। কেননা, শ্রোতা তিন ধরনের হয়ে থাকে। উচ্চ মেধার, মধ্যম মেধার ও দুর্বল মেধার। তাই কঠিন বিষয় তিনবার বলতেন, যাতে তিনও শ্রেণী হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। সব কথা সর্ব অবস্থায় তিনবার বলতেন না।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه : كتاب العلم : باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم، والترمذى فى أبواب المناقب : باب بلا ترجمة، وأبو داود فى كتاب العلم : باب تكرير الحديث.

* * *

حديث : ٢٢٦- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ أنبأنا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِجْلِيُّ قَالَ : حدَّثني رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مِنْ وَلَدِ أَبِي هَالَةَ زَوْجِ خَدِيجَةَ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنٍ لأَبِي هَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ : سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ وَكَانَ وَصَّافًا فَقُلْتُ : صِفْ لِي مَنْطِقَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاصِلَ الأَحْزَانِ، دَائِمَ الْفِكْرَةِ، لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ، طَوِيلُ السَّكْتِ، لا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ، يَفْتَتِحُ الْكَلامَ، وَيَخْتِمُهُ بِأَشْدَاقِهِ، وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، كَلامُهُ فَصْلٌ، لا فُضُولٌ، وَلا تَقْصِيرٌ، لَيْسَ بِالْجَافِي، وَلا الْمُهِينِ، يُعَظِّمُ النِّعْمَةَ وَإِنْ دَقَّتْ لا يَذُمُّ مِنْهَا شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَذُمُّ ذَوَاقًا وَلا يَمْدَحُهُ، وَلا تُغْضِبُهُ الدُّنْيَا، وَلا مَا كَانَ لَهَا، فَإِذَا تُعُدِّيَ الْحَقُّ، لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ، حَتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ، وَلا يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ، وَلا يَنْتَصِرُ لَهَا، إِذَا أَشَارَ أَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا، وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ اتَّصَلَ بِهَا، وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنَى بَطْنَ إِبْهَامِهِ الْيُسْرَى، وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ، جُلُّ ضَحِكِهِ التَّبَسُّمُ، يَفْتَرُّ عَنْ مثل حَبِّ الْغَمَامِ "

হাদীস : ২২৬. হযরত হাসান ইবনু আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মামা হিন্দ ইবনু আবী হালাকে জিজ্ঞাসা করে বললাম, আমার নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথোপকথন সম্পর্কে বর্ণনা করুন। তিনি প্রায়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বর্ণনা করতেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা আখেরাতের ভাবনায় মশগুল থাকতেন এবং উম্মতের চিন্তায় বা আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। এ কারণে তাঁকে নিশ্চিন্ত দেখা যেত না। দীর্ঘ নীরবতা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। তিনি কথার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণমুখে কথা বলতেন এবং সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহুল ও তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যে কথা বলতেন। তাঁর কথা একটি

অপরটির থেকে পৃথক ও সুস্পষ্ট হত। তাঁর কথা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতো না এবং কমও হতো না। তিনি কঠোর প্রকৃতিরও ছিলেন না এবং কাউকে হেয় প্রতিপন্নও করতেন না। তিনি আল্লাহর নিআমতের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেন। তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন এবং কখনো তার নিন্দা করতেন না।

খাদ্য দ্রব্যের বেলায়ও তিনি কোনরূপ নিন্দাবাদ করতেন না, আবার অযাচিত প্রশংসাও করতেন না। দুনিয়া বা দুনিয়ার কোন বস্তুর দরুন তিনি কখনো রাগান্বিত হতেন না। কিন্তু কেউ সত্যন্যায়ের সীমা লংঘন করলে তাঁর রাগ কিছুতেই থামত না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার প্রতিকার করতেন। ব্যক্তিগত কারণে তিনি কখনো রাগান্বিত হতেন না এবং প্রতিশোধও নিতেন না। তিনি কারো প্রতি ইশারা করলে পূর্ণ হাতে ইশারা করতেন। কোন বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করলে তিনি হাত উল্টে (উপুর করে) দিতেন। যখন কথা বলতেন, কখনো কথার সাথে হাত নাড়াতেন। অর্থাৎ ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের পেটে চাপ দিতেন। তিনি কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন এবং তার ব্যাপারে উদাসীনতা দেখাতেন। তিনি যখন আনন্দিত হতেন (লজ্জাবশত) চোখ অবনত করে ফেলতেন। তিনি বেশির ভাগ মুচকি হাসি দিতেন। তখন তাঁর দাঁতগুলো শিলাবৃষ্টির ন্যায় চকচক করত।

صلى الله عليه وآله ✧ بحسب جماله وكماله.

শব্দবিশ্লেষণ :

ولد أبي هالة ঃ ওয়াও এবং লামে যবর। ওয়াও-এ পেশ, লামে সকুনের সাথেও পড়া যায়। সন্তান, বংশধর।

متواصل الأحزان ঃ সর্বদা আখেরাতের ভাবনায় লেগে থাকতেন।

دائم الكفرة ঃ আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন বা উম্মতের কল্যাণ চিন্তায় রত থাকতেন।

طويل السكت ঃ সীনে যবর, কাফে সাকিন। গম্ভীর লোক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘসময় নীরব থাকতেন। যা চিন্তামগ্ন থাকার আলামত।

لا يتكلم فى غير حاجة ঃ দ্বীন বা দুনিয়ার কোন প্রয়োজন ছাড়া অনর্থক কথা বলা থেকে বেঁচে থাকতেন।

بأشداقه ঃ شدق এর বহুবচন। মুখের কিনারা। শব্দটি বহুবচন আনার দ্বারা উদ্দেশ্য এ কথা বলা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণমুখে কথা বলতেন। অহংকারীদের ন্যায় শুধু ঠোঁট নেড়ে কথা বলতেন না। এখানে কোন কোন প্রতিলিপিতে بأشداقه এর স্থলে باسم الله এসেছে। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে কথা বলা শুরু করতেন এবং যিকিরের মাধ্যমে শেষ করতেন। اسم الله দ্বারা যে কোন যিকির উদ্দেশ্য। সেটা শুরুতে বিসমিল্লাহ শেষে আলহামদুলিল্লাহ ইত্যাদি।

(شرح المناوى على هامش جمع الوسائل : جـ٢، صـ١٣)

جوامع الكلم ঃ الجوامع- جامعة এর বহুবচন। كلم- কাফে যবর, লামে যের। এখানে إضافة الصفة إلى الموصوف হয়েছে। অর্থাৎ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহুল বাক্যে কথা বলতেন।

মোল্লা আলী কারী (র.) جمع الوسائل গ্রন্থে এ ধরণের চল্লিশটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি যেমন :

(١) الأيمن فالأيمن، (٢) تهادوا تحابوا، (٣) الحرب خدعة، (٤) الصوم جنة، (٥) المستشار مؤتمن، (٦) الندم توبة، (٧) يد الله على الجماعة، (٨) لا ضرر ولا ضرار، (٩) المحتكر ملعون، (١٠) لا وصية لوارث.

كلامه فصل ঃ فصل এর দুটি অর্থ হতে পারে। এক. كلام مفصول অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যেকটি কথা পৃথক পৃথক এবং সুস্পষ্ট হত। দ্বিতীয় كلام فاصل بين الحق والباطل অর্থাৎ তাঁর প্রত্যেকটি কথা সত্য মিথ্যা এবং হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী হত। সেখানে হক ছাড়া আর কিছু থাকত না।

لا فضول ولا تقصير ঃ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলতেন না। আবার এত কমও বলতেন না যে বুঝতে অসুবিধা হয়।

ليس بالجافى ঃ الغليظ الطبع- কঠোর স্বভাবের। শক্ত প্রকৃতির। নির্দয়, অভদ্র। অর্থাৎ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রূঢ়, কঠোর বা অভদ্র ছিলেন না।

المهين ঃ বাবে إفعال থেকে। হেয় করা, অপমান করা, তুচ্ছ করা।

ذواقا ঃ ماكولا ومشروبا -খাদ্য ও পানীয়।

لا يمدحه ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন খাদ্যের দোষ বলতেন না। কারণ, এটা আল্লাহর নেয়ামত। আবার অতিরিক্ত প্রশংসাও করতেন না। কারণ, এতে লোভ প্রকাশ পায়। হ্যাঁ, কখনো আগ্রহ প্রকাশ করা বা কারো সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন খাদ্যের সাধারণ প্রশংসাও করেছেন।

لا تغضبه الدنيا ঃ বাবে إفعال থেকে। রাগান্বিত করা, রাগিয়ে দেওয়া। এখানে দুনিয়া দ্বারা উদ্দেশ্য অর্থ যশ ও ক্ষমতা। অর্থাৎ দুনিয়ার কোন কিছু তাঁকে রাগান্বিত করতো না। কারণ, দুনিয়ার প্রতি তাঁর কোন ভ্রুক্ষেপ ছিল না।

لا يغضبه أيضا ما كان لها تعلق ما بالدنيا لدناءتها وسرعة فناءها ঃ إلا وما كان لها অর্থাৎ দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত কোন কিছুই তাঁকে রাগান্বিত করত না। কারণ তাঁর কাছে দুনিয়া অতি তুচ্ছ ছিল। সেহেতু দুনিয়াবী কোন ক্ষতির দরুন তিনি রাগ করতেন না।

تعدى ঃ مجهول এর সীগা।

لم يقم لغضبه شيء ঃ অর্থাৎ لم يدفع غضبه شيء কোন কিছু তাঁর রাগকে থামাতে পারতো না।

حتى ينتصر له ঃ অর্থাৎ حتى ينتقم للحق بالحق সত্য-ন্যায়ের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ পর্যন্ত।

إذا أشار الخ ঃ অর্থাৎ إلى إنسان أو غيره -কাউকে যখন ইশারা করতেন পূর্ণ হাতে ইশারা করতেন। শুধু আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন না। কেননা, এটা অহংকারীদের স্বভাব। কেউ কেউ বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত আঙ্গুল দ্বারা তাওহীদের ইশারা করতেন। তাই আল্লাহ ছাড়া অন্য দিকে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন না।

إتصل بها ঃ إتصل حديثه بكفه -যমীরের مرجع হচ্ছে । كف অর্থাৎ ان حديثه يقارن تحريكها কথার সাথে সাথে হাত নাড়তেন। আর পরবর্তী وضرب براحته বাক্যে হাত নাড়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

أعرض وأشاح ঃ উপেক্ষা করা, পরিহার করা, মুখ ফিরিয়ে নেয়া। جد -اشاح في الإعراض বেশি উপেক্ষা করা। অর্থাৎ কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে শারিরীক ভঙ্গিতেও তা প্রকাশ করতেন। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, عفا عنه ظاهرا وباطنا মুখে এবং অন্তর থেকে ক্ষমা করে দিতেন।

غض ঃ (ن) দৃষ্টি অবনত করা।

يفتر ঃ বাবে إفتعال থেকে। দাঁত প্রকাশ করে হাসা।

حب الغمام ঃ غمام মেঘ। حب- দানা। حب الغمام মেঘের দানা। এখানে উদ্দেশ্য শিলা, যা মুক্তার ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল হয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভ্র উজ্জ্বল দন্তরাজিকে মুক্তাসদৃশ শিলার সাথে তুলনা করা হয়েছে। হাসার সময় তাঁর শুভ্র ও উজ্জ্বল দন্তরাজি মুক্তাসদৃশ শিলাদানার মত মনে হত।

তাশরীহ :

আলোচ্য হাদীসটি এ কিতাবের প্রথম অনুচ্ছেদের আট নম্বর হাদীসের অবশিষ্টাংশ। এর সব কিছু নিজের জীবনে প্রতিফলিত করা উচিত। কারণ, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন উত্তম চরিত্রমাধুরি ও বিনয়ের মূর্তপ্রতীক। তিনি আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।

درجة الحديث : إسناده ضعيف، لأن فيه علتين، الأولى : جهالة أبي عبد الله التميمي، قال الحافظ : مجهول، والثانية : جميع بن عمير ضعيف.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف، أخرجه البيهقي في الدلائل : جـ١، صـ٢٨٦.

(٣٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَحِكِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ تِسْعَةُ أَحَادِيثَ

অনুচ্ছেদ :: ৩৫
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাসি সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

حديث : ٢٢٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ وَهُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : "كَانَ فِي سَاقَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمُوشَةٌ، وَكَانَ لا يَضْحَكُ إِلاَّ تَبَسُّمًا، فَكُنْتُ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ، قُلْتُ : أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ، وَلَيْسَ بِأَكْحَلَ "

হাদীস : ২২৭. হযরত জাবির ইবনু সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়ের জঙ্ঘাদ্বয় ছিল হালকা পাতলা। তিনি অধিকাংশ সময় মুচকি হাসতেন। আমি তাঁর দিকে তাকালে মনে হত, তিনি উভয় চোখে সুরমা লাগিয়েছেন। অথচ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখে সুরমা লাগানো থাকত না।

শব্দবিশ্লেষণ :

ساق ঃ পায়ের নলা, জঙ্ঘা।

حموشة ঃ হাও মীমে পেশ। হালকা, পাতলা। অর্থাৎ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়ের নলা হালকা-পাতলা ছিল। হাতির পা'র মত মোটা ছিল না। যা বিশ্রী দেখায়।

তাশরীহ :

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখের পলক জন্মগতভাবেই কালো ছিল। দেখলে মনে হত, যেন তাতে সুরমা লাগানো হয়েছে।

أحوال الرواة

عباة بن العوام : بالتشديد فيها.

ابن أرطاة : بفتح الهمزة وسكون الراء وهو ممنوع الصرف للعلمية والتانيث والأرطاة فى الأصل واحدة الأرطى وهو شجر مر تاكله الإبل وبه يسمى ويكنى، قال أبو حاتم : صدوق مدلس، قال النسائى : ليس بقوى وضعفه الجمهور.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه الترمذى فى جامعه : أبواب المناقب : باب بلا ترجمة، والحديث فيه ضعف.

* * *

حديث : ٢٢٨– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ أَنَّهُ قَالَ : "مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

হাদীস : ২২৮. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জায্যি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক মুচকি হাসি হাসতে আর কাউকে দেখিনি।

শব্দবিশ্লেষণ :

تبسم ঃ 'তাবাস্সুম' এমন হাসি যাতে কেবল ঠোঁট নড়ে; কিন্তু দাঁত দেখা যায় না এবং শব্দও হয় না। যাকে বলা হয় মৃদু হাসি, মুচকি হাসি। 'ضحك' (যাহক) এমন হাসি, যাতে দাঁত দেখা যায় এবং এক পর্যায়ে শব্দও হয়। قهقهة (কাহকাহা) হল মুখ খুলে উচ্চ আওয়াযের হাসি, এভাবে হাসা মাকরূহ।

أكثر تبسما ঃ অর্থাৎ تبسمه أكثر من ضحكه بخلاف سائر الناس فان ضحكهم أكثر من تبسمهم রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুচকি হাসি সাধারণ হাসির চেয়ে অধিক ছিল। অন্যদের সাধারণ হাসির পরিমাণ বেশি হয়।

তাশরীহ :

পূর্বের অনুচ্ছেদের এক হাদীসে বলা হয়েছে- كان متواصل الأحزان রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা চিন্তাযুক্ত থাকতেন। আর আলোচ্য

হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি বেশি বেশি মুচকি হাসতেন। এ বিরোধ নিরসনে বলা হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তর সর্বদা চিন্তামগ্ন থাকত। কিন্তু লোকদের মনোরঞ্জনের জন্য তাদের সাথে হাসি মুখে কথা বলতেন। এটা ছিল তাঁর উন্নত চরিত্র। (جمع الوسائل : صـــ ٢٠)

أحوال الرواة

عبد الله بن الحارث بن جزء : بفتح جيم فسكون زاى فهمز.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه الترمذى فى جامعه، أبواب المناقب، باب بلا ترجمة.

* * *

حديث : ٢٢٩– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحَانِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : "مَا كَانَ ضَحِكُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ تَبَسُّمًا ".

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ.

হাদীস : ২২৯. আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জায্য়ি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় মুচকি হাসিই দিতেন।

তাশরীহ :

ما كان ضحك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى غالب أوقاته ঃ অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসি বেশি হাসতেন। সাধারণ হাসি কম হাসতেন।

أحوال الرواة

السيلحانى : بفتح السين المهملة، وسكون الياء وفتح اللام وفتح الحاء بعدها ألف، نسبة سيلحون، قرية بقرب بغداد.

درجة الحديث : قال الترمذى هذا حديث غريب الخ قيل : غرابته ناشئة من تفرد الليث وهو مجمع على إمامته وجلالته فهى غرابة فى السند لا تنافى صحته.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه الترمذى فى جامعه : أبواب المناقب : باب بلا ترجمة.

* * *

حديث : ٢٣٠- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أنبانا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضى الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنِّي لأَعْلَمُ أَوَّلَ رَجُلٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَآخَرَ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ : اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَيُخَبَّأُ عَنْهُ كِبَارُهَا، فَيُقَالُ لَهُ : عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا كَذَا، وَكَذَا، وَهُوَ مُقِرٌّ لا يُنْكِرُ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِهَا، فَيُقَالُ : أَعْطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ عَمِلَهَا حَسَنَةً، فَيَقُولُ : إِنَّ لِي ذُنُوبًا مَا أَرَاهَا هَهُنَا "، قَالَ أَبُو ذَرٍّ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

হাদীস : ২৩০. হযরত আবূ যর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে এবং সর্ব শেষে যে গোনাহগার মুসলমান জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে। তার বড় বড় গোনাহসমূহ গোপন রেখে তার ছোট ছোট গোনাহগুলো তার সামনে পেশ করার আদেশ দেয়া হবে। তাকে বলা হবে, তুমি অমুক দিক অমুক অমুক গোনাহ করেছ। সে তা স্বীকার করবে, অস্বীকার করবে না এবং তার কবীরা গোনাহসমূহের ব্যাপারে ভীত-শংকিত থাকবে। তারপর আদেশ হবে, তোমরা তার কৃত প্রতিটি সগীরা গোনাহের স্থলে তাকে একটি করে নেকী দিয়ে দাও। সে বলবে, আমার তো আরো গোনাহ ছিল। সেগুলি তো এখানে দেখছি না। হযরত আবূ যর (রা.) বলেন, আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ উক্তিটি বর্ণনা করে হেসে দিলেন। এমনকি তাঁর দন্তরাজি পর্যন্ত প্রকাশ পেল। (হাসির কারণ হল, এতক্ষণ যে গোনাহগুলোর ব্যাপারে সে শংকিত ছিল, এখন সে গোনাহসমূহ প্রকাশে সে আগ্রহী হয়ে গেল)।

শব্দবিশ্লেষণ :

فيقال ঃ আল্লাহ তাআলা সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাকে আদেশ করবেন।

اعرضوا ঃ همزة وصل এর সাথে। عرض থেকে أمر এর সীগা। পেশ করা, উপস্থাপিত করা।

ويخبأ ঃ মাজহুলের সীগা। جملة حالية হয়েছে। লুকিয়ে রাখা, গোপন করা।

عملت يوم كذا كذا ঃ অর্থাৎ في الوقت الفلاني من السنة والشهر ولأسبوع واليوم। من الذنب الأخر অর্থাৎ وكذ অমুক গোনাহ من الذنب অর্থাৎ والساعة।

وهو مشفق ঃ إشفاق থেকে। ভীত হওয়া, শংকিত হওয়া। جملة حالية হয়েছে।

فيقال أعطوه ঃ অর্থাৎ يقول الله للملائكة আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলবেন, তোমরা তার প্রতিটি গোনাহের স্থলে একটি করে নেকী লিখে দাও।

ان لى ذنوبا ما أراها هنا ঃ অর্থাৎ আমলনামায়।

فلقد رأيت ঃ আসলে হবে فوالله لقد رأيت।

نواجذ ঃ হাসলে সামনের যে দাঁতসমূহ প্রকাশ পায় সে গুলোকে نواجذ বলে। মাড়ির দাঁত। এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য নিলে বলতে হবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালেভদ্রে কখনো জোরেও হেসেছেন। বুঝা গেল, হঠাৎ কখনো এভাবে হাসা মাকরূহ নয়। হ্যাঁ, জোরে জোরে অধিক পরিমাণে হাসা মাকরূহ।

তাশরীহ :

حتى بدت نواجذه ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত মুচকি হাসতেন। কখনো শব্দ করেও হেসেছেন। তবে এটা অভ্যাস ছিল না।

انى لأعلم اول رجل يدخل الجنة الخ ঃ সর্ব প্রথম যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে এবং সর্বশেষ যে গোনাহগার ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হবে, উভয়কে আমি জানি। এতে বুঝা যায় এ দু'ব্যক্তি আলাদা।

অন্য একটি সহীহ নুসখায় أول رجل الخ এর পবিরর্তে آخر رجل يدخل الجنة সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, লিপিবদ্ধ আছে। এ নুসখা অনুযায়ী সর্বশেষে যে জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং সর্বশেষে যে জান্নাতে যাবে- এ উভয় ব্যক্তি একই ব্যক্তি হবেন আর প্রথম নুসখা অনুযায়ী

স্বাভাবিকভাবে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি হবেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কারো কারো মতে গোনাহগার মু'মিনদের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তিও উদ্দেশ্য হতে পারেন। (جمع الوسائل، خصائل نبوى)

يؤتى بالرجل ঃ এখানে رجل দ্বারা 'প্রথম ব্যক্তি' অর্থাৎ গোনাহগার মু'মিনদের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী উদ্দেশ্য হতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি, অর্থাৎ সবশেষে যে জাহান্নাম থেকে বের হবে সে উদ্দেশ্য। কিন্তু সহীহ মতানুযায়ী সবশেষে যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। তার আলোচনা ২৩৩ নং হাদীসে আসছে। এখানে উল্লেখিত দুই ব্যক্তি ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি উদ্দেশ্য।

আল্লামা বাজূরী এ মতের সমর্থন করেছেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এখানে واو استيناف এর সাথে ويؤتى بالرجل এসেছে। আল্লামা মুনাবীও এ মত সমর্থন করেন। (حاشية خصائل نبوى : صـ١٢٢)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الإيمان : باب اثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار : والترمذى فى جامعه أبواب صفة جهنم : باب ما جاء ان للنار نفسين وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد.

* * *

حديث : ٢٣١– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : "مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَآنِي إِلاَّ ضَحِكَ "

হাদীস : ২৩১. হযরত জারীর ইবনু আব্দিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম কবূল করার পর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো আমাকে তাঁর নিকট আসতে বাধা দেননি এবং তিনি আমাকে দেখলেই হাসতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

ما حجبنى ঃ অর্থাৎ ما منعنى من الدخول عليه আমাকে খাস ব্যক্তিদের সাথে তাঁর ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দেননি বা তাঁর খাস মজলিসে যেতে বাধা দেননি।

কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, ما منعنى من ملتمساتى عنه আমি কিছু চাইলে নিষেধ করেননি; বরং যা চেয়েছি দান করেছেন।

منذ أسلمت ঃ হযরত জারীর ইবনু আব্দিল্লাহ হিজরী দশম বর্ষের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه : كتاب المناقب : باب ذكر جرير بن عبد الله البجلى، ومسلم فى صحيحه : كتاب الفضائل : باب من فضائل جرير بن عبد الله، والترمذى فى المناقب.

* * *

حديث : ٢٣٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : "مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا رَآنِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلاَّ تَبَسَّمَ "

হাদীস : ২৩২. হযরত জারীর ইবনু আব্দিল্লাহ (রা.) বলেন, আমি মুসলমান হওয়ার পর থেকে কোন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তাঁর নিকট আসতে বাধা দেননি এবং যখনই তিনি আমাকে দেখতেন মুচকি হাসি দিতেন।

منذ أسلمت ঃ কিছু প্রতিলিপিতে এ বাক্যটিকে উভয় فعل এর পরে উল্লেখ করা হয়েছে। আর কিছু প্রতিলিপিতে প্রথম فعل এর পরে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন পূর্বের হাদীসে এরূপ আছে। উভয় সূরতে বাক্যটির সম্পর্ক উভয় فعل এর সাথে হবে। (المواهب اللدنية : صـــ١٦٨)

إلا تبسم ঃ এ বাক্যের সম্পর্ক শুধু দ্বিতীয় فعل অর্থাৎ ولا رآنى এর সাথে হবে। এ বাক্য থেকে বুঝা গেল, পূর্বের হাদীসে বর্ণিত إلاّ ضحك দ্বারা تبسم বা মুচকি হাসি উদ্দেশ্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জারীর ইবনু আব্দিল্লাহকে দেখলেই মুচকি হাসতেন সম্ভবত তাঁর বর্ণনাতীত সৌন্দর্যের কারণে। হযরত উমার (রা.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, هذه يوسف الأمة, জারীর এ উম্মতের ইউসুফতুল্য।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه : كتاب الجهاد : باب من لا يثبت على الخيل، كتاب الأدب : باب التبسم والضحك، ومسلم فى صحيحه : كتاب الفضائل : باب من فضائل جرير بن عبد الله والترمذى فى جامعه : أبواب المناقب : مناقب جرير بن عبد الله.

* * *

حديث : ٢٣٣- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضى الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنِّي لأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيُقَالُ لَهُ : انْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ"، قَالَ : "فَيَذْهَبُ لِيَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ، قَدْ أَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ، فَيُقَالُ لَهُ : أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّتِي كُنْتَ فِيهِ، فَيَقُولُ : نَعَمْ "، قَالَ : "فَيُقَالُ لَهُ : تَمَنَّ "، قَالَ : "فَيَتَمَنَّى، فَيُقَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا"، قَالَ : "فَيَقُولُ : تَسْخَرُ مِنِّي وَأَنْتَ الْمَلِكُ!"قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ، حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ

হাদীস : ২৩৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সর্বশেষে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে, আমি তাকে চিনি। সে শরীর হেঁচড়ে হামাগুড়ি দিয়ে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে। (কারণ, জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করার দরুন সোজা হয়ে চলতে পারবে না।) তখন তাকে বলা হবে, যাও! জান্নাতে প্রবেশ কর। সে জান্নাতে প্রবেশ করতে গিয়ে দেখবে, জান্নাতীরা জান্নাতে নিজ নিজ স্থান দখল করে নিয়েছেন। (তার কাছে মনে হবে আর কোন স্থান অবশিষ্ট নেই।) সে ফিরে এসে বলবে, হে রব! জান্নাতের সব জায়গাই তো লোকেরা দখল করে নিয়েছে। তখন তাকে বলা হবে, তুমি যে এক সময় দুনিয়াতে অবস্থান করেছিলে, তখনকার কথা মনে আছে কি? সে বলবে, হ্যাঁ মনে আছে। তাকে বলা হবে, তোমার মনে যা চায় তুমি তার আকাংখা কর। তখন সে তার আকাংখা ব্যক্ত করবে। তাকে বলা হবে, তুমি যা কিছু আকাংখা করেছ তা মনযুর করা হল, তার সাথে দুনিয়ার দশগুণ দান করা হল।

তখন সে বান্দা বলবে, হে আল্লাহ! আপনি রাজাধিরাজ হয়ে আমার সাথে ঠাট্টা করছেন?

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন, আমি দেখলাম, এ কথা বলে (ঐ ব্যক্তির উক্তি নকল করে) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসেছেন, এমনকি তাঁর দন্তরাজি প্রকাশ পেল।

শব্দবিশ্লেষণ :

زحفا ঃ নিতম্বে ভর করে বুক বাড়িয়ে চলা। কোনো কোনো বর্ণনায় এখানে زحفا এর স্থলে حبوا এসেছে। এর অর্থ দুই হাত এবং দুই জানুর উপর ভর দিয়ে চলা। হামাগুড়ি দিয়ে চলা। এ উভয় বর্ণনার মাঝে কোন বিরোধ নেই। কারণ, শব্দ দু'টি একটি অপরটির স্থলে ব্যবহার হয় বা তারা কখনো নিতম্বে ভর দিয়ে চলবে, কখনো হামাগুড়ি দিয়ে চলবে।

أخذوا المنازل ঃ منزل এর বহুবচন। ঘর, আসন, মনযিল, বিশ্রাম স্থল। এখানে উদ্দেশ্য, أخذوا منازلهم ويخيل له أنه لم يبق منزل لغيرهم.

লোকটা গিয়ে দেখবে, প্রত্যেক জান্নাতী নিজ নিজ স্থান দখল করে নিয়েছেন এবং তার মনে হবে- অন্যদের জন্য আর কোন জায়গা অবশিষ্ট নেই।

أتذكر الزمان الذى الخ ঃ দুনিয়াতে যে এক সময় অবস্থান করেছিলে, তার কথা মনে আছে কি? অর্থাৎ যখন দুনিয়াতে ছিলে তখন সেখানকার অবস্থা কি ছিল? দুনিয়া ছিল সংকীর্ণ। সেখানে পূর্ববর্তীরা স্থান দখল করে নিলে পরবর্তীদের জন্য আর স্থান থাকত না। তুমি কি জান্নাতকে দুনিয়ার মত সংকীর্ণ মনে করছ?

হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (র.) বলেন, অধমের মতে আরেকটি মতলব উত্তম মনে হয়। তা হল, দুনিয়া কত বড় ছিল তোমার স্মরণ হয় কি? এ কথা স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য হল, অচিরেই তাকে দুনিয়ার চেয়ে দশগুণ জান্নাত দেয়া হবে। কাজেই সমগ্র দুনিয়ার কথা একবার চিন্তা করে নিলে জান্নাতের বিশালতার কিছুটা অনুমান করতে পারবে।

تمن ঃ أمر এর সীগা। তোমার মনে যা চায় কামনা কর, তা দেয়া হবে। আখেরাতকে দুনিয়ার সাথে তুলনা করা যায় না। দুনিয়া ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ, আখেরাত বড় বিশাল।

ضعف -أضعاف ঃ عشرة أضعاف الدنيا এর বহুবচন। দ্বিগুণ, বহুগুণ। মূল্যমান এবং পরিমাপ উভয় দিক থেকে দুনিয়ার দশগুণ দেওয়া হবে।

اتسخرنى ঃ ঠাট্টা করা, উপহাস করা, বিদ্রূপ করা। এ শব্দটি তিনভাবে বর্ণিত আছে, أتسخرنى، أتسخرنى، أتسخر منى।

অকল্পনীয় নেয়ামতের কথা শুনে, বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে, তার মুখ ফসকে এ কথা বের হয়ে পড়েছে।

وأنت الملك ঃ এটা جملة حالية। তুমি বাদশার বাদশাহ। আর আমি একজন তুচ্ছ গোলাম। এটা ছিল তাঁর পরম বিনয়।

তাশরীহ :

حتى بدت نواجذه ঃ এখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাসির কয়েকটি কারণ হতে পারে।

(ক) আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতের যে নেআমত দান করেছেন, তার খুশী প্রকাশার্থে হেসেছেন। সবশেষে জাহান্নাম থেকে বের হওয়া, সবচে বড় গোনাহগার ব্যক্তি যখন এত বড় নেআমত লাভ করল, তখন মুত্তাকী ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহ কত বেশি রহমত বর্ষণ করবেন- এ আনন্দে হেসেছেন।

(খ) এত কঠিন আযাব ভোগ করার পর আল্লাহ তাআলার সামনে দুঃসাহসিক মন্তব্য করায় হেসেছেন।

(গ) লোকটির বিস্ময় বিমূঢ় অবস্থার উপর হেসেছেন।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه : كتاب الرقاق : باب صفة الجنة والنار وفى التوحيد : باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، ومسلم فى صحيحه : كتاب الإيمان : باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار، والترمذى فى جامعه : أبواب صفة جهنم : باب أن للنار نفسين وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد، وابن ماجة فى سننه : كتاب الزهد : باب صفة الجنة.

* * *

حديث : ٢٣٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أنبأنا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا رضى الله عنه أُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي

الرِّكَابِ، قَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا، قَالَ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ، ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلاثًا، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ ثَلاثًا، سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، ثُمَّ ضَحِكَ. فَقُلْتُ لَهُ : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ ضَحِكَ، فَقُلْتُ : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ : "إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ، إِذَا قَالَ : رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ أحد غَيْرُه.

হাদীস : ২৩৪. আলী ইবনু রাবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আলীর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় তাঁর আরোহনের জন্য একটি জন্তুযান আনা হল। তিনি রেকাবে পা রেখে বললেন, বিসমিল্লাহ। তার পিঠে আরোহন করে স্থির হয়ে বসে বললেন, আল-হামদুলিল্লাহ। তারপর বললেন,

سبحان الذى سخرلنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.

(ঐ সত্তার পরিবত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি একে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, নচেৎ একে অনুগত করা ছিল আমাদের সাধ্যের অতীত। অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকটই ফিরে যাব) এরপর তিনি আল-হামদু লিল্লাহ তিনবার ও আল্লাহু আকবার তিনবার বললেন এবং এ দুআ পাঠ করলেন,

سبحانك إنى ظلمت نفسى فاغفرلى فإنه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت.

(তুমিই যাবতীয় ত্রুটি থেকে পাক ও পবিত্র। আমি নিজের প্রতি যুলুম করেছি। আমাকে ক্ষমা কর। তুমি ছাড়া ক্ষমা করার আর কেউ নেই।) এরপর আলী (রা.) হাসলেন। ইবনু রাবিয়া বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি হাসলেন কেন? তিনি বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপই করতে দেখেছি, যেরূপ আমি করলাম। (যেরূপ আমি আরোহন করলাম এবং দুআ পড়লাম।) তারপর তিনিও হেসেছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, দুআর পর হাসির কারণ কী- ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেছিলেন, বান্দা যখন বলে হে আমার রব! আমার যাবতীয় গোনাহ ক্ষমা করে দাও। তাঁর এ বিশ্বাসও সুদৃঢ় থাকে

যে, আল্লাহ ছাড়া মাফ করতে পারে সে সাধ্য কারো নেই। তখন আল্লাহ ঐ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

শব্দবিশ্লেষণ :

دابة ঃ ما يدب على الأرض - যমীনে বিচরণশীল প্রাণী। পরবর্তীতে শুধু চতুষ্পদ জন্তুর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে উদ্দেশ্য জন্তুযান। যেমন ঘোড়া, উট, গাধা, খচ্চর।

فلما وضع رجله ঃ অর্থাৎ أراد وضعها।

الركاب ঃ ঘোড়া বা জন্তুযানের দুই পাশে ঝুলানো পা-দান।

سخَّر ঃ অধীন করা, অনুগত করা, বশ করা।

للتسخير ঃ وما كنا له।

مقرنين ঃ مطيقين لقهره واستعماله-সামর্থবান। একে অনুগত করার সামর্থ আমাদের ছিল না।

ليعجب ঃ ليرضى-সন্তুষ্ট হন।

يعلم ঃ قال এর فاعل থেকে حال হয়েছে।

سبحنك ঃ أسبحك تنزيها- সকল দোষক্রটি থেকে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

তাশরীহ :

ثم قال الحمد لله ঃ আল্লাহ তাআলা একটি শক্তিশালী পশুকে দুর্বল মানুষের অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন। এটা তাঁর বড় নেয়ামত। তাই এ নেয়ামতের শোকর আদায় করে আল-হামদু লিল্লাহ পড়েছেন।

والله أكبر ثلاثا ঃ আল্লাহর এ নেয়ামতের উপর আশ্চর্য হয়ে আল্লাহু আকবার বলেছেন।

إنه لا يغفر الذنوب أحد ঃ বান্দা যখন এ কথার স্বীকৃতি দেয়, তখন আল্লাহ তাআলা খুশি হন। আল্লাহ তাআলার এ খুশিতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি প্রকাশ করেছেন এবং মুচকি হেসেছেন। তাঁরই অনুসরণে হযরত আলী (রা.) হেসেছেন। এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যানবাহনে আরোহন কালে এ দুআগুলো পাঠ করা সুন্নত।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه : كتاب الجهاد : باب ما يقول الرجل إذا ركب، والترمذى فى جامعه : أبواب الدعوات : باب ما يقول إذا ركب دابة.

* * *

حديث : ٢٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أنبأنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ سَعْدٌ : لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ كَانَ ضحكه؟ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مَعَهُ تُرْسٌ، وَكَانَ سَعْدٌ رَامِيًا، وَكَانَ الرجل يَقُولُ كَذَا وَكَذَا بِالتُّرْسِ يُغَطِّي جَبْهَتَهُ، فَنَزَعَ لَهُ سَعْدٌ بِسَهْمٍ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَمَاهُ فَلَمْ يُخْطِئْ هَذِهِ مِنْهُ يَعْنِي جَبْهَتَهُ وَانْقَلَبَ الرَّجُلُ، وَشَالَ بِرِجْلِهِ : "فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ."قَالَ : قُلْتُ : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكَ؟ قَالَ : مِنْ فِعْلِهِ بِالرَّجُلِ

হাদীস : ২৩৫. আমের ইবনু সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ (রা.) বলেছেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাসতে দেখলাম। এমনকি তাঁর সামনের পাটির দন্তরাজি প্রকাশ পেল। আমের বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কেন হেসেছিলেন? সা'দ (রা.) বলেন, (যুদ্ধ চলাকালে) এক কাফিরের হাতে একটি ঢাল ছিল। আর সা'দ ছিলেন দক্ষ তীরন্দায। কিন্তু ঐ কাফির তার ঢালটি ক্ষিপ্রতার সাথে এ দিক ও দিক ঘুরিয়ে তার কপাল রক্ষা করছিল। সা'দ একটা তীর বের করে তা ধনুকে জুড়ে নিয়ে অপেক্ষায় থাকলেন। সে যেই মাত্র মাথা উঁচু করল, অমনি সা'দ তীর নিক্ষেপ করেন। তা লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয়ে তার কপালে বিদ্ধ হল। সে চিৎ হয়ে পড়ে গেল, আর তার পদদ্বয় উপরে উঠে গেল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসলেন, এমনকি তাঁর সামনের পাটির দাঁত পরিদৃষ্ট হলো। আমের বললেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কী কারণে হাসলেন, তিনি বললেন, লোকটির সাথে সা'দের এ কাজের দরুন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

عامر بن سعد ঃ বিখ্যাত তাবেয়ী। তিনি সাহাবী হযরত সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাসের সাহেবজাদা। একশত চার হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।

سعد بن أبي وقاص ঃ এক সাথে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীর একজন। তিনি ইসলামের প্রথমদিকে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র সতের বছর।

قال ঃ এর فاعل হলেন عامر।

كيف كان ضحكه ঃ অর্থাৎ على أى حال كان ضحكه فى ذلك اليوم।

ترس ঃ যার সাহায্যে যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করা হয়। ঢাল।

وكان سعد راميا ঃ এ বাক্যটি আমেরের উক্তি হতে পারে। আর যদি হযরত সা'দ (রা.) -এর উক্তি হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে تكلم থেকে غيبة এর দিকে التفات হয়েছে।

راميا ঃ দক্ষ তীরন্দাজ, নিপুণ তীরন্দাজ।

وكان يقول كذا وكذا ঃ অর্থাৎ يفعل ويشير يمينا وشمالا به -ডানে বামে ঢালটিকে ঘুরিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিল।

فترع له سعد بسهم ঃ এখানে با অক্ষরটি অতিরিক্ত। অর্থাৎ أخرج ومد له سعد سهما منتظرا كشف جبهته হযরত সা'দ তূণীর থেকে তীর বের করে ধনুকে জুড়ে নিয়ে চুপিসারে তার মাথা বের করার অপেক্ষায় থাকলেন।

فلم يخطى هذه منه ঃ অর্থাৎ فلم يخطى السهم الجبهة من الرجل তীর লোকটির কপাল থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি বা فلم يخطى هذه الرمية من الجبهة।

يعنى جبهته ঃ এটি عامر এর উক্তি। তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, হযরত সা'দ (রা.) 'هذه' বলে جبهة বা কপাল উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

إنقلب ঃ سقط الرجل على عقبه- লোকটি চিৎ হয়ে পড়ে গেল।

شال برجله ঃ با অক্ষরটি অতিরিক্ত। উপরে উঠা, উত্তোলিত হওয়া।

তাশরীহ :

من أى شىء ضحك ঃ কারো সন্দেহ হতে পারে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফির লোকটির সতর খুলে যাবার কারণে হাসলেন কি না? তাই পুনরায় জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। হযরত সা'দ (রা.) বললেন, সতর খুলে যাওয়ার কারণে নয়; বরং তীর নিক্ষেপে আমার নিপুণতা এবং লোকটির এত চেষ্টা সত্ত্বেও তীর সঠিকভাবে লক্ষ্যে লাগার কারণে হেসেছিলেন।

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف.

(٣٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ مِزَاحِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ سِتَّةُ أَحَادِيثَ

অনুচ্ছেদ :: ৩৬
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রসিকতা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

শব্দবিশ্লেষণ :

مزاح ঃ মীমে পেশ ও যের দুই ভাবে পঠিত হয়। কৌতুক, রসিকতা।

তাশরীহ :

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসি কৌতুক করেছেন। আবার এর থেকে নিষেধও করেছেন। জামে তিরমিযীতে বর্ণিত এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

لا تمار أخاك ولا تمازحه، أبواب البر والصلة : باب ما جاء فى المراء.

তোমার ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করো না এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করো না।

ইমাম নববী (র.) উভয় হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে বলেছেন, যে হাস্যরসিকতা অন্তরে কঠোরতা সৃষ্টি করে, অথবা আল্লাহর ধ্যান থেকে গাফেল করে দেয়, বা কারো কষ্টের কারণ হয়, কিংবা গাম্ভীর্য ও মর্যাদা নষ্ট করে- এ ধরনের হাসি কৌতুক নিষেধ। যে হাস্যরস মনে প্রফুল্লতা আনে, তা জায়েয; বরং মুস্তাহাব। এমনিভাবে ইবাদত-বন্দেগী ও দ্বীনী কাজে দেহ মনকে সজীব করা এবং দৈহিক ও মানসিক অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে মাঝে মধ্যে নির্দোষ হাসি-মজাক করা জায়েয; বরং উত্তম।

* * *

حديث : ٢٣٦- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ أنبأنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : "يَا ذَا الأُذُنَيْنِ"، قَالَ مَحْمُودٌ : قَالَ أَبُو أُسَامَةَ : يَعْنِي يُمَازِحُهُ.

হাদীস : ২৩৬. হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (কখনো কখনো) তাঁকে বলতেন, হে দুই কানওয়ালা। মাহমুদ বলেন, আবূ উসামা বলেছেন, তিনি কৌতুক করে তা বলতেন।

তাশরীহ :

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রসিকতা করে আনাস (রা.)-কে দুই কানওয়ালা বলে সম্বোধন করেছেন, এতে কোন মিথ্যা বা ভুল কথা ছিল না। কান প্রত্যেকেরই দুটি থাকে। হযরত আনাসকে দুই কানওয়ালা হয়ত বিশেষ কোন কারণে বলেছেন। যেমন তাঁর দুই কান তুলনামূলকভাবে বড় ছিল বা তাঁর শ্রবণশক্তি প্রবল ছিল। তিনি দূরের কথাও অনায়াসে শুনতে পেতেন।

হাস্য-রসিকতার আহকাম

* দৈহিক বা মানসিক অবসাদ দূর করা এবং মনে প্রফুল্লতা আনার উদ্দেশ্যে নির্দোষ কৌতুক করা জায়েয; বরং মুস্তাহাব।

* অতিরিক্ত হাসি মজাক যা হৃদয় কঠিন হওয়ার কারণ হয়, আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল করে, ভাবগাম্ভীর্য ও মর্যাদা নষ্ট করে- তা নিষিদ্ধ।

* যে ক্রীড়া কৌতুকে মিথ্যা বা ধোকার সংমিশ্রণ থাকে বা যে রসিকতা কারো মনোবেদনা বা মানহানির কারণ হয় তা নাজায়েয।

ক্রীড়া কৌতুকের সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্যণীয় :

(ক) মিথ্যা ও ধোকার সংমিশ্রণ না থাকা।

(খ) কারো কষ্ট ও মনোবেদনার কারণ না হওয়া।

(গ) কারো মানহানি না হওয়া।

(ঘ) অতিরিক্ত হাসি মজাক না করা, যা হৃদয়ের কঠোরতা এবং গাফলতের কারণ হয়। (عون الترمذى : جـ١، صـ٣١٦)

রসিকতার হেকমত

হাস্য রসিকতা মানবজীবনের একটি সুখকর উপাদান। এ ব্যাপারে সীমা লংঘন করা যেমন ক্ষতিকর, আবার এটা থেকে শূন্য হওয়াও একটি ত্রুটি। একজন মহান ও পূত পবিত্র ব্যক্তিত্বের পক্ষ থেকে ছোটদের সাথে

হাসিরসের আচরণ তাদের মনোরঞ্জন ও সম্মানবৃদ্ধির কারণ হয়। যা অন্য কোন পন্থায় অর্জন করা যায় না। তাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উৎসর্গিত প্রাণ সাহাবীদের সাথে মাঝে মধ্যে হাসিখুশি করতেন, রসিকতা করে কথা বলতেন। এটা ছিল তাঁর পক্ষ থেকে সাহাবীদের প্রতি সবচে সুখপ্রদ সোহাগ। তবে তাঁর রসিকতা নির্দোষ পরিচ্ছন্ন এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ হত। (عون الترمذى : جـ١، صـ٣١٦)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه : أبواب البر والصلة : باب ما جاء فى المزاح وفى المناقب : مناقب أنس بن مالك.

* * *

حديث : ٢٣٧– حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لأَخٍ لِي صَغِيرٍ : "يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟". قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُمَازِحُ وَفِيهِ أَنَّهُ كَنَّى غُلامًا صَغِيرًا، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا عُمَيْرٍ.وَفِيهِ أَنَّهُ لا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى الصَّبِيُّ الطَّيْرَ، لِيَلْعَبَ بِهِ. وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ "لأَنَّهُ كَانَ لَهُ نُغَيْرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ، فَحَزِنَ الْغُلامُ عَلَيْهِ فَمَازَحَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ "

হাদীস : ২৩৭. হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে অবাধে মিশতেন। এমনকি তিনি আমার ছোট ভাইটিকে কৌতুক করে বলতেন, হে আবূ উমায়ের, কি করেছে তোমার নুগাইর (অর্থাৎ তোমার নুগাইর পাখিটির কী অবস্থা?)

শব্দবিশ্লেষণ :

إن كان ঃ আসলে انه ছিল। إن এর اسم হল ضمير شان।

ليخالطنا ঃ مخالطة থেকে। মেলামেশা করা, সংমিশ্রণ। এখানে আমাদের বলে হযরত আনাস তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে বুঝিয়েছেন।

لأخ لى صغير ঃ 'আমার এক ছোট ভাই' তিনি আনাসের মা শরীক ভাই ছিলেন। হযরত আবূ তালহা আনসারীর ছেলে। তার নাম ছিল কাবশাহ। উপনাম আবূ উমায়ের।

أبو عمير ঃ কেউ কেউ বলেছেন, পূর্ব থেকে ছেলেটির উপনাম أبو عمير ছিল। আবার কারো মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই তাকে সর্বপ্রথম এ নামে ডেকেছেন এবং নুগায়েরের সাথে মিল রেখে আবূ উমায়ের নামে উল্লেখ করেছেন। তবে প্রথম মতটিই সহীহ।

ما شانه وما حاله ঃ ما فعل النغير -তোমার নুগাইর পাখিটির কি অবস্থা?

النغير ঃ এটা نُغَرٌ এর تصغير। দেখতে চড়ুই এর মত লাল ঠোঁট বিশিষ্ট এক প্রকারের পাখি। حياة الحيوان এর গ্রন্থকার এটিকে বুলবুল বলেছেন। মদীনাবাসীও এটাকে বুলবুল নামে অভিহিত করত।

তাশরীহ :

এ হাদীস থেকে অনেক মাসআলা বুঝে আসে। যেমন :

* ছোট শিশুর উপনাম রাখা, তাকে উপনামে ডাকা জায়েয আছে। এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়।

* يا أبا عمير ما فعل النغير - বাক্য থেকে বুঝা যায়, বাক্যের অন্ত্যমিল নিষেধ নয়। জোর করে অন্ত্যমিলযুক্ত বাক্য বানানো নিষেধ।

* বুঝদার শিশুর হাতে পাখি দেওয়া জায়েয আছে। অবুঝ শিশুর হাতে দিবে না। কারণ, সে পাখিকে কষ্ট দিতে পারে। কাজেই যখন জানা থাকে শিশু পাখিকে কষ্ট দিবে না, তখন তাকে খুশি করার উদ্দেশ্যে পাখি নিয়ে খেলতে দেওয়া জায়েয আছে।

* এ হাদীস থেকে প্রমাণিত, মদীনা মক্কার ন্যায় হারাম নয়। কাজেই মদীনার পশুপাখি শিকার করা জায়েয আছে।

* শিশুর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে তার সাথে হাস্যরসিকতা জায়েয আছে। এখানে শিশু আবূ উমায়ের-এর খেলার পাখিটি মারা গেলে সে খুবই মর্মাহত হয়। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সান্তনা দেওয়ার জন্য পাখিটির অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন। এভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা বলার দ্বারা তার মাঝে আনন্দ আসে দুঃখ দূর হয়।

* এ হাদীস থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উন্নত আখলাক, হৃদয়ের বিশালতা, কোমলতা এবং সবার সাথে বিনয়ী আচরণের প্রমাণ মিলে।

ما فعل النغير؟ ঃ নুগায়ের পাখিটি মারা যাওয়ার কথা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন। তথাপি জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্যে ছিল শিশু উমায়েরের মন খুশি করা।

(جمع الوسائل : جـ٢، صـ٣٠-٣٢، المواهب اللدنية : صـ١٧٣-١٧٤)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه : كتاب الأدب : باب الانبساط إلى الناس وباب الكنية للصبى، ومسلم فى كتاب الأدب : باب جواز تكنية الصغير : وأبو داود فى الأدب : باب الرجل يتكنى وليس له ولد، وابن ماجة فى الأدب : وباب المزاح وباب الرجل يتكنى قبل أن يولد له والترمذى فى أبواب البر والصلة : باب ما جاء فى المزاح.

* * *

حديث : ٢٣٨- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ : أخبرنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ شَقِيقٍ أخبرنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّٰهِ، إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ : "نَعَمْ غَيْرَ أَنِّيْ لاَ أَقُوْلُ إِلاَّ حَقًّا، تُدَاعِبُنَا يَعْنِي تُمَازِحُنَا.

হাদীস : ২৩৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কিছু সাহাবী আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের সাথে কৌতুকও করেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন, আমি কেবল সত্য কথাই বলে থাকি। (এমনকি কৌতুকেও।)

শব্দবিশ্লেষণ :

تداعبنا ঃ مداعبة - থেকে উদ্গত। রসিকতা করা, আমোদ করা।

يعنى تمازحنا ঃ এটা ইমাম তিরমিযী বা তাঁর কোন উস্তাদের পক্ষ থেকে কৃত تداعبنا এর ব্যাখ্যা।

তাশরীহ :

সাহাবীগণ এ জন্য প্রশ্ন করেছিলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই হাসি কৌতুক করতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া এটা ভাবগাম্ভির্যকে ক্ষুণ্ন করে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলেন, আমার হাসি কৌতুক ঐ পর্যায়ের নয়। যে হাসি কৌতুকে মিথ্যার মিশ্রণ ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ থাকে, কাউকে কষ্ট দেওয়া হয়, সেটি নিষেধ।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه الترمذى فى جامعه : أبواب البر والصلة : باب ما جاء فى المزاح.

* * *

حديث : ٢٣٩– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا خَالدُ بْنُ عَبْد اللّه عَنْ حُمَيْد عَنْ أَنَس بْنِ مَالك أَنَّ رَجُلا اسْتَحْمَلَ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ : "إِنِّي حَامِلُكَ عَلَى وَلَد نَاقَة"، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّه! مَا أَصْنَعُ بِوَلَد النَّاقَة؟ فَقَالَ رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : "وَهَلْ تَلدُ الإِبلَ إلاّ النُّوقُ "

হাদীস : ২৩৯. হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরোহণযোগ্য একটি সওয়ারীর আবেদন করল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে একটি উষ্ট্রীর বাচ্চায় আরোহন করাব। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উষ্ট্রীর বাচ্চা দিয়ে আমি কী করব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, উষ্ট্রী ছাড়া অন্য কিছু কি উট প্রসব করে? অর্থাৎ প্রত্যেক উটই কোন না কোন উষ্ট্রীর বাচ্চা হয়ে থাকে!

শব্দবিশ্লেষণ :

إستحمل ঃ سأله أن يحمله على دابة والمراد أن يعطيه حمولة يركبها সওয়ারীর উপর বসানোর আবেদন করল। অর্থাৎ ভারবাহী সওয়ারীর প্রার্থনা করল, যাতে সে আরোহন করতে পারে।

الإبل ঃ مفعول مقدم হিসাবে লাম منصوب হয়েছে। همزة ও با এর নিচে যের। কখনো با কে ساكن পড়া হয়। এটা جمع اسم অর্থ উট।

إِلاَّ النُّوْقُ ঃ فاعل مؤخر হিসাবে مرفوع হয়েছে। এটা ناقة এর বহুবচন। উষ্ট্রী।

তাশরীহ :

إنى حاملك على ولد ناقة ঃ আমি তোমাকে একটি উষ্ট্রীর বাচ্চায় আরোহণ করাব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে মৃদু রসিকতা করেছেন। কিন্তু লোকটি তা বুঝতে পারেনি। সে ধারণা করল, সত্যিই তাকে উষ্ট্রীর একটি বাচ্চা দেয়া হবে যা আরোহণযোগ্য নয়।

هل تلد الإبل إلاّ النوق ঃ প্রত্যেক উট বড় হোক বা ছোট হোক সেটি কোন না কোন উটনীর বাচ্চা হয়ে থাকে।

এ বাক্যের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি যদি আমার কথা মনোযোগ সহকারে শুনতে এবং বুঝার চেষ্টা করতে- তাহলে এ কথা বলতে না যে, উষ্ট্রীর বাচ্চা দিয়ে আমি কী করব?

এ হাদীসের মাঝে রসিকতা ছাড়াও এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে কোন কথা মনোযোগ সহকারে শোনা চাই এবং চিন্তা-ভাবনা করে উত্তর দেওয়া চাই।

أحوال الرواة

خالد بن عبد الله : بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطى المدنى، ثقة عابد، يقال : إنه اشترى نفسه من الله ثلاث مرات كل مرة يتصدق بوزن نفسه فضة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب الأدب، باب المزاح والترمذى فى جامعه، أبواب البر والصلة، باب ما جاء فى المزاح.

* * *

حديث : ٢٤٠- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرًا، وَكَانَ يَهْدِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً مِنَ الْبَادِيَةِ، فَيُجَهِّزُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ "وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّهُ وَكَانَ رَجُلا دَمِيمًا، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ وَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ لا يُبْصِرُهُ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا؟ أَرْسِلْنِي.

فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ لا يَأْلُو مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عَرَفَهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْعَبْدَ"، فَقَالَ الرجل : يَا رَسُولَ اللّٰه، إِذًا وَاللّٰه تَجِدُنِي كَاسِدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَكِنْ عِنْدَ اللّٰه لَسْتَ بِكَاسِد "أَوْ قَالَ : "أَنْتَ عِنْدَ اللّٰه غَالٍ".

হাদীস : ২৪০. হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাহের নামের এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বিভিন্ন গ্রামীণ দ্রব্যাদি হাদিয়া নিয়ে আসত। আবার যখন সে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি নিত, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাকে বিভিন্ন (শহুরে) জিনিস উপহার দিতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার বলেন, যাহের আমাদের পল্লী এবং আমরা তার শহর। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। সে ছিল কিছুটা কুৎসিত।

একদিন সে (বাজারে) তার পণ্য বিক্রয় করছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট আসেন। তিনি তার পেছন দিক থেকে এসে তাকে এমনভাবে ধরলেন যে, সে তাঁকে দেখতে পায়নি। সে বলল, কে? আমাকে ছেড়ে দাও। সে নেত্রকোণ দিয়ে লক্ষ্য করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনে ফেললো। তখন তার পিঠ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বুকের সাথে আরো বেশি করে ঘষতে থাকে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কে এ গোলামটি খরীদ করবে? যাহের বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর শপথ! তবে তো আমাকে কমদামী পাবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিন্তু আল্লাহর নিকট তো তুমি কমদামী নও বা বলেছেন, তুমি আল্লাহর নিকট অনেক দামী।

শব্দবিশ্লেষণ :

زاهرا ঃ যাহির ইবনু হারাম, তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন।

من البادية ঃ মরুভূমি, বনভূমি। এখানে উদ্দেশ্য : حاصلة منها- বন ও গ্রাম থেকে অর্জিত ফলফলাদি, শাক-সব্জি ইত্যাদি।

فيجهزه ঃ বাবে تفعيل থেকে। প্রস্তুত করা।

إلى وطنه ঃ إذا أراد أن يخرج ।

بادیتنا ঃ সে আমাদের পল্লী। অর্থাৎ মানুষ পল্লীর তাজা ফলমূল দ্বারা উপকৃত হয়, তেমনি আমরা যাহির থেকে উপকৃত হই। তাই রূপক অর্থে তাকে পল্লী বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, بادیتنا অর্থ ساكن بادیتنا অর্থাৎ সে আমাদের পল্লীবাসী।

نحن ঃ অর্থাৎ নবী পরিবার।

حاضروه ঃ অর্থাৎ حاضروالمدينة له - পল্লীতে শহরের যে সকল জিনিসের প্রয়োজন হয়, আমরা তার জন্য সেগুলো সরবরাহ করি।

دميما ঃ কুৎসিত।

احتضنه ঃ বাবে افعتال থেকে। أدخله فى حضنه কোলে নেওয়া, বুকে জড়িয়ে ধরা।

من خلفه ঃ অর্থাৎ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পিছন দিক থেকে এসে দুই হাত যাহেরের বগলের নিচ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেন।

فالتفت ঃ অর্থাৎ ببعض بصره ।

لا يألو ঃ لا يقصر-ত্রুটি করেননি।

ما ألصق ঃ ما টি مصدرية অর্থাৎ لا يقصرفى لزق ظهره بصدر مصدر الفيوض تبركا وتلذذا সে তার পিঠকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বুকের সাথে চেপে ধরতে ত্রুটি করেনি।

كاسد ঃ চাহিদাবিহীন, কমদামী।

غال ঃ أنت عند الله غال অর্থ মূল্যবান, দামী। অর্থাৎ বাহ্যত তুমি কুৎসিত হলেও তোমার ভিতর পূত-পবিত্র। কাজেই আল্লাহর কাছে তুমি অনেক দামী। إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ।

তাশরীহ :

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেছন থেকে এসে যাহেরের বগলের নিচে হাত দিয়ে চোখে হাত রেখে তাকে জড়িয়ে ধরা ছিল রসিকতা। হযরত যাহের (রা.)-কে গোলাম বলাও ছিল এক ধরনের

কৌতুক। কারণ, তিনি আযাদ ছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রূপক অর্থে তাকে গোলাম বলেছেন। তা ছাড়া যাহেরকে পল্লী বলা, এবং নিজেদেরকে শহর বলার মাঝেও আনন্দ ও রসিকতা ছিল।

এ হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় জানা গেল :

* প্রিয়জনের চোখে হাত রেখে পেছন দিক থেকে তাকে জড়িয়ে ধরা জায়েয আছে।
* পণ্য বিক্রয়ের সময় প্রয়োজনে জোর আওয়াজে কথা বলা জায়েয।
* পরোক্ষ অর্থে কোন আযাদকে গোলাম বলা জায়েয।
* বড়র জন্য ছোটর সাথে নির্দোষ রসিকতা করা জায়েয।
* কারোর বাস্তব প্রশংসা করা জায়েয আছে। (المواهب اللدنية : صـــ١٧٦)

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف دون أهل الكتب الستة، وقد أخرجه أحمد فى مسنده (١٦١/٣)، وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه : (١٩٦٨٨/١٠)، وأبو يعلى فى مسنده : (١٧٤/٦)، والبيهقى فى السنن الكبرى : (١٠/ ٢٤٨)، وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد : (٣٦٩/٣) وقال رجال أحمد رجال الصحيح.

* * *

حديث : ٢٤١– حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَتَتْ عَجُوزٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ : "يَا أُمَّ فُلانٍ، إِنَّ الْجَنَّةَ لا تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ"، قَالَ : فَوَلَّتْ تَبْكِي، فَقَالَ : "أَخْبِرُوهَا أَنَّهَا لا تَدْخُلُهَا وَهِيَ عَجُوزٌ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، يَقُولُ : إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، عُرُبًا أَتْرَابًا.

হাদীস : ২৪১. হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বৃদ্ধা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর নিকট দুআ করুন যেন তিনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। তিনি বলেন, হে অমুকের মা! জান্নাতে কোন বৃদ্ধা নারী প্রবেশ করতে পারবে না।

রাবী বলেন, এতে বৃদ্ধা মহিলাটি কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যাচ্ছিল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তাকে অবহিত কর যে, সে বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে যাবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

'আমি তাদেরকে (জান্নাতের মহিলাদেরকে) বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি, তাদেরকে করেছি কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা।'

শব্দবিশ্লেষণ :

أنت عجوز ঃ বৃদ্ধা। কেউ কেউ বলেছেন, এ বৃদ্ধা ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু হযরত যুবায়েরের মাতা সাফিয়্যা বিনতু আব্দুল মুত্তালিব (রা.)। والله أعلم بالصواب

يا أم فلان ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাটিকে যে নামে সম্বোধন করেছিলেন, সম্ভবত রাবী সে নামটি ভুলে গিয়েছেন, তাই 'উম্মু ফুলান' বলে ইঙ্গিত করেছেন।

قال ঃ রাবী হাসান বসরী (র.) বলেন।

أبكار ঃ بكر এর বহুবচন। কুমারী।

عربا ঃ আইন ও রা এ পেশসহকারে। রা-এ سكون সহকারেও পড়া হয়।

عروب এর বহুবচন। সোহাগিনী, প্রেমিকা, কামিনী।

أترابا ঃ ترب এর বহুবচন। সমবয়সী, সমবয়স্কা।

তাশরীহ :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রসিকতা করে বললেন, বৃদ্ধা মহিলা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। বাস্তবও তাই। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, فجعلناهن أبكارا-জান্নাতী মহিলাদেরকে চিরকুমারী বানিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাব। কিন্তু মহিলাটি মর্ম বুঝতে না পেরে কাঁদতে লাগল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সান্তনা দিয়ে বললেন, 'বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না' এর অর্থ হল, তুমি বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে না; বরং যুবতী হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

إنا أنشأناهن إنشاء الخ ঃ এখানে هن দ্বারা জান্নাতী মহিলাগণ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আমি তাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতের উপযোগী বিশেষ অবয়বে পুনঃ সৃষ্টি করব এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে কুমারী হয়ে। যতবারই মিলিত হবে তাদেরকে কুমারী পাবে।

درجة الحديث : هذا حديث مرسل، أرسله الحسن البصرى، وله شواهد.

ومن أخرج هذا الحديث : تفردبه المصنف دون أهل الكتب الستة.

(٣٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ كَلامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الشِّعْرِ وَفِيهِ أَحَدَ عَشَرَ حَدِيثًا

অনুচ্ছেদ :: ৩৭
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবিতামালা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

তাশরীহ :

'شعر' অর্থ কবিতা, কাব্য, পদ্য। এ শব্দটি شَعَر থেকে উদ্গত। অর্থ, অনুভব করা, উপলব্ধি করা, বুঝতে পারা। সূক্ষ্ম ও প্রখর অনুভূতির কারণে কবিকে شاعر বলা হয়। আর সূক্ষ্ম অনুভূতির ছন্দযুক্ত কথামালাকে شعر বা কবিতা বলা হয়। পরিভাষায় شعر বলা হয়,

هو الكلام الموزون المقفى قصد بالذات

ঐ কথামালাকে شعر বলে, যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে ছন্দমিলযুক্ত ও তালবিশিষ্ট করে রচনা করা হয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবি ছিলেন না। এ কথাটি কুরআনের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾

আমি তাকে কাব্য রচনা শিক্ষা দেইনি, আর কাব্য রচনা তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়।

বিভিন্ন বর্ণনার আলোকে জানা যায় যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন কবির কবিতা অংশ বিশেষ আবৃত্তি করেছেন। কিন্তু তিনি নিজে কোন কবিতা রচনা করেননি। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে মাঝে মধ্যে তাঁর কোন কথা ছন্দযুক্ত হয়েছে। যেমন :

أنا النبي لا كذب ✧ أنا ابن عبد المطلب.

এটা কবিতা বা পদ্যের আওতায় পড়ে না। কেননা, কবিতা বলা হয় যেটাকে ইচ্ছাকৃতভাবে ছন্দযুক্ত করে রচনা করা হয়।

কিছু হাদীসে কাব্য চর্চার নিন্দা করা হয়েছে, আবার কিছু হাদীসে প্রশংসাও এসেছে। প্রকৃত কথা হল,

حسنه حسن وقبيحه قبيح অর্থাৎ ভাল-মন্দ হল বিষয়বস্তুর দরুন। যে কবিতার বিষয়বস্তু ভাল সেটি ভাল, যেটির বিষয়বস্তু মন্দ সেটি মন্দ। আর বিষয়বস্তু যে পর্যায়ের মন্দ হবে, যেমন হারাম, মাকরূহ, খেলাফে আওলা, কবিতাও সে পর্যায়ের মন্দ হবে।

* * *

حديث : ٢٤٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ : قِيلَ لَهَا : هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِنَ الشِّعْرِ؟ قَالَتْ : كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ، وَيَتَمَثَّلُ ويقول : "وَيَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ "

হাদীস : ২৪১. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি কখনো কবিতা আবৃত্তি করতেন? (বা প্রমাণস্বরূপ কবিতা উদ্ধৃত করতেন?) তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রমাণস্বরূপ (উদাহরণস্বরূপ) কখনো কখনো আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহার কবিতা আবৃত্তি করতেন। কখনো বা অন্য কবির কবিতা আবৃত্তি করতেন। আবার কখনো তিনি কবি তারাফার এ পদ্যাংশটি আবৃত্তি করতেন, ويأتيك بالأخبار من لم تزود- কখনো এমন লোকও তোমার কাছে জরুরী সংবাদ নিয়ে আসে যাকে তুমি পথ খরচ হিসাবে কিছুই দাওনি। অর্থাৎ কোন স্থানের সংবাদ জানতে হলে কাউকে যাতায়াত খরচ দিয়ে সেখানে পাঠাতে হয়। কিন্তু কখনো এমন ব্যক্তিও সংবাদ নিয়ে আসে যাকে কিছু দিতে হয় না।

তাশরীহ :

يتمثل ঃ বাবে تفعل থেকে। কবিতা আবৃত্তি করা। প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করা, উদাহরণস্বরূপ নকল করা, আবৃত্তি করা।

يتمثل أى يستشهد ففى القاموس تمثل أنشد بيتا وتمثل بشيء ضربه مثلا، جمع الوسائل : جـ٢، صـ ٤١.

ابن رواحة ঃ সাহাবী, কবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা আল-আনসারী। খাযরাজ গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি বায়আতুল আকাবায় উপস্থিত ছিলেন এবং বদর, উহুদ ও খন্দকসহ অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি অষ্টম হিজরীতে সংঘটিত মুতার যুদ্ধের একজন আমীর ছিলেন এবং এ যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন।

ويتمثل ঃ অর্থাৎ بشعر غيره أيضا ।

ويقول ঃ অর্থাৎ متمثلا بقول أخي قيس طرفة بن العبد ।

لم تزود ঃ তা বর্ণে পেশ আর ওয়াও বর্ণে যের এবং দাল বর্ণের যেরকে টেনে পড়া হবে। বাবে تفعيل থেকে। পাথেয় সরবরাহ করা, পথ খরচ যোগান দেওয়া।

طرفة ঃ راء ও ط বর্ণে যবর। আরবের একজন বিখ্যাত কবি।

তাশরীহ :

* এ হাদীসে দু' জন কবির আলোচনা এসেছে। একজন বিখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এবং অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুতার যুদ্ধে শহীদ হন। দ্বিতীয়জন হলেন, আরবের বিখ্যাত কবি তারাফা ইবনুল আবদ। প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ السبع المعلقات এর দ্বিতীয় মুআল্লাকা তারই রচিত। তিনি জাহিলী যুগে মৃত্যু বরণ করেন।

* ويأتيك ঃ এটি পদ্যের অর্ধাংশ। পদ্যটি হল :

ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا ✧ ويأتيك بالأخبار من لم تزود

আলেমগণ বলেন, এ কবিতাটি আবৃত্তি করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের উদাহরণ পেশ করেছেন। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই জান্নাত, জাহান্নাম, কিয়ামত, হাশর, নশর, পূর্ববর্তী নবীদের কাহিনী এবং ভবিষ্যতের সংবাদ দিচ্ছেন। এরপরও কাফেররা এর মূল্যায়ন করছে না।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه : أبواب الإستيذان والادب : باب ما جاء فى إنشاد الشعر.

* * *

حديث : ٢٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّ أَصْدَقَ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ، كَلِمَةُ لَبِيدٍ : أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلٌ، وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ "

হাদীস : ২৪৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কবিগণ যা কিছু বলেছে, তন্মধ্যে সর্বাধিক সত্য হচ্ছে লাবীদের এ উক্তি : জেনে রাখ! আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই নশ্বর। আর উমাইয়া ইবনু আবূস সালত মুসলমান প্রায় হয়েই গিয়েছিল।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أصدق كلمة ঃ এখানে كلمة দ্বারা উদ্দেশ্য كلام ।

باطل ঃ الفانى المضمحل-নশ্বর, বিনাশশীল, অস্থায়ী।

তাশরীহ :

كلمة لبيد الخ ঃ লাবীদ ইবনু রাবিয়া আল-আমিরী। আরবের একজন সুবিখ্যাত কবি। তিনি স্বগোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি আর কবিতা রচনা করেননি। তিনি বলেন, কুরআনই আমার জন্য যথেষ্ট। একশত চল্লিশ বছর ভিন্ন মতে একশত সাতান্ন বছর বয়স পেয়েছিলেন। একশত একচল্লিশ হিজরী সনে কুফায় ইন্তেকাল করেন।

ألا كل شىء ঃ লাবীদের এ উক্তিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচে সত্য বলেছেন এ জন্য যে, এটি কুরআনে কারীমের আয়াত كل شىء هالك إلاّ وجهه- আল্লাহ ছাড়া সব কিছু বিনাশশীল' এর সাথে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। পূর্ণ বয়েতটি নিম্নরূপ :

ألا كل شيء ما خلا الله باطل– وكل نعيم لا محالة زائل.

এর পরবর্তী বয়েত হল :

نعيمك فى الدنيا غرور وحسرة– وأنت قريبا عن مقيلك راحل.

أمية بن أبى الصلت ঃ উমাইয়া ইবনে আবুস সালতও একজন বিখ্যাত জাহিলী কবি ছিলেন। তাঁর কবিতায় হক ও সত্য কথা ফুটে উঠত। তিনি জাহিলীযুগে বড় ইবাদতগুযার ছিলেন এবং পুনরুত্থানে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই বলেছেন, তিনি ইসলাম গ্রহণের কাছাকাছি ছিলেন। ইসলামের যমানা পেয়েছেন; কিন্তু ইসলাম গ্রহণের তাওফীক হয়নি।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه : كتاب الأدب : باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء الخ، ومسلم فى صحيحه : كتاب الشعر، وابن ماجة فى سننه : أبواب الأدب : باب الشعر، والمصنف فى جامعه : أبواب الإستيذان والأدب : باب ما جاء فى إنشاد الشعر.

* * *

حديث : ٢٤٤– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أنبأنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَسْوَدِ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ : أَصَابَ حَجَرٌ أُصْبُعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَمِيَتْ، فَقَالَ : "هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبُعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ".

হাদীস : ২৪৪. হযরত জুনদুব ইবনে সুফিয়ান আল-বাজালী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আঙ্গুলে একটি পাথর পতিত হলে তা (আহত হয়ে) রক্তাক্ত হয়ে যায়। তখন তিনি আঙ্গুলকে সম্বোধন করে বলেন,

তুই একটি আঙ্গুল মাত্র, একটু রক্তাক্ত হয়েছিস। তাও তোর পাওয়া এ ব্যথাটি আল্লাহর রাস্তায়। (কাজেই এটা বৃথা যাবে না। এর প্রতিদান অবশ্যই পাবে।)

শব্দবিশ্লেষণ :

إِصْبُعٌ ঃ همزة তে যের باء তে যবর। قاموس অভিধানে বলা হয়েছে همزة ও باء এ যবর, যের, পেশ তিনও إعراب হতে পারে। অর্থ : আঙ্গুল, অঙ্গুলি। বহুবচন أصابع।

دميت ঃ বাবে سمع থেকে। রক্তাক্ত হওয়া।

هل أنت ঃ অর্থাৎ ما أنت।

ما لقيت ঃ ما টি موصولة অর্থাৎ الذى لقيته حاصل فى سبيل الله।

তাশরীহ :

পাথরের আঘাত লেগে আঙ্গুল রক্তাক্ত হওয়ার এ ঘটনাটি উহুদের যুদ্ধে উহুদ পাহাড়ের কোন গুহায় ঘটেছে।

কারো কারো মতে, হিজরতের পূর্বে ঘটেছে। কেউ কেউ একাধিকবার ঘটেছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

এখানেও প্রশ্ন হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবিতা রচনা করলেন কিভাবে? অথচ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾

এ প্রশ্নের কয়েকটি জবাব দেয়া হয়েছে। (ক) ইচ্ছাকৃতভাবে ছন্দযুক্ত কালাম রচনাকে কবিতা বলা হয়। আলোচ্য কথাটি অনিচ্ছাকৃতভাবে ছন্দযুক্ত হয়ে গেছে। কাজেই এটা কবিতার সংজ্ঞায় পড়ে না।

(খ) এ কবিতাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে রচনা করেননি। অন্যের কবিতা তিনি আবৃত্তি করেছেন মাত্র। আল্লামা ওয়াকেদী এটাকে ওলীদ ইবনে ওলীদ ইবনে মুগীরার কবিতা বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনু আবিদ দুনিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার কবিতা বলে দাবী করেছেন।

(গ) কেউ কেউ دميتْ ও لقيتْ কে গায়েবের صيغة পড়েছেন। এ সূরতে কবিতার আওতায় আসার কোন অবকাশ নেই।

أحوال الرواة

جندب بن سفيان البجلى : بضم الجيم وسكون النون وضم الدال وفتحها بن عبد الله وسفيان هو جد جندب والبجلى بفتحتين نسبة إلى بجيلة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه : كتاب الأدب : باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء الخ، ومسلم فى صحيحه : كتاب الجهاد : باب ما لقى النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أذى المشركين والمنافقين والترمذى فى جامعه : كتاب التفسير.

حديث : ٢٤٥- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ نَحْوَهُ.

* * *

حديث : ٢٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ حدثنا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا عُمَارَةَ؟ فَقَالَ : لا وَاللَّهِ مَا وَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ وَلَّى سَرَعَانُ النَّاسِ، تَلَقَّتْهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبْلِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَتِهِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا، وَرَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ : "أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ "

হাদীস : ২৪৬. হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তাকে বলল, আপনারা সকলে কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (হুনাইনের যুদ্ধ ক্ষেত্রে একা ফেলে) পলায়ন করেছিলেন? তিনি বলেন, না। আল্লাহর শপথ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি; বরং একদল চঞ্চল প্রকৃতির লোক (তাদের অধিকাংশই ছিল বনু সুলাইম গোত্রের এবং মক্কার নব মুসলিম) হাওয়াযিন গোত্রের অতর্কিত তীর বর্ষণে পিছু হটে গিয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন। (বিশিষ্ট সাহাবীগণ তাঁর সাথে থাকবেন এটাই স্বাভাবিক) আবূ সুফিয়ান ইবনে হারিস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরে রেখে ছিলেন। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আবৃত্তি করছিলেন : আমি সত্য নবী। এতে মিথ্যার লেশমাত্র নেই, আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র (বংশধর)।

শব্দবিশ্লেষণ :

أفررتم عن رسول الله ঃ অর্থাৎ أفررتم كلكم عن رسول الله নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রেখে আপনারা সকলে কি পালিয়ে ছিলেন?

لا ما ولى ঃ অর্থাৎ আমরা সকলে পালাইনি। কেউ কেউ পালিয়েছিলেন; বিশিষ্ট সাহাবীগণ পালাননি। لما يفر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يفر جميع أصحابه- যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অটল ছিলেন, তখন তাকে রেখে সব সাহাবীগণ কী করে পালাতে পারেন?

سرعان ঃ সীন ও রা-এ যবর। রা-এ সকূনের সাথেও পড়া যায়। سريع এর বহুবচন। তাড়াহুড়োকারী, অস্থির, চঞ্চল।

تلقتهم ঃ বাবে تفعل থেকে। واجهتهم মুখোমুখি হওয়া, সামনাসামনি হওয়া।

هوازن ঃ আরবের একটি বিখ্যাত তীরন্দাজ গোত্রের নাম। তারা মক্কা ও তায়েফের মাঝে অবস্থিত হোনাইনে বসবাস করত।

بالنبل ঃ باء টি تعدية এর জন্যে এসেছে। তীর, শর।

بغلة ঃ খচ্চর। হুনাইনের যুদ্ধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে খচ্চরটির উপর সওয়ার ছিলেন, সেটির নাম ছিল দুলদুল। মিসরের সম্রাট মুকাওকিস তাঁর জন্য হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফিয্যাহ নামক আরো একটি খচ্চর ছিল। সেটি হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন ফারওয়া বিন নুগাসাহ।

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, হুনাইনের যুদ্ধের সময় এ খচ্চরটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সওয়ার ছিলেন। এটিই বিশুদ্ধমত।

وعند مسلم ان البغلة التى كانت تحته يوم حنين اهداها له فروة بن نفاثة، هذا هو الصحيح .... والصحيح ما في مسلم نقله ميرك عن الشيخ، – جمع الوسائل : جـ٢، صـ٤٧.

سفيان بن الحارث ঃ তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত ভাই এবং দুধভাই ছিলেন।

لجام ঃ লাগাম।

তাশরীহ :

أفررتم ঃ প্রশ্নকারী হুনাইনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন। মক্কা বিজয়ের পর অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে হাওয়াযিন ও সকীফ গোত্রের কাফিরদের সাথে হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

মুসলমানদের প্রথম আক্রমণেই কাফিররা পরাজিত হয়ে পিছু হটতে থাকে। তখন কিছু মুসলমান গণীমতের মাল সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সুযোগ বুঝে বিভিন্ন পাহাড়ি ঘাঁটিতে লুকিয়ে থাকা কাফিররা অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এতে মুসলমানগণ দিশেহারা হয়ে দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। এ কঠিন পরিস্থিতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হযরত আবূ বকর, উমার, আলী ও আব্বাস (রা.)সহ কতিপয় বিশিষ্ট সাহাবী ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। মক্কা বিজয়ের সময়কার নবমুসলিম এবং কিছু কাফির যারা গণীমতের লোভে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল; তাদের কেউ কেউ মক্কায় চলে যায় এবং যারা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি বা শুধু মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদেরকে মুসলমানদের পরাজয়ের সুসংবাদ শোনায়।

এ ভয়াবহ অবস্থায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সওয়ারী থেকে নেমে পায়ে হেঁটে চলেন। এবং انا النبى لا كذب। বলে শত্রু বাহিনীর দিকে অগ্রসর হন এবং তাঁর নির্দেশে হযরত আব্বাস (রা.) মুহাজির আনসার ও আসহাবুশ শাজারাকে ভিন্ন ভিন্নভাবে ডাকতে থাকেন। আব্বাস (রা.)-এর আওয়ায শুনে সাহাবীগণ ছুটে আসেন এবং উভয় পক্ষের মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এক পর্যায়ে কাফিররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। আর মুসলমানগণ বিশাল বিজয় লাভ করেন।

أنا النبى لا كذب ঃ কাজেই আমার পালানোর প্রশ্নই আসে না। আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবেন।

أنا ابن عبد المطلب ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে পিতার সাথে সম্পৃক্ত না করে দাদার সাথে সম্পৃক্ত করার বিভিন্ন কারণ হতে পারে। যথা :

(ক) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশ কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে বলে আব্দুল মুত্তালিব সুসংবাদ দিয়েছিলেন। কথাটি মক্কার সকলের জানা ছিল। আর এ মহূর্তটাই ছিল উক্ত সুসংবাদের সত্যতা প্রমাণের। তাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে আব্দুল মুত্তালিবের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন।

(খ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়ের গর্ভে থাকাবস্থায় তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করেছিলেন। দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁকে

লালন পালন করেন। তাই লোক মুখে তিনিও আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সে হিসাবে নিজেকে ইবনুল মুত্তালিব বলেছেন।

(গ) আব্দুল মুত্তালিব মক্কার একজন প্রসিদ্ধ সর্দার ছিলেন। আব্দুল্লাহ যৌবনে মারা যাওয়ায় সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন না। তাই পরিচয়ের উদ্দেশ্যে দাদার নাম উল্লেখ করেছেন।

(ঘ) হাফিয ইবনে হাজর বলেছেন, কাফিরদের মাঝে এ কথা মশহুর ছিল যে, আব্দুল মুত্তালিবের বংশে এমন ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, যার মাধ্যমে মানুষ হিদায়াত পাবে। তিনি শেষ নবী হবেন। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সম্পৃক্তির মাধ্যমে সে প্রসিদ্ধ কথাটি স্মরণ করিয়ে দিলেন। (جمع الوسائل : جـ٢، صـ ٤٨، خصائل نبوى : صـ ١٣٣)

আহকাম ও শিক্ষা :

* কেউ যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেয় করার উদ্দেশ্যে বলে, তিনি যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়ে ছিলেন (بالله نعوذ) তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

* অমুকের পুত্র অমুক বলে পরিচয় দেওয়া জায়েয আছে। তবে অহংকার উদ্দেশ্য না হওয়া চাই।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه : كتاب المغازى : باب قول النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويوم حنين الخ، ومسلم فى صحيحه، كتاب الجهاد : باب غزوة حنين، والترمذى فى جامعه : أبواب الجهاد : باب ما جاء فى الثبات عند القتال.

* * *

حديث : ٢٤٧– حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ أنبانا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، وَابْنُ رَوَاحَةَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ :

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ ۞ الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ

ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ ۞ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، بَيْنَ يَدِي رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَرَمِ اللّٰهِ تَقُولُ الشِّعْرَا! فَقَالَ النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ، فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ "

হাদীস : ২৪৭. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন উমরাতুল কাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) তাঁর আগে আগে এ কবিতা আবৃত্তি করে হেঁটে যাচ্ছিলেন : হে কাফিরদের সন্তানেরা! ছেড়ে দাও তাঁর চলার পথ। আজ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কায় প্রবেশে বাধা দিলে (যেমন গত বছর দিয়েছিলে) তোমাদেরকে এমন আঘাত হানবো, যা গর্দান থেকে মাথাকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে, বন্ধুকে বন্ধুর কথা ভুলিয়ে দিবে।

উমার (রা.) তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, হে ইবনু রাওয়াহা! তুমি হারাম শরীফে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে কবিতা আবৃত্তি করছ? তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, উমার! তাকে বাধা দিও না, বলতে দাও। কেননা, এ কবিতা তাদের অন্তরে শরাঘাতের চেয়েও মারাত্মক হয়ে বিদ্ধ হবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

خلّوا ঃ تخلية - থেকে। খালি করা, ছেড়ে দেওয়া। এখানে উদ্দেশ্য دوموا واثبتوا সর্বদা খালি রাখা, নিয়মিত ছেড়ে রাখা। কেননা, কাফিররা পূর্বেই মক্কা খালি করে দিয়েছিল।

بنى الكفار ঃ এখানে يا হরফে ندا উহ্য আছে।

عن سبيله ঃ ها এর নিচের যেরকে إشباع এর সাথে পড়া হয়। কোন কোন নুসখায় সুকুনের সাথে আছে। ضمير এর مرجع রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

نضربكم ঃ شعر এর প্রয়োজনে با অক্ষরটি ساكن পড়া হয়।

على تنزيله ঃ ضمير এর مرجع হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

نضربكم على تنزيله -বাক্যটির দুটো মতলব হতে পারে। تعليلية على হরফটি

(ক)

نضربكم على قصد منعكم بناء على كونه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسولا منزلا عليه الوحى من عند الله.

অর্থাৎ আল্লাহর ওহী প্রাপ্ত রাসূল হওয়ার কারণে তাঁকে মক্কায় প্রবেশে বাধা দিলে এমন মার দিব।

এ সূরতে إضافة المصدر إلى المفعول على تنزيله এর মাঝে হয়েছে।

(খ)

نضربكم فى هذا الوقت ان نقضتم العهد وتعرضتم لمنع النبى من دخول مكة لأجل تنزيله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكة فلا نرجع اليوم كما رجعنا في يوم الحديبية.

অর্থাৎ আজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কায় প্রবেশে বাধা দিলে তোমাদেরকে শক্ত মার দিব। গত বছরের ন্যায় এবার ফিরে যাব না। এ সূরতে إضافة المصدر إلى الفاعل হয়েছে।

(جمع الوسائل : جـ٢، صـ٥٠، المواهب اللدنية : صـ ١٨٢)

الهام ঃ هامة بالتخفيف এর বহুবচন। মাথা, মাথার খুলি।

مقيله ঃ قيلولة থেকে। مكان القيلولة-ঘুমানোর জায়গা। এখানে উদ্দেশ্য محل استقرار الرؤس অর্থাৎ ঘাড়, গলা।

يذهل ঃ বাবে إفعال থেকে। ভুলিয়ে রাখা, বিস্মৃত করা।

خل عنه ঃ أتركه مع شعره فإنه ليس ذم الشعر على إطلاقه -অর্থাৎ তাঁকে কবিতা বলতে দাও। কারণ, সব কবিতা মন্দ নয়।

فلهى ঃ لام হরফটি ابتدائية তাকীদের জন্য এসেছে। ضمير এর مرجع হল الكلمات বা الأبيات ।

فيهم ঃ অর্থাৎ فى إيذائهم ونكايتم ।

أسرع ঃ অর্থাৎ أشد سرعة وأبلغ نكاية। অধিক কার্যকর, মারাত্মক।

نضح ঃ পানি দেওয়া, সিক্ত করা, পানি ছিটিয়ে দেওয়া। এখানে উদ্দেশ্য নিক্ষেপ করা।

النبل ঃ তীর, শর, বাণ।

তাশরীহ :

ষষ্ঠ হিজরীর যুলকা'দা মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে মক্কার নিকটবর্তী হুদাইবিয়া নামক স্থানে কাফিররা বাধা দেয়। তখন উভয় পক্ষের মাঝে সন্ধি সম্পাদিত হয়। সন্ধির একটা দফা ছিল মুসলমানগণ এ বছর উমরা না করে ফিরে যাবে। পরের বছর উমরা পালন করবে। সে অনুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সপ্তম হিজরীর যুলকা'দা মাসে উমরা করেন। যেহেতু এ উমরাটি ছিল পূর্ববর্তী বছরের কাযা, তাই এটাকে উমরাতুল কাযা বলা হয়। হানাফী আলেমগণ বলেন, কেউ হজ্ব বা উমরার ইহরাম বাঁধার পর বাধাগ্রস্থ হলে তিনি হালাল হয়ে যাবেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাকে এর কাযা করতে হবে। তাঁরা এ উমরাতুল কাযাকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। অবশ্য শাফেয়ী আলেমগণ বাধাগ্রস্থ হলে কাযা করাকে ওয়াজিব মনে করেন না। তাঁরা বলেন, عمرة القضاء এর মাঝে القضاء শব্দের অর্থ القاضاة সন্ধি। যেহেতু উমরাটা সন্ধির ফলশ্রুতিতে হয়েছে- তাই এটাকে عمرة القضاء বলে। এখানে الأداء এর বিপরীত القضاء উদ্দেশ্য নয়।

এ সফরে মক্কায় প্রবেশের পথে سرف নামক স্থানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মায়মুনাকে বিয়ে করেন।

হযরত উমার (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদব এবং হারামের সম্মান রক্ষার্থে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে কবিতা আবৃত্তি করতে নিষেধ করেছেন; কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে কবিতা আবৃত্তির অনুমতি দেন। কারণ এটা ছিল মৌখিক জিহাদ।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, ভাল কবিতা আবৃত্তি করা জায়েয; বরং ক্ষেত্র বিশেষ এটা জিহাদের অংশ।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه الترمذى فى جامعه : أبواب الإستيذان والأدب : باب ما جاء فى إنشاد الشعر، والنسائى فى سننه : كتاب الحج : باب إنشاد الشعر فى الحرم والمشى بين يدى الإمام.

* * *

حديث : ٢٤٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أنبأنا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : "جَالَسْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ وَيَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ سَاكِتٌ وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ"

হাদীস : ২৪৮. হযরত জাবির ইবনু সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে শতাধিক মজলিসে হাযির হয়েছি। সে মজলিসগুলোতে তাঁর সাহাবীগণ কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং জাহিলী যুগের বিষয়াদি আলোচনা করতেন। তিনি চুপ করে শুনতেন। এবং কখনো তাঁদের সাথে মুচকি হাসতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

يتناشدون ঃ বাবে تفاعل থেকে। قراءة البعض على بعض شعرا- কতক কতকের কাছে কবিতা পাঠ করা। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন,

طلب بعضهم بعضا أن ينشد الشعر المحمود.

তাশরীহ :

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে সাহাবীগণ কবিতা আবৃত্তি করতেন। জাহিলী যুগের নির্দোষ কিচ্ছা কাহিনী বর্ণনা করতেন। এতে তিনি বাধা দিতেন না; বরং হাসির কোন কথা আসলে মুচকি হাসতেন। সাহাবীগণ যে ধরনের আলোচনা করতেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে সে. আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন।

এমন নয় যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে শুধু দ্বীনের আলোচনাই হতো, অন্য কোন আলোচনা মোটেই হতো না। এভাবে বিভিন্ন ধরণের আলোচনার মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাহাবীদের ভালবাসা বৃদ্ধি পেত। আবার সব সময় এক ধরনের আলোচনা বিরক্তির কারণও হয়। (خصائل نبوى : صـ ١٣٧)

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, ভাল কবিতা পাঠ করা এবং শোনা উভয়ই জায়েয। এক ঘেয়েমী দূর করা, মনোরঞ্জন ও স্ফূর্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মাঝে মধ্যে নির্দোষ কিচ্ছা কাহিনী বর্ণনা করা বৈধ। والله اعلم

ومن أخرج هذا الحديث : اخرجه مسلم فى صحيحه : كتاب المساجد، والنسائى فى سننه : كتاب السهو، والمصنف فى سننه : أبواب الإستيذان والأدب : باب ما جاء فى إنشاد الشعر.

* * *

حديث : ٢٤٩– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ انبانا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "أَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ : "أَلا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهَ بَاطِلٌ "

হাদীস : ২৪৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আরব কবিরা যা কিছু বলেছে তন্মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কথা বলেছে লাবীদ।
তা হল, 'শুনো হে মানুষ! আল্লাহ ছাড়া সব কিছু বাতিল।'

শব্দবিশ্লেষণ :

أشعر كلمة ঃ أحسنها وأدقها وأجودها وأفضلها অর্থাৎ সবচে সুন্দর, সর্বোৎকৃষ্ট।

تكلمت بها العرب ঃ شعرائهم وبلغائهم অর্থাৎ আরব কবিগণ।

ومن أخرج هذا الحديث : سبق تخريجه : رقم : ٢٤٣.

* * *

حديث : ٢٥٠– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْشَدْتُهُ مِائَةَ قَافِيَةٍ مِنْ قَوْلِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ الثَّقَفِيِّ، كُلَّمَا أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "هِيهْ "حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةً يَعْنِي بَيْتًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ "

হাদীস : ২৫০. হযরত শারীদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্তুযানে তাঁর সাথে তাঁর পেছনে বসা ছিলাম। তখন আমি উমাইয়া ইবনে আবুস সালতের একশ' কবিতার পংক্তি তাঁকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলাম।

একটি পংক্তি আবৃত্তি করার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলতেন, আরো। এভাবে আমি একশ'টি পংক্তি তাঁকে আবৃত্তি করে শুনাই। অবশেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে ইসলামের কাছাকাছি এসে গিয়েছিল।

শব্দবিশ্লেষণ :

ردف ঃ সহযাত্রী, জন্তুযানে যে চালকের পেছনে বসে। এমনিভাবে মোটর সাইকেলে যে পেছনে বসে- তাকেও ردف বা رديف বলা যায়।

هِيه ঃ উভয় ها এর নিচে যের। মূলত إيه ছিল। এটি اسم فعل অর্থাৎ زدنى। দ্বিতীয় ها কে تنوين এর সাথে পড়লে نكرة হবে। আর تنوين ছাড়া পড়লে معرفة হবে। (المواهب اللدنية : صـــ١٨٤)

তাশরীহ :

উমাইয়্যা ইবনে আবুস্ সালত জাহিলী যুগের একজন বিখ্যাত কবি। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত কাল পেয়েছেন; কিন্তু ঈমান গ্রহণের তাওফীক হয়নি। তিনি তাওহীদ ও পুনরুত্থানকে স্বীকার করতেন। তাঁর কবিতায় তাওহীদ, আখেরাত এবং উপদেশমূলক আলোচনা বেশি থাকত। এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কবিতা শুনতেন এবং এটা তাঁর ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ারও কারণ ছিল।

কেউ কেউ বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, এর কারণ ছিল তাঁর নিম্নোক্ত কবিতাটি :

لك الحمد والنعماء والفضل ربنا ✦ فلا شيء أعلى منك حمدا ولا مجدا.

হে প্রতিপালক! প্রশংসা মাত্রই তোমার, সকল নেয়ামতও তোমার। তোমার চেয়ে প্রশংসার অধিকারী, মর্যাদা ও মহত্বের অধিকারী আর কেউ নেই।

(خصائل نبوى : صـــ١٣٨، جمع الوسائل :، المواهب اللدنية)

أحوال الرواة

عن أبيه : أى الشريد واسمه عبد الملك، صحابي مشهور، شهد بيعة الرضوان.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه : كتاب الشعر، وابن ماجة فى سننه : كتاب الأدب : باب الشعر.

* * *

حديث : ٢٥١– حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالا : أنبأنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ : يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ تعالى يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، مَا يُنَافِحُ أَوْ يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".

হাদীস : ২৫১. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসসান ইবনে সাবিত (রা.)-এর জন্য মসজিদে নববীতে একটি মিম্বর রেখে দিতেন। তিনি তাতে দাঁড়িয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা ও গৌরবসূচক কবিতা পড়তেন। অথবা আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে (কাফিরদের কুৎসার) প্রতিউত্তর দিতেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, হাস্‌সান যতক্ষণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা করে অথবা তাঁর পক্ষে কাফিরদের প্রতিউত্তর দেয়, ততক্ষণ আল্লাহ পাক তাকে পবিত্র আত্মা (জিবরাঈল) দ্বারা সাহায্য করেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

يفاخره ঃ يذكر مفاخره- অর্থাৎ প্রশংসা ও গৌরবসূচক কবিতা পড়তেন।

ينافح ঃ يخاصم عنه ويدافع কাফিরদের কুৎসার প্রতিউত্তর দিতেন।

روح القدس ঃ এখানে إضافة الموصوف إلى الصفة হয়েছে। আসলে ছিল الروح

القدسة- পবিত্র আত্মা। এটা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর উপাধি।

তাশরীহ :

يضع لحسان ঃ হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত একজন বিখ্যাত সাহাবী কবির নাম। তার উপাধি ছিল شاعر رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবি।

ينافح ঃ জিহাদ বিভিন্ন মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন অস্ত্রের মাধ্যমে, বক্তৃতা ও কবিতার মাধ্যমে। বক্তৃতা ও কবিতা কখনো কখনো কাফিরদের গায়েও তীরের ন্যায় বিদ্ধ হয়।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه، أبواب الإستيذان والأدب، باب ما جاء فى إنشاد الشعر، أبو داود فى سننه، كتاب الأدب.

* * *

حديث : ٢٥٢- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

أحوال الرواة

ابن أبي الزناد : أى عبد الرحمن بن أبي الزناد.

ومن أخرج هذا الحديث : سبق تخريجه : رقم : ٢٥١.

(٣٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَلامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّمَرِ وَفِيهِ حَدِيثَانِ

অনুচ্ছেদ :: ৩৮
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈশ-আলাপ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

حديث : ٢٥٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ الثَّقَفِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَقِيلٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ نِسَاءَهُ حَدِيثًا، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : كَأَنَّ الْحَدِيثَ حَدِيثُ خُرَافَةَ، فَقَالَ : "أَتَدْرُونَ مَا خُرَافَةُ؟ إِنَّ خُرَافَةَ كَانَ رَجُلا مِنْ عُذْرَةَ، أَسَرَتْهُ الْجِنُّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَكَثَ فِيهِمْ دَهْرًا، ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى الإِنْسِ، فَكَانَ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَا رَأَى فِيهِمْ مِنَ الأَعَاجِيبِ، فَقَالَ النَّاسُ : حَدِيثُ خُرَافَةَ "

হাদীস : ২৫৩. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের একটি কাহিনী শুনান। তাদের একজন বলেন, এতো খুরাফার কাহিনীর মতই (বিস্ময়কর) মনে হয় (আরবে খুরাফার কাহিনী প্রবাদতুল্য ছিল)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, খুরাফা কে ছিল তোমরা জান কি? খুরাফা ছিল উযরা গোত্রের লোক। জাহিলী যমানায় একবার জিনেরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। সে বহুদিন তাদের সাথে কাটায়। অতঃপর তারা তাকে লোকালয়ে ফেরত দিয়ে যায়। সে জিনদের দেশে যেসব আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী দেখেছিল, সেগুলো লোকদের নিকট বর্ণনা করত। তখন থেকে লোকেরা আশ্চর্যজনক ঘটনাকে খুরাফার কাহিনীর সাথে তুলনা করতে থাকে।

শব্দবিশ্লেষণ :

اَلسَّمَرُ ঃ মীমে যবরের সাথে। নৈশ-আলাপ, গল্পগুজব। কেউ কেউ মীমকে সাকিন পড়েন। তখন এটা مصدر হবে। নৈশ-আলাপ করা। 'সমরের' মূল

অর্থ হল চাঁদের আলো। যেহেতু জাহিলী যমানার লোকেরা চাঁদের আলোতে বসে গল্প করত, তাই রাতের গল্পকে 'সমর' বলা হয়।

ذات ليلة ঃ ذات শব্দটি অতিরিক্ত। তাকীদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

نساءه ঃ বিবিগণ বলে সব বিবি বা কতিপয় বিবি উদ্দেশ্য হতে পারে।

حديثا ঃ এখানে অর্থ كلاما عجيبا-আশ্চর্যজনক কাহিনী।

خرافة ঃ কল্পকাহিনী, উপকথা। সম্ভবত এটা এ ব্যক্তির নাম। এটাও হতে পারে, তার নাম অন্য কিছু ছিল; কিন্তু সে কল্পকাহিনী বলে বেড়াত -তাই সে خرافة নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

أتدرون ঃ বিবিগণকে مذكر এর صيغة দ্বারা সম্বোধন করেছেন, তাঁদের উচ্চ মর্যাদা বুঝানোর জন্য।

عذرة ঃ ইয়ামনের একটি বিখ্যাত গোত্রের নাম।

أسرته ঃ বন্দী করা, আটক করা। এখানে উদ্দেশ্য اختطفته-অপহরণ করা, ছিনিয়ে নেওয়া।

دهرا ঃ زمانا طويلا- দীর্ঘ সময়, দীর্ঘকাল।

الأعاجيب ঃ أعجوبة-এর বহুবচন। বিস্ময়কর বস্তু।

তাশরীহ :

ইয়ামনের বনু উযরা গোত্রের জনৈক খুরাফাকে জিনরা ধরে নিয়ে যায়। এবং অনেক দিন পর আবার লোকালয়ে ফিরিয়ে দিয়ে যায়। সে জিনদের দেশের আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী শোনাত। লোকেরা সেগুলোকে মনগড়া কল্পকাহিনী মনে করত। পরবর্তীতে আরবের লোকেরা প্রত্যেক আশ্চর্যজনক ঘটনাকে খুরাফার কাহিনী বলে আখ্যায়িত করে এবং এটা একটি প্রবাদ হয়ে যায়।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় -এশার পর প্রয়োজনীয় জাগতিক কথা বলা জায়েয। বিশেষত পরিবারের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে নির্দোষ গল্প ও কিচ্ছা কাহিনী বলা বৈধ। এটা পরিবারের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপনের অংশ।

أحوال الرواة

الحسن بن صباح : بتشديد الموحدة البزار بتشديد الزاى.

أبو عقيل : بفتح العين وكسر القاف، الثقفى نسبة إلى قبيلة ثقيف.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف.

* * *

حديث : ٢٥٤- حَدِيْثُ أُمِّ زَرْعٍ

এটি এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীস। যেহেতু হাদীসটিতে একটি প্রসিদ্ধ ও দীর্ঘ ঘটনার বিবরণ রয়েছে, তাই গ্রন্থকার হাদীসটিকে একটু আলাদা করে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির বিভিন্ন নাম রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখিত নামটিই প্রসিদ্ধ। এ হাদীসে আলোচিত এগার জন মহিলার একজনের নামানুসারে হাদীসটি হাদীসে উম্মে যারআ নামে খ্যাত হয়। কারণ, এ ঘটনায় উম্মে যারআ হচ্ছে মূল। কোন কোন মুহাদ্দিস এ হাদীসের উপর স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন। যেমন কাযী ইয়ায এবং ইমাম রাফেয়ী। সিহাহ সিত্তার অন্যান্য কিতাবেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আলোচনার সুবিধার্থে আমরা প্রত্যেক মহিলার ঘটনা আলাদা আলাদা উল্লেখ করব।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : جَلَسَتْ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا :

হাদীস : ২৫৪. হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একদা এগারজন মহিলা (এক জায়গায়) বসে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল এবং চুক্তি করল যে, তারা নিজেদের স্বামীদের কোন খবরই গোপন করবে না।

শব্দবিশ্লেষণ :

تعاهدن ঃ পরস্পরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া, পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হওয়া।

تعاقدن ঃ পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হওয়া। تعاهدن وتعاقدن এর মাঝে عطف تفسيرى হয়েছে।

তাশরীহ :

কিছু দুর্বল বর্ণনায় এ এগার মহিলার কারো কারো নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বিশুদ্ধ বর্ণনা থেকে এদের নাম প্রমাণিত নয়। খতীবে বাগদাদী المبهمات গ্রন্থে আটজন মহিলার নাম উল্লেখ করেছেন এবং এর সনদ সম্পর্কে বলেছেন, غريب جدا। অর্থাৎ খুবই দুর্বল।

এ মহিলারা মক্কা বা ইয়ামনের অধিবাসী ছিল। আল্লামা কিরমানী বলেন, এরা সকলে ইয়ামনের বাসিন্দা ছিল। স্বামীদের অবর্তমানে তারা এ মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বামীর ভাল-মন্দ কিছুই গোপন করবে না। সব অবস্থা সঠিকভাবে বর্ণনা করবে।

(المواهب اللدنية : صـ ١٨٧، جمع الوسائل : جـ٢، صـ ٦٠، شرح المناوى : صـ ٦٠)

* فَقَالَتِ الأُولَى : زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٌّ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْرٍ، لا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى، وَلا سَمِينٌ فَيُنْتَقَلُ.

১. প্রথম মহিলা বলল, আমার স্বামী দুর্বল উটের গোশতের ন্যায় (অর্থাৎ সে যেন এক টুকরা গোশত, যার মাঝে কোন প্রাণ স্পন্দন নেই। গোশতটাও উটের যা সুস্বাদু নয়)। যা দূর্গম পাহাড়ের চূড়ায় রাখা হয়েছে, যেখানে আরোহন করা সহজ নয় এবং গোশত এত উৎকৃষ্টও নয় -যে কষ্ট স্বীকার করে সেখান থেকে সংগ্রহ করা হবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

لحم جمل ঃ كلحم جمل।

غث ঃ দুর্বল, শীর্ণকায়, খুবই নিকৃষ্ট, বাজে। এ শব্দটি দু'ভাবে পড়া যায়। غثٍ যরের সাথে। এ সূরতে جمل এর সিফাত হবে। غثٌ- রফা-এর সাথে। তখন لحم এর সিফাত হবে।

على رأس جبل ঃ এটা لحم এর আরেকটি সিফাত। كائن على رأس جبل।

وعر ঃ جبل এর صفت হওয়ার কারণে مجرور হয়েছে। দূর্গম, কঠিন।

ولا سهلٍ ঃ এটাকে তিন প্রকারে পড়া যায়।

(ক) رفع এর সাথে। এ সূরতে উহ্য মুবতাদার খবর হবে। لا هو اى الجبل

سهل فيرتقى أى فيصعد إليه

(খ) যরের সাথে। এ সূরতে جبل এর صفت হবে। এবং لا অর্থ غير হবে غير سهل।

(গ) فتحة এর সাথে। এ সূরতে لا টা نفى جنس এর জন্য হবে এবং খবর لا سهل فيه হবে محذوف।

يرتقى ঃ উপরে উঠা, আরোহণ করা।

لا سمين ঃ এটাকেও তিন প্রকারে পড়া যায়।

(ক) যরের সাথে। এ সূরতে غث এর উপর عطف হবে। অর্থাৎ ولا لحم سمين

(খ) فتحة এর সাথে। এ সূরতে لا এর اسم হবে। অর্থাৎ لا سمين فيه।

(গ) رفع এর সাথে। এ সূরতে উহ্য মুবতাদার খবর হবে। অর্থাৎ لا اللحم سمين।

فَيُنتقلُ ঃ স্থানান্তরিত হওয়া। অর্থাৎ فينقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه بعد مقاساة التعب । কোন কোন নুসখায় فينتقل এর পরিবর্তে فينتقى এসেছে। অর্থাৎ يختار মানুষ সেটাকে খাওয়ার জন্য পসন্দ করবে, বেছে নিবে।

এখানে لف نشر مشوش হয়েছে। لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل এর মাঝে কারণ, لا سهل فيرتقى এর সম্পর্ক হল على رأس جبل وعر এর সাথে। আর ولا سمين فينتقل এর সম্পর্ক হল لحم جمل غث এর সাথে।

(المواهب اللدنية : صـــ ١٨٨، جمع الوسائل : جـــ٢، صـــ١٦٠)

তাশরীহ :

قالت الأولى ঃ অর্থাৎ فى التكلم أو التعدد- কথা বলার দিক থেকে প্রথম বা সংখ্যার দিক থেকে প্রথম।

زوجى جمل غث ঃ নিকৃষ্ট উটের গোশতের সাথে তুলনা করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যেমন নিকৃষ্ট উটের গোশত উপকারী নয়, খেতে আগ্রহ হয় না। তেমনি এ মহিলার স্বামী একজন অপদার্থ লোক। তার দ্বারা কারো উপকার হয় না। ফলে তার প্রতি ঘৃণা আসে।

على رأس جبل وعر ঃ অর্থাৎ অপদার্থ হওয়ার সাথে সাথে সে একজন অহংকারী, বদমেযাজী। তার পাশে যাওয়া যায় না। মোটকথা, এ মহিলা তার স্বামীর দুর্নাম করল যে, সে একজন অপদার্থ, অহংকারী, কৃপণ ও বদ মেযাজী লোক। (المواهب اللدنية : صـــ١٨٨)

* قَالَتِ الثَّانِيَةُ : زَوْجِي لاَ أَبُثُّ خَبَرَهُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لا أَذَرَهُ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ، وَبُجَرَهُ.

২. দ্বিতীয় মহিলা বলল, আমি আমার স্বামীর খবর বলবো না। কারণ, আমি আশংকা করছি যে, (বলতে শুরু করলে) তার কাহিনী শেষ করতে পারবো না। যদি তার বর্ণনা দেই তাহলে আমি তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব দোষ বলে দিব।

শব্দবিশ্লেষণ :

لا أبث ঃ বাবে نصر থেকে। ছড়ানো, প্রচার করা, প্রকাশ করা।

المعنى ان لا أترك خبره ঃ أن لا أذره বলতে শুরু করলে ছাড়তে পারবো না। خبره طويل إن نقلته لم أتمه-তার কাহিনী শেষ করতে পারবো না।

إن أذكره ঃ অর্থাৎ بعض شيء من خبره।

عجرة وبجرة ঃ উভয় শব্দের প্রথম দু' অক্ষরে পেশ। দ্বিতীয় দু' অক্ষরে যবর। عجر-এটা عجرة এর বহুবচন। অর্থ গ্রন্থি. গিরা, ঘাড়ের রগের ফুলা মাংস। بجر- بجرة এর বহুবচন। অর্থ নাভি। পরবর্তী অর্থ প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য যাবতীয় দোষ। এখানে এ দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য।

তাশরীহ :

এ দ্বিতীয় মহিলা তার স্বামীর ব্যাপারে বাহ্যত কিছু না বললেও কৌশলে সবই বলে দিয়েছে। সে বলেছে, আমার স্বামীর দোষের বর্ণনা করলে তার আর শেষ হবে না। শুনতে শুনতে শ্রোতারা বিরক্ত হয়ে যাবে। কারো মনে হতে পারে, এ মহিলা স্বামীর বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা না করে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ, সংক্ষেপে সে স্বামীর সব দোষ বর্ণনা করে দিয়েছে যে, তার দোষ বর্ণনাতীত। এ মহিলার নাম 'আমরা বা রামলা।

* قَالَتِ الثَّالِثَةُ : زَوْجِي الْعَشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ.

৩. তৃতীয় মহিলা বলল, আমার স্বামী বেঢপ লম্বা, আমি যদি নিজের কোন প্রয়োজনের কথা জানাই, তাহলে সে আমাকে তালাক দিবে, আর যদি চুপ থাকি তাহলে ঝুলন্ত থাকব। অর্থাৎ তালাক প্রাপ্তও নয় যে, অন্য স্বামী গ্রহণ করব। আবার স্ত্রীর মত ব্যবহারও পাব না।

শব্দবিশ্লেষণ :

العشنق ঃ الطويل المستكره فى طوله। বেঢপ লম্বা, বেখাপ্পা লম্বা, বিশ্রী লম্বা। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, السيء الخلق অসৎ চরিত্রের অধিকারী। দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য নিলে পরবর্তী বাক্যটি بيان হবে।

وإن أنطق الخ ঃ অর্থাৎ ان أنطق بعيوبه تفصيلا আমি যদি তার দোষ বর্ণনা করি বা ان أنطق لحاجتى إليه আমার প্রয়োজনের কথা তাকে জানাই, তাহলে সে আমাকে তালাক দিবে। শায়খ যাকারিয়া (র.) বলেন, قلت أو التكلم بمحضره مطلقا তার সামনে কোন কিছু বললেই সে আমাকে তালাক দিবে।

তাশরীহ :

এ তৃতীয় মহিলা তার স্বামীর দোষ বর্ণনা করেছে। সে বেঢপ লম্বা বলে বুঝাতে চেয়েছে তার স্বামী অত্যন্ত বোকা বা বুঝাতে চেয়েছে দেখতে বিশ্রী। কেননা, সাধারণত অতিলম্বা হলে তার সাথে মানানসই মোটা স্ত্রী না হলে বিশ্রী দেখায়। আবার বদমেযাজও বটে। যদি কিছু বলতে যাই বা আপন প্রয়োজন প্রকাশ করতে যাই, তৎক্ষণাৎ তালাক দিবে। আর যদি চুপ থাকি, নিজ থেকে আমার কোন প্রয়োজন পূরণ করবে না। আমি ঝুলন্ত থাকব। স্বামীওয়ালার মত স্ত্রীর হক পাব না। আবার স্বামীহীনার মত অন্য স্বামীও গ্রহণ করতে পারবো না।

* قَالَتِ الرَّابِعَةُ : زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لا حَرٌّ، وَلا قَرٌّ، وَلا مَخَافَةَ، وَلا سَآمَةَ.

৪. চতুর্থ মহিলা বলল, আমার স্বামী তিহামার রাতের মত মধ্যম ভারসাম্যপূর্ণ নাতিশীতোষ্ণ, না ঠাণ্ডা না গরম।। আমি তার সম্পর্কে ভীত নই, বিরক্তও নই।

শব্দবিশ্লেষণ :

تهامة ঃ তা-এর নিচে যের। মক্কা ও তার আশপাশের নিচু এলাকাকে تهامة বলে। এ এলাকার রাত সবসময় আরামদায়ক হয়, দিনে যত প্রচণ্ড গরম হোক না কেন। কারণ, এলাকাটি লোহিত সাগর তীরবর্তী হওয়ার কারণে আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকে। এ মহিলা তার স্বামীকে আরামদায়ক হওয়ার দিক থেকে তিহামার রজনীর সাথে তুলনা করেছে।

لا حر ولا قر ঃ উভয় রা- مفتوح পড়লে لا টা نفى جنس এর জন্য হবে। এবং خبر محذوف হবে। অর্থাৎ لا حر فيه ولا قر فيه। আর مرفوع পড়লে لا অর্থ ليس হবে। এবং مضاف উহ্য মানতে হবে। অর্থাৎ ليس ذاحر ولا ذاقر। قر অর্থ برد ঠাণ্ডা।

এ বাক্যেও পূর্বের বাক্যের মত দু' তারকীব হতে পারে।

لا ذومخافة ولا ذو سامة বা لا مخافة فيه ولا سامة فيه ঃ لا مخافة ولا سامة অর্থাৎ ليس عنده شر يخاف منه ولا ملالة فى مصاحبته-তার মাঝে ভয়ের কিছু নেই এবং তার সঙ্গে থাকতে বিরক্তি আসে না।

তাশরীহ :

এ মহিলা তার স্বামীর উচ্চ প্রশংসা করল। তার স্বামী মধ্য প্রকৃতির; অতিগরমও নয় আবার অতি নরমও নয়। শান্ত শিষ্ট ভদ্র। বলা হয় এ মহিলার নাম ছিল مهد بنت أبى هرومة।

* قَالَتِ الْخَامِسَةُ : زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ.

৫. পঞ্চম মহিলা বলল, যখন আমার স্বামী ঘরে প্রবেশ করে তখন চিতাবাঘ (বাঘের মত) হয়ে যায়, আর যখন বাইরে বেরোয়, তখন সিংহ হয়ে যায়। সে ঘরের কোন ব্যাপারে কোন প্রশ্নই তোলে না।

শব্দবিশ্লেষণ :

فهد ঃ বাবে سمع থেকে صيغة ماضى। চিতাবাঘ হওয়া। কেউ কেউ এটাকে فهدٌ পড়েছে। তখন এটা মুবতাদা মাহযুফের খবর হবে। فهو فهدٌ।

أسد ঃ বাবে سمع থেকে صيغة ماضى। সিংহ হওয়া। এটা اسم ও হতে পারে, তখন فهو أسد হবে।

لا يؤخذ عما رأى أو لا يسأل عما عهد ঃ এখানে عهد অর্থ رأى বা علم অর্থাৎ علم فى البيت- ঘরের খানাপিনা ও খরচ পাতির বিষয়ে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করে না, পাকড়াও করে না। এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন তোলে না।

তাশরীহ :

এ মহিলার নাম কাবশা। মহিলাটি স্বামীর প্রশংসা করেছে না নিন্দা করেছে- এ ব্যাপারে হাদীসের ভাষ্যকারদের মতপার্থক্য রয়েছে।

মহিলার ভাষার মাঝে উভয়টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে প্রশংসার দিকটা প্রবল। যদি নিন্দা ও দোষ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তার কথার মতলব হবে, সে ঘরে আসলে আমাকে প্রহার করার জন্য চিতাবাঘের মত আমার উপর হামলে পড়ে এবং ঔদ্ধত্য দেখায়। চিতাবাঘ যেমন বেঘোর ঘুমায় সেও ঘরে এসে চুপচাপ শুয়ে থাকে। পরিবারের খোঁজ খবর নেয় না। কোন প্রয়োজন পূরণ করে না।

আর যদি প্রশংসা করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে মতলব হবে, সে ঘরে এসে মিলনের জন্য চিতাবাঘের মত আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে একজন বলিষ্ঠ সুপুরুষ। চিতা যেমন বেঘোর ঘুমায় সেও ঘরের বিষয়ে বেখবর থাকে, দোষ ধরে না, প্রশ্ন তোলে না। অহেতুক নাক গলায় না, হস্তক্ষেপ করে না। ঘরে সে বড় উদার। আমরা যা মন চায় খাই, সে কোন কৈফিয়ত তলব করে না। কিছু নষ্ট হয়ে গেলে তা নিয়ে রাগ করে না।

إذا خرج أسد ঃ এ বাক্যের মাঝেও প্রশংসা ও নিন্দা উভয়টির সম্ভাবনা রয়েছে। যদি নিন্দা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে মতলব হবে বাহিরে সে সিংহের ন্যায় রাগী বদমেযাজী। আর প্রশংসা উদ্দেশ্য হলে মতলব হবে, বাহিরে সে সিংহের মত বীর পুরুষ, দাপটের সাথে চলে।

এমনিভাবে لا يسأل عما عهد ঃ বাক্যের মাঝেও প্রশংসা ও নিন্দা উভয় দিক থাকতে পারে। প্রশংসা উদ্দেশ্য হলে মতলব হবে, لا يسأل عماعلم فى بيته من مطعم ومشرب وغيرهما تكرما-উদারতা ও মহানুভবতার কারণে ঘরের কোন বিষয়ে প্রশ্ন তোলে না। [illegible] না। আর নিন্দা উদ্দেশ্য হলে, মতলব হবে لا يسأل عما علم فى بيته من مطعم ومشرب وغيرهما تكاسلا- অলসতা ও দায়িত্বহীনতার কারণে ঘরের খোঁজ-খবর রাখে না।

✱ قَالَتِ السَّادِسَةُ : زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، وَلَا يُوْلِجُ الْكَفَّ، لِيَعْلَمَ الْبَثَّ.

৬. ষষ্ঠ মহিলা বলল, আমার স্বামী আহার করলে সবই সাবাড় করে দেয় এবং পান করলে কিছুই বাকি রাখে না। সে যখন শুতে যায় (আমাকে দূরে রেখে) একাই লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে, এমনকি হাত বাড়িয়েও আমার সুখ-দুঃখের খবর নেয় না।

শব্দবিশ্লেষণ :

لف ঃ অর্থাৎ اكثر الطعام وخلط صنوفه كالانعام অধিক আহার করা, সাবাড় করে দেয়া।

إشتف ঃ شرب الشفافة بضم الشين وهى بقية الماء فى قعر الإناء فيستسقى الماء ولا يدع- পাত্রের তলায় অবশিষ্ট পানিটুকু পর্যন্ত নিঃশেষ করে দেয়া।

إلتف ঃ تغطى بلحاف منفردا- একা নিজেকে লেপ বা চাদরে আবৃত করা।

يولج ঃ বাবে إفعال থেকে। প্রবিষ্ট করণ।

البث ঃ الحزن والمرض- রোগ ব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট।

তাশরীহ :

এ মহিলার নাম যুহরা। তার বক্তব্যেও প্রশংসা এবং নিন্দা উভয়টির সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু পঞ্চম মহিলার বক্তব্যে প্রশংসার দিক প্রবল ছিল। এ মহিলার বক্তব্যে নিন্দার দিক প্রবল। তখন মতলব হবে, যখন সে আহার গ্রহণ করে সব কিছু একাই সাবাড় করে দেয়, পরিবার-পরিজনের জন্য কিছুই বাকি রাখে না। পান করলে একাই সব শুকিয়ে ফেলে। শুতে গেলে পর পুরুষের ন্যায় কাপড় মুড়ি দিয়ে একা শুয়ে থাকে। হাত বের করে দেখেও না আমি কী হালে আছি। যদি প্রশংসা ধরা হয় তাহলে মতলব হবে, যখন খানা খায় তখন রকমারি খাবার গ্রহণ করে। যখন পান করে বিভিন্ন প্রকারের পানীয় পান করে। মোটকথা, সব প্রকারের খাদ্য ও পানীয় তার সামনে বিদ্যমান থাকে। পানাহারের বেলায় কৃপণতা করে না। অন্যের ছিদ্র অন্বেষণ করে না, কারো দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায় না।

* قَالَتِ السَّابِعَةُ : زَوْجِي عَيَايَاءُ، أَوْ غَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ، شَجَّكِ، أَوْ فَلَّكِ، أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ.

৭. সপ্তম মহিলা বলল, আমার স্বামী যৌন অক্ষম, ব্যর্থ, বোকার হদ্দ, যত রকমের রোগ হতে পারে সবই তার মধ্যে আছে। অপর দিকে সে এত বদমেযাজ যে, মাথা বা শরীরে আঘাত করতে পারে অথবা উভয়ই করতে পারে।

শব্দবিশ্লেষণ :

عياياء ঃ هو من الإبل والناس الذى عيى بالضراب ومرارها أنه عنين-অক্ষম উট এবং যৌন অক্ষম পুরুষ। এ মহিলা বলতে চাচ্ছে, তার স্বামী নপুংসক।

أو غياياء ঃ أو টি تنويع বা تمييز এর জন্য এসেছে। অথবা أو অর্থ بل। কেউ কেউ বলেছেন, شك এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। غياياء শব্দটি غي থেকে নির্গত। অর্থ ذو غى وهو الضلالة أو الخيبة-পথভ্রষ্ট, ব্যর্থ। অথবা غياية থেকে নির্গত। অর্থ অন্ধকার, আচ্ছন্ন। যার ভিতরে কোন আলো নেই। ফলে কি করবে কিছুই বুছতে পারে না। নির্বোধ।

طبقاء ঃ أحمق تنطبق عليه الأمور -বোকা। مفحم ينطبق عليه الكلام فلا ينطق به يعجز عن الكلام فينطبق شفتاه -যে পরিষ্কার করে কথা বলতে পারে না। ঠোঁট লেগে যায়। তোতলা। عاجز عن الوقاع -যৌন অক্ষম।

ينطبق على المرأة اذا علا عليها ثقلة فيحصل لها منه الإيذاء -যে ভারী হওয়ার কারণে স্ত্রীর গায়ের উপর তখতার মত চেপে থাকে, ফলে স্ত্রীর কষ্ট হয়।

كل داء له داء ঃ كل داء يعرف بين الناس فهو داء له اجتمع فيه سائر العيوب والمصائب- রোগ ব্যাধি, দোষত্রুটি। অর্থাৎ যাবতীয় রোগব্যাধি, দোষত্রুটি তার মাঝে বিদ্যমান।

شجك ঃ جرحك- আঘাত করা, জখম করা। এখানে উদ্দেশ্য- الشج الشق فى الرأس والخطاب لنفسها أو المراد خطاب العام ضربك وكسرك جرحك فى الرأس- মাথায় আঘাত করা, মাথা ভেঙ্গে ফেলা, মাথা ফাটিয়ে দেয়া।

فلك ঃ ضربك كسرك- আঘাত করা, ভেঙ্গে ফেলা। এখানে উদ্দেশ্য كسر باقى الأعضاء- মাথা ছাড়া অন্য অঙ্গে আঘাত করা, ভেঙ্গে ফেলা।

من الشج والفل ঃ كالالك ।

* قَالَتِ الثَّامِنَةُ : زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ، وَالرِّيحُ، رِيحُ زَرْنَبٍ.

৮. অষ্টম মহিলা বলল, আমার স্বামীর ত্বক খরগোশের ত্বকের মত কোমল। দেহের সুবাস জাফরানের সুবাসের মত।

শব্দবিশ্লেষণ :

المس ঃ আলিফ লাম عوض عن المضاف إليه আসলে হবে مسه- স্পর্শ করা।

مس أرنب ঃ অর্থাৎ كمس الأرنب । أرنب খরগোশ। كنت بذلك عن لين بشرته- এর দ্বারা ত্বক কোমল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

والريح ঃ এখানেও আলিফ লাম عوض عن المضاف إليه আসলে হবে ريحه। অর্থাৎ ريح جسده أو ثيابه- তার দেহের সুঘ্রাণ বা পোশাকের সুঘ্রাণ।

ريح زرنب ঃ كريح زرنب - زرنب এক প্রকারের সুগন্ধ, সুগন্ধিযুক্ত ঘাস। কেউ কেউ বলেন, জাফরান।

তাশরীহ :

এ মহিলার নাম নাশেরা বিনতে আউস। সে তার স্বামীর প্রশংসা করে বলেছে, তার স্বামীর দেহ কোমল, সুরভিত। ভালবেসে তাকে জড়িয়ে থাকতে মন চায়। হতে পারে এখানে রূপকভাবে স্বামীর কোমল স্বভাব চরিত্রের বর্ণনা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তার স্বামী কোমল স্বভাবের একজন নম্র ভদ্র মানুষ। সুগন্ধির ন্যায় সর্বত্র তার সুনাম ছড়িয়ে আছে।

কোন কোন ভাষ্যকার বলেছেন, মহিলাটি তার স্বামীর নিন্দা করেছে। তার স্বামীর স্পর্শ হচ্ছে খরগোশের ন্যায় দুর্বল ও হালকা, যা মহিলাদের জন্য অনভিপ্রেত। এক কথায় সে স্ত্রী মিলনে দুর্বল।

(شرح المناوى على هامش جمع الوسائل : جـ٢، صـ٦٥)

* قَالَتِ التَّاسِعَةُ : زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ.

৯. নবম মহিলা বলল, আমার স্বামী উঁচু অট্টালিকার অধিকারী (বা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী) দীর্ঘদেহী। তার ছাই-ভস্মের পরিমাণ প্রচুর। তার বাসস্থান পরামর্শশালার কাছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

العماد ঃ ঘরের খুঁটি, স্তম্ভ। رفيع العماد-উঁচু অট্টালিকার অধিকারী। عماد বলে বংশ মর্যাদাও বুঝানো হয়। তখন رفيع العماد অর্থ হবে, উঁচু বংশের বা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

النجاد ঃ نون এর নিচে যের। তরবারির খাপ। طويل النجاد- অর্থ লম্বা খাপওয়ালা। যিনি লম্বা খাপওয়ালা হবেন, তিনি স্বাভাবিকভাবে দীর্ঘদেহী হবেন। তাই طويل النجاد এর পরবর্তী অর্থ দীর্ঘদেহী।

الرماد ঃ ছাই, ভস্ম, عظيم الرماد- প্রচুর ছাইয়ের অধিকারী। রূপক অর্থে অতিথিপরায়ণ, দানশীল। কারণ, অধিক ছাই অধিক রান্নার ইঙ্গিত বহন করে আর অধিক রান্না অধিক মেহমানের ইঙ্গিত বহন করে।

النادِ ঃ আসলে النادى ছিল। শেষ অক্ষরের সাথে মিল রক্ষার জন্য ياء কে حذف করা হয়েছে। অর্থ মজলিস, বৈঠকখানা, পরামর্শশালা।

তাশরীহ :

এ মহিলা তার স্বামীর উচ্চ প্রশংসা করেছে। **প্রথমতঃ** সে বলেছে, 'তার স্বামী উঁচু অট্টালিকার অধিকারী।' এ কথার কয়েকটি অর্থ হতে পারে। (১) সে একজন ধনী ব্যক্তি। কারণ, ধনী ব্যক্তিই উঁচু অট্টালিকা নির্মাণ করতে পারে। (২) আর উঁচু অট্টালিকা দ্বারা যদি উঁচু স্থানে হওয়া উদ্দেশ্য হয়, তাহলে মহিলা স্বামীর দানশীলতার প্রশংসা করেছে। কারণ, তৎকালীন আরবে নিয়ম ছিল দানশীল ও অতিথিপরায়ণ ব্যক্তিরা উঁচু জায়গায় ঘর নির্মাণ করতো। যাতে পরদেশী মুসাফির দূর থেকে দেখে এ ঘরে চলে আসতে পারে। (৩) কেউ বলেছেন, এ বাক্যের মতলব হল উঁচুবংশের অধিকারী বা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

দ্বিতীয়তঃ সে বলেছে, তার স্বামী দীর্ঘদেহী। পুরুষের জন্য মানানসই দীর্ঘদেহী হওয়া প্রশংসনীয়। এটা দৈহিক শক্তি সামর্থ ও বীরত্বের পরিচায়ক।

তৃতীয়তঃ সে বলেছে, তার স্বামী প্রচুর ছাইয়ের অধিকারী। এ বাক্যে সে তার স্বামীর অতিথিপরায়ণতার প্রশংসা করেছে। কারণ, অধিক ছাই অধিক রান্না। আর অধিক রান্না অধিক মেহমানদারীর ইঙ্গিত বহন করে। মোটকথা, তার স্বামী খুবই অতিথিপরায়ণ।

চতুর্থতঃ সে বলেছে, তার স্বামীর ঘর পরামর্শশালার কাছে। এর অর্থ হল তার স্বামী একজন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি। লোকজন তার কাছে পরামর্শ নেয়ার জন্য আসে। ঠিক যেন তার ঘরটাই পরামর্শশালা। কিংবা এ অর্থও হতে পারে, পরামর্শ শালার নিকটে ঘর এ জন্য করেছে যাতে আগত মেহমানদের সহজে মেহমানদারী করা যায়। (خصائل نبوى : صـــ١٤٤)

✱ قَالَتِ الْعَاشِرَةُ : زَوْجِي مَالِكٌ، وَمَا مَالِكٌ؟ مالك خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ، قَلِيلاتُ الْمَسَارِحِ، إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ، أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ.

১০. দশম মহিলা বলল, আমার স্বামীর নাম মালেক। আমি মালেকের কি প্রশংসা করব? সে তো এ পর্যন্ত যাদের প্রশংসা করা হয়েছে তাদের সবার চেয়ে উত্তম। অথবা আমি তার যা প্রশংসা করব, সে এর চেয়ে অনেক বড়। সে বহু উটের মালিক। যেগুলোর অধিকাংশই ঘরের নিকটে আস্তাবলে থাকে। মাত্র কয়েকটি চারণভূমিতে যায়। উটগুলো যখন বাজনার আওয়ায শোনে, তখন তারা বুঝতে পারে তাদেরকে মেহমানদের জন্য যবেহ করা হবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

اسمه مالك ঃ زوجى مالك।

الإستفهام للتعظيم والتعجيب والتفخيم ঃ وما مالك؟-ইস্তিফ্হামটা বড়ত্ব ও মহত্ব প্রকাশের জন্য এসেছে। অর্থ :

مالك شيء عظيم لا يعرف لعظمته فهو خير مما يثنى عليه به.

মালেক এক মহান ব্যক্তি। সে প্রশংসার চেয়ে বড়।

مالك خير من ذلك ঃ ذلك এর مشار إليه তিনটি হতে পারে। (ক) من زوج التاسعة মালেক নবম মহিলার স্বামীর চেয়ে উত্তম। (খ) من كل زوج سبق ذكره- পূর্বে যে স্বামীদের প্রশংসা করা হয়েছে, তাদের সকলের চেয়ে উত্তম। (গ) من ذلك الذى أقوله حقه- আমি তার যা প্রশংসা করব, এর চেয়ে বড়।

المبارك ঃ مبرك এর বহুবচন। উট বসার স্থান, আস্তাবল। এটা ظرف مكان বা زمان বা ميم টা مصدرى হতে পারে।

المسارح ঃ مسرح এর বহুবচন। চারণভূমি। এটাও ظرف مكان বা زمان বা ميم টা مصدرى হতে পারে।

مسرح ও مبرك উভয় শব্দকে ظرف مكان ধরলে মতলব হবে,

يتركها فى المبارك كثيرا لا يوجهها فى المسارح إلاّ قليلا.

অধিকাংশ উটই ঘরের কাছে থাকে, চারণভূমিতে মাত্র কয়েকটি যায়। আর ظرف زمان ধরলে মতলব হবে,

ان إبله كثيرة زمان بروكها فإذا سرحت كانت قليلة لكثرة ما ينحر منها فى مباركها للأضياف.

ঘরের কাছে থাকাকালীন উটের সংখ্যা বেশি থাকে। চারণ ভূমিতে যাওয়ার সময় সংখ্য কমে যায়। কারণ, ঘরের কাছে থাকা অবস্থায় মেহমানদের জন্য অধিক পরিমাণে যবেহ করা হয়।

আর مصدر ধরলে মতলব হবে,

إن إبله كثيرة حال بروكها وقليلة حال سرحها

ঘরের কাছে থাকা অবস্থায় উট সংখ্যায় বেশি থাকে। মেহমানদের জন্য অধিক পরিমাণে যবেহ করার কারণে বিচরণ অবস্থায় কমে যায়।

مِزهَر ঃ ميم এর নিচে যের। هو العود الذى يضرب কাঠের তৈরী বাজনা বিশেষ। বীণা, বাঁশি।

أيقن ঃ شعرن وظنن বুঝতে পারা।

هوالك ঃ অর্থাৎ منحورات للضيف- তাদেরকে মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য যবেহ করা হবে।

তাশরীহ :

এ মহিলার নাম কাবশা বিনতে মালেক। সে তার স্বামীর দানশীলতা ও অতিথি পরায়ণতার প্রশংসা করে বলেছে, তার উটগুলো চরতে মাঠে যায় না। ঘরের কাছে আস্তাবলে বেঁধে রাখা হয়, যাতে মেহমানের আগমনের সাথে সাথে যবেহ করা যায়, অপেক্ষা করতে না হয়।

মেহমানের অভ্যর্থনায় যখন বাজনা বেজে উঠত, তখন উটগুলো নিশ্চিত বুঝে ফেলত তাদেরকে যবেহ করা হবে।

قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ وَمَا أَبُو زَرْعٍ؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ، وَمَلأَ ✻ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ، وَبَجَّحَنِي، فَبَجَحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشَقٍّ فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ، وَأَطِيطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ، فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلا أُقَبَّحُ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَمَّحُ،

১১. এগারতম মহিলা বলল, আমার স্বামী আবূ যারআ। আবূ যারআর কত প্রশংসা করব। সে অলংকারে আমার দু' কান ঝুঁকিয়ে দিয়েছে। চর্বিতে আমার দু' বাহু ভরে দিয়েছে (ফলে আমি মুটিয়ে গেছি)। সে আমাকে এত সুখে রেখেছিল এবং আমি এত আনন্দিত ছিলাম যে, অহমিকায় নিজেকে বড় ভাবছিলাম। সে আমাকে এমন এক পরিবারে পেয়েছে যারা শুধুমাত্র কিছু বকরীর মালিক ছিল (খুব গরীব ছিল) অতি কষ্টে জীবনধারন করত। অতপর আমাকে এমন এক ধনী পরিবারে নিয়ে আসে যাদের কাছে ঘোড়া, উট, গরু, কিষাণ- সব ধরনের সম্পদ ছিল। (এর সাথে তার ব্যবহার এত সুন্দর ছিল যে,) আমি যা কিছুই বলতাম, সে আমাকে মন্দ বলত না, ভর্ৎসনা করত না। যখন আমি নিদ্রা যেতাম, সকালে দেরি করে ঘুম থেকে জাগতাম। যখন আমি পান করতাম তৃপ্তি সহকারে পান করে ছাড়তাম।

শব্দবিশ্লেষণ :

أبو ذرع ঃ সম্ভবত কৃষিক্ষেত্র বেশি হওয়ার কারণে তার উপনাম أبو ذرع প্রসিদ্ধ হয়।

أناس ঃ حرك -أثقل ঝুঁকিয়ে দেয়া, ভারি করে দেয়া।

حُلى ঃ حا তে পেশ বা যের। يا তে তাশদীদ। حلية এর বহুবচন। অলংকার।

أذنى ঃ ذال এ পেশ বা সুকুন সহকারে। أذن এর দ্বিবচন। ياء متكلم এর দিকে إضافت এর কারণে نون ফেলে দেওয়া হয়েছে।

عضدى ঃ عضد এর দ্বিবচন। إضافت এর কারণে نون ফেলে দেওয়া হয়েছে। বাহু। শুধু বাহুর মোটা হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে -এ জন্য যে, বাহু মোটা হওয়া গোটা দেহ মোটা হওয়াকে বুঝায়।

بجحنى ঃ جيم এ তাশদীদ যোগে, তাখফীফের সাথেও পড়া যায়। فرحنى- আনন্দ দেওয়া, আরাম দেওয়া।

فبجحت إلى نفسى ঃ বাবে سمع থেকে। جيم এ যবর যোগে পড়া দুর্বল। فرحت-আনন্দিত হওয়া, খুশি হওয়া। إلى-তাশদীদের সাথে। এখানে পূর্ণ ইবারত হবে নিম্নরূপ :

فرحنى ففرحت نفسى حال كونها مائلة إلى أو عظمنى فعظمت نفسى حال كونها مائلة إلى.

অর্থাৎ সে আমাকে এত সুখে রেখেছিল, আনন্দ দিয়েছিল, নিজেকে খুব ভাল লাগছিল বা নিজেকে বড় মনে হচ্ছিল। কেউ কেউ এটাকে فبجحت إلى نفسى পড়েছেন। তখন অর্থ হবে عظمت عند نفسى নিজেকে বড় মনে হচ্ছিল।

أهل غنيمة ঃ تصغير এর সাথে। অর্থাৎ, أهل غنم قليل- অল্প কিছু বকরীর মালিক।

بشقٍ ঃ শীন বর্ণে যের। কষ্ট।

وجدنى فى أهل غنم قليلة، فهم فى جهد وضيق عيش.

কেউ কেউ এটাকে শীন বর্ণে যবরের সাথে পড়েছেন। একটি জায়গার নাম বা কোন পাহাড়ি অঞ্চলের নাম।

وجدنى فى أهل عنم قليلة كائنين بناحية من الجبل.

সে আমাকে একটি দরিদ্র পরিবারে পেয়েছে যারা পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস করত।

صهيل ঃ অশ্বের হ্রেস্বাধ্বনি, صهيل اهل অর্থ أهل خيل ذات صهيل ঘোড়াওয়ালা।

الأطيط ঃ উটের আওয়ায। أهل اطيط অর্থ أهل إبل ذات أطيط উটওয়ালা।

دائس ঃ دوس থেকে। পদদলন, মাড়াই। دائس- মাড়াদানকারী। যে গরু উঠানে শষ্য মাড়ায়।

مُنَقٍّ ঃ تنقية থেকে। পরিষ্কার করা। منق যে মাড়াইয়ের পর শষ্যকে চালনি দিয়ে পরিষ্কার করে। কিষাণ।

فلا أقبح ঃ يقبح থেকে। খারাপ মনে করা। অর্থাৎ আমি যে কোন কথাই বলি, খারাপ মনে করা হয় না। حبك الشىء يعمى ويصم

فاتصبح ঃ أدخل فى الصبح। সকাল করে দেই। সকাল পর্যন্ত ঘুমাই। আমাকে স্বামীর খেদমতের জন্য জাগানো হয় না। কারণ, আমি তার প্রিয়তমা। তা ছাড়া কাজের জন্য ভিন্ন খাদেম রাখা ছিল।

فاتقمح ঃ أروى وأدعه-পরিতৃপ্ত হয়ে পান করা এবং ছেড়ে দেওয়া। অর্থাৎ খানাপিনা এত পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল যে, আমি পরিতৃপ্তি লাভ করে রেখে দিতাম।

أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ، عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ، ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَتُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ،

আবূ যারআর মা, তার কথা কি বলব! তার বড় বড় পাত্রগুলো ছিল সর্বদা পরিপূর্ণ এবং ঘর ছিল খুবই প্রশস্ত। (অর্থাৎ আমার শাশুড়ি ধনাঢ্য এবং অতিথি পরায়ণ ছিল। তার মাঝে কৃপণতা ছিল না। ঘর বড় হওয়া এ কথাকে বুঝায় যে, তার ঘরে মেহমানের আগমন বেশি হত।)

আর আবূ যারআর ছেলে। সেও খুব ভাল ছেলে। তার শয্যা এত সংকীর্ণ ছিল যে, মনে হত যেন কোষমুক্ত তরবারি (ছিমছাম দেহ বিশিষ্ট)। বকরীর একটি বাহুই তার জন্য যথেষ্ট ছিল (অর্থাৎ স্বল্প ভোজী বীর বাহাদুর ছিল)।

শব্দবিশ্লেষণ :

عكومها ঃ আঈনে পেশ বা যবর যোগে পড়া হয়। عِكم (আঈনে যেরের সাথে)-এর বহুবচন। খাদ্যের পাত্র।

رداح ঃ راء-এ যবর যোগে। যের এর সাথেও পড়া হয়। অর্থ বড়। عكومها رداح বাক্যে খবরকে একবচন আনা হয়েছে। তাই বাক্যের অর্থ হবে عكومها أى كل عكم منها رداح তার প্রত্যেক পাত্রই বড়। অথবা رداح-মাসদারের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

فساح ঃ فاء বর্ণে যবর। কেউ কেউ পেশ পড়েছেন। অর্থ واسع প্রশস্ত।

مضجعه ঃ مرقد-শয্যা, বিশ্রামস্থল। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে বিশ্রাম স্থল বলে পার্শ্ব উদ্দেশ্য।

كمسل شطبة ঃ سين ও ميم বর্ণে যবর। ميم টা مصدرى। টেনে বের করা, তরবারি কোষমুক্ত করা। এখানে অর্থ হবে اسم مفعول এর। এবং كمسل

شطبة এর মাঝে إضافة الصفة إلى الموصوف হয়েছে অর্থাৎ كشطبة مسلولة হলো মূলরূপ। اسم ظرف এর অর্থেও গ্রহণ করা যায়।

شطبة ঃ শীনে যবর, তা- সাকিন। খেজুর গাছের ঢাল। কেউ কেউ অর্থ করেছেন, তরবারী। গোটা বাক্যটা নিম্নরূপ :

ان محل اضطجاعه كشطبة مسلولة أو كسيف مسلولة من الجريد فى الدقة، فهو خفيف اللحم دقيق الخصر.

তার শয্যা বা তার পার্শ্ব খেজুরের ছালবিহীন ডালের মত বা কোষমুক্ত তরবারির মত। অর্থাৎ হালকা-পাতলা ছিমছাম। আর যদি مسل কে اسم ظرف ধরা হয় তাহলে বাক্য হবে নিম্নরূপ :

ان مضجعه كموضع سل الشطبة.

تشبعه ঃ বাবে إفعال থেকে। পরিতৃপ্ত করা।

ذراع ঃ বাহু, হাত।

الجفرة ঃ جيم এর উপর যবর, فاء সাকিন। বকরীর মাদি বাচ্চা। ভেড়ার চার মাসের বাচ্চা। অর্থাৎ সে স্বল্প ভোজী ছিল। স্বল্প ভোজ সম্মানজনক, স্বাস্থ্যকর এবং বীরত্বের পরিচায়ক।

بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا، مِلْءُ كِسَائِهَا، وَغَيْظُ جَارَتِهَا،

আর আবূ যারআর কন্যা! তার সম্পর্কে কি বলব? সে পিতা-মাতার সম্পূর্ণ অনুগত। সে সুঠাম ও সুটৌল দেহের অধিকারিণী। সতীনের জ্বালা ও ক্রোধের কারণ।

শব্দবিশ্লেষণ :

طوع ঃ অর্থাৎ مطيعة অনুগত। মাসদার اسم فاعل এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ملء كسائها ঃ অর্থাৎ مالئة بكسائها لضخامتها وسمنها- ভরাট দেহের অধিকারিণী হওয়ার কারণে তার দেহ পোশাককে পূর্ণ করে দিত। এক বর্ণনায় এসেছে, صفر ردائها-উপরের চাদরটা শূন্য থাকত। উভয় বর্ণনার মাঝে কোন বিরোধ নেই। কারণ, ভরাট দেহ হওয়ার কারণে কাপড় ভরে যেত। আবার উন্নত স্তনযুগলের কারণে উপরের চাদরটা শূন্য ও ফাঁকা মনে হত।

غيظ جارها ঃ غيظة অর্থ مغيظة- ক্রোধ ও রোষের কারণ। جارة অর্থ ضرة- সতীন। অর্থাৎ সে সুঠাম ও সুন্দর দেহের অধিকারিণী হওয়ায় সতীনের হিংসা ও রোষের কারণ।

جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، لا تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا، وَلا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، وَلا تَمْلأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا،

আবূ যুরাআর ক্রীতদাসী, তার গুণের কথা কত বলব! সে আমাদের ঘরের গোপন কথা বাইরে ফাঁস করে না। আমাদের খাদ্যদ্রব্য বাইরে পাচার করে না (বরং সে খুবই বিশ্বস্ত এবং আমানতদার), আমাদের ঘরকে ময়লা আবর্জনা দিয়ে ভরে রাখে না।

শব্দবিশ্লেষণ :

لا تبث ঃ تبثيثا : مصدر من غير بابه، أتى به للتاكيد বাবে نصر থেকে। প্রচার করা, প্রকাশ করা, ছড়ানো।

لا تنقث ঃ لا تنقل ولا تخرج ما فى منزلها إلى غيرهم -পাচার করা, বাইরে সরিয়ে দেওয়া। কেউ কেউ অর্থ করেছেন, لا تفسده নষ্ট করে না।

ميرتنا ঃ ميم এ যের। ميرة অর্থ খাদ্যদ্রব্য।

لا تملأ بيتنا تعشيشا ঃ من عش الطائر أى لا تترك بيتنا مملوة من القمامة والكناسة حتى -يصير كأنه عش الطائر (عش পাখির বাসা) থেকে উদ্গত। অর্থাৎ ঘরকে পাখির বাসার মত ময়লা দ্বারা ভরে রাখে না। কোন কোন বর্ণনায় تغشيشا 'গাইন' এর সাথে বর্ণিত হয়েছে। তখন غش থেকে উদ্গত হবে। غش অর্থ খেয়ানত, প্রতারণা, ভেজাল। অর্থাৎ لا تملوه بالخيانة والنميمة- কুৎসা, পরনিন্দা, চুগলি ও খেয়ানত দ্বারা ঘর ভরে না। কেউ কেউ বলেছেন, এ বাক্য দ্বারা সতীত্ব রক্ষার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَالَتْ : خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ، وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا، كَالْفَهْدَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلا سَرِيًّا، رَكِبَ شَرِيًّا، وَأَخَذَ خَطِّيًّا، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا، وَقَالَ : كُلِي أُمَّ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ، فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ، مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ.قَالَتْ

عَائِشَةُ : فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ "

উম্মে যারাআ বলল, (এমনিভাবে আনন্দের সাথে কালাতিপাত করছিলাম) একদিন আবূ যারআ ঘর থেকে বের হলো, তখন মাখন তোলার উদ্দেশ্যে দুধের পাত্রগুলো ঘোঁটা (মন্থন করা) হচ্ছিল। সে পথিমধ্যে এক রমণীকে দেখতে পায়, যার সাথে তার দু'টি পুত্রসন্তান ছিল। তারা মায়ের ক'টি দেশের নিচে দুটি ডালিম নিয়ে চিতা বাঘের ন্যায় খেলা করছিল (চিতাবাঘের সাথে খেলাধুলার দিক থেকে তুলনা করা হয়েছে। আর ডালিম দ্বারা প্রকৃত ডালিম ফলও উদ্দেশ্য হতে পারে, বা এ মহিলার স্ত নযুগলও উদ্দেশ্য হতে পারে)। সে এ মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আমাকে তালাক দেয় এবং তাকে বিবাহ করে (আমাকে তালাক দেওয়ার কারণ হল, যাতে সতীনের কারণে তার কষ্ট না হয়)।

অতঃপর আমি আর এক (অভিজাত) সর্দার ব্যক্তিকে বিবাহ করি। যে অক্লান্ত গতিতে চলমান উন্নত অশ্বে আরোহন করত এবং হাতে বর্শা রাখত। সে আমাকে অনেক সম্পদ দিয়েছে। সে আমাকে প্রত্যেক প্রকার গৃহপালিত জন্তুর এক এক জোড়া দিয়েছে এবং বলেছে, হে উম্মে যারআ! তুমি যা মন চায় খাও এবং নিজ আত্মীয়-স্বজনদেরও খুশি মত খাওয়াও। (মহিলা আরো বলে) কিন্তু সে আমাকে যা কিছুই দিয়েছে তা যদি একত্রিত করি, তাহলে আবূ যারআর সামান্য একটি পাত্রও পূর্ণ করতে পারবে না।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনা শুনানোর পর আমাকে বললেন, আবূ যারআ তার স্ত্রী উম্মে যারআর প্রতি যেরূপ, আমিও তোমার প্রতি তদ্রূপ। (আবূ যারআ যেমন উম্মে যারআকে ভালবেসেছে, উপহার দিয়েছে, আমিও তোমাকে তদ্রূপ করি। শুধু পার্থক্য এতটুকু যে, সে শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। কিন্তু আমি তোমাকে তালাক দেইনি; বরং আজীবন সদ্ব্যবহার করে আসছি।)

শব্দবিশ্লেষণ :

قالت ঃ অর্থাৎ أم زرع

والأوطاب تمخض ঃ এ বাক্যটি خرج এর ضمير থেকে حال হয়েছে। الأوطاب- وطب এর বহুবচন। দুধের পাত্র। تمخض- مجهول এর صيغة। মাখন তোলার জন্য পাত্রকে মন্থন করা।

كالفهدين ঃ فهد এর দ্বিবচন। চিতাবাঘ। এ শব্দটির تعلق -ولدان এর সাথে হলে অর্থ হবে, তার দু'টি চিতাতুল্য ছেলে সন্তান তার সাথে ছিল। আবার يلعبان এর সাথেও تعلق হতে পারে। তাহলে অর্থ হবে,

يلعبان كالفهدين من تحت خصرها.

তার দু'টি ছেলে সন্তান তার কটিদেশের নিচে চিতার ন্যায় খেলছিল। এ মহিলার নিতম্ব খুব ভারী হওয়ার কারণে তার কোমরের নিচে ফাঁক হয়ে যায়। সে ফাঁক দিয়ে তার দুই শিশু ডালিম নিয়ে খেলা করছিল।

خصر ঃ خاء বর্ণে যবর। কটি, কোমর।

رمانتين ঃ رمانة-এর দ্বিবচন। ডালিম। এখানে ডালিম ফলও উদ্দেশ্য হতে পারে। বা এ মহিলার স্তনযুগলও উদ্দেশ্য নেয়া যেতে পারে।

سريا ঃ উচ্চ শ্রেণীর লোক, নেতৃস্থানীয় লোক, অভিজাত, সর্দার। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন দানশীল।

شريا ঃ : فرسا يستشرى فى سيره أى يمضى بلا فتور ولا انكسار قال ابن السكيت -فرسا فائقا جيدا. অক্লান্ত চলমান ঘোড়া, উন্নতজাতের ঘোড়া।

خطّيا ঃ خاء বর্ণে যবর ও যের যোগে পড়া হয়। ওমান ও বাহরাইনের সমুদ্র উপকূলীয় 'খাত' এলাকার তৈরী বর্শা।

أراح ঃ গবাদি পশুকে সন্ধ্যার সময় চারণভূমি থেকে খোঁয়াড়ে ফিরিয়ে আনা। এখানে উদ্দেশ্য প্রচুর পরিমাণে দেওয়া, ভরে দেওয়া।

نعما ঃ نون ও عين বর্ণে যবর যোগে। অর্থ أنعام গবাদি পশু, উট, গরু, বকরী। কারো কারো মতে এখানে শুধু উট উদ্দেশ্য।

ثريا ঃ প্রচুর সম্পদ।

رائحة ঃ উট, গরু, বকরী। যেগুলো সন্ধ্যার সময় চারণভূমি থেকে খোঁয়াড়ে ফিরে আসে।

زوجا ঃ إثنين -إثنين - জোড়াজোড়া।

وقال ঃ أى الرجل الذى تزوجه بعد أبى زرع ।

أم كلى أم زرع ঃ অর্থাৎ كلى ما تشائين يا أم زرع -উহ্য حرف ندا এর কারণে أم زرع কে منصوب পড়া হয়।

ميرة ঃ ميرى থেকে উদ্গত। খাদ্য। ميرى অর্থ أعطى الطعام- তোমার আত্মীয়-স্বজনকেও খাদ্য দান কর। এখানে أهل দ্বারা আত্মীয় স্বজন উদ্দেশ্য- তারা দূরের হলেও।

قيمتها أو قدرملئها ঃ ما بلغ أصغر أنية أبي زرع- আবূ যারআর ছোট পাত্রের সমমূল্যেরও হবে না বা আবূ যারআর ছোট পাত্রও পূর্ণ করতে পারবে না।

তাশরীহ :

الأوطاب تمخض الخ ঃ অর্থাৎ দুধের প্রাচুর্য এবং আর্থিক সচ্ছলতার সময় একদিন আবূ যারআ সফরের উদ্দেশ্যে বের হল। হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) ফতহুল বারী গ্রন্থে লিখেছেন, এ বাক্য দ্বারা সে মহিলাকে দেখার প্রেক্ষাপটের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহিলাটি দুধের পাত্র মন্ধন করে ক্লান্ত হয়ে যায়। তখন সে চিত হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। এমতাবস্থায় আবূ যারআ তাকে দেখতে পেয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

تلقى إمرأة معها ولدان ঃ এ বাক্যে উক্ত মহিলাকে বিয়ে করার কারণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ما بلغ أصغر أنية أبي زرع ঃ এত বুঝা গেল, ما الحب إلاّ للحبيب الأول-ভালবাসা প্রথম স্বামীর সাথেই জমে। তাই কুমারী বিয়ে করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

এখানে কেউ কেউ আপত্তি তুলতে পারেন যে, কিভাবে মহিলারা স্ব স্ব স্বামীর গীবত করেছে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে?

এর জবাব হল, কোন অপরিচিত ব্যক্তি যাকে শ্রোতারা চেনে না, তার দোষ বলা গীবত নয়।

হাদীসে উম্মে যারআ موقوف না مرفوع

এ হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। এর কতক موقوف কতক مرفوع। যেমন শামায়েলের এ طرف টি موقوف। তবে এ طرف টিকে حكما মরফু বলা যায়। কারণ, এর শেষে বর্ণিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশাকে সম্বোধন করে বলেছেন- كنت لك كأبي زرع لأم زرع।

এতে বুঝা যায়- হযরত আয়েশা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কাহিনীটি শুনেছেন এবং স্বীকার করেছেন। এদিক থেকে গোটা হাদীসটি মারফু।

قال الحافظ ابن حجر : وهذا الحديث روى من أوجه بعضها موقوف، وبعضها مرفوع، فالموقوف كما هنا وكذلك فى معظم طرقه،

والمرفوع كما رواه الطبرانى فإنه رواه مرفوعا وكذلك روى مرفوعا من رواية عبد الله بن مصعب عن عائشة أنها قالت دخل علىّ رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال يا عائشة! كنت لك كأبى زرع لأم زرع، فقلت يا رسول الله وما حديث أبى زرع وأم زرع؟ قال الخ، ويقول رفعه قوله فى أخره كنت لك كأبى زرع لأم زرع إذ مقتضاه أنه سمع القصة وأقرها فيكون كله مرفوعا من هذه الجهة.

(المواهب اللدنية : صـــ١٨٧، جمع الوسائل : جـــ٢ن صـــ٧٣)

আহকাম ও শিক্ষা

এ হাদীস থেকে অনেক আহকাম ও শিক্ষা লাভ হয়।

* স্ত্রী-পরিবারের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করা
* হযরত আয়েশার বিশেষ ফযীলত ও মর্যাদা বুঝে আসে।
* রাতে এশার পর প্রয়োজনীয় কথা বলা, স্ত্রী পরিবারের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে নির্দোষ গল্প করা জায়েয আছে।
* অতীত জাতিসমূহের নির্দোষ কিচ্ছাকাহিনী বর্ণনা করা জায়েয।
* কোন অনির্দিষ্ট ব্যক্তি; শ্রোতা যাকে চিনে না, তার দোষ বলা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (جمع الوسائل : جـــ٢، صـــ٧٣)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل ومسلم فى صحيحه، كتاب الفضائل، باب فضائل عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها

(٤٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ نَوْمِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ سَبْعَةُ أَحَادِيثَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯/৪০ :
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিদ্রা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

حديث : ٢٥٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أنبأنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ أنبأنا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الأَيْمَنِ، وَقَالَ : "رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ".

হাদীস : ২৫৫. হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন তাঁর ডান হাত ডান গালের নিচে রেখে এ দুআ পড়তেন :

رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ".

প্রভূ! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পূনর্জীবিত করবে, সেদিন আমাকে তোমার আযাব থেকে রক্ষা কর।

শব্দবিশ্লেষণ :

مضجع ঃ শয্যা, বিছানা।

كف ঃ হাতের তালু।

قنى ঃ وقاية থেকে। বাবে ضرب। রক্ষা করা, বাঁচানো।

تبعث ঃ বাবে فتح থেকে। পুনরুত্থিত করা, জাগ্রত করা। يوم البعث- কিয়ামতের দিবস।

তাশরীহ : 'হিসনে হাসীন' কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমানোর সময় উক্ত দুআটি তিন বার পাঠ করতেন।

قال فى جمع الوسائل وفى الحصن الحصين اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات.

সুনানে আবূ দাউদ শরীফেও তিনবার পাঠ করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

عن حفصة أن رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات. (كتاب الأدب، باب ما يقول عند النوم)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও এ সব দুআ পাঠ করার কারণ ছিল, আল্লাহ তাআলার দরবারে দাসত্ব ও বিনয় প্রকাশ করা এবং উম্মতকে শিক্ষা দান করা।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান পার্শ্বের উপর শুতেন। কাজেই ডান পাশের উপর শোয়া মুস্তাহাব। ডান পার্শ্বের উপর শয়ন করলে দিল সজাগ থাকে। গভীর ঘুমে একেবারে অচেতন হয় না। কারণ, মানুষের হৃদপিণ্ড বক্ষের বাম পাশে অবস্থিত। তাই ডান পার্শ্বের উপর শুলে হৃদপিণ্ডটা ঝুলে থাকে। ফলে গভীর নিদ্রায় দিল একেবারে অচেতন হয় না।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কলব সর্বাবস্থায় জাগ্রত থাকত। তাঁর ডান পার্শ্বের উপর শয়ন করা অভ্যাস অনুযায়ী ছিল। তা ছাড়া তিনি সব কাজে ডানকে পসন্দ করতেন। বা উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি ডান পার্শ্বের উপর শুতেন।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب الأدب، باب ما يقول عند النوم، والترمذى فى جامعه، أبواب الدعوات، وابن ماجة فى سننه، أبواب الدعوات، باب ما يدعوله إذا أوى إلى فراشه.

* * *

حديث : ٢٥٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أنبأنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ أنبأنا إِسْرَائِيل عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ وَقَالَ : "يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ "

হাদীস : ২৫৬. উক্ত হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে تبعث عبادك يوم এর স্থলে يوم

تجمع عبادك (যে দিন তুমি তোমার বান্দাদের সমবেত করবে) আছে।

* * *

حديث : ٢٥٧– حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أخبرنا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، قَالَ : "اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا "، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، قَالَ : "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ "

হাদীস : ২৫৭. হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন এ দুআ পাঠ করতেন, اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا- হে আল্লাহ! তোমারই নামে আমি মরি (ঘুমাই) এবং জীবিত হই (জেগে উঠি)। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘুম থেকে জেগে উঠতেন তখন এ দুআ পাঠ করতেন, اَلْحَمْدُ لله الَّذِىْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرِ

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুদানের (নিদ্রিত করার) পর পুনরায় জীবিত (জাগ্রত) করেছেন। তাঁরই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

آوى ঃ আশ্রয় দেওয়া, আশ্রয় লওয়া। এখানে উদ্দেশ্য وصل- পৌছা, এসে পৌছানো।

اللهم ঃ আসলে ছিল يا الله । حرف ندا এর পরিবর্তে শেষে ميم আনা হয়েছে। এ কারণে يا اللهم ব্যবহৃত হয় না।

باسْمك ঃ অর্থাৎ على ذكرى لاسْمك - তোমার নামের যিকরের সাথে।

النشور ঃ পুনরুত্থান। وإليه الرجوع للثواب أو العقاب- পুরস্কার বা শাস্তির জন্য তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।

তাশরীহ :

ঘুম যেহেতু মৃত্যুর মত, তাই ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়াকে 'পুনরুত্থান' বলা হয়েছে। আলেমগণ বলেন, ঘুম থেকে উঠে চিন্তা করা উচিত যে, এভাবেই আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত করবেন।

ঘুমের শুরুতে এবং ঘুম থেকে উঠে দুআ পাঠ করার হিকমত হল, যেন দিনের শেষ এবং প্রথম আমল আল্লাহর যিকির হয়।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا نام. كتاب التوحيد، باب السوال بأسماء الله والاستعاذة بها، ومسلم فى صحيحه، كتاب الذكر باب الدعاء عند النوم، وأبو داود فى سننه، كتاب الأدب، باب ما يقول عند النوم، والترمذى فى جامعه، أبواب الدعوات، وابن ماجة فى سننه، أبواب الدعوات، باب ما يدعوبه إذا انتبه من الليل.

* * *

حديث : ٢٥٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ أُرَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : "كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ فَنَفَثَ فِيهِمَا، وَقَرَأَ فِيهِمَا : قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ"

হাদীস : ২৫৮. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রাতে যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন তাঁর উভয় হাত একত্র করে তার উপর ফুঁ দিতেন। 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস' সূরাত্রয় পড়ে। অতঃপর শরীরের যতদূর পর্যন্ত হাত বুলান সম্ভব, ততদূর হাত বুলাতেন। তিনি তিনবার এরূপ করতেন। তিনি মাথা থেকে আরম্ভ করতেন, তারপর মুখমণ্ডল, দেহের সম্মুখভাগ এবং শেষে শরীরের বাকী অংশে হাত বুলাতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

نفث ঃ ফুঁক দেওয়া। قال أهل اللغة النفث نفخ لطيف بلا ريق.

তবে কেউ কেউ বলেছেন,

النفث إخراج الريح من الفم ومعه شيء قليل من الريق.

ফুঁকের সাথে হালকা থু থু বের করা।

أى المذكور من جمع الكفين والنفث فيهما والقراءة والمسح ঃ يصنع ذلك

তাশরীহ :

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শয্যা গ্রহণ কালে বিভিন্ন দুআ ও আয়াত পাঠ করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসে তিন কুল পড়ে ফুঁক দেওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

فنفث فيهما وقرأ ঃ এখানে مطلق جمع টা واو এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কাজে আগে সূরাগুলো পাঠ করবে। অতপর ফুঁক দিবে।

قال العسقلانى : يقرأ هذه السور وينفث حال القراءة فى الكفين المجتمعين.

কোন কোন বর্ণনায় وقرأ এর পরিবর্তে فقرأ এসেছে। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজার (র.) বলেছেন,

وبالأولى يتبين أن الفاء فى الثانية ليست للترتيب بل بمعنى الواو.

এ فاء বর্ণটা ترتيب এর জন্য ব্যবহৃত হয়নি; বরং واو এর অর্থে مطلق جمع এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

ففى القاموس أيضا أن الفاء تأتى بمعنى الواو.

অবশ্য কেউ কেউ فقرأ এর বর্ণনার ভিত্তিতে আগে ফুঁক দেওয়া, পরে সূরাগুলো পাঠ করার কথাও বলেছেন।

(جمع الوسائل : جـ٢، صـ٧٧، المواهب اللدنية : صـ١٩٧)

ثلث مرات ঃ أى كما هو كمال السنة وأما أصلها فيحصل بمرة كما هو قضية ألفاظ آخر.(المواهب اللدنية : صـ١٩٨)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات، وأبو داود فى سننه، كتاب الأدب، باب ما يقول عند النوم، والترمذى فى جامعه، أبواب الدعوات، باب ما جاء فيمن يقرأ من القرآن عند المنام، وابن ماجة فى سننه، أبواب الدعاء، باب ما يدعوبه إذا أوى إلى فراشه.

* * *

حديث : ٢٥٩– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَأَتَاهُ بِلالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاةِ، فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ"وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ.

হাদীস : ২৫৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমালেন, এমনকি তিনি নাক ডাকতে লাগলেন। আর তিনি ঘুমালেই নাক ডাকতেন। হযরত বিলাল (রা.) এসে নামাযের জামাআত প্রস্তুত বলে অবগত করলেন। তিনি উঠে গিয়ে নামায পড়লেন। কিন্তু পুনরায় অযু করেননি। এ হাদীসে আরো ঘটনা আছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

نفخ ঃ ফুঁক দেওয়া। আল্লামা মুনাবী (র.) লিখেছেন,

والنفخ إخراج الريح من الفم بصوت والمراد هنا ما يخرج من النائم حين استغراقه فى نومه.

'نفخ' অর্থ হল সশব্দে মুখ থেকে বাতাস বের করা। এখানে উদ্দেশ্য হল, গভীর ঘুমের সময় ঘুমন্ত ব্যক্তির গলা থেকে বের হওয়া গড়গড় শব্দ।

(شرح المناوى على هامش جمع الوسائل : جـ২، صـ৭৭)

তাশরীহ :

نام حتى نفخ ঃ এতে বুঝা গেল, গভীর ঘুমের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গলা থেকে আওয়ায বের হতো। সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

ثم نام حتى سمعت غطيطه، كتاب الآذان، باب يقوم عن يمين الإمام الخ.

অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমিয়েছেন, এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার আওয়ায শুনেছি। আল্লামা মুনাবী (র.) ও বাজূরী (র.) লিখেছেন,

ويعلم من ذلك أنه ليس بمذموم ولا مستهجن. (المواهب اللدنية : صـ١٩٨)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাক ডাকা থেকে বুঝা গেল, এটা নিন্দনীয় কিছু নয়।

ولم يتوضأ ঃ নবীগণের বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁদের ঘুমে অযু নষ্ট হয় না। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম থেকে উঠে ওযু না করেই নামায পড়েছেন। এর কারণ হিসাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নবীদের চোখ ঘুমায় অন্তর ঘুমায় না। তাই নবীদের স্বপ্নও ওহী। আল্লামা বাজূরী লিখেছেন,

كما فى حديث : نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا فهذه خصوصية له على أمته لا على باقى الانبياء.

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আমরা নবীদের চোখ ঘুমায় অন্তর ঘুমায় না। উম্মতের তুলনায় এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্য; অন্যান্য নবীদের তুলনায় নয়।

وفى الحديث قصة ঃ ইমাম তিরমিযী (র.) যে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, তা হল ইবনে আব্বাস (রা.)-এর খালা হযরত মাইমুনার ঘরে শয়ন সম্পর্কিত। পরবর্তী অনুচ্ছেদের পঞ্চম হাদীসে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الوضوء، باب التخفيف فى الوضوء، كتاب الأذان، باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام الخ، كتاب الدعوات، باب الدعاء إذا إنتبه من الليل، ومسلم فى صحيحه، كتاب الصلوة، باب صلاة المسافرين وقصرها، وابن ماجة فى سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم.

* * *

حديث : ٢٦٠– حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا آوَى إِلَى فِرَاشِهِ، قَالَ : "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ لَهُ وَلا مُؤْوِيَ لَه "

হাদীস : ২৬০. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শয্যায় যেতেন, তখন এ দুআ পাঠ করতেন,

الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وكفانا وَآوَانَا، فكم ممن لا كافى له ولا مؤى.

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদের খাদ্য দান করেছেন, পানীয় পান করিয়েছেন, আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করেছেন, কষ্টদায়ক জিনিস দূর করেছেন। আমাদের শোয়ার জন্য আশ্রয়স্থল দান করেছেন। এমন বহুলোক রয়েছে- যাদের প্রয়োজন পূরণকারী ও আশ্রয়দানকারী কেউ নেই।

শব্দবিশ্লেষণ :

آوَانَا ঃ مد ও قصر দুইভাবে পড়া যায়। বিশুদ্ধ মত হল أوى শব্দটি فعل لازم হলে قصر এর সাথে, আর متعدى হলে مد এর সাথে পড়া। এখানে متعدى এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ردنا إلى مأوانا وهو مسكننا ولم يجعلنا من المنتشرين كالبهائم فى الصحراء.

তিনি আমাদেরকে গৃহে আশ্রয় দিয়েছেন পশুর ন্যায় বিক্ষিপ্ত ছেড়ে দেননি।

كفانا ঃ অর্থাৎ كفانا مهماتنا ودفع عنا أذياتنا আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করেছেন, যাবতীয় কষ্ট দূর করেছেন।

لا كافى له ولا مؤوى على الوجه الأكمل ঃ অর্থাৎ পরিপূর্ণ আশ্রয়দাতা, প্রয়োজন পূরণকারী কেউ নেই, যদিও আল্লাহ তাআলা সকল সৃষ্টির আশ্রয়দাতা। এ কথাটা এমন হল, যেমন কুরআনে করীমে কাফিরদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, وأن الكافرين لا مولى لهم.

তাশরীহ :

এ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার শোকর আদায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, দুনিয়ার বিষয়ে নিচের দিকে তাকাবে। এতে অন্তর থেকে শোকর আসবে। পৃথিবীতে কত মানুষ কত কষ্টে আছে। আল্লাহ তাআলা আমাকে তার চেয়ে কত ভাল হালে রেখেছেন!

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الذكر والدعاء، باب الدعاء عند النوم، وأبو داود فى سننه، كتاب الأدب باب ما يقول عند النوم والترمذى في جامعه أبواب الدعوات باب ما جاء فى الدعاء إذا أوى إلى فراشه.

* * *

حديث : ٢٦١- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ "

হাদীস : ২৬১. হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলা সফরকালীন শেষ রাতের দিকে আরামের জন্য কোথাও অবতরণ করলে (যাত্রা বিরতি করলে) ডান কাতে শুয়ে ঘুমাতেন। আর তিনি সুবহে সাদেকের নিকটবর্তী সময়ে অবতরণ করলে কনুইয়ের উপর হাত খাড়া করে দিয়ে হাতের তালুতে মাথা রেখে বিশ্রাম নিতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

عرس ঃ রাতের বেলা সফরকালীন শেষ রাতের দিকে আরামের জন্য কোথাও অবতরণ করা ও অবস্থান করা। কেউ কেউ রাত দিন যে কোন সময়ের অবতরণকে تعريس বলেছেন।

إضطجع ঃ শয়ন করা. শোয়া।

نصب ঃ স্থাপন করা, পুঁতে দেওয়া, খাড়া করা।

তাশরীহ :

রাতের বেলা সফরকালীন কোথাও যাত্রা বিরতি করলে, রাত বেশি বাকি থাকলে শুয়ে ঘুমাতেন। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদত ছিল, তিনি ডান কাতে শুতেন। যদি রাতের সময় কম থাকত, তাহলে কনুই খাড়া করে হাতের তালুতে মাথা রেখে এভাবে অল্প কিছুক্ষণ আরাম করে নিতেন। কারণ, এমতাবস্থায় শুয়ে ঘুমালে নামায কাযা হওয়ার আশংকা থাকে।

أحوال الرواة

أبو قتادة : اسمه الحارث بن ربعى أو النعمان بن ربعين أو النعمان بن عمرو الأنصارى الخضرجي، كان من أكابر الصحابة، حضر المشاهد كلها إلاّ بدرا، ليس الصحابة من يكنى بكنيته.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب المساجد، من حديث طويل.

(٤١) بَابُ مَا جَاءَ فِي عِبَادَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَفِيهِ ٢٦ حَدِيثًا

অনুচ্ছেদ :: ৪১

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

তাশরীহ :

ইবাদতের শাব্দিক অর্থাৎ- أقصى غاية الخضوع والتذلل দীনতা, হীনতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা।

আর শরীআতের পরিভাষায় যে সব আমলের মাধ্যমে বান্দা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার সামনে নিজের চরম হীনতা ও ক্ষুদ্রতা প্রকাশ করে, সেগুলোকে ইবাদত বলে। যেমন নামায, সিজদা, দুআ, যিকর, তাওয়াফ, তিলাওয়াত ইত্যাদি। আর সামগ্রিক জীবনে আল্লাহ তাআলার যাবতীয় হুকুম আহকাম মেনে চলাকে ইতাআত বা আনুগত্য বলে। তবে ব্যাপক অর্থে, আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মানলে সওয়াব হয়, সে হিসাবে ইতাআত বা আনুগত্যকেও ইবাদত বলে।

এ অনুচ্ছেদে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নফল ইবাদতের বর্ণনা দেওয়া উদ্দেশ্য। এতে অনুমান করা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও নফল ইবাদতের প্রতি কী পরিমাণ গুরুত্ব দিতেন! আর আমরা তাঁর অনুসারীর দাবীদার হয়ে কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে থাকি? বস্তুত অধিক নফল ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তাআলার পরম নৈকট্য লাভ করতে পারে।

ইমাম তিরমিযী (র.) এ অনুচ্ছেদে ছাব্বিশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

* * *

حديث : ٢٦٢– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى

انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ : أَتَتَكَلَّفُ هَذَا، وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ : "أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا "

হাদীস : ২৬২. হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়তেন যে, তাঁর পদদ্বয় ফুলে যেত। (রাবী বলেন), তাঁকে বলা হয়, আপনি কেন এত কষ্ট স্বীকার করেন? অথচ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় ভুলত্রুটি আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিয়েছেন? তিনি বলেন, আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?

শব্দবিশ্লেষণ :

قام ঃ অর্থাৎ إجتهد فى الصلاة নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে সাধনা করা।

إنتفخت ঃ ফুলে ওঠা।

فقيل له ঃ অর্থাৎ بعض أكابر الصحابة-কতিপয় মুরব্বী সাহাবী বলেন

أتتكلف ঃ অর্থাৎ تتحمل هذه الكلفة العظيمة- এত বেশি কষ্ট স্বীকার করছেন, সাধনা করছেন?

أفلا أكون ঃ فاء বর্ণটি عاطفة-উহ্য معطوف عليه এর উপর عطف হয়েছে। পূর্ণ বাক্যটি নিম্নরূপ হবে :

أترك الصلاة اعتمادا على الغفران فلا أكون عبدا شكورا.

কারো কারো মতে فاء টি سببية। বাক্যটি হবে :

أترك صلاتى بما غفرلى فلا أكون عبدا شكورا يعنى أن غفران الله إياى سبب لأن أصلى شكرا له، فكيف أتركه.

شكورا ঃ অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

তাশরীহ :

فقيل له ঃ প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য ছিল, ইবাদত করা হয় গোনাহ মাফের জন্য। আপনি যেহেতু নিষ্পাপ, সেহেতু এত কষ্ট স্বীকার করার কী প্রয়োজন? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলেন, আল্লাহ তাআলা যেহেতু আমার যাবতীয় ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাই আমার কর্তব্য হল, আরো অধিক ইবাদত করে তাঁর দেওয়া নেআমতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করা। বুঝা গেল, ইবাদতের উদ্দেশ্য কোন পাপ মোচন নয়। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, সর্বোপরি গোলামের কাজ যেহেতু গোলামী করা, তাই মহিমাময় আল্লাহর দরবারে নিজের ক্ষুদ্রতা, হেয়তা প্রকাশই ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য। ذنب ঃ ما تقدم من ذنبك বা গোনাহ দ্বারা এখানে ভুলত্রুটি উদ্দেশ্য এবং সে সকল কাজ উদ্দেশ্য, যেগুলো নবীর মহান মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কারণ, নবীগণ গোনাহ থেকে নিষ্পাপ হয়ে থাকেন।

অধিক ইবাদত-বন্দেগী বিদআত নয়

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, অধিক ইবাদত বন্দেগী বিদআত নয়; বরং প্রশংসিত গুণ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিয়ীনদের অগণিত আমল থেকে এটা প্রমাণিত। হ্যাঁ, অধিক ইবাদতের কারণে যদি বিরক্তি আসে, বিরাগ ও অস্বস্তি জাগে, কারো হক নষ্ট হয়, তখন অধিক ইবাদত নিষেধ। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عليكم من الأعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا.

আল্লামা বাজূরী (র.) লিখেছেন :

فيندب تشمير ساق الجد فى العبادة وإن أدى لمشقة ما لم يلزم عليه ملل وسآمة وإلا فالأولى ترك ما لزم منه الملل لخبر عليكم من الأعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا. (المواهب اللدنية : ـــ ٢٠٠)

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন :

হযরত আল্লামা আব্দুল হাই লখনভী (র.)কৃত إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب التهجد، باب قيام النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الليل حتى ترم قدماه، ومسلم فى صحيحه، كتاب صفة المنافقين، باب إكثار الأعمال والإجتهاد فى العبادة، والنسائى فى سننه، كتاب قيام الليل والترمذى فى جامعه، أبواب الصلوة، باب ما جاء فى الإجتهاد فى الصلوة، وابن ماجة فى سننه كتاب الصلوة، باب ما جاء فى طول القيام فى الصلوة.

* * *

حديث : ٢٦٣– حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ اخبرنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : أَتَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ جَاءَكَ أَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ ! قَالَ : "أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا "

হাদীস : ২৬৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নফল) নামায পড়তেন যে, তাঁর পদদ্বয় ফুলে যেত। রাবী বলেন, তাঁকে বলা হল, আপনি এত কষ্ট স্বীকার করছেন? অথচ আপনাকে অবহিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা আপনার পূর্বাপর যাবতীয় ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?

শব্দবিশ্লেষণ :

حتى ترم ঃ حتى এর পর একটি أن উহ্য আছে। বাবে ضرب থেকে। শব্দটি মূলত تورم ছিল। ফুলে ওঠা।

جاءك من عند الله فى كتابه ঃ وقد جاءك

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه، من محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضى الله عنه.

* * *

حديث : ٢٦٤– حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا عَمِّي يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ يُصَلِّي حَتَّى تَنْتَفِخَ قَدَمَاهُ فَيُقَالُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللّٰه، تَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ !، قَالَ : "أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا "

হাদীস : ২৬৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন যে, তাঁর পদদ্বয় ফুলে যেত। তাঁকে বলা হত, হে আল্লাহর রাসূল!

আপনি এরূপ কষ্ট স্বীকার করছেন, অথচ আল্লাহ তাআলা আপনার পূর্বাপর যাবতীয় ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন! তিনি বলেন, আমি কি আল্লাহ তাআলার একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه ابن ماجة من هذا الوجه فى سننه، كتاب الصلوة، باب ما جاء فى طول القيام فى الصلوة.

* * *

حديث : ٢٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ : "كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ، فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ، ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ، فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ، فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، وَإِلا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ "

হাদীস : ২৬৫. আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.) কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের (নফল) নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এশার নামাযের পর) রাতের প্রথমভাগে ঘুমাতেন। তারপর উঠে তাহাজ্জুদ নামাযে দাঁড়াতেন। রাত শেষ হয়ে আসলে বিতর নামায আদায় করতেন। অতঃপর শয্যা গ্রহণ করতেন। স্ত্রীসহবাসের প্রয়োজন বোধ করলে সহবাস করতেন এবং আযান শুনামাত্র উঠে যেতেন এবং নাপাক অবস্থায় থাকলে গোসল করতেন, অন্যথায় অজু করে নামাযের জন্য বের হয়ে যেতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

عن صلاة رسول الله ঃ এখানে সালাত দ্বারা তাহাজ্জুদ ও বিতরের নামায উদ্দেশ্য। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাহাজ্জুদ এবং বিতরের নামায রাতের কোন সময় পড়তেন।

السحر ঃ سين ও حاء বর্ণে যবর। آخر الليل রাতের শেষাংশ।

كانت له حاجة ঃ অর্থাৎ حاجة إلى الجماع -স্ত্রীসহবাসের আগ্রহ, প্রয়োজন।

قرب من زوجته وهو كناية عن الجماع ঃ أَلَمَّ بأهله-স্ত্রী নিকটবর্তী হতেন, অর্থাৎ সহবাস করতেন।

وثب ঃ লাফিয়ে উঠা। قام بسرعة وشدة- দ্রুত উঠে যাওয়া।

وإلا تَوَضَّا ঃ ঘুম ছাড়া অন্য কোন কারণে অজু করতেন বা নফল ওযু করতেন। কারণ, নবীদের ঘুমে অজু ভঙ্গ হয় না।

أسال على جميع بدنه من الماء ঃ أفاض عليه الماء- সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করা। গোসল করা।

তাশরীহ :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের প্রথমভাগে এশার নামাযের পর ঘুমাতেন। এরপর ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ ও বিতর আদায় করতেন। এটাই তাহাজ্জুদ এবং বিতরের উত্তম সময়। এরপর আগ্রহ হলে স্ত্রীগমন করতেন। চিকিৎসাবিদদের মতে শেষ রাত স্ত্রীসহবাসের উপযুক্ত সময়।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, ঘুম থেকে জাগা এবং নামাযের ব্যাপারে অলসতা না থাকা চাই এবং দেহ মনের প্রফুল্লতা নিয়ে নামায আদায় করা উচিত।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب التهجد، باب من نام أو الليل وأحيى آخره.

* * *

حديث : ٢٦٦– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ، قَالَ : "فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي "،

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ : "فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى، فَفَتَلَهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ مَعْنٌ : سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ "

হাদীস : ২৬৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তিনি একদা (শৈশবে) তাঁর খালা মাইমূনা (রা.)-এর ঘরে রাত কাটান। তিনি আরো বলেন, আমি বালিশের প্রস্থের দিকে মাথা দিয়ে শুলাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৈর্ঘের দিকে শুলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমিয়ে রইলেন, অবশেষে অর্ধ রাত অথবা তার কিছু পূর্বে বা কিছু পরে জাগ্রত হলেন। তিনি তাঁর চেহারায় হাত বুলিয়ে ঘুমের ভাব দূর করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করেন, তারপর টাঙ্গানো একটি পানির মশকের দিকে উঠে গেলেন এবং তা থেকে পানি নিয়ে উত্তমরূপে ওযু করেন। অতঃপর নামাযে দাঁড়ালেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি (অজু করে) তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রাখেন। অতঃপর আমার ডান কান ধরে তা মলেন। তারপর তিনি দুই রাকাত নামায পড়েন। তারপর দুই রাকাত, তারপর দুই রাকাত, তারপর দুই রাকাত, তারপর দুই রাকাত, তারপর দুই রাকাত।

হাদীসের রাবী মাআন (র.) বলেন, দুই দুই রাকাত করে ছয় বার পড়লেন। তারপর তিনি বিতর নামায পড়ে শয্যাগত হন। অতঃপর তাঁর নিকট মুয়াযযিন আসেন। তিনি উঠে সংক্ষিপ্ত কেরাআতে দু'রাকাত (সুন্নত) নামায আদায় করেন। অতঃপর বের হয়ে গিয়ে ফজরের ফরয নামায পড়েন।

শব্দবিশ্লেষণ :

بات ঃ বাবে ضرب থেকে। রাত কাটানো, রাত্রিযাপন করা।

ميمونة ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা ইবনে আব্বাসের খালা ছিলেন। তাঁর বোন উম্মুল ফযল হযরত আব্বাসের স্ত্রী ছিলেন। তিনি সপ্তম হিজরী সনের যুলকা'দা মাসে, খায়বার যুদ্ধের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উমরাতুল কাযার উদ্দেশ্যে মক্কায় যাওয়ার পথে মক্কার নিকটবর্তী সারিফ নামক স্থানে এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং ওমরা শেষে মদীনায় যাওয়ার সময় এ স্থানে বাসর হয়। পরবর্তীতে একষট্টি হিজরী সনে এ 'সারিফে' হযরত মায়মুনা ইন্তেকাল করেন এবং এখানে তাঁকে দাফন করা হয়।

الوسادة ঃ বালিশ। কাযী ইয়ায প্রমুখ বলেছেন, এখানে وساده দ্বারা বিছানা উদ্দেশ্য।

شن ঃ পুরাতন মশক।

ففتلها ঃ বাবে ضرب থেকে। পাকানো, মলা।

তাশরীহ :

فقمت إلى جنبه ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ওযু করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাম পার্শ্বে দাঁড়ালেন। অথচ সুন্নত হল মুক্তাদী এক জন হলে ইমামের ডানে দাঁড়াবে। তাই সতর্ক করার উদ্দেশ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কান মলা দিয়েছেন। অন্য এক হাদীসে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কান ধরে ডান দিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

قال معن ست قرآت ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংখ্যায় তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেছেন। সময় হিসাবে কখনো বেশি পড়েছেন কখনো কম পড়েছেন। আবার কখনো সময়ের সংকুলান থাকা সত্ত্বেও কম পড়েছেন।

বুঝা গেল, তাহাজ্জুদ নামাযের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নেই, যার থেকে কম বেশি করা যাবে না। তবে অনেক সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাজ্জুদ নামায বার রাকাত পড়তেন। আর পরিমাণে কম হলেও কেরাআত দীর্ঘ পড়তেন।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, রাতে ঘুম থেকে জাগার পর সূরা আলে-ইমরানের শেষ দশ আয়াত তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব। নফল নামায ঘরে পড়া উত্তম। মুক্তাদী একা হলে ইমামের ডান পার্শ্বে দাঁড়ানো মুস্তাহাব। আমলে কালীল দ্বারা নামায ভঙ্গ হয় না।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، أبواب الوتر، باب ما جاء فى الوتر، والنسائى فى سننه، كتاب قيام الليل الخ، باب ذكر ما يستفتح به القيام، وأبو داود فى سننه، كتاب الصلوة، باب فى صلوة الليل، ومسلم فى صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودعائه بالليل.

* * *

حديث : ٢٦٧- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه قَالَ : "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً "

হাদীস : ২৬৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলা (তাহাজ্জুদের নামায বিতরসহ কখনো) তের রাকাআত পড়তেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

يصلى من الليل ঃ এখানে من অর্থ فى। কেউ বলেছেন, من টা ابتدائية।

তাশরীহ :

ثلاث عشر ركعة ঃ অর্থাৎ দশ রাকাআত তাহাজ্জুদ, আর তিন রাকাআত বিতর ছিল। কেউ কেউ ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাতকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ হিসাবে তাহাজ্জুদের নামায হবে আট রাকআত।
এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, কখনো কখনো বিতর এবং ফজরের সুন্নতকেও صلاة الليل এর মাঝে গণ্য করা হয়।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب التهجد، باب كيف صلوة الليل وكيف كان النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالليل، والترمذى فى جامعه، أبواب الصلاة، باب ما جاء فى وصف صلاة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالليل، ومسلم فى صحيحه كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودعائه بالليل.

* * *

حديث : ٢٦٨ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ : "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ، مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ النَّوْمُ، أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً "

হাদীস : ২৬৮. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমের কারণে বা ঘুমের আধিক্যের কারণে রাতের বেলা তাহাজ্জুদ পড়তে অপারগ হলে দিনের বেলা চার রাকআত নামায পড়ে নিতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه ঃ এখানে أو টা রাবীর সন্দেহ বুঝানোর জন্যও হতে পারে। আবার تنويع এর জন্যও হতে পারে। তখন উভয়ের মাঝে পার্থক্য হল, প্রথমটা সাধারণ ঘুম যেটা প্রতিহত করা যায় দ্বিতীয়টা প্রচণ্ড ঘুম যা প্রতিহত করা যায় না।

তাশরীহ :

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যদি তাহাজ্জুদের নামায ফরয ছিল ধরে নেওয়া হয়, তাহলে তো কাযা করাটাই স্বাভাবিক। আর যদি নফল ধরা হয়, তাহলে আফযলের উপর আমল করেছেন।

সহীহ মুসলিম ও সুনানে নাসাঈ শরীফে হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

من نام عن حزبه من الليل وعن شيء منه فقرأ ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كان كمن قرء من الليل، رواه النسائى فى سننه، كتاب قيام الليل، باب متى يقضى من نام عن جزبه من الليل.

যে ব্যক্তি রাতের নির্ধারিত আমল আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ল, অতঃপর ফজর এবং যোহরের মাঝামাঝি সময়ে তা আদায় করে নিল, সে যেন রাতেই তা আদায় করল।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল,

* নফলের কাযা করা মুস্তাহাব।
* তাহাজ্জুদের নামায বার রাকাত পড়া উত্তম।

* কোন কারণে রাতের নফল ইবাদত করতে না পারলে তৎপরিমাণ ইবাদত দিনের বেলায় করে নেওয়া মুস্তাহাব।
* এ হাদীস থেকে সুফীগণ বলেন, সুলূকের কোন ওযীফা রাতে আদায় করতে না পারলে যোহরের আগে আদায় করে নেওয়া উচিত।

(جمع الوسائل : جـ٢، صـ٨٨، المواهب اللدنية : صـ٢٠٤)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، والترمذى فى جامعه، أبواب الصلوة، باب ما جاء فى وصف صلاة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالليل، باب منه، والنسائى فى سننه، قيام الليل، باب كم يصلى من نام عن صلاة أو منعه وجع.

* * *

حديث : ٢٦٩– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ أخبرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ "

হাদীস : ২৬৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার জন্য উঠলে, সে যেন সংক্ষিপ্ত দুই রাকআত নামায দিয়ে তাহাজ্জুদ শুরু করে।

শব্দবিশ্লেষণ :

من الليل ঃ এখানে من অর্থ فى বা من أجل قيام الليل।

صلاته ঃ অর্থাৎ التى يريد ان يصليها بعد النوم المسماة بالتهجد.।

তাশরীহ :

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগে সংক্ষিপ্ত কেরাআতে দুই রাকআত পড়তে এ জন্য বলেছেন, যাতে শুরুতেই ক্লান্ত না হয়ে যায় এবং অলসতা কেটে মনে স্ফূর্তি আসে। কেউ কেউ বলেন, এ দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল অজু ছিল। আর তাহিয়্যাতুল অজু সংক্ষেপে পড়া উত্তম।
এ হাদীস থেকে বুঝা গেল,

* যে কোন কাজ অল্প অল্প করে শুরু করতে হয়, যাতে অভ্যাস গড়ে উঠে এবং বোঝা না হয়ে যায়।
* তাহাজ্জুদ নামায বার রাকআত উত্তম।
* তাহাজ্জুদ নামায শুধু দুই রাকআতের উপর যথেষ্ট করা ঠিক নয়। তবে ওযরের বিষয়টা আলাদা।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلوة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودعائه بالليل، وأبو داود فى سننه، كتاب الصلوة، باب افتتاح صلاة الليل بركعتين.

* * *

حديث : ٢٧٠– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ : لأَرْمُقَنَّ صَلاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ، أَوْ فُسْطَاطَهُ "فَصَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، طَوِيلَتَيْنِ، طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً "

হাদীস : ২৭০. হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সংকল্প করলাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায গভীর মনোযোগ সহকারে দেখব। আমি তাই তাঁর ঘরের বা তাঁবুর চৌকাঠের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকআত নামায পড়লেন। তারপর অতি দীর্ঘ দুই রাকআত নামায পড়লেন। তারপর ঐ দুই রাকআতের চেয়ে কিছু কম দীর্ঘ দুই রাকআত নামায পড়লেন। তারপর আরো দুই রাকআত পড়লেন, ঐ দুই রাকআতের চেয়ে কিছু কম দীর্ঘ। তারপর আরো দুই রাকআত পড়লেন, তারচেয়েও কম দীর্ঘ। সবশেষে তিনি বিতর পড়লেন। সর্বমোট তের রাকআত নামায হল।

শব্দবিশ্লেষণ :

لأرمقن ঃ বাবে نصر থেকে। তাকিয়ে থাকা, দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, পর্যবেক্ষণ করা।

توسدت ঃ বালিশরূপে ব্যবহার করা, বালিশে মাথা রাখা।

عتبة ঃ চৌকাঠের নিম্নাংশ।

فسطاط ঃ فاء বর্ণে পেশ বা যের যোগে পড়া হয়। পশমের তাঁবু, বড় তাঁবু।

তাশরীহ :

যে ইমামগণ বিতর এক রাকআত বলেন, তাঁদের মতে ছয়বার দুই, দুই রাকআত করে নফল পড়েছেন, আর এক রাকাআত বিতর পড়েছেন। সর্বমোট তের রাকাআত হয়েছে। আর যে ইমামগণ বিতর তিন রাকআত বলেন, তাঁদের মতে সর্বমোট নামায পনের রাকআত। তের রাকআত বলা হয়েছে এ হিসাবে যে, প্রথম দুই রাকআত ছিল তাহিয়্যাতুল অজু। এই দুই রাকআতকে তের রাকআতের মাঝে গণ্য করা হয়নি। কোন কোন বর্ণনায় তারপর 'ঐ দুই রাকআতের চেয়েও সংক্ষিপ্ত দুই রাকআত পড়েছেন' এ কথাটি চার বারের স্থলে তিন বার উল্লেখ করা হয়েছে। এ হিসাবে তাহিয়্যাতুল অজুর প্রথম দুই রাকআতসহ নফল মোট দশ রাকআত হয়েছে। তখন অবশ্যই বিতর তিন রাকআত ধরতে হবে। অন্যথায় তের রাকআতের সংখ্যা পূর্ণ হবে না।

এ হাদীসে 'ঘর অথবা তাঁবুর চৌকাঠের উপর মাথা রেখে শুয়ে থাকার কথা' বলা হয়েছে। বর্ণনাকারীর সন্দেহ হয়ে গেছে সাহাবী যায়েদ (রা.) ঘর শব্দ বলেছেন না তাঁবু শব্দ বলেছেন। তাই তিনি أو শব্দ ব্যবহার করেছেন। এটা হচ্ছে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসীনে কেরামের অধিক সতর্কতার পরিচয়। তাঁরা সামান্য একটু সন্দেহ হলেও তা প্রকাশ করেছেন। তবে এখানে ঘর শব্দ না হয়ে তাঁবু শব্দটিই হবে। কারণ, মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে এটা কোন সফরের ঘটনা ছিল। তাঁর সাথে স্ত্রীদের থেকে কেউ ছিলেন না। মদীনায় অবস্থান কালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত বিবিদের ঘরে শুতেন। এমতাবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের আমল পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁর ঘরের চৌকাঠে বেগানা পুরুষ যায়েদ ইবনে খালেদের শয়ন যুক্তিযুক্ত নয়। এটাই অধিকাংশ হাদীস বিশারদদের

অভিমত।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب صلوة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودعائه بالليل، وأبو داود فى سننه، كتاب الصلوة، باب فى صلاة الليل، وابن ماجة فى سننه، كتاب الصلوة، باب ما جاء فى كم يصلى بالليل.

* * *

حديث : ٢٧١– حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضى الله عنها كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَزِيدَ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، لا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ، وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا لا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ : "يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلا يَنَامُ قَلْبِي"

হাদীস : ২৭১. হযরত আবূ সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, রামাযান মাসের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাহাজ্জুদের নামায কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাযান মাসে ও অন্যান্য সময় রাতের নামায এগার রাকআতের বেশি পড়তেন না। (অর্থাৎ আট রাকআত তাহাজ্জুদ, তিন রাকআত বিতর) তিনি প্রথমে চার রাকআত পড়তেন। এর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে তুমি আমাকে আর জিজ্ঞেস করো না (অর্থাৎ এতই সুন্দর এবং দীর্ঘ হত, এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার কিছু নেই)।

তারপর তিনি আরো চার রাকআত পড়তেন। তুমি এর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কেও আমাকে আর জিজ্ঞেস করো না। অবশেষে তিন রাকআত বিতর নামায পড়তেন।

আয়েশা (রা.) বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বিতর নামায পড়ার পূর্বে ঘুমান? তিনি বলেন, হে আয়েশা! আমার দুই চোখ ঘুমায়; কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।

শব্দবিশ্লেষণ :

لِيَزِيد ঃ لام বর্ণের নিচে যের। لام الجحود এর পরে উহ্য থাকা أن দ্বারা فعل টি منصوب হয়েছে।

তাশরীহ :

كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ الخ ঃ হযরত আবূ সালামার ধারণা ছিল, সাধারণ রাতগুলোতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পরিমাণ আমল করতেন, রামাযানে নিশ্চয় তা বেড়ে যেত। তাই তিনি বিষয়টা হযরত আয়েশা (রা.) থেকে জানতে চেয়েছেন। এখানে 'সালাত' দ্বারা তাহাজ্জুদের নামায উদ্দেশ্য।

عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ঃ এ হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাযান এবং রামাযান ছাড়া অন্য সময়ে কখনো তাহাজ্জুদের নামায এগার রাকআতের বেশি পড়েননি। অথচ হযরত ইবনে আব্বাস এবং হযরত যায়েদ ইবনে খালেদের হাদীসে তের রাকআতের কথা উল্লেখ রয়েছে। স্বয়ং হযরত আয়েশা (রা.) তের রাকআত বর্ণনা করেছেন।

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلى إذا سمع النداء بالصبح ركعتين حفيفتين، رواه أبو داود فى سننه، كتاب الصلوة، باب فى صلوة الليل.

এ বিরোধের সমাধান হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাধারণ নিয়ম ছিল এগার রাকআত পড়ার। আর কোন কোন সময় এর চেয়ে বেশি বা কমও পড়তেন।

তাশরীহ :

يُصَلِّى أَرْبَعًا ঃ এতে বুঝা যায়, চার রাকআত এক সালামে আদায় করতেন। তবে অন্য হাদীসে দুই দুই রাকআত করে পড়ার কথাও বর্ণিত হয়েছে।

لاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ ঃ অর্থাৎ এতই দীর্ঘ এবং সুন্দর হত যে, এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। বা জিজ্ঞাসা করো না বলে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এর বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়।

لأنهن على غاية فى كمال الحسن والطول مغنية عن السوال عن حسنهن وطولهن أولأنهن فى غاية الحسن والطول بحيث يعجز اللسان عن البيان فالمنع من السوال كناية عن العجز عن الجواب.

أتنام قبل أن توتر ঃ আপনি বিতর পড়ার পূর্বে কি ঘুমান? অর্থাৎ ঘুম থেকে জাগতে না পারলে বিতর কাযা হয়ে যেতে পারে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলেন, আমার চোখ ঘুমায়; অন্তর ঘুমায় না। কাজেই আমার বিতর ছুটে যাওয়ার আশংকা নেই। হ্যাঁ, যার ছুটে যাওয়ার আশংকা হয়,তার ঘুমানোর আগে পড়ে নেওয়া চাই। (المواهب اللدنية : صـ ٢٠٦)

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল,

* রাকআতের সংখ্যাধিক্যের চেয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নামায পড়া উত্তম।

* যাদের বিতর ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকে, তাদের জন্য ঘুমানোর আগেই বিতর পড়ে নেওয়া উত্তম। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে ঘুমানোর পূর্বে বিতর পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب التهجد، باب قيام النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالليل في رمضان وغيره، كتاب المناقب، باب كان النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تنام عينه ولا ينام قلبه، ومسلم فى صحيحه، كتاب صلاة المسافرين الخ، باب صلوة الليل وعدد ركعات النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى الليل الخ، والنسائى فى سننه، كتاب قيام الليل، باب كيف الوتر بثلث، وأبو داود فى سننه، كتاب الصلوة، باب فى صلوة الليل، والترمذى فى جامعه، أبواب الصلوة، باب ما جاء فى وصف صلاة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالليل.

* * *

حديث : ٢٧٢– حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها : "أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا، اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ".

হাদীস : ২৭২. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের নামায এগার রাকআত পড়তেন। তার মধ্যে এক রাকআত পড়তেন বিতর। নামায শেষে অবসর হয়ে তিনি ডান কাতে শুয়ে পড়তেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

يصلى من الليل ঃ এখানে من টা تبعيضية অর্থাৎ يصلى فى بعض الليل।

তাশরীহ :

বাহ্যত এ হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসের পরিপন্থী। কেননা, এ হাদীসে তাহাজ্জুদের নামায এগার রাকআত বলা হয়েছে। আর পূর্বোক্ত হাদীসে আট রাকআত বলা হয়েছে। এ বিরোধের নিরসনে বলা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো আট রাকআত পড়তেন, আবার কখনো এর চেয়ে বেশি বা কমও পড়তেন।

যে সকল আলিম বিতরের নামায এক রাকআত পড়া বৈধ মনে করেন, তারা এ হাদীস দ্বারা দলীল দেন। হানাফী আলেমগণ এর ব্যাখ্যায় বলে থাকেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাজ্জুদ নামায দুই দুই রাকআত করে পড়তেন, শেষে যখন বিতর পড়ার ইচ্ছা করতেন তখন দুই রাকআতের সাথে এক রাকআত যোগ করে বেজোড় তিন রাকআত (বিতর) পড়তেন। يوتر منها بواحدة এর মতলব এটাই। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী এগার রাকআতের মাঝে আট রাকআত তাহাজ্জুদ, আর তিন রাকআত হবে বিতর।

إضطجع على شقه الأيمن ঃ ভোর হতে সময় বেশি বাকি না থাকলে ডান কাতে শুয়ে একটু আরাম করতেন। আর রাত বাকি থাকলে ঘুমিয়ে পড়তেন।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى الليل الخ. وأبو داود فى سننه، كتاب الصلوة باب فى صلوة الليل، والترمذى فى جامعه، أبواب الصلاة، باب ما جاء فى وصف صلاة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالليل.

* * *

حديث : ٢٧٣- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ أخبرنا مَعْنٌ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ نَحْوَهُ (ح) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ نَحْوَهُ.

* * *

حديث : ٢٧٤- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ : "كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ ".

হাদীস : ২৭৩-২৭৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (কখনো) রাতের বেলা নয় রাকআত নামায পড়তেন।

তাশরীহ :

অর্থাৎ ছয় রাকআত তাহাজ্জুদ আর তিন রাকআত বিতর পড়তেন। সুনানে আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস থেকে এ ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়।

عن عبد الله بن أبي قيس قال قلت لعائشة بكم كان رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر، قالت كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة، كتاب الصلوة، باب فى صلوة الليل.

আব্দুল্লাহ ইবনে আবী কায়েস বর্ণিত এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.) ছয় রাকআত ও তিন রাকআত বলে এটাই বুঝিয়েছেন।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه النسائى فى سننه، كتاب قيام الليل، باب كيف الوتر بتسع، والترمذى فى جامعه، كتاب الصلاة، باب ما جاء فى وصف صلاة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، باب منه.

* * *

حديث : ٢٧٥- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَهُ

* * *

حديث : ٢٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اخبرنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْسٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ : فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ، قَالَ : "اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ "، قَالَ : ثُمَّ قَرَأَ الْبَقَرَةَ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعَهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، وَكَانَ يَقُولُ : "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ "ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ رُكُوعِهِ، وَكَانَ يَقُولُ : "لِرَبِّيَ الْحَمْدُ، لِرَبِّيَ الْحَمْدُ "ثُمَّ سَجَدَ، فَكَانَ سُجُودُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، وَكَانَ يَقُولُ : "سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى "ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَكَانَ مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِنَ السُّجُودِ، وَكَانَ يَقُولُ : "رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي "حَتَّى قَرَأَ الْبَقَرَةَ، وَآلَ عِمْرَانَ، وَالنِّسَاءَ، وَالْمَائِدَةَ، أَوِ الأَنْعَامَ "، شُعْبَةُ الَّذِي شَكَّ فِي الْمَائِدَةِ، وَالأَنْعَامِ، قَالَ أَبُو عِيسَى : وَأَبُو حَمْزَةَ اسْمُهُ : طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو حَمْزَةَ الضُّبَعِيُّ اسْمُهُ : نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ

হাদীস : ২৭৬. হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি একরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়লেন (এটা তাহাজ্জুদ বা তারাবীহ হতে পারে)। রাবী (হুযাইফা (রা.) বলেন, তিনি নামাযে দাখিল হওয়ার পর বলেন, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি মহারাজত্ব ও বিরাট প্রতিপত্তির অধিকারী। বড়ত্ব ও মহত্বের অধিকারী। তারপর (সূরা ফাতেহা পাঠান্তে) সূরা আল-বাকারা পড়েন, অতঃপর রুকূ করেন। তাঁর রুকূ ছিল কিয়ামের (দাঁড়ানোর) পরিমাণ দীর্ঘ। রুকূর অবস্থায় তিনি বলেন,

سبحان ربى العظيم، سبحان ربى العظيم وبحمده.

(আমার মহান রব অতীব পবিত্র, আমার মহান রব অতীব পবিত্র, প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি) অতঃপর রুকূ থেকে মাথা তুলে দাঁড়ান। তাঁর দাঁড়ানোর পরিমাণও ছিল তাঁর রুকূর মতই দীর্ঘ। এ সময় তিনি বলছিলেন, لربى الحمد لربى الحمد- (আমার প্রভুর জন্যই সকল প্রশংসা, আমার প্রভুর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা)।

এরপর তিনি সাজদা করলেন এবং তাঁর সাজদাও ছিল তাঁর দাঁড়ানোর মত দীর্ঘ। সাজদায় তিনি বলছিলেন, سبحان ربى الأعلى سبحان ربى الأعلى (আমার

মহান প্রভু অতীব পবিত্র, আমার মহান প্রভু অতীব প্রবিত্র।) অতপর তিনি সাজদা থেকে মাথা তুলে বসলেন। তাঁর দুই সাজদার মধ্যবর্তী বৈঠকও ছিল সাজদার মত দীর্ঘ। এ অবস্থায় বলছিলেন, رب اغفرلى، رب اغفرلى (প্রভু আমায় ক্ষমা করুন, প্রভু আমায় ক্ষমা করুন।) তিনি এ নামাযে যথাক্রমে সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা, সূরা মায়েদা অথবা সূরা আনআম পড়লেন। বর্ণনাকারী শো'বার শেষোক্ত সূরা দ্বয়ের ব্যাপারে সন্দেহ হয়ে গেছে, তাঁর উস্তাদ কোনটি বলেছেন। তাই তিনি অথবা সহ বলেছেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

الملكوت ঃ فعلوت এর ওজন, মুবালাগার সীগা। মহারাজত্ব, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব।

الجبروت ঃ جبر থেকে মুবালাগার সীগা। শক্তিমত্তা, দাপট, প্রভাব, প্রতাপ।

الكبرياء ঃ বড়ত্ব, মহিমা, গর্ব, অহংকার।

العظمة ঃ মহত্ব, বড়ত্ব, সম্মান, মর্যাদা।

كان يقول ঃ حكاية للحال الماضية استحضارا، إنما عدل عنه ليدل على الإستمرار.

سبحان ربى العظيم ঃ كرره لإفادة التكثير পুনরাবৃত্তি করেছেন, আধিক্য বুঝানোর জন্য।

তাশরীহ :

فكان ركوعه نحوا من قيامه ঃ 'রুকূ ছিল দাঁড়ানোর পরিমাণ দীর্ঘ' এ বাক্যের দু'টি অর্থ হতে পারে।

(ক) কিয়াম এক ঘন্টা দীর্ঘ হলে রুকূও প্রায় এক ঘন্টা দীর্ঘ ছিল। এ মতলব নিলে প্রমাণ হয় যে, রুকূ সাজদা সাধারণ নিয়মের চেয়ে অধিক দীর্ঘ হলেও নামায সহীহ থাকে।

(খ) রুকূ কিয়াম অনুপাতে দীর্ঘ ছিল। অর্থাৎ কিয়াম এক ঘন্টা পরিমাণ হলে রুকূ (উদাহরণস্বরূপ) পনের মিনিট দীর্ঘ ছিল।

حتى قرأ البقرة ঃ সম্ভবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চার রাকআতে চারটি সূরা পড়েছিলেন। সুনানে আবূ দাউদের রেওয়ায়াত থেকে তাই জানা যায়,

عن حذيفة أن رأى رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلى من الليل .... فصلى أربع

ركعات فقرأ فيهن البقرة وأل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شك شعبة. كتاب الصلوة، باب ما يقول الرجل فى ركوعه، وسجوده.

তবে একই রাকআতে একাধিক সূরাও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়তেন। সুতরাং সহীহ মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা বাকারা, সূরা নিসা, সূরা আলে ইমরান একই রাকআতে পড়েছেন।

عن حذيفة صليت مع النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات ليلة فافتح البقرة فقلت يركع عند المأة ثم مضى فقلت يصلى بها فى ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح أل عمران فقرأها الخ. كتاب صلوة المسافرين وتقصيرها، باب استحباب تطويل القرآن فى صلاة الليل.

সহীহ মুসলিমের এ হাদীসের বর্ণনাকারীও হযরত হুযায়ফা। হতে পারে প্রত্যেক হাদীসের সাথে স্বতন্ত্র ঘটনার সম্পর্ক বা উভয় হাদীস একই ঘটনা সম্পর্কিত। والله اعلم

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب الصلوة، باب ما يقول الرجل فى ركوعه وسجوده والنسائى فى سننه كتاب الصلوة، باب تسوية القيام والركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين فى قيام الليل.

* * *

حديث : ٢٧٧– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ : "قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْلَةً "

হাদীস : ২৭৭. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক রাতে তাহাজ্জুদ নামাযে (সূরা ফাতেহা পাঠের পর) একই আয়াত বারবার পাঠ করে একই আয়াতে রাত কাটিয়ে দিলেন।

তাশরীহ :

আয়াতটি ছিল :

﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.﴾ (المائدة)

(হে আল্লাহ!) তুমি যদি শাস্তি দিতে ইচ্ছা কর, তবে তারা তোমারই বান্দা, আর যদি তাদের ক্ষমা করে দাও, তাহলে তুমি তো পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। (সূরা মায়েদা-১১৮)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলার দু'টি গুণ ইনসাফ ও মাগফিরাতের উল্লেখ রয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু'টি গুণের প্রতি লক্ষ্য করেই বারবার আয়াতটি পাঠ করেন। কিয়ামতের ময়দানের পুরো অবস্থা এ দু'টো গুণেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

বুঝা গেল, নফল নামাযে একই আয়াত বারবার পাঠ করতে কোন অসুবিধা নেই।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه النسائى فى سننه، كتاب الإفتتاح، باب ترديد الآية والترمذى فى جامعه، أبواب الصلوة، باب ما جاء فى القراءة فى صلاة الليل.

* * *

حديث : ٢٧٨- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : "صَلَّيْتُ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءٍ "قِيلَ لَهُ : وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ : "هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَدَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".

* * *

حديث : ٢٨٩- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَهُ

হাদীস : ২৭৮-৭৯. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়লাম, তিনি এত দীর্ঘ সময় নামাযে দণ্ডায়মান থাকলেন যে, (ক্লান্ত হয়ে) আমার মনে একটা অশুভ ধারণার উদ্ভব হয়। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার অন্তরে কিরূপ ধারণা এসেছিল? তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একা নামাযে রেখে বসে পড়ার ইচ্ছা করেছিলাম।

শব্দবিশ্লেষণ :

بأمرٍ سوء ঃ এটা সূফ-সিফত হতে পারে। আবার তারকীবে ইযাফীও হতে পারে। سوء এর سين বর্ণে যবর এবং পেশ দু'ভাবে পড়া যায়।

همت أن أقعد وأدع النبى ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর এ উক্তির মতলব হতে পারে (এক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একা দাঁড়িয়ে নামায পড়বেন, আর আমি বসে নামায পড়ব। এটাকে অশুভ ধারণা বলা হয়েছে এ জন্য যে, এতে বেআদবী প্রকাশ পায় (দুই) আমি নামায ছেড়ে বসে যাব নামায আর পড়ব না; এমন ধারণা যে অশুভ তা তো সুস্পষ্ট। কারণ, এতে নামাযের প্রতি অবহেলা প্রকাশ পায়। সম্ভবত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে যাবার দরুন এরূপ ধারণার উদ্ভব হয়েছিল। (خصائل نبوى : صـ١٦٣)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب التهجد، باب طول الصلوة فى قيام الليل، ومسلم فى صحيحه، كتاب المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة فى صلوة الليل، وابن ماجة فى سننه، كتاب الصلوة، باب ما جاء فى طول القيام فى الصلوة.

* * *

حديث : ٢٨٠– حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها : "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِه قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مثل ذَلِكَ "

হাদীস : ২৮০. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (কখনো কখনো দুর্বলতার কারণে) বসে নামায পড়তেন এবং কিরাআতও বসা অবস্থায় পড়তেন। তিনি তিরিশ অথবা চল্লিশ আয়াত বাকি থাকতে দাঁড়াতেন এবং দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট কিরাআত পড়তেন। অতঃপর রুকূ ও সাজদা করতেন। তিনি দ্বিতীয় রাকআতেও অনুরূপ করতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين ঃ অর্থাৎ অল্প কিছু যখন বাকি থাকত, তখন দাঁড়াতেন। এখানে أو শব্দটা রাবীর সন্দেহ প্রকাশার্থেও হতে পারে। অথবা تخمين (অনুমানের) অর্থেও হতে পারে। অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) অনুমান করে বলেছেন, তিরিশ বা চল্লিশ আয়াত বাকি থাকা অবস্থায় দাঁড়িয়ে যেতেন। বা تنويع এর জন্যেও হতে পারে। অর্থাৎ কখনো তিরিশ আয়াত বাকি থাকতে দাঁড়াতেন কখনো চল্লিশ আয়াত বাকি থাকতে দাঁড়াতেন।

তাশরীহ :

এ হাদীসে নফল নামাযের কথা বলা হয়েছে। সাধারণত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নফল নামায দাঁড়িয়ে আদায় করতেন। কখনো কখনো (সম্ভবত বৃদ্ধবয়সে) বসেও পড়েছেন। অধিকাংশ আলেমের মতে নফল নামায দাঁড়িয়ে, বসে, কিছু দাঁড়িয়ে কিছু বসে, সব হালে জায়েয আছে। কোন কোন আলেমের মতে বসে নামায শুরু করার পর দাঁড়ানো থেকে রুকূ সাজদা করা জায়েয নয়। কিন্তু চার ইমামের মতে এরূপ করা জায়েয। এমনিভাবে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করে বসে রুকূ সাজদা করাও বৈধ। তবে এসব হচ্ছে নফলের ক্ষেত্রে। ফরয দাঁড়ানোর শক্তি থাকা অবস্থায় বসে পড়া জায়েয নয়।

(جمع الوسائل :جـ٢، صـ٢٨، خصائل نبوى : صـ ١٦٤)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب التهجد، باب قيام النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى رمضان وغيره، ومسلم فى صحيحه، كتاب المسافرين، باب جواز النافلة قائما وقاعدا، وأبو داود فى سننه، كتاب الصلوة، والنسائى فى سننه، كتاب الصلوة كيف يفعل إذا افتتح الصلوة قائما.

* * *

حديث : ٢٨١– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أخبرنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضى الله عنها عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَطَوُّعِهِ، فَقَالَتْ : "كَانَ يُصَلِّي لَيْلا طَوِيلا قَائِمًا، وَلَيْلا طَوِيلا قَاعِدًا، فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ جَالِسٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ جَالِسٌ "

হাদীস : ২৮১. আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নফল নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (কখনো) দীর্ঘ রাত ধরে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন, আবার (কখনো) দীর্ঘ রাত ধরে বসে নামায পড়তেন। তিনি দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়লে দাঁড়ানো অবস্থা থেকেই রুকূ-সাজদায় যেতেন এবং বসে কিরাআত পড়লে বসা অবস্থায়ই রুকূ-সাজদা করতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

كان يصلى ليلا طويلا ঃ অর্থাৎ يصلى فى ليلة صلاة طويلة حال كونه قائما ।

فاذا قرأ ঃ এ ف টা تفصيلية ।

ركع وسجد وهو قائم ঃ অর্থাৎ منتقل إليهما فى حال القيام দাঁড়ানো অবস্থা থেকে রুকূ-সাজদায় যেতেন।

তাশরীহ :

দীর্ঘ রাত দাঁড়িয়ে নফল পড়া এবং দীর্ঘ রাত ধরে বসে নফল পড়ার দুইটি মতলব হতে পারে। (১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই রাতে দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে নফল পড়তেন। আবার দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বসে নফল পড়তেন। (২) কোন রাতে দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে নফল পড়তেন, আবার কোন রাতে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বসে পড়তেন। এ দ্বিতীয় মতলবটিই পরিষ্কার।

আলোচ্য হাদীসের শেষাংশ বাহ্যত পূর্বের হাদীসের পরিপন্থী মনে হয়। বাস্তবে কোন বিরোধ নেই। নফল ইবাদতের সম্পর্ক সাধারণত মনের প্রফুল্লতার সাথে। তাই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নিয়মে আদায় করতেন।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, দাঁড়ানোর শক্তি থাকা সত্ত্বেও নফল নামায বসে পড়া জায়েয আছে। তবে বিনা ওযরে বসে পড়লে অর্ধেক সওয়াব পাওয়া যায়।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিষয়টা আলাদা। তিনি বসে পড়লেও পূর্ণ সওয়াব পেতেন। কারণ, তাঁর সব কিছু ছিল উম্মতের তা'লীমের জন্য।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه النسائى فى سننه، كتاب الصلوة، باب كيف يفعل إذا افتتح الصلوة قائما الخ. أخرج مسلم فى كتاب المسافرين والترمذى فى أبواب الصلوة وأبو داود فى الصلوة.

* * *

حديث : ٢٨٢– حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ وَيُرَتِّلُهَا، حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا "

হাদীস : ২৮২. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হাফসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (কখনো) বসে বসে নফল নামায পড়তেন। তাতে তিনি যে সূরা পড়তেন, তা এত ধীরস্থিরতার সাথে পড়তেন যে, ছোট সূরাও তার চেয়ে দীর্ঘতর সূরার চাইতেও দীর্ঘ হয়ে যেত।

শব্দবিশ্লেষণ :

يرتلها ঃ তারতীলের উদ্দেশ্য হল, যথাযথভাবে হরফ, হরকত ও সুকুনসমূহ স্পষ্ট করে এবং মাখরাজও সিফাত আদায় করে পাঠ করা।

حتى تكون السورة التى يرتلها أطول من سورة هى أطول من تلك ঃ অর্থাৎ أطول منها السورة المرتلة حال كونها غير مرتله.

ধীরস্থীর ভাবে পড়ার কারণে মনে হত, একটি ছোট সূরা দ্রুত পঠিত দীর্ঘ সূরা থেকে অনেক লম্বা।

তাশরীহ :

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারতীলের সাথে ধীরে ধীরে তেলাওয়াত করতেন। ফলে ছোট সূরার মাঝেও বড় বড় সূরার মত লম্বা সময় লেগে যেত। এতে অনুমান করা যায় যে, বড় বড় সূরা পড়তে আরো কত অধিক সময় লাগত। এমনকি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার কারণে দুই পা মোবারক ফুলে যেত।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب المسافرين، باب جواز النافلة قائما وقاعدا الخ. والنسائى فى سننه، كتاب قيام الليل، باب صلوة القاعد فى النافلة، والترمذى فى جامعه، أبواب الصلوة.

* * *

حديث : ٢٨٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ، حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ"

হাদীস : ২৮৩. আবূ সালামা ইবনে আব্দুর রহমান (র.) বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) তাকে অবহিত করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ইন্তেকালের নিকটবর্তী কালে অধিকাংশ সময়ে নফল নামায বসেই পড়তেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

كان أكثر صلاته وهو جالس ঃ ا বর্ণে পেশ যোগে পড়া হবে। كان টা تامة। অর্থাৎ حتى وجد أكثر نفله حال جلوسه ।

তাশরীহ :

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃদ্ধ বয়সে দুর্বলতার দরুন অধিকাংশ নফল নামায বসে আদায় করতেন। তা ছাড়া তিনি নামাযে অধিক পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তাই দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হতো না। তবে বসে পড়লেও তিনি দাঁড়িয়ে পড়ার মত পূর্ণ সওয়াব পেতেন। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি এ ব্যাপারে তোমাদের মত নই। দাঁড়িয়ে নফল পড়লে যে সওয়াব লাভ হয়, তা আমার বসে পড়লেও লাভ হয়।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب صلوة المسافرين، باب جواز النافلة قائما وقاعدا، والنسائى فى سننه، كتاب قيام الليل، باب صلوة القاعد فى النافلة.

* * *

حديث : ٢٨٤– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : "صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ "

হাদীস : ২৮৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যোহরের আগে দুই রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরিবের পরে দুই রাকআত তার ঘরে এবং এশার পরে দুই রাকআত সুন্নাত নামায তাঁর ঘরে পড়েছি।

তাশরীহ :

এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে পড়ার অর্থ জামাআতে পড়া নয়; বরং তাঁর দেখাদেখি পড়া। কারণ, এখানে বর্ণিত নামাযগুলো সুন্নত। আর এ সুন্নত নামায জামাআতে পড়ার বিধান নেই। এ হাদীসে ফরযের পূর্বে সুন্নত নামাযের যে পরিমাণ বর্ণিত হয়েছে হানাফী মাযহাবে তাই গ্রহণ করা হয়েছে, একমাত্র যোহরের নামায ছাড়া।

অন্যান্য হাদীসের বর্ণনা থেকে যোহরের ফরযের আগে চার রাকআত সুন্নতেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,

ان النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، كتاب التهجد، باب الركعتين قبل الظهر.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের পূর্বে চার রাকআত নামায কখনো ছাড়তেন না। অনুরূপ হাদীস সহীহ মুসলিমেও রয়েছে।

এ হাদীসটি থেকে এও জানা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই সুন্নত নামাযসমূহ ঘরে পড়তেন। কখনো কখনো মসজিদেও পড়েছেন। যেমন আলোচ্য হাদীস থেকে যোহরের পূর্বে দুই রাকআত এবং

পরে দুই রাকআত মসজিদে পড়েছেন বলে বুঝা যায়। সুতরাং সুন্নত নামায মসজিদে পড়া জায়েয, তবে ঘরে পড়া উত্তম।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب التهجد، باب الركعتين قبل الظهر، ومسلم فى صحيحه، كتاب صلوة المسافرين، باب فضل السنن الرابعة قبل الفرائض الخ. والترمذى فى جامعه، أبواب الصلوة، باب ما جاء فى الركعتين بعد الظهر.

* * *

حديث : ٢٨٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ : "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَيُنَادِي الْمُنَادِي.

قَالَ أَيُّوبُ : وَأُرَاهُ، قَالَ : خَفِيفَتَيْنِ "

হাদীস : ২৮৫. হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার বোন) হাফসা (রা.) আমার নিকট বর্ণনা করেন, যখন সুবহে সাদিক হতো এবং মুয়াযযিন আযান দিত, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংক্ষিপ্ত কিরআতে দুই রাকআত (সুন্নত) নামায পড়তেন।

তাশরীহ :

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, ফজরের সুন্নতে ছোট সূরা পাঠ করা উত্তম। সহীহ মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। অবশ্য কখনো কখনো অন্য সূরাও পাঠ করেছেন।

عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ فى ركعتى الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، كتاب صلوة المسافرين، باب استحباب ركعتى سنة الفجر الخ.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الأذان، باب الأذان بعد الفجر، وفى كتاب التهجد، باب التطوع بعد المكتوبة، ومسلم فى صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتى سنة الفجر الخ.

* * *

حديث : ٢٨٦– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : "حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ "، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : "وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِرَكْعَتَيِ الْغَدَاةِ، وَلَمْ أَكُنْ أَرَاهُمَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

হাদীস : ২৮৬. হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে আট রাকআত (সুন্নত) নামায মুখস্ত করেছি। যোহরের ফরযের পূর্বে দুই রাকআত ও পরে দুই রাকআত। মাগরিবের ফরযের পর দুই রাকআত এবং এশার ফরযের পর দুই রাকআত।

ইবনে উমার (রা.) বলেন, হাফসা (রা.) আমাকে ফজরের ফরযের পূর্বে দুই রাকআতের কথা বলেছেন, কিন্তু আমি সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঐ দুই রাকআত পড়তে দেখিনি।

তাশরীহ :

قبل الظهر ركعتين الخ ঃ এ হাদীসে যোহরের ফরযের পূর্বে দুই রাকআত সুন্নতের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য অনেক হাদীস থেকে চার রাকআত সুন্নতের প্রমাণ পাওয়া যায়। জামে তিরমিযীতে বর্ণিত এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে :

عن على قال كان النبى صلى الله يصلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر ركعتين، قال أبو عيسى حديث على حديث حسن.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের পূর্বে চার রাকআত এবং যোহরের পরে চার রাকআত সুন্নত পড়তেন।

এ জন্য হানাফী মাযহাবে চার রাকআত পড়া সুন্নাত। সময়ের সংকীর্ণতা বা ওজরের কারণে দুই রাকআত পড়াও জায়েয আছে।

لم أكن أراها ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের দুই রাকআত সুন্নত ঘরে আদায় করে মসজিদে আসতেন, তাই ইবনে উমার (রা.) দেখেননি।

কেউ কেউ বলেন, ইবনে উমার (রা.) দেখেননি এর অর্থ হল, হযরত হাফসা (রা.) যখন অবহিত করেছেন, ঐ সময় পর্যন্ত দেখেননি। তারপর দেখার সুযোগ হয়েছে।

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد بهذا اللفظ الترمذى فى الشمائل، أخرجه البخارى فى التهجد، باب الركعتين قبل الظهر، والترمذى فى جامعه، أبواب الصلوة، باب ما جاء أنه يصليها فى البيت.

* * *

حديث : ٢٨٧- حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضى الله تعالى عنها، عَنْ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : "كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ ثِنْتَيْنِ "

হাদীস : ২৮৭. আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (সুন্নত) নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তিনি যোহরের ফরযের পূর্বে দুই রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরিবের পর দুই রাকআত ইশার পর দুই রাকআত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়তেন।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب صلوة المسافرين، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض الخ، وأبو داود فى سننه، كتاب الصلوة، وأبواب التطوع وركعات الستة، والترمذى فى جامعه، أبواب الصلوة.

* * *

حديث : ٢٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يَقُولُ : سَأَلْنَا عَلِيًّا (كرم الله وجهه) عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّهَارِ، قال : فَقَالَ إِنَّكُمْ لا تُطِيقُونَ ذَلِكَ، قَالَ : فَقُلْنَا : مَنْ أَطَاقَ ذَلِكَ مِنَّا صَلَّى، فَقَالَ : "كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَهُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ "

হাদীস : ২৮৮. হযরত আসেম ইবনে যামরা (র.) বলেন, আমরা আলী (রা.)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিবা ভাগের (নফল) নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। (রাতের নামায সম্পর্কে হয়ত তাঁর জানা ছিল, তাই সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেননি।) তিনি বলেন, তা তোমাদের সেই ক্ষমতা নেই (অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেরূপ একাগ্র চিত্তে এবং ধীরস্থিরভাবে নামায আদায় করতেন, তা কি তোমরা পারবে? উদ্দেশ্য হল শুধু জিজ্ঞেস করে কি লাভ, যদি আমলে সচেষ্ট না হও)। আমরা বললাম, আমাদের মধ্যে যার সাধ্যে কুলায় সে পড়বে (আর যার সাধ্যে কুলাবে না সে অন্যকে শিক্ষা দিবে)। হযরত আলী (রা.) বলেন, আসরের সময় সূর্য যত উপরে থাকে, সকালে দিকে যখন সূর্য ততটা উপরে উঠত, তখন তিনি দুই রাকআত (ইশরাকের) নামায পড়তেন। পশ্চিম দিকে সূর্য যতদূর উপরে থাকলে যোহরের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে, পূর্ব দিকে সূর্য তত উপরে উঠলে তিনি চার রাকআত (সালাতুয যোহা বা চাশত) নামায পড়তেন। এ ছাড়া তিনি যোহরের ফরযের পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত পড়তেন (এ ছয় রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা)। আসরের ফরযের পূর্বেও তিনি চার রাকআত পড়তেন। দুই রাকআত পড়ে বসতেন এবং তিনি নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশতাগণ, নবীগণ এবং তাঁদের অনুগত মুমিন-মুসলমানদের প্রতি সালাম পাঠাতেন (তাঁদের জন্য শান্তি কামনা করতেন, অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু পড়তেন)।

শব্দবিশ্লেষণ :

إذا كانت الشمس من ها هنا ঃ ها هنا বলে পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

كهيئتنا من ها هنا ঃ এখানে ها هنا বলে পশ্চিম দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তাশরীহ :

ফেরেশতা, নবী এবং মুমিনদের প্রতি সালাম পাঠ করার অর্থ হল, আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা। কেননা, এতে السلام عليك أيها النبى الخ বলে তাদের প্রতি সালাম পাঠ করা হয়। এ ব্যাখ্যা অনুসারে সালাম পাঠের সম্পর্ক প্রত্যেক চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের সাথেও হতে পারে।

অথবা সালামের অর্থ দুই রাকআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করে দেয়া। তখন মতলব হবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের পূর্বের চার রাকআত দুই সালামে পড়তেন। আসরের পূর্বের চার রাকআত সুন্নাত এক সালামেও পড়া যায়। আবার দুই সালামেও পড়া যায়।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه النسائى فى سننه، كتاب الإمامة الصلوة قبل العصر، والترمذى فى جامعه، أبواب الصلوة.

(٤٢) بَابُ صَلاَةِ الضُّحَى
وَفِيهِ تِسْعَةُ أَحَادِيثَ

অনুচ্ছেদ :: ৪২
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাশতের নামায সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

চাশত ও ইশরাকের নামাযের পরিচয়

তাশরীহ :

الضحى ঃ অর্থ সকালবেলা, পূর্বাহ্নের প্রথম প্রহর। ইশরাক ও চাশত উভয় নামাযের ব্যাপারে হাদীসে 'সালাতুয যোহা' শব্দ এসেছে। সূর্য উদয়ের সময় মাকরূহ ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পর হতে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে যোহা বলা হয়।

মোল্লা আলী কারী (র.) লিখেছেন :

والتحقيق أن أول وقت الضحى إذا خرج وقت الكراهة وأخره قبيل الزوال وأن ما وقع فى أوائله يسمى صلاة الإشراق أيضا وما وقع فى أواخره يسمى صلاة الزوال أيضا، وما بينهما يختص بصلاة الضحى، (جمع الوسائل : جـ٢، صـ ١٠٤)

অর্থাৎ মাকরূহ ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর হতে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে যোহা বলে। এ সময়ের শুরুতে সকালের দিকে যে নামায পড়া হয়, তাকে ইশরাকের নামাযও বলে। আর এ সময়ের শেষে যে নামায পড়া হয়, তাকে সালাতুয যাওয়াল বলে। শুরু শেষের মাঝে যে নামায পড়া হয় তাকে 'সালাতুয যোহা' বলে। হাদীসে এটাকে সালাতুল আওয়াবীনও বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : أوصانى خليلى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصيام ثلثة أيام من كل شهر، وركعتى الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. رواه البخارى ومسلم وأبو داود ورواه الترمذى والنسائى نحوه، وابن خزيمة ولفظه قال : أوصانى خليلى بثلاث لست

بتاركهن : أن لا أنام إلاّ على وتر وان لا أدع ركعتى الضحى فانها صلاة الأوابين وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. (الترغيب والترهيب للمنذرى، الترغيب فى صلاة الضحى.)

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يحافظ على صلاة الضحى إلاّ أواب قال : وهى صلاة الأوابين (رواه الطبرانى وابن خزيمة فى صحيحه، بحوالة الترغيب والترهيب للمنذرى)

এ নামায দুই থেকে বার রাকআত পর্যন্ত পড়া যায়। ইরশাদ হয়েছে,

وعن أبي الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلى أربعا كتب من العابدين ومن صلى ستا كفى ذلك اليوم ومن صلى ثمانيا كتبه الله من القانتين ومن صلى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له بيتا فى الجنة وما من يوم ولا ليلة إلاّ لله منّ يمنُّ به على عباده وصدقة" وما منّ الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره (رواه الطبرانى فى الكبير ورواته ثقات، بحوالة الترغيب والترهيب للمنذرى)

চাশত ও ইশরাক দুই নামায

মুহাদ্দিস এবং ফকীহগণের মতে সূর্যোদয়ের পর হতে সূর্য হেলার পূর্ব পর্যন্ত সকল নামাযকে সালাতুয যোহা বলে। সুফিগণের মতে এখানে দু'টি নামায আলাদা।

সূর্য উদয়ের পর সকালের দিকে যে নামায পড়া হয়, তাকে ইশরাকের নামায এবং আরও পরে আনুমানিক ৯/১০ টার দিকে যে নফল নামায পড়া হয়, তাকে সালাতুয যোহা বা চাশতের নামায বলা হয়।

কিছু হাদীস থেকেও বুঝা যায়, দু'টি নামায আলাদা। যেমন পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের শেষ হাদীসে দুই নামাযকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

إذا كانت الشمس من ههنا كهيئة من ههنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس من ههنا كهيئة من ههنا عند الظهر صلى أربعا ويصلى قبل الظهر أربعا الخ.

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : من صلى الفجر فى جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة

وعمرة، قال : قال رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تامة تامة تامة، رواه الترمذى أبواب السفر، باب ما ذكر مما يستحب فى الجلوس فى المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وهو حديث حسن غريب.

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن معاذ بن أنس الجهنى رضى الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : من قعد فى مصلاه حين ينصرف من صلوة الصبح حتى يسبح ركعتى الضحى لا يقول إلاّ جزأ غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر، رواه أبو داؤد، كتاب الصلوة، باب صلوة الضحى.

আরো বর্ণিত হয়েছে,

عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الله تبارك وتعالى قال : يا ابن آدم، إركع لى أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره. (رواه أبو داؤد، كتاب الصلوة، باب صلاة الضحى)

চাশতের নামায সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : من صلى أربعا قبل الهاجرة فكأنما صلاهن فى ليلة القدر والمسلمان إذا تصافحا لم يبق بينهما ذنب إلاّ سقط.

رواه البيهقى فى شعب الإيمان، فصل فى المصافحة والمعانقة عند الإلتقاء.

* * *

حديث : ٢٨٩– حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو داود الطَّيَالسِيُّ أخبرنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاذَةَ، قَالَتْ : قُلْتُ لعَائشَةَ : أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ : "نَعَمْ، أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللّٰهُ"

হাদীস : ২৮৯. মুআযা (র.) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)কে বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি সালাতুয যোহা (চাশতের নামায) পড়তেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, (অধিকাংশ সময়) চার রাকআত পড়তেন। (আবার কখনো) আল্লাহ তাআলার মর্জি হলে আরো বেশি পড়তেন।

চাশতের নামাযের হুকুম

তাশরীহ :

জমহুর আলেমদের মতে এ নামায মুস্তাহাব। আল্লামা বাজূরী লিখেছেন,

وبالجملة فقد قام الإجماع على استحبابها (المواهب اللدنية : صـــ٢١٦)

আল্লামা মুনাবী (র.) লিখেছেন,

وقد وقع الإجماع على استحبابها (شرح المناوى)

মোল্লা আলী কারী (র.) লিখেছেন,

وقال بعض الشراح ان جمهور العلماء على استحباب الضحى وان أقلها ركعتان، (جمع الوسائل : جـــ٢، صـــ ١٠٦.)

উনিশজন বিশিষ্ট সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চাশতের নামায পড়তে দেখেছেন। ইবনে জারীর (র.) বলেছেন, চাশতের নামায সম্পর্কিত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির পর্যায়ের।

সুতরাং আল্লামা বাজূরী ও আল্লামা মুনাবী লিখেছেন,

وشهد تسعة عشر من أكابر الصحابة أنهم رأو المصطفى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصليها حتى قال ابن جرير أخبارها بلغت حد التواتر.

(المواهب اللدنية : صـــ ٢١٦، شرح المناوى على هامش، جمع الوسائل صـــ :١٠٥)

মোল্লা আলী কারী (র.) লিখেছেন,

ان أحاديثها تكاد ان تكون متواترة وقد رواها عن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أكابر الصحابة تسعة عشر نفسا كلهم شهدوا أن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصليها كما بينه الحاكم وغيره، ومن ثم قال شيخ الإسلام أبو زرعة : ورد فيها أحاديث كثيرة صحيحة مشهورة حتى قال محمد بن جرير الطبرى انها بلغت حد التواتر. (جمع الوسائل : صـــ ١٠٦)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি চাশতের নামাযকে উত্তম বিদআত বলেছেন। সম্ভবত তাঁর পর্যন্ত চাশতের নামায সম্পর্কিত হাদীসগুলো পৌঁছেনি বা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নামায সর্বদা নিয়মিত

পড়েননি বা এ নামায পড়ার জন্য মসজিদে সমবেত হওয়াকে বিদআত বলেছেন।

মোল্লা আলী কারী (র.) লিখেছেন :

وأما ما صح عن ابن عمر رضى الله عنهما من قوله إنها بدعة ونعمت البدعة ومن قوله لقد قتل عثمان رضى الله عنه وما أحد يسبحها واما أحدث الناس شيئا أحب إليّ منها، فمؤول بأنه لم يبلغه الأحاديث أو بأنه أراد أنه صلى الله عليه وسلم يداوم عليها أو بأن التجمع لها فى نحو المسجد هو البدعة. (جمع الوسائل : صـ ١٠٦)

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে সহীহসূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চাশতের নামায পড়তে দেখিনি অথচ আলোচ্য হাদীসে তিনি বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাশতের নামায পড়তেন। এ প্রশ্নের সমাধানে বলা হয়, তিনি নিয়মিত পড়তে দেখেননি।

আল্লামা বাজূরী (র.) বলেন,

وقد ثبت عن عائشة أنها قالت ما رأيته سبحها أى صلاها تعنى الضحى وجمع البيهقى بين هذا وبين ما تقدم عنها بحمل قولها ما رأيته سبحها على نفى رؤيته مداومته عليها.

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী, আল্লামা মুনাবী এবং আল্লামা বাজূরী লিখেছেন, চাশতের নামায মসজিদে পড়া সুন্নত।

(المواهب اللدنية : صـ ٢١٦، شرح المناوى : صـ١٠٥، جمع الوسائل : جـ٢، صـ١٠٧)

কিন্তু মোল্লা আলী কারী (র.) এ মতকে খণ্ডন করে লিখেছেন,

وأما قول ابن حجر والسنة فيها أن تفعل فى المسجد لحديث بذلك فتكون مستثناة من الأفضل فى النوافل ان تفعل بالبيت ولو فى الكعبة : فمدفوع لأنه لم يرد فى الأحاديث المشهورة أنه كان يصليها فى المسجد وعلى تقدير ثبوته فى المسجد مرة أو مرتين لا يقيد كونها أفضل فى المسجد ولا يصلح أن يكون معارضا للحديث الصحيح أفضل الصلاة صلاة المرأ فى بيته إلاّ المكتوبة. (جمع الوسائلك جـ٢، صـ١٠٧)

অর্থাৎ এ বিষয়ের মশহুর হাদীসগুলোতে মসজিদে পড়ার কথা নেই। আর দু' একবার কখনো মসজিদে পড়ে থাকলেও তাতে নিয়মিত মসজিদে পড়া

উত্তম প্রমাণিত হয় না। কারণ, সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে নফল নামায ঘরে পড়া উত্তম।

চাশতের নামাযের রাকআত সংখ্যা

চাশতের নামায দুই থেকে বার রাকআতের কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় চার রাকআত পড়তেন, তাই চার রাকআত পড়া উত্তম। হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত, ويزيد ما شاء الله عز وجل বাক্য থেকে দলীল পেশ করেন যে, সর্বোচ্চ পরিমাণের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। কিন্তু মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন,

وبه يندفع قول ابن حجر ان قضية قولها ويزيد ما شاء الله ان لا حصر للزيادة لكن باستقراء الأحاديث الصحيحة والضعيفة علم أنه لم يزد على الثمان ولم يرغب أكثر من اثنتى عشرة انتهى.

وأما ما روى عن أم ذر قالت : رأيت عائشة تصلى صلاة الضحى وتقول ما رأيت رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلى الضحى أربع ركعات محمول على الغالب وفيه دليل على أن الأربع هو الأفضل من حيث مواظبته صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والزيادة عليه أحيانا، وبه يضعف قول الشافعية بأن الثمان أفضل استدلالا بحديث الفتح مع أنه لا يدل على التكرار قطعا، ويؤيد ما ذكرناه أن الحاكم حكى فى كتابه المفرد فى صلاة الضحى عن جماعة من أئمة الحديث أنهم كانوا يختارون ان يصلى الضحى أربعا ويدل عليه أكثر الأحاديث الواردة فى ذلك كحديث أبي الدرداء وأبي ذر عند الترمذى مرفوعا عن الله تعالى : ابن آدم أركع لى اربع ركعات فى أول النهار أكفك آخره. (جمع الوسائل جـ٢، صـ ١٠٦)

অর্থাৎ এ বিষয়ে সহীহ এবং যয়ীফ হাদীসগুলো তালাশ করে দেখা গেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে আট রাকআতের বেশি পড়েননি এবং বার রাকআতের বেশি পড়ার জন্য উৎসাহিত করেননি এবং তিনি অধিকাংশ সময় চার রাকআত পড়তেন। তাই চার রাকআত পড়া উত্তম।

أحوال الرواة

يزيد الرشك : بكسر الراء وسكون الشين، وهو بلغة أهل البصرة القسام الذى يقسم الدور، وفى القاموس : الرشك الكبير اللحية وهو بالفارسية اسم للعقرب، ولقب يزيد بذلك لأنه كان قساما للدور وكان كبير اللحية جدا حتى قيل أن عقربا دخلت لحيته فأقامت بها ثلاثة أيام ولم يشعربها.

معاذة : بضم الميم بنت عبد الله العدوجة، خرج لها الأئمة الستة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إستحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان، وابن ماجة فى سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فى صلاة الضحى.

* * *

حديث : ٢٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الزِّيَادِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ الزِّيَادِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى سِتَّ رَكَعَاتٍ "

হাদীস : ২৯০. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাশতের নামায ছয় রাকআত পড়তেন।

তাশরীহ :

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাশতের নামায বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাকআত পড়েছেন। কাজেই এ সব হাদীসের মাঝে কোন বিরোধ নেই।

أحوال الرواة

ابن عبيد الله : بالتصغير وفى نسخة عبد الله بالتكبير.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المؤلف دون اهل الكتب الستة، وفى إسناده حكيم بن معاوية الزيادى فهو مستور، لكن للحديث شواهد، فالحديث يرتقى إلى درجة الصحة.

* * *

حديث : ٢٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أخبرنا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ : مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى إلاَّ أُمُّ هَانِئٍ، فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ "أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ فَسَبَّحَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ ﷺ صَلَّى صَلاَةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ "

হাদীস : ২৯১. আব্দুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চাশতের নামায পড়তে দেখেছেন বলে আমাকে উম্মুহানী (রা.) ছাড়া আর কেউ অবহিত করেননি। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন তার ঘরে প্রবেশ করেন। অতঃপর গোসল করে তিনি আট রাকআত নামায পড়েন। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এত সংক্ষেপে আর কোন নামায পড়তে দেখিনি (অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত কেরাআত পড়েছেন) অবশ্য তিনি রুকূ ও সাজদা পূর্ণভাবেই করেন। অর্থাৎ تعديل أركان এর সাথে নামায পড়েন।

শব্দবিশ্লেষণ :

فسبح ঃ তাসবীহ পড়া। এখানে উদ্দেশ্য নামায পড়া। تسمية الكل باسم البعض হয়েছে। কখনো তাসবীহ বলে নফল নামায উদ্দেশ্য নেয়া হয়।

তাশরীহ :

আব্দুর রহমান ইবনে আবূ লায়লার উক্তি 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চাশতের নামায পড়তে দেখেছেন বলে আমাকে উম্মুহানী (রা.) ছাড়া আর কেউ অবহিত করেননি'-এর দ্বারা হযরত উম্মুহানী ছাড়া অন্য কোন সাহাবী চাশতের নামায সম্পর্কে জানতেন না -এ কথা প্রমাণিত হয় না। এ অনুচ্ছেদেই একাধিক সাহাবী কর্তৃক চাশতের নামায সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঊনিশজন সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চাশতের নামায পড়তে দেখেছেন। তাই ইমাম আবূ যুরয়া বলেছেন, চাশতের নামায সম্পর্কে অনেক প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীস রয়েছে। এমনকি হাফিয ইবনে জারীর বলেছেন, 'চাশতের

নামায সম্পর্কিত হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির পর্যায়ভুক্ত।' হতে পারে আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা যাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছেন, তাঁদের মাঝে হযরত উম্মুহানী ছাড়া আর কেউ দেখেননি।

এ হাদীসে হযরত উম্মুহানী বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঘরে এসে গোসল করেন এবং নামায পড়েন। অথচ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে হযরত উম্মুহানী বলেন,

ذهبت إلى رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب.

এতে বুঝা যায়, উম্মুহানী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অন্য কারো ঘরে গোসলরত অবস্থায় পেয়েছেন। তখন ফাতিমা (রা.) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাপড় দিয়ে আড়াল করে রেখেছিলেন। এর সমাধানে বিভিন্ন জবাব দেয়া হয়। হতে পারে এ ঘটনা দু'বার সংঘটিত হয়েছে। একবার হযরত উম্মুহানীর ঘরে, দ্বিতীয়বার অন্য কারো ঘরে। বা হতে পারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মুহানীর ঘরের কোন কোণে অবস্থান করছিলেন। সেখানে হযরত ফাতিমা (রা.)ও ছিলেন, তখন উম্মুহানী (রা.) সেখানে হাযির হন।

কোন কোন ভাষ্যকার বলেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আট রাকআত নামায পড়েছেন- তা চাশতের নামায ছিল না। শোকরের নামায ছিল। এটাও হতে পারে কিছু শোকরের নামায ছিল, আর কিছু ছিল চাশতের নামায।

এ হাদীস থেকে কোন কোন শাওয়াফে দলীল দিয়েছেন যে, চাশতের নামায আট রাকআত পড়া উত্তম।

মোল্লা আলী কারী (র.)-এর জবাবে বলেন,

وبه يضعف قول الشافعية بأن الثمان أفضل استدلالا، بحديث الفتح مع أنه لا يدل على التكرار قطعا، جمع الوسائل : جـ٢، صـ١٠٦.

অর্থাৎ এ হাদীস থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়মিত আট রাকআত পড়া প্রমাণিত হয় না।

তা ছাড়া এ আট রাকআত চাশতের নামায হওয়া নিশ্চিত নয়। যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ হাদীস থেকে কেউ কেউ বলেছেন, চাশতের নামায সংক্ষিপ্ত পড়া মুস্তাহাব।

কিন্তু এ দলীল তখন সহীহ হত, যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মিত সংক্ষিপ্ত কেরাআত পড়তেন। সুতরাং আল্লামা বাজূরী বলেন,

ولا يؤخذ من هذا الحديث ندب التخفيف فى صلاة الضحى إنما حففها يوم الفتح لإشتغاله بمهماته. (المواهب اللدنية : صـــ٢١٧)

أحوال الرواة

عبد الرحمن بن أبي ليلى : أى الأنصارى المدنى ثم الكوفى، تابعى جليل، كان أصحابه يعظمونه كأنه أمير وإسم أبي ليلى يسار، وقيل : بلال، وقيل : داور بن بلال.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب التهجد، باب صلاة الضحى فى السفر، ومسلم فى صحيحه، كتاب الحيض، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه.

* * *

حديث : ٢٩٢- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ : "لا، إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ "

হাদীস : ২৯২. আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি চাশতের নামায পড়তেন? তিনি বললেন, না, তবে সফর থেকে ফিরে এলে পড়তেন।

তাশরীহ :

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদাত ছিল, তিনি সফর থেকে এসে সকাল বেলা মদীনায় প্রবেশ করতেন এবং সর্বপ্রথম মসজিদে গিয়ে নফল নামায আদায় করতেন।

একটি বিরোধের নিরসন

আলোচ্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীকের প্রশ্নের জবাবে হযরত আয়েশা (রা.) যা বলেছেন, তা এ অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীসের পরিপন্থী মনে হয়। সে হাদীসে মুআযা হযরত আয়েশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

أكان النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلى الضحى؟ قالت نعم الخ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি চাশতের নামায পড়তেন? জবাবে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, হ্যাঁ, পড়তেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে উরওয়া (র.) আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,

ما رأيته صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلى سبحة الضحى قط.

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কখনো চাশতের নামায পড়তে দেখিনি।

এ বিরোধের নিরসনকল্পে ইমাম বায়হাকী (র.) বলেন, যে হাদীসে পড়তেন না বলে উল্লেখ রয়েছে, এর অর্থ সর্বদা পড়তেন না। আর যে হাদীসে পড়তেন বলে উল্লেখ রয়েছে এর অর্থ অধিকাংশ সময় পড়তেন। কিন্তু সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত যে হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, 'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কখনো চাশতের নামায পড়তে দেখিনি।' সে হাদীসের প্রেক্ষিতে এ জবাব সঠিক মনে হয় না।

কেউ কেউ মুআযার বর্ণিত হাদীস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক বর্ণিত হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর থেকে প্রত্যাবর্তন ছাড়া অন্য সময়ে চাশতের নামায মসজিদে পড়তেন না; বরং ঘরে পড়তেন। আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীকের হাদীসে মসজিদে পড়াকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য। মসজিদে তখনই পড়তেন, যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন। কিন্তু উরওয়া (র.) বর্ণিত হাদীসের আলোকে এ জবাবও সঠিক মনে হয় না। কারণ, সে হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চাশতের নামায পড়তে দেখিনি।

হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (র.) বলেন, আমার মতে সঠিক জবাব হল, উরওয়ার হাদীসে ইশরাকের নামায উদ্দেশ্য। ইশরাকের নামাযকেও

'সালাতুয যোহা' বলা হয়। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নামায মসজিদে পড়তেন। তাই আয়েশা (রা.) কখনো দেখেননি। আর মুআযার হাদীসে ঘরে চাশতের নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীকের হাদীসে সফর থেকে প্রত্যাবর্তন ছাড়া অন্য সময়ে মসজিদে চাশতের নামায পড়াকে অস্বীকার করা হয়েছে। والله اعلم بالصواب

(جمع الوسائل : جـ٢، صـ١١٠، خصائل نبوى عربى : صـ ١٧١)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب المسافرين، باب إستحباب صلاة الضحى الخ، وأبو داود فى سننه، كتاب الصلاة، أبواب صلاة السفر، باب صلاة الضحى.

* * *

حديث : ٢٩٣– حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه قَالَ : "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ : لا يَدَعُهَا، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ : لا يُصَلِّيهَا "

হাদীস : ২৯৩. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো নিয়মিত চাশতের নামায পড়তেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি বুঝি এ নামায আর ছাড়বেন না।

আবার কখনো তিনি চাশতের নামায এমনভাবে ছেড়ে দিতেন যে, আমরা বলতাম, তিনি হয়ত আর এ নামায পড়বেন না।

শব্দবিশ্লেষণ :

يصلى الضحى ঃ অর্থাৎ يواظب عليها أياما متوالية لمحبته لها- কিছুদিন একাধারে নিয়মিত পড়তেন।

حتى نقول ঃ অর্থাৎ فى أنفسنا أو يقول بعضا لبعض- আমরা মনে মনে খেয়াল করতাম বা একে অপরকে বলতাম।

তাশরীহ :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পসন্দনীয় আমলও কখনো নিয়মিত ছেড়ে দিতেন, যাতে উম্মতের উপর ফরয ওয়াজিব বা সুন্নতে মুওয়াক্কাদা না হয়ে যায়।

(جمع الوسائل : جـ٢، صـ١١١، المواهب اللدنية : صـ٢١٨.)

درجة الحديث : هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه عطفة بن سعد بن جنادة العوفى ضعيف، يدلس وفضيل بن مرزوق صدوق يهم.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه الترمذى فى جامعه، أبواب الوتر، باب ما جاء فى صلاة الضحى، وقال هذا حديث حسن غريب، إنتهى.

* * *

حديث : ٢٩٤– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ عَنْ هُشَيْمٍ أخبرنا عُبَيْدَةُ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قُرْثَعٍ الضَّبِّيِّ أَوْ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ قُرْثَعٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْمِنُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُدْمِنُ هَذِهِ الأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَقَالَ : "إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلا تُرْتَجُ حَتَّى تُصَلَّى الظُّهْرُ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِي تِلْكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ "، قُلْتُ : أَفِي كُلِّهِنَّ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ : "نَعَمْ ".قُلْتُ : هَلْ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ فَاصِلٌ؟ قَالَ : "لا ".

হাদীস : ২৯৪. হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলার পর সর্বদা চার রাকআত নামায পড়তেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলার পর আপনি এই চার রাকআত নামায নিয়মিত পড়ছেন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলার সময় আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং যোহরের নামায না পড়া পর্যন্ত সেগুলো বন্ধ করা হয় না। ঐ সময় আমার কিছু নেক আমল আসমানে পৌঁছুক এটা আমি পসন্দ করি। আমি বললাম, ঐ নামাযের প্রতি রাকআতে কি কিরাআত পড়তে হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, দুই রাকআত পর সালাম ফিরাতে হয় কি? তিনি বলেন, না।

শব্দবিশ্লেষণ :

كان يدمن ঃ নিরবচ্ছিন্নভাবে করা, নিয়মিত করা।

عند زوال الشمس ঃ সূর্য ঢলার সময়। এখানে উদ্দেশ্য عقب زوالها بلا تراخ-সূর্য ঢলার পর সাথে সাথে। কেননা, সূর্য ঢলার সময় কোন নামায পড়া জায়েয নেই।

إنك تدمن هذه الأربع ঃ এখানে কোন কোন নুসখায় تدمن এর পরিবর্তে تكثر বর্ণিত আছে। অর্থাৎ আপনি এ চার রাকআত নামায বেশি বেশি পড়েন।

فلا تغلق ঃ فلا ترتج بصيغة المجهول-বন্ধ করা, খিল দেওয়া।

خيرا ঃ অর্থাৎ عمل خير।

أفى كلهن قراءة ঃ অর্থাৎ بعد الفاتحة وجوبا।

তাশরীহ :

সূফিয়ায়ে কিরামের মতে এ হাদীসে 'সালাতুয্ যাওয়ালের' কথা বলা হয়েছে। তাঁদের মতে সূর্য ঢলার পর সাথে সাথে চার রাকআত যাওয়ালের নামায পড়া মুস্তাহাব। কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে এখানে যোহরের ফরযের পূর্বের চার রাকআত সুন্নতের কথা বলা হয়েছে। কারণ, তাঁদের মতে সূর্য ঢলার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের সুন্নত ছাড়া আর কোন নফল নামায নিয়মিত পড়তেন না।

উভয় মতানুযায়ী ইমাম তিরমিযীর উপর প্রশ্ন হয়, তিনি চাশতের নামাযের অনুচ্ছেদে সালাতুয যাওয়াল বা যোহরের সুন্নতের আলোচনা কেন করলেন? কেউ কেউ বলেছেন, যেহেতু সালাতুয যাওয়ালের ওয়াক্ত চাশতের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথে শুরু হয়, তাই আনুষঙ্গিক বিষয় হিসাবে উভয় নামাযকে একই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটা কপিকারকের ভুল।

সুতরাং কোন কোন অনুলিপিতে আলোচ্য হাদীসসহ পরবর্তী হাদীসগুলো পূর্বের অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ আছে।

أحوال الرواة

هشيم : بالتصغير،

عبيدة : بالتصغير.

إبراهيم : أى النخعى

سهم بن منجاب : بكسر ميم فسكون نون فجيم فألف بعدها موحدة.

قرثع : بفتح قاف وسكون را فمثلثة مفتوحة، فعين مهملة.

قزعة : بفتح قاف وزاى وعين مهملة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب الصلاة، باب الأربع قبل الظهر وبعدها، وابن ماجة فى سننه، كتاب اقامة الصلوة والسنة فيها، باب فى أربع ركعات قبل الظهر.

درجة الحديث : إسناده ضعيف لضعف عبيدة بن معتب.

* * *

حديث : ٢٩٥– حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَحَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ قَرْثَعٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضى الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. (نحو الحديث السابق فى المعنى وان اختلف اللفظ)

* * *

حديث : ٢٩٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أخبرنا أَبُو داود حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي الْوَضَّاحِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ : "إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ "

হাদীস : ২৯৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য ঢলার পর যোহরের আগে চার রাকআত নামায পড়তেন এবং বলতেন, এটা এমন সময় যখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। এ সময় আমার কিছু নেক আমল আসমানে উঠুক আমি তা পসন্দ করি।

তাশরীহ :

অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে এটা যোহরের ফরযের পূর্বের চার রাকআত সুন্নত। কারো কারো মতে সালাতুয যাওয়াল। যেমন পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

নামায সর্বোত্তম ইবাদত। তাই রহমত নাযিল হওয়ার এ সময় সর্বোত্তম আমল যাতে আল্লাহর দরবারে পৌঁছে -সে জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়তেন।

أحوال الرواة

عبد الله بن السائب : له ولأبيه صحبة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه الترمذى فى جامعه، كتاب الصلاة، ابواب الوتر، باب ما جاء فى الصلاة عند الزوال.

* * *

حديث : ٢٩٧- حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ "كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيهَا عِنْدَ الزَّوَالِ وَيَمُدُّ فِيهَا "

হাদীস : ২৯৭. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি যোহরের আগে চার রাকআত নামায পড়তেন এবং বলতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য ঢলার সময় চার রাকআত নামায পড়তেন এবং তাতে দীর্ঘ কিরাআত পড়তেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

قبل الظهر ঃ অর্থাৎ قبل فرضه যোহরের ফরযের আগে।

عند الزوال ঃ অর্থাৎ عقبه সূর্য ঢলার পর।

يمد فيها ঃ অর্থাৎ يطيل فى تلك الصلاة ويزيد القراءة فيها - এ নামাযে দীর্ঘ কিরাআত পড়তেন।

তাশরীহ :

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সুন্নাতের তুলনায় যোহরের আগের চার রাকআত নামাযে দীর্ঘ কিরাআত পড়তেন।

أحوال الرواة

يحيى بن خلف : بفتح الخاء واللام.

عمر بن على المقدمى : بضم ميم وفتح قاف وتشديد لدال مفتوحة.

مسعر بن كِدام : بكسر فسكون ففتح وقوله ابن كدام بوزن كتاب.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه الترمذى فى جامعه، أبواب الصلوة، باب ما جاء فى الأربع قبل الظهر.

(٤٣) بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ
وَفِيهِ حَدِيثٌ وَاحِدٌ

অনুচ্ছেদ :: ৪৩
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নফল নামায ঘরে পড়া সম্পর্কিত হাদীস

حديث : ٢٩٨– حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاةِ فِي بَيْتِي وَالصَّلاةِ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ : "قَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ، فَلأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَلاةً مَكْتُوبَةً "

হাদীস : ২৯৮. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, নফল নামায আমার ঘরে পড়া উত্তম না মসজিদে পড়া উত্তম? তিনি বলেন, তুমি তো দেখছো, আমার ঘর মসজিদের কত নিকটে। তথাপি ফরয নামায ছাড়া অন্যান্য নামায আমি আমার ঘরে পড়তেই পসন্দ করি।

তাশরীহ :

নফল নামায ঘরে পড়া উত্তম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিভিন্ন বাণী ও কর্ম থেকে বিষয়টি প্রমাণিত। তাছাড়া ঘরে নফল নামায পড়ার মাঝে অনেক কল্যাণ নিহিত আছে। যেমন ঘরে বরকত ও নূর বৃদ্ধি পাওয়া, ঘরের অন্য লোকদের নামায শিখতে পারা, তাদের মাঝে নফল ইবাদতের আগ্রহ পয়দা হওয়া এবং রিয়া ও লোক দেখানো থেকে মুক্ত হওয়া।

আর ফরয নামায ইত্যাদি যেগুলো গোপন করা সমীচীন নয়, সেগুলো মসজিদে আদায় করা উত্তম। যেমন তাওয়াফের দুই রাকআত নামায,

তারাবীর নামায। তারাবীর নামায যদিও ফরয নয়; কিন্তু রামাযানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং জামাআতের সাথে আদায় করা সুন্নত বিধায় মসজিদে আদায় করা উত্তম। এমনিভাবে যে নামায জামাআতের সাথে পড়া সুন্নত, সেটা মসজিদে আদায় করা উত্তম। যেমন সূর্য গ্রহণের নামায। এসব নামায গোপনে নয়; প্রকাশ্যে পড়া উদ্দেশ্য।

আলেমগণ বলেন, যদি ঘরে সুন্নত ও নফল নামায পড়ার অনুকূল পরিবেশ না থাকে, মসজিদের বাহিরে গেলে সুন্নত ছুটে যাওয়ার আশংকা হয়, তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য ফরযের আগে ও পরের সুন্নত এবং নফল মসজিদে আদায় করা উচিত।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه ابن ماجة فى سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فى التطوع فى البيت.

(٤٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ سِتَّةَ عَشَرَ حَدِيثًا

অনুচ্ছেদ :: ৪৪
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোযা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

حديث : ٢٩٩– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضى الله عنها عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : "كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ ".قَالَتْ : "وَمَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلاَّ رَمَضَانَ "

হাদীস : ২৯৯. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোযা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো অবিরাম রোযা রাখতেন। আমরা বলতাম, তিনি বুঝি পুরো মাসই রোযা রাখবেন। তিনি আবার কখনো একটানা রোযা বর্জন করতেন। আমরা বলতাম, এ মাসে হয়ত তিনি রোযা রাখবেন না। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আসার পর থেকে রামাযানের রোযা ছাড়া কখনো পূর্ণ এক মাস রোযা রাখেননি (আবার পূর্ণ মাস একেবারে না রেখেও কাটাননি)।

শব্দবিশ্লেষণ :

كان يصوم ঃ অর্থাৎ يتابع صوم النفل-লাগাতার নফল রোযা রাখতেন।

حتى نقول ঃ অর্থাৎ نحن فى أنفسنا أو يقول بعضنا لبعض- আমরা মনে মনে বলতাম বা একে অপরকে বলতাম।

قد صام ঃ অর্থাৎ جميع الشهر أو دوام الصوم فلا يفطر- পুরো মাসই রোযা রাখবেন।

ويفطر ঃ অর্থাৎ كان أحيانا يفطر افطارا متواليا أو يداوم الفطر -কখনো একটানা রোযা বর্জন করতেন।

حتى نقول قد أفطر ঃ অর্থাৎ دوام الإفطار فلا يصوم -আমরা বলতাম, এ মাসে আর রোযা রাখবেন না।

الصوم ঃ বিরত থাকা। শরীআতের পরিভাষায় রোযার নিয়তে সুবহে সাদিক থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকাকে صوم বলে।

তাশরীহ :

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন নিয়মে রোযা রেখেছেন। কখনো কখনো একটানা অনেক দিন রোযা রেখেছেন। তাঁর কোন মাস নফল রোযা থেকে খালি হতো না। আবার এতো অধিক রোযাও রাখতেন না যে, ক্লান্তি বা বিরক্তি আসে; বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন।

রোযা মনকে পবিত্র করে, আত্মার শক্তি বৃদ্ধি করে। পশু শক্তি ও কুপ্রবৃত্তিকে দমন করে। সহানুভূতি ও সহমর্মিতা জাগায়। দেহ মনকে সুস্থ রাখে। সর্বোপরি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ হয়। তাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক মাসে কম বেশি নফল রোযা রাখতেন।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب الصيام، باب النهى عن صوم الدهر لمن تضرر به الخ، باب صيام النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى غير رمضان، والنسائى فى سننه، كتاب الصيام، باب ذكر الإختلاف على عطاء فى الخبر فيه، والترمذى فى جامعه، كتاب الصوم، باب ما جاء فى سرد الصوم.

* * *

حديث : ٣٠٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : "كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنْ لا يُرِيدَ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ، وَيُفْطِرُ مِنْهُ حَتَّى نَرَى أَنْ لا يُرِيدَ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا. وَكُنْتَ لا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ مُصَلِّيًا، وَلا نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ نَائِمًا "

হাদীস : ৩০০. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোযা সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, কোন মাসে তিনি একাধারে রোযা রেখে যেতেন, এমনকি মনে হতো, তিনি বুঝি সে মাসে আর রোযা ছাড়বেন না। আবার কোন মাসে তিনি একাধারে রোযা ছাড়তেন। মনে হতো, তিনি বুঝি আর রোযা রাখবেন না। (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ অভ্যাসও ছিল যে,) তুমি যদি তাঁকে রাতে নামাযরত অবস্থায় দেখতে চাইতে, তবে সে অবস্থায় তাঁকে দেখতে পেতে। আর যদি তুমি তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইতে, তবে তাঁকে সে অবস্থায়ও দেখতে পেতে।

শব্দবিশ্লেষণ :

كان يصوم من الشهر ঃ অর্থাৎ أحيانا بعض أيامه متصلة أو يكثر الصوم فى الشهر- কখনো একাধারে অনেক দিন রোযা রাখতেন।

حتى نرى ঃ এ শব্দটি তিনভাবে পড়া যায়। نرى নূনে জমার সাথে, يرى মাজহুলের সাথে, ترى খেতাবের সাথে।

أن لا يريد ঃ دال এর উপর نصب এর সাথে। তখন أن টা مصدرية হবে। رفع এর সাথেও পড়া হয়, তখন أن টা مخففة হবে। একটি নুসখায় أنه لا يريد বর্ণিত আছে।

أن يفطر منه ঃ অর্থাৎ من الشهر شيئا।

তাশরীহ :

وكنت لاتشاء الخ ঃ এ বাক্য দ্বারা হযরত আনাস (রা.) বুঝাতে চান যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা রাত ঘুমিয়ে কাটাতেন না, আবার সারা রাত ইবাদতও করতেন না; বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন। একাংশে ঘুমাতেন আরেকাংশে নামায পড়তেন।

কেউ কেউ এ বাক্যের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদত বিভিন্ন রকম ছিল। কখনো রাতের প্রথম ভাগে কখনো মধ্যভাগে আবার কখনো শেষভাগে পড়তেন। তাই রাতের যে কোন অংশে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায পড়তে বা ঘুমাতে দেখতে চাইলে দেখা যেত। অর্থাৎ কেউ যদি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাতের প্রথমাংশে নামাযরত অবস্থায় দেখতে চাইত, তো কোন দিন সে তা দেখতে পেত। আর যদি এ সময়ে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইত অন্য কোন দিন তাও দেখতে পেত। এভাবে নামায পড়ার মাঝে দু'টি ফায়েদা রয়েছে। এক. রাতের প্রতিটি অংশ ইবাদত দ্বারা বরকতময় হয় এবং কিয়ামতের দিন রাতের কোন অংশ ইবাদত শূন্য থাকবে না। দুই. প্রতিদিন একই সময়ে ইবাদত করলে সেটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, ফলে ইবাদতে মুজাহাদার মজা পাওয়া যায় না। (خصائل نبوى : صـــ١٧٥-١٧٦)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الصوم، باب ما يذكر عن الصوم النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وإفطاره والترمذى فى جامعه، كتاب الصوم، باب ما جاء فى سرد الصوم.

* * *

حديث : ٣٠١- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو داود حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ، وَمَا صَامَ شَهْرًا كَامِلا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلاَّ رَمَضَانَ "

হাদীস : ৩০১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাধারে রোযা রেখে যেতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তাঁর বুঝি এ মাসে রোযা ছাড়ার ইচ্ছা নেই। আবার তিনি একাধারে রোযা রাখা থেকে বিরত থাকতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তাঁর বুঝি এ মাসে রোযা রাখার ইচ্ছা নেই। তিনি (হিজরত করে) মদীনায় আসার পর থেকে রামাযান মাস ছাড়া কখনো পূর্ণ একমাস রোযা রাখেননি।

তাশরীহ :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ নিয়মে রোযা রাখার দু'টি কারণ হতে পারে। **এক.** আত্মার উন্নয়ন এবং বিভিন্ন সাময়িক উপকার লাভে রোযা একটি মহৌষধ। ঔষধের নিয়ম অনুযায়ী কখনো লাগাতার

ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, কখনো প্রয়োজন হয় না। সাধারণ প্রয়োজন দেখা দিলেও সাময়িক কোন কারণে ঔষধ বর্জন করতে হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন রূহানী ডাক্তার। তাই সাময়িক প্রয়োজনে কখনো লাগাতার রোযা রাখতেন, আবার কখনো রোযা বর্জন করতেন। উম্মতের মাঝে যারা রূহানী ডাক্তার, তারাও রূহের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে রোযা রাখা ও রোযা বর্জনের সময় নির্ধারণ করতে পারেন।

দুই. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ নিয়ম ছিল যে, তিনি সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার এবং প্রতিমাসে তিন দিন রোযা রাখতেন। আশুরা এবং জিলহজ মাসের প্রথম দশকেও রোযা রাখতেন। সফর বা অন্য কোন ওযরের কারণে এ রোযা রাখতে না পারলে তা পরে কাযা করে নিতেন। কারণ, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদত ছিল- কোন আমল শুরু করলে সেটা নিয়মিত করতেন। তাই যে রোযাগুলো ছুটে যেত সেগুলো লাগাতার রাখতেন। (خصائل نبوی صـــ١٧٦)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الصيام، باب ما يذكر من صوم النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإفطاره، ومسلم فى صحيحه، كتاب الصوم، باب صيام النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى غير رمضان، وأبو داود فى سننه، كتاب الصوم، باب صوم المحرم، والنسائى فى سننه، كتاب الصيام، باب صوم النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ، وابن ماجة فى سننه، كتاب الصيام، باب ما جاء فى صيام النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

* * *

حديث : ٣٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : "مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ ".

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا إِسنَادٌ صَحِيحٌ وَهَكَذَا قَالَ : عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ رَوَى هذا الْحَدِيثَ عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ جَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

হাদীস : ৩০২. হযরত উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শা'বান ও রামাযান মাস ছাড়া একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে দেখিনি।

তাশরীহ :

আলোচ্য হাদীসটি বাহ্যত পূর্বোক্ত হাদীসসমূহের পরিপন্থী মনে হয়। পূর্বের হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাযান ছাড়া পূর্ণ মাস রোযা রাখেননি। অথচ এ হাদীসে বলা হয়েছে- তিনি পূর্ণ শা'বান মাসও রোযা রাখতেন।

এ বিরোধ নিরসনে উলামায়ে কেরাম বলেন,

এক. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শা'বানের অধিকাংশ দিন রোযা রাখতেন। এটাকে পূর্ণ মাস হিসাবে গণ্য করেছেন।

দুই. হযরত আয়েশা ও ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত -রামাযান ছাড়া অন্য সময় পূর্ণ মাস রোযা রাখার অভ্যাসকে অস্বীকার করেছেন। আর হযরত উম্মু সালামা (রা.) ঘটনাক্রমে কোন সময় পূর্ণ মাস রোযা রাখার কথা বলেছেন।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب الصوم، باب فيمن يصل شعبان برمضان والنسائى فى سننه، كتاب الصيام، باب صوم النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وابن ماجة فى سننه، كتاب الصيام، باب ما جاء فى وصال شعبان برمضان، والترمذى فى جامعه، كتاب الصوم، باب ما جاء فى وصال شعبان برمضان.

* * *

حديث : ٣٠٣- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : "لَمْ أَرَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ لِلّٰهِ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلا، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ "

হাদীস : ৩০৩. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শা'বান মাসের মত আর কোন মাসে এতো অধিক রোযা রাখতে দেখিনি। মাত্র কয়েক দিন ছাড়া গোটা শা'বান মাসই তিনি রোযা রাখতেন; বরং পুরো মাসই রোযা রাখতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

يصوم فى الشهر ঃ অর্থাৎ فى شهر من الأشهر ।

صياما أكثر من صيام النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ঃ أكثر من صيامه صفة مفعول مطلق অর্থাৎ ।

তাশরীহ :

كان يصوم شعبان إلاّ قليلا ঃ হযরত আয়েশা (রা.)-এর এ উক্তি দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, পুরো শা'বান মাস বলতে শা'বানের অধিকাংশ দিন বুঝানো হয়েছে।

শা'বান মাসে অধিক রোযা রাখার বিভিন্ন কারণ হতে পারে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শা'বান মাসে এমন একদিন আছে, যে দিন পুরো বছরের আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। আমার মন চায়, আমার আমল আল্লাহর দরবারে রোযা অবস্থায় পেশ হোক। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন। ওযরবশত রাখতে না পারলে সেগুলো শা'বান মাসে আদায় করতেন।

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি বৃহস্পতিবার ও সোমবার রোযা রাখতেন। ওযরবশত এ রোযাগুলো যদি কয়েক মাস বাকি থেকে যায়, তাহলে একমাস পূর্ণ হয়ে যাওয়া মুশকিল কিছু নয়।

আরেক রেওয়ায়েতে আছে, রামাযানের সম্মানে শা'বানে রোযা রাখা উত্তম। অর্থাৎ ফরয নামাযের পূর্বে যেমন সুন্নত পড়া হয়, তেমনি রামাযানের পূর্বে নফল রোযা আছে।

কোন কোন আলেম লিখেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক মাসে কিছু নফল রোযা রাখতেন, রামাযান মাসে যেহেতু নফল রোযা রাখতে পারতেন না, তাই এ রোযাগুলো শা'বান মাসে অগ্রিম আদায় করতেন। এভাবে শা'বান ও রামাযান উভয় মাসের নফল রোযা মিলে মাসের অধিকাংশ সময় ব্যাপী রোযা হয়ে যেত। (خصائل نبوى : صـــ١٧٨)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه الترمذى فى جامعه، كتاب الصوم، باب ما جاء فى وصال شعبان برمضان، وأبو داود فى سننه، كتاب الصوم، باب كيف كان يصوم النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

* * *

حديث : ٣٠٤– حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى وَطَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ "

হাদীস : ৩০৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি মাসের শুরুতে তিন দিন রোযা রাখতেন এবং জুমুআর দিনের রোযা খুব কমই ছাড়তেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

غرة- শুরু, আরম্ভ, সূচনা।

তাশরীহ :

বিভিন্ন হাদীসে প্রতিমাসে তিন দিন রোযা রাখার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেক নেক আমলের সওয়াব দশগুণ হয়, এ হিসাবে তিন রোযার সওয়াব এক মাসের রোযার সময় হয়। এভাবে যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখল সে যেন সারা বছর রোযা রাখল।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি মাসে তিন দিন যে রোযা রাখতেন এর জন্য কোন দিন নির্দিষ্ট ছিল না। কখনো মাসের শুরুতে তিন দিন রোযা রাখতেন, কখনো চন্দ্রমাসের তের, চৌদ্দ ও পনর তারিখে রোযা রাখতেন। আরো বিভিন্ন নিয়মে রাখতেন।

এ হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমুআর দিনের রোযা খুব কমই ছাড়তেন। এতে এ দিনের রোযার গুরুত্ব বুঝা যায়। আবার কিছু হাদীসে রোযার জন্য জুমুআর দিনকে নির্দিষ্ট করতে নিষেধ করা হয়েছে।

সুতরাং আলোচ্য হাদীসের প্রেক্ষিতে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক (র.) শুধু জুমুআর দিন রোযা রাখাকে মুস্তাহাব বলেন। অন্য দিকে ইমাম

শাফেয়ী (র.) নিষেধের হাদীসের প্রেক্ষিতে শুধু জুমুআর দিনের রোযাকে মাকরূহ বলেন। কতিপয় হানাফী আলেমও এ মত পোষণ করেন।

(خصائل نبوى : صـ ١٧٨، جمع الوسائل : جـ٢، صـ ١٢٣)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب الصوم، باب فى صوم الثلاث من كل شهر، وابن ماجة فى سننه، كتاب الصيام، باب فى صيام يوم الجمعة، والمصنف فى جامعه، كتاب الصوم، باب ما جاء فى صوم يوم الجمعة.

* * *

حديث : ٣٠٥- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو داود أخبرنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاذَةَ، قَالَتْ : قُلْتُ لعَائِشَةَ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؟ قَالَتْ : "نَعَمْ ".قُلْتُ : مِنْ أَيِّه كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ : "كَانَ لا يُبَالِي مِنْ أَيِّه صَامَ "،

قَالَ أَبُو عِيسَى : يَزِيدُ الرِّشْكُ هُوَ يَزِيدُ الضُّبَعِيُّ الْبَصْرِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيد، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْد، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرُ وَاحِد مِنَ الأَئِمَةِ، وَهُوَ يَزِيدُ الْقَاسِمُ، وَيُقَالُ : الْقَسَّامُ، وَالرِّشْكُ بِلُغَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، هُوَ الْقَسَّامُ

হাদীস : ৩০৫. হযরত মুআযা (রা.) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কোন্ তারিখে রোযা রাখতেন? তিনি বললেন, যে কোন দিন এ রোযা রাখতেন এ ব্যাপারে সব দিন সমান ছিল।

শব্দবিশ্লেষণ :

من أيه ঃ অর্থাৎ من أى شهر يعنى من أيامه- মাসের কোন্ কোন্ দিন।

لا يبالى من أيه صام ঃ অর্থাৎ كان يستوى عنده الصوم من أوله ومن أوسطه ومن أخره- মাসের শুরু, শেষ এবং মাঝের সব দিন সমান ছিল।

তাশরীহ :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন।

এর জন্য দিন তারিখ নির্দিষ্ট ছিল না। কখনো মাসের শুরুতে কখনো শেষে কখনো মাঝখানে রাখতেন। কখনো শনি, রবি ও সোমবার রোযা রাখতেন। তো অন্য মাসে মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।
এতে বুঝা গেল, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখার সুন্নত -মাসের যে কোন সময় রাখলে আদায় হয়ে যাবে। তবে সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবিয়ীদের অনেকে বলেছেন, আইয়ামে বীয তথা চন্দ্রমাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখ এ তিন দিন রোযা রাখা উত্তম। (جمع الوسائل : جـ٢، صـ١٢٨)

درجة الحديث : قال أبو عيسى يزيد الرشك الخ : غرض الترمذى هنا بيان توثيق يزيد لكن سبق ذكره فى أول باب الضحى فكان الأنسب إيراد ما يتعلق توضيحه هنالك على ما ذكره الحنفى.

وأجاب ابن حجر : بأنه ذكره هنا دون ما مر لأن ما رواه هنا يعارضه ما مر من أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصوم الغرة والإثنين والخميس ونحو ذلك فربما طعن طاعن فى يزيد بهذا التعارض فرده المصنف ببيان توثيقه هنا.

أحوال الرواة

يزيد الرشك : بكسرالراء وسكون الشين والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام أى الذى يقسم العقارات بين الشركاء.

الضبعى : بضم المعجمة وفتح الموحدة.

معاذة : بضم الميم.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب الصيام، باب إستحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأبو داود فى سننه، كتاب الصوم، باب من قال لا يبالى من أى الشهر، والترمذى فى جامعه، كتاب الصوم، باب ما جاء فى صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وابن ماجة فى سننه، كتاب الصيام، باب ما جاء فى صيام ثلاثة أيام من كل شهر.

* * *

حديث : ٣٠٦- حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ داود عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ"

হাদীস : ৩০৬. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

يتحرى ঃ অনুসন্ধান করা, মনোযোগ দেওয়া।

তাশরীহ :

কিছু হাদীসে এ দু'দিনে রোযা রাখার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত সামনের হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর দরবারে বান্দার আমল পেশ করা হয়। রোযা অবস্থায় আমার আমলসমূহ পেশ করা হোক এটা আমার পসন্দনীয়। সোমবার সম্পর্কে মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে- আমি সোমবার জন্মগ্রহণ করেছি এবং সোমবার আমার উপর কুরআন অবতরণ শুরু হয়। মুসনাদে আহমদের এক বর্ণনায় আছে, সোমবার ও জুমাবার আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুসলমানকে ক্ষমা করে দেন; কিন্তু দু' ব্যক্তি যারা আপসের সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের ক্ষমা করেন না।

(جمع الوسائل : جـ٢، صـ ١٢٥، خصائل نبوى : صـ١٧٩)

أحوال الرواة

الجرشى : بضم الجيم وفتح الراء وشين معجمة، نسبة لجرش، موضع باليمن وهو ثقة، خرج له الجماعة، واختلف فى صحبته.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه النسائى فى سننه، كتاب الصيام، باب ذكر الإختلاف على خالد بن معدان الخ، وابن ماجة فى سننه، كتاب الصيام، باب ما جاء فى وصال شعبان برمضان، والترمذى فى جامعه، كتاب الصوم، باب ما جاء فى صوم يوم الإثنين والخميس.

* * *

حديث : ٣٠٧- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : "مَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ "

হাদীস : ৩০৭. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শা'বান মাসের চাইতে অধিক নফল রোযা আর কোন মাসে রাখতেন না।

أحوال الرواة

أبو مصعب : بصيغة المجهول.

ومن أخرج هذا الحديث : اخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الصوم، باب صوم شعبان.

* * *

حديث : ٣٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ "

হাদীস : ৩০৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর নিকট বান্দার আমলসমূহ পেশ করা হয়। অতএব, আমার মন চায়, রোযা অবস্থায় আমার আমলসমূহ আল্লাহর দরবারে পেশ হোক।

তাশরীহ :

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ আকাংখার কারণ হল, এ অবস্থায় আমল কবূল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

সহীহ মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে- সকাল-বিকাল দৈনিক দু'বার বান্দার আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। এমতাবস্থায় সোমবার ও বৃহস্পতিবার পুনরায় আমল পেশ করার কি অর্থ হতে পারে?

জবাবে বলা হয়, দিন রাতের আমল প্রতিদিন দু'বার তফসীলীভাবে আলাদা আলাদা পেশ করা হয়। তারপর প্রতি সপ্তাহের আমল সপ্তাহে দু'বার এবং পূর্ণ বছরের আমল ইজমালীভাবে দু'বার শা'বান মাসে এবং শবে কদরে পেশ করা হয়। বারবার আমল আল্লাহ তাআলার দরবারে পেশ করার একটি রহস্য হল, ফেরেশতাদের সামনে নেক্কার মানুষদের মর্যাদা প্রকাশ করা। কারণ, মানব সৃষ্টির সময় তাঁরা বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি কি এমন মাখলুক পয়দা করবেন- যারা পৃথিবীতে খুন-খারাবী করবে? এ জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষের নেক আমলসমূহ গর্বের সাথে ফেরেশতাদের সামনে পেশ করেন। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তো সব কিছু সবিশেষ অবগত। তাঁর দরবারে পেশ করার কোন প্রয়োজন নেই।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه، كتاب الصوم، باب ما جاء فى صوم يوم الأربعاء والخميس، وابن ماجة فى سننه، كتاب الصيام، باب صيام الإثنين والخميس.

* * *

حديث : ٣٠٩- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالأَحَدَ وَالاثْنَيْنَ، وَمِنَ الشَّهْرِ الآخَرِ الثُّلاثَاءَ وَالأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ "

হাদীস : ৩০৯. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন মাসে শনি, রবি ও সোমবার রোযা রাখতেন এবং অপর মাসে মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

من الشهر ঃ অর্থাৎ من أيامه- মাসের কোন দিনে।

الثلاثاء ঃ প্রথম ث অক্ষরে যবর যোগে। কোন কোন নুসখায় পেশযোগে এবং প্রথম الف কে حذف করে العلماء এর ওজনে বর্ণিত আছে। মঙ্গলবার।

الإربعاء ঃ باء অক্ষরে যেরযোগে। যবর এবং পেশ যোগেও পড়া যায়। বুধবার।

الخميس ঃ এ শব্দ এবং পূর্ববর্তী দুই শব্দে يصوم থেকে مفعول فيه হয়েছে।

তাশরীহ :

এ নিয়মে রোযা রাখার কারণ হল, এতে সপ্তাহের প্রত্যেক দিন রোযা রাখা হয়ে যায়। অন্য হাদীসে শুক্রবারে রোযা রাখার কথাও বর্ণিত আছে। (جمع الوسائل : جـ২، صـ١٢٧)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه، كتاب الصوم، باب ما جاء فى صوم يوم الإثنين والخميس.

* * *

حديث : ٣١٠– حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : "كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيضَةُ وَتُرِكَ عَاشُورَاءُ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ "

হাদীস : ৩১০. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলিয়াতের যমানায় কুরাইশরা আশূরার দিন রোযা রাখত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও (হিজরতের পূর্বে নফল হিসাবে) এই দিনে রোযা রাখতেন। তিনি হিজরত করে মদীনায় আসার পরও এই রোযা রেখেছেন এবং অন্যদেরকেও রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। রামাযান মাসের রোযা ফরয হওয়ার পর রামাযানের রোযাই ফরয হিসাবে রয়ে গেল এবং আশূরার রোযার অপরিহার্যতা রহিত হয়ে গেল। ফলে যার ইচ্ছা সে এই দিন রোযা রাখতো এবং যার ইচ্ছা রোযা রাখতো না।

তাশরীহ :

হানাফী আলেমদের মতে রাযামান মাসের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশূরার রোযা ফরয ছিল। রামাযানের রোযা ফরয হওয়ার পর আশূরার

রোযার অপরিহার্যতা রহিত হয়ে যায়। এখন আশূরার রোযা রাখা মুস্তাহাব। এই দিনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে রোযা রেখেছেন এবং উম্মতকে রোযা রাখতে উৎসাহ দিয়েছেন এবং দশ তারিখের সাথে সাথে নয় বা এগার তারিখেও রোযা রাখতে উৎসাহ দিয়েছেন। তাই মুহাররমের ৯ ও ১০ বা ১০ ও ১১ তারিখে মোট দু'টি রোযা রাখা উত্তম। শুধু ১০ তারিখের একটি রোযা রাখাও বেলা কারাহাত জায়েয।

মুহাররম মাস এবং আশূরা বিষয়ক কিছু ভিত্তিহীন কথাবার্তা

মুহাররম মাসের কোনো দিনে বা রাতে এবং আশূরার দিনে বা রাতে কোনো বিশেষ নামায আদায়ের কোনো প্রকার নির্দেশনা বা উৎসাহ কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়ক সকল কথাই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

দেখুন :

- تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق، جـ٢، صـ ٨٩.
- الفوائد المجموعة للشوكانى : صـ ٥٢.
- الآثار المرفوعة للكنوى رح : صـ٧٥.

আশূরার অতীত ও ভবিষ্যত ঘটনাবলীর বানোয়াট ফিরিস্তি

মিথ্যাবাদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে জালিয়াতি করে বলেছে,

- আশূরার দিনে আল্লাহ তাআলা আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন।
- এই দিনে তিনি পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন।
- এই দিনে তিনি কলম সৃষ্টি করেছেন।
- এই দিনে তিনি লাওহে মাহফূয সৃষ্টি করেছেন।
- এই দিনে তিনি আরশ সৃষ্টি করেছেন।
- এই দিনে তিনি আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন।
- এই দিনে তিনি কুরসী সৃষ্টি করেছেন।
- এই দিনে তিনি জান্নাত সৃষ্টি করেছেন।
- এই দিনে তিনি জিবরাঈলকে সৃষ্টি করেছেন।

- এই দিনে তিনি ফিরিশতাগণকে সৃষ্টি করেছেন।
- এই দিনে তিনি আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন।
- এই দিনে তিনি আদম (আ.)-কে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন।
- এই দিনে তিনি ইদরীস (আ.)-কে আসমানে উঠিয়ে নেন।
- এই দিনে তিনি নূহ (আ.)-কে নৌকা থেকে বের করেন।
- এই দিনে তিনি দাউদ (আ.)-এর তওবা কবূল করেন।
- এই দিনে তিনি সুলাইমান (আ.)-কে রাষ্ট্র দান করেন।
- এই দিনে তিনি আইউব (আ.)-এর বিপদ-মুসীবত দূর করেন।
- এই দিনে তিনি তাওরাত নাযিল করেন।
- এই দিনে ইবরাহীম (আ.) জন্মগ্রহণ করেন, খলীল উপাধি লাভ করেন।
- এই দিনে ইবরাহীম (আ.) নমরূদের অগ্নিকুণ্ড থেকে রক্ষা পান।
- এই দিনে ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানী করা হয়েছিল।
- এই দিনে ইউনুস (আ.) মাছের পেট থেকে বাহির হন।
- এই দিনে আল্লাহ ইউসুফ (আ.)-কে জেলখানা থেকে বের করেন।
- এই দিনে ইয়াকুব (আ.) দৃষ্টি শক্তি ফিরে পান।
- এই দিনে ইয়াকুব (আ.) ইউসুফ (আ.)-এর সাথে সম্মিলিত হন।
- এই দিনে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন।
- এই দিনে কিয়ামত সংঘটিত হবে।

কেউ কেউ বলেছেন, মুহাররমের দুই তারিখে নূহ (আ.) প্লাবন হতে মুক্তি পেয়েছেন। তিন তারিখে ইদরীস (আ.)-কে আসমানে উঠানো হয়েছে। চার তারিখে হযরত ইবরাহীম (আ.)কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছে। ইত্যাদি।

এরূপ অগণিত ঘটনা এই মাসে বা এই দিনে ঘটেছে এবং ঘটবে বলে উল্লেখ করেছে জালিয়াতরা।

দেখুন :

- الموضوعات لابن الجوزى، جـ٢، صـ ١١٢-١١٧.
- المنار المنيف لابن القيم : صـ ٥٢.

- تنزيهة الشريعة المرفوعة لابن عراق، جـ٢، صـ١٤٩-١٥٠.
- الموضوعات الكبرى لعلى القارى : صـ ٣٠٠.
- الآثار المرفوعة للكنوى : صـ ٧٨.

মোটকথা, আশূরার দিনে হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর সাথীদের মুক্তি পাওয়া এবং ফেরআউনের সমুদ্রে ডুবে মরা ছাড়া আর কোনো ঘটনা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

হযরত মাওলানা আব্দুল হাই লখনবী (র.) লিখেন,

قلت الذى ثبت بالأحاديث الصحيحة المروية فى الصحاح الستة وغيرها أن الله تعالى نجى موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام من يد فرعون وجنوده وغرق فرعون ومن معه يوم عاشوراء الخ، .... أما هذه الأحاديث الطوال التى ذكر فيها كثير من الوقائع العظيمة الماضية والمستقبلة أنها فى يوم عاشوراء فلا أصل لها وإن ذكرها كثير من أرباب السلوك والتاريخ فى تواليفهم منهم الفقيه أبو الليث ذكر فى تنبيه الغافلين حديثا طويلا فى ذلك، فلا تعتبر بذكر هولاء فإن العبرة فى هذا الباب لنقد الرجال لا لمجرد ذكر الرجال. (الأثار المرفوعة : صـ ٧٩)

আশূরা সম্পর্কিত কিছু যয়ীফ বর্ণনা

১. অত্যন্ত দুর্বলসূত্রে কোনো কোনো সাহাবী বা তাবিয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এই দিনে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ.)-এর তাওবা কবূল করেন।

দেখুন :

* مجمع الزوائد، جـ٣، صـ٣٢٩، رقم الحديث ٥١٣٢،
* لطائف المعارف لابن رجب : صـ٧٧-٧٨.

২. অনুরূপভাবে দুর্বলসূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, এই দিনে নূহ (আ.)-এর নৌকা জূদী পর্বতের উপর থামে।

দেখুন :

* مجمع الزوائد، جـ٣، صـ ٣٢٣-٣٢٩.
* لطائف المعارف لابن رجب : صـ٦٩.

৩. অনুরূপভাবে অনির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ঈসা এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

* الآثار المرفوعة للكنوى : صـ ٧٩.

৪. একটি হাদীসে বলা হয়েছে,

من وسع على عياله فى يوم عاشوراء وسع الله عليه فى سنته كلها.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আশূরার দিন তার পরিবারের জন্য প্রশস্তভাবে খরচ করবে, আল্লাহ তাআলা সারা বৎসরই সেই ব্যক্তিকে প্রশস্ত রিযিক প্রদান করবেন।

হাদীসটি কয়েকটি সনদে বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেকটি সনদই অত্যন্ত দুর্বল। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও হাফিয ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ মুহাদ্দিস একে জাল বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে ইমাম বাইহাকী, হাফিয ইরাকী এবং সুয়ূতী প্রমুখ মুহাদ্দিস এই হাদীসকে হাসান এবং গ্রহণযোগ্য বলেছেন। আল্লামা আব্দুল হাই লখনবী (র.)ও এ মত পোষণ করেছেন।

দেখুন :

- الآثار المرفوعة : صـ٨٣-٨٥.
- الترغيب والترهيب للمنذرى : جـ٢، صـ ٧١.

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে,

من اكتحل يوم عاشوراء بالإثمد لم ترمد عينه أبدا.

যে ব্যক্তি আশূরার দিনে চোখে 'ইসমিদ' সূরমা ব্যবহার করবে, কখনোই তার চোখ উঠবে না।

অধিকাংশ মুহাদ্দিস এ হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করেছেন।

দেখুন :

- الآثار المرفوعة : صـ٨٠-٨٣.
- لطائف المعارف لابن رجب : صـ ٧٦.
- المقاصد الحسنة للسخاوى : صـ٤٧٢، رقم الحديث : ١٠٨٥.
- تنزيهة الشريعة المرفوعة لابن عراق، جـ٢، صـ١٥٧.
- الموضوع لعلى القارى : صـ١٧٥.

- الأسرار المرفوعة لعلى القارى : صـــ٢٢٢.
- الفوائد المجموعة للشوكانى : صـــ٩٦، رقم : ٢٨٥.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه، كتاب الصوم، باب ما جاء فى الرخصة فى ترك صوم عاشوراء، وأخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان، ومسلم فى صحيحه، كتاب الصيام، باب صوم عاشوراء، وأبو داؤد، كتاب الصوم، باب فى صوم عاشوراء.

* * *

حديث : ٣١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ، أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُصُّ مِنَ الأَيَّامِ شَيْئًا؟ قَالَتْ : "كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيقُ "

হাদীস : ৩১১. আলকামা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নফল ইবাদতের জন্য বিশেষ কোনো দিন নির্দিষ্ট করতেন কি? তিনি বললেন, না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আমল করতেন, তা নিয়মিত বা ধারাবাহিকভাবে করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত আমল করার সামর্থ্য তোমাদের কার আছে?

শব্দবিশ্লেষণ :

ديمة ঃ এটি مصدر। মূলত دومة ছিল। واو অক্ষরের পূর্বে যের হওয়ার কারণে واو-কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। ধারাবাহিকতা, নিরবচ্ছিন্নতা, সর্বদা। এখানে উদ্দেশ্য অধিকাংশ সময়।

তাশরীহ :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন দিনকে নফল ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করতেন না। যেমন, সোমবারকে রোযার জন্য নির্দিষ্ট করা। প্রতি সোমবার রোযা রাখা, এই দিন রোযা ত্যাগ না করা বা সোমবার ছাড়া অন্য দিন রোযা না রাখা, এমন হতো না।

তবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন আমল শুরু করতেন- তা সর্বদা করতেন। অর্থাৎ অধিকাংশ সময় তা পালন করতেন। তার মত এমন ইহতেমামের সাথে এবং খুশু-খুযু ও ইখলাসের সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে আদায় করা অন্যদের পক্ষে সম্ভব নয়। (: المواهب اللدنية (صـــ٢٢٥

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الصوم، باب هل يخص شيئا من الأيام وفى الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، ومسلم فى صحيحه، أبواب المسافرين.

* * *

حديث : ٣١٢- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ، فَقَالَ : "مَنْ هَذِهِ؟ "قُلْتُ : فُلَانَةُ لا تَنَامُ اللَّيْلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا "، وَكَانَ أَحَبَّ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ

* * *

حديث : ٣١٣- حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ : أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتَا : "مَا دِيمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَلَّ "

হাদীস : ৩১৩. আবূ সালেহ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.) ও উম্মু সালামা (রা.)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অধিক প্রিয় আমল ছিল কোন্‌টি? তাঁরা উভয়ে বলেন, যে আমল নিয়মিত করা হয়, সেটা তাঁর নিকট অধিক প্রিয় ছিল, পরিমাণে কম হলেও।

শব্দবিশ্লেষণ :

دم ঃ মজহুলের সীগা। মূলত دُووِمَ ছিল।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المؤلف فى جامعه، أبواب الأدب، رقم : ٢٨٥٦.

* * *

حديث : ٣١٤– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ حُمَيْدٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَاسْتَاكَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ مَعَهُ فَبَدَأَ فَاسْتَفْتَحَ الْبَقَرَةَ، فَلا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلاّ وَقَفَ فَسَأَلَ، وَلا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلاّ وَقَفَ فَتَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِعًا بِقَدْرِ قِيَامِهِ، وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : "سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ "، ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ، وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ : "سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ "ثُمَّ قَرَأَ بِآلَ عِمْرَانَ ثُمَّ سُورَةً سورة، يَفْعَلُ مثل ذَلِكَ

হাদীস : ৩১৪. হযরত আউফ ইবনে মালেক (রা.) বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি মেসওয়াক করলেন, তারপর অজু করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমিও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি (সূরা ফাতিহার পর) সূরা বাকারা পড়তে শুরু করলেন। রহমতের আয়াত পড়ে থেমে গিয়ে আল্লাহর কাছে রহমত কামনা করেন। অনুরূপভাবে আযাবের আয়াত পড়ে কিছুক্ষণ থেমে গিয়ে আল্লাহর কাছে আযাব থেকে পানাহ চান। তারপর তিনি রুকূ করেন এবং

রুকূতে কিয়ামের সমপরিমাণ সময় অবস্থান করেন এবং এ দুআ পাঠ করেন,

سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.

ঐ সত্তা পবিত্র, যিনি প্রতিপত্তি ও রাজত্বের মালিক এবং মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তারপর তিনি রুকূর সমান সময় সাজদা করেন এবং সাজদায় এ দুআ পাঠ করেন,

سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.

তারপর দ্বিতীয় রাকআতে তিনি সূরা আলে-ইমরান পাঠ করেন, এরপর পরবর্তী রাকআতগুলোতেও অনুরূপ একেকটি সূরা পাঠ করেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

ثم قرأ آل عمران ঃ অর্থাৎ দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা আলে-ইমরান পাঠ করেন।

ثم قرآ سورة النساء فى الثالثة وسورة المائدة فى الرابعة ঃ অর্থাৎ ثم سورة سورة الخ- অতঃর তৃতীয় রাকআতে সূরা নিসা এবং চতুর্থ রাকআতে সূরা মায়িদা পাঠ করেন।

তাশরীহ :

অধিক ইবাদত বিদআত নয়

১. এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো দীর্ঘ নামায পড়তেন। এক সূরা বাকারাই আড়াই পারা। আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেলাওয়াত করতেন ধীরস্থিরভাবে। রহমত বা আযাবের আয়াত পড়ে কিছুক্ষণ থেমে দুআ করতেন। তারপর রুকূ সাজদাও ছিল অনুরূপ দীর্ঘ। এভাবে চার রাকআত নামায আদায় করতে প্রায় সারা রাত লেগে যেত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুরূপ দীর্ঘ নামায পড়া আরো বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এতে বুঝা যায়, আগ্রহ বাকি থাকলে,

বিরক্তি না আসলে এবং কারো হক নষ্ট না হলে রাত জেগে দীর্ঘ মুজাহাদা করা জায়েয; বরং উত্তম। এটাকে বিদআত বলা বাড়াবাড়ি। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন।

আল্লামা আব্দুল হাই লখনবী (র.) কৃত-

إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة.

২. এ অনুচ্ছেদের শেষ চারটি হাদীসে রোযার কোন আলোচনা নেই। অথচ এ অনুচ্ছেদটি রোযা সম্পর্কিত? কেউ কেউ এর জবাবে বলেন, নুসখানবিশ ভুলক্রমে হাদীসগুলো এ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। এর যথাযথ স্থান হল باب العبادة বা ইবাদত অনুচ্ছেদে।

কেউ কেউ বলেন, সম্ভবত ইমাম তিরমিযী এ দিকে ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন যে, অন্যান্য নফল ইবাদতের ন্যায় রোযার ক্ষেত্রেও মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত। বাকি নিয়মের চেয়ে অধিক ইবাদতও ক্ষতিকর নয়, যদি আগ্রহের সাথে হয় এবং কারো হক নষ্ট না হয়। কারো কারো মতে ইমাম তিরমিযীর সামনে পঠিত নুসখায় باب صلاة الضحى، صلوة التطوع، باب الصوم -এ অনুচ্ছেদ তিনটি ছিল না; বরং এ অনুচ্ছেদত্রয়ের হাদীসসমূহ একটি অনুচ্ছেদ باب العبادة বা ইবাদত অনুচ্ছেদে বর্ণিত ছিল। এ অবস্থায় কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না। والله أعلم بالصواب

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب الصلاة، رقم : ٨٧٣.

(٤٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ ثَمَانِيَةُ أَحَادِيثَ

অনুচ্ছেদ :: ৪৫
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরাআত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

তাশরীহ :

অর্থাৎ কিরআতের তারতীল, মদ, ওয়াক্‌ফ ও তারজী' ইত্যাদির বিবরণ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ।

حديث : ٣١٥– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ،عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ "قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا "

হাদীস : ৩১৫. হযরত ইয়ালা ইবনে মামলাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত উম্মে সালামাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরাআত (কুরআন তিলাওয়াত) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন।
তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরআত স্পষ্ট করে এবং এক অক্ষর অপর অক্ষর থেকে পৃথক করে বর্ণনা করেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

عن قراءة رسول الله الخ. ঃ অর্থাৎ عن صفتها কিরআতের গুণ ও বিবরণ জিজ্ঞেস করেন।

فإذا هى ঃ فا অক্ষরটি عاطفة আর إذا অক্ষরটি مفاجاتية । এতে বুঝা যায়, হযরত উম্মে সালামা বিলম্ব না করে সাথে সাথে জবাব দিয়েছেন।

تنعت ঃ عين অক্ষরে যবরের সাথে। অর্থাৎ تصف গুণ বর্ণনা করা।

قراءة مفسّرة ঃ اسم مفعول এর সীগা। অর্থাৎ مبينة مشروحة واضحة. স্পষ্ট করে।

حرفا حرفا ঃ অর্থাৎ مفصولة প্রতিটি অক্ষর পৃথক পৃথক করে। এটা তারকীবে حال হয়েছে। আবার بدل ও হতে পারে।

তাশরীহ :

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিরাআত অত্যন্ত স্পষ্ট হতো। হযরত উম্মে সালামা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরাআত কেমন হতো তা নিজে পড়ে শুনিয়েছেন, বা মুখে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রথম সম্ভাবনাটা অগ্রগণ্য। কারণ, অন্য হাদীসে তিনি স্বয়ং তেলাওয়াত করে শুনিয়েছেন বলে উল্লেখ রয়েছে।

(المواهب اللدنية : صـ ٢٢٨، خصائل نبوى : صـ ١٨٥)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب الصلاة، باب إستحباب الترتيل فى القراءة والنسائى فى سننه، كتاب الإفتتاح، باب تزيين القرآن بالصوت، والترمذى فى جامعه، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء كيف كانت قراءة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

* * *

حديث : ٣١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : "مَدًّا "

হাদীস : ৩১৬. কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরআত কেমন ছিল? তিনি বললেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মদের হরফগুলোকে) মদসহকারে টেনে পড়তেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

مدا ঃ অর্থাৎ ممدودة বা ذات مد মদসহকারে। এখানে মদ দ্বারা উদ্দেশ্য تطويل النفس فى حروف المد واللين- মদের হরফগুলো দীর্ঘ শ্বাসে টেনে পড়া।

তাশরীহ :

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদের হরফগুলো মদ করে পড়তেন এবং ধীরস্থিরভাবে তিলাওয়াত করতেন।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب مد القراءة، وأبو داود فى سننه، كتاب الصلاة، باب كيف يستحب الترتيل فى القراءة، وابن ماجة فى سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فى القراءة فى صلاة الليل، والنسائى فى سننه، كتاب الإفتتاح، باب مد الصوت بالقراءة.

* * *

حديث : ٣١٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ، يَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقُولُ : الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ يَقِفُ، وَكَانَ يَقْرَأُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ "

হাদীস : ৩১৭. হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি আয়াত পৃথক পৃথক করে তেলাওয়াত করতেন। তিনি বলতেন, (পড়তেন) 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' তারপর থেমে যেতেন; এরপর পড়তেন 'আর রাহমানির রাহীম' তারপর থেমে যেতেন, এরপর পড়তেন 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন।'

শব্দবিশ্লেষণ :

يقطع ঃ অর্থাৎ جعل الشيء قطعا قطعا أى يقف على رأس الآى - কেটে টুকরা টুকরা করা, এখানে উদ্দেশ্য প্রত্যেক আয়াত পড়ে থামা।

ثم يقف ঃ এটা يقطع এর بيان বা ব্যাখ্যা।

তাশরীহ :

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধীরস্থিরে শান্তভাবে কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করতেন। ইমাম বায়হাকী ও জাযারী প্রমুখের মতে প্রত্যেক আয়াতের উপর ওয়াকফ করা উত্তম। যদিও অর্থের দিক থেকে পরবর্তী আয়াতের সাথে এ আয়াতের সম্পর্ক থাকে। (جمع الوسائل : جـ٢، صـ١٣٩)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داؤد، فى سننه، كتاب الحروف والقراءة، والترمذى فى جامعه، كتاب القراءة، باب فى فاتحة الكتاب.

* * *

حديث : ٣١٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ قَالَتْ : "كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ قَدْ كَانَ رُبَّمَا أَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ ".فَقُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ، الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً "

হাদীস : ৩১৮. আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের (তাহাজ্জুদের) নামাযে কিরাআত কেমন ছিল? তিনি কী আস্তে কিরাআত পড়তেন না উচ্চ স্বরে?

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, কখনো আস্তে পড়তেন, কখনো উচ্চস্বরে পড়তেন। আমি বললাম, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার- যিনি এ ব্যাপারে অবকাশ রেখেছেন (যে কোন একটি নির্দিষ্ট করে দেননি)।

শব্দবিশ্লেষণ :

أكان يسر الخ ঃ অর্থাৎ -أكان يخفى قراءته بحيث لا يسمعه غيره. এত আস্তে পড়তেন যে, কেউ শুনত না?

سعة ঃ অর্থাৎ -إتساعا প্রশস্ততা, অবকাশ।

তাশরীহ :

ربما أسر الخ ঃ হযরত আয়েশা (রা.)-এর উক্তির দু'টি অর্থ হতে পারে।

১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই রাতে তাহাজ্জুদে কিছু সময় উচ্চস্বরে কেরাআত পড়তেন। আর কিছু সময় আস্তে পড়তেন।

২. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো রাতে উচ্চস্বরে আর কোনো রাতে আস্তে পড়তেন। এ উভয় নিয়মই জায়েয। তবে অবস্থার প্রেক্ষিতে কখনো উচ্চস্বরে কখনো আস্তে কেরাআত পড়া উত্তম। নিজের মাঝে প্রাণবন্ততা আনা বা অন্যকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে পড়া উত্তম। পক্ষান্তরে যদি কারো কষ্ট বা রিয়ার আশংকা থাকে, তাহলে আস্তে পড়া উত্তম।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب الطهارة، وأبو داود فى سننه، كتاب الصلاة، باب فى وقت الوتر، والنسائى فى سننه، كتاب قيام الليل، والترمذى فى جامعه، أبواب الصلاة، باب ما جاء فى قراءة الليل.

* * *

حديث : ٣١٩- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أُمِّ هَانِيٍ، قَالَتْ : "كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي "

হাদীস : ৩১৯. হযরত উম্মেহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার ঘরের খাটের উপর থেকে রাতের বেলায় (মসজিদে হারামে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিলাওয়াত শুনতে পেতাম।

শব্দবিশ্লেষণ :

وأنا على عريشي الخ ঃ অর্থাৎ -والحال أنى نائمة على سريرى আমি আমার খাট বা শয্যায় শায়িত অবস্থায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিলাওয়াত শুনতে পেতাম। (المواهب اللدنية : صـ٢٢٩)

তাশরীহ :

এ ঘটনাটি হিজরতের পূর্বের।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه النسائى فى سننه، كتاب الإفتتاح، باب رفع الصوت بالقران، وابن ماجة فى سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فى القراءة فى صلاة الليل.

* * *

حديث : ٣٢٠- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو داود أنبأنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ، يَقُولُ : "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهُوَ يَقْرَأُ : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ○ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ : "فَقَرَأَ وَرَجَّعَ "، قَالَ : وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ : لَوْلا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيَّ لأَخَذْتُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ الصَّوْتِ "أَوْ قَالَ : اللَّحْنِ

হাদীস : ৩২০. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা.) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে আরোহী অবস্থায় দেখলাম, তিনি তখন এ আয়াত পড়ছিলেন :

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾

(নিশ্চয় আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি, যেন আল্লাহ তাআলা তোমার পূর্বাপর ভুলত্রুটি ক্ষমা করেন) তিনি মদের হরফগুলো টেনে টেনে সুমধুর সুরে তিলাওয়াত করছিলেন। অধঃস্তন রাবী মুআবিয়া ইবনে কুররা (র.) বলেন, আমার কাছে লোকদের ভীড় জমাবার আশংকা না থাকলে সেই আওয়াজে বা সেই সুরে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে শুনাতাম।

শব্দবিশ্লেষণ :

على ناقته ঃ অর্থাৎ حال كونه راكبا على ناقته العضباء أو غيرها –উষ্ট্রির উপর আরোহিত অবস্থায়।

يوم الفتح ঃ অর্থাৎ يوم فتح مكة ।

وهو يقرأ ঃ অর্থাৎ والحال أنه يقرأ ।

إنا فتحنا لك إلخ ঃ এখানে 'সুস্পষ্ট বিজয়' দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধি উদ্দেশ্য। কারণ, এ সন্ধিই মক্কা বিজয়ের কারণ হয়।

তাশরীহ :

ترجيع ঃ এর অর্থ ترديد الصوت بالقراءة পড়ার সময় আওয়াযের পুনঃপৌনিকতা, আওয়াযের পুনঃ পুনঃ অনুবর্তন। দ্যোতনা সৃষ্টি। স্বয়ং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা.) ا ا ا আ, আ, আ, বলে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন উষ্ট্রীর উপর আরোহিত অবস্থায় উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেছিলেন।

তাই উষ্ট্রীর চলার দরুন অনিচ্ছাকৃতভাবে এরূপ আওয়ায সৃষ্টি হয়েছিল। আর এ জন্যেই হযরত মুআবিয়া ইবনে কুররা (র.) উক্ত আওয়ায নকল করে শুনাননি। কারণ, স্বাভাবিক অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ আওয়ায করলে মানুষ ভীড় জমাবে।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ترجيع দ্বারা উদ্দেশ্য হল, التحسين وإسباغ المد- মদগুলোকে টেনে সুমধুর সুরে তিলাওয়াত করতেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে তিলাওয়াত করতেন।

(جمع الوسائل : جـ٢، صـ١٤١-١٤٢، المواهب اللدنية : صـ٢٣٠)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب الترجيع.

* * *

حديث : ٣٢١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ الْحُدَّانِيُّ، عَنْ حُسَامِ بْنِ مصَكٍّ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : "مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إلاَّ حَسَنَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الصَّوْتِ، وَكَانَ نَبِيُّكُمْ ﷺ حَسَنَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الصَّوْتِ، وَكَانَ لا يُرَجِّعُ "

হাদীস : ৩২১. হযরত কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নবীকেই সুন্দর চেহারা (অবয়ব) ও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর দিয়ে পাঠিয়েছেন। তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সুন্দর ও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। তিনি গানের সুরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন না।

তাশরীহ :

বাহ্যত এ হাদীসের সাথে পূর্বের হাদীসের বিরোধ মনে হয়। এর নিরসন হল, যদি ترجيع অর্থ আওয়াযের পুনরাবৃত্তি নেয়া হয়, তাহলে বলা হবে- পূর্বের হাদীসে যে ترجيع-এর কথা বলা হয়েছে, সেটা ছিল অনিচ্ছাকৃত। এ হাদীসে ইচ্ছাকৃতভাবে ترجيع করাকে অস্বীকার করা হয়েছে। আর যদি ترجيع অর্থ সুন্দর সুর নেয়া হয়, তাহলে বলা হবে- এ হাদীসে গানের সুরে পড়াকে নিষেধ করা হয়েছে। (جمع الوسائل : جـ٢، صـ١٤٣)

أحوال الرواة

الحدانى : نسبة إلى حدان بضم حاء وتشديد دال قبيلة من الازد.

حسام : بضم أوله بن مصك بكسر ميم ففتح مهملة وتشديد كاف، ضعيف، متروك الحديث، فى الميزان قال أحمد مطروح، وقال الدارقطنى متروك ومن مناكيره حديث ما بعث الله نبيا إلاّ حسن الصوت.

درجة الحديث : ضعيف، ذكره الذهبي في ميزان الإعتدال (٤٧٧/١)، تحت ترجمة حسام بن مصك، وقال هذا الحديث من مناكيره وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف ويكاد أن يترك.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف.

* * *

حديث : ٣٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : "كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا يَسْمَعُهَا مَنْ فِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ "

হাদীস : ৩২২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরাআত শুধু ঐ পরিমাণ উঁচু আওয়াযে হতো যে, তিনি ঘরের মধ্যে তিলাওয়াত করলে ঘরের প্রাঙ্গণের লোক কখনো তা শুনতে পেত।

শব্দবিশ্লেষণ :

الحجرة ঃ কক্ষ, কামরা। এখানে হুজরা দ্বারা উদ্দেশ্য ঘরের আঙ্গিনা, প্রাঙ্গণ, বারান্দা, দেওয়ালবেষ্টিত খোলা জায়গা। (المواهب اللدنية : صـ٢٣١)

والحال أنه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في البيت ঃ অর্থাৎ وهو في البيت

তাশরীহ :

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বুঝাতে চাচ্ছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিলাওয়াতের আওয়াজ বারান্দা অতিক্রম করতো না।

'ঘরের প্রাঙ্গণের লোক কখনো শুনতে পেতো' এ বাক্য থেকে বুঝা যাচ্ছে, কখনো বারান্দার লোকও শুনেতে পেতো না। মোটকথা, উদ্দেশ্য হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্যম আওয়াযে কিরাআত পড়তেন। খুব উচ্চস্বরেও না, আবার একেবারে আস্তেও না।

(المواهب اللدنية : صـ٢٣١، جمع الوسائل : جـ٢، صـ١٤٣)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل.

(٤٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي بُكَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ سِتَّةُ أَحَادِيثَ

অনুচ্ছেদ :: ৪৬
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্রন্দন সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

حديث : ٣٢٣– حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارِكِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : "أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ "

হাদীস : ৩২৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শিখ্খীর (রা.) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হলাম। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। তাঁর বক্ষ থেকে কান্নার কারণে চুলায় চাপানো ডেকচি থেকে উদ্গত শব্দের অনুরূপ শব্দ উত্থিত হচ্ছিল।

শব্দবিশ্লেষণ :

وهو يصلي ولجوفه أزيز الخ ঃ এ বাক্য দু'টি তারকীবে حال হয়েছে।

أزيز ঃ কান্নার আওয়ায, বক্ষ থেকে উত্থলে উঠা কান্নার ধ্বনি। গমক।

مرجل ঃ ডেকচি।

من البكاء ঃ অর্থাৎ من أجل البكاء أو بسببه কান্নার কারণে।

তাশরীহ :

এটা ছিল আল্লাহর ভয়, পরম ভালবাসা ও বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যখন আল্লাহ তাআলার সিফাতে জালাল এবং জামাল, উভয় প্রকারের গুণের তাজাল্লী হতো, তখন তাঁর এরূপ অবস্থা হতো। শুধু সিফাতে জামালের তাজাল্লী হলে অন্তরে খুশি ও প্রফুল্লতার ঢেউ জাগত।

أحوال الرواة

مطرف : بضم الميم وفتح الطاء وكسر الراء، المشددة.

ابن شخير : بكسر المعجمتين المشددتين.

عن أبيه : أى عبد الله صحابي من مسلمة الفتح، أدرك الجاهلية والإسلام.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب الصلاة، باب البكاء فى الصلاة والنسائى فى سننه، كتاب السهو.

* * *

حديث : ٣٢٤- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضى الله عنه قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اقْرَأْ عَلَيَّ" فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ : "إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي"، فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى بَلَغْتُ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيدًا، قَالَ : فَرَأَيْتُ عَيْنَيْ رَسُولِ اللَّهِ تَهْمِلاَنِ.

হাদীস : ৩২৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, আমাকে কুরআন থেকে পড়ে শোনাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে কুরআন পড়ে শোনাবো, অথচ আপনার উপরই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার মন চায় অন্যের মুখ থেকে তিলাওয়াত শুনি। তখন আমি সূরা আন-নিসা পড়তে শুরু করলাম। তিলাওয়াত করতে করতে এ আয়াত-

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾

(সুতরাং তখন কী অবস্থা হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে এক একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে তাদের উপর সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো) পর্যন্ত পৌছলাম, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

أقرأ عليك؟ ঃ এখানে همزة استفهام উহ্য আছে।

وعليك أنزل؟ ঃ অর্থাৎ والحال أنه عليك أنزل

فقرأت سورة النساء ঃ অর্থাৎ شرعت فى قراءتها

تهملان ঃ মীম অক্ষরে পেশ বা যের। تفضيان وتذرفان الدمع- অশ্রু প্রবাহিত করা।

তাশরীহ :

أنى أحب أن اسمعه الخ ঃ প্রিয়জনের কথা অন্যের মুখ থেকে শুনতে ভাল লাগে। তাছাড়া নিজে পড়ার চেয়ে অন্যের মুখে শোনা ধ্যানমগ্নতা এবং গভীর চিন্তার পক্ষে সহায়ক।

فجعل ينفخ ويبكى الخ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কালাম শুনে কেঁদেছেন। আল্লাহ তাআলার কালামের শান এমনই। নেক বান্দাগণ কালামুল্লাহ তিলাওয়াত করেন, আর আল্লাহর ভয় এবং পরম মুহাব্বতে কাঁদেন।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে এ নেক বান্দাদের প্রশংসা করে ইরশাদ করেন :

﴿إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ (مريم : ٩٨)

যখন তাদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, তারা কাঁদতে কাঁদতে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে।

সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার কালামের আযমত এবং জালালের কারণে কাঁদবেন এটা স্বাভাবিক।

এটাও হতে পারে যে, আয়াতে কুরআনী فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الخ পাঠের পর কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ অবস্থা চিন্তা করে কেঁদেছেন।

(خصائل نبوى : صـ ١٨٩)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب التفسير، باب فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الخ، ومسلم فى صحيحه، كتاب صلاة المسافرين

وقصرها، باب فضل إسماع القران وقلب القراءة الخ، وأبو داود فى سننه، كتاب العلم، باب فى القصص وابن ماجة فى سننه، كتاب الزهد، باب الحزن والبكاء.

* * *

حديث : ٣٢٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : انْكسفَتِ الشَّمْسُ يَوْمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، حَتَّى لَمْ يَكَدْ يَرْكَعُ ثُمَّ رَكَعَ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَسْجُدَ، ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَسْجُدَ، ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَبْكِي، وَيَقُولُ : "رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ؟ رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لا تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ؟ وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ".فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ فَحَمِدَ اللّٰهَ تَعَالَى، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا انْكَسَفَا، فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالَى"

হাদীস : ৩২৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায় একদিন সূর্যগ্রহণ লাগে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনই নামাযে দাঁড়ান। তিনি এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন যে, মনে হল যেন তিনি রুকূতে যাবেন না। তারপর রুকূ করেন এবং এত দীর্ঘক্ষণ রুকূতে থাকেন, মনে হল যেন মাথাই তুলবেন না। অতপর তিনি মাথা তুলে এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, মনে হল যেন তিনি সাজদাই করবেন না। অতঃপর সাজদা করেন এবং দীর্ঘক্ষণ সাজদারত থাকেন, মনে হল যেন সাজদা থেকে মাথা উঠাবেন না। অতঃপর তিনি সাজদা থেকে মাথা তুলেন; কিন্তু মনে হল যেন তিনি আর সাজদায় যাবেন না। তারপর (দ্বিতীয়) সাজদা করেন এবং সাজদায় এত দীর্ঘ সময় কাটান, মনে হল যেন সাজদা থেকে মাথা তুলবেন না। (এভাবে দ্বিতীয় রাকআতের শেষে সাজদায়) তিনি দীর্ঘ শ্বাস নিতে থাকেন এবং কাঁদতে থাকেন (ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন) এবং বলতে থাকেন: প্রভু! তুমি কি আমার সাথে ওয়াদা করোনি যে, আমি তাদের (উম্মতের) মধ্যে থাকা অবস্থায় তুমি তাদের উপর কোন আযাব নাযিল

করবে না? প্রভু! তুমি কি আমাকে প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, যতক্ষণ তারা ইস্তিগ্‌ফার করবে, তুমি তাদেরকে শাস্তি দিবে না। এখন আমরা তোমার দরবারে ইস্তিগ্‌ফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করছি। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে দুই রাকআত নামায শেষ করেন এবং ততক্ষণে সূর্যও ফর্সা (গ্রাসমুক্ত) হয়ে গেল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে দাঁড়ান। আল্লাহ তাআলার প্রশংসা এবং গুণগান করেন। তারপর বলেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দুইটি নিদর্শন। কারো হায়াত-মউতের কারণে এগুলোতে গ্রহণ লাগে না। অতএব, সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ লাগলে তোমরা ভীত হয়ে মহান আল্লাহর যিকিরে ধাবিত হও।

শব্দবিশ্লেষণ :

لم يكد يركع ঃ অর্থাৎ لم يقرب من الركوع -এর দ্বারা দীর্ঘ দাঁড়ানোর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা বাকারা পরিমাণ দীর্ঘ কিরাআত পড়েন।

ينفخ ঃ ফুঁ দেওয়া, বাতাস ভরা, শ্বাস নেওয়া। এখানে উদ্দেশ্য ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদা। এটা ছিল দ্বিতীয় রাকআতের সাজদায়। (جمع الوسائل : جـ২، صـ١٤٧-١٤٨)

তাশরীহ :

إنكسفت الشمس الخ ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য গ্রহণের নামায জীবনে একবার পড়েছিলেন, দশম হিজরী সনে। কারো কারো মতে নবম হিজরী সনে। চন্দ্রগ্রহণের নামায পড়েছিলেন পঞ্চম হিজরী সনে। (المواهب اللدنية : صـ٢٣٣)

قام فحمد الله الخ ঃ এ উপদেশের কারণ ছিল, জাহিলী যুগে মানুষের ধারণা ছিল, কোনো বড় ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যুর কারণে সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয়। ঘটনাক্রমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় যে দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল, সেদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহেবজাদা হযরত ইবরাহীম (রা.) ইন্তেকাল করেন। এতে জাহিলী যুগের

ভুল ধারণাটি আরো দৃঢ় হয়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধারণা খণ্ডন করেন বলেছেন, চাঁদ-সূর্য আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিদর্শন। কারো জীবন-মৃত্যুর কারণে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হয় না।

فافزعوا إلى ذكر الله الخ ঃ সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণের মুহূর্তটি পৃথিবীর জন্য বড় নাজুক সময়, তাই আল্লাহ তাআলার রহমত লাভের উদ্দেশ্যে নামাযে দাঁড়াতে বলা হয়েছে।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب الصلاة، باب من قال يركع ركعتين، والنسائى فى سننه، كتاب الكسوف، باب القول فى السجود فى صلاة الكسوف.

* * *

حديث : ٣٢٦- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةً لَهُ تَقْضِي فَاحْتَضَنَهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَاتَتْ وَهِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَاحَتْ أُمُّ أَيْمَنَ، فَقَالَ يَعْنِي : "أَتَبْكِينَ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ؟"فَقَالَتْ : أَلَسْتُ أَرَاكَ تَبْكِي؟ قَالَ : "إِنِّي لَسْتُ أَبْكِي، إِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ بِكُلِّ خَيْرٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِنَّ نَفْسَهُ تُنْزَعُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ، وَهُوَ يَحْمَدُ اللّٰهَ "

হাদীস : ৩২৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক মুমূর্ষ কন্যাকে কোলে তুলে নেন। অতঃপর নিজের সামনে রাখেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে রাখা অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়। এতে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাঁদী) উম্মে আইমান চিৎকার করে কাঁদতে লাগেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: তুমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এভাবে চিৎকার করে কাঁদছ? উম্মু আইমান (রা.) বলেন, আমি কি আপনাকে কাঁদতে দেখিনি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি তো বিলাপ করে কাঁদছি না। এটা তো নিষিদ্ধ কান্না নয়। এটা হচ্ছে মায়া-মমতার প্রকাশ। মুমিন ব্যক্তি সকল অবস্থায় কল্যাণের উপর থাকে।

এমনকি তার উভয় পাঁজরের মধ্যস্থল থেকে প্রাণবায়ু ছিনিয়ে নেয়া হয়, আর সে তখনো আল্লাহ তাআলার প্রশংসারত থাকে।

শব্দবিশ্লেষণ :

تقضى ঃ অর্থাৎ تشرف على الموت মৃত্যুর উপক্রম হয়।

فاحتضنها ঃ অর্থাৎ جعلها فى حضنه- কোলে নেওয়া, পার্শ্বে জড়িয়ে ধরা।

فوضعها الخ ঃ অর্থাৎ بعد ساعة ।

صاحت ঃ চিৎকার করে কান্না, বিলাপ করে কান্না।

فقال : يعنى النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ঃ এটা তাবিয়ীদের তাফসীর। يعنى এর যমীরের مرجع হলেন ইবনে আব্বাস (রা.)।

إنى لست أبكى ঃ অর্থাৎ بكاء على سبيل الجزع وعدم الصبر أو بكاء ممنوعا- আমি তো বিলাপ করে কাঁদছি না, যা নিষিদ্ধ।

إنما هى رحمة ঃ অর্থাৎ أثرها- মায়া-মমতার প্রকাশ।

إن المؤمن ঃ অর্থাৎ المؤمن الكامل- পরিপূর্ণ মুমিন।

এ কন্যা সন্তান কে ছিলেন?

তাশরীহ :

এ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে কন্যার কথা বলা হয়েছে তিনি কে ছিলেন, এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। মুহাদ্দিস এবং সীরাতের ইমামগণ এ বিষয়ে একমত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব কন্যা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর ইন্তেকাল করেছেন। তাই অনেকে মনে করেন, এখানে কন্যা বলতে মেয়ের ঘরের কন্যা উদ্দেশ্য। তিনি হযরত যায়নাবের কন্যা উমামা। কিন্তু এ মত সহীহ নয়। কারণ, ঐতিহাসিকগণের মতে উমামা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরেও জীবিত ছিলেন। হযরত ফাতিমার ইন্তেকালের পর হযরত আলী (রা.) উমামা (রা.)-কে বিয়ে করেন।

এমতাবস্থায় কোনো কোনো মুহাক্কিক আলেম মনে করেন, এখানে ابنة শব্দটি রাবীর ভুল। সহীহ হল ابن বা ছেলে সন্তান। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহেবজাদা কাসিম বা আব্দুল্লাহ বা ইবরাহীম

হবেন। তারা সকলে শৈশবে ইন্তেকাল করেন। ابن দ্বারা মেয়ের ঘরের ছেলেও উদ্দেশ্য হতে পারে। সম্ভবত হযরত রোকাইয়া (রা.)-এর সন্তান আব্দুল্লাহ ইবনে উসমান। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোলে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর ইন্তেকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁদেছেন এবং বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতি দয়া করেন। হযরত ফাতিমার ছেলে মুহসিন ইবনে আলীও উদ্দেশ্য হতে পারে। তিনিও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় শৈশবে ইন্তেকাল করেন। والله أعلم بالصواب

মোল্লা আলী কারী (র.) লিখেছেন :

فأما أن يقال وقع وهم فى هذا الحديث اما فى قوله تقضى وقوله وهو يموت بين يديه والصواب ابنه وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون المراد به أحد بنيه أما القاسم وأما عبد الله وأما إبراهيم فإنهم ماتوا صغارا فى حياته ويحتمل أن يكون المراد ابن بعض بناته وهو الظاهر.

ففى الأسباب الميلادى أن عبد الله بن عثمان من رقية بنته صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مات فى حجره فبكى وقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء وفى مسند البزار عن أبى هريرة قال ثقل ابن لفاطمة فبعث إلى النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحديث وفيه مراجعة سعد بن عبادة فى البكاء والابن المذكور هو محسن بن على وقد اتفق أهل العلم بالاخبار أنه مات صغيرا فى حياته النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا غاية التحقيق فى هذا الحديث ولم أر من تعرض لهذا وهو الهادى إلى سواء الطريق. (جمع الوسائل : جـ٢،١٥٢)

حمد الله تعالى ঃ কামিল মুমিন মৃত্যুর সময়ও আল্লাহ তাআলার প্রশংসারত থাকেন। কারণ, এ মুহূর্তে তিনি আল্লাহর রহমত দেখতে পান। এ জন্যেই বলা হয়, الموت تحفة المؤمن মৃত্যু মুমিনের উপহার।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, বিলাপ করে কাঁদা নাজায়েয। চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া নিষেধ নয়। এটা আল্লাহর রহমত, দিল নরম হওয়ার আলামত। সন্তানের প্রতি দয়া-মায়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত।

أحوال الرواة

أم أيمن : هى حاضنة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ومولاته وورثها من أبيه وأعتقها حين تزوجها خديجة وزوجها لزيد مولاه فولدت له أسامة وتوفيت بعد عمر بعشرين يوما، وقد شهدت أحدا، وكانت تسقى الماء وتداوى الجرحى وشهد خيبر.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه النسائى فى سننه، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت.

* * *

حديث : ٣٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، "أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِي "أَوْ قَالَ :"عَيْنَاهُ تُهْرَقَانِ "

হাদীস : ৩২৭. হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমান ইবনে মাযউনের মৃত্যুর পর তাঁর কপালে চুম্বন করেন। তখন তিনি ক্রন্দনরত ছিলেন। অথবা রাবী বলেছেন, তখন তাঁর উভয় চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল।

শব্দবিশ্লেষণ :

قبل عثمان ঃ فى وجهه أو بين عينيه- চেহারায় বা দুই চোখের মাঝে কপালে চুম্বন করেন।

وهو يبكى ঃ অর্থাৎ والحال أن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبكى

تهرقان ঃ মাজহুলের সীগার সাথে। অর্থাৎ تصبان الدمع- দুই চোখ অশ্রু প্রবাহিত করছিল।

তাশরীহ :

হযরত উসমান ইবনে মাযউন (রা.) কুরাইশ বংশের লোক ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুধ ভাই ছিলেন। ইসলামের প্রথম যুগে তেরজনের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথমত আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন

অতঃপর মদীনায় হিজরত করেন। তিনি জাহিলী যুগেও মদ পান থেকে বিরত থাকেন। দ্বিতীয় হিজরী সনের শা'বান মাসে ইন্তেকাল করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত হন। তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম ইন্তেকালকারী মুহাজির সাহাবী।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب الجنائز، باب صفة الطعام لأهل الميت، والترمذى فى جامعه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فى تقبيل الميت، وابن ماجة فى سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فى تقبيل الميت.

* * *

حديث : ٣٢٨- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : شَهِدْنَا ابْنَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ : "أَفِيكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟ "، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَنَا، قَالَ : "أنزل "فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا

হাদীস : ৩২৮. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক কন্যার (উম্মু কুলসুমের) জানাযায় হাযির হলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন কবরের পাশে বসা ছিলেন। আমি দেখলাম, তাঁর উভয় চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে, আজ রাত স্ত্রীসহবাস করেনি?

আবূ তালহা (রা.) বলেন, আমি আছি। তিনি বলেন, তুমি কবরে নামো। অতএব, আবূ তালহা (রা.) তাঁর কবরে নামেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

شهدنا ঃ حضرنا - আমরা উপস্থিত হলাম। شهد বাবে سمع থেকে। হাজির হওয়া।

ابنة ঃ এখানে কন্যা দ্বারা হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) উদ্দেশ্য। তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর স্ত্রী ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমত স্বীয় কন্যা রুকাইয়া (রা.)-কে উসমানের বিয়ে বন্ধনে দিয়েছিলেন। রুকাইয়ার ইন্তেকালের পর উম্মে কুলসুমকে উসমানের বিয়ে বন্ধনে দেন।

تدمعان ঃ বাবে فتح থেকে। অশ্রু ফেলা, অশ্রু ঝরানো, অশ্রুসিক্ত হওয়া।

لم يقارفه ঃ مقارفة অর্থ নিকটবর্তী হওয়া। এখানে উদ্দেশ্য স্ত্রী সহবাস করা।

أبو طلحة ঃ প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী। তাঁর নাম ছিল যায়েদ ইবনে সাহল আল-খাযরাজী। তিনি বদরসহ সবক'টি যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ৩৪ হিজরীসনে ইন্তে-কাল করেন।

তাশরীহ :

أفيكم رجل لم يقارف الخ ঃ 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে আজ রাত স্ত্রী সহবাস করেনি' এ কথা বলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমান (রা.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা উম্মে কুলসুম (রা.) যে রাতে ইন্তেকাল করেন, সে রাতে উসমান (রা.) বাঁদীর সাথে সহবাস করেন। স্বীয় স্ত্রী এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যাকে গুরুতর অসুস্থ রেখে বাঁদীর সাথে সহবাস করায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে হালকা তাম্বীহ করেন।

আপন বাঁদীর সাথে সহবাস করা জায়েয। কিন্তু হযরত উসমানের সাথে যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গভীর সম্পর্ক ছিল এবং তাঁর সাথে উম্মে কুলসুম (রা.)-এর বিবাহ আল্লাহ তাআলার নির্দেশে হয়েছিল; সেহেতু এ সতর্কীকরণ যথার্থ ছিল। والله أعلم بالصواب

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, ওলীর অনুমতিক্রমে বেগানা পুরুষ কবরে নামতে পারবে।

(المواهب اللدنية، صـ ٢٣٦، شرح المناوى على هامش جمع الوسائل، جـ٢، صـ١٥٥.)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور.

(٤٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي فِرَاشِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَفِيهِ حَدِيثَانِ

অনুচ্ছেদ :: ৪৭

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

حديث : ٣٢٩– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ : "إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَمٍ، حَشْوُهُ لِيفٌ "

হাদীস : ৩২৯. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘুমানোর বিছানাটি ছিল চামড়ার তৈরী। তার ভেতরে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি ছিল।

শব্দবিশ্লেষণ :

فراش ঃ বিছানা, শয্যা।

أدم ঃ প্রথম দুই অক্ষরে যবর। أدم এর বহুবচন। দাবাগাতকৃত চামড়া, লাল চামড়া, চামড়া।

حشوه ঃ ضمير এর مرجع হলো فراش। অর্থ محشوه- প্রবিষ্ট বস্তু, ভরাট।

ليف ঃ আঁশ। এখানে উদ্দেশ্য ليف النخل- খেজুর গাছের আঁশ, ছাল।

তাশরীহ :

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন বিছানা ব্যবহার করতেন, এ অনুচ্ছেদের দুই হাদীসে তা বর্ণিত হয়েছে। তিনি সাধারণত চামড়া বা চটের তৈরী বিছানা বা মাদুর ব্যবহার করতেন। আরামদায়ক বিছানার প্রতি

তাঁর কোনো আগ্রহই ছিল না। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে, সাহাবায়ে কিরাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নরম বিছানা তৈরীর আবেদন করেছে। তখন তিনি বলেছেন, দুনিয়ার আরাম-আয়েশ আমি চাই না। আমার উপমা ঐ পথিকের ন্যায় যে, পথ চলতে গিয়ে গাছের নিচে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলো, আবার উঠে চলতে শুরু করলো। এভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বেচ্ছায় নিজের জন্য সাদাসিধা জীবন বেছে নিয়েছেন।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، باب كيف كان عيش النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه الخ، ومسلم فى صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب التواضع فى اللباس والإقصار على الغليظ الخ، والترمذى فى جامعه، كتاب اللباس، با ما جاء فى فراش النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وأبو داود فى اللباس، باب فى التفريش، وابن ماجة فى سننه، كتاب الزهد، باب ضجاع آل محمد صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

* * *

حديث : ٣٣٠– حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَيْمُونٍ أخبرنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سُئِلَتْ عَائِشَةُ، مَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِكِ؟ قَالَتْ : "مِنْ أَدَمٍ، حَشْوُهُ مِنْ لِيفٍ "
وَسُئِلَتْ حَفْصَةُ، مَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِكِ؟ قَالَتْ : "مِسْحًا نَثْنِيهِ ثَنِيَّتَيْنِ فَيَنَامُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، قُلْتُ : لَوْ ثَنَيْتُهُ أَرْبَعَ ثَنْيَاتٍ، لَكَانَ أَوْطَأَ لَهُ، فَثَنَيْنَاهُ لَهُ بِأَرْبَعِ ثَنْيَاتٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ : "مَا فَرَشْتُمْ لِيَ اللَّيْلَةَ؟ "قَالَتْ : قُلْنَا : هُوَ فِرَاشُكَ، إِلاَّ أَنَّا ثَنَيْنَاهُ بِأَرْبَعِ ثَنْيَاتٍ، قُلْنَا : هُوَ أَوْطَأُ لَكَ، قَالَ : "رُدُّوهُ لِحَالَتِهِ الأُولَى، فَإِنَّهُ مَنَعَتْنِي وَطَاءَتُهُ صَلاتِيَ اللَّيْلَةَ "

হাদীস : ৩৩০. ইমাম মুহাম্মদ বাকের (র.) বলেন, হযরত আয়েশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানা কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, চামড়ার বিছানা ছিল,

তার ভেতরে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি ছিল। অনুরূপভাবে হযরত হাফসাকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার ঘরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানা কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, একখানা চট ছিল। আমি সেটিকে দুই ভাঁজ করে বিছিয়ে দিতাম এবং তার উপর তিনি ঘুমাতেন।

এক রাতে আমি ভাবলাম, এ চটখানা যদি চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দেই, তাহলে তা তাঁর জন্য আরেকটু আরামদায়ক হবে। তাই আমি সেটিকে চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিলাম। সকালবেলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ রাতে তুমি আমাকে কী বিছিয়ে দিয়েছিলে? আমি বললাম, আপনার বিছানাই। তবে সেটিকে আপনার জন্য কিছুটা নরম ও আরামদায়ক করার জন্য আমি চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিয়েছিলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটিকে পূর্বাবস্থায় রেখে দাও। কারণ, এর কোমলতা আমার তাহাজ্জুদ নামাযে বিঘ্ন ঘটিয়েছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

مسحا ঃ মীম অক্ষরে যের। পশমের তৈরী শক্ত বিছানা।

نثنيه ঃ ضرب থেকে। ফিরানো, ঘুরানো, ভাঁজ করা।

ثنيتين ঃ ث অক্ষরে যের। ت অক্ষরটি وحدة এর জন্য। দুই ভাঁজ।

فثنيناه ঃ বাবে ضرب থেকে। تفعيل থেকেও হতে পারে। দ্বিগুণ করা, দ্বিবচন করা।

فلما كان ذات ليلة ঃ كان টি تامة। ذات ليلة ফায়েল হিসাবে مرفوع হবে। ظرف হিসাবে منصوبও পড়া যায়। তখন كان এর ضمير হবে فاعل। এবং ضمير এর مرجع হবে الوقت। উভয় সূরতে ذات শব্দটি অতিরিক্ত।

কেউ কেউ উহ্য موصوف এর صفت বলেছেন। তখন ذات-কে অতিরিক্ত বলতে হবে না। অর্থাৎ ساعة ذات ليلة ।

أوطأ ঃ অর্থাৎ أوفق لك وأرفق لبدنك- উপযোগী, কোমল।

فإنه ঃ অর্থাৎ اعتبار حالته الثانية বা الحال والشان।

তাশরীহ :

নরম বিছানায় ঘুম গভীর হয়। তাই জেগে তাহাজ্জুদ পড়তে পারেননি বা জাগতে বিলম্ব হয়েছে।

হাদীস থেকে বুঝা যায়, তোষকে ঘুমানো যুহদের পরিপন্থী নয়। তবে এত নরম না হওয়া চাই যে, অলসতা চেপে বসে, ইবাদতে বিঘ্ন ঘটে।

(جمع الوسائل : جـ٢، صـ١٦٠)

درجة الحديث : قال ميرك فى سند هذا الحديث انقطاع لأن الإمام باقر لم يلق عائشة ولا حفصة فان ولادته فى سنة سبع وخمسين من الهجرة، وماتت عائشة فى تلك السنة وماتت حفصة فى سنة خمس وأربعين انتهى، لكن حقق ابن الهمام أن الإنقطاع فى حديث الثقات لا يضر.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف دون باقى الستة.

(٤٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوَاضُعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ حَدِيثًا

অনুচ্ছেদ :: ৪৮

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিনয়-নম্রতা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

حديث : ٣٣١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا : أَخبرنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا : عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ "

হাদীস : ৩৩১. হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে সীমালংঘন করো না। যেরূপ নাসারাগণ ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.)-এর ব্যাপারে সীমালংঘন করেছে। নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর বান্দা। কাজেই তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলো।

শব্দবিশ্লেষণ :

لا تطروني ঃ বাবে إفعال থেকে। مجاوزة الحد فى المدح- প্রশংসায় সীমালংঘন করা। উচ্চ প্রশংসা করা।

তাশরীহ :

ইসলাম আকীদা-আমল সকল ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে। বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা উভয়টিই বর্জনের আদেশ করেছে। ইয়াহুদীরা নবীদের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করেছে। তাঁদেরকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি। এমনকি তাঁদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে। আবার নাসারারা হযরত ঈসা (আ.)-কে খোদার আসনে বসিয়েছে। এভাবে উভয় জাতি চরম গোমরাহীর শিকার হয়েছে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দিকে ইঙ্গিত করে তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে স্বীয় উম্মতকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন এবং বলেছেন, আমার পরিচয় হল, আমি আল্লাহর প্রকৃত বান্দা, তাঁর মনোনীত সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। আমি খোদা নই। খোদার অংশীদার নই। আমার ব্যাপারে এমন কোন উক্তি করবে না, যা দাসত্ব ও রিসালতের পরিপন্থী হয়।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الانبياء، باب قول الله تعالى واذكر فى الكتاب مريم الخ.

* * *

حديث : ٣٣٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أخبرنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ : إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَالَ : "اجْلِسِي فِي أَيِّ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ شِئْتِ، أَجْلِسْ إِلَيْكِ"

হাদীস : ৩৩২. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এসে বললো, আপনার সাথে আমার কিছু প্রয়োজনীয় কথা আছে (যা একান্তে বলতে চাই)। তিনি বলেন, তুমি মদীনার যে গলিতে ইচ্ছা বসো, আমি তোমার সাথে বসে তোমার কথা শুনবো (এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ করবো)।

তাশরীহ :

সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, এ মহিলার মাথায় সমস্যা ছিল। এতদ্সত্ত্বেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা শুনতে প্রস্তুত হলেন। এটা ছিল পরম বিনয়। বেগানা নারীর সাথে নির্জনে সাক্ষাত সমীচীন নয় বলে তাকে গলিতে বসতে বলেছেন। হতে পারে এ ধরনের মহিলা যেহেতু সাধারণত অলিগলিতে ঘুরে বেড়ায়- তাই গলিতে বসতে বলেছেন।

হাদীস থেকে বুঝা যায়, প্রয়োজনে রাস্তায়, গলিতে বসার অনুমতি আছে। হ্যাঁ, যদি চলাচলে বিঘ্ন ঘটে, কারো কষ্ট হয়, তাহলে জায়েয নেই।

(جمع الوسائل : جـ٢، صـ١٦٣، خصائل نبوى : صـ١٩٥)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب الفضائل، باب قرب النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الناس وتركهم به، وأبو داود فى سننه، كتاب الأدب، باب فى الجلوس بالطرقات.

* * *

حديث : ٣٣٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُسْلِمٍ الأَعْوَرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ، وَكَانَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِحَبْلٍ مِنْ لِيفٍ، وَعَلَيْهِ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ "

হাদীস : ৩৩৩. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগীকে দেখতে যেতেন, জানাযায় শরীক হতেন, গাধার পিঠে আরোহন করতেন এবং ক্রীতদাসের দাওয়াত কবুল করতেন। বনু কুরাইযার যুদ্ধের দিন তিনি একটি গাধার পিঠে আরোহিত ছিলেন। তার লাগামের রশি ও গদি উভয়টিই ছিল খেজুর গাছের ছালের তৈরী।

শব্দবিশ্লেষণ :

يعود ঃ রোগীকে দেখতে যাওয়া।

مخطوم ঃ خطام থেকে। حمار مخطوم লাগাম লাগানো গাধা।

ليف ঃ খেজুর গাছের ছাল।

إكاف ঃ জিন, গদি।

তাশরীহ :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং সর্বশেষ নবী। তিনি দু'জাহানের সর্দার, আল্লাহ তাআলার পরই তাঁর মর্যাদা। অথচ তাঁর জীবনযাত্রা ছিল অতি সাধারণ। চলনে-বলনে সবক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিনয়ী, বিনম্র। গাধার মত অতি সাধারণ বাহনেও নির্দ্বিধায় আরোহণ করতেন। সব ধরনের রোগীকে তিনি দেখতে যেতেন। তাদের সেবা করতেন। সকলের জানাযায় শরীক হতেন। গোলামের দাওয়াতও কবুল করতেন।

درجة الحديث : هذا حديث إسناده ضعيف، قال الترمذى فى جامعه، هذا حديث لا نعرفه إلاّ من حديث مسلم عن أنس ومسلم الأعور يضعف وهم مسلم بن كيسان الملائى تكلم فيه وقد روى عنه شعبة وسفيان، قال الحافظ فى التقريب مسلم بن كيسان الضبى الملائى الأعور ضعيف، وكذا الذهبى فى الميزان، ذكره فيه تجريح الأئمة كأحمد والبخارى وغيرهما.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه ابن ماجة فى سننه، كتاب الزهد، باب البراءة من الكبر والتواضع، والترمذى فى جامعه، كتاب الجنائز، رقم الحديث : ١٠١٧.

* * *

حديث : ٣٣٤– حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْعَى إِلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ، وَالإِهَالَةِ السَّنِخَةِ، فَيُجِيبُ.وَلَقَدْ كَانَ لَهُ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، فَمَا وَجَدَ مَا يَفُكُّهَا حَتَّى مَاتَ "

হাদীস : ৩৩৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যবের রুটি ও বাসি চর্বি খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হলে তাও নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতেন। এক ইহুদীর নিকট তাঁর একটি লৌহবর্ম বন্ধক ছিল। ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত সেটি ছাড়াবার মত আর্থিক সামর্থ্য তাঁর হয়নি।

শব্দবিশ্লেষণ :

الإهالة ঃ তেল, চর্বি।

السنخة ঃ س এ যবর। ن এর নিচে যের। অর্থ, বাসি। দুর্গন্ধযুক্ত।

درع ঃ বর্ম।

يفكها ঃ বাবে نصر থেকে। মুক্ত করা, ছাড়ানো।

তাশরীহ :

যবের রুটি সাধারণত মোটা হয়। এর সাথে বাসি দুর্গন্ধযুক্ত চর্বি খেতে কেমন হবে সহজে তা অনুমেয়। এ ধরনের খাবারের দাওয়াতও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি মনে গ্রহণ করতেন।

হাদীসের শেষাংশে যে ঋণের কথা বলা হয়েছে, তা কেবল হাদীসের অংশ হিসাবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুচ্ছেদের সাথে এর তেমন কোন সম্পর্ক নেই।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب البيوع، باب شراء النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كتاب الرهن، باب فى الرهن فى الحضر، والنسائى فى سننه، كتاب البيوع، باب الرهن فى الحضر وابن ماجة فى سننه، كتاب الرهون والترمذى فى جامعه، كتاب البيوع، باب ما جاء فى الرخصة فى الشراء أى أجل.

* * *

حديث : ٣٣٥- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو داود الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ : حَجَّ رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَحْلٍ رَثٍّ، وَعَلَيْهِ قَطِيفَةٌ، لا تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، فَقَالَ : "اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا، لا رِيَاءَ فِيهِ، وَلا سُمْعَةَ "

হাদীস : ৩৩৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি পুরাতন হাওদায় (সাওয়ারীর পিঠের গদিতে) বসে হজ্জ করেছেন। তার উপর একখানি চাদর বিছানো ছিল, যার মূল্য চার দিরহামও ছিল না। আর তিনি এ দুআ করেন, হে আল্লাহ! এ হজ্জকে প্রদর্শনেচ্ছামুক্ত এবং সুখ্যাতির বাসনামুক্ত করে দাও।

শব্দবিশ্লেষণ :

رحل ঃ জিন, হাওদা, গদি।

رث ঃ পুরানো, জীর্ণ।

قطيفة ঃ চাদর।

عليه ঃ অর্থাৎ على الرحل -গদির উপর। কেউ কেউ على الرسول صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ পড়েছেন। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গায়ে একটি চাদর ছিল, যার মূল্য চার দিরহামও ছিল না।

তাশরীহ :

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত দুআ করেছিলেন উম্মতকে তা'লীম দেয়ার জন্য বা বিনয় প্রকাশার্থে। অন্যথা তাঁর ক্ষেত্রে রিয়ার কোন আশংকা ছিল না।

درجة الحديث : إسناده ضعيف، فيه يزيد بن أبان الرقاشى وهو ضعيف لكن للحديث شواهد يرتقى بها إلى درجة الصحة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه ابن ماجة فى سننه، كتاب المناسك، باب الحج على الرحل.

* * *

حديث : ٣٣٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اخبرنا عَفَّانُ أخبرنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : "لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "، قَالَ : "وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا، لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهَتِهِ لِذٰلِكَ "

হাদীস : ৩৩৬. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাইতে অধিক প্রিয় আর কেউ ছিল না। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে তারা দাঁড়াতেন না। কারণ, তারা জানতেন- তিনি এটা অপসন্দ করেন।

আগন্তুকের সম্মানে দাঁড়ানোর মাসআলা

তাশরীহ :

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সম্মানে কারো দাঁড়ানোকে তিনি পসন্দ করতেন না। এটা ছিল তাঁর পরম বিনয়। সাহাবীগণ এ কারণেই সাধারণত দাঁড়াতেন না।

কারো উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোর ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উলামায়ে কিরাম হাদীসগুলো সমন্বয় করে বলেছেন, কিয়াম বা দাঁড়ানো কয়েক প্রকার। যথা :

(১) কর্তা/ গুরুজন বসে থাকা, আর উপস্থিত সকলে পুরো সময় দাঁড়িয়ে থাকা। এটা সকল আলেমের মতে নাজায়েয।

(২) যে ব্যক্তি অহংকারবশত তার উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো কামনা করে, এমন ব্যক্তির আগমনে দাঁড়ানো সকল আলেমের মতে না জায়েয।

(৩) যে ব্যক্তি অহংকারী নয়; কিন্তু তার উদ্দেশ্যে দাঁড়াল তার মাঝে অহংকার সৃষ্টির আশংকা রয়েছে। এমন ব্যক্তির আগমনে দাঁড়ানো মাকরূহ।

(৪) সফর থেকে আগত ব্যক্তির আগমনে খুশি হয়ে দাঁড়ানো। এটা সকলের মতে জায়েয।

(৫) কোন নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো। এটা মুস্তাহাব।

(৬) বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্তনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো। এটাও মুস্তাহাব।

(৭) আগন্তুকের সম্মানে দাঁড়ানো। যিনি সম্মান কামনা করেন না।

এ প্রকারের ব্যাপারে আলেমদের মাঝে কিছুটা মত পার্থক্য রয়েছে। **কতিপয় আলেম এটাকে মাকরূহ বলেছেন। তাঁদের দলীল নিম্নরূপ :**

١– عن أنس رضى الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له مما يعلموا من كراهيته لذلك، أخرجه الترمذى وقال حسن صحيح غريب.

٢– عن أبي مجلز قال : خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاوية لابن عامر إجلس فانى سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوء مقعده من النار.

ইমাম নববী (র.)সহ অনেক আলেম এ সূরতে দাঁড়ানোকে জায়েয মনে করেন, তাঁরা উক্ত দুই হাদীসের প্রথমটির জবাবে বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন আমলকে বর্জন করা, সে আমল নাজায়েয হওয়ার দলীল নয়। আর দ্বিতীয় হাদীসের مرفوع অংশ সম্পর্কে বলেন, এখানে দাঁড়ানোর প্রথম সূরতের কথা বলা হয়েছে। আর হযরত মুআবিয়া (রা.) ইবনে আমেরকে যে বসতে বলেছেন, সেটা ছিল তাঁর অধিক সতর্কতা।

যারা জায়েয বলেন, তাঁদের দলীল হল :

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দ ইবনে মুআযের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোর জন্য আনসারদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

قوموا إلى سيدكم أو خيركم، أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير،

২. ان رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقوم لفاطمة رضى الله عنها

যাঁরা নাজায়েয বলেন, তাঁরা এ ধরনের হাদীসসমূহকে চতুর্থ বা পঞ্চম সূরতের উপর حمل করেন।

হযরত মাওলানা যফর আহমদ থানভী (র.) লিখেন, কারো সম্মানে দাঁড়ানো মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে তেমন কোন দলীল নেই। কারো প্রতি ইকরাম এবং সম্মান জানানোর সাধারণ হাদীসগুলোর উপর আমল করে দাঁড়ানো যায়।

বিশেষত বর্তমান যুগে এটা সম্মান জ্ঞাপনের একটি প্রচলিত নিয়ম। এ নিয়ম পালন না করলে শত্রুতা ছাড়াও বিভিন্ন ফেৎনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হতে পারে।

(تكملة، جـ٣، كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد الخ،

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه الترمذى فى جامعه، كتاب الأدب، رقم : ٢٧٥٤.

* * *

حديث : ٣٣٧- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِجْلِيُّ حدثنى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مِنْ وَلَدِ أَبِي هَالَةَ زَوْجِ خَدِيجَةَ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللّٰه، عَنِ ابْنٍ لأَبِي هَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ : سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ، وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَشْتَهِي أَنْ يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا، فَقَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخْمًا مُفَخَّمًا، يَتَلأْلأُ وَجْهُهُ تَلأْلُؤَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ".فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، قَالَ الْحَسَنُ : فَكَتَمْتُهَا الْحُسَيْنَ زَمَانًا، ثُمَّ حَدَّثْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ.فَسَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، وَوَجَدْتُهُ قَدْ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ مَدْخَلِهِ وَ عن مَخْرَجِهِ وَشَكْلِهِ، فَلَمْ يَدَعْ مِنْهُ شَيْئًا.

قَالَ الْحُسَيْنُ : فَسَأَلْتُ أَبِي، عَنْ دُخُولِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : "كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى مَنْزِلِهِ، جَزَّأَ دُخُولَهُ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ، جُزْءًا لِلَّهِ عز وجل، وَجُزْءًا لأَهْلِهِ، وَجُزْءًا لِنَفْسِهِ، ثُمَّ جَزَّأَ جُزْأَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَيَرُدُّ ذَلِكَ بِالْخَاصَّةِ عَلَى الْعَامَّةِ، وَلا يَدَّخِرُ عَنْهُمْ شَيْئًا، وَكَانَ مِنْ سِيرَتِهِ فِي جُزْءِ الأُمَّةِ إِيثَارُ أَهْلِ الْفَضْلِ بِإِذْنِهِ، وَقَسْمِهِ عَلَى قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِي الدِّينِ، فَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَةِ، وَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَتَيْنِ، وَمِنْهُمْ ذُو الْحَوَائِجِ، فَيَتَشَاغَلُ بِهِمْ وَيَشْغَلُهُمْ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ، وَالأُمَّةَ مِنْ مُسَاءَلَتِهِمْ عَنْهُ، وَإِخْبَارِهِمْ بِالَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ "، وَيَقُولُ : "لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، وَأَبْلِغُونِي حَاجَةَ مَنْ لا يَسْتَطِيعُ إِبْلاغَهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لا يَسْتَطِيعُ إِبْلاغَهَا، ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، لا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إِلاَّ ذَلِكَ، وَلا يُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرِهِ، يَدْخُلُونَ رُوَّادًا وَلا يَفْتَرِقُونَ إِلاَّ عَنْ ذَوَاقٍ، وَيَخْرُجُونَ أَدِلَّةً، يَعْنِي عَلَى الْخَيْرِ

قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَخْرَجِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ فِيهِ؟ قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْزُنُ لِسَانَهُ إِلاَّ فِيمَا يَعْنِيهِ، وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلا يُنَفِّرُهُمْ، وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ، وَيُحَذِّرُ النَّاسَ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْوِيَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِشْرَهُ وَخُلُقَهُ، وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ، وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ، وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيهِ، وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَهِّيهِ، مُعْتَدِلُ الأَمْرِ غَيْرُ مُخْتَلِفٍ، لا يَغْفُلُ مَخَافَةَ أَنْ يَغْفُلُوا أَوْ يَمِيلُوا، لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عَتَادٌ، لا يُقَصِّرُ عَنِ الْحَقِّ وَلا يُجَاوِزُهُ.الَّذِينَ يَلُونَهُ مِنَ النَّاسِ خِيَارُهُمْ، أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ أَعَمُّهُمْ نَصِيحَةً، وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاةً وَمُؤَازَرَةً "

قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ، فَقَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَقُومُ وَلا يَجْلِسُ، إِلاَّ عَلَى ذِكْرٍ، وَإِذَا انْتَهَى إِلَى قَوْمٍ، جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ، وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ، يُعْطِي كُلَّ جُلَسَائِهِ بِنَصِيبِهِ، لا يَحْسَبُ جَلِيسُهُ أَنَّ أَحَدًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ، مَنْ جَالَسَهُ أَوْ فَاوَضَهُ فِي حَاجَةٍ، صَابَرَهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُنْصَرِفُ عَنْهُ، وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدَّهُ إِلاَّ بِهَا، أَوْ بِمَيْسُورٍ مِنَ الْقَوْلِ، قَدْ وَسِعَ النَّاسَ بَسْطُهُ وَخُلُقُهُ، فَصَارَ لَهُمْ أَبًا وَصَارُوا عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً، مَجْلِسُهُ مَجْلِسُ عِلْمٍ وَحِلْمٍ وَحَيَاءٍ وَأَمَانَةٍ وَصَبْرٍ، لا تُرْفَعُ فِيهِ الأَصْوَاتُ، وَلا تُؤْبَنُ فِيهِ الْحُرَمُ، وَلا تُثَنَّى فَلَتَاتُهُ، مُتَعَادِلِينَ، بَلْ كَانُوا يَتَفَاضَلُونَ فِيهِ بِالتَّقْوَى، مُتَوَاضِعِينَ يُوَقِّرُونَ فِيهِ الْكَبِيرَ، وَيَرْحَمُونَ فِيهِ الصَّغِيرَ، وَيُؤْثِرُونَ ذَا الْحَاجَةِ، وَيَحْفَظُونَ الْغَرِيبَ "

হাদীস : ৩৩৭. হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মামা হিন্দ ইবনে আবূ হালা (রা.)কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহাবয়ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি প্রায়ই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহাবয়ব সম্পর্কে বর্ণনা করতেন।

আমার আকাংখা ছিল যে, তিনি আমার নিকট তাঁর দেহাবয়ব সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তি হিসাবেও মহান এবং মানুষের দৃষ্টিতেও মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর চেহারা মোবারক পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল। এভাবে তিনি পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন (কিতাবের শুরুতে প্রথম অনুচ্ছেদের ৮ম হাদীসে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে)।

হযরত হাসান বলেন, কিছুকাল আমি হুসাইনের নিকট এ হাদীস গোপন রাখি। অতঃপর তাঁর নিকট আমি এ হাদীস বর্ণনা করে জানতে পারলাম যে, সে আমার পূর্বেই মামার নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছে এবং আমি তাঁকে যা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সেও একই বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছে। উপরন্তু সে তার পিতা হযরত আলী (রা.)-এর নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন-নির্গমন, আচার-আচরণ সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করেছে। কোন কিছুই জিজ্ঞেস করতে সে বাদ রাখেনি। হুসাইন (রা.) বলেন, আমি আমার পিতাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে প্রবেশের বিবরণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘরে প্রবেশ করতেন, তখন তাঁর ঘরে অবস্থানের সময়কে তিন ভাগে ভাগ করে নিতেন। এক ভাগ আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য, এক ভাগ পরিবার-পরিজনের হক আদায়ের জন্য, এক ভাগ তাঁর নিজের জন্য। তাঁর নিজের জন্য নির্ধারিত অংশকে আবার নিজের ও জনগণের জন্য বিভক্ত করতেন। এ সময় তিনি বিশিষ্ট সাহাবীদের সাক্ষাত দিতেন এবং তাঁদের মাধ্যমে সর্বসাধারণের নিকট প্রয়োজনীয় বিষয়াদী পৌঁছে দিতেন।

দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণকর কোন কিছু তাঁদের থেকে গোপন করতেন না। উম্মতের জন্য নির্ধারিত অংশে তাঁর নিয়ম ছিল যে, তিনি জ্ঞানী ও গুণীদের অগ্রাধিকার দিতেন এবং এ সময়টুকু তাঁদের দ্বীনী মর্যাদা অনুযায়ী তাদের মধ্যে বন্টন করতেন।

তাঁদের কেউ একটি প্রয়োজন নিয়ে, কেউ দুইটি প্রয়োজন নিয়ে, আবার কেউ অনেক প্রয়োজন নিয়ে হাযির হতেন। তিনি তাঁদের প্রয়োজন পূরণ করতেন এবং তাদেরকে এমন কাজে নিয়োজিত করতেন- যা তাঁদের ও উম্মতের জন্য কল্যাণকর। যেমন দ্বীনী বিষয় সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে তাদের উপযোগী বিষয় সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করা। তিনি বলতেন, তোমাদের উপস্থিতরা যেন তোমাদের অনুপস্থিতদের নিকট এ বিষয়গুলো পৌঁছে দেয়। তিনি আরো বলতেন, যারা তাদের প্রয়োজন আমার নিকট পৌঁছাতে সক্ষম নয়, তোমরা তাদের সে প্রয়োজন আমার নিকট পৌঁছে দাও।

কারণ, যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন শাসকের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম নয়. তার প্রয়োজনের কথা যে ব্যক্তি শাসক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার পদযুগল অটল রাখবেন। তাঁর দরবারে এরূপ জরুরী বিষয়েরই আলোচনা হত। তিনি অপ্রয়োজনীয় আলোচনার সুযোগ দিতেন না। সাহাবীগণ তাঁর নিকট দ্বীন সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে আসতেন এবং ইলমের স্বাদ গ্রহণ না করে আলাদা হতেন না। এভাবে তাঁরা হেদায়েত এবং কল্যাণের দিশারী হয়ে (তাঁর দরবার থেকে) বের হতেন।

হযরত হুসাইন (রা.) বলেন, আমি আমার পিতাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাইরে অবস্থানকালীন আচার-আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি যে, তিনি তখন কি করতেন?

তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া মুখ খুলতেন না। মানুষের সাথে হৃদ্যতা সৃষ্টি (বন্ধুত্ব স্থাপন) করতেন। বিতৃষ্ণাবোধক বা ঘৃণা উদ্রেক করে এমন কোন ব্যবহার করতেন না (এমন আচরণ করতেন না, যাতে তারা দূরে সরে যায়)। তিনি প্রত্যেক গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিকে মর্যাদা দান করতেন এবং তাকে নিজের পক্ষ থেকেও তার গোত্রের সর্দার নিযুক্ত করতেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে সাবধান করতেন বা অর্থ হল, মানুষকে ক্ষতিকর জিনিষ থেকে এবং দুষ্ট লোকের অনিষ্ট থেকে সতর্ক থাকতে তাকীদ করতেন। নিজেও সতর্ক থাকতেন; কিন্তু কারো সাথে তিক্ত ব্যবহার করতেন না। তিনি নিজ সহচরদের খোঁজ-খবর নিতেন এবং জনসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ

সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করতেন এবং তাদের সমস্যার সমাধান করতেন। ভালোর প্রশংসা করে তার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করতেন এবং মন্দের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে তা প্রতিহত করতেন। তিনি কথা ও কাজে ভারসাম্য বজায় রাখতেন, সকল বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন। তাঁর মধ্যে স্ববিরোধিতা ছিল না (এমন হতো না যে, এক সময় কিছু বললেন, আরেক সময় অন্য কিছু বললেন)। মানুষ যাতে দ্বীন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে না যায় বা কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ির দরুন বিরক্ত হয়ে না পড়ে- সে সম্পর্কে তিনি সর্বদা সচেতন থাকতেন। তাঁর দরবারে প্রতিটি কাজে একটা শৃংখলা বজায় ছিল। সত্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে তিনি কখনো শিথিলতা প্রদর্শন করতেন না, আবার সীমা অতিক্রমও করতেন না। তাঁর দরবারে যারা উপস্থিত হতো, তাঁরা ছিল সৃষ্টির সেরা। তাঁর কাছে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম বিবেচিত হতো, যার কল্যাণকামিতা ব্যাপক (অর্থাৎ যে সকলের কল্যাণ কামনা করে)। যে ব্যক্তি সৃষ্টির দুঃখ-কষ্টে সর্বাধিক ব্যথিত হয়, তিনিই তাঁর কাছে সবচে মর্যাদাবান বিবেচিত হতো।

হযরত হুসাইন (রা.) বলেন, এরপর আমি তাঁর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উঠা-বসা সব কিছু আল্লাহর যিকিরের সাথেই হতো। তিনি কোথাও কোন মজলিসে গেলে যেখানে খালি জায়গা পেতেন -সেখানে বসে পড়তেন এবং অন্যদেরও অনুরূপ নির্দেশ দিতেন (তবে এটা ভিন্ন কথা যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে বসতেন সেটাই মজলিসের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়ে যেত)। মজলিসে উপস্থিত সকলের প্রতি তিনি তার প্রাপ্য দিতেন। (যেমন প্রত্যেকের সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন)। ফলে তাঁর মজলিসে উপবিষ্ট প্রত্যেকেই ভাবতেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার চাইতে অধিক মর্যাদাবান আর কেউ নেই।

কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বসলে বা কোন বিষয়ে দ্বারস্থ হলে- তিনি তার কাছে ধৈর্যসহকারে বসে থাকতেন। যে যাবত না সে নিজেই চলে যেতে উদ্যোগী হয়। তাঁর কাছে কেউ কিছু চাইলে তিনি তাকে দান করতেন, তা না থাকলে (বিনয়ের সাথে) কোমল কথায় বিদায় দিতেন। তাঁর হাসিমুখে, সদাচার সবার জন্য প্রসারিত

(ব্যাপক) ছিল। তিনি ছিলেন তাদের পিতৃতুল্য। হক ও অধিকারের ক্ষেত্রে সকলেই ছিল তাঁর কাছে সমান। তাঁর মজলিস ছিল জ্ঞান, লজ্জাশীলতা, ধৈর্যশীলতা ও বিশ্বস্ততার মজলিস (অর্থাৎ তাঁর মজলিস থেকে এ চারটি গুণ হাসিল করা যেত)। সেখানে ছিল না কোন শোরগোল, না কারো সম্মান-সম্ভ্রমহানির কোন সুযোগ। তাঁর মজলিসে কারো দোষ প্রকাশ পেলে তা যথা সম্ভব গোপন রাখা হতো। (বংশগত দিক থেকে) তাঁর কাছে সকলেই সমান গণ্য হতো, অবশ্য তাকওয়ার দিক থেকে একের উপর অপরের প্রাধান্য স্বীকৃত ছিল। তাঁরা পরস্পরের সাথে বিনয়-নম্র ব্যবহার করতেন। বড়দের শ্রদ্ধা করতেন, ছোটদের স্নেহ করতেন। অভাবগ্রস্ত (হাজতমন্দ)-কে অগ্রাধিকার দিতেন। মুসাফিরের যত্ন নিতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

فخماً ঃ ف অক্ষরে যবর خ অক্ষরে যের বা সুকূনের সাথে। অর্থ عظيما فى نفسه ঃ আপন সত্ত্বা হিসাবে মহান। বা عظيما عند الله আল্লাহর কাছে মহান। مفخما ঃ অর্থাৎ معظما عند الخلق মানুষের দৃষ্টিতে মহান।

مدخله ومخرجه ঃ م টা مصدرى। وعن أطوار طريق سلوكه حال كونه داخل بيته - ঘরে অবস্থানকালীন সময়ের অবস্থা এবং বাহিরে অবস্থানকালীন সময়ের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন।

شكله ঃ ش অক্ষরে যবর। আচার-আচরণ।

مما سأله عنه ঃ فلم يدع منه شيئا এর مرجع হবে منه - অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) হুসাইন (রা.)-এর কোন প্রশ্নের জবাব বাদ দেননি বা منه এর مرجع হবে من السوال عن أحواله شيئا - অর্থাৎ হযরত হুসাইন (রা.) কোন কিছু জিজ্ঞেস করতে ছাড়েননি।

أوى إلى منزله ঃ মদ ও কসর উভয় প্রকারে পড়া যায়। অর্থাৎ راجع إلى منزله - তিনি যখন ঘরে ফিরে আসতেন।

فيرد ঃ এখানে يوصل পৌঁছে দেওয়া।

رواداً ঃ ر অক্ষরে পেশ। رائد এর বহুবচন। অন্বেষণকারী, সন্ধানকারী।

ذواق ঃ ذ অক্ষরে যবর। مذوق অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। খাদ্য-দ্রব্য বা ইলম ও আদব উদ্দেশ্য।

أدلة ঃ دليل এর বহুবচন। পথপ্রদর্শক।

يخزن ঃ ز বর্ণে পেশ এবং যের যোগে পড়া হয়। অর্থ يحفظ - রক্ষা করা।

يؤلفهم ঃ হৃদ্যতা সৃষ্টি করা, বন্ধুত্ব স্থাপন করা।

ينفرهم ঃ ঘৃণা উদ্রেক করা, ঘৃণ্য মনে করা।

يوليه ঃ ক্ষমতা দেওয়া, কর্তৃত্ব অর্পণ করা।

يحترس ঃ রক্ষা করা।

أن يطوى ঃ বাবে ضرب থেকে। ভাঁজ করা, গুটানো। এখানে উদ্দেশ্য منع - বাধা দেওয়া।

بِشرٌ ঃ ب অক্ষরে যের। চেহারার প্রফুল্লতা, প্রসন্নতা।

يتفقد ঃ অনুসন্ধান করা, খোঁজ করা, তদন্ত করা।

يقبح ঃ মন্দ সাব্যস্ত করা, মন্দ বলা।

يوهيه ঃ বাবে تفعيل বা إفعال থেকে। দুর্বল করা। এখানে উদ্দেশ্য يرد প্রতিহত করা।

معتدل الأمر ঃ উহ্য মুবতাদার খবর হিসাবে مرفوع পড়া যায়। অর্থাৎ هو معتدل الأمر ঃ আবার كان এর خبر এর উপরে عطف হওয়ার কারণে منصوبও পড়া যায়।

عتاد ঃ ع অক্ষরে যবর। ব্যবস্থা, নিয়ম, শৃংখলা, সরঞ্জাম।

لا يقصر ঃ বাবে تفعيل থেকে। বাবে نصر থেকেও পড়া যায়। খাট করা, অক্ষম করা, ত্রুটি করা, শিথিলতা করা।

مواساة ঃ সমবেদনা প্রকাশ করা, সহযোগিতা করা।

موازرة ঃ সাহায্য-সহায়তা করা।

جلساء ঃ একবচন جليس অর্থ সাথী, সঙ্গী, সহচর, সাথে উপবেশনকারী।

فاوضه ঃ আলাপ-আলোচনা করা, শরণাপন্ন হওয়া।

صابرة ঃ অর্থাৎ بالغ فى الصبر معه - পরম ধৈর্যধারণ করা।

ميسور ঃ সহজ, কোমল।

لا تؤبن ঃ ت অক্ষরে পেশ। الابن থেকে নির্গত। দোষ, অপবাদ। لا تؤبن অর্থ لا تعاب ।

الحرم ঃ ح অক্ষরে পেশ, ر অক্ষরে যবর। الحرمة এর বহুবচন। সম্মান, সম্ভ্রম, ইজ্জত, আব্রু।

لا تنثى ঃ ت অক্ষরে পেশ। অর্থ لا تشاع -ছড়িয়ে দেওয়া।

فلتاته ঃ একবচন فلتة - দোষ-ত্রুটি।

الغريب ঃ প্রবাসী, আগন্তুক।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه الترمذى فى جامعه، كتاب المناقب باب ما جاء فى صفة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقال هذا حديث حسن غريب، ليس إسناده بمتصل.

* * *

حديث : ٣٣٨– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رضى الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لأَجَبْتُ "

হাদীস : ৩৩৮. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমাকে বকরীর একটি পায়া উপহার দেয়া হলে আমি অবশ্যই তা গ্রহণ করবো এবং আমাকে তা আহারের দাওয়াত দেয়া হলে আমি অবশ্যই কবুল করবো।

শব্দবিশ্লেষণ :

كراع ঃ ك অক্ষরে পেশ। গরু-ছাগলের নলা, পায়া। পশুর ক্ষুর।

لو دعيت عليه ঃ অর্থাৎ إليه

তাশরীহ :

হাদিয়া ও দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য থাকে মুহাব্বত প্রকাশ করা। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিয়ার মূল্যমান বিবেচনা করতেন না; বরং ক্ষুদ্র জিনিষ আগ্রহের সাথে গ্রহণ করতেন।

কোন সাধারণ ব্যক্তি তুচ্ছ খাবারের জন্য ডাক দিলেও তিনি সাড়া দিতেন এবং দাওয়াতকারীর মন খুশী করতেন। এটা ছিল তাঁর বিনয় এবং উন্নত চরিত্র।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه، كتاب الأحكام، باب ما جاء فى قبول الهدية وإجابة الدعوة.

* * *

حديث : ٣٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : "جَاءَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغْلٍ وَلا بِرْذَوْنٍ "

হাদীস : ৩৩৯. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আমার অসুস্থাবস্থায়) আমাকে দেখতে এসেছিলেন। না খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়ে, না কোন তুর্কী ঘোড়ায় আরোহণ করে।

অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট কোন যানবাহনে আরোহণ করে আসেননি; বরং পায়ে হেঁটে এসেছিলেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

بغل ঃ খচ্চর।

برزون ঃ ب অক্ষরে যের। তুর্কী ঘোড়া। আজমী ঘোড়া।

তাশরীহ :

এটা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিনয় যে, তিনি দু'জাহানের বাদশাহ হয়েও অনেক সময় পদব্রজে চলতেন।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب المرضى، باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار، وأبو داود فى سننه، كتاب الجنائز، باب المشى فى العيادة، والترمذى فى جامعه، باب مناقب جابر بن عبد الله رضى الله عنهما.

* * *

حديث : ٣٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أخبرنا أَبُو نُعَيْمٍ، حدثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْهَيْثَمِ الْعَطَّارُ، قَالَ : سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلامٍ، قَالَ : "سَمَّانِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوسُفَ، وَأَقْعَدَنِي فِي حِجْرِهِ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي "

হাদীস : ৩৪০. হযরত ইউসুফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নাম রাখেন ইউসুফ এবং আমাকে তাঁর কোলে বসিয়ে আমার মাথায় হাত বুলান।

শব্দবিশ্লেষণ :

حجر ঃ ح অক্ষরে যের এবং যবর যোগে পড়া হয়। বক্ষ, কোল।

তাশরীহ :

এ হাদীস থেকে শিশুদের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্নেহ-মমতার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং তাঁর বিনয়ের প্রমাণও মিলে। হাদীস থেকে আরো বুঝা যায়, শিশুদেরকে আল্লাহওয়ালাদের দরবারে নিয়ে যাওয়া, তাঁদের দ্বারা নাম রাখানো এবং দুআ করানো সুন্নত।

أحوال الرواة

يوسف بن عبد الله بن سلام : بفتح سين وتخفيف لام، الإسرائيلى المدنى، أبو يعقوب صحابي صغير، وقد ذكره العجلى فى ثقات التابعين، وأنت تعلم أن هذا الحديث يدل على الأول، قال ميرك شاه : واختلف فى صحبته، فأثبتها البخارى ونفاها أبو حاتم.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أحمد فى مسنده وإسناده صحيح.

* * *

حديث : ٣٤١- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو داود الطَّيَالِسِيُّ أنبأنا الرَّبِيعُ وَهُوَ ابْنُ صَبِيحٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "حَجَّ عَلَى رَحْلٍ رَثٍّ وَقَطِيفَةٍ، كُنَّا نَرَى ثَمَنَهَا أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، قَالَ : "لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ لا سُمْعَةَ فِيهَا وَلا رِيَاءَ "

হাদীস : ৩৪১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরাতন হাওদায় বসে হজ্জে যান। তার উপর একখানা চাদর ছিল, যার মূল্য আনুমানিক চার দিরহাম হতে পারে। তাঁর বাহন যখন তাঁকে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালো, তখন বললেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। তুমি আমার এ হজ্জকে প্রদর্শনেচ্ছামুক্ত এবং খ্যাতির ইচ্ছামুক্ত করে দাও।

ومن أخرج هذا الحديث : سبق تخريجه هنا (رقم : ٣٣٥)

* * *

حديث : ٣٤٢- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، وَعَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلا خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَّبَ مِنْهُ ثَرِيدًا عَلَيْهِ دُبَّاءٌ، قَالَ : "فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ الدُّبَّاءَ، وَكَانَ يُحِبُّ الدُّبَّاءَ"، قَالَ ثَابِتٌ : فَسَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ : "فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ، أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ، إِلاَّ صُنِعَ "

হাদীস : ৩৪২. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দর্জি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আহারের দাওয়াত দেন। তিনি তাঁর সামনে লাউ সহযোগে প্রস্তুত সারীদ পেশ করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাউ খেতে পসন্দ করতেন। তাই তিনি লাউয়ের টুকরাগুলো তুলে খাচ্ছিলেন। সাবিত (রা.) বলেন, আমি হযরত আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি, তখন থেকে আমার জন্য কোন খাবার তৈরী করা হলে, তাতে লাউ যোগ করার সুযোগ হলে তা অবশ্যই করা হতো।

তাশরীহ :

ঝোলে ভিজানো টুকরা টুকরা রুটি বা রুটি ও গোশত যোগে তৈরী এক প্রকারের খাদ্যকে সারীদ বলে। এখানে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে যে সারীদ পেশ করা হয়, সম্ভবত তাতে লাউ দেয়া হয়েছিল বা এ সারীদ রুটি ও লাউয়ের ঝোল সম্বলিত ছিল।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب الأشربة، باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقيطن الخ.

* * *

حديث : ٣٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ : قِيلَ لِعَائِشَةَ : مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ : "كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ، يَفْلِي ثَوْبَهُ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ "

হাদীস : ৩৪৩. আমরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করা হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরে অবস্থানকালে কী কাজ করতেন? তিনি বলেন, তিনি সাধারণ মানুষের মতই একজন মানুষ ছিলেন, তিনি নিজের কাপড় থেকে উকুন পরিষ্কার করতেন, বকরীর দুধ দোহন করতেন এবং নিজের অন্যান্য কাজ নিজেই করতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

يفلى ঃ বাবে ضرب থেকে। فلى راسه أو ثوبه - মাথা বা কাপড় থেকে উকুন পরিষ্কার করা।

يحلب ঃ বাবে نصر ও ضرب থেকে। দোহন করা।

يخدم ঃ বাবে نصر ও ضرب থেকে। সেবা করা, খেদমত করা। يخدم نفسه - নিজের কাজ নিজে করা।

তাশরীহ :

كان بشرا من البشر ঃ তিনি একজন মানুষ ছিলেন। এর অর্থ হল, সাধারণ মানুষের ন্যায় নিজের কাজ নিজে করতেন, এতে লজ্জাবোধ করতেন না।

يفلى ثوبه ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পবিত্রতম মানব। তাঁর দেহের ঘামও ছিল মেশকের চেয়ে ঘ্রাণময়। এমতাবস্থায় তাঁর দেহ মোবারকে উকুন জন্মানোর প্রশ্নই আসে না। সম্ভবত কারো শরীর থেকে এসে যেতো, সেটা পরিষ্কার করতেন বা উম্মতের শিক্ষার উদ্দেশ্যে এরূপ করতেন, যাতে তারা তাদের কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রাখে।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى "الأدب المفرد" والبغوى فى شرح السنة.

(٤٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ حَدِيثًا

অনুচ্ছেদ :: ৪৯
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম চরিত্র সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

শব্দ বিশ্লেষণ :

خلق ঃ خ অক্ষরে ও ل অক্ষরে পেশ এবং ل অক্ষরে سكون এর সাথে পড়া হয়। স্বভাব, প্রকৃতি, চরিত্র, নৈতিকতা।

তাশরীহ :

خُلُق মানুষের অন্তর্নিহিত এমন একটি শক্তি, যার থেকে সহজে আমল নির্গত হয়। ভাল خلق গুলোকে اخلاق حسنة বলে। এর থেকে ভাল আমল নির্গত হয়। খারাপ خلق গুলোকে أخلاق سيئة বলে। এর থেকে খারাপ আমল নির্গত হয়। খারাপ আখলাক নিয়ন্ত্রণ করে ভাল আখলাক উজ্জীবিত করাকে تزكية বা আত্মশুদ্ধি বলে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৈহিক গঠনের দিক থেকে যেমন সবচে সুন্দর ছিলেন, তেমনি সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী ছিলেন। এ অনুচ্ছেদে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখলাক সম্পর্কিত পনেরটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

* * *

حديث : ٣٤٤– حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَارِجَةَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ : دَخَلَ نَفَرٌ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالُوا لَهُ : حَدِّثْنَا أَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَاذَا أُحَدِّثُكُمْ؟ كُنْتُ جَارَهُ "فَكَانَ إِذَا نزل عَلَيْهِ

الْوَحْيُ بَعَثَ إِلَيَّ فَكَتَبْتُهُ لَهُ، فَكُنَّا إِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا، وَإِذَا ذَكَرْنَا الآخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَا، وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا، فَكُلُّ هَذَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

হাদীস : ৩৪৪. খারিজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবিত (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু লোক যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-এর নিকট এসে বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন সম্পর্কে আমাদের নিকট কিছু বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, আমি তাঁর জীবন (অবস্থাদি) সম্পর্কে কী বলব! (তা বলে শেষ করা যাবে না।) আমি ছিলাম তাঁর প্রতিবেশী। তাঁর উপর ওহী নাযিল হলে তিনি আমাকে ডেকে পাঠাতেন এবং আমি তাঁকে তা লিখে দিতাম।

আমরা পার্থিব বিষয়ে আলোচনা করলে তিনিও আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতেন। আবার আমরা আখিরাত সম্পর্কে আলোচনা করলে, তিনিও আমাদের সাথে যোগ দিতেন। আবার কখনো আমরা পানাহার সম্বন্ধে আলোচনা করলে, তিনিও আমদের সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনায় যোগ দিতেন। আমি তোমাদের নিকট এই যা কিছু বললাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন থেকেই বললাম।

শব্দবিশ্লেষণ :

نفر ঃ তিন থেকে নিয়ে দশজনের জামাআতকে نفر বলে। ছোট দল। এটি اسم جمع-এর من لفظه ওয়াহিদ আসে না।

أحاديث ঃ حديث এর বহুবচন। কথা। এখানে উদ্দেশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের أقوال، أفعال، أحوال - কথা, কর্ম ও অবস্থাদি বা شمائل তথা স্বভাব-চরিত্র ও মহৎ গুণাবলী উদ্দেশ্য।

ماذا أحدثكم ؟ ঃ এখানে إستفهام টি تعجب এর অর্থে এসেছে। সম্ভবত তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যাবতীয় কথা, কর্ম ও অবস্থা জানতে চেয়েছে বা সকল গুণাবলী জানতে চেয়েছে, তাই তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন,

أى شيء أحدثكم مع كون شمائله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو أوقواله وأفعاله، وأحواله لا يحاط بها كلها بل ولا بعضها من حيث الحقيقة والكمال.

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কর্ম ও গুণাবলী সম্পর্কে কী বলবো! তাতো বলে শেষ হবে না।

তাশরীহ :

إذا نزل عليه الوحى الخ ঃ যেহেতু হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) নিকটে থাকতেন, তাই অধিকাংশ সময় তাঁকেই ডাকতেন। নচেৎ ওহীর লিখক আরো অনেক সাহাবী ছিলেন।

إذا ذكرنا الدنيا الخ ঃ অর্থাৎ শুধু আখিরাতের আলোচনা করতেন; পার্থিব বিষয়কে একেবারে উপেক্ষা করতেন এমন নয়। পরকালের আলোচনা আসলে তার তাফসীলী অবস্থা বর্ণনা করতেন। যে সকল জাগতিক বিষয় দ্বীনের জন্য সহায়ক- সেগুলোর আলোচনাও করতেন। খাদ্যের গুণাগুণ, হালাল-হারাম, খানার তরীকা বলতেন। আবার কখনো উপস্থিত লোকদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে নির্দোষ মুবাহ বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনায় যোগ দিতেন।

মোটকথা, সাহাবীগণ যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হতেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁদের সাথে সে বিষয়ে যোগদিতেন। এটা ছিল তাঁর উদারতা এবং সাহাবীদের সাথে অকৃত্রিম সম্পর্কের পরিচায়ক।

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف دون باقى الستة.

* * *

حديث : ٣٤٥- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَى أَشَرِّ الْقَوْمِ، يَتَأَلَّفُهُمْ بِذَلِكَ فَكَانَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَيَّ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي خَيْرُ الْقَوْمِ "، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا خَيْرٌ أَوْ أَبُو بَكْرٍ؟ فَقَالَ : "أَبُو بَكْرٍ"، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا خَيْرٌ أَوْ عُمَرُ؟ فَقَالَ : "عُمَرُ"، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا خَيْرٌ أَوْ عُثْمَانُ؟ فَقَالَ : "عُثْمَانُ"، فَلَمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَدَقَنِي فَلَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ

হাদীস : ৩৪৫. হযরত আমর ইবনে আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন গোত্রের নিকৃষ্টতম ব্যক্তির সাথেও তার মন রক্ষার্থে তার দিকে ফিরে বিশেষভাবে কথা বলতেন। আমার প্রতিও এভাবে অভিমুখী হয়ে কথা বলতেন। এতে আমার ধারণা হতো (তাঁর দৃষ্টিতে) আমি গোত্রের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শ্রেষ্ঠ না আবূ বকর (রা.)? তিনি বললেন, আবূ বকর। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শ্রেষ্ঠ না উমার (রা.)? তিনি বলেন, উমার। আমি আবারও জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি শ্রেষ্ঠ না উসমান? তিনি বলেন, উসমান।

আমি যখন খোলাখুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম এবং তিনিও (আমার রেয়াত না করে) ঠিক ঠিক বলে দিলেন। (তখন আমি অনুতপ্ত হলাম।) এবং কামনা করলাম, আমি যদি এরূপ কথা জিজ্ঞেস না করতাম।

শব্দবিশ্লেষণ :

أقبل بحديثه ঃ কারো সাথে কথা বলার ইচ্ছা করা।

فصدقني ঃ বাবে ضرب থেকে। অর্থাৎ أجابني بالصدق من غير مراعاة ومداراة- কোন রেয়াত না করে ঠিক ঠিক জবাব দিলেন।

فصدقني ঃ কোন কোন নুসখায় فاء ছাড়া এসেছে। এটাই উত্তম। কেননা, সাধারণত لا এর জবাবে فاء আসে না। কারো কারো মতে এখানে لا এর জবাব উহ্য আছে- তাহ হল نَدِمْتُ أو حَزِنْتُ ।

فلوددت ঃ এখানে لام টি قسمية।

তাশরীহ :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জ্ঞানী-গুণী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরকেই তাঁর দরবারে প্রাধান্য দিতেন। তবে তিনি সকলের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতেন।

এমনকি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে কাফির ও মুনাফিকদের সাথেও মার্জিত আচরণ করতেন। এতে অনেকে মনে করত, আমি বুঝি

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সবচে প্রিয়, সবার শ্রেষ্ঠ। এ হাদীসে আমর ইবনুল আস (রা.)-এর প্রশ্নের ধারাবাহিকতা থেকে বুঝা যায়, স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় সাহাবীগণ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)কে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করতেন। অতপর হযরত উমার (রা.)-কে এরপর হযরত উসমানকে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। আরো অনেক সহীহ হাদীস থেকে এটা প্রমাণিত। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদাও তাই।

أحوال الرواة

محمد بن كعب القرظى : نسبة إلى قريظة، مصغرا، قبيلة معروفة من يهود المدينة، تابعى جليل ثقة حجة، قال أبو داود سمع من على وابن مسعود رضى الله عنهما.

عمرو بن العاص : بن وائل السهمى هاجرفى صفر سنة ثمان عاش تسعين سنة ومات ليلة الفطر سنة ثلاث وأربعين، والجمهور على كتابته بالياء وهذا مبنى على أن العاصى اسم فاعل من المعتل اللام، وليس كذلك بل هو الأجوف على ما حققه صاحب القاموس حيث قال والأعياص من قريش أولاد أمية بن عبد شمس الأكبر وهم العاص الخ.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف دون أهل الكتب الستة.

* * *

حديث : ٣٤٦– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : "خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ، لِمَ صَنَعْتَهُ، وَلا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ، لِمَ تَرَكْتَهُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، وَلا مَسَسْتُ خَزًّا وَلا حَرِيرًا، وَلا شَيْئًا كَانَ أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا شَمَمْتُ مِسْكًا قَطُّ، وَلا عِطْرًا كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

হাদীস : ৩৪৬. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ দশ বছর যাবত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করেছি। তিনি কখনো আমাকে উহ্ পর্যন্ত বলেননি (বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করেননি)। আমারকৃত কোন কাজের জন্য

তিনি আমাকে কখনো বলেননি- এটা তুমি কেন করলে এবং কোন কাজ না করার দরুনও তিনি কখনো বলেননি- এটা তুমি কেন করলে না? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। আমি কখনো এমন কোন রেশম মিশ্রিত কাপড় বা খাঁটি রেশম বা অন্য কোন নরম কিছু স্পর্শ করিনি যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হস্ত মোবারকের চেয়ে অধিক কোমল ও মোলায়েম ছিল। আমি কখনো এমন কোন কস্তুরি বা আতরের ঘ্রাণ নেইনি, যা প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘর্মের চেয়ে অধিক ঘ্রাণময় ছিল।

শব্দবিশ্লেষণ :

أف ঃ همزة অক্ষরে পেশ এবং فاء مشددة এর উপর যবর বা এক যের বা দুই যের। أف, أفٌ, أفَّ, أفِّ এ শব্দটিকে মোট দশ প্রকারে পড়া যায়। এটি اسم فعل; বিরক্তি ও অসন্তোষ প্রকাশক فعل অর্থ أكره।

ولا مسست ঃ س অক্ষরে যের বা যবর যোগে। স্পর্শ করা।

خزا ঃ خاء অক্ষরে যবর। রেশম ও পশম ইত্যাদি মিশ্রিত কাপড়।

حريرا ঃ খাঁটি রেশম।

شممت ঃ বাবে نصر থেকে। ঘ্রাণ লওয়া, শোঁকা।

مسكا ঃ মেশ্‌ক, কস্তুরী।

عطرا ঃ ع অক্ষরে যের। আতর, সুগন্ধিদ্রব্য। تعميم بعد تخصيص হয়েছে।

عرق ঃ ر ও ع অক্ষরে যবর। ঘাম, ঘর্ম।

তাশরীহ :

عشر سنين ঃ কোন কোন বর্ণনায় নয় বছরের কথা এসেছে। সম্ভবত হিজরতের বছরকে বাদ দিয়ে নয় বছর বলা হয়েছে। যেহেতু এটা ভাঙ্গা বছর ছিল।

ما قال أف لـ ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'উহ' না বলা ছিল তাঁর উন্নত চরিত্র ও পরম বিনয়ের পরিচায়ক। তিনি আনাস (রা.)-এর করা না করাকে আনাসের কাজ মনে না করে- আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মনে করতেন এবং তাঁর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়ে এমনই মনে করতেন। তিনি কারো থেকে প্রতিশোধ নিতেন না। তবে কেউ আল্লাহর হুকুম লংঘন করলে বা হারামে লিপ্ত হলে এর ব্যবস্থা নিতেন।

ولا مسست الخ ঃ হযরত আনাস (রা.) একবার পরম আনন্দের সাথে বলতে লাগলেন, আমি আমার এ হাতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মুসাফাহা করেছি। আমি তাঁর হস্ত মুবারকের চেয়ে কোমল কোন কিছু স্পর্শ করিনি।

এ হাদীস বর্ণনা করার পর শাগরেদ পরম আগ্রহের সাথে বললেন, আমি সে হাতের সাথে মুসাফাহা করতে চাই- যে হাত নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মুসাফাহা করেছে। অতঃপর এ ধারা এমনভাবে চালু হল যে, আজ চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত তা অব্যাহত রয়েছে। এ হাদীসটি مسلسل بالمصافحة নামে বিখ্যাত।

أطيب من عرق ঃ বিভিন্ন সহীহ বর্ণনায় এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘাম মুবারক আতর হিসাবে ব্যবহার করা হত। তিনি কারো সাথে মুসাফাহা করলে দিনভর তার হাত থেকে সুঘ্রাণ ছড়াতো।

أحوال الرواة

الضبعى : بضم معجمة وفتح موحدة.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب الفضائل، باب طيب رائحة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ. وأبو داود فى سننه، كتاب الأدب، باب فى الحكم وأخلاق النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والمصنف فى جامعه، كتاب البر والصلة، باب ما جاء فى خلق النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

* * *

حديث : ٣٤٧– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ هُوَ الضَّبِّيُّ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد، عَنْ سَلْم الْعَلَوِيِّ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالك، عَنْ رَسُول اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِه أَثَرُ صُفْرَة، قَالَ : "وَكَانَ رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَكَادُ يُوَاجِهُ أَحَدًا بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ "، فَلَمَّا قَامَ، قَالَ لِلْقَوْمِ : "لَوْ قُلْتُمْ لَهُ يَدَعُ هَذِهِ الصُّفْرَةَ "

হাদীস : ৩৪৭. হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এক লোক উপস্থিত ছিল। তার গায়ে ছিল হলুদ রংয়ের চিহ্ন। রাবী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন কিছু অপসন্দনীয় হলে তিনি (সাধারণত) মুখের উপর তা নিষেধ করতেন না। (তাই তিনি কিছু না বলে নীরব থাকলেন)। লোকটি উঠে চলে গেলে তিনি সাহাবীদের বললেনঃ যদি তোমরা তাকে এ রং ত্যাগ করতে বলে দিতে।

তাশরীহ :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত অপসন্দনীয় কিছু দেখলে সরাসরি মুখের উপর নিষেধ করতেন না। এটা ছিল উম্মতের প্রতি তাঁর দয়া। যাতে কেউ সঙ্গে সঙ্গে অস্বীকার করে বা কোন প্রকার আপত্তি করে ঈমানহারা হওয়ার উপক্রম না হয়। তবে সরাসরি নিষেধ না করাটা অনুত্তম ও অপসন্দনীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে হত বা যেখানে বিলম্ব করে বললে ক্ষতির আশংকা নেই- সেখানে হত। হারামের ব্যাপারে কোন প্রকার নরমী করতেন না।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, পুরুষের জন্য হলুদ রং ব্যবহার করা মাকরূহ বা অপসন্দনীয়।

أحوال الرواة

والمعنى واحد : أى وإن اختلف اللفظ فمؤدى حديثهما واحد لاتحادهما فى المعنى.

قالا : أى الشيخان.

سلم : بفتح السين وسكون اللام وقوله العلوى بفتح اللام نسبة إلى بنى على بن ثوبان قبيلة معروفة.

أنه : أى الحال والشأن.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، فى الترجل، باب الخلوق للرجال فى الأدب.

* * *

حديث : ٣٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ وَاسْمُهُ عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ : "لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا، وَلَا مُتَفَحِّشًا وَلَا صَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَجْزِئُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ "

হাদীস : ৩৪৮. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বভাবগতভাবেও অশ্লীল ছিলেন না এবং (মজলিস রক্ষার জন্য) স্বেচ্ছায়ও অশ্লীল কথা বলতেন না। তিনি হাট-বাজারেও উচ্চস্বরে কথা বলতেন না। তিনি দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধে দুর্ব্যবহার করতেন না; বরং অন্তর থেকে ক্ষমা করে দিতেন এবং মুখে এর আলোচনাও আনতেন না।

শব্দবিশ্লেষণ :

لم يكن فاحشا ঃ অর্থাৎ لم يكن ذا فحش طبعا فى أقواله وأفعاله وصفاته وان كان استعماله فى القول أكثر - তিনি স্বভাবগতভাবে অশ্লীল ছিলেন না। সাধারণত শব্দটি কথার অশ্লীলতার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়।

لا متفحشا ঃ অর্থাৎ متكلفا للفحش فى أقواله وأفعاله وصفاته - স্বেচ্ছায় এবং কৃত্রিমভাবেও তিনি অশ্লীল কথা বলতেন না।

ولا صخابا الخ ঃ তিনি হাট-বাজারে উচ্চস্বরে কথা বলতেন না।

المقصود نفى الصخب لا نفى المبالغة، وقيل فعال قد يكون للنسبة كالنمار وللبيان وقيل المقصود من أمثال هذا الكلام مبالغة النفى لا نفى المبالغة كما فى قوله تعالى : وما أنا بظلام للعبيد.

এখানে صيغة مبالغة এর দ্বারা مبالغة النفى উদ্দেশ্য; نفى المبالغة উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ তিনি কখনো উচ্চস্বরে কথা বলতেন না।

يعفو ঃ মাফ করা, অন্তর থেকে ক্ষমা করা।

يصفح ঃ الإعراض بصفحة الوجه - মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, উপেক্ষা করা। يعرض عنه بظاهره كأنه لم يطلع عليه - কোন কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ঠিক যেন বিষয়টি জানাই নেই।

তাশরীহ :

لم يكن فاحشا الخ ঃ কেউ তো স্বভাবগতভাবে অশ্লীল হয়। আবার কেউ স্বভাবগত অশ্লীল না হলেও মজলিস রক্ষার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে অশ্লীল কথা-বার্তা বলে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন রকম অশ্লীল ও মন্দ কথা বলতেন না।

ولا ضحابا فى الأسواق ঃ প্রয়োজনে বাজারে যাওয়া নিষেধ নয়, তবে বাজারে গিয়ে শোরগোল করা ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্যের পরিপন্থী। সাধারণত বাজারে শোরগোল হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সেখানেও শোরগোল করতেন না। তখন অন্যত্র শোরগোলের তো কোন প্রশ্নই আসে না।

لا يجزى بالسيئة السيئة ঃ মন্দের বদলা মন্দ দিয়ে না দেওয়ার ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে অসংখ্য। কাফেররা তাঁকে কত কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং হিদায়েতের দুআ করেছেন।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه، كتاب البر والصلة، باب ما جاء فى خلق النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

* * *

حديث : ٣٤٩- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : "مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ، إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلا ضَرَبَ خَادِمًا أَوِ امْرَأَةً "

হাদীস : ৩৪৯. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পথে জিহাদ ছাড়া কখনো কিছুকে নিজ হাতে আঘাত করেননি এবং তিনি কখনো কোন খাদেম বা নারীকেও প্রহার করেননি।

তাশরীহ :

শরীআতের নির্ধারিত শাস্তি 'হুদুদ' এবং তা'যীর জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। প্রহার করা দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে মারা উদ্দেশ্য। ওরফে

এটাকে প্রহার বলে। অনিচ্ছাকৃতভাবে আঘাত লেগে যাওয়াকে প্রহার বলে না।

شيئا قط ঃ মোল্লা আলী কারী (র.) লিখেছেন, এখানে شيئا দ্বারা آدميا বা মানুষ উদ্দেশ্য। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো উটকে প্রহার করেছেন।

إلاّ أن يجاهد فى سبيل الله الخ ঃ সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহূদের যুদ্ধে উবাই ইবনে খলফকে হত্যা করেছেন।

ولا ضرب خادما ولا إمرأة ঃ খাদেম ও নারীর কথা বিশেষভাবে এ জন্য উল্লেখ করেছেন যে, সাধারণত মানুষ এদেরকে প্রহার করে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো এদেরকেও প্রহার করেননি। যদিও শাসনের উদ্দেশ্যে হালকা প্রহার জায়েয আছে।

(جمع الوسائل : جـ٢، صـ ١٩٦)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب الفضائل، باب مباعدته صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته، وابن ماجة فى سننه، كتاب النكاح، باب ضرب النساء.

* * *

حديث : ٣٥٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : "مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْتَصِرًا مِنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا قَطُّ، مَا لَمْ يُنْتَهَكْ مِنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ تَعَالَى شَيْءٌ، فَإِذَا انْتُهِكَ مِنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ شَيْءٌ كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِي ذَلِكَ غَضَبًا، وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ مَأْثَمًا "

হাদীস : ৩৫০. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ব্যক্তিগত কারণে কারো থেকে যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে দেখিনি। যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলার কোন নিষেধাজ্ঞা লংঘিত হয়।

আল্লাহ তাআলার কোন নিষেধাজ্ঞা লংঘন করা হলে তিনি সর্বাধিক অসন্তুষ্ট হতেন। তাঁকে দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণের অবকাশ দেয়া হলে তিনি সর্বদা সহজতর বিষয়টি গ্রহণ করতেন, যাবত না কোন গোনাহের কাজ হত।

শব্দবিশ্লেষণ :

ما رأيت ঃ অর্থাৎ ما علمت

منتصرا ঃ الإنتصار থেকে। বদলা নেওয়া, প্রতিশোধ নেওয়া।

مظلمة ঃ মীম অক্ষরে যবর, লাম অক্ষরে যের যোগে, অর্থ কারো জানের হক, মালের হক, ইজ্জতের হক।
আর লাম অক্ষরে যবরযোগে হলে অর্থ হবে, অত্যাচার, যুলুম।

ظلمها ঃ مجهول এর صيغة আসলে হবে : ظلم بها

ما لم ينتهك ঃ مجهول এর صيغة- লংঘন করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা।

محارم ঃ محرم এর জমা। ميم টা مصدرى। ইসমে مفعول এর অর্থ দিবে।

ما خير ঃ مجهول এর صيغة অর্থাৎ مَا خَيَّرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ما لم يكن ঃ অর্থাৎ الأيسر।

مأثما ঃ إثْمًا পাপ, গুনাহ, অপরাধ।

তাশরীহ :

ما رأيت رسول الله الخ ঃ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিগত বিষয়ে কখনো কারো থেকে প্রতিশোধ নিতেন না; বরং ক্ষমা করে দিতেন, হিদায়েতের দুআ করতেন। হাদীস ও সীরাতগ্রন্থসমূহে এর বহু ঘটনা বর্ণিত আছে।

وما خير بين الخ ঃ অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, বিশেষত উম্মতের ব্যাপারে দু'টি বৈধ বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণের অবকাশ দেয়া হতো, তখন তিনি যে বিষয়টি উম্মতের পক্ষে সহজতর হতো, সেটি গ্রহণ করতেন।
এমনিভাবে জাগতিক বিষয়েও সহজ মতটি গ্রহণ করতেন। যতক্ষণ না তা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়। অহেতুক নিজেকে কষ্টের মাঝে নিক্ষেপ করাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পসন্দ করতেন না।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب المناقب، باب صفة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كتاب الأدب، باب قول النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشروا ولا تعسروا، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود والإنتقام لحرمات الله، وباب كم التعزير والأدب؟

وأخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب الفضائل، باب مباعدته صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للآثام واختياره من المباح اسهله الخ، وأبو داود فى سننه، كتاب الأدب.

* * *

حديث : ٣٥١– حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ : اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ : "بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ "أَوْ "أَخُو الْعَشِيرَةِ "، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ، فَلما دخل أَلاَنَ لَهُ الْقَوْلَ، فَلَمَّا خَرَجَ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ، قُلْتَ مَا قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ؟ فَقَالَ : "يَا عَائِشَةُ، إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ "

হাদীস : ৩৫১. হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল। আমি তখন তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (লোকটি ভিতরে প্রবেশ করার পূর্বে) বলেন, সে তার গোত্রের নিকৃষ্ট লোক। অতঃপর তিনি তাকে আসার অনুমতি দেন এবং তার সাথে কোমল ভাষায় কথা বলেন। লোকটি চলে যাওয়ার পর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তার সম্পর্কে যা মন্তব্য করার করেছেন, অতঃপর তার সাথে কোমল ব্যবহার করলেন? তিনি বললেন, হে আয়েশা! যার রূঢ় আচরণের (মন্দ কথার) ভয়ে লোকেরা তাকে ত্যাগ করে বা এড়িয়ে চলে, সে নিশ্চয় সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক।

শব্দবিশ্লেষণ :

ابن العشيرة الخ ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ابن العشيرة বলেছেন, না أخو العشيرة বলেছেন, এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ হয়েছে।

সহীহ বুখারীর এক বর্ণনায় সন্দেহ ছাড়া بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة এসেছে। العشيرة অর্থ গোত্র। ابن العشيرة বা أخو العشيرة দ্বারা উদ্দেশ্য গোত্রের একজন সদস্য, গোত্রের একজন।

ألان ঃ বাবে إفعال থেকে। নরম করা, কোমল করা।

তাশরীহ :

استأذن رجل ঃ অধিকাংশ আলেমের মতে, এ লোকটির নাম ছিল উয়াইনা। সে একজন মুনাফিক ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তে কালের পর সে মুরতাদ হয়ে যায় এবং প্রকাশ্য কাফির হয়ে যায়। হযরত আবূ বকর (রা.)-এর দরবারে তাকে গ্রেফতার করে আনা হয়। মদীনার বালকেরা অলি-গলিতে তিরস্কার করে বলল, এও মুরতাদ হয়ে গেল! তখন সে বলল, আমি মুসলমানই ছিলাম কবে? আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে পরে সে খাঁটি মনে ইসলাম গ্রহণ করে এবং হযরত উমার (রা.)-এর খেলাফতকালে বিভিন্ন জিহাদে অংশ গ্রহণ করে।

بئس ابن العشيرة الخ ঃ যেহেতু এ লোকটি তখনও অন্তর থেকে ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাই মুসলমানদেরকে তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা এবং তাদেরকে তার অনিষ্ট থেকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এ ব্যক্তি গোত্রের নিকৃষ্ট লোক। কোন মন্দ লোকের অনিষ্ট থেকে মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তার দোষ বলা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কোন কোন আলেম লিখেছেন, এ ব্যক্তি প্রকাশ্য ফাসেক ছিল। আর যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গোনাহে লিপ্ত হয়, তার গীবত জায়েয।

ثم ألنت له الخ ঃ এ ব্যক্তি ভিতরে প্রবেশ করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মনোরঞ্জন এবং তাকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে তার সাথে কোমল ব্যবহার করেছেন। সাথে সাথে তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কেও অবহিত করে দিয়েছেন, যাতে মানুষ ধোকায় না পড়ে এবং কোন গোপন বিষয় তার সামনে প্রকাশ করে না দেয়।

إن من شر الناس الخ ঃ এ বাক্যের দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে। **এক.** ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যার মন্দ কথার দরুন মানুষ তাকে বর্জন করে।

সুতরাং আমি তার মন্দ আচরণ থেকে বাঁচার জন্য তার সাথে কোমল ব্যবহার করেছি। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ বাক্যের সম্পর্ক আগন্তুক ব্যক্তির সাথে হবে।

দুই. সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যার মন্দ কথার কারণে মানুষ তাকে বর্জন করে। অতএব, আমি যদি মন্দ ব্যবহার করি, তাহলে মানুষ আমার কাছে আসা ছেড়ে দিবে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী বাক্যের সম্পর্ক হবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, কারো অনিষ্ট থেকে মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তার দোষ বলা গবীতের অন্তর্ভুক্ত নয়। আরো বুঝা গেল, মন্দ লোকের সাথেও (مداراة) সৌজন্যমূলক আচরণ করা চাই। তবে مداهنة তথা দুনিয়ার স্বার্থে দ্বীনের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন জায়েয নেই।

(جمع الوسائل، جـ٢، صـ ٢٠٠، المواهب اللدنية : صـ٢٥٧، خصائل نبوى : صـ٢١٢)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الأدب، باب ما يجوز من إغتياب أهل الفساد والريب، وباب المداراة مع الناس، ومسلم فى صحيحه كتاب البر والصلة والأدب، باب مداراة من يتقى فحشه، وأبو داود فى سننه، كتاب الادب باب فى حسن العشرة، والترمذى فى سننه، كتاب البر والصلة، باب ما جاء فى المداراة.

* * *

حديث : ٣٥٢- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ : أَنْبَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مِنْ وَلَدِ أَبِي هَالَةَ زَوْجِ خَدِيجَةَ، وَيُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنٍ لأَبِي هَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ : قَالَ الْحُسَيْنُ : سَأَلْتُ أَبِي عَنْ سِيرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُلَسَائِهِ، فَقَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِمَ الْبِشْرِ، سَهْلَ الْخُلُقِ، لَيِّنَ الْجَانِبِ، لَيْسَ بِفَظٍّ وَلا غَلِيظٍ، وَلا صَخَّابٍ وَلا فَحَّاشٍ، وَلا عَيَّابٍ وَلا مُشَاحٍّ، يَتَغَافَلُ عَمَّا لا يَشْتَهِي، وَلا يُؤْيِسُ مِنْهُ رَاجِيهِ وَلا يُخَيِّبُ فِيهِ، قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلاثٍ : الْمِرَاءِ، وَالإِكْثَارِ، وَمَا لا يَعْنِيهِ، وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ

ثَلاث : كَانَ لا يَذُمُّ أَحَدًا، وَلا يُعيبُهُ، وَلا يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ، وَلا يَتَكَلَّمُ إِلاَّ فِيمَا رَجَا ثَوَابَهُ، وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ، كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا لا يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ الْحَدِيثَ، وَمَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ أَنْصَتُوا لَهُ حَتَّى يَفْرُغَ، حَدِيثُهُمْ عِنْدَهُ حَدِيثُ أَوَّلِهِمْ، يَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُونَ مِنْهُ، وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ، وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِي مَنْطِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَصْحَابُهُ يَسْتَجْلِبُونَهُمْ، وَيَقُولُ : إِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَطْلُبُهَا فَأَرْفِدُوهُ، وَلا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلاَّ مِنْ مُكَافِئٍ وَلا يَقْطَعُ عَلَى أَحَدٍ حَدِيثَهُ حَتَّى يَجُوزَ فَيَقْطَعُهُ بِنَهْيٍ أَوْ قِيَامٍ "

হাদীস : ৩৫২. হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুসাইন ইবনে আলী (রা.) বলেছেন, আমি আমার পিতা হযরত আলী (রা.)কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহচরদের সাথে তাঁর আচরণ কিরূপ ছিল, তা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল ও নম্র স্বভাবের, স্নেহপরায়ণ, সহানুভুতিশীল ও দয়ালু। কারো তাঁর সমর্থন সহযোগিতার প্রয়োজন হলে সহজে তিনি তার সহযোগী হয়ে যেতেন। তিনি কটুভাষী (কর্কশভাষী) ও পাষাণহৃদয় ছিলেন না। চিৎকার করে কথা বলতেন না। অশ্লীলভাষী ছিলেন না। ছিদ্রান্বেষীও ছিলেন না (কারো দোষ ধরতেন না), কৃপণও ছিলেন না। অনাকাংখিত, অশোভনীয় কথা ও কর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

কারো কোন আবেদন অনাকাংখিত হলে তাকে সম্পূর্ণ নিরাশ করে দিতেন না, আবার প্রতিশ্রুতিও দিতেন না। তিনি তিনটি জিনিষ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখেছেন : ঝগড়া, অহংকার ও নিরর্থক কথা-বার্তা থেকে। তিনি মানুষকেও তিনটি বিষয় থেকে মুক্ত রেখেছেন : সামনাসামনি কারো নিন্দা করতেন না। কারো অবর্তমানেও তার দুর্নাম করতেন না এবং কারো দোষ অনুসন্ধান করতেন না। তিনি শুধু এরূপ কথাই বলতেন, যা থেকে সওয়াবের আশা আছে। তিনি যখন কথা বলতেন, উপস্থিত লোকজন মাথা ঝুঁকিয়ে এমনভাবে নীরব থাকতেন, যেন তাদের মাথায় পাখি বসে আছে। (অর্থাৎ এতটুকু নড়াচড়াও করতেন না, যতটুকুতে পাখি উড়ে যায়)। তিনি কথা বন্ধ করলে পর তারা কথা বলতেন। তাঁর সামনে তারা কোন বিষয়ে

বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হতেন না। তাঁর সাথে কেউ কথা বলতে থাকলে তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্যরা নীরব থাকতেন। তাদের প্রত্যেকের কথা তাঁর নিকট তাদের প্রথম ব্যক্তির (কথার) ন্যায় ছিল (অর্থাৎ মজলিসের শুরু এবং শেষে প্রত্যেকের কথা মনোযোগ সহকারে শুনতেন)। কোন কথায় সকলে হাসলে তিনিও হাসতেন এবং কোন বিষয়ে সকলে বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনিও বিস্ময় প্রকাশ করতেন। অপরিচিত মুসাফিরের কর্কশ কথাবার্তায় বা অসংগত প্রশ্নে তিনি ধৈর্যধারণ করতেন, এমনকি তাঁর সাহাবীগণও মুসাফিরকে (তাঁর দরবারে) নিয়ে আসতেন এবং তার দ্বারা প্রয়োজনীয় বিষয় তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন। তিনি উপদেশ দিয়ে বলতেন, কেউ কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য এলে তোমরা তাকে সাহায্য করবে। তিনি চাটুকারিতা পসন্দ করতেন না। অবশ্য উপকারের কৃতজ্ঞতাসূচক প্রশংসায় তিনি নীরব থাকতেন। তিনি কারো কথায় বাধা দিতেন না; যাবত না সে সীমা লংঘন করত। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি মুখে বাধা দিতেন অথবা উঠে চলে যেতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

جلساء ঃ جليس এর বহুবচন। সঙ্গী, সাথী, সহচর, বন্ধু।

البشر ঃ বা এর নিচে যের। আনন্দ, খুশী, প্রফুল্লতা।

سهل الخلق ঃ কোমল স্বভাবের, নম্র প্রকৃতির।

لين الجانب ঃ ياء مشددة এর নিচে যের। سريع العطف، كثير اللطف، من يجلبه يجلب إليه ولا يخالف - স্নেহ পরায়ণ, সহানুভূতিশীল, দয়ালু, ডাকে সাড়া দানকারী।

فظ ঃ কঠোর, রূঢ়। এখানে উদ্দেশ্য রূঢ়ভাষী।

غليظ ঃ রূঢ়। এখানে উদ্দেশ্য পাষাণ, নির্দয়।

ولا عياب ঃ দোষ তালাশকারী, দোষ ধরনেওয়ালা। এখানে أصل فعل এর نفى উদ্দেশ্য। তিনি কারো কোন দোষ ধরতেন না। দোষ তালাশ করতেন না।

مشاح ঃ حا অক্ষরে تشديد এর সাথে। বাবে مفاعلة থেকে। شح থেকে নির্গত। কৃপণ, লোভী। কোন কোন নুসখায় এখানে مشاح এর পরিবর্তে

مداح আছে। আরেক নুসখায় مزاح আছে। প্রশংসায় অতিরঞ্জনকারী, অতিরসিকতাকারী।

لا يؤيس ঃ বাবে إفعال থেকে। নিরাশ করা।

المراء ঃ ঝগড়া।

الإكثار ঃ অহংকার

عورة ঃ লজ্জা, দোষ।

أطرق ঃ মাথা নিচু করা, চুপ করে থাকা।

الغريب ঃ আগন্তুক, বহিরাগত, বিদেশী, মুসাফির।

الجفوة ঃ কঠোরতা, দুর্ব্যবহার, বেআদবী।

فأرفدوه ঃ الإرفاد থেকে। অর্থাৎ أعينوه على بغيته- সাহায্য, সহযোগিতা করা।

مكافىء ঃ উপকারের বদলা দানকারী।

তাশরীহ :

ইমাম তিরমিযী (র.) এ হাদীসটিকে বিভিন্ন অংশে উল্লেখ করেছেন। একটি অংশ 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকার-আকৃতি' অনুচ্ছেদে ৮ নং হাদীসে উল্লেখ করেছেন, একটি বাক্যালাপ অনুচ্ছেদে ২২৬ নং হাদীসে, আরেকটি অংশ বিনয়-নম্রতা অনুচ্ছেদে ৩৩৭ নং হাদীসে উল্লেখ করেছেন। চতুর্থ অংশ আলোচ্য হাদীসে বর্ণনা করেছেন।

يضحك مما يضحكون الخ ঃ অর্থাৎ আনন্দে, খুশিতে মজলিসে উপস্থিতদের থেকে আলাদা থাকতেন না; বরং আচার-আচরণে, কথাবার্তায় সকলের সাথে শরীক থাকতেন।

ويصبر للغريب الخ ঃ বহিরাগত, মুসাফির ব্যক্তি কথাবার্তায়, আচার-আচরণে আদব রক্ষা করতে না পারলেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি রাগ করতেন না। তাই সাহাবীগণ কখনো কখনো বহিরাগতদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে নিয়ে আসতেন। যাতে তাদের সব ধরনের প্রশ্ন থেকে তাঁরাও উপকৃত হতে পারেন।

لا يقبل الثناء الخ ঃ এ বাক্যের দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. কেউ তাঁর প্রশংসা

করা তিনি পসন্দ করতেন না। হ্যাঁ, কেউ যদি উপকারের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ প্রশংসা করতো, তাহলে নীরব থাকতেন। দ্বিতীয়. অতিরিক্ত প্রশংসা পসন্দ করতেন না, বাড়াবাড়ি না করে সীমার ভিতরে থাকলে নীরব থাকতেন।

ومن أخرج هذا الحديث : سبق تخريجه برقم : ٨.

* * *

حديث : ٣٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ، يَقُولُ : "مَا سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ : لا "

হাদীস : ৩৫৩. হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কিছু প্রার্থনা করা হলে তিনি কখনো 'না' বলেননি।

তাশরীহ :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কেউ কিছু প্রার্থনা করলে উপস্থিত থাকলে তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিতেন। নচেৎ পরবর্তী সময়ের জন্য ওয়াদা করতেন বা তার জন্যে দুআ করতেন, যেন আল্লাহ তাআলা অন্যভাবে তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেন, তিনি কারো প্রার্থনা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতেন না।

সুতরাং ওযর পেশ করে না করা- যেমন বলেছেন, قلت لا أجد ما أحملكم عليه বা প্রার্থনাকারীকে আদব শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে না করা, যেমন : আশআরীরা সওয়ারী চাওয়ার পর বলেছিলেন, والله لا أحملكم- তারা জানতো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দেওয়ার মত কোন সওয়ারী নেই। এরপরও চাওয়াটা আদবের পরিপন্থী ছিল। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আদব শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে সওয়ারী দিব না।

মোটকথা, ওযর পেশ করে না করা, বা আদব শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে না করা এ হাদীসের পরিপন্থী নয়।

কবি কতই না সুন্দর বলেছেন :

ما قال لا قط إلاّ فى تشهده – لو لا التشهد كانت لاؤه نعم

(المواهب اللدنية : صـ ٢٦١)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، ومسلم فى صحيحه، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئا قط فقال لا وكثرة عطائه.

* * *

حديث : ٣٥٤– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُرَشِيُّ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتَّى يَنْسَلِخَ، فَيَأْتِيهِ جِبْرِيلُ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ "

হাদীস : ৩৫৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মানবকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ দানবীর। রামাযান মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিশেষভাবে তাঁর বদান্যতা প্রকাশ পেত। এ মাসে হযরত জিবরীল এসে তাঁকে কুরআন পড়ে শুনাতেন। হযরত জিবরীলের মুলাকাতকালে তিনি মুষলধারে বৃষ্টি বহনকারী বাতাসের চেয়েও অধিক দানশীল হতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

الخير ঃ সম্পদ, কল্যাণ, মঙ্গল, উপকার। এখানে যাবতীয় কল্যাণই উদ্দেশ্য।

أجود ঃ وكان أجود ما يكون فى شهر رمضان ইসমে كان হিসাবে مرفوع হবে। خبر উহ্য আছে। ما টি مصدرية। মূল ইবারত হবে :

كان أجود أكوانه حاصلا فى رمضان বা كان أجود أوقاته وقت كونه فى رمضان।

ينسلخ ঃ ছাল খুলে আসা, ছেড়ে আসা, অতিবাহিত হওয়া।

فيأتيه الخ ঃ এখানে فا টি تفصيلية অর্থাৎ فيأتيه أحيانا فى رمضان- রমযানে সময় সময় জিবরীল আসতেন।

কেউ কেউ فاء টিকে تعليلية বলেছেন। কিন্তু এটা সহীহ নয়। কেননা, তাহলে এ বাক্য ও পূর্বের বাক্য মিলে অর্থ হবে, রামাযান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ বদান্যতা প্রকাশ পেত- শুধুমাত্র জিবরীল (আ.)-এর আগমনের মুহূর্তে। অথচ সারা রামাযানই তাঁর বিশেষ বদান্যতা প্রকাশ পেত। তবে হ্যাঁ, পরবর্তী বাক্য থেকে বুঝা যায়, জিবরীলের মুলাকাতের সময় তাঁর বদান্যতা আরো বহুগুণ বেড়ে যেত।

فيعرض عليه القرآن ঃ يعرض এর فاعل হলেন, জিবরীল। আর عليه এর مرجع হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। يعرض এর فاعل রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও হতে পারেন। অর্থাৎ জিবরীল (আ.) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পড়ে শুনাতেন। আবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও জিবরীল (আ.)কে পড়ে শুনাতেন। عرض عليه এর অর্থ قرأ عليه من الحفظ - মুখস্থ পড়া।

من الريح المرسلة ঃ অর্থাৎ اسخى ببذل الخير للخير من الريح المرسلة بالمطر- বৃষ্টি বহনকারী বাতাসের চেয়ে অধিক দানশীল।

তাশরীহ :

كان أجود ما يكون فى رمضان ঃ অন্য মানুষের তুলনায় রামাযান মাসে, বিশেষত হযরত জিবরীলের মুলাকাতের সময়গুলোতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দানশীলতা বহমান বাতাসের চেয়েও বেশি হতো। কারণ, এ মাসে আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি রহমতের সকল দরজা খুলে দেন। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন আল্লাহর গুণে গুণান্বিত। তাই এ মাসে তাঁর বদান্যতারও কোন সীমা ছিল না।

أجود بالخير من الريح ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বদান্যতাকে মুষলধারে বৃষ্টি বহনকারী বাতাসের সাথে তুলনা করা হয়েছে, দ্রুতগতির দিক থেকে বা উপকার সাধনের ব্যাপকতার দিক থেকে। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দানশীলতা বাতাসের চেয়ে গতিশীল ছিল বা বৃষ্টির উপকারের চেয়ে তাঁর দানশীলতা আরো ব্যাপক ছিল। বৃষ্টি তো শুধু উদ্ভিদ উৎপন্ন করে অথচ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বদান্যতা যাহির, বাতিন এবং দ্বীন দুনিয়ার সকল প্রয়োজন

পূর্ণ করে। বৃষ্টি যমীনকে যিন্দা করে আর তাঁর দান দিলকেও যিন্দা করে। তিনি ছিলেন মানবকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। তিনি যা পেতেন সব কিছু দান করে দিতেন। অনেক সময় এমন হয়েছে, ঘরের জন্য কিছু থাকতো না। নিজের কাছে না থাকলে প্রার্থনাকারীকে বলতেন, আমার নামে ঋণ করে নাও, আমি পরে পরিশোধ করে দিব। রামাযান মাসে বিশেষত হযরত জিবরীলের আগমনের সময় তো দানের কোন সীমা পরিসীমা থাকতো না। এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, রামাযান মাসে বিশেষত নেককারদের মুলাকাত ও কুরআন তিলাওয়াতের সময় বেশি বেশি দান করা চাই। আরো জানা গেল, দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে নেককারদের সোহবত খুবই কার্যকরী।

(المواهب اللدنية : صـ ٢٦٢، جمع الوسائل : جـ٢، صـ ٢١١-١٢)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب بدء الوحى، كتاب الصوم، باب أجود ما كان النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكون فى رمضان، كتاب بدء الوحى الخلق، باب ذكر الملائكة، كتاب المناقب، باب صفة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وكتاب فضائل القرآن باب كان جبريل يعرض القرآن على النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ومسلم فى صحيحه، كتاب الفضائل، باب كان النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة، والنسائى فى سننه، كتاب الصيام.

* * *

حديث : ٣٥٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِت، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ : "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ"

হাদীস : ৩৫৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগামী কালের জন্য কোন কিছু সঞ্চয় করে রাখতেন না।

শব্দবিশ্লেষণ :

لا يدخر ঃ মজুদ করে রাখা, সঞ্চয় করা।

তাশরীহ :

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্যে কোন কিছু সঞ্চয় করে রাখতেন না। সবই দান করে দিতেন। আগামী

দিনের চিন্তা করতেন না। এটা ছিল আল্লাহ তাআলার উপর তাঁর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুলের পরিচায়ক। তবে যাঁদের ভরণ-পোষণ তাঁর দায়িত্বে ছিল, যেমন বিবিগণ, তাঁদের এক বছরের খরচ তিনি একত্রে দিয়ে দিতেন। তাঁরা প্রয়োজনে খরচ করতেন এবং আল্লাহার রাস্তায় দান করতেন। ফলে কখনো এমন হতো যে, ঘরে রান্না করার মতো কিছুই থাকতো না।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه الترمذى فى جامعه، كتاب الزهد، باب ما جاء فى معيشة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأهله، وقال هذا حديث غريب، وقد روى هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا.

* * *

حديث : ٣٥٦- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ الْمَدِينِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَا عِنْدِي شَيْءٌ، وَلَكِنِ ابْتَعْ عَلَيَّ، فَإِذَا جَاءَنِي شَيْءٌ قَضَيْتُهُ "فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ، قَدْ أَعْطَيْتَهُ فَمَا كَلَّفَكَ اللّٰهُ مَا لا تَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَكَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَ عُمَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ، أَنْفِقْ وَلا تَخَفْ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلالا، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرِفَ فِي وَجْهِهِ الْبِشْرَ لِقَوْلِ الأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ قَالَ : "بِهَذَا أُمِرْتُ "

হাদীস : ৩৫৬. হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে তাকে কিছু দান করার জন্য প্রার্থনা করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এখন তো আমার নিকট কিছু নেই। তবে আমার নামে তুমি তোমার প্রয়োজনীয় জিনিস খরীদ করে নাও। আমার নিকট কিছু মাল এলে আমি তার দাম পরিশোধ করবো। উমার (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো তাকে ইতিপূর্বে দান করেছেন। আপনার সাধ্যাতীত বিষয়ে আল্লাহ আপনাকে আদিষ্ট করেননি। উমার (রা.)-এর এ কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মন :পূত হয়নি। তখন একজন আনসারী সাহাবী বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ইচ্ছামত দান করতে

থাকুন। আরশের মালিকের কাছ থেকে অপ্রতুলতার আশংকা করবেন না। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসেন এবং আনসারীর কথায় তাঁর চেহারা মুবারকে আনন্দের ছাপ ফুটে উঠে। অতঃপর তিনি বললেন, আমি এমনই আদিষ্ট হয়েছি।

শব্দবিশ্লেষণ :

ابتع ঃ الإبتاع থেকে أمر এর صيغة ক্রয় করা। অর্থাৎ أشتر ما تبغى بثمن يكون دينا - বাকিতে ক্রয় কর।

علىّ ঃ অর্থাৎ علىّ أداءه

فقال عمر ঃ এখানে فقال এর পরিবর্তে فقلت হওয়া ছিল স্বাভাবিক। কারণ, হযরত উমার নিজেই হলেন এ হাদীসের রাবী। সম্ভবত التفات হয়েছে।

قد أعطيته ঃ অর্থাৎ قد أعطيت السائل قبل هذا - এ প্রার্থনাকারীকে ইতিপূর্বে আপনি দান করেছেন। কাজেই পুনরায় দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এ বাক্যের আরেকটি অর্থ হল, قد أعطيت السائل ما عليك وهو الميسور من القول - আপনি প্রার্থনাকারীর ব্যাপারে আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন। আপনি তাকে উত্তম কথা বলেছেন, এখন আমার নিকট কিছু নেই।

لا تخف من ذى العرش إقلالا ঃ অর্থাৎ شيئا من الفقر আরশের অধিপতির পক্ষ থেকে দারিদ্র্যের আশংকা করবেন না।

البشر ঃ باء এর নিচে যের। الطلاقة والبشاشة - আনন্দ, প্রফুল্লতা।

(جمع الوسائل : جـ٢، صـ٢١٤)

তাশরীহ :

فكره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ঃ হযরত উমারের কথাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পসন্দ করেননি, এ কারণে নয় যে, সেটি শরীআত বিরোধী ছিল; বরং এ কারণে যে, কথাটি সর্বোচ্চ দানশীলতা ও বদান্যতার পরিপন্থী ছিল। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে এসেছেন উত্তম গুণাবলীর পূর্ণতা সাধনের জন্য।

(جمع الوسائل : جـ٢، صـ٢١٤)

درجة الحديث : ضعيف، فى إسناده موسى بن أبي علقمة المدينى مجهول.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف دون باقى الستة.

* * *

حديث : ٣٥٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حدثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ : "أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ وَأَجْرٍ زُغْبٍ، فَأَعْطَانِي مِلْءَ كَفِّهِ حُلِيًّا وَذَهَبًا "

হাদীস : ৩৫৭. রুবাইয়্যে বিনতে মুআব্বিয ইবনে আফরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট খাঞ্চাভর্তি খেজুর ও শসাসহ হাযির হলাম। তিনি আমাকে তাঁর মুঠিভর্তি অলংকার ও সোনা দান করেন।

ومن أخرج هذا الحديث : سبق تخريجه رقم : ٢٠٤

* * *

حديث : ٣٥٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ : "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا "

হাদীস : ৩৫৮. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদান প্রদান করতেন।

তাশরীহ :

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, হাদিয়া গ্রহণ করা যেমন সুন্নত, হাদিয়ার প্রতিদান প্রদান করাও সুন্নত।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الهبة، باب المكافاة فى الهبة، وأبو داود فى سننه، كتاب البيوع والإجارات، باب فى قبول الهدايا، والترمذى فى جامعه، باب ما جاء فى قبول الهدية والمكافاة عليها.

(٥٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي حَيَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ حَدِيثَانِ

অনুচ্ছেদ :: ৫০

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লজ্জাশীলতা

তাশরীহ :

লজ্জাগুণের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য এটিকে باب خلق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর অধীনে উল্লেখ না করে স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন।

* * *

حديث : ٣٥٩- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو داود حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ "

হাদীস : ৩৫৯. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্দানশীন কুমারীর চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি কোন জিনিস অপসন্দ করলে তা তাঁর চেহারা থেকেই আমরা বুঝতে পারতাম।

শব্দবিশ্লেষণ :

العذراء ঃ কুমারী, অবিবাহিতা।

خدرها ঃ পর্দা, অন্তঃপুর, খাস কামরা। এ শব্দটি عذرا থেকে حال হয়েছে বা عذراء এর صفت হয়েছে।

তাশরীহ :

দোষ বা নিন্দার ভয়ে মানুষের ভিতরে যে সংকোচন হয়, সেটিকে حياء বা লজ্জা বলে। শরীআতের পরিভাষায় حياء বলা হয়, মানুষের অন্তর্নিহিত এক শক্তিকে, যা তাকে যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। এটি একটি উন্নত চরিত্র।

من العذراء فى خدرها ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে সব ভাল গুণ পূর্ণ মাত্রায় ছিল। তিনি সব ভালগুণের পূর্ণতার জন্য প্রেরিত হয়েছেন।

عرفناه فى وجهه ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কিছু অপসন্দ করলে তা তাঁর চেহারা থেকে বুঝা যেত। অধিক লজ্জার কারণে তিনি তা মুখে প্রকাশ করতেন না। যেমন পর্দানশীন কুমারী মেয়ে তার পসন্দ অপসন্দের অনেক কিছু মুখে প্রকাশ করতে পারে না।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب المناقب، باب فى صفة النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كتاب الأدب، باب الحياء، ومسلم فى صحيحه، كتاب الفضائل، باب كثرة حيائه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وابن ماجة فى سننه كتاب الزهد باب الحياء.

* * *

حديث : ٣٦٠- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أخبرنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : "مَا نَظَرْتُ إِلَى فَرْجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَوْ قَالَتْ : "مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ "

হাদীস : ৩৬০. হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লজ্জাস্থানের প্রতি তাকাইনি।

তাশরীহ :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লজ্জা ও গাম্ভির্যতা এতো অধিক ছিল যে, হযরত আয়েশা (রা.) কখনো তাঁর লজ্জাস্থানের দিকে তাকাননি। কারণ, লজ্জাশীল মানুষের সামনে স্বভাবত লজ্জা আসে। অন্য এক হাদীসে হযরত আয়েশা সুস্পষ্ট বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো আমার লজ্জাস্থান দেখেননি। আর আমিও তাঁর লজ্জাস্থান দেখিনি। স্ত্রীদের মাঝে হযরত আয়েশার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক খোলামেলা ছিলেন। যখন তাঁর সাথে এতো লজ্জাশীল ছিলেন, তখন অন্যদের বিষয়টা সহজে অনুমেয়।

أو قالت الخ ঃ রাবীর সন্দেহ হয়েছে, رأيت ও نظرت শব্দের ব্যাপারে। قط এর ব্যাপারে নয়।

درجة الحديث : هذا حديث ضعيف وفى إسناده مولى لعائشة وهى مجهولة، قال المناوى لكن لما كان الحديث لا يثبت به حكم شرعى لم يبال بإيراده بإسناد فيه مجهول كذا ذكره العصام وليس كما زعم مما يثبت به حكم شرعى وهو كراهة نظر أحد الزوجين إلى فرج الأخر، فلا إتجاه لما ادعاه.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه ابن ماجة فى سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب النهى أن يرى عورة أخيه.

(٥١) بَابُ مَا جَاءَ فِي حِجَامَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ سِتَّةُ أَحَادِيثَ

অনুচ্ছেদ :: ৫১
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিঙ্গা লাগানো সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

حديث : ٣٦١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، وَقَالَ : "إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ "، أَوْ "إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمُ الْحِجَامَةَ "

হাদীস : ৩৬১. হুমাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)কে রক্তমোক্ষকের (যে শিঙ্গা লাগায়) উপার্জন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন (শিঙ্গা লাগিয়েছেন)। আবূ তাইবা তাঁর রক্তমোক্ষণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দুই সা' খাদ্যশস্য দেয়ার আদেশ করেন এবং তার মুনিবদের নিকট সুপারিশ করলে- তারা তার দৈনিক প্রদেয় মাশুলের পরিমাণ হ্রাস করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, তোমরা যেসব চিকিৎসা গ্রহণ করে থাকো, তার মধ্যে রক্তমোক্ষণ (শিঙ্গা লাগানো) উত্তম চিকিৎসা অথবা বলেছেন, তোমাদের ঔষধসমূহের মধ্যে রক্তমোক্ষণ উত্তম ঔষধ।

শব্দবিশ্লেষণ :

حجام ঃ রক্তমোক্ষক। যে শিঙ্গা লাগায়।

صاعين ঃ صاع এর দ্বিবচন। খাদ্যশস্যের মাপবিশেষ। ১ সা'= ৩ সের ৬ ছটাক।

أهله ঃ অর্থাৎ مواليه মুনিবগণ। তারা ছিল বনূ হারেসা গোত্রের লোক। মূলত আবূ তাইবার মুনিব ছিলেন এ গোত্রের محيصة بن مسعود। موالى বহুবচন বলা হয়েছে مجازا । যেমন বলা হয়, بنو فلان قتلوا رجلا -অথচ হত্যাকারী গোত্রের একজন মাত্র। হতে পারে أبو طيبة কয়েক জনের শরিকী গোলাম ছিলেন।

خراج ঃ خاء অক্ষরে যবর। গোলামের দৈনিক প্রদেয়, টোল, মাশুল।

তাশরীহ :

سئل عن كسب الحجام ঃ কোন কোন হাদীসে শিঙ্গা লাগানোকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করার নিন্দা করা হয়েছে। তাই প্রশ্নকারীর প্রশ্ন জেগেছে। মূলত এ ধরনের হাদীসে এ পেশাকে নাজায়েয বলা উদ্দেশ্য নয়; বরং নাপাক রক্ত থেকে সতর্ক করা উদ্দেশ্য।

فوضعوا عنه خراجه ঃ তদানীন্তন আরবে মুনিব ক্রীতদাসকে দৈনিক প্রদেয় নির্দিষ্ট মাশুলের বিনিময়ে অর্থ উপার্জনের অনুমতি দিত। আবূ তাইবাকেও মুনিব এভাবে অনুমতি দেন। তার দৈনিক মাশুল ছিল তিন সা'। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুনিবকে সুপারিশ করে এক সা' হ্রাস করান।

أفضل ما تداويتم الخ ঃ শিঙ্গা লাগানো উত্তম চিকিৎসা। তবে এটা সব স্থানের জন্য নয়। মক্কা-মদীনা তথা গরম প্রধান দেশের যুবকদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الطب، باب الحجامة من الداء، ومسلم فى صحيحه، كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجامة، والترمذى فى جامعه، كتاب البيوع، باب ما جاء فى الرخصة فى كسب الحجام، وأبو داود فى سننه، كتاب البيوع، باب فى كسب الحجام.

* * *

حديث : ٣٦٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ : "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ "

হাদীস : ৩৬২. হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রক্তমোক্ষণ করান (শিঙ্গা লাগান এবং আমাকে আদেশ করলে আমি রক্তমোক্ষকের (শিঙ্গা লাগানেওয়ালার) পারিশ্রমিক পরিশোধ করি।

তাশরীহ :

এ সব হাদীস থেকে বুঝা যায়, চিকিৎসা করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় এবং শিঙ্গা লাগানো, শিঙ্গা লাগিয়ে পারিশ্রমিক দেয়া-নেয়া জায়েয আছে।

* * *

حديث : ٣٦٣- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ على الأَخْدَعَيْنِ، وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ "

হাদীস : ৩৬৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘাড়ের দুই পাশে এবং উভয় কাঁধের মাঝখানে শিঙ্গা লাগান এবং শিঙ্গা লাগানেওয়ালাকে মজুরী প্রদান করেন। তা (মজুরী) হারাম হলে, তিনি তাকে মজুরী দিতেন না।

শব্দবিশ্লেষণ :

الأخدعين ঃ ঘাড়ের দুই পাশের রগ।

كتف ঃ কাঁধ, স্কন্ধ।

তাশরীহ :

কোন কোন হাদীসে শিঙ্গার মজুরীকে নিকৃষ্ট উপার্জন বলা হয়েছে। তাই কতিপয় আলেম এ মজুরীকে নাজায়েয বলেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) উভয় প্রকারের হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে বলেন, আযাদ ব্যক্তির জন্য নাজায়েয, গোলামের জন্য জায়েয।

জমহুর আলেমের মতে, শিঙ্গার মজুরী সকলের জন্য জায়েয। তবে না নেয়া উত্তম। তাঁর নিন্দার হাদীসগুলোকে অপসন্দের অর্থে গ্রহণ করেছেন।

(جمع الوسائل : جـ٢، صـ٢٢١)

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف من هذا الوجه.

* * *

حديث : ٣٦٤- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ وَسَأَلَهُ : "كَمْ خَرَاجُكَ؟ "فَقَالَ : ثَلاثَةُ آصُعٍ، فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ

হাদীস : ৩৬৪. হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রক্তমোক্ষককে ডাকেন। সে তাঁর রক্তমোক্ষণ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার দৈনিক প্রদেয় মাশুল কত? সে বলল, তিন সা'। তিনি তার মুনিবের কাছে সুপারিশ করে এক সা' হ্রাস করেন এবং তার মজুরী পরিশোধ করেন।

তাশরীহ :

সম্ভবত এ রক্তমোক্ষক আবূ তাইবা ছিলেন। যার সম্পর্কে পূর্বের হাদীসে আলোচনা হয়েছে।

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف دون باقي الستة.

* * *

حديث : ٣٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالا : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ فِي الأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ "

হাদীস : ৩৬৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘাড়ের দুই পাশের শিরায় এবং দুই কাঁধের মাঝখান বরাবর শিঙ্গা লাগাতেন। তিনি সাধারণত মাসের ১৭ বা ১৯ বা ২১ তারিখে শিঙ্গা লাগাতেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

الأخدعين ঃ ঘাড়ের দুই পাশের রগ।

الكاهل ঃ স্কন্ধমূল, গ্রীবাসন্ধি।

তাশরীহ :

বিজ্ঞানী ইবনে সীনার মতে মাসের শুরু এবং শেষে শিঙ্গা লাগানো উচিত নয়; বরং মধ্যভাগে লাগানো ভাল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশি বেশি শিঙ্গা লাগাতেন। এর একটি কারণ ছিল, খায়বারের এক ইহুদী পরিবার খাদ্যের মাধ্যমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষ প্রয়োগ করেছিল। যদিও তিনি এ খাদ্য গলধ:করণ করেননি, তবুও এর কিছু ক্রিয়া ভিতরে প্রবেশ করেছিল। যা মাঝে মাঝে বিশেষত গ্রীষ্মকালে চাঙ্গা হয়ে উঠত। তখন দেহের যে অংশে বিষক্রিয়া দেখা দিত, সে অংশে তিনি শিঙ্গা লাগাতেন।

(خصائل نبوى : صـــ٢٢٣)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب الطب، باب فى الحجامة وابن ماجة فى سننه، كتاب الطب، باب موضع الحجامة، والترمذى فى جامعه، كتاب الطب، باب ما جاء فى الحجامة.

* * *

حديث : ٣٦٦- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍأخبرنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : "أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِمَلَلٍ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ

হাদীস : ৩৬৬. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী) মালাল নামক স্থানে ইহরাম অবস্থায় তাঁর পায়ের পাতার উপরিভাবে শিঙ্গা লাগিয়েছেন।

তাশরীহ :

এ হাদীস থেকে জানা গেল, ইহরাম অবস্থায় শিঙ্গা লাগানো জায়েয আছে। তবে শর্ত হল, যেন কোন পশম না উঠে।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب المناسك، باب المحرم يحتجم، والنسائى فى سننه، كتاب مناسك الحج، باب حجامة المحرم على ظهر القدم.

(٥٢) بَابُ : مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ ثَلاَثَةُ أَحَادِيثَ

অনুচ্ছেদ :: ৫২
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামসমূহ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

তাশরীহ :

এখানে নাম বলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্ত্বাগত নাম এবং গুণবাচক নাম উভয়টি উদ্দেশ্য।

আবূ বকর ইবনুল আরবী জামি' তিরমিযীর শরাহগ্রন্থ عارضة الأحوذى–তে কোন কোন আলেম থেকে নকল করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক হাজার নাম আছে। অতঃপর তিনি ষাটের অধিক নাম বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম সুয়ূতী (র.) এ বিষয়ে البهجة السنية فى الأسماء النبوية নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন। তাতে প্রায় পাঁচশত নাম উল্লেখ করেছেন।

সব নাম কোন এক হাদীসে এক সাথে উল্লেখ করা হয়নি। বিভিন্ন হাদীসে বিক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ আছে।

ইমাম তিরমিযী (র.) এ কিতাবে নয়টি নাম উল্লেখ করেছেন।

* * *

অধিক নাম ব্যক্তির উচ্চ মর্যাদার পরিচায়ক

حديث : ٣٦٧– حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّ لِي أَسْمَاءً، أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللّٰهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ"

হাদীস : ৩৬৭. হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার বেশ কিছু নাম আছে। যেমন আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি মাহী (নির্মূলকারী)। আল্লাহ

তাআলা আমার মাধ্যমে কুফরকে বিলীন করবেন। আমি হাশের (সমবেতকারী) আমার পদাংক অনুসরণ করে কিয়ামতের ময়দানে সকল লোককে সমবেত করা হবে এবং আমি আকিব (পশ্চাতে আগমনকারী) যাঁর পরে আর কোন নবী আসবে না।

তাশরীহ :

শেষের নাম তিনটির শাব্দিক ব্যাখ্যা হাদীসে উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রথম দুই নামের ব্যাখ্যা উল্লেখ নেই। এর কারণ সম্ভবত এও হতে পারে যে, প্রথম দুইটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্ত্বাগত নাম আর শেষোক্ত তিনটি গুণবাচক নাম।

محمد ঃ নামটি تحميد থেকে اسم مفعول অধিক প্রশংসিত, প্রশংসনীয়। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী ছিলেন। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এবং ফেরেশতা, নবী ও ওলীগণ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত সকলে তাঁর প্রশংসা করতে থাকবেন বা কিয়ামতের ময়দানে لواء حمد প্রশংসার পতাকার নিচে আশ্রয় গ্রহণকারীগণ তাঁর প্রশংসা করবেন। এ জন্য তাঁর নাম محمد রাখা হয়েছে।

أحمد ঃ অর্থ أحمد الحامدين- অধিক প্রশংসাকারী বা أحمد المحمودين -অধিকতর প্রশংসনীয়। অর্থাৎ اسم فاعل বা اسم مفعول উভয় অর্থের জন্য হতে পারে। তবে এখানে প্রথম অর্থটি অধিক প্রযোজ্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসা বর্ণনাকারী।

الماحى ঃ নির্মূলকারী, বিলোপসাধনকারী, নিশ্চিহ্নকারী। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন কুফর-শিরক নির্মূলকারী। তাই তাঁর একটি গুণবাচক নাম হল الماحى।

الحاشر ঃ একত্রিতকারী, সমবেতকারী। সর্বপ্রথম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাশরের মাঠে উঠবেন। অতঃপর তাঁর পেছনে সকলে হাশরের মাঠে সমবেত হবে। সে হিসাবে তিনি সকলের সমবেতকারী হলেন।

العاقب ঃ পশ্চাতে আগমনকারী। যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব নবীর পেছনে এবং শেষে দুনিয়াতে আগমন করেছেন, তিনি সর্বশেষ নবী। তাই তাঁর একটি গুণবাচক নাম العاقب।

এ হাদীস খতমে নবুওয়াতের দলীল।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب المناقب، باب ما جاء فى أسماء رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كتاب التفسير، باب يأتى من بعدى اسمه أحمد ومسلم فى صحيحه، كتاب الفضائل، باب فى أسمائه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والترمذى فى جامعه، كتاب الأدب، باب ما جاء فى أسماء النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

* * *

حديث : ٣٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : لَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ : "أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَأَنَا الْمُقَفَّى، وَأَنَا الْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ الْمَلاحِمِ ".

হাদীস : ৩৬৮. হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মদীনার কোন এক রাস্তায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করি। তখন তিনি বললেন, আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি নাবিইউর রহমত (রহমতের নবী) ও নাবিইয়ুত তাওবা, আমি মুকাফ্ফী (সর্বশেষ আগমনকারী) আমি হাশের, আমি নাবিইউল মালাহিম।

তাশরীহ :

أنا نبى الرحمة ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি গুণবাচক নাম হল, نبى الرحمة- দয়ার নবী, শান্তির নবী। তিনি ছিলেন, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য রহমত। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ﴾

'আমি তোমাকে বিশ্বাবাসীর জন্য রহমত হিসাবে পাঠিয়েছি।'

তিনি মু'মিনদের জন্য রহমত এটা তো সুস্পষ্ট। দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানে তিনিই ওসীলা। আর কাফিরদের জন্য রহমত এভাবে যে, তাঁর ওসীলায় এ উম্মতের উপর পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের ন্যায় ব্যাপক আযাব আসেনি। যতদিন তাঁর আনীত দ্বীন বাকি থাকবে, দুনিয়া বাকি থাকবে, কাফির-মুশরিক সকলে বাকি থাকবে। তিনি বিশ্ব নবী। এ দিক থেকে তিনি গোটা বিশ্বের জন্য রহমত। সকলে এ রহমত গ্রহণ করতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দয়া, মায়া, অনুকম্পা, ক্ষমা, ন্যায় বিচার

ইত্যাদি মানবিক গুণাবলীর পূর্ণতা সাধন করেছেন। তিনি আল্লাহ তাআলার অপার দয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। কাজেই তিনি রহমতের নবী।

نبی التوبة ঃ তিনি তাওবার নবী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে অধিক তাওবা করতেন, উম্মতকেও বেশি বেশি তাওবার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই তাঁর একটি গুণবাচক নাম نبی التوبة।

وانا المقفی ঃ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি গুণবাচক নাম 'আল মুকাফ্ফী' সর্বশেষে আগমনকারী। যার পরে আর কোন নবীর আগমন হবে না। তিনি খাতামুন নবী- সর্বশেষ নবী বা এর অর্থ নবীদের অনুসরণকারী। যেহেতু তাওহীদ ইত্যাদি দ্বীনের মূল বিষয়ে সব নবীদের শিক্ষা এক ও অভিন্ন ছিল। সে হিসাবে তাঁর এক নাম 'আল-মুকাফ্ফী' নবীদের অনুসরণকারী।

نبی الملاحم ঃ ملحمة এর বহুবচন অর্থ যুদ্ধ। 'নাবিইউল মালাহিম' অর্থাৎ জিহাদের নবী। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য দ্বীনকে বিজয়ী করা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক জিহাদ করেছেন এবং তিনি বলেছেন, আমার আবির্ভাব থেকে কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত থাকবে। তাই তাঁর আরেকটি গুণবাচক নাম نبی الملاحم।

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف دون باقی الستة.

* * *

حديث : ٣٦٩– حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخبرنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ، هَكَذَا، قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ رضی الله عنه.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف دون باقی الستة.

(٥٣) بَابُ : مَا جَاءَ فِي عَيْشِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ تِسْعَةُ أَحَادِيثَ

অনুচ্ছেদ :: ৫৩
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন-জীবিকা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

তাশরীহ :

এ শিরোনামটির পুনরাবৃত্তি হয়েছে। পূর্বে ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে একবার উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন অনুলিপিতে সব কয়টি হাদীস এক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই যুক্তিসঙ্গত। তবে আমাদের কাছে যে অনুলিপি বিদ্যমান, তাতে অনুচ্ছেদটি দুই স্থানে পাওয়া যায়। এটা অনুলিপিকারদের ভুল হতে পারে বা ইমাম তিরমিযী (র.)-এর বিশেষ কোন উদ্দেশ্যও নিহিত থাকতে পারে। সম্ভবত কিতাবের শুরুতে এবং শেষে একই অনুচ্ছেদের পুনরাবৃত্তি করে তিনি এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গোটা জীবন একই রকম কেটেছে। জীবনের শেষে যখন প্রচুর গণীমতের মাল এসেছে, তখনো তিনি নিজের জন্য দারিদ্র্যের জীবনকে পসন্দ করেছেন।

* * *

حديث : ٣٧٠– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ : أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ؟ "لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ، مَا يَمْلأُ بَطْنَهُ "

হাদীস : ৩৭০. সিমাক ইবনে হারব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা.)কে বলতে শুনেছি, তোমরা কি তোমাদের মর্জি মাফিক খাদ্য ও পানীয় পাচ্ছো না? অথচ আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি নিম্নমানের খেজুরও পেট ভরে খেতে পাননি।

শব্দবিশ্লেষণ :

فى طعام وشراب الخ ঃ এ বাক্যটি উহ্য মাসদারের সিফাত।

বাক্যটি নিম্নরূপ হবে :

ألستم منعمين فى طعام وشراب مقدار ما شئتم من التوسعة والإفراط فى المأكول والمشروب.

ما شئتم এর মাঝে ما টি موصولة আবার مصدريةও হতে পারে।

الدقل ঃ د ও ق অক্ষরে যবর। নিম্নমানের খেজুর।

ومن أخرج هذا الحديث : سبق تخريجه رقم : ١٥٣

* * *

حديث : ٣٧١– حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : "إِنْ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ نَمكُثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ، إِنْ هُوَ إِلاَّ التَّمْرُ وَالْمَاءُ"

হাদীস : ৩৭১. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার-পরিজন এক এক মাস এমনভাবে কাটাতাম যে, আমাদের চুলায় আগুন জ্বলতো না। শুধু খেজুর ও পানি দিয়ে দিন গুযরান হতো।

শব্দবিশ্লেষণ :

أن كنا ঃ أن টি مثقلة থেকে مخففة হয়েছে।

آل محمد ঃ رفع এর সাথে। كنا এর ضمير الفاعل থেকে بدل হয়েছে। কেউ কেউ منصوب পড়েছেন। তখন উহ্য أعنى এর مفعول له হবে।

ما نستوقد الخ ঃ বাক্যটি حال হয়েছে।

إن هو الخ ঃ অর্থাৎ ما المطعوم।

তাশরীহ :

نمكث شهرا ما نستوقد الخ ঃ 'চুলায় আগুন জ্বলতো না' অর্থাৎ রান্না করার মতো ঘরে কিছু থাকতো না। এ হাদীসে এক মাস আগুন না জ্বলার কথা বলা হয়েছে। দুই মাস, দেড় মাস ও পনের দিনের কথাও বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে। উদ্দেশ্য হলো, এ অবস্থা বার বার হয়েছে। বিভিন্ন মেয়াদে হয়েছে। (جمع الوسائل : جـ٢، صـ ٢٣٢)

ان هو إلاّ التمر والماء ঃ খেজুরের সাথে পানির উল্লেখ করার কারণ হলো, খেজুরও এ পরিমাণ হতো না যে, শুধু খেজুর খেয়ে পেট ভরা যায়; বরং পানির সাহায্য নেয়া হতো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্য এবং নিজের পরিজনবর্গের জন্য স্বেচ্ছায় এ দারিদ্র্য বেছে নিয়েছিলেন। অন্যথায় ইচ্ছা করলে তিনি অনেক ধনভাণ্ডারের মালিক হতে পারতেন।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه وتخليهم من الدنيا، ومسلم فى صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، وابن ماجة فى سننه، كتاب الزهد، باب معيشة آل محمد صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

* * *

حديث : ٣٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ : "شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوعَ وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَطْنِهِ عَنْ حَجَرَيْنِ".

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ لا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ : وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ، قال كَانَ أَحَدُهُمْ يَشُدُّ فِي بَطْنِهِ الْحَجَرَ مِنَ الْجُهْدِ وَالضَّعْفِ الَّذِي بِهِ مِنَ الْجُوعِ

হাদীস : ৩৭২. হযরত আবূ তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ক্ষুধার অভিযোগ করলাম এবং আমাদের প্রত্যেকের পেটে একটি করে পাথর বাঁধা দেখালাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পেটে দুইখানা পাথর বাঁধা দেখালেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

رفعنا ঃ প্রথম عن এর সম্পর্ক رفعنا এর সাথে। দ্বিতীয় عن টি উহ্য মাসদারের صفت। বাক্যটি নিম্নরূপ হবে :

كشفنا ثيابنا عن بطوننا كشفا صادرا عن حجر حجر فالمعنى لكل منا حجر واحد رفع عنه فالتكرير باعتبار تعدد المخبر عنهم بذلك.

حجر শব্দটির পুনরাবৃত্তি থেকে বুঝা যায়, প্রত্যেকের পেটে একটি করে পাথর বাঁধা ছিল।

তাশরীহ :

হিজরতের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীগণ কিরূপ দরিদ্রতা ও ক্ষুধার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার একটি চিত্র এ হাদীসে ফুটে উঠেছে।

মদীনাবাসী যখন ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হতেন, তখন পেটে পাথর বাঁধতেন। এতে কষ্ট কিছুটা কম হতো। কারো কারো মতে, মদীনায় 'মুশবিয়া' নামক এক প্রকার বিশেষ পাথর পাওয়া যেত, এ পাথর বাঁধলে ক্ষুধার যন্ত্রণা লাঘব হতো। সাহাবায়ে কিরাম এ বিশেষ পাথর পেটে বাঁধতেন।

এক হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম صوم وصال ইফতার না করে একাধারে রোযা রাখতেন এবং বলতেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে পানাহার করান। এতে বুঝা যায়, পানাহার ত্যাগ করার দ্বারা তিনি ক্ষুধা অনুভব করেন না। প্রশ্ন হয়, তাহলে পেটে পাথর বাঁধতেন কেন?

এর বিভিন্ন জবাব দেয়া হয়েছে।

- পাথর বাঁধা সম্পর্কিত হাদীস প্রথম দিকের, আর আল্লাহ তাআলা কর্তৃক পানাহার করানোর হাদীস শেষ দিকের।
- পানাহার করানোর বিষয়টি শুধু রোযা অবস্থায় হয়ে থাকে।
- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষুধার কষ্ট অনুভব হতো না, শুধু সাহাবীদের কষ্টে শরীক হওয়ার জন্য এরূপ করতেন।

(جمع الوسائل، جـ٢، صـ ٢٣٤، خصائل نبوى : صـ٢٢٩)

درجة الحديث : قال أبو عيسى : هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة، قال القارى أى غرابته ناشئة من طريق أبي طلحة، لا من سائر الطريق، وقال أبو عيسى : لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه، قال ميرك : ورواته ثقات يعنى فلا يضره الغرابة فإنها لا تنافى الحسن والصحة، فان الغريب يتفرد بروايته عدل ضابط من رجال النقل فإن كان التفرد برواية متنبه فهو غريب متنا وان كان بروايته عن غير الحروف عنه كان يعرف عن صحابي فيرويه عدل وجده عن صحابي آخر فهو غريب إسنادا، وهذا الذى يقول فيه الترمذى غريب من هذا الوجه.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه الترمذى فى جامعه، باب ما جاء فى معيشة أصحاب النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

* * *

حديث : ٣٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَاعَةٍ لا يَخْرُجُ فِيهَا، وَلا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ : "مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ "، قَالَ : خَرَجْتُ أَلْقَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْظُرُ فِي وَجْهِهِ، وَالتَّسْلِيمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ عُمَرُ، فَقَالَ : "مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ؟ "، قَالَ : الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ ﷺ : "وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذَلِكَ "، فَانْطَلَقُوا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ رَجُلا كَثِيرَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ وَالشَّاءِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ، فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَالُوا لامْرَأَتِهِ : أَيْنَ صَاحِبُكِ؟ فَقَالَتْ : انْطَلَقَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا الْمَاءَ، فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الْهَيْثَمِ بِقِرْبَةٍ يَزْعَبُهَا، فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُفَدِّيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى حَدِيقَتِهِ فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطًا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى نَخْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنْوٍ فَوَضَعَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَفَلا تَنَقَّيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِهِ؟ "فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوا، أَوْ تَخَيَّرُوا مِنْ رُطَبِهِ وَبُسْرِهِ، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ.فَقَالَ النبى ﷺ : "هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ! ظِلٌّ بَارِدٌ، وَرُطَبٌ طَيِّبٌ، وَمَاءٌ بَارِدٌ ".فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمِ لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا.فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لا تَذْبَحَنَّ لنا ذَاتَ دَرٍّ "، فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا أَوْ جَدْيًا، فَأَتَاهُمْ بِهَا فَأَكَلُوا، فَقَالَ النبى ﷺ : "هَلْ لَكَ خَادِمٌ؟ "، قَالَ : لا، قَالَ : "فَإِذَا أَتَانَا، سَبْيٌ، فَأْتِنَا ".فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ، فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اخْتَرْ مِنْهُمَا "فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، اخْتَرْ لِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ، خُذْ هَذَا، فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي، وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا ".فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمِ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : مَا أَنْتَ بِبَالِغٍ مَا قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ بِأَنْ تَعْتِقَهُ، قَالَ : فَهُوَ عَتِيقٌ، فَقَالَ ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلا خَلِيفَةً إِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ : بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لا تَأْلُوهُ خَبَالا، وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ "

হাদীস : ৩৭৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন সময় ঘরের বাইরে এলেন,

যখন তিনি সাধারণত বাইরে আসনে না এবং কেউ তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে আসে না। এমন সময় আবূ বকর (রা.) তাঁর নিকট এলে তিনি বললেন, হে আবূ বকর! কোন প্রয়োজন তোমাকে নিয়ে এসেছে? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতের জন্য, তাঁর চেহারা মুবারক দর্শনের জন্য এবং তাঁকে সালাম করার জন্য বের হয়েছি। কিছুক্ষণ না যেতেই উমার (রা.)ও এসে উপস্থিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কিসে নিয়ে এসেছে হে উমর! তিনি বলেন, ক্ষুধার তাড়না হে আল্লাহর রাসূল! নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমিও কিছু ক্ষুধা অনুভব করছি। এরপর তাঁরা আবুল হাইসাম ইবনে তায়্যিহান আল আনসারী (রা.)-এর বাড়ির দিকে রওয়ানা করেন। তিনি বিরাট খেজুর বাগান ও অনেক বকরীর মালিক ছিলেন।

কিন্তু তাঁর কোন খাদেম ছিল না। তাঁরা তাকে বাড়িতে না পেয়ে তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার সাথী (স্বামী) কোথায়? স্ত্রী বললেন, তিনি আমাদের জন্য মিঠা পানি আনতে গিয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবুল হাইসাম (রা.) মশকভর্তি পানি নিয়ে ফিরে এলেন এবং সেটা রেখেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। তারপর তাঁদের সঙ্গে নিয়ে তিনি তাঁর বাগানে গেলেন এবং তাঁদের জন্য বিছানা বিছিয়ে দিলেন। তারপর তিনি খেজুর গাছ থেকে এক ছড়া পেড়ে এনে তাঁদের সামনে রেখে দিলেন। (এতে পাকা আধা পাকা সব ধরনের খেজুর ছিল।) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, আমাদের জন্য পাকা খেজুর বেছে আলাদা করে আনলে না কেন? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মনে করলাম, যাতে আপনারা নিজেদের পসন্দ মতো পাকা, আধা পাকা খেজুর বেছে বেছে খেতেন পারেন (সে জন্যই এভাবে নিয়ে এসেছি।)

সুতরাং তাঁরা খেজুর এবং উক্ত পানি থেকে পান করেন। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, শপথ সেই সত্তার! যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এ সব নেআমত সম্পর্কেও কিয়ামতের দিন তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। এই সুশীতল ছায়া, সুস্বাদু পাকা খেজুর, আর ঠাণ্ডা পানি (কতই না উত্তম নেআমত) অতঃপর আবুল হাইসাম (রা.) তাঁদের জন্য খাবার তৈরী করতে চলে গেলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলে দিলেন, দুগ্ধবতী বকরী যবেহ করবে না। কাজেই তিনি

একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করেন এবং রান্না করে নিয়ে আসেন। তাঁরা তা আহার করেন। অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার কোন খাদেম আছে কি? তিনি বললেন, না। তিনি বললেন, আমার নিকট যখন গোলাম আসবে, তখন তুমি এসো। পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দু'টি গোলাম আসে। তাদের সাথে তৃতীয় কোন গোলাম ছিল না। আবুল হাইসাম (রা.) হাযির হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, এ দু'টির যেটি তোমার পসন্দ হয় বেছে নাও। তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমার জন্য আপনিই বেছে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হয়, তাকে আমানতদার হতে হয়। ঠিক আছে, তুমি এটিই নাও, আমি একে নামায পড়তে দেখেছি। তার সাথে সদাচারের জন্য আমার উপদেশ গ্রহণ করো।

আবুল হাইসাম (রা.) তাঁর স্ত্রীর নিকট পৌঁছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদেশ সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। স্ত্রী বললেন, একে আযাদ করে দেয়া ছাড়া আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদেশ যথাযথভাবে পালন করতে পারবেন না। তিনি বললেন, ঠিক আছে, এখন সে আযাদ-মুক্ত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘটনাটি শুনে বললেন, আল্লাহ তাআলা যত নবী ও খলীফা পাঠিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই দু'জন করে বিশেষ পরামর্শদাতা আছে। একজন পরামর্শদাতা তাকে সর্বদা সৎকাজের পরামর্শ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা দেয়। অপরজন তাকে ধ্বংস করার ব্যাপারে কোন ত্রুটি করে না। যাকে এই অসৎ পরামর্শদাতা থেকে হেফাযত করা হলো সে যাবতীয় মন্দ থেকে বেঁচে গেল।

শব্দবিশ্লেষণ :

ابو الهيثم ঃ বিশিষ্ট সাহাবী। তাঁর নাম ছিল, মালেক।

التيهان ঃ يا অক্ষরে তাশদীদ ও যের যোগে। তাঁর নাম ছিল আমির ইবনে হারেস।

الشاء ঃ شاة এর বহুবচন। বকরী।

خدم ঃ خادم এর বহুবচন।

يستعذب الماء ঃ মিষ্টি পানি আনা।

قربة ঃ মশক।

يزعبها ঃ বাবে فتح থেকে। মশক ভর্তি করা।

يَفْدِيه ঃ ضرب থেকে। কোন কোন নুসখায় يُفَدِّيْه বাবে تفعيل থেকে এসেছে। উৎসর্গ করা।

قنو ঃ ق এর নিচে যের। গুচ্ছ, ছড়া, কাঁদি।

ذات در ঃ د অক্ষরে যবর। দুগ্ধবতী।

المستشار ঃ যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়।

مؤتمن ঃ আমানতদার।

استوص به معروفا ঃ أمر-এর صيغة অর্থাৎ إقبل وصيتى فى شانه بالمعروف- তার সাথে সদাচারণ করার জন্য আমার উপদেশ গ্রহণ করো।

عناقا ঃ বকরীর মাদী বাচ্চা, যেটির এক বছর পূর্ণ হয়নি।

جديا ঃ বকরীর নর বাচ্চা, যেটির বয়স এক বছর পূর্ণ হয়নি।

بطانة ঃ ب এর নিচে যের। অন্তরঙ্গ বন্ধু, ঘনিষ্ট ব্যক্তি, পরামর্শদাতা।

سبى ঃ বন্দী, গোলাম

لا تألوه ঃ لا تقصر- ত্রুটি না করা।

خبالا ঃ فسادا-ক্ষতি, অনিষ্ট।

তাশরীহ :

ما جاء بك يا أبا بكر الخ ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘর থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে একই সময়ে হযরত আবূ বকর (রা.) বের হয়ে আসেন। এটা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর পূর্ণ তবয়ী মিলের পরিচায়ক।

خرجت ألقى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ঃ হযরত আবূ বকর (রা.) ক্ষুধার যন্ত্রণায় বের হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জ্যোতির্ময় চেহারা দর্শনের পর ক্ষুধার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, ক্ষুধার কথা এ জন্য প্রকাশ করেননি যে, এতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কষ্ট হতে পারে।

لم يبعث نبيا ولا خليفة الخ ঃ এখানে খলীফা দ্বারা উদ্দেশ্য নবীর স্থলাভিষিক্ত উমারা এবং উলামায়ে কিরাম। তাঁদের প্রত্যেকের সাথে দু'জন পরামর্শদাতা থাকে। একজন بطانة الخير-সৎ পরামর্শদাতা। তিনি হলেন

ফেরেশতা। আরেকজন بطانة السوء-অসৎ পরামর্শদাতা। সে হলো শয়তান। বাকি নবীগণ অসৎ পরামর্শদাতার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকেন। এই দুই পরামর্শদাতা যখন নবী এবং তাঁদের খলীফাদের সাথে থাকেন, তখন অন্যদের সাথে অবশ্যই থাকেন।

সুতরাং সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে :

عن ابن مسعود قال قال رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما منكم من أحد إلاّ وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله! قال وإياى ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يامرني إلاّ بخير. بحوالة مشكوة، باب فى الوسوسة.

ومن يوق بطانة الخ ঃ হযরত আবুল হাইসাম (রা.)-এর স্ত্রী ছিলেন সৎ পরামর্শদাতা সমতুল্য। তিনি একজন নামাযী গোলামকে আযাদ করে দেওয়ার সুপারিশ করেছেন, নিজের আরামের প্রতি একটুও খেয়াল করেননি।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় :

* প্রয়োজনে বেগানা মহিলার সাথে কথা বলা, তার কথা শোনা জায়েয আছে, যদি ফেৎনার আশংকা না থাকে।
* স্বামীর সম্মতি থাকলে স্ত্রীর জন্য স্বামীর ঘরে অন্য কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া জায়েয আছে এবং মেযবানের সম্মতি থাকলে তার স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে মেহমানের জন্য মেযবানের ঘরে প্রবেশ করা জায়েয আছে, যদি ফেৎনার আশংকা না থাকে।
* ঠাণ্ডা মিষ্টি পানি সংগ্রহ করা, পান করা যুহদের পরিপন্থী নয়।
* স্বামীর জন্য স্ত্রী ও পরিবারের খেদমত করা বিনয় ও আখলাকের পরিচায়ক।
* মেযবানের উচিৎ মেহমানের সামনে উত্তম যা কিছু থাকে তা পেশ করা।
* তৃপ্তি সহকারে পানাহার করা জায়েয। তবে এতো অধিক আহার করা মাকরূহ, যা পাকস্থলীর জন্য বোঝা হয়, ইবাদত বন্দেগীতে অলসতা সৃষ্টি করে।
* ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে ভুল পরামর্শ দেওয়া আমানতে খেয়ানত করার নামান্তর।
* পরামর্শদাতার উচিত তার পরামর্শের যৌক্তিকতা তুলে ধরা। যাতে পরামর্শ গ্রহণ করা সহজ হয়। (المواهب اللدنية : صـ ٢٧٣-٢٧٦)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب الأدب، باب فى المشورة وابن ماجة فى سننه، كتاب الأدب، باب المستشار مؤتمن، والترمذى فى جامعه، كتاب الزهد، باب ما جاء فى معيشة أصحاب النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

* * *

حديث : ٣٧٤- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ : "إِنِّي لأَوَّلُ رَجُلٍ اَهْرَاقَ دَمًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ﷺ وَإِنِّي لأَوَّلُ رَجُلٍ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَغْزُو فِي الْعِصَابَةِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، مَا نَأْكُلُ إِلاَّ وَرَقَ الشَّجَرِ وَالْحُبْلَةِ، حَتَّى تَقَرَّحَتْ أَشْدَاقُنَا، وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ وَالْبَعِيرُ، وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يَعْزُرُونِّي فِي الدِّينِ، لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي ".

হাদীস : ৩৭৪. কায়েস ইবনে হাযেম (র.) বলেন, আমি হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি, আমিই প্রথম ব্যক্তি যে, আল্লাহর রাস্তায় রক্ত ঝরিয়েছে এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে আল্লাহর রাস্তায় তীর ছুঁড়েছে। আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের সাথে এক যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করি। তখন খাদ্যাভাবে আমরা শুধু গাছের পাতা ও বাবলা গাছের ফল খেয়েছি। ফলে আমাদের চোয়াল ক্ষত হয়ে যায় এবং পাতা খাওয়ার কারণে আমাদের একেকজন ছাগল ও উটের বিষ্টার ন্যায় পায়খানা করতো।

কিন্তু আজকাল আসাদ গোত্রের লোকেরা দ্বীনের ব্যাপারে আমাকে তিরস্কার করছে। যদি দ্বীনের ব্যাপারে আমার অজ্ঞতার এ অবস্থা হয়ে থাকে, যা তারা বলছে, তাহলে তো আমার জীবন ব্যর্থ হলো এবং আমার সকল আমলই বরবাদ হয়ে গেল।

শব্দবিশ্লেষণ :

أهراق ঃ أراق প্রবাহিত করা।

لقد رأيتنى ঃ أبصرت نفسى।

العصابة ঃ ع অক্ষরে যের। দশ থেকে চল্লিশ জনের জামাআত, দল।

الحبلة ঃ ح অক্ষরে পেশ, ب অক্ষরে জযম। বাবলা গাছের ফল।

تقرحت ঃ صارت ذات قروح-জখমী হওয়া, ক্ষত-বিক্ষত হওয়া।

أشداقا ঃ شدق এর বহুবচন। চোয়াল।

يعزّرونى ঃ يوبخونى- তিরস্কার করা, ভৎর্সনা করা।

তাশরীহ :

ইমাম তিরমিযী (র.)-এর উদ্দেশ্য হল, ইসলামের প্রথম যুগের মুজাহাদা এবং কষ্ট-ক্লেশের কথা বর্ণনা করা। তাই তিনি হাদীসটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসে হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) নিজের কতিপয় অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। এর প্রেক্ষাপট ছিল, হযরত উমার (রা.)-এর খেলাফতকালে তিনি বসরার শাসক ছিলেন। সেখানকার কিছু লোক হযরত উমারের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ করে। এমনকি তারা বলে, সা'দ (রা.) যথাযথভাবে নামাযও আদায় করে না।

হযরত উমার (রা.) হযরত সা'দ (রা.)কে ডেকে এ সব অভিযোগের কথা জানালে তিনি এসব অভিযোগ খণ্ডন করে ইসলামের জন্য তাঁর মুজাহাদা ও কুরবানীর কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, এখন এরা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে, আমি ঠিকমতো নামায আদায় করি না। আমি তো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখেছি, ঠিক সেভাবেই আদায় করি। এতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করি না।

হযরত উমার ঘটনার তদন্তের জন্য দুইজন লোক কুফায় পাঠান। তারা সেখানে ঘুরে ঘুরে অভিযোগ সম্পর্কিত সঠিক তথ্য সংগ্রহ করেন। প্রতিটি মসজিদে গিয়ে মুসল্লীদেরকে হযরত সা'দ (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সকলে তাঁর প্রশংসা করে। মাত্র একজন লোক বললো, যখন কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, তাহলে বলতেই হয়,

(ক) সা'দ জীবনের মায়ায় জিহাদে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে।

(খ) অর্থ বণ্টনে সমতা রক্ষা করে না।

(গ) ন্যায় বিচার করে না।

হযরত সা'দ (রা.) এ মিথ্যা অভিযোগকারীর জন্য তিনটি বদ দুআ করেন,

১। হে আল্লাহ! তুমি এ ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করে দাও।

২। তাকে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত করো।

৩। তাকে ফিৎনায় পতিত করো।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা করেন, আমি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছি, সে বার্ধক্যের ভারে এত কাবু হয়েছিল যে, তার ভ্রু চোখের উপর ঝুলে পড়েছিলো।

ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতো। পথে-ঘাটে মেয়েদেরকে উত্যক্ত করতো। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতো, সা'দের বদ্ দুআ লেগেছে।

إن لأول رجل الخ ঃ হযরত সা'দ (রা.) এখানে তিনটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

(১) আমি সর্বপ্রথম আল্লাহর রাস্তায় কাফিরের রক্ত ঝরিয়েছি- এ কথা বলে তিনি যে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, সেটি হিজরতের পূর্বের ঘটনা। তখন মুসলমানগণ কাফিরদের ভয়ে গোপনে ইবাদত-বন্দেগী করতো।

একবার হযরত সা'দসহ কতিপয় সাহাবী একটি পাহাড়ি ঘাঁটিতে নামাযরত ছিলেন। একদল মুশরিক এসে তাঁদেরকে গালমন্দ শুরু করলো এবং মারামারি করতে উদ্যত হলো। তখন হযরত সা'দ (রা.) পাশে পড়ে থাকা উটের চোয়ালের একটি হাড্ডি তাদেরকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারেন। এতে একজন মুশরিক আহত হয় এবং তার দেহ থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়।

(২) 'আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে আল্লাহর রাস্তায় তীর ছুঁড়েছে'- এ কথা বলে তিনি দ্বিতীয় একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এটা প্রথম হিজরীর ঘটনা। ইসলামের ইতিহাসের প্রথম সারিয়্যা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উবায়দা ইবনে হারেসের নেতৃত্বে ষাটজনের একটি মুজাহিদ দল 'রাবিগ' নামকস্থানে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে আবূ সুফয়ানের নেতৃত্বাধীন কুরায়শের একটি দলের সাথে তীর ছোঁড়াছুঁড়ি হয়। মুসলিম বাহিনী থেকে সর্ব প্রথম তীর নিক্ষেপ করেন হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.)।

(৩) 'আমরা গাছের পাতা এবং বাবলা গাছের ফল খেয়েছি' বলে তিনি তৃতীয় ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৮ম হিজরী সনে আবূ উবায়দা ইবনে জাররাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে তিনশত মুহাজির ও আনসারদের একটি মুজাহিদ দলকে কুরায়শের একটি বাণিজ্যিক দলের গতিবিধি লক্ষ্য রাখার উদ্দেশ্যে সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় প্রেরণ করেন। যাত্রাকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে এক থলি খেজুর দিয়ে দেন এবং এক পর্যায়ে প্রতিজন দৈনিক একটি করে খেজুর খেয়ে কোন রকম জীবন রক্ষা করেন। এটাও যখন শেষ হয়ে যায়, তখন তাঁরা গাছের পাতা খান। এ জন্য এ যুদ্ধকে সারিয়্যাতুল খাবাত বলা হয়। "খাবাত" অর্থ পাতা ঝরানো।

তিনশত লোকের একটি বিরাট দলকে মাত্র এক থলি খেজুর দেওয়া থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন-জীবিকার চিত্রও ফুটে উঠে

বা এভাবেও বলা যায় যে, সাহাবীদের দারিদ্র্য থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থাও সহজে অনুমান করা যায়। কাজেই হাদীসের সাথে শিরোনামের মিল সুস্পষ্ট।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب سعدبن أبي وقاص، كتاب الأطعمة، باب ما كان النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه يأكلون، وكتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه وتخليهم من الدنيا، ومسلم فى صحيحه، كتاب الزهد، والترمذى فى جامعه، كتاب الزهد، باب ما جاء فى معيشة أصحاب النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

* * *

حديث :٣٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ عُمَيْرٍ، وَشُوَيْسًا أَبَا الرُّقَادِ، قَالا : بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عُتْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ، وَقَالَ : انْطَلِقْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ، حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي أَقْصَى بِلادِ الْعَرَبِ، وَأَدْنَى بِلادِ أَرْضِ الْعَجَمِ فَأَقْبِلُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْمِرْبَدِ وَجَدُوا هَذَا الْكَذَّانَ، فَقَالُوا : مَا هَذَه؟ قَالُوا : هَذِه الْبَصْرَةُ فَسَارُوا حَتَّى إِذَا بَلَغُوا حِيَالَ الْجِسْرِ الصَّغِيرِ، فَقَالُوا : هَهُنَا أُمِرْتُمْ، فَنَزَلُوا فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ بِطُولِه، قَالَ : فَقَالَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ : "لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَسَابِعُ سَبْعَة مَعَ رَسُولِ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقَ الشَّجَرِ حَتَّى تَقَرَّحَتْ أَشْدَاقُنَا، فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْد، فَمَا مِنَّا مِنْ أُولَئِكَ السَّبْعَة أَحَدٌ إِلاَّ وَهُوَ أَمِيرُ مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ، وَسَتُجَرِّبُونَ الأُمَرَاءَ بَعْدَنَا "

হাদীস : ৩৭৫. খালিদ ইবনে উমায়ের এবং শুয়াইস আবুর রুকাদ বলেন, হযরত উমার (রা.) উৎবা ইবনে গাযওয়ান (রা.)কে নির্দেশ প্রদান করে বলেন, তুমি তোমার সাথীদের নিয়ে অগ্রসর হও। যখন তোমরা আরব ভূমির শেষ প্রান্তে এবং অনারব এলাকার কাছাকাছি পৌঁছে যাবে, তখন সেখানে তাঁবু ফেলবে। অতএব, তাঁরা সামনে এগিয়ে যেতে থাকলেন। তারা বসরার মিরবাদ নামক স্থানে পৌঁছে বিচিত্র ধরনের সাদা পাথর দেখতে পান। পরস্পরে জিজ্ঞেস করেন, এগুলো কী? কেউ কেউ বলেন, এগুলো হচ্ছে, আল বসরাহ (সাদা পাথর)। তারা আরো সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তারা দজলা নদীর ক্ষুদ্র সেতুর নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছে বলেন, এখানেই ছাউনি স্থাপনের জন্য তোমাদের নির্দেশ দেয়া

হয়েছে। কাজেই তারা সেখানে ছাউনি স্থাপন করেন। অতঃপর রাবীগণ দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন।

রাবী বলেন, হযরত উমার ইবনে গায়ওয়ান (রা.) অতীতের স্মৃতিচারণ করে বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাত সাহাবীর একজন ছিলাম, আমাদের খাদ্য বলতে গাছের পাতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। গাছের পাতা খাওয়ার ফলে আমাদের মুখে ঘা হয়ে গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে আমি একখানা চাদর পেলাম। সেটি চিরে আমার ও সা'দের মধ্যে ভাগ করে নিলাম। এখন আমাদের সাতজনের প্রত্যেকেই কোন না কোন এলাকার শাসক। অচিরেই তোমরা আমাদের পরবর্তী শাসকদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জানতে পারবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

أبو الرقاد ঃ را অক্ষরে পেশ, قاف অক্ষর مخفف পড়া হয়। البصرى العدوى।

عتبة بن غزوان ঃ একজন মর্যাদাবান মুহাজির ও বদরী সাহাবী।

فأقبلوا ঃ অর্থাৎ توجهوا

المربد ঃ ميم অক্ষরে যের। উটের আস্তাবল, বসরার একটি জায়গার নাম।

كذان ঃ كاف অক্ষরে যবর ذال এ তাশদীদযোগে। সাদা নরম পাথর।

هذه البصرة ঃ با অক্ষরে যের-যবর এবং পেশযোগেও পড়া হয়। সাদা নরম পাথর।

তখনো এখানে কোন শহরের পত্তন হয়নি। পরবর্তীতে হযরত উমার (রা.)-এর খেলাফতকালে ১৭ হিজরী সনে উতবা ইবনে গাযওয়ান (রা.) এখানে بصرة নামে একটি শহরের গোড়াপত্তন করেন এবং ১৮ হিজরী থেকে জনবসতি শুরু হয়। এ শহরে কখনো মূর্তিপূজা হয়নি বলে এটিকে قبة الإسلام এবং خزانة العرب নামে অভিহিত করা হয়।

حيال ঃ حا অক্ষরে যের। অর্থ تلقاء ، مقابلة সম্মুখে।

الجسر الصغير ঃ جيم অক্ষরে যের। পুল। দজলা নদীর উপর আরেকটি পুল আছে, সেটিকে الجسر الكبير বলে। এটি বাগদাদে অবস্থিত।

তাশরীহ :

قوله : بعث عمر بن الخطاب الخ ঃ হযরত উমর (রা.) জানতে পারলেন যে, অনারবরা আরব আক্রমণের ইচ্ছা করেছে, তাই তিনি উতবা ইবনে

গাযওয়ানের নেতৃত্বে একদল মুজাহিদ প্রেরণ করেন, যেন তারা আরবভূমির শেষ প্রান্তে গিয়ে অবস্থান নেয় এবং অনারবদের প্রতিহত করে। অন্য এক বর্ণনা মতে جرد ، يزد আরব আক্রমণের উদ্দেশ্যে অনারবদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। হযরত উমার (রা.) সাহায্য আসার পথটি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য এ দলটি প্রেরণ করেন।

حتى إذا كانوا بالمربد الخ ঃ দলটি বসরার মিরবাদ নামকস্থানে পৌঁছে সেখানে এক ধরনের সাদা পাথর দেখতে পেল। তখন তারা বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, এগুলো কী? কেউ কেউ বললো, এগুলো বসরা অর্থাৎ সাদা পাথর। এ কারণে পরবর্তীতে এ শহরের নাম রাখা হয় বসরা। হযরত উমার (রা.)-এর নির্দেশ মুতাবেক দলটি আরো সামনে অগ্রসর হয় এবং দজলানদীর ক্ষুদ্র সেতুর নিকটে পৌঁছে সিদ্ধান্ত নেয়, এটাই হযরত উমারের নির্দেশিত স্থান। সুতরাং তারা এখানে অবস্থান গ্রহণ করে এবং আরব ভূমির উপর অনারবদের আক্রমণ প্রতিহত করে।

فذكروا الحديث بطوله الخ ঃ এখানে جمع দ্বারা ما فوق الواحد উদ্দেশ্য। কোন কোন নুসখায় فذكرا তাসনিয়ার صيغة এসেছে। এটাই সুস্পষ্ট। কারণ, এ ضمير এর مرجع হলেন خالد ও شويس। অন্য এক নুসখায় فذكر ওয়াহিদ এর صيغة এসেছে। এ সূরতে مرجع হবেন محمد بن بشار।

মোটকথা, হাদীস বর্ণনাকারী পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র.)-এর উদ্দেশ্য যেহেতু শুধু অভাব-অনটনের অংশটুকু বর্ণনা করা, তাই তিনি বাকি অংশটুকু বাদ দিয়েছেন। বাদ দেওয়া অংশটুকুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো- বিজয় লাভের পর হযরত উতবা ইবনে গাযওয়ান (রা.) একটি দীর্ঘ ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন, দুনিয়ার আয়ু এতটুকু বাকি আছে, যেমন কোন পাত্রের সবটুকু পানি শেষ হয়ে শুধু এক ফোটা পানি রয়ে গেছে। তোমরা এ দুনিয়া ছেড়ে এমন এক জগতের দিকে যাচ্ছো, যা চিরস্থায়ী, অনন্ত।

সুতরাং উত্তম সম্বল সাথে নেওয়া উচিত। এরপর তিনি নিজের অতীত অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, আমি প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারী সাত জনের একজন। তখন আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, গাছের পাতা ছাড়া আর কোন খাদ্য ছিল না। পাতা খেতে খেতে আমাদের মুখ ক্ষত হয়ে গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে একদিন আমি একটি চাদর পেয়েছিলাম। সেটি আমি এবং সা'দ দুইজনে নিয়েছিলাম। অর্ধেকটা দিয়ে আমি লুঙ্গি

বানিয়েছিলাম। বাকি অর্ধেক দিয়ে সা'দ (রা.) লুঙ্গি বানিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা সে মুজাহাদার ফল এ জগতেও দান করেছেন যে, আমরা সাতজনের প্রত্যেকেই আজ এক এক এলাকার শাসনকর্তা। আর আখেরাতে যা রেখেছেন- সেটা সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী। তিনি আরো বলেন, অচিরেই তোমরা ভবিষ্যত শাসকগোষ্ঠির আচরণ কেমন হবে তা জানতে পারবে। অর্থাৎ তারা ইনসাফ, দীনদারী এবং দুনিয়াবিমুখতার ক্ষেত্রে সাহাবীদের মতো হবে না।

إلا وهو أمير مصر من الأمصار الخ ঃ হযরত উতবা (রা.)-এর এ উক্তির দুটি মতলব হতে পারে :

(১) দ্বীনের জন্যে মুজাহাদা করলে তার প্রতিফল দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। অতএব, তোমরা যা মুজাহাদা করছো, ইনশাআল্লাহ তার ফল অচিরেই পাবে।

(২) বর্তমান শাসকদের কাছ থেকে অপসন্দনীয় কিছু দেখলে তা বরদাশত করে নিবে। কেননা, সামনে যে শাসকরা আসছে, তাদের তুলনায় এরা অনেক ভাল।

جمع الوسائل : جـ٢، صـ٢٤٥-٢٤٦، المواهب اللدنية : صـ٢٧٩، خصائل نبوى : صـ٢٣٥.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وابن ما جة فى سننه، كتاب الزهد، باب معيشة أصحاب النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والترمذى فى جامعه، كتاب صفة جهنم، باب ما جاء فى صفة قعر جهنم.

* * *

حديث : ٣٧٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ أَبُو حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلاثُونَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، وَمَا لِي وَلِبِلالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلاَّ شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبطُ بِلالٍ"

হাদীস : ৩৭৬. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমাকে আল্লাহর

পথে এতোটা আতংকগ্রস্ত করা হয়েছে, অপর কাউকে ততোটা আতংকিত করা হয়নি। আমাকে যতোটা উৎপীড়ন করা হয়েছে, ততোটা আর কাউকে করা হয়নি। ত্রিশটি দিন ও রাত আমার এমনভাবে কেটেছে যে, বেলালের বগলের নিচে রক্ষিত সামান্য বস্তু ছাড়া আমার ও তার জন্য কোন প্রাণীর আহারোপযোগী কিছুই ছিল না।

শব্দবিশ্লেষণ :

أخافوني بسبب إظهاري لدين الله وتبليغه ঃ في دين الله এখানে في টা سببية অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনের প্রচার-প্রসার করার কারণে তারা আমাকে আতংকিত করেছে।

ذو كبد ঃ হৃদয়ওয়ালা, প্রাণী।

ما يواريه الخ ঃ লুকিয়ে রাখা। যা বেলালের বগল লুকিয়ে রেখেছিল। অর্থাৎ সামান্য খাদ্যদ্রব্য।

الإبط ঃ با অক্ষরে سكون বা যেরযোগে পড়া হয়। বগল।

তাশরীহ :

এটা হিজরতের পূর্বে ইসলামের প্রথম দিকের ঘটনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ বা অন্য কোথাও তাবলীগী সফরে গিয়েছিলেন। তখন সাথে হযরত বেলাল (রা.) ছিলেন। তাঁদের খানা-পিনার কোন সামান ছিল না। এতই সামান্য খাদ্য ছিল, যা হযরত বেলাল (রা.) তাঁর বগলের নিচে লুকিয়ে রাখতেন এবং খাদ্যটুকু রাখার মতো কোন পাত্রও তাঁদের কাছে ছিল না।

এ হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, ইসলামের আবির্ভাবকালে দ্বীন প্রচার করার কারণে আমাকে এতো কষ্ট দেয়া হয়েছে, যা আর কাউকে দেয়া হয়নি। কারণ, তখন তিনি একা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কষ্টে শরীক হয়ে তাঁকে সান্তনা দেয়ার মতো কেউ ছিল না।

(جمع الوسائل : جـ٢، صـ٢٤٦-٢٤٧، شرح المناوى : صـ٢٤٧،خصائل نبوى : صـ٢٣٧)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه ابن ماجة فى المقدمة، باب فى فضائل أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والترمذى فى جامعه، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب (٣٤)

* * *

حديث : ٣٧٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أنبأنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك : "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْتَمِعْ عِنْدَهُ غَدَاءٌ وَلا عَشَاءٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ، إلاَّ عَلَى ضَفَفٍ "، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ :، قَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ كَثْرَةُ الأَيْدِي.

হাদীস : ৩৭৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দস্তরখানে সকালে ও রাতে কখনো রুটি ও গোশত একত্র হয়নি, তবে যাফাফের অবস্থায় এর ব্যতিক্রম হতো। ইমাম তিরমিযীর উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান বলেন, কোন কোন মুহাদ্দিস ও ভাষাবিদ-এর মতে যাফাফ অর্থ অধিক সংখ্যক হাত (মেহমান)। অর্থাৎ মেহমানের উপস্থিতি এর ব্যতিক্রম হতো।

তাশরীহ :

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মেহমান ছাড়া একা খেতেন, তখন রুটি বা গোশত যাই থাকতো, খেয়ে নিতেন। অন্যটার অপেক্ষা করতেন না। হ্যাঁ, মেহমানের আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে রুটি ও গোশত উভয়টির ব্যবস্থা করতেন। তখন একত্রে উভয়টি খাওয়ার সুযোগ হতো।

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف دون باقي الستة.

* * *

حديث : ٣٧٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ الْهُذَلِيِّ قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لَنَا جَلِيسًا، وَكَانَ نِعْمَ الْجَلِيسُ، وَإِنَّهُ انْقَلَبَ بِنَا ذَاتَ يَوْمٍ، حَتَّى إِذَا دَخَلْنَا بَيْتَهُ وَدَخَلَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ وَأُتِينَا بِصَحْفَةٍ فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ، فَلَمَّا وُضِعَتْ بَكَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ : "هَلَكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشْبَعْ هُوَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ "فَلا أَرَانَا أُخِّرْنَا لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَنَا.

হাদীস : ৩৭৮. নওফল ইবনে ইয়াস আল-হুযালী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ছিলেন আমাদের সহচর। তিনি ছিলেন উত্তম সহচর। একদিন তিনি আমাদের নিয়ে (কোথাও থেকে) প্রত্যাবর্তন করার সময় আমরা তাঁর বাড়িতে গেলাম। তিনি গোসলখানায় গিয়ে গোসল করেন। অতঃপর বের হয়ে আসেন।

আমাদের জন্য একটি বড় পাত্রে করে রুটি ও গোশত আনা হল। পাত্র দস্ত রখানে রাখা হলে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) কাঁদতে লাগলেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আবূ মুহাম্মদ! কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন; কিন্তু তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ যবের রুটি দ্বারাও পেট ভরে আহার করতে পারেননি। এখন যে প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে, তা আমার মতে আমাদের জন্য কল্যাণকর নয়।

শব্দবিশ্লেষণ :

انقلبنا ঃ অর্থাৎ انقلب معنا أو مصاحبا لنا من السوق أو غيرها.

ودخل ঃ অর্থাৎ مغتسله لكونه كان محتاجا للغسل ولم يأكل الطعام بدون الغسل لأنه خلاف الكمال. তিনি গোসলখানায় প্রবেশ করেন, কারণ, গোসল সেরে আহার করা ভাল।

صحفة ঃ বড় পেয়ালা, বড় পাত্র।

فلا أرانا ঃ مجهول এর সীগা, অর্থাৎ فلا أظن إيانا।

أخِّرنا ঃ مجهول এর صيغة অর্থাৎ أبقينا موسعا علينا لما هو خير لنا

তাশরীহ :

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) এক সাথে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ সাহাবীর একজন ছিলেন এবং ধনী সাহাবী ছিলেন। তিনি আল্লাহ তাআলার অধিক ভয়ের কারণে এ আশংকা বোধ করলেন, না জানি আমাদের নেকীর বদলা দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে কি না! আখেরাতে আমরা বঞ্চিত হয়ে যাই কি না? বা দুনিয়ার আরাম আয়েশে লিপ্ত হয়ে আখেরাতকে ভুলে যাই কি না? তাই তিনি বললেন, আমার মতে এ প্রাচুর্য কল্যাণকর নয়।

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف دون باقي الستة، إسناده حسن.

(٥٤) بَابُ : مَا جَاءَ فِي سِنِّ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ سِتَّةُ أَحَادِيثَ

অনুচ্ছেদ :: ৫৪
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

حديث : ٣٧٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : "مَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحَى إِلَيْهِ، وَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرًا، وَتُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ ".

হাদীস : ৩৭৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির পর মক্কায় তেরো বছর অবস্থান করেন। তখন তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হয় এবং তেষট্টি বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

مكث ঃ كاف অক্ষরে পেশ ও যবরযোগে। অবস্থান করা।

يوحى إليه ঃ এটা বলা হয়েছে, সমষ্টির প্রতি লক্ষ্য করে। কারণ নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তিন বছর ওহী আসা বন্ধ ছিল।

তাশরীহ :

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়সের ব্যাপারে তিন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। ষাট বছর, তেষট্টি ও পঁয়ষট্টি বছর। বিশুদ্ধ বর্ণনা হলো, তেষট্টি। ষাট বছর সম্পর্কিত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়, কোন কোন সময় দশক কিংবা শতকের ভগ্ন সংখ্যাকে হিসাবে ধরা হয় না। এখানেও অনুরূপ বলা হয়েছে। আর পঁয়ষট্টি সম্পর্কে বলা হয়, জন্মসাল ও মৃত্যুসালকে স্বতন্ত্র বছর ধরে পঁয়ষট্টি বলা হয়েছে।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب مبعث النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، باب هجرة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه إلى المدينة، ومسلم فى صحيحه، كتاب الفضائل، باب كم أقام النبى صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة والمدينة، والترمذى فى جامعه، كتاب المناقب، باب فى مبعث النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وابن كم كان حين بعث.

* * *

حديث : ٣٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَخْطُبُ، قَالَ : "مَاتَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ "وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَأَنَا ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ.

হাদীস : ৩৮০. জারীর ইবনে হাযেম আল-আযদী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত মুআবিয়া (রা.)কে খুতবা দানকালে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং হযরত আবূ বকর (রা.) ও উমার (রা.)ও। আর আমার বয়সও এখন তেষট্টি বছর।

তাশরীহ :

এ হাদীসটি বর্ণনা করার সময় হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর বয়স তেষট্টি ছিল। তিনিও এ বয়সে মৃত্যুর আশা করেন, যাতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়সের সাথে তাঁর বয়সের মিল হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর এ আশা পূরণ হয়নি। হয়তো তিনি নিয়তের কারণে ফযীলত পেয়ে যাবেন।

তিনি আশি বছর বয়সে বা তারও পরে ইন্তেকাল করেন। হযরত উসমান (রা) বিরাশি বছর বয়সে বা আটাশি বছর বয়সে শহীদ হন। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী হযরত আলী (রা.) তেষট্টি বছর বয়সে শহীদ হন। ভিন্ন মতে পঁয়ষট্টি বছরে শহীদ হন।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب الفضائل، باب كم أقام النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة والمدينة، والترمذى فى جامعه، كتاب المناقب، باب فى سن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وابن ماجة، كم كان حين مات.

* * *

حديث : ٣٨١- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ :"قالت : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً "

হাদীস : ৩৮১. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

তাশরীহ :

এ হাদীস ও পূর্বের হাদীস দ্বারা প্রথমোক্ত হাদীসের সমর্থন উদ্দেশ্য এবং এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, তেষট্টির মতটি বিভিন্ন বর্ণনা থেকে প্রমাণিত।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب المغازى، باب وفاة النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ومسلم فى صحيحه، كتاب الفضائل، باب كم سن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم قبض، والترمذى فى جامعه، باب فى سن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وابن كم كان حين مات.

* * *

حديث : ٣٨٢– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ حدثنى عَمَّارٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ : "تُوُفِّيَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ.

হাদীস : ৩৮২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (জন্ম ও মৃত্যুর বছর দু'টি স্বতন্ত্র ধরে)।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب الفضائل، باب كم أقام النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة والمدينة، والترمذى فى جامعه، كتاب المناقب، باب فى سن النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وابن كم كان حين مات.

* * *

حديث : ٣٨٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالا : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ دَغْفَلِ بْنِ حَنْظَلَةَ : "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ "، قَالَ أَبُو عِيسَى : وَدَغْفَلٌ، لا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلا.

হাদীস : ৩৮৩. দাগফাল ইবনে হানযালা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

তাশরীহ :

এ হাদীসের বর্ণনাকারী দাগফাল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ পেয়েছেন এবং তখন তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর মোলাকাত প্রমাণিত নয়। তিনি হাদীসটি অন্য কারো থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন।

درجة الحديث : قال الترمذى رحمه الله ودغفل لا نعرف له سماعا الخ، فحديثه مرسل، وقال الترمذى وكان فى زمن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلا أى مجاوزا عن مرتبة الصبى ولعل المصنف ذهب إلى القول بأنه لم يثبت له صحبة لكن قال الحميدى أخبرنى أبو محمد على بن أحمد الفقيه الأندلسى قال ذكر أبو عبد الرحمن تقى الدين بن مخلد فى سنده أن دغفلا له صحبة وروى عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديثا واحدا.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف فى الشمائل وإسناده ضعيف.

* * *

حديث : ٣٨٤- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ، وَلا بِالْقَصِيرِ، وَلا بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ، وَلا بِالآدَمِ، وَلا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ، وَلا بِالسَّبْطِ، بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ ".

হাদীস : ৩৮৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতি লম্বাও ছিলেন না এবং অতি বেঁটেও ছিলেন না। তিনি ধবধবে সাদাও ছিলেন না, আবার খুব বেশি গোধুম বর্ণেরও ছিলেন না। তাঁর মাথার চুল একেবারে কোঁকড়ানোও ছিল না, আবার একেবারে সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ তাআলা তাকে নবুওয়াত দান করেন। তখন তাঁর মাথা ও দাড়ির বিশটি চুলও সাদা হয়নি।

ومن أخرج هذا الحديث : سبق تخريجه فى الكتاب : رقم : ١.

* * *

حديث : ٣٨٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، نَحْوَهُ.

ومن أخرج هذا الحديث : سبق تخريجه : رقم : ١-٣٨٤

(٥٥) بَابُ : مَا جَاءَ فِي وَفَاةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا

অনুচ্ছেদ :: ৫৫
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকাল সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

তাশরীহ :

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসে এবং সোমবারে ইন্তেকাল করেছেন। এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু তারিখ কোন্‌টি ছিল- এব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশের মতে সে দিন ছিল, বার (১২) রবিউল আউয়াল। মূসা ইবনে উকবা ও লাইস ইবনে সা'দ বলেছেন, পহেলা রবিউল আউয়াল। আল্লামা সুহাইলী এবং হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) দোসরা রবিউল আউয়ালকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু রোগের সূচনা হয় মাথা ব্যথার মাধ্যমে। সে দিন ছিল, বুধবার। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.)-এর ঘরে ছিলেন। এ অবস্থায় পালাক্রমে তিনি সহধর্মিনীদের ঘরে অবস্থান করতে থাকেন। যখন অসুস্থতা বেড়ে গেল, তখন অন্যান্য স্ত্রীদের অনুমতি নিয়ে হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঘরে চলে আসেন এবং অসুস্থতার বাকি কয়দিন এখানে কাটান। সোমবারে হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঘরে আসেন এবং পরবর্তী সোমবারে তাঁর ঘরেই ইন্তেকাল ফরমান।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোট তের বা চৌদ্দ দিন অসুস্থ ছিলেন। (سيرة مصطفى، د ـــ٣، ص ـــ١٧٢)

* * *

حديث : ٣٨٦- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : "آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشْفُ السِّتَارَةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، فَنَظَرْتُ إِلَى

وَجْهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، وَالنَّاسُ يصلون خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَكَادَ النَّاسُ أَنْ يَضْطَرِبُوا، فَأَشَارَ إِلَى النَّاسِ أَنِ اثْبُتُوا، وَأَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّهُمْ وَأَلْقَى السِّجْفَ، وَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ ".

হাদীস : ৩৮৬. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শেষবারের মতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত লাভ করি, যখন সোমবার (ফজরের সময়) তিনি ঘরের পর্দা সরিয়ে দেন। তখন আমি তাঁর চেহারা মোবারকের প্রতি তাকালাম। মনে হল, যেন কুরআনের একটি স্বচ্ছ পৃষ্ঠা। তখন লোকেরা হযরত আবূ বকরের পেছনে (ফজরের) নামায পড়ছিল। তাঁরা আনন্দের আতিশয্যে পেছনে সরতে উদ্যোগী হলে তিনি ইশারায় তাঁদেরকে স্বস্থানে স্থির থাকতে বলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) ইমামতি করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্দা ফেলে দিলেন এবং ঐ দিনের শেষভাগে তিনি ইন্তিকাল করেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

الستار ঃ পর্দা, আবরণ।

ورقة ঃ কাগজের তা, পাতা।

مصحف ঃ গ্রন্থ, পবিত্র গ্রন্থ, কুরআনে কারীম। এখানে স্বচ্ছতা, পবিত্রতা ও সৌন্দর্যের দিক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মুবারককে কুরআনের পাতার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

فكاد الناس أن يضطربوا ঃ অর্থাৎ فقرب الناس من أن يتحركوا من كمال فرحهم لظنهم شفاءه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্থ হয়েছেন এবং তিনি মসজিদে আসছেন, এ খুশিতে তারা পেছনে সরতে উদ্যোগী হলেন।

السجف ঃ سين অক্ষরে যবর বা যের যোগে। পর্দা।

তাশরীহ :

এটা ছিল সেই সোমবার দিনের শেষ দৃশ্য। এর থেকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝে নিয়েছেন- তাঁর আনীত শরীয়ত পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবূ বকর (রা.) তাঁর অবর্তমানে উম্মতের হাল ধরতে পারবেন।

توفى آخر ذلك الخ ঃ অধিকাংশ সীরাত বিশারদের মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাশতের সময় ইন্তেকাল করেন। মূসা ইবনে উকবার মতে সূর্য হেলার সময় ইন্তেকাল করেন।

এ দু'টি সময় কাছাকাছি। আলোচ্য হাদীসে এসেছে, দিনের শেষভাগে ইন্তেকাল করেন। এ বর্ণনা সম্পর্কে বলা হয়, দিনের শেষভাগে মানুষ মৃত্যু সংবাদ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، والنسائى فى سننه، كتاب الجنائز، باب الموت يوم الإثنين، وابن ماجة فى سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فى ذكر مرض رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

* * *

حديث : ٣٨٧- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : "كُنْتُ مُسْنِدَةً النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَدْرِي أَوْ قَالَتْ : إِلَى حِجْرِي فَدَعَا بِطَسْتٍ لِيَبُولَ فِيهِ، ثُمَّ بَالَ، فَمَاتَ ﷺ ."

হাদীস : ৩৮৭. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (ওফাতের সময়) আমি আমার বুকে অথবা কোলে ঠেস দিয়ে রাখি। তিনি পেশাব করার জন্য পাত্র আনতে বলেন। পাত্র আনা হলে তাতে পেশাব করেন। অতঃপর ইন্তেকাল করেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

حجرا ঃ حا অক্ষরে যের ও যবর যোগে। কোল, ক্রোড়, পার্শ্ব।

طست ঃ طاء অক্ষরে যবর। চিলুমচি, গামলা।

তাশরীহ :

হযরত আয়েশার জন্যে এটা বড় সৌভাগ্যের বিষয় ছিল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কোলে থাকা অবস্থায় ইহজগত ত্যাগ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে যান।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الوصايا، باب الوصايا، وفى المغازى، باب مرض النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووفاته، ومسلم فى صحيحه، كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى به والنسائى فى

سننه، كتاب الوصايا، باب هل أوصى النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وابن ماجة فى سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فى ذكر مرض رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

* * *

حديث : ٣٨٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَرْجِسَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ، وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ : "اللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلَى مُنْكَرَاتِ الموت أَوْ قَالَ : عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ".

হাদীস : ৩৮৮. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর মুমূর্ষু অবস্থায় দেখলাম যে, তাঁর নিকটে একটি পেয়ালায় পানি রাখা ছিল। তিনি পাত্রে হাত ঢুকিয়ে তার পানি দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল মুছলেন, অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ! মৃত্যুকষ্টের উপর আমাকে সাহায্য কর।

শব্দবিশ্লেষণ :

منكرات ঃ منكر এর বহুবচন। شدائد- কষ্ট।

سكرات ঃ কষ্ট।

سرجس ঃ جيم অক্ষরে যবর ও যের যোগে। এটি غير منصرف পড়া হয়।

তাশরীহ :

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ অবস্থা এক দিকে যেমন উম্মতের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ ছিল, অন্য দিকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় তাঁর হৃদয়ের প্রশান্তি এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি মনোনিবেশেরও পরম বহি:প্রকাশ ছিল। প্রাণ বের হওয়ার প্রাক্কালে কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। সে মুহূর্তেও তিনি আল্লাহর দরবারে সহজে প্রাণ বের হওয়ার দুআ করেছিলেন।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه ابن ماجة فى سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فى ذكر مرض رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والترمذى فى جامعه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فى التشديد عند الموت.

* * *

حديث : ٣٨٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : "لا أَغْبِطُ أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

قال أبو عيسى : سألت أبا زرعة فقلت له : من عبد الرحمن بن العلاء هذا؟ فقال : هو عبد الرحمن بن العلاء اللجلاج.

হাদীস : ৩৮৯. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু কষ্ট দেখার পর কারো সহজ মৃত্যু হলে আমি তার প্রতি ঈর্ষা বোধ করি না।

শব্দবিশ্লেষণ :

لا أغبط ঃ বাবে ضرب থেকে। ঈর্ষা করা।

بهون موت ঃ এখানে إضافة الصفة إلى الموصوف হয়েছে। অর্থাৎ, بالموت السهل -الهين সহজ মৃত্যু।

তাশরীহ :

এখানে شدة موت দ্বারা মৃত্যুর পূর্বে রোগের কষ্ট উদ্দেশ্য, মৃত্যু যন্ত্রণা উদ্দেশ্য নয়। হযরত আয়েশা (রা.) বলতে চাচ্ছেন, আমি মনে করতাম, রোগ ছাড়া হঠাৎ মৃত্যু সম্মান ও সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোগের কষ্ট দেখে বুঝতে পেরেছি, এটা কোন সৌভাগ্যের আলামত নয়। কারণ, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে ভাগ্যবান আর কে হতে পারে? বরং রোগের কষ্ট দ্বারা গোনাহ মাফ হয়, মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। রোগের প্রচণ্ডতা এবং মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ এনে দেয়।

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন,

والتحقق ان الشدة إنما كانت فى مقدمات موته، لا فى نفس سكراته كما يتوهم فمراد عائشة إنى لا أتمنى الموت من غير سبق مرض شديد، كما يقع لبعض الناس ويحسبه العوام أن الله هوّن عليه إكراما له فتأمل فإنه موضع زلل هذا، (جمع الوسائل : جـ٢، ـــ ٢٦٠)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه النسائى فى سننه، كتاب الجنائز، باب شدة الموت، والترمذى فى جامعه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فى التشديد عند الموت.

* * *

حديث : ٣٩٠- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ الْمُلَيْكِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ، قَالَ : "مَا قَبَضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلاَّ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ "، ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ.

হাদীস : ৩৯০. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর তাঁর দাফনের ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ হয়। আবূ বকর (রা.) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একটি কথা শুনেছি, তা আমি ভুলিনি। তিনি ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নবীকে তাঁর সমাহিত হওয়ার কাংখিত স্থানে মৃত্যু দান করেন। অতএব, তোমরা তাঁকে শয্যাস্থানে দাফন কর।

তাশরীহ :

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর কিছু বিষয়ে সাহাবীদের মাঝে মতভেদ হয়। সে সব বিষয়ে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর মত সঠিক বলে গৃহীত হয়। একটি বিষয় ছিল- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাফন সংক্রান্ত। তাঁকে দাফন করা হবে কি না? করা হলে কোথায় করা হবে?

কেউ বলেন, মসজিদে নববীতে সমাহিত করা হোক। কেউ বলেন, জান্নাতুল বাকীতে। কেউ মত দেন, শামে তাঁর পিতামহ ইবরাহীম (আ.)-এর পাশে।

একটি মত ছিল তাঁর জন্মভূমি মক্কায় দাফন করা হোক। হযরত আবূ বকর (রা.) উক্ত হাদীস বর্ণনা করার পর সে অনুযায়ী আমল করা হয়।

হযরত ইউসুফ (আ.) মিসরে সমাহিত হন। পরবর্তীতে হযরত মূসা (আ.) তাঁকে ফিলিস্তিনে স্থানান্তরিত করেন। সম্ভবত এটা ওহীর মাধ্যমে করা হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আ.)-কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে দাফন করা হবে। এর ভিত্তিতে কেউ কেউ বলেছেন, সেখানেই হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু হবে।

(المواهب اللدنية : صـــ٢٨٦)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه الترمذى فى جامعه، كتاب الجنائز، باب رقم :

٣٣، وقال هذا حديث غريب، وعبد الرحمن بن أبي بكر يضعف من قبل حفظه، قلت وللحديث بعض الطرق والشواهد والحديث فى مجموعه حسن أنشاء الله.

* * *

حديث : ٣٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَعَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، "قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا مَاتَ "

হাদীস : ৩৯১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর আবূ বকর (রা.) তাঁর কপালে চুম্বন করেন।

তাশরীহ :

হযরত আবূ বকর (রা.) বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কপালে দুই চোখের মাঝখানে চুম্বন করেছেন। সাহাবী উসমান ইবনে মাযউনের ইন্তেকালের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে চুম্বন করেছেন। এতে বুঝা যায়, মৃত ব্যক্তিকে চুম্বন করা সুন্নত। (المواهب اللدنية :صـــ٢٨٦)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب المغازى، باب مرض النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والنسائى فى سننه، كتاب الجنائز، باب تقبيل الميت، والترمذى فى جامعه، كتاب الجنائز، باب تقبيل الميت، وابن ماجة فى سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فى تقبيل الميت.

* * *

حديث : ٣٩٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ "دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى سَاعِدَيْهِ، وَقَالَ : وَانَبِيَّاهُ، وَاصَفِيَّاهُ، وَاخَلِيلاهُ ".

হাদীস : ৩৯২. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর আবূ বকর (রা.) তাঁর নিকট এসে তাঁর দুই চোখের মাঝখানে মুখ লাগিয়ে চুমো দেন এবং তাঁর বাহুদ্বয়ে দুই

হাত রেখে বলেন, হায় নবী! হায় খাঁটি বন্ধু! হায় অন্তরঙ্গ বন্ধু!

শব্দবিশ্লেষণ :

يزيد بن بابنوس ঃ একজন রাবীর নাম। তিনি মাকবূল পর্যায়ের রাবী। بابنوس শব্দটি علميت ও تركيب এর কারণে غير منصرف। আসলে ছিল باب ونوس।

وا نبياه الخ ঃ তিনও শব্দের শেষে هاء ساكنة-এর সাথে। الف-কে স্পষ্ট উচ্চারণ করার জন্য ওয়াক্‌ফের সূরতে ها বৃদ্ধি করা হয়। الف টি ندبة বা শোক প্রকাশের জন্য এসেছে।

তাশরীহ :

وا نبياه ঃ এ বাক্য থেকে বুঝা গেল, বিলাপ করা ছাড়া মৃত ব্যক্তির গুণ বলা জায়েয; বরং উত্তম।

মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বলের বর্ণনায় এসেছে, হযরত আবূ বকর (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথার দিক থেকে এসে তাঁর কপালে চুম্বন করেন এবং বলেন, হায় নবী! অতঃপর মাথা তুলে পুনরায় নত হয়ে কপালে চুম্বন করেন এবং বলেন, হায় বন্ধু।

(جمع الوسائل :جـ٢، صـ ٢٦٢)

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف دون باقي الستة، إسناده حسن.

* * *

حديث : ٣٩٣- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : "لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، وَمَا نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا مِنَ التُّرَابِ، وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ ﷺ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا ".

হাদীস : ৩৯৩. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদীনায় প্রবেশ করেন, সেদিন সেখানকার প্রতিটি জিনিস জ্যোতির্ময় হয়ে যায়। অতঃপর যেদিন তিনি ইন্তেকাল করেন, সেদিন আবার তথাকার প্রতিটি জিনিস অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। আমরা তাঁর দাফনকার্য শেষ করে কবরের মাটি থেকে হাত ঝাড়া না দিতেই আমাদের অন্তরে পরিবর্তন অনুভব করি।

শব্দবিশ্লেষণ :

نفضنا ঃ ঝাড়া দেওয়া, ঝেড়ে ফেলা।

أضا ঃ أستنار আলোকিত হওয়া।

منها ঃ অর্থাৎ من المدينة -من টি بيانية।

أنكرنا قلوبنا ঃ অর্থাৎ, تغيرت أحوال قلوبنا -আমাদের অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেছে।

তাশরীহ :

أنكرنا قلوبنا ঃ এ উক্তির অর্থ, এই নয় যে, সাহাবীদের আমল ও আকীদার পরিবর্তন এসে গেছে; বরং উদ্দেশ্য হল, তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে অন্তরে যে নূর ও প্রশান্তি লাভ করতেন, সে বিশেষ অবস্থার পরিবর্তন অনুভব করেন।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, কলবের ইসলাহের ক্ষেত্রে আল্লাহ ওয়ালাদের সুহবত অত্যন্ত কার্যকর মাধ্যম।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه ابن ماجة فى سننه، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه، والترمذى فى جامعه، كتاب المناقب : رقم : ٣٦١٨.

* * *

حديث : ٣٩٤– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : "تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ ".

হাদীস : ৩৯৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার ইন্তেকাল করেন।

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف دون باقى الستة.

* * *

حديث : ٣٩٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : "قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ فَمَكَثَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَيْلَةَ الثُّلاثَاءِ، وَدُفِنَ محمد ودفن مِنَ اللَّيْلِ "، وَقَالَ سُفْيَانُ : وَقَالَ غَيْرُهُ : يُسْمَعُ صَوْتُ الْمَسَاحِي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

হাদীস : ৩৯৫. জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ (র.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার ইন্তে

কাল করেন। ঐ দিন ও মঙ্গলবার (তাঁর দাফন-কাফনের ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য প্রয়োজনে) কেটে যায়। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে তাঁকে দাফন করা হয়। অধ:স্তন রাবী সুফয়ান বলেন, জা'ফর (র.) ব্যতীত অন্যদের বর্ণনায় আছে, রাতের শেষভাগে কোদালের শব্দ শোনা যায়।

শব্দবিশ্লেষণ :

المساحى ঃ مسحاة-এর বহুবচন। বেলচা, কোদাল, শাবল।

فمكث ঃ অর্থাৎ لبث بلا دفن।

ذالك اليوم ঃ অর্থাৎ يوم الإثنين- সোমবার।

وليلة الثلاثاء ঃ কোন কোন নুসখায় ليلة الثلاثاء এর পরিবর্তে يوم الثلاثاء এসেছে।

دفن من الليل ঃ অর্থাৎ ليلة الأربعاء মঙ্গলবার দিবাগত (বুধবার)রাত। গোসল তাকফীন ও জানাযার নামায হয়েছে মঙ্গলবার দিনে। আর তাদফীন হয়েছে মঙ্গলবার দিবাগত বুধবার রাতে।

তাশরীহ :

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেন সোমবার। দাফন কার্য সম্পন্ন হয় মঙ্গলবার দিবাগত বুধবার রাতে। এ বিলম্বের বিভিন্ন কারণ ছিল :

(ক) সাহাবায়ে কিরাম শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। অনেকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান।

(খ) দাফন কোথায় হবে, এ নিয়ে মতভেদ হয়।

(গ) জানাযা কিভাবে পড়া হবে, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠে। শেষ পর্যন্ত আলাদা আলাদা জানাযা পড়া হয়। এতে অনেক সময় লাগে।

(ঘ) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল খলীফা নির্বাচনের বিষয়। কারণ, তখন খলীফার উপর দ্বীনের হেফাযত নির্ভর করছিল। সুতরাং সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত খেলাফতের বিষয়টি নিষ্পন্ন হয়। মঙ্গলবার হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর হাতে আম বাইয়াতের পর তাঁর নির্দেশনায় সব সমস্যার সমাধান হয়।

শেষ রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাফন করা হয়। এক বর্ণনায় মধ্যরাতের কথা এসেছে। সম্ভবত মধ্যরাত থেকে দাফন কার্য শুরু হয়েছে এবং শেষ রাতে সম্পন্ন হয়েছে।

أحوال الرواة

جعفر بن محمد : وهو الصادق ابن الباقر عن أبيه الباقر وهو من التابعين فالحديث مرسل.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف دون باقي الستة.

* * *

حديث : ٣٩٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ : "تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ ".

হাদীস : ৩৯৬. আবূ সালামা ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার ইন্তেকাল করেন এবং মঙ্গলবার তাঁকে দাফন করা হয়।

তাশরীহ :

পূর্বের হাদীসে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার দিবাগত রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাফন করা হয়। এ হাদীসে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার দিন দাফন করা হয়।

এ বিরোধের সমাধান হল, সাধারণত ওরফে মঙ্গলবার দিবাগত রাতকেও মঙ্গলবার ধরা হয়, বা বলা যায় মঙ্গলবার দিনে তাজহীয-তাকফীনের কাজ শুরু হয় আর দিবাগত বুধবার রাতে শেষ হয়।

درجة الحديث : قال الترمذى رحمه الله تعالى هذا حديث غريب أى والمشهور ما تقدم فى الحديث السابق من أنه دفن ليلة الأربعاء وقد علمت الجمع بينهما، والحديث مرسل.

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف دون سائر الستة.

* * *

حديث : ٣٩٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ : أخبرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ، أخبرنا عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ : أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ فَأَفَاقَ، فَقَالَ : "حَضَرَتِ الصَّلاةُ "؟ فَقَالُوا : نَعَمْ.فَقَالَ : "مُرُوا بِلالا فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ لِلنَّاسِ "أَوْ قَالَ : بِالنَّاسِ، قَالَ : ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَأَفَاقَ، فَقَالَ : "حَضَرَتِ الصَّلاةُ؟ "فَقَالُوا : نَعَمْ. فَقَالَ : "مُرُوا بِلالا فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ

بالنَّاسِ "، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّ أَبِي رَجُلٌ أَسِيفٌ، إِذَا قَامَ ذَلِكَ الْمَقَامَ بَكَى فَلا يَسْتَطِيعُ، فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَهُ، قَالَ : ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَقَالَ : "مُرُوا بِلالا فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ أَوْ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ "، قَالَ : فَأُمِرَ بِلالٌ فَأَذَّنَ، وَأُمِرَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ خِفَّةً، فَقَالَ : "انْظُرُوا لِي مَنْ أَتَّكِئُ عَلَيْهِ "، فَجَاءَتْ بَرِيرَةُ، وَرَجُلٌ آخَرُ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهِمَا فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَنْكُصَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَثْبُتَ مَكَانَهُ، حَتَّى قَضَى أَبُو بَكْرٍ صَلاتَهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ، فَقَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ لا أَسْمَعُ أَحَدًا يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ إِلاَّ ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هَذَا، قَالَ : وَكَانَ النَّاسُ أُمِّيِّينَ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ نَبِيٌّ قَبْلَهُ، فَأَمْسَكَ النَّاسُ، فَقَالُوا : يَا سَالِمُ، انْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادْعُهُ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَتَيْتُهُ أَبْكِي دَهِشًا، فَلَمَّا رَآنِي، قَالَ : أَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : إِنَّ عُمَرَ، يَقُولُ : لا أَسْمَعُ أَحَدًا يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ إِلاَّ ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هَذَا، فَقَالَ لِي : انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَجَاءَ هُوَ وَالنَّاسُ قَدْ دَخَلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْرِجُوا لِي، فَأَفْرَجُوا لَهُ فَجَاءَ حَتَّى أَكَبَّ عَلَيْهِ وَمَسَّهُ، فَقَالَ : فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، ثُمَّ قَالُوا : يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : نَعَمْ، فَعَلِمُوا أَنْ قَدْ صَدَقَ، قَالُوا : يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُصَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَقَالُوا : وَكَيْفَ؟ قَالَ : يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُونَ وَيُصَلُّونَ، وَيَدْعُونَ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ، ثُمَّ يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَدْعُونَ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ، حَتَّى يَدْخُلَ النَّاسُ، قَالُوا : يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُدْفَنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : نَعَمْ، قَالُوا : أَيْنَ؟ قَالَ : فِي الْمَكَانِ الَّذِي قَبَضَ اللَّهُ فِيهِ رُوحَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْبِضْ رُوحَهُ إِلاَّ فِي مَكَانٍ طَيِّبٍ، فَعَلِمُوا أَنْ قَدْ صَدَقَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَغْسِلَهُ بَنُو أَبِيهِ، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ يَتَشَاوَرُونَ، فَقَالُوا : انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الأَنْصَارِ نُدْخِلُهُمْ مَعَنَا فِي هَذَا الأَمْرِ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ : مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَنْ لَهُ مِثْلُ هَذِهِ الثَّلاثَةِ فَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا مَنْ هُمَا؟ قَالَ : ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعُوهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ بَيْعَةً حَسَنَةً جَمِيلَةً.

হাদীস : ৩৯৭. হযরত সালিম ইবনে উবায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। চেতনাশক্তি ফিরে এলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, নামাযের সময় হয়েছে কি? সাহাবীগণ বলেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা বেলালকে আযান দিতে নির্দেশ দাও এবং আবূ বকরকে লোকদের নামায পড়াতে বল। তিনি আবার সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি বলেন, নামাযের সময় হয়েছে কি? তাঁরা বলেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা বেলালকে আযান দিতে বল এবং আবূ বকরকে লোকদের নিয়ে নামায পড়াতে বল। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমার পিতা কোমল হৃদয়ের লোক। তিনি ঐ ইমামতের জায়গায় দাঁড়ালে কেঁদে ফেলবেন এবং ইমামতি করতে সক্ষম হবেন না। আপনি যদি তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নির্দেশ দিতেন!

রাবী বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় বেহুঁশ হয়ে পড়েন। হুঁশ ফিরে এলে তিনি বললেন, তোমরা বেলালকে আযান দিতে বল এবং আবূ বকরকে লোকদের নামায পড়াতে বল। তোমরা তো ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনার সাথে জড়িত মহিলাদের মত। রাবী বলেন, বেলাল (রা.)কে আযান দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলে তিনি আযান দেন এবং আবূ বকর (রা.)-কে নির্দেশ দেয়া হলে তিনি লোকদের নামায পড়ান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুটা সুস্থ্যবোধ করেন এবং বলেন, দেখ তো, আমার ভর নেয়ার মত কোন লোক পাওয়া যায় কি না? তখন বারীরা (রা.) ও অপর এক লোক এলে তিনি তাঁদের উপর ভর করেন (এবং মসজিদে যান) তাঁকে দেখে আবূ বকর (রা.) পেছনে সরে আসতে উদ্যোগী হলে তিনি তাঁকে স্বস্থানে স্থির থাকতে ইশারা করেন। এ অবস্থায় আবূ বকর (রা.) নামায পড়ান। অতঃপর সোমবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করলে উমার (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তিকে এ কথা বলতে শুনব- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন, আমি আমার এ তরবারী দিয়ে তাকে আঘাত হানবো। লোকদের এ ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। কারণ, তাঁরা ইতিপূর্বে কোন নবীর মৃত্যু দেখেনি। তাই তাঁরা (হযরত উমারের কথায়) নীরব থাকলো।

কতিপয় সাহাবী বলেন, হে সালেম! তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীকে ডেকে আন। অতএব, আমি আবূ বকর (রা.)-এর

নিকট এলাম। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। আমি দিশেহারা হয়ে কান্নারত অবস্থায় হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে দেখেই বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি ইন্তেকাল করেছেন? আমি বললাম, উমার (রা.) বলছেন, যাকে এ কথা বলতে শুনবো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন, আমি আমার এ তরবারী দ্বারা তাকে আঘাত করবো। (হযরত) আবূ বকর (রা.) আমাকে বললেন, চল। অতএব, আমি তাঁর সাথে চললাম। তিনি আসলেন। ইতিমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখার জন্য লোকজন এসে জমায়েত হয়েছে। তিনি বলেন, হে লোক সকল! আমার জন্য রাস্তা করে দাও। তিনি এসে নবীজির প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং কপালে চুম্বন করে এ আয়াত পড়েন,

'নিশ্চয় আপনি মরণশীল এবং তাঁরাও (আপনার শত্রুরাও) মরণশীল"। - সূরা আয্ যুমার : ৩০

অতঃপর লোকেরা জিজ্ঞেস করেন, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সঙ্গী! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি ইন্তে-কাল করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন সবাই বিশ্বাস করলেন, তিনি সত্য কথাই বলেছেন। তারা আবার জিজ্ঞেস করেন, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী! আমরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাযা পড়বো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারা জিজ্ঞেস করেন, তা কী নিয়মে? তিনি বললেন, একদল লোক প্রবেশ করবে, তারা তাকবীর বলবে, দুআ করবে এবং দরূদ পাঠ করবে। তারা বের হয়ে এলে আরেক দল প্রবেশ করে একই নিয়মে তাকবীর, দুআ ও দরূদ পড়ে বের হয়ে আসবে। এ নিয়মে জামাআত ছাড়া সকলে আলাদা আলাদা জানাযার নামায আদায় করবে। তারা আবার জিজ্ঞেস করেন, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কি দাফন করা হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারা জিজ্ঞেস করেন, কোথায়? তিনি বললেন, যে স্থানে আল্লাহ তাঁর রূহ কব্য করেছেন। আল্লাহ তাঁর পসন্দের স্থানেই তাঁর জান কব্য করেছেন। তখন সকলের বিশ্বাস হল, তিনি সত্য কথাই বলেছেন। তারপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গোসল দেয়ার জন্য তাঁর পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনকে আদেশ করেন।

মুহাজিররা (খেলাফত প্রশ্নে) পরামর্শের জন্য মিলিত হন। মুহাজিররা হযরত আবূ বকরকে বললেন, আমাদেরকে নিয়ে আনসার ভাইদের কাছে চলুন এবং এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের সাথে তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করব। আনসারগণ বললেন, আমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর এবং আপনাদের (মুহাজিরদের) মধ্য থেকে একজন আমীর হোক। তখন হযরত উমার (রা.) বললেন, এমন কে আছে, যার জন্য একই ঘটনার তিনটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে? কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

"দু'জনের একজন, যখন তারা ছিল গুহার মধ্যে, যখন সে তার সাথীকে বললো, বিচলিত হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" (সূরা তাওবা : ৪০) কারা ছিলেন সে দু'জন? রাবী বলেন, উমার (রা.) তাঁর হাত প্রসারিত করে দিয়ে আবূ বকর (রা.)-এর হাতে বায়আত করেন। এরপর সমবেত সকলে সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

أغمى ঃ مجهول-এর সীগা। সংজ্ঞাহীন হওয়া, মূর্ছা যাওয়া।

أفاق ঃ সংজ্ঞা ফিরে পাওয়া, জ্ঞান ফিরে পাওয়া, চেতনা ফিরে পাওয়া।

أسيف ঃ দুঃখিত, কোমল-হৃদয়।

فلو أمرت غيره ঃ لو এর جواب উহ্য আছে। অর্থাৎ لكان حسنا।

لينكص ঃ বাবে ن ও ض থেকে। পিছিয়ে আসা, পিছু হটা।

دهشا ঃ دال অক্ষরে যবর। ها অক্ষরে যের। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া, হতবুদ্ধি হওয়া, দিশেহারা হওয়া।

أفرجوا ঃ أعطو لى فرجة- জায়গা করে দেওয়া।

مسه ঃ এখানে অর্থ قبله চুমু দেওয়া।

أكب ঃ ঝুঁকে পড়া।

صواحب ঃ صاحبة এর বহুবচন।

صواحبات ঃ صواحب এর বহুবচন, এটি جمع الجمع।

তাশরীহ :

أغمى على رسول الله الخ ঃ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুরোগের অবস্থায় বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত এশার সময় বারবার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন এবং চেতনা ফিরে এলে হযরত আবূ বকর (রা.)-

কে নামায পড়ানোর নির্দেশ দেন। তিনি বৃহস্পতিবার এশা থেকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকাল পর্যন্ত মোট সতর ওয়াক্ত নামায পড়ান।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, নবীগণ কিছু সময়ের জন্য সংজ্ঞাহীন ও চেতনালুপ্ত হতে পারেন। তবে পাগলামি ও উন্মত্ততা তাঁদেরকে স্পর্শ করতে পারে না।

আলেমগণ বলেন, নবীদের উপর বিপদ-আপদ আসার হেকমত হল, এতে তাঁদের দরজা বুলন্দ হয়। সাধারণ মানুষ তাঁদের অবস্থা থেকে সান্তনা পায় এবং কেউ তাঁদেরকে মা'বূদ মনে করে না।

فإنكن صواحب يوسف الخ ঃ 'তোমরা তো ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনার সাথে জড়িত মহিলাদের ন্যায়' আলেমগণ এ কথার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

১. তোমরা বলতে হযরত আয়েশা (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে আর মহিলারা বলতে জুলাইখাকে বুঝানো হয়েছে। একজনের ক্ষেত্রেও সম্মানার্থে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়। জুলাইখার সাথে হযরত আয়েশার তুলনার দিক হল, (ক) জুলাইখা যেমনিভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)কে একটি নাহক কাজের প্রতি আহ্বান করেছিল, তেমনি আয়েশা (রা.) ও একটি অসঙ্গত কথার উপর পীড়াপীড়ি করেছেন। (খ) তুলনা এই দিক থেকে যে, যেমন জুলাইখা তিরস্কারকারিণী মহিলাদেরকে দাওয়াতের নামে ডেকে ছিল, অথচ উদ্দেশ্য দাওয়াত ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল ইউসুফের সৌন্দর্য দেখে তারা যেন জুলাইখাকে মা'যূর মনে করে, তাঁর প্রতি আসক্তির বিষয়ে তাকে আর তিরষ্কার না করে। তেমনি আয়েশাও দৃশ্যত হযরত আবূ বকরের কোমলতার কথা বলেছেন, অন্তরে ছিল আবূ বকর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থানে দাঁড়ালে লোকে তাঁকে অপসন্দ করবে, অশুভ মনে করবে।

২. তোমরা বলতে হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসা (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে। আর মহিলারা বলতে জুলাইখা যে সব মহিলাদের দাওয়াতের নামে ডেকে ছিল, তারা উদ্দেশ্য। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী তুলনার দিক হলো : (ক) অসঙ্গত কাজে পীড়াপীড়ি করা। জুলাইখার সাথীরা যেমনিভাবে জুলাইখার আনুগত্যের জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল, তেমনিভাবে হযরত আয়েশার সাথে হাফসা (রা.)-ও উক্ত কথায় পীড়াপীড়ি করেন। (খ) অন্ত রের বিপরীত কথা মুখে প্রকাশ করা। জুলাইখার সাথীরা বাহ্যত হযরত ইউসুফকে জুলাইখার আনুগত্যের জন্য অনুরোধ করেছিল; কিন্তু মূলত

প্রত্যেকে তাঁকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল। অদ্রূপ হযরত আয়েশা মুখে বলছিলেন, পিতার কোমল হৃদয় হওয়ার কথা, অথচ অন্তরে ছিল মানুষ তাঁকে অশুভ মনে করবে। অনুরূপভাবে হযরত হাফসা বাহ্যত হযরত আয়েশার পক্ষে সুপারিশ করছিলেন; কিন্তু অন্তরে 'আশা ছিল' হযরত আবূ বকর অসম্মতি জানালে তাঁর পিতা উমার (রা.) এ মর্যাদার অধিকারী হতে পারবেন।

فجاءت بريرة ورجل الخ ঃ দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম ছিল نوبة। তিনি একজন গোলাম ছিলেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, এই দুই ব্যক্তি ছিলেন, হযরত 'আব্বাস ও আলী (রা.)। বিভিন্ন বর্ণনায় আরো অনেকের নাম এসেছে। হতে পারে, বের হওয়ার ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে বা পালাক্রমে সকলের উপর ভর দিয়েছেন।

حتى أبو بكر قضى صلاته ঃ মুনাবী (র.) বলেছেন, এ হাদীসের যাহির থেকে বুঝা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ বকর (রা.)-এর পিছনে ইকতেদা করেছেন। কিন্তু সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে :

كان أبو بكر يصلى قائما ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلى قاعدا يقتدى أبو بكر بصلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضى الله عنه.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমাম ছিলেন, আবূ বকর (রা.) এবং সকলে মুকতাদী ছিলেন। হতে পারে এ দু'টি ঘটনা আলাদা।

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, এ হাদীসের যাহির থেকে বুঝা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায না পড়েই মসজিদ থেকে ফিরে এসেছেন। والله أعلم بالصواب

إلا ضربته بسيفي هذا الخ ঃ হযরত উমার (রা.) মনে করতেন, মুনাফিকরা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করবেন না। তাই তিনি বললেন, যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন বলবে, তাকে তরবারী দিয়ে আঘাত করবো। তিনি হয়তো ভেবেছেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংজ্ঞা হারিয়েছেন, আবার হুঁশে আসবেন।

إنطلق إلى صاحب رسول الله ঃ সোমবার দিন ফজরের নামাযের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুমতি নিয়েই হযরত আবূ বকর

(রা.) নিজ বাড়িতে গিয়েছিলেন। তাঁর এ বাড়ি মসজিদে নববী থেকে এক মাইল দূরে سنح এলাকায় অবস্থিত ছিল।

وهو فى المسجد ঃ এটা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর মহল্লার মসজিদ ছিল। তিনি সম্ভবত যোহরের নামায পড়তে এসেছিলেন। মসজিদে নববীতেও হতে পারে। হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর গোলামের মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে পূর্বেই রওয়ানা হয়ে যান এবং মসজিদে প্রবেশের পর সালিমের সাথে সাক্ষাত হয়। তখন সংবাদটি যাচাইয়ের জন্য তাকে জিজ্ঞেস করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি ইন্তেকাল করেছেন?

(جمع الوسائل : جـ٢، صـ٢٩٩، حاشية خصائل نبوى : صـ١٤٨)

أيدفن رسول الله الخ. ঃ যেহেতু নবীর জন্য বিশেষ কোন হুকুম থাকতে পারে, তাই তাঁরা আলাদা আলাদাভাবে সব বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছেন।

يطيب له الموت به ويحب أن يدفن فيه على ما سبق. ঃ অর্থাৎ إلا فى مكان طيب - যে জায়গায় নবী দাফন হওয়া পসন্দ করেন।

أمر الناس أن يمكنون بنى أبيه من غسله ولا ঃ অর্থাৎ, ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه ينازعوهم فيه- লোকদের আদেশ করেন, তারা যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গোসল দেয়ার ব্যাপারে তাঁর পরিবারবর্গকে সুযোগ করে দেয়, এ বিষয়ে কেউ যেন তাঁদের সাথে বিতর্কে না আসে।

এখানে পরিবারবর্গ বলতে উদ্দেশ্য- হযরত আলী, আব্বাস, ফযল, কুছাম, উসামা (রা.) প্রমুখ। এরা সরাসরি গোসল দিয়েছেন। আরো কয়েকজন তাঁদেরকে সহযোগিতা করেছেন।

واجتمع المهاجرون ঃ এখানে واو অক্ষরটি مطلق جمع এর জন্য এসেছে। অন্যথায় খেলাফতের বিষয়টি দাফনের আগে নিষ্পন্ন হয়েছে।

من له مثل هذه الثلاث الخ ঃ অর্থাৎ,

هل رجل ورد فى شأنه هذه الفضائل فى قضية واحدة مع قطع النظر عن سائر المحاسن.

এমন আর কে আছে, একই ঘটনায় যাঁর তিনটি ফযীলত রয়েছে। অন্যান্য গুণের কথা আলাদা।

ثانى إثنين الخ ঃ এ আয়াতে (১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হযরত আবূ বকরের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ও কঠিন মুহূর্তে সাথে থাকার কথা বলা হয়েছে। (২) আল্লাহ তাআলা আবূ বকর (রা.)কে রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী বলে আখ্যায়িত করেছেন। (৩) আল্লাহর সাহায্য তাঁর সাথে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন।

من هما؟ ঃ হযরত উমার (রা.) বলেন, বল ঐ দু'জন কে, যাদেরকে আয়াতে هما সর্বনাম দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে?

হযরত উমার (রা.) আনসারদেরকে সম্বোধন করে আরো বলেছিলেন, স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাঁকে ইমাম বানিয়ে গেছেন, তাঁকে ঐ স্থান থেকে সরিয়ে দেয়া কি তোমরা পসন্দ করো? আনসারগণ বলেন, না আমরা কখনো আবূ বকর (রা.)কে পেছনে রেখে সামনে অগ্রসর হতে পারবো না। অতঃপর হযরত উমার (রা.) বায়আতের উদ্দেশ্যে হাত বাড়ান। তখন উপস্থিত সকলে সন্তুষ্টচিত্তে হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন।

فبايعه الناس بيعة حسنة جميلة ঃ অর্থাৎ - لا إكراها ولا إجبارا ولا ترغيبا ولا ترهيبا সকলে স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বায়আত গ্রহণ করেন।

এই বায়আত ছিল প্রাথমিক বায়আত। পরদিন মঙ্গলবার মসজিদে নববীতে আম বায়আত অনুষ্ঠিত হয়। বায়আত গ্রহণের পর হযরত আবূ বকর (রা.) এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। এতে তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি কখনো খলীফা হওয়ার প্রত্যাশী ছিলাম না। আমি শুধু উম্মতকে ফেৎনা থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছি।

(جمع الوسائل : جـ٢، صـ٢٧٠-٢٧٨، خصائل نبوى : صـ ٢٥٠)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، والترمذى فى جامعه، كتاب المناقب، برقم : ٣٦٧٢.

* * *

حديث : ٣٩٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ شَيْخٌ بَاهِلِيٌّ قَدِيمٌ بَصْرِيٌّ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ : لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَرْبِ الْمَوْتِ مَا وَجَدَ، قَالَتْ فَاطِمَةُ : وَاكَرْبَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ، إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسَ بِتَارِكٍ مِنْهُ أَحَدًا الْمُوافَاةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

হাদীস : ৩৯৮. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মৃত্যুকষ্ট ভোগ

করছিলেন, তখন ফাতেমা (রা.) বললেন, হায়রে কষ্ট! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আজকের দিনের পর তোমার পিতার আর কোন কষ্ট থাকবে না। তোমার পিতার নিকট সেই অমোঘ জিনিস- মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত কাউকে ছাড়বে না।

শব্দবিশ্লেষণ :

من كرب الموت ঃ কষ্ট, من অক্ষরটি بيانية বা تبعيضية ।

وا كرباه ঃ مندوب এর صيغة। হায়রে কষ্ট! হায়রে আব্বাজানের কষ্ট! পিতাজানের কষ্টের কারণে তাঁরও কষ্ট হচ্ছিল।

إنه ঃ অর্থাৎ الحال والشان ।

حضر من أبيك ঃ অর্থাৎ من أمر أبيك ।

ما ঃ অর্থাৎ شيء عظيم ।

ليس ঃ অর্থাৎ ليس الله ।

تبارك منه ঃ অর্থাৎ من الوصول إليه ।

الحضور ذلك اليوم المستلزم للموت ঃ এটা ما এর بيان অর্থাৎ الموافاة يوم القيامة- কোন কোন নুসখায় এখানে الموافاة এর স্থলে الوفاة শব্দ এসেছে। তখন يوم القيامة বাক্যটি منصوب بنزع الخافض হবে। অর্থাৎ إلى يوم القيامة। আর مفعول فيه-ও হতে পারে। তখন يوم القيامة দ্বারা يوم الوفاة উদ্দেশ্য হবে। কারণ, প্রত্যেকের মৃত্যুর দিন তার কিয়ামতের দিন। বলা হয়, من مات فقد قامت قيامته ।

তাশরীহ :

من كرب الموت ঃ মানুষ হিসাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর দেহে মৃত্যু কষ্ট অনুভব করেছেন। এটা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ ছিল।

لا كرب على أبيك الخ ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফাতেমা (রা.)-কে সান্তনা দিয়ে এ কথা বলেছেন।

المصيبة إذا عمت هانت ঃ ما ليس بتارك منه أحد- কষ্ট, বিপদ-আপদ যখন ব্যাপক হয়, তখন তা হালকা হয়ে যায়। সে হিসাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেছেন।

(جمع الوسائل : جـ٢، صـ٢٨٠، المواهب اللدنية : صـ٢٩٤)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه ابن ماجة فى سننه، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أخرجه البخارى فى المغازى بنحوه.

* * *

حديث : ٣٩٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالا : حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ بَارِقٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ جَدِّي أَبَا أُمِّي سِمَاكَ بْنَ الْوَلِيدِ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِي أَدْخَلَهُ اللّٰهُ تَعَالَى بِهِمَا الْجَنَّةَ "، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ : "وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَا مُوَفَّقَةُ "قَالَتْ : فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ : "فَأَنَا فَرَطٌ لأُمَّتِي، لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِي"

হাদীস : ৩৯৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে কারো দু'টি নাবালেগ সন্তান মারা গেলে আল্লাহ তাআলা তাদের উসীলায় তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। হযরত আয়েশা (রা.) জিজ্ঞেস করেন, আপনার উম্মতের মধ্যে যার একটি মাত্র সন্তান মারা গেল? (সেও কি জান্নাত লাভ করবে?) তিনি বলেন, হে তাওফীক প্রাপ্তা? যার একটি মাত্র সন্তান মারা গেছে সেও। হযরত আয়েশা (রা.) আবার জিজ্ঞাসা করেন, আপনার উম্মতের মধ্যে যার একটি সন্তানও মারা যায়নি? তিনি বলেন, আমিই আমার উম্মতের (জন্য আখেরাতে অগ্রবর্তী ব্যক্তি) পূঁজি।। কারণ, আমার বিচ্ছেদে তারা যেরূপ মর্মাহত হবে, আর কারো বিচ্ছেদে তদ্রূপ হবে না।

শব্দবিশ্লেষণ :

فرط ঃ ف ও ر অক্ষরে যবরযোগে। এটি مصدر এবং اسم فاعل এর অর্থ দেয়। কাফেলার অগ্রবর্তী লোক যে, অগ্রে মনযিলে গিয়ে সবার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা করে। এখানে উদ্দেশ্য নাবালেগ সন্তান, যে পিতা-মাতা উভয়ের বা যে কোন একজনের আগে মারা যায়। সেও জান্নাতে তাঁদের অগ্রবর্তী ব্যক্তি হয়।

موفقة ঃ নেক কাজের তাওফীক প্রাপ্তা, দ্বীনি ইলম হাসিলের তাওফীকপ্রাপ্তা বা যথাযথ প্রশ্ন করার তাওফীক প্রাপ্তা।

لن يصابوا الخ ঃ অর্থাৎ,

بمثل مصيبتى فإن عندهم أحب من كل والد وولد فمصيبتى عليهم أشد من جميع المصائب.

আমি যেহেতু তাদের কাছে সবচে প্রিয়, তাই আমার বিচ্ছেদে তারা সবচে বেশি মর্মাহত হবে। অতএব, জান্নাতে আমি তাদের জন্য অগ্রবর্তী ব্যক্তি হবো।

তাশরীহ :

সন্তানের মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবে পিতা-মাতা অত্যন্ত দুঃখিত ও শোকাহত হন। তাই এর উপর সবরের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের জন্য পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি সকলের বিয়োগ-বেদনার চেয়েও অধিক শোকাবহ। সুতরাং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের জন্য আখিরাতে فرط বা অগ্রবর্তী ব্যক্তি হবেন। তিনি আগে গিয়ে হাউযে কাউসারে উপস্থিত থাকবেন। উম্মতের জন্য শাফাআত করবেন।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه الترمذى فى جامعه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فى ثواب من قدم ولدا، وقال : هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلاّ من حديث عبد ربه بن بارق، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة.

(٥٦) بَابُ : مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وفيه (٧) أحاديث

অনুচ্ছেদ :: ৫৬

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীরাস সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

حديث : ٤٠٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَخِي جُوَيْرِيَةَ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ : "مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ سِلاحَهُ، وَبَغْلَتَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً ".

হাদীস : ৪০০. উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)-এর ভাই হযরত আমর ইবনে হারেস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের সময় তাঁর হাতিয়ার, একটি খচ্চর এবং কিছু জমি ছাড়া আর কিছু রেখে যাননি। সেগুলোও সদকা করে যান।

শব্দবিশ্লেষণ :

سلاح ঃ ছীন অক্ষরে যেরযোগে। অস্ত্র, হাতিয়ার। যেমন, তরবারি, বর্শা, বর্ম, শিরস্ত্রাণ।

بغلة ঃ খচ্চর। এখানে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাদা খচ্চরটি উদ্দেশ্য। যার উপর তিনি সওয়ার হতেন। এটার নাম ছিল 'দুলদুল'। আল্লামা আঈনী (র.) লিখেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোট ছয়টি খচ্চর ছিল। মিশরের শাসক মুকাওকিস 'দুলদুল' খচ্চরটি হাদিয়া পাঠিয়ে ছিলেন।

أرضا ঃ এটাকে إضافت ছাড়া উল্লেখ করার কারণ হলো, হাতিয়ার এবং খচ্চর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু নিজেই ব্যবহার করতেন। পক্ষান্তরে যমীনের ফসল পরিবারবর্গ এবং গরীব-মিসকিনদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন।

ما ترك.....إلا ঃ এখানে حصر টি إضافى। অন্যথায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাপড়-চোপড় এবং ঘরের কিছু প্রয়োজনীয় সামানও রেখে

গেছেন। সেগুলো সামান্য হওয়ার কারণে উল্লেখ করা হয়নি।

তাশরীহ :

قوله جعلها ঃ ها যমীরের مرجع হাতিয়ার, খচ্চর ও যমীন তিনটিই হতে পারে। কারণ, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, نحن معاشر الأنبياء لانورث ماتركنا صدقة - আমরা নবীগণ যা রেখে যাই, তা সদকা বলে গণ্য হয়। শুধু 'যমীন'ও مرجع হতে পারে। তখন মতলব হবে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় এ যমীন পরিবারবর্গ ও মুসলমানদের জন্য সদকা করে গেছেন। মোল্লা আলী কারী (র.) প্রথম মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (جمع الوسائل : جـ٢، صـ ٢٨٢)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصية الرجل مكتوبة عنده، كتاب الجهاد والسير، باب من لم ير كسر السلاح عند الموت، كتاب فرض الخمس، باب نفقة نساء النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد وفاته، كتاب المغازى، باب مرض النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووفاته.

* * *

حديث : ٤٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ : مَنْ يَرِثُكَ؟ فَقَالَ : أَهْلِي وَوَلَدِي، فَقَالَتْ : مَا لِي لا أَرِثُ أَبِي؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "لا نُورَثُ"، وَلَكِنِّي أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ، وَأُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ

হাদীস : ৪০১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ফাতিমা (রা.) হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট এসে বললেন, কে আপনার (ত্যাজ্য সম্পত্তির) ওয়ারিস? তিনি বললেন, আমার পরিবার ও সন্তানরা।

হযরত ফাতিমা (রা.) বললেন, তাহলে আমার কি হল যে, আমি আমার পিতার ওয়ারিস হবো না? হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'আমাদের কেউ ওয়ারিস

হয় না।' অবশ্য (আমি ওয়াকফের মুতাওয়াল্লী হিসাবে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেছিলেন, আমিও তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবো এবং তিনি যাদের জন্য ব্যয় করতেন, আমিও তাদের জন্য ব্যয় করবো।

শব্দবিশ্লেষণ :

لا نورث ঃ نون অক্ষরে পেশ, واو অক্ষরে সুকূন, را অক্ষরে যবর। কোন কোন নুসখায় را অক্ষরে যের যোগে এসেছে। অর্থাৎ لا نترك ميراثا لأحد- আমরা কারোর জন্য মীরাস রেখে যাই না। অনেকের মতে এ শব্দটি را এর নিচে যের যোগে রেওয়ায়েতের দিক থেকে ভুল। যদিও অর্থের দিক থেকে সহীহ। এ শব্দটি مجهول ব্যবহার হয়, অর্থ হয়-معروف। এর অর্থ আমরা কাউকে ওয়ারিস বানাই না। আমাদের কেউ ওয়ারিস হয় না।

أنفق ঃ এখানে عطف تفسيرى হয়েছে। কেউ কেউ পার্থক্য করে বলেছেন, أعول অর্থ পরিবারের ভরণ-পোষণ দেওয়া, আর أنفق- অর্থ অন্যদের জন্য ব্যয় করা।

তাশরীহ :

সম্ভবত এ হাদীসটি হযরত ফাতিমার নিকট পৌঁছেনি বা তিনি হাদীসটিকে অস্থাবর সম্পদ সম্পর্কে প্রযোজ্য মনে করতেন।

নবীদের সম্পদে ওয়ারিস না হওয়ার অনেক হেকমত উলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন। যেমন :

- যাতে সকলে এ কথা ভালভাবে জেনে নেয় যে, নবীগণ শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য দ্বীনের দাওয়াত দেন, দুনিয়া তাদের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এমন কি তাঁরা যা কিছু রেখে যান, সেখান থেকে তাঁদের সন্তানরাও অংশ পান না।
- নবীগণ উম্মতের রূহানী পিতা। কাজেই তাঁদের ত্যাজ্য সম্পত্তি সবার জন্য ওয়াক্‌ফ হবে।
- নবীদের সামনে আল্লাহ তাআলার প্রকৃত মালিকানা সর্বদা সমুপস্থিত থাকে। তাই তাঁরা নিজেকে কোন কিছুর মালিকই মনে করেন না।
- নবীগণ কবরে বিশেষ হায়াত প্রাপ্ত হন। এর আছর দুনিয়ার আহকামেও দেখা যায়। যেমন, কুরআনের কারীমে নবীদের স্ত্রীগণকে বিবাহ করা

হারাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং হাদীস শরীফে নবীদের সম্পদে উত্তরাধিকারকে নিষেধ করা হয়েছে। والله أعلم بالصواب

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه، كتاب السير.

* * *

حديث : ٤٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، أَنَّ الْعَبَّاسَ، وَعَلِيًّا، جَاءَا إِلَى عُمَرَ يَخْتَصِمَانِ، يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ : أَنْتَ كَذَا، أَنْتَ كَذَا، فَقَالَ عُمَرُ لِطَلْحَةَ، وَالزُّبَيْرِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدٍ : أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ أَسَمِعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "كُلُّ مَالِ نَبِيٍّ صَدَقَةٌ إِلاَّ مَا أَطْعَمَهُ، إِنَّا لا نُورَثُ؟ "وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ

হাদীস : ৪০২. আবুল বাখতারী (র.) থেকে বর্ণিত। হযরত আব্বাস ও হযরত আলী (রা.) বাদানুবাদ করতে করতে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমার (রা.)-এর নিকট এসে একে অপরকে বলেন, আপনি এরূপ, আপনি এরূপ, আপনি এরূপ।

তখন হযরত উমার (রা.) হযরত তালহা, যুবায়ের, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ ও সা'দ (রা. আনহুম)কে বলেন, আমি আপনাদেরকে আল্লাহর নামে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনারা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, নিজের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য যতটুকু খরচ হয়, তা ব্যতীত নবীর সব সম্পদ সদকা হিসাবে গণ্য। আমরা নবীদের কেউ ওয়ারিস হয় না। এ হাদীসে দীর্ঘ এক ঘটনা আছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أبو البخترى ঃ با অক্ষরে যবর, خاء অক্ষরে سكون যোগে। তার নাম سعيد بن عمران- ভিন্ন মতে سعيد بن فيروز।

إلى عمر ঃ অর্থাৎ فى أيام خلافته।

أنت كذا ঃ অর্থাৎ

أنت لا تستحق الولاية، على هذه الصدقة ونحوذلك مما يذكر المخاصم فى رد كلام خصمه من غير شتم ولا سب، كما وهم فإن ذلك لا يليق بمقامهما.

একে অপরকে বলেন, আপনি এ ওয়াক্ফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী হওয়ার যোগ্য নন; গালমন্দ করা উদ্দেশ্য নয়।

أنشدكم بالله ঃ অর্থাৎ أسئلكم وأقسمتم عليكم بالله -আল্লাহর নামে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করি।

فاعل ঃ إلاّ ما أطعمه রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অর্থাৎ- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ বাবত যা কিছু দিয়েছেন, তা ছাড়া। কোন কোন নুসখায় إلاّ ما أطعمه الله এসেছে। এক নুসখায় ما أطْعِمُه এসেছে। তখন التفات من الغيبة إلى التكلم হবে।

لا نورث ঃ را অক্ষরে যবর। এক নুসখায় را অক্ষরে যের ও تشديد যোগে نورِّث এসেছে।

তাশরীহ :

এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ। সুনানে আবূ দাউদে যা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র.) কেবল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত অংশটুকু উল্লেখ করেছেন। সামনে ৪০৫ নং হাদীসের ব্যাখ্যায় কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ আসছে।

قوله كل مال نبى صدقة ঃ এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, নবীদের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের পর যে মাল অবশিষ্ট থাকে, তাদের জীবদ্দশায় তা সদকা বলে গণ্য হয়। সুতরাং মোল্লা আলী কারী (র.) লিখেছেন,

ولا يخفى أنه يستفاد من هذا الحديث أن مال كل نبى صدقة فى حال حياته أيضا إلاّ ما أطعمه أهله وكساهم الخ، جمع الوسائل : جـ٢، صـ٢٨٥.

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب الخراج، رقم : ٢٩٧٥.

* * *

حديث : ٤٠٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ ".

হাদীস : ৪০৩. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমাদের কোন ওয়ারিস নাই। আমরা-নবীগণ যা কিছু রেখে যাই, তা সদকা (ওয়াক্ফ) হিসাবে গণ্য।

শব্দবিশ্লেষণ :

لا نورث ঃ অর্থাৎ نحن معاشر الأنبياء।

। كل ما تركناه অর্থাৎ ما تركنا ঃ

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الفرائض، باب قول النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نورث ما تركنا صدقة، ومسلم فى صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وأبو داود فى سننه كتاب الإمارة.

* * *

حديث : ٤٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ "

হাদীস : ৪০৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার উত্তরাধিকারীগণ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) বণ্টন করবে না। আমার স্ত্রীদের ভরণপোষণ ও আমার আমেলের ভাতা প্রদানের পর যা উদ্বৃত্ত থাকবে, তা সদকা হিসাবে গণ্য।

শব্দবিশ্লেষণ :

لا يقسم ঃ এটা نفى। অর্থ দিবে, نهى এর। والنفى أبلغ من النهى الصريح।

কোন কোন নুসখায় نهى-এর সীগা বর্ণিত আছে।। কোন কোন নুসখায় لا يقسمও বর্ণিত আছে।

ورثتى ঃ একবচন وارث। উত্তরাধিকারী, ওয়ারিস।

তাশরীহ :

قوله : دينارا ولا درهما ঃ দীনার ও দিরহামের কথা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ত্যাজ্য সম্পদ।

قوله مؤنة عاملى ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'আমেল' বলতে তাঁর পরবর্তী খলীফা বা ওয়াক্ফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী উদ্দেশ্য।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে তাঁর পূত-পবিত্র স্ত্রীগণের খোরপোষ দেওয়া ওয়াজিব।

(المواهب اللدنية : صـــ٢٩٨)

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الوصايا، باب نفقه

القيم للوقف، ومسلم فى صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وأبو داود فى سننه، كتاب الإمارة.

* * *

حديث : ٤٠٥ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَطَلْحَةُ، وَسَعْدٌ، وَجَاءَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ : أَنْشُدُكُمْ بِالَّذِي بِإِذْنِه تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ "، فَقَالُوا : اللّٰهُمَّ نَعَمْ. وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ.

হাদীস : ৪০৫. মালেক ইবনে আউস ইবনুল হাদাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উমারের নিকট গেলাম। তখন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, হযরত তালহা এবং হযরত সা'দ তাঁর নিকট উপস্থিত হন। কিছুক্ষণ পর হযরত আলী ও হযরত আব্বাসও বাদানুবাদ করতে করতে উপস্থিত হন। হযরত উমার (রা.) তাঁদের বলেন, আমি আপনাদেরকে সে সত্ত্বার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, যাঁর ইচ্ছায় আসমান-যমীন কায়েম আছে, আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমরা নবীদের কোন ওয়ারিস নেই। আমরা যা কিছু রেখে যাই, তা সদকা। তাঁরা সকলে বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা লেছেন। এ হাদীসে একটি দীর্ঘ ঘটনা রয়েছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

اللهم نعم ঃ এখানে اللهم আনা হয়েছে حكم এর تاكيد এর জন্যে বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে ভুল কিছু নেসবত করা থেকে বেঁচে থাকা ও সতর্কতা হিসাবে।

এ ঘটনাটি সহীহ বুখারীতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিতাবুল মাগাযী দ্রষ্টব্য।

হযরত উমার (রা.) খলীফা হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেখে যাওয়া যমীনের বিষয়ে হযরত আব্বাস (রা.) হযরত আলী (রা.) তাঁর কাছে দু'বার আসেন। প্রথমবার আসেন ওয়াক্‌ফের যমীনের মুতাওয়াল্লী হওয়ার জন্য। সুতরাং হযরত উমার (রা.) তাঁদের দু'জনকে

যৌথভাবে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন।

পরবর্তীতে এ যমীনের ফসল বণ্টনের ব্যাপারে দু'জনের মধ্যে মতবিরোধ হয়। কারণ, হযরত আলী ছিলেন, হাত খোলা। পক্ষান্তরে হযরত আব্বাস (রা.) ছিলেন, হিসাবী। তাই তাঁরা দ্বিতীয়বার আসেন, মুতাওয়াল্লীশিপ ভাগ করে নেওয়ার জন্য। কিন্তু হযরত উমার (রা.) ভাগ করে দিতে অস্বীকার করেন। কারণ, মানুষ মনে করতে পারে, তিনি মীরাস বণ্টন করে দিয়েছেন।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب الجن ومن يترس بترس صاحبه، وفى المغازى، باب حديث بنى النضير، وأبو داود فى الإمارة، والترمذى فى السير.

* * *

حديث : ٤٠٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : "مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا وَلا شَاةً وَلا بَعِيرًا "، قَالَ : "وَأَشُكُّ فِي الْعَبْدِ وَالأَمَةِ "

হাদীস : ৪০৬. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীনার, দিরহাম, বকরী ও উট কিছুই রেখে যাননি। রাবী বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) দাস-দাসীর কথা উল্লেখ করেছেন কি না- তাতে আমার সন্দেহ আছে (তবে অন্য হাদীসে স্পষ্টভাবে দাস-দাসী না রেখে মারা যাওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে)।

তাশরীহ :

أشك الخ ঃ সন্দেহটা زر বা পরবর্তী কোন রাবীর।

ولا عبدا ولا أمة ঃ 'গোলাম/ বাঁদী' দ্বারা মালিকানাভুক্ত গোলাম- বাঁদী উদ্দেশ্য। অন্যথায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক আযাদকৃত গোলাম রেখে গেছেন।

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف، دون باقى الستة.

(٥٧) بَابُ : مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ عَشْرَةُ أَحَادِيثَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭

স্বপ্নযোগে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত লাভ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

তাশরীহ :

স্বপ্ন এমন কিছু চেতনা ও চিত্রকে বলে, যা আল্লাহ তাআলা ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে দেন।

কখনো তা ফেরেশতাদের মাধ্যমে সৃষ্টি করেন, কখনো শয়তানের মাধ্যমে। স্বপ্ন তিন প্রকার। যথা :

১। ঐ স্বপ্ন, যা ফেরেশতাদের মাধ্যমে দেখানো হয়। এ স্বপ্ন বাস্তব ও সত্য। এটিকে رؤيا صالحة ও بشرى من الله বলা হয়।

২। যা শয়তান দেখায়। এটা অবাস্তব। এর কোন ব্যাখ্যা হয় না। এ ধরনের স্বপ্ন দেখলে পার্শ্ব পরিবর্তন করে বাম দিকে তিনবার থু থু ফেলতে হয় এবং ইস্‌তেগফার করতে হয়। এ স্বপ্নকে تحزين الشيطان বলে।

৩। কল্পনা প্রসূত স্বপ্ন। মানুষ দিনের বেলায় যা কল্পনা করে, রাতে তা স্বপ্নে দেখে। এ ধরনের স্বপ্নেরও কোন ব্যাখ্যা হয় না। এটাকে حديث النفس বলে। স্বপ্নের হাকীকত সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা মুশকিল।

এ অনুচ্ছেদে স্বপ্নযোগে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত লাভ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কেউ যদি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খাবে দেখে, তবে সত্যিই সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছে। কারণ, শয়তান তাঁর আকৃতি ধারণ করতে পারে না। এমনকি কেউ যদি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর হুলিয়া মুবারকের বিপরীত কোন হুলিয়ায় দেখে, আর স্বপ্নে তার বিশ্বাস হয়, সে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছে, তবুও সে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই দেখেছে। তবে এটা দর্শকের আমল-আখলাকের ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত মনে করতে হবে। বিস্ত ারিত জানার জন্য দেখুন : عون الترمذى : جـ٢।

حديث : ٤٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُ بِي "

হাদীস : ৪০৭. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখলো, সে আমাকেই দেখলো। কারণ, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

তাশরীহ :

قوله فقد رآنى ঃ অর্থাৎ فقد رآنى حقا -সত্যিই সে আমাকে দেখেছে। شرط ও جزاء দুটো এক সাথে আনার দ্বারা مبالغة উদ্দেশ্য।

قوله فإن الشيطان لا يتمثل لى ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাগ্রত অবস্থায় যেমন শয়তান থেকে মা'সূম, এমনিভাবে ঘুমন্ত অবস্থায়ও তিনি মা'সূম। এমনকি তাঁর আকৃতিও শয়তানের তাসার্‌রুফ থেকে সংরক্ষিত।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه المصنف فى جامعه، كتاب الرؤيا، باب ما جاء فى قول النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : من رأنى فى المنام فقد رآنى، وابن ماجة فى سننه، كتاب تعبير الرؤيا، باب رؤية النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى المنام.

* * *

حديث : ٤٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَصَوَّرُ"أَوْ قَالَ : "لا يَتَشَبَّهُ بِي"

হাদীস : ৪০৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখলো, সে আমাকেই দেখলো। কারণ, শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।

তাশরীহ :

আল্লাহ তাআলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর জীবদ্দশায় যেমন শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত রেখেছেন, তদ্রূপ ইন্তে কালের পরও তাঁকে শয়তানের আসর থেকে মুক্ত রেখেছেন। এটা তাঁর নিষ্পাপ হওয়ার প্রকৃষ্ট দলীল।

স্বপ্নে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুবহু ব্যক্তি সত্ত্বার যিয়ারত লাভ হয়, নাকি প্রতিবিম্ব ও ছবির যিয়ারত লাভ হয়?

এ ব্যাপারে দু'টি মতই রয়েছে। সুফিয়ায়ে কিরাম বলেন, কেউ কেউ হুবহু ব্যক্তি সত্ত্বার যিয়ারত লাভে ধন্য হয়। আবার কেউ আয়নার মত ছবির যিয়ারত লাভ করে। (خصائل نبوى : صـ ٢٦٠)

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف من هذا الوجه.

* * *

حديث : ٤٠٩ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي "، قَالَ أَبُو عِيسَى : وَأَبُو مَالِكٍ هَذَا هُوَ : سَعْدُ بْنُ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ، وَطَارِقُ بْنُ أَشْيَمَ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ.

হাদীস : ৪০৯. হযরত তারেক ইবনে আশআস (র.) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখলো, সে প্রকৃত পক্ষে আমাকেই দেখলো।

তাশরীহ :

সূর্যকে যেমন বিভিন্ন স্থান থেকে একই সময় বিভিন্নজন দেখতে পায়। তেমনি একই সঙ্গে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারতও একাধিক ব্যক্তির লাভ হয়।

স্বপ্নে যদি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে কোন আদেশ নিষেধ করেন, শরীআত বিরোধী হলে তা মানা যাবে না। কারণ, স্বপ্নদ্রষ্টা শুনতে ভুল করতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন, শয়তান নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকৃতি ধারণ করতে পারে না বটে; কিন্তু কণ্ঠ নকল করতে পারে। والله أعلم بالصواب

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف دون باقي الستة.

* * *

حديث – ٤١٠– قال أبو عيسى : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ حُجْرٍ يَقُولُ : قَالَ خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ : رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلامٌ صَغِيرٌ .

التشريح : غرض المؤلف من سياق ذلك بيان أنه من أتباع أتباع التابعين لأن بينه وبين الصحابي واسطتين على بن حجر وخلف بن خليفة، فالمصنف إجتمع بعلى بن حجر وهو اجتمع بخلف بن خليفة وهو رأى الصحابي وهو عمروبن حريث رضى الله عنه.

* * *

حديث : ٤١١– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُنِي "، قَالَ أَبِي : فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ : قَدْ رَأَيْتُهُ، فَذَكَرْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، فَقُلْتُ : شَبَّهْتُهُ بِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : "إِنَّهُ كَانَ يُشْبِهُهُ".

হাদীস : ৪১১. কুলাইব (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখলো, সে আমাকেই দেখলো। কারণ, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। (আসেম বর্ণনা করেন) আমার পিতা কুলাইব বলেন, আমি এ হাদীস আব্বাস (রা.)-এর নিকট বর্ণনা করলাম এবং বললাম, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি। তখন হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.)-এর কথা আমার স্মরণ হলে আমি বললাম, স্বপ্নের আকৃতিকে হাসানের আকৃতির সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ পেলাম। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সদৃশই ছিলেন।

তাশরীহ :

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে হযরত হুসাইনের মত ছিলেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, নবী

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্ষদেশ থেকে উপরিভাগের সাথে হযরত হাসানের দেহাবয়বের মিল ছিল বেশি। আর দেহের নিম্নভাগের সাথে হযরত হুসাইনের মিল ছিল বেশি। (المواهب اللدنية : صـــ ٣٠١)

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف دون باقي الكتب الستة.

* * *

حديث : ٤١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالا : حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ وَكَانَ يَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ زَمَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ، يَقُولُ : "إِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِي، فَمَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي "، هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّوْمِ؟ قَالَ : نَعَمْ، أَنْعَتُ لَكَ رَجُلا بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، جِسْمُهُ وَلَحْمُهُ أَسْمَرُ إِلَى الْبَيَاضِ، أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ، حَسَنُ الضَّحِكِ، جَمِيلُ دَوَائِرِ الْوَجْهِ، قد مَلأَتْ لِحْيَتُهُ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ، قَدْ مَلأَتْ نَحْرَهُ، قَالَ عَوْفٌ : وَلا أَدْرِي مَا كَانَ مَعَ هَذَا النَّعْتِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْ رَأَيْتَهُ فِي الْيَقْظَةِ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْعَتَهُ فَوْقَ هَذَا، قَالَ أَبُو عِيسَى : "وَيَزِيدُ الْفَارِسِيُّ، هُوَ : يَزِيدُ بْنُ هُرْمُزَ، وَهُوَ أَقْدَمُ مِنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، وَرَوَى يَزِيدُ الْفَارِسِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَحَادِيثَ، وَيَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَهُوَ يَزِيدُ بْنُ أَبَانَ الرَّقَاشِيُّ، وَهُوَ يَرْوِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَيَزِيدُ الْفَارِسِيُّ، وَيَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، كِلاهُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَعَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ هُوَ عَوْفٌ الأَعْرَابِيُّ.

হাদীস : ৪১২. ইয়াযীদ আল-ফারসী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি কুরআনে কারীম লিপিবদ্ধ করে কপি করতেন। তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাসের যমানায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখি। আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বললাম, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি। তখন ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, আমার অবয়ব ধারণ করতে শয়তান সক্ষম হবে না। অতএব, যে ব্যক্তি আমাকে

স্বপ্নে দেখলো, সে আমাকেই দেখলো। তুমি যাকে স্বপ্নে দেখেছো, তার বর্ণনা দিতে পারবে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ, পারবো। তিনি ছিলেন মধ্যমাকৃতির। তাঁর দেহের রং ছিল দুধে-আলতা মিশ্রিত। চক্ষুদ্বয় যেন সুরমাযুক্ত, হাস্যোজ্জ্বল মুখ, সুন্দর গোলগাল চেহারা। এ থেকে এ পর্যন্ত দাড়িতে পরিপূর্ণ। অর্থাৎ, মুখভর্তি দাড়ি, যা বক্ষের উপরিভাগ পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। হাদীসের বর্ণনাকারী আউফ বলেন, আমার উস্তাদ ইয়াযীদ (স্বপ্নদ্রষ্টা) আরো কী কী সিফাত বর্ণনা করেছেন, তা আমার স্মরণ নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তুমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাগ্রত অবস্থায় দেখলেও এর অধিক বর্ণনা দিতে সক্ষম হতে না।

শব্দবিশ্লেষণ :

رجلا ঃ এটা أنعت এর مفعول হয়েছে। কোন কোন নুসখায় رجل মারফু এসেছে। তখন এটা উহ্য مبتداء এর খবর হবে। অর্থাৎ هو رجل।

بين الرجلين ঃ এটা خبر مقدم আর جسمه ولحمه হলো مبتدء مؤخر।

ما بين هذه إلى هذه ঃ إشارة إلى عرضها।

تد ملأت نحره ঃ هو بيان لطولها।

ومن أخرج هذا الحديث : تفرد به المصنف دون أهل الكتب الستة.

* * *

حديث : ٤١٣- حَدَّثَنَا أَبُو داود سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ : قَالَ عَوْفٌ الأَعْرَابِيُّ : "أَنَا أَكْبَرُ مِنْ قَتَادَةَ "

التشريح : لعل غرض المصنف بذكر هذا القول إن رواية قتادة عن ابن عباس معروفة ولما كان عوف أكبر عنه، فروايته عن الراوى عن ابن عباس غير مستعبد.

* * *

حديث : ٤١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ : قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ رَآنِي، يَعْنِي فِي النَّوْمِ، فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ "

হাদীস : ৪১৪. হযরত আবূ কাতাদা (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ঘুমের মধ্যে আমাকে দেখলো, সে সত্যকেই দেখলো। অর্থাৎ সে আমাকেই দেখলো।

শব্দবিশ্লেষণ :

رآى الأمر الحق أى الثابت المتحقق الذى هو أنا لا الأمر الموهوم ঃ অর্থাৎ, رآى الحق المتخيل فهو فى معنى فقد رآنى ।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب التعبير، باب من رآى النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى المنام، ومسلم فى صحيحه، كتاب الرؤية.

* * *

حديث : ٤١٥– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أخبرنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَخَيَّلُ بِي"وَقَالَ : "رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ "

হাদীস : ৪১৫. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ঘুমের অবস্থায় আমাকে দেখলো, সে আমাকেই দেখলো। কারণ, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। তিনি আরো ইরশাদ করেন, মু'মিনের সত্য স্বপ্ন নুবুওয়াতের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

তাশরীহ :

এখানে رؤيا المؤمن দ্বারা নেককার মু'মিন-মু'মিনার স্বপ্ন উদ্দেশ্য। কাফির ও ফাসিকের স্বপ্ন নবুওয়াতের অংশ নয়। নবুওয়াতের অংশ বলতে ইলমে নবুওয়াতের অংশ উদ্দেশ্য। ছিচল্লিশ দ্বারা আধিক্য উদ্দেশ্য, নির্দিষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : عون الترمذى : جـ২ ।

ومن أخرج هذا الحديث : أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب التعبير، باب من رآى النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى المنام، ومسلم فى صحيحه، كتاب الرؤيا، وأبو داود فى سننه، كتاب الرؤيا.

* * *

حديث : ٤١٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : "إِذَا ابْتُلِيتَ بِالْقَضَاءِ فَعَلَيْكَ بِالأَثَرِ".

হাদীস : ৪১৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র.) বলেন, তুমি বিচারকের পদ গ্রহণে বাধ্য হলে পূর্বসূরীদের উক্তির সাহায্য নেবে।

তাশরীহ :

ইমাম তিরমিযী (র.) দু'জন বিখ্যাত ইমাম ও মুহাদ্দিসের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উক্তির মাধ্যমে কিতাব সমাপ্ত করেছেন।

প্রথম উক্তিটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের। তিনি একশত আঠার হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং একশত একাশি হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।

إذا ابتليت الخ ঃ বাক্য দ্বারা বিচারকের পদটি আশংকাজনক হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قوله فعليك بالأثر ঃ এখানে أثر দ্বারা হাদীসে নববী, খোলাফায়ে রাশিদীন ও সাহাবায়ে কেরামের উক্তিসমূহ উদ্দেশ্য।

হযরত ইবনুল মুবারক বলতে চান, বিচার ও ফায়সালার ব্যাপারে নিজের রায় ও মতের উপর নির্ভর করবে না; বরং হাদীস এবং সাহাবী ও তাবিয়ীদের উক্তির অনুসরণ করবে। এটি একটি সাধারণ উপদেশ হতে পারে। আবার স্বপ্নের অনুচ্ছেদের সাথেও একে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। অর্থাৎ স্বপ্নের ব্যাখ্যাও এক প্রকার বিচার। সুতরাং স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যা মন চায়, তা বলে দেওয়া উচিত নয়; বরং পূর্বসূরীদের ব্যাখ্যার আলোকে তা'বীর করা উচিত।

উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, তা'বীরদাতাকে মুত্তাকী এবং কুরআন সুন্নাহর আলেম হতে হবে এবং আরবী ভাষা ও আরবদের বাগধারা সম্পর্কে অবগত হতে হবে।

* * *

حديث : ٤١٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ : "هَذَا الْحَدِيثُ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ "

হাদীস : ৪১৭. মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

এই হাদীস হল দ্বীন। কাজেই তোমরা কার নিকট থেকে তোমাদের দীন গ্রহণ করছো তা লক্ষ্য কর।

তাশরীহ :

মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.) একজন বিখ্যাত তাবিয়ী এবং তা'বীর শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। তার এ উক্তির উদ্দেশ্য হলো, ইলমে হাদীস দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। আর দ্বীন অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতএব, দ্বীন গ্রহণ করার পূর্বে লক্ষ্য করতে হবে, যার নিকট থেকে দ্বীন গ্রহণ করা হচ্ছে, তিনি মুত্তাকী এবং হকপন্থী কি না? যে কারো থেকে দ্বীন গ্রহণ করা ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, উস্তাদের আকীদা, আমল ও আখলাকের আসর ছাত্রের উপর পড়া স্বাভাবিক।

হযরত ইবনে সীরীনের এ উক্তি স্বপ্নের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। অর্থাৎ স্বপ্নের ব্যাখ্যাও যার-তার কাছ থেকে গ্রহণ করা যাবে না। যারা হক-বাতিল, সত্য-মিথ্যা এবং সহীহ-গলতের মাঝে পার্থক্য করার মতো যোগ্যতা রাখেন, তারা ভালো কথা যে কারো কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারেন। তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, أنظر إلى ما قال، لا تنظر إلى من قال কী বলে দেখ, কে বলেছে তা দেখো না। পক্ষান্তরে যাদের মাঝে এ যোগ্যতা নেই, তারা শুধু হকপন্থী, মুত্তাকী, পরহেযগার ব্যক্তি থেকে দ্বীন হাসিল করবে।

(আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে الشمائل المحمدية-এর তরজমা ও ব্যাখ্যার কাজ আজ বুধবার ১৮-ই রজব ১৪৩১ হিজরী মুতাবিক, ৩০ই জুন ২০১০ খ্রিস্টাব্দ বাদ ঈশা সমাপ্ত হলো।)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ،
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ،
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

تمت

https://t.me/islaMic_fdf

মাকতাবাতুল আযহার

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা
ঢাকা-১২১২। 01924-076365

বাংলাবাজার শাখা-১
১ আন্ডার গ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা। 01715-023118

বাংলাবাজার শাখা-২
কওমি মার্কেট, ৬৫/১ প্যারিদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা। 01687-183012

www.maktabatulazhar.com